মোহক নদীর বাঁকে

ওয়াল্টার ডি· এড্‌মন্ডস্‌

মোহক নদীর বাঁকে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মোহক নদীর বাঁকে

মূল ঃ ওয়াল্টার ডি· এড্‌মন্ডস্‌
অনুবাদ ঃ সানাউল্লাহ্‌ নূরী

পরিবেশক ঃ খোশরোজ কিতাব মহল
১৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

Walter D. Edmonds
DRUMS ALONG THE MOHAWK

Translated by : **Sanaullah Noori**

প্রকাশক ঃ খোশরোজ কিতাব মহল
১৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল ঃ ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০

প্রচ্ছদ ঃ সবিহ্-উল-আলম

বর্ণবিন্যাস ঃ চলন্তিকা কম্পিউটারস্
১৪, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণেঃ জাতীয় মুদ্রণ
১০৯, হৃষিকেশ দাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা

Bengali Translation of **Drums Along the Mohawk** by **Walter D. Edmonds**. Copyright (c) 1936. Copyright Reinewed, 1984. By **Walter D. Edmonds.** All Rights Reserved. Bengali Edition Published by **Khoshro Kitab Mahal,** Dhaka, Bangladesh, February 21, 1990.

www.pathagar.com

মোহক উপত্যকার নতুন
প্রজন্মের উদ্দেশে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লেখকের ভূমিকা

স্বাধীনতা–বিপ্লবকালে মোহক উপত্যকায় প্রকৃত কী ঘটেছিলো অনেক পাঠকেরই বোধকরি তা জানবার কৌতূহল রয়েছে। তাঁদের উদ্দেশে শুধু এইটুকু বলতে পারিঃ পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং সহানুভূতি নিয়ে ঘটনা আর স্থান–কালের যতোখানি মূল্যায়ন সম্ভব, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি সেব্যাপারে বিশ্বস্ত থাকতে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না, অতীতের কোনো ঘটনাকে বিশ্বস্ত দলিল হিসেবে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে একজন ঐতিহাসিকের চেয়ে অনেক বেশি সুযোগ রয়েছে একজন ঔপন্যাসিকের। অবশ্য যদি সে কাজটি করতে তিনি আগ্রহী হন। প্রথাসিদ্ধ নিয়মেই ঐতিহাসিককে আবদ্ধ থাকতে হয় ঘটনার কার্যকারণ, তার পরম্পরা এবং ফলাফলের সুনির্দিষ্ট চৌহদ্দির মধ্যে। তাছাড়া, সাধারণ প্রবণতা হিসেবেই তিনি চান এসব ঘটনা প্রবাহকে 'বিখ্যাত' কিংবা 'ঐতিহাসিক' ব্যক্তিবর্গের জীবনবৃত্তান্ত এবং চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে। এই গতানুগতিক ছকটির বাইরে বেরুবার উপায় কিংবা সুযোগ কোনোটিই তাঁর নেই।

একটি জীবন রক্তমাংসের বাস্তবতার মধ্যে হুবহু যেরকম, ঠিক সেই আঙ্গিকেই আমি চেয়েছি তাকে তুলে ধরতে। আপনি, আমি, আমাদের মায়েরা কিংবা স্ত্রীরা, স্বামী–ভাই অথবা বাবা–চাচারা যেভাবে জীবনকে দেখেছে এবং জীবন থেকে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে সেটাই আমার এ উপন্যাসের অন্বিষ্ট। অর্থাৎ জীবন বলতে আমি এই অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ সাধারণ জীবনকেই বুঝেছি এবং তাকে তুলে এনেছি উপন্যাসের পটভূমি–সংলগ্ন চারপাশের মৃত্তিকা থেকে। কাজটা করতে গিয়ে আমাকে যেমন ঘটনার প্রতিটি অনুপুংখ দিকের ওপর নজর রাখতে হয়েছে, তেমনি এর বৃহত্তর ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যটিকে অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপারেও ব্রতী হতে হয়েছে সযত্ন প্রয়াসে। মোহক উপত্যকার জীবনধারায় বরাবরই সক্রিয় এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে খাদ্য, ফসল, শিকারের জীবজন্তু আর আবহাওয়া। বইটি লেখায় হাত দেয়ার প্রস্তুতিপর্বে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে সঠিক ধারণালাভের জন্যে আমাকে ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়েছে পুরনো পত্র–পত্রিকা, ইতিহাসগ্রন্থ এবং সেসময়কার লেখা চিঠিপত্র আর দলিল–দস্তাবেজ। আমাকে জানতে হয়েছে কখন তুষারপাত হয়, কতোটা গভীর হয় জমাট তুষার এবং কখন বৃষ্টি হয়। আর বন্যা কিংবা পার্বত্য ঢলে কতোখানি উঁচু হয়ে ওঠে নদীর বুক। স্বাভাবিক কারণে সময়ের ব্যবধানের জন্যে এসব প্রাকৃতিক ঘটনার বিশদ তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহ করা যায়নি। ফলে আমাদের আবহাওয়া সংক্রান্ত নিজস্ব জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার ওপরই নির্ভর করতে হয়েছে আমাকে। এসব ক্ষেত্রে ঘটনাকে ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়ায় গতিময় করে তোলা হয়েছে উপন্যাসের কাল্পনিক চরিত্রগুলির মাধ্যমে।

www.pathagar.com

এই কাল্পনিক চরিত্রের সংখ্যার প্রশ্নেও স্বাভাবিক একটা কৌতূহল থাকতে পারে পাঠকের। সুতরাং, আমি তার একটা খতিয়ান দিচ্ছি। এরা হলোঃ গিলবার্ট মার্টিন, লানা মার্টিন, জো বোলিও, সারাহ্ ম্যাকলেনার, জন উইভার, ম্যারি রিঅল, মিসেস ডেমুথ, জুরি ম্যাকলোনিস, ন্যান্সি স্কুইলার, গাহোটা, ওউইগো, সনোজোওয়াগা, মিঃ কোলিয়ার এবং পে-মাস্টার। উপন্যাসের বাদবাকি চরিত্রগুলি বাস্তব এবং তারা ঘটনায় পালন করেছে প্রত্যক্ষ ভূমিকা। তাদের সম্পর্কে বিশদভাবে অবহিত হওয়ার পর আমি দেখে বিস্ময়বোধ করেছি এই মানুষগুলির অভিজ্ঞতার সহজ-সরল বর্ণনা উপন্যাসটিকে সত্যের কতোখানি নিকটবর্তী করেছে। এ ক্ষেত্রে সামান্য স্বাধীনতা শুধু নেয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি প্রয়োজনবোধ করেছি, গুটি কয়েক বাস্তব চরিত্রের সাথে সম্পৃক্ত কিছু ঘটনার রদবদল করতে। এর একটি দৃষ্টান্ত জন উল্‌ফ। টোরিদের সাথে যোগসূত্র থাকলেও তাকে কখনো গ্রেফতার করা হয়নি এবং তার বিচারও হয়নি। কিন্তু উপন্যাসে বর্ণিত উপাখ্যানটি নেয়া হয়েছে হুবহু একই ধরনের অন্য একটি লোকের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে। যদিও ক্লিনটন দলিলে এর সমর্থন পাওয়া যায়নি। বিপক্ষে অনেক কম তথ্যপ্রমাণ থাকা সত্ত্বেও অনুরূপ আরেকটি লোককে কাঠগড়ায় তুলে শেষে হত্যা করা হলো গুলি করে।

ঘটনার প্রেক্ষাপটে অন্য যে-কয়টি বাস্তব চরিত্রের জীবনে রদবদল ঘটানো হয় তাদের মধ্যে রয়েছে জর্জ উইভার, রিঅল, ক্যাপ্টেন ডেমুথ, মিসেস রিঅল, অ্যাডাম এবং জ্যাকব স্মল। প্রয়োজনের তাগিদে আমি এদের পরিবারের লোকসংখ্যা এবং আত্মীয়বর্গের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়েছি। কিন্তু এরা উপন্যাসে যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে তার যথার্থতা সম্পর্কে কারো মনে কোনো দ্বিধা থাকলে তাঁরা একটু কষ্ট স্বীকার করে এদের ইতিহাস খতিয়ে দেখতে পারেন। উপন্যাসে প্রায়ই নামোল্লেখ না করে নারী এবং শিশুদের কথা বলা হয়েছে। যেমন এক জায়গায় বলা হয়েছে—'ষোলো বছরের ওপরের বয়েসের পোষ্য এবং ষোলো বছরের নিচের বয়েসের পোষ্য।' এ ধরনের সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হলে একজন ঔপন্যাসিককে সঙ্গত কারণেই যতোটা সম্ভব আপন বিবেক দ্বারা চালিত হতে হয়।

সিমসবারি খনির নিউগেট জেলখানার বর্ণনায় প্রকৃত ঘটনারই হুবহু চিত্রণ রয়েছে। ব্রিটিশ জেলখানাগুলির তুলনায় কম শোচনীয় ছিলো না ওই কারাগারের অবস্থা। বন্দীরা যে খাদ্যাভাবে ভুগতো, তা বলাই বাহুল্য।

প্রকৃত ঘটনার প্রতি কংগ্রেস এবং কন্টিনেন্টাল কমান্ডের উপেক্ষার মনোভাবটিকে সঠিকভাবে চিত্রিত করলেও তাদের তৎপরতাকে আমি খাটো করে দেখাতে চাইনি। এ প্রসংগে বিপুল অর্থব্যয়ে স্ট্যানউইক্স দুর্গটির সংরক্ষণের কথা বলা যায়। উপত্যকার

www.pathagar.com

মানুষগুলিকে বছরের পর বছর ধরে যেভাবে অবহেলার চোখে দেখা হয়েছে তাতে প্রকৃত অবস্থার আলোকে বিচার করা হলে এদের প্রতিক্রিয়াকে মোটেও অসঙ্গত বলে মনে হবে না। উপন্যাসে উদ্ধৃত কয়েকটি চিঠি এর জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

ক্ষুধার্ত উপত্যকাবাসীদের খাদ্য লুট সম্পর্কে জেনারেল ক্লিনটনের কাছে পাঠানো মিঃ কোলিয়ারের রিপোর্টের সারসংক্ষেপের ঘটনাটি ছাড়া উপন্যাসে উদ্ধৃত আর সমস্ত দলিলই সংরক্ষিত রয়েছে। কিন্তু জেনারেল তাঁর নিজের রিপোর্টে যেভাবে মিঃ কোলিয়ারের বক্তব্য ব্যবহার করেছেন তাতে হুবহু এই উদ্ধৃত শব্দাবলীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। ইন্সপেক্টর লোকটা কে ছিলো তা এখানে বড়ো কথা নয়।

এ বই লেখার ব্যাপারে অনেকের কাছেই আমি ঋণী। এ কাজে যাঁরা আমাকে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই আমি দুজন গ্রন্থ প্রকাশক ও বিক্রেতার নাম উল্লেখ করতে চাই। এঁদের একজন হলেন সেন্ট জন্স ভিলের মিঃ লো ডি· ম্যাকওয়েথি এবং অন্যজন আলবানির মিসেস জেমস সি· হাওগেট। 'ওয়ার আউট অব নায়াগ্রা' গ্রন্থটি অধ্যয়নের জন্যে আমাকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন মিঃ হাওয়ার্ড সুইগেট। পুরনো ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে বেনটন, ষ্টোন, জোন্স এবং অননুকরণীয় সিমস-এর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। কম্পট্রোলার জেমস এ· রবার্টের তত্ত্বাবধানে সংকলিত সামরিক কর্মচারীদের যে অতিমূল্যবান তালিকাটি 'নিউইয়র্ক ইন দি রিভ্যলিউশন' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে তার থেকেও প্রচুর সাহায্য নিয়েছি আমি। উপন্যাসে আকর-গ্রন্থের তালিকা সংযোজনের অবকাশ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও মরগান এবং বিউচ্যাম্প-এর রেডইন্ডিয়ানদের ওপর গবেষণা সংক্রান্ত গ্রন্থটির উল্লেখ না করে পারছি না। এই বইটি ইরোকুই রেডইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে প্রথম গভীর আগ্রহের সঞ্চার করে আমার মনে। বোধকরি এখানটাতেই অনেক বিতর্কের জট পাকিয়ে উঠেছে উপন্যাসে বর্ণিত রেডইন্ডিয়ান সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে। পরিশেষে আমি বলতে চাই, উপত্যকার জীবন সম্পর্কে যাঁদের সঠিক ধারণায় পৌছবার আগ্রহ আছে তাঁরা যেনো ডড, মিড অ্যান্ড কোম্পানির ১৯০৫ সালে প্রকাশিত ট্রাইয়ন কাউন্টির 'মিনিট বুক অব দি কমিটি অব সেফটি' গ্রন্থটি পড়বার জন্যে ঘন্টাখানেক সময় ব্যয় করেন। হিংসাত্মক কার্যকলাপ শুরু হওয়ার আগে এবং পরবর্তী সময়ে রেডইন্ডিয়ান ভীতি যখন দানা বেঁধে উঠতে শুরু করলো— এই দুই পর্যায়ে উপত্যকার জীবনধারার রূপ কেমন ছিলো বর্ণিত গ্রন্থে তার সম্যক পরিচয় বিধৃত।

অতীত তথা হারিয়ে যাওয়া জীবন সম্পর্কে অনেক কিছু করার আছে বলে যাঁরা মনে করেন তাঁদের উদ্দেশে শেষ একটা কথা এবার বলতে চাই। আমার দৃষ্টিতে হারিয়ে যাওয়া জীবন বলতে আদৌ কিছু নেই। আমাদের বর্তমান জীবনেই এর সদৃশ

www.pathagar.com

তুলনা মিলবে। বল্লাহীন কংগ্রেস এবং অর্থ ব্যবস্থাপনার অতি উৎসাহী কর্মকর্তাদের অপরিণামদর্শী নীতির অনিবার্য প্রতিক্রিয়া হিসেবে দারিদ্র্য আর অনশনের শিকার হতে হয়েছিলো মোহক উপত্যকাবাসীদের। এক দুঃসহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে তারা বাধ্য হলো সাহায্যের জন্যে আবেদন জানাতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহায্য না আসায় তারা বুঝলো বেঁচে থাকবার জন্যে তাদের রুখে দাঁড়াতে হবে যেকোনো প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে। সামরিক সদর দফতরের সাহায্য ছাড়াই জয়ী হয়েছে তারা ওরিস্কানির যুদ্ধে। এটা ছিলো রক্তাক্ত সংঘাতময় প্রথম পরিণামসূচক যুদ্ধ। ব্রিটিশ দখল থেকে মোহক উপত্যকা মুক্ত হওয়ায় অসহায় হয়ে পড়লো বারগোইন। স্থানীয় সমস্যা অনুধাবনের পুরোপুরি অনুপযোগী একটি কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভরতার দরুন বার–বার হতাশায় আক্রান্ত হতে হলো উপত্যকার অসহায় জনশ্রেণীকে। এবং এর জন্যে সীমাহীন মূল্যও দিতে হলো তাদের। সংগ্রামী জনশক্তির তিনভাগের দুভাগ খোয়াতে হলেও এই মানুষগুলি একসময়ে আপন সাহসে এবং প্রত্যয়ে বলীয়ান হয়ে উঠলো। এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে নিজেরাই বেছে নিলো আপন মুক্তির পথ। সামরিক প্রশিক্ষণ, জনবল এবং অস্ত্রশস্ত্রের দিক থেকে শত্রুবাহিনী ছিলো তুলনামূলকভাবে অনেক শক্তিশালী। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সংগ্রামী কৃষকশ্রেণী সুদীর্ঘ যুদ্ধের শেষপর্বে ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হলো বিজয়ের শিরোপা। এভাবেই তারা আগ্রাসনের হাত থেকে রক্ষা করলো আপন বসত, খামার এবং ঘরবাড়ি। আর কেড়ে–নেয়া এই বিজয়ের মধ্য দিয়েই গড়ে তুললো একটি মহান এবং সুসহংত সমাজের বুনিয়াদ।

ওয়াল্টার ডি· এড্মন্ডস্

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

প্রখ্যাত মার্কিন কথাশিল্পী ওয়াল্টার ডি· এড্‌মন্ডস্ রচিত 'ড্রামস এলং দি মোহক' (DRUMS ALONG THE MOHAWK) ইংরেজি সাহিত্যের একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী উপন্যাস। ১৯৩৬ সালে প্রথম প্রকাশের পর গত পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে সত্তরটি সংস্করণ বেরিয়েছে এটির। বিপুল এই কাটতি থেকেই আঁচ করতে পারা যায় জনপ্রিয়তার কতোখানি তুংগে এর স্থান। প্রকৃতপক্ষে, এটি মার্কিন কৃষকজীবনের এক বিশাল পাঁচালি পর্যায়ের উপাখ্যান। মোহক নদী বিধৌত উপত্যকার নতুন আবাদকার কৃষিজীবী মানুষের আসূর্যাস্ত শ্রমক্লিষ্ট জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আশা এবং স্বপ্নের ঘনিষ্ঠ ছবির পাশাপাশি এতে বিধৃত হয়েছে তাদের প্রতিরোধ সংগ্রামের এক উদ্দীপ্ত কাহিনী। আমেরিকান স্বাধীনতা-বিপ্লবের পটভূমিতে লেখা এই উপন্যাসটির মুখ্য বৈশিষ্ট্য হলো এর বিশ্বজনীন মানবিক আবেদন। সাধারণ মানুষই ঘটনার পল্লবায়নে পালন করেছে প্রধান ভূমিকা। ছোটো ছোটো চরিত্রগুলিও লেখকের গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং নিখাদ সংবেদনশীলতার কল্যাণে পেয়েছে অপার এক মহিমা।

আজ থেকে সোয়া দুশ বছর আগে প্রাগৈতিহাসিক অরণ্য, পর্বত এবং নদীবেষ্টিত যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী অঞ্চল মোহক উপত্যকায় স্বাধীনতা-বিপ্লবের অভিঘাত সাধারণ জনজীবনকে কতোখানি আলোড়িত, সংক্ষুব্ধ, রক্তাক্ত আর কৃষকশ্রেণীকে বার বার নীড়ভ্রষ্ট করেছিলো-ইতিহাসের দর্পণটিকে সামনে রেখে ওয়াল্টার ডি· এড্‌মন্ডস্ তার নিখুঁত, অনুপুংখ ও বিশ্বস্ত চিত্র তুলে ধরেছেন উপন্যাসের সবক'টি অধ্যায়ে। সতেরোশ ছিয়াত্তর থেকে সতেরোশ চুরাশি এই আট বছরে পরিব্যাপ্ত ঘাতপ্রতিঘাতময় জীবনপ্রবাহ মূল কাহিনীর উপজীব্য। এখানে যেমন ব্রিটিশ, টোরি সম্প্রদায় এবং তাদের সমর্থক কয়েকটি রেডইন্ডিয়ান উপজাতির নৃশংস সন্ত্রাসী তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় স্বাধীনতার সহযোগী ওনিডা রেডইন্ডিয়ান গোত্রসহ অন্য অনেক রেডইন্ডিয়ান জনগোষ্ঠীর মাটি আর মাটিসংলগ্ন মানুষের প্রতি অনুরাগের অনন্য চিত্র। বুড়ো রেড ইন্ডিয়ান সর্দার নীলপিঠ এবং তরুণ সেনেকা রেডইন্ডিয়ান গাহোটার চরিত্রে লেখক আরোপ করেছেন চিরকালীন মানবিক মহত্ত্ব। লাঞ্ছিতা এবং অতি সহজ-সরল শ্বেতাংগ কন্যা ন্যান্সি স্কুইলারকে ওর জীবনের এক বিপন্ন মুহূর্তে আশ্রয় দিয়েছে গাহোটা। আর মেয়েটিকে গ্রহণ করেছে নিজের জীবনসংগিনী হিসাবে। ভাষা, কৃষ্টি আর বর্ণের দুস্তর ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও দুজনের ভালোবাসা কোনো হুমকি কিংবা প্রলোভনের মুখে এতটুকুও বিবর্ণ হতে পারেনি। এদের জীবন ও চরিত্রে প্রকৃতির

www.pathagar.com

প্রকৃতির সন্তানের অকুটিল সারল্যের এক অনবদ্য মহিমা ফুটিয়ে তুলেছেন ওয়াল্টার।

মোহক নদী উপত্যকার সংগ্রামী কৃষকদের জীবনের জয়গান এই কালজয়ী উপন্যাসটির উচ্চকিত কণ্ঠস্বর। এই নদীটি ঘুরে ফিরে উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলির কাছে এসে কল্লোলিত হয়েছে, তাদের গ্রথিত করেছে কাহিনীর মূল তন্তুর সাথে। নদী এবং প্রকৃতি এখানে জীবনকে যেমন নিয়ন্ত্রণ করেছে, তেমনি তাকে করে তুলেছে বিচিত্র আর বর্ণাঢ্য । হানাদারদের উপদ্রবে বার বার বিরান হয়েছে পরিশ্রমী কৃষকের ঘরবাড়ি, খামার এবং মাঠের ফসল। কিন্তু চরম দুঃখের আগ্রাসী আগুনের মধ্যেও উপন্যাসের প্রধান চরিত্র তরুণ কৃষক গিলবার্ট মার্টিন এবং তার কিষাণী স্ত্রী লানা মার্টিন দেখেছে বেঁচে থাকবার নতুন এক সবুজ দ্বীপের সংকেত। এই কৃষকদের জীবনকথার সাথে আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে বাংলাদেশের ঝড়বন্যা, জলোচ্ছ্বাসক্লিষ্ট কৃষকশ্রেণীর জীবনযন্ত্রণার। তাছাড়া, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকালের অনেক বেদনাঘন উপাখ্যানের সাথেও রয়েছে এই কাহিনীর ঘনিষ্ঠ সংযোগ। আসলে মানুষের জীবনসংগ্রাম আর স্বাধীনতায় বেঁচে থাকবার চিরায়ত আকাংক্ষাই উচ্চনিনাদিত এ-উপন্যাসের বক্তব্যে এবং মর্মবাণীতে।

বিশেষ করে এ কারণেই উপন্যাসটি আমাকে আকৃষ্ট করেছে এবং কঠোর শ্রমসাধ্য কাজ জেনেও আমি অনুপ্রাণিতবোধ করেছি বাংলাভাষায় এর রূপান্তরে হাত দিতে। মোহক নদী প্রতিবেশেঁর ঘটনা নিয়ে মূল কাহিনীর তন্তুবিস্তার ঘটেছে বলে আমি বাংলা সংস্করণটির নামকরণ করেছি 'মোহক নদীর বাঁকে'। আমার বিশ্বাস, ইংরেজি সাহিত্যের এই অনন্য জীবনধর্মী উপন্যাসটির বাংলা সংস্করণ আমাদের কথাসাহিত্যকে বিপুলভাবে পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ করবে। অনুবাদের ভাষাকে আমি যথাসম্ভব মূলের সাথে মিল রেখে সাবলীল করে তুলবার চেষ্টা করেছি। অনুবাদ কতোখানি সার্থক হয়েছে সেই বিচারের ভার বোদ্ধা পাঠকদের ওপর রইলো। এর আগে প্রথিতযশা মার্কিন ঔপন্যাসিক গুথ্রি রচিত এবং আমার অনূদিত 'আদিগন্ত' (দি বিগ্ স্কাই) উপন্যাসটি পাঠকদের কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে। আমার বিশ্বাস, অনুবাদের সেই মৌলিক স্বাদটি 'মোহক নদীর বাঁকে' উপন্যাসেও তাঁরা পাবেন।

ঢাকা, ১লা অক্টোবর, ১৯৮৯।।　　　　সানাউল্লাহ্ নূরী

www.pathagar.com

বিষয়সূচি

প্রথম খণ্ড ঃ মিলিশিয়া

গিলবার্ট মার্টিন ও স্ত্রী ম্যাগডেলানা ঃ ১৭৭৬

ডিয়ারফিল্ড ঃ ১৭৭৬

ময়ূরের পালক/২৪

ক্যাপ্টেন ডেমুথ/৩৬

খামার/৪৪

সমাবেশদিবস/৫১

গ্রেফতার/৬৫

নীলপিঠ/৮২

রাতের সংলাপ/৯১

বিচার/৯৫

উলফের ভাগ্য/১০৮

ন্যান্সির বয়ে আনা চিঠি/১৩৫

নীলপিঠের হরিণ শিকার/১৪২

গাছ পোড়ানো/১৫১

বিপর্যয়/১৫৮

লিটলস্টোন অ্যারাবিয়া ছাউনি/১৬৪

শীতের মওসুম/১৭৩

ওরিস্কানি ঃ ১৭৭৭

রেডইন্ডিয়ান সভার আগুন/১৮৮

মিসেস ম্যাক্‌লেনার/১৯৫

একটি প্রার্থনা/২০৬

উনাডিলা/২০৯

ঘোষণা/২২২

সমাবেশ/২২৯

অভিযান/২৩৪

একটি যুদ্ধ/২৫৩

স্ট্যানউইক্স ঃ ১৭৭৭

দুই নারী/২৬৮

গিল/২৭৮

হারকিমার দুর্গে/২৮৫

ম্যারিনাস উইলেট/২৯৭

ন্যান্সি স্কুইলার/৩০৩

শুমেকারের বাড়িতে টোরিদল/৩১০

একজন ব্রিগেডিয়ারের মৃত্যু/৩২৩

একজন মেজর জেনারেল/৩৩৭

স্ট্যানউইক্সের সাহায্য/৩৪৩

ডাঃ পেটির দুই রোগী/৩৫০

জন উলফের ভ্রমণ ঃ ১৭৭৭

অন্ধকার গহ্বর/৩৬২

কাঠের ভেলা/৩৬৬

হাতুড়ি/৩৭৩

নায়াগ্রা/৩৭৮

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ সন্ত্রাসীদল

জার্মান ফ্লাটস ঃ ১৭৭৭–১৭৭৮

মিলিশিয়াদের বেতন/৩৮৬

বরফ/৩৯৭

মার্চের বরফগলা দিন/৪০৬

ফেয়ারফিল্ড/৪১৮

www.pathagar.com

ডেমুথের বাড়ি/৪২৩
মিসেস ডেমুথ/৪৩১
রেডইন্ডিয়ান লোকটি/৪৪৩
ধোঁয়া/৪৫২
খামার বাড়ির রাত/৪৫৮
এন্ড্রুজটাউন/৪৬৮
অ্যাডাম হেলমারের দৌড়/৪৮৩
একটি রাত এবং একটি সকাল/৪৯৭
সেনাবাহিনীর তৎপরতা/৫১৭
সম্ভাবনা/৫২১
চেরিভ্যালির পাশে/৫৪৮

ওননডাগা ঃ ১৭৭৯
সতেরোশ উনাশি সালের মার্চ/৫৫৯
ড্রাম/৫৬৮
স্ট্যানউইক্স দুর্গে/৫৭৯
নীলপিঠের উৎকণ্ঠা/৫৯২
অভিযান/৬০১
বিধ্বস্ত লংহাউস/৬০৫
দুঃসহ শীত/৬২৪

ম্যাকলেনার খামার ঃ ১৭৮০
জ্যাকব ক্যাসলারের ট্যাক্স/৬৩৮
ডিওডিসোটি/৬৫৫
উপত্যকায়/৬৬৫
রাতের বিভীষিকা/৬৭৬

পশ্চিম কানাডা ক্রিক ঃ ১৭৮১
মে মাসের বন্যা/৭১১
উইলেটেরপ্রত্যাবর্তন/৭২০
প্রথম গুজব/৭২৫
শেষ সমাবেশ/৭৩৯
জার্সিফিল্ডে দুই শিবির/৭৫৩
জন উইভার/৭৬২

লানা ঃ ১৭৮৪

www.pathagar.com

প্রথম খণ্ড

মিলিশিয়া

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এক

গিলবার্ট মার্টিন ও স্ত্রী ম্যাগডেলানা

১৭৭৬

ওদের প্রথম বসতমুখো যাত্রার দ্বিতীয় দিন ছিলো এটি। ঘোড়ায়-টানা গাড়ির ভেতর থেকে পেছন ফিরে লানা দেখছিলো, কেমন করে গোরুটাকে বাগ্ মানানোর কসরত করছে ওর স্বামী। বিয়ের যৌতুক হিসেবে ওকে উপহার দেবার জন্যে সে গাঁয়ের গির্জার যাজকের কাছ থেকে ওটা কিনেছিলো। বউকে গোরু দেবে, না ঘড়ি-এ নিয়ে বেশ একটা ফাঁপরের মধ্যে ছিলো গিলবার্ট। শেষ নাগাদ তিনডলার বাড়তি খরচে গোরু কেনা সাব্যস্ত করলে লানা কেমন যেন একটু দমে গিয়েছিলো। তবে এখন ও স্বীকার করছে একটি দুধাল গাইয়ের মালিক হওয়া আদতেই একটা ভাগ্যের ব্যাপার। তাছাড়া গিলবার্ট বলছিলো, সে যখন বনে-বাদাড়ে কাজে ব্যস্ত থাকবে গোরুটাকে তখন সাথী হিসেবেও পাবে লানা।

ওই সময় একান্ত মনে লানাও ভাবছিলো কাজের কথা। গিলবার্টকে দেখিয়ে দিতে হবে ঘরসামলানোর পরও ক্ষেত-খামারের কাজে একটা মেয়ে কতখানি সাহায্য করতে পারে তার স্বামীকে। একটি স্বভাব-সরল কিন্তু বলিষ্ঠ গড়নের মেয়ে লানা। বিয়ের দিন ওর বয়েস হয়েছিলো আঠারো বছর। ও ভাবছিলো, দু-জনে মিলে ওরা গা-লাগিয়ে মেহনত করলে বছর কয়েকের মধ্যেই প্রচুর পয়সা আসবে ওদের হাতে। তখন ইচ্ছে করলে তেরো ডলার খরচ করে স্বচ্ছন্দে কেনা যাবে একটা বড়ো-সড়ো ঘড়ি। আর ডিয়ারফিল্ড বসতবাড়িতে মোটে দুটি দুধের গোরু থাকলেও বাড়তি মাখন তুলে পয়সা জমাতে পারবে লানা।

গতকাল নিজের গ্রাম ছেড়ে আসবার সময় বেশ ভুগিয়েছিলো গোরুটা। কিন্তু আজ সকাল থেকে দেখা যাচ্ছে, গাড়ির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সে বেশ ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। লানা ভাবলো এই জায়গাটা বোধকরি অদ্ভুত ঠেকছিলো বেচারি পশুটার কাছে। তবে এর মধ্যেই গাড়িটা আর ক্ষুদে বাদামি মাদী ঘোড়াটা ওর অনেকখানি আপন হয়ে উঠতে পেরেছে।

www.pathagar.com

ঘোড়া খেদানোর জন্যে গিলবার্টের হাতে ধরা ছিলো বার্চ গাছের একটি ডাল। লানা চোখ তুলে ফিরে তাকাতেই ডালসুদ্ধ হাতটা তুলে সে মুচকে হাসলো। আবহাওয়া গরম থাকায় জ্যাকেটটা খুলে রেখেছিলো গিল। ঘাড়ের দিকে খোলা ছিলো ওর শার্ট। লানা ভাবলো 'বেশ সুপুরুষ ও।' উৎফুল্ল হয়ে হাত নাড়লো লানা।

এবার ঘড়ির কথায় আসা যাক্। একবার দুটি ঘড়ি তৈরি করেছিলেন গির্জার যাজক রেভারেন্ড মিঃ গ্রস। তাঁর হাতে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে এমন কোনো দম্পতির কাছে ঘড়ি জোড়া বিক্রি করার আশায় ছিলেন তিনি। এখন থেকে দু-এক বছরের মধ্যে তারা যদি আবার কখনো এদিকে আসে তাহলে সহজেই হয়তো এগুলি বেচে দেয়া যাবে।

দিন দুই আগে ফক্স মিল এলাকার রাজকীয় অধিকারের অন্তর্গত প্যালাটাইন গির্জায় গিলবার্ট মার্টিনের সাথে ম্যাগডেলানা বোরস্টকে দাম্পত্য বন্ধনে বেঁধে দিয়েছিলেন যাজক মিঃ গ্রস। বিয়ে উপলক্ষে মিঃ ও মিসেস গ্রসের সাথে পাথরের ছোটো গির্জাটায় উপস্থিত ছিলো কেবল ম্যাগডেলানার পরিবারের লোকজন আর একটি আধা-মাতাল রেডইন্ডিয়ান দম্পতি। বিয়ের অনুষ্ঠানটির কথা শুনে প্রাতঃরাশে আমন্ত্রিত হবার আশায় রেডইন্ডিয়ান ক্যাসল থেকে ওরা ছুটে এসেছিলো এখানে। একটি ইয়র্ক-শিলিং তুলে দিয়ে ওদের বিদায় করে দিয়েছিলো লানার বাবা। গম্ভীরকণ্ঠে ইংরেজিতে 'আমেন' শব্দটি উচ্চারণ করেই সোমরস রাম কেনার জন্যে ওরা নিচে নেমে জোন্সের সরাইখানার দিকে হাঁটা দিয়েছিলো।

লাল এবং কালো রংয়ের কড়িকাঠের ডাচ-কায়দায় নির্মিত রান্নাঘরটায় আয়োজন করা হয়েছিলো উপাদেয় প্রাতঃরাশের। গত শরৎকাল থেকে জমিয়ে রাখা গ্লাস-ভরতি আপেল রসের সুরা, মাংসের কাবাব আর ভুট্টার রুটি দিয়ে আপ্যায়িত করা হলো সবাইকে। ভোজনপর্ব শেষ হতেই গিলবার্ট বেরিয়ে পড়লো তার গাড়ি এবং গোরুর খোঁজে। এদিকে দুই চোখে উদ্‌গত অশ্রু নিয়ে লানার মা সবার মাঝখান থেকে আলগোছে সরে পড়লো এবং দোতলায় গিয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ বাদেই সকলকে অবাক করে দিয়ে মহিলাটি ফিরে এলো নিচে। এসেই বিদায়ী উপহার হিসেবে লানার হাতে তুলে দিলো একখানি বাইবেল।

বাছুরের চামড়ার বাঁধাই এবং গিল্টি-করা আংটাশোভিত একটি চমৎকার গ্রন্থ। লানা ওর হয়ে লেখার জন্যে বাইবেলটি দিলো যাজকের হাতে। তিনি ভেতরের খালি

www.pathagar.com

পৃষ্ঠাটায় গোটা গোটা হরফে লিখলেনঃ 'ম্যাগডেলানা মার্টিন।' এরপর বেশ গম্ভীর হয়ে শেষের পাতাগুলি ওল্টাতে লাগলেন এবং একটা ফাঁকা পৃষ্ঠায় এই কথাগুলি লিখলেনঃ

'জুলাই ১০, ১৭৭৬। রেভারেন্ড ড্যানিয়েল গ্রস্ এইদিন উত্তর আমেরিকার নিউইয়র্ক স্টেট–এর ট্রাইয়ন কাউন্টির ডিয়ারফিল্ড বসতের গিলবার্ট মার্টিনকে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ করলেন ট্রাইয়ন কাউন্টির ফক্সেস–এর ম্যাগডেলানা বোরস্টের সাথে।'

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাই লেখাটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়েছে বলে মনে করলো। বিশেষ করে 'নিউইয়র্ক স্টেট' কথাটি দেখে ওরা অভিভূত হলো। লানার মায়ের চোখ আবার সজল হয়ে উঠলো দু–এক মুহূর্তের জন্যে। মহিলা বলছিলো, নামটা বদল হওয়ার পর দেশটা এখন কেমন হয়েছে সেই খবরই কারও কাছ থেকে শোনা যাচ্ছে না। আর তাছাড়া কানাডায় যুদ্ধ নিয়েও চলছে নানান ঝক্কিঝামেলা।

তবে উদ্বেগের ব্যাপারটা বলতে গেলে দ্রুতই চুকে গেলো। রেডইন্ডিয়ানদের উপদ্রব সংক্রান্ত পুরনো বিকর্তটা নিয়ে অনেক কথাবার্তা এর মধ্যেই হয়ে গিয়েছে। সুতরাং, ওটা নতুন করে খুঁচিয়ে তোলার আর কোনো মানে ছিলো না। রেডইন্ডিয়ান হুমকির প্রসংগ তুলেই লানার পরিবারের লোকজন গত একসপ্তাহ ধরে গিলবার্টকে রাজি করাতে চেয়েছিলো এখানে তাদের নিজেদের খামারে ঘর বেঁধে বসবাস করার জন্যে। তার জায়গাটা অনেক দূরের দেশ বলে মনে হয়েছিলো এদের কাছে। ওখানে যেতে লাগে পাকা দু–দিন। ত্রিশ মাইলেরও বেশি দূরের পথ ওটা।

কিন্তু গিলবার্টকে কিছুতেই রাজি করানো যায়নি। নিজের মতে আগাগোড়া অনড় ছিলো সে। হ্যাজেনক্লেভারের প্যাটেন্ট–এ চাষবাসের জন্যে নগদ টাকায় তাকে জমি কিনতে হয়েছে। জায়গাটা কস্‌বি সাহেবের ম্যানর তথা খাস–তালুকের ওধারে। গিলবার্ট বলছিলো, জমিটা নাকি খুবই ভালো। গোটা শরতে ওখানে সে কাজ করেছে। একটা ঘরও তুলেছে। আর জংগল কেটে পরিষ্কার করেছে কিছু জমি। এর একটা অংশ থেকে পাওয়া যাবে রেডইন্ডিয়ান ভুট্টার ফসল। কোনো বুদ্ধিমান লোকই এ–রকম দামি জমি ছেড়ে আসবার কথা ভাবতে পারে না। আর তাছাড়া, যেকোনো মরদ লোকের মতোই লানার আদরযত্ন এবং ভাত–কাপড় যোগানোর যোগ্যতা তার

সামনা–সামনি বসে আলাপ করছিলো গিলবার্ট এবং লানার বাবা। লানার স্মরণ আছে, ওই আলোচনায় বাবা কতোখানি মুগ্ধ হয়েছিলো। 'জমির জন্যে টাকা খরচ

www.pathagar.com

করেছে ছেলেটা,' বাবা বলছিলো। 'আর একাই নিজের বাড়িটা বেঁধেছে ও। ওখানে বসবাস করবে বলেই তো বাদবাকি জমানো টাকায় হালের একজোড়া বলদ কেনার আশায় আছে।'

'কিন্তু হেন্‌রি,' বাবার কথার পিঠেই মা বললো, 'ওখানকার কাউকে চেনে না লানা। তাছাড়া, কতো দূরে সেই তল্লাট।'

'গিলবার্টের বন্ধুবান্ধব এবং পড়শিরা তো আছে', মার কথার জবাবে বললো বাবা। 'আমার মনে হয়, ওখানে বেশ ভালোই মানিয়ে নিতে পারবে লানা।' গিন্নির দিকে তাকিয়ে হাসলো সে। 'আর তুমি তো জানো গিন্নি, তোমার সবকটি মেয়েকে তুমি বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারবে না। পৃথিবীর সব মা-ই যদি অমনটা করে তাহলে বেচারা যুবক ছেলেগুলির দশা কি হবে? আমার কথাটাই একবার ভেবে দেখো। তোমার মা যদি তোমাকে নিজের কাছে রাখতেন, তাহলে কোথায় থাকতাম আজ আমি?' বলতে বলতে হেসে উঠেছিলো বাবা। আর ওদিকে গিলবার্টকে তখন কেমন যেন একটু বিব্রত বোধ করতে দেখা গেলো। লানার বোনেরা ওর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছিলো। ওদের চোখে মুগ্ধতার দৃষ্টি। বোধকরি তার জন্যেই ওর অমন ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া। লানার কথা ভাবতে গিয়ে মনে মনে ওরা অবাক হচ্ছিলো। একটা অজানা দেশে গিলবার্টের মতো একটা লোকের সাথে পাড়ি জমাবে লানা। এমন কী-ই-বা ওদের জানাশোনা। বিয়ের আগে বড়োজোর বার ছয়েক লানা দেখেছে

এখন লানার মনে হচ্ছিলো আজ থেকে যেনো বহু বছর আগে ও প্রথম দেখে গিলবার্টকে। অথচ এর মধ্যে তো পুরো একটা বছরও পার হয়নি। মাদী ঘোড়াটার পিঠে বলগা দোলাতে-দোলাতে মনে মনে লানা হিসেব করে দেখলো দশমাস চারদিন হয়েছে আজ ওদের সেই প্রথম দেখার দিন থেকে। পাহাড়ের ধারের খনিটার ভাটিতে শন গাছের আঁশ শুকোতে দিয়েছিলো সেদিন লানা আর ওর বোনেরা। আপন মনে খেলছিলো ওরা সবাই। একটি যুবক তখন এগিয়ে আসছিলো পাশের রাস্তা ধরে। বোধকরি অন্যমনস্কতার জন্যে ওরা তাকে দেখতে পায়নি। শেষ মুহূর্তে ওরা যখন তাকে দেখলো যুবকটি তখন ওদের নিচেকার পাহাড়ের কাছে এসে গেছে। ওপরের দিকে দৃষ্টি তুলে লানার পানে তাকালো সে এবং মুচকে হাসলো। পাহাড়ের সাথে লাগানো কয়েকটি খুঁটিতে ছড়ানো ছিলো শনের আঁশ। হঠাৎ অমনোযোগী হয়ে পেছন দিকে সরতে গিয়ে খুঁটিগুলির ওপর ছিটকে পড়লো লানা। আর সংগে সংগে সেগুলি পাহাড় থেকে আলগা

www.pathagar.com

হয়ে যাওয়ায় শনের আঁশসমেত কয়লার খানর ভাটিটার গহ্বরে হুমড়ি খেয়ে পড়লো ও। চোখের পলকে আগুন ধরে গেলো শনের আঁশে। ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে লানার বোনেরা বলছিলো, হাতের বোচকাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যুবকটি বিদ্যুৎগতিতে পাহাড়ের ওপর ছুটে এলো এবং ঝাঁপ দিলো ভাটিতে। লিনেন ও সুতোয় বোনা লানার মোটা পেটিকোটটায় আগুন না ধরলেও যুবকটি যখন ওকে পাঁজাকোলা করে ওপরে তুলে আনলো দেখা গেলো ওর খাটো গাউনটা জ্বলছে। উপস্থিতবুদ্ধি খরচ করে যুবকটি লানার পেটিকোটটি ওর মাথার দিকে তুলে দিয়ে শরীরের ওপরের অংশটা ঢেকে দিয়েছিলো। আগুনের শিখাগুলিকে এভাবে চাপা দিয়ে সে পুড়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছিলো লানাকে।

ঘটনার পরে পরেই মিসেস বোরস্ট বলছিলো, তার মেয়ের জীবন রক্ষার ঝুঁকি নিতে না হলেও ছেলেটি যে ওকে মারাত্মকভাবে পুড়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়েছে এটা স্বীকার করতেই হবে। মহিলা কাজটিকে একটা মহৎ কাজ বলে আখ্যায়িত করে। আর এর সুবাদে গিলবার্টকে রাতের মতো তাদের ঘরে অতিথি হওয়ার আমন্ত্রণ জানায়। গিলবার্ট তার আমন্ত্রণ কবুল করলো। রাতে খেতে বসে গিল্ ওদের জানালো, সে পশ্চিমে যাচ্ছে। তার কোনো পরিবার পরিজন নেই। তবে একখন্ড জমি কেনার মতো টাকা আছে তার হাতে। মিসেস বোরস্ট কিংবা লানা নিজে খুব একটা মাথা ঘামালো না কথাগুলি নিয়ে। তবে বিদায় নিয়ে চলে যাবার সময় দরোজার বাইরে লানাকে একা পেয়ে গেলো গিলবার্ট। এবং সুযোগটা পেয়েই ফিসফিসিয়ে বললো, ও চাইলে সে কোনো একসময় আবার আসবে এখানে। লানা জবাব দিতে পারলো না। শুধু মাথা নাড়লো। এর থেকেই লানার মনোভাবটা আঁচ করে নিতে পারলো গিলবার্ট। লম্বা লম্বা পা ফেলে সে যখন চলে যাচ্ছিলো, লানার পিঠের ওপাশ থেকে শোনা গেলো ওর বাবার গলাঃ 'ছেলেটি সত্যি চমৎকার !'

গোটা শীতকালটা গিলকে নিয়ে স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকলো লানা। মাঝে–মাঝে ও ভাবতো হয়তো সে আর ফিরে আসবে না। কিন্তু শীতের শেষে গরমের হাল্কা আমেজটা শুরু হতেই একদিন সন্ধ্যায় এসে হাজির হলো গিল। ওর পশ্চিম ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে অনেক গল্প করলো ওদের সাথে। এর আগে ওদিকের নিচেকার উপত্যকার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিষয়ে তেমন কিছুই ওরা শুনতে পায়নি। শোনার মধ্যে শুনেছে, শুই জনসন আর বাটলার পরিবারের পশ্চিম যাত্রার কথা। গিলের প্রতিবেশী মিঃ উইভারের কথাও কিছু কিছু কানে এসেছে। মিঃ উইভার মাঝেমধ্যে যোগ দিয়ে

www.pathagar.com

থাকে কমিটি বৈঠকে। এর থেকে কিছু খবর ওরা পায়। ধর্মপ্রচারক মিঃ কার্কল্যান্ডের সংবাদও ওরা শুনেছে। ওনিডা রেডইন্ডিয়ানদের সাথে বন্ধুত্বের গভীর একটা সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন তিনি। এ অবস্থায় রেডইন্ডিয়ান যুদ্ধের আশংকা খুব একটা আছে বলে মনে হয় না। অন্তত ব্যাপারটা নিয়ে মতভেদ আছে এটা স্পষ্ট বোঝা যায়। তাছাড়া, জংগল সাফ করার কাজ আর জমি আবাদ নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকে ওখানকার লোকজন। ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে রাতের বেলা ওরা বিভোরে ঘুমোয়। এর বাইরের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে চিন্তাভাবনা করবার ফুরসত ওদের কোথায়?

গিলবার্ট তার কেনা প্রথম পাঁচ একর জমির জংগল-আগাছা ইত্যাদি নিজের হাতেই সাফ করতে শুরু করে। শীত মওসুমে সে উইভার পরিবারের সাথে থাকে। ওখানেই হয় তার খাওয়ার ব্যবস্থা। খুব যত্নআত্তি পেয়েছে সে ওদের কাছে। সপ্তাহে একদিন খামারের কাজে জর্জ উইভারকে সাহায্য করতো সে। বিনিময়ে ওরা খেতে দিতো তাকে। এর মধ্যেই সে তার কাঠের ঘরটার দেয়াল তুলেছে। ঘরে চমৎকার একটা চিমনিও বসিয়েছে। মোহক নদীর চড়া পর্যন্ত যে রাস্তাটা গিয়েছে তার ঠিক মোড়েই গিলবার্টের এই কাঠের বাড়ি। দরোজায় দাঁড়িয়ে দক্ষিণ দিকে তাকালে দেখা যাবে প্রকান্ড জলাভূমিটা। তার ওপাশেই নদী। নদীর রূপালি ধারাটিও দিব্যি চোখে পড়বে। চমৎকার সম্ভাবনা জায়গাটার। বাড়ির পেছনেই আছে একটা স্বাভাবিক ঝরনা।

এসব কথা গিলবার্ট পরিবারের সবার সামনে বললেও লানার অন্তরটা বুঝলো ওকে লক্ষ্য করেই শুধু কথার জাল বুনছিলো সে। রাতের খাওয়ার পাট শেষ হলে পর বাইরে বেরুতে ভয় করছিলো লানার। কারণ, ও জানতো গিলবার্ট ওকে অনুসরণ করবেই। কিন্তু বাইরে না-বেরিয়েও ওর উপায় ছিলো না। জোন্সের সরাইখানা থেকে বাবার জন্যে যে একজগ বিয়ার এসময় ওকে আনতেই হবে। ও যা ভাবছিলো, তাই হলো। যুবকটি জগটা হাতে নিয়ে ওর সাথে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলো।

নিচে নেমে পথ চলতে চলতে পশ্চিমের জায়গাটার বিষয়ে আরও অনেক কথা বললো সে। তার কথা শুনে লানার মনে হলো এরকম অপূর্ব স্থান জীবনে বুঝি ও কখনও দেখেনি। জমি চষার জন্যে একখানা লাঙল কিনতে যাচ্ছে গিলবার্ট। আর এ-গ্রীষ্মেই কিনবে একজোড়া বলদ। তার জায়গায় নদীর ধার ঘেঁষে আছে আপনা থেকে গড়ে-ওঠা বেশ কিছু গোচারণ ভূমি। দোআঁশ মাটিটা অনেকখানি গভীর। কোথাও কোথাও চারফুট গভীর হবে বলে তার ধারণা। উঁচু ছাদ দিয়ে কাঠের বাড়িটা তৈরি

www.pathagar.com

করেছে সে। এতে শোবার চিলেকোঠাটায় প্রচুর আলো–বাতাস খেলছে। এই চিলেকোঠায় শুয়ে ঘুমানোর মতন আরাম জীবনে অন্য কোথাও সে পায়নি। গেলো মার্চে কস্‌বি সাহেবের খামার বাড়ির উলফ–এর স্টোর থেকে জানালার দুটো শার্সি কিনেছে সে। কাঁচের শার্সি। এতে গির্জার মতোই আলোয় ঝলমল করছে রান্নাঘরটা। ওর ইচ্ছা লানা যদি একবার বাড়িটা দেখে আসতো।

লানার মনেও জায়গাটা দেখ্‌বার সাধ জাগছিলো। কিন্তু এর মধ্যেই ওরা জোন্সের সরাইয়ের সামনে এসে পৌছলো। বিয়ার কেনার জন্যে ভেতরে ঢুকতে হলো লানাকে। বাইরে এসে ও দেখলো, একদম চুপ মেরে গেছে ছেলেটি। লাজুক কন্ঠে দু–একটা প্রশ্ন করেও হুঁ–হাঁ ছাড়া ওর কাছ থেকে তেমন কোনো সাড়া পেলো না। কেবল বোরস্ট পরিবারের বাড়িটার আলো ঝলকিত জানালাগুলি নজরে আসবার পরই হঠাৎ সে নড়ে–চড়ে উঠলো। এবং লানাকে জিজ্ঞেস করে বসলো, ওর বউ হয়ে ওখানে গিয়ে বাড়িটা দেখতে সে রাজি আছে কিনা।

'হ্যাঁ', সংক্ষেপে জবাব দিলো লানা। অবশ্য আগাগোড়া এ রকম একটা প্রশ্নই ও প্রত্যাশা করে আসছিলো। আর ওর নিজের জবাবটা কি হবে, সেটাও জানা ছিলো ওর। কিন্তু এখন প্রশ্নটা রীতিমতো ওকে আতংকিত করে তুললো। 'বাবার কাছে কথাটা তোমাকে পাড়তে হবে,' বললো ও।

লানার কাছে যেভাবে কথাটা তুলেছিলো গিলবার্ট তার চাইতে অনেক স্থির এবং শান্তকন্ঠে ওর বাবার সামনে প্রস্তাবটা রাখলো সে। ওদের দু'জনার কথাবার্তার পর লানার বাবাও বললো, 'হ্যাঁ।' লানাকে সাথে করে নিয়ে যাবার জন্যে এরপর নিজের প্রস্তুতির কথাটা পাড়লো গিল। তার বসন্ত ঋতুর কাজের প্রথম চাপটা শেষ হলে পর সে ফিরে আসবে লানাকে নিতে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকবে, যদি ততোদিনে আধা–সামরিক ফৌজের ডিউটির জন্যে তার তলব না পড়ে।

কিংসরোড ধরে এখন চলছিলো গাড়িটা। স্কনেকটাডির চড়া থেকে বাঁক নিয়ে রাস্তাটা সোজাসুজি মোহক উপত্যকার দিকে চলে গিয়েছিলো। মাঝখানে জনসন ল্যান্ড, গুই পার্ক, ফোর্ট জনসন এবং কানাওয়াগা। এরপরে আছে স্প্রাকার, ফক্স, নেলিস আর ক্লক সাহেবদের জায়গা। সামনে জলপ্রপাতের কাছে নদীর ঘাট এবং তারপর এন্ডরিজ বসত। জায়গাটা নদীর উত্তর পাশে, জার্মান ফ্লাটস–এর ঠিক উল্টো দিকে। সড়কটা এরপর চলে গেছে পশ্চিম কানাডা ক্রিক ঘাটের বসত পর্যন্ত। ওখান থেকে একটানা

www.pathagar.com

অরণ্যের ভেতর দিয়ে স্কিনার হয়ে ঢুকেছে কসবি তালুকে। তারপর ডিয়ারফিল্ডে গিয়ে অতিক্রম করেছে নদী। পশ্চিমের ও–দিকটায় রুক্ষ এবং প্রায় দুর্গম হয়ে পথটা ওরিস্কার কাছে রেডইন্ডিয়ান জনপদে প্রবেশ করেছে। জায়গাটা ওরিস্কানি নদীর খাড়ির তীর সংলগ্ন। ফোর্ট স্ট্যানউইক্স্–এ গিয়ে শেষ হয়েছে সড়কটা। কন্টিনেন্টাল সরকার এই শরতেই দুর্গটা মেরামত করবেন বলে লোকজনের মুখে শোনা যাচ্ছে।

ঘোড়ার গাড়িটার উঁচু দন্ডের ওপর বসে সারাটা দিন মোহক নদীর পানে দৃষ্টি মেলে ধরে রেখেছিলো লানা। গেলো সন্ধ্যায় ওরা প্রপাতের পাশের খাড়া চড়াইটার ওপর উঠেছিলো। এর কিছুক্ষণ আগে কর্নেল হারকিমারের লাল ইটের চমৎকার বাড়িটা ওকে দেখানোর জন্যে গাড়ির এ–পাশটায় এসেছিলো গিলবার্ট। গ্যামব্রেলের ছাদওয়ালা এ–রকম উঁচুবাড়ি আগে কখনও দেখেনি লানা। কিন্তু প্রপাত পার হওয়ার পরই ওরা এসে ঢুকলো বনাঞ্চলে। জায়গাটাকে জনশূন্য বলেই মনে হলো। গাছপালার ফাঁক গলিয়ে একটি ক্ষুদে বাড়ি কেবল নজরে পড়লো। এরপর আধো অন্ধকারের মধ্যে ওরা এসে প্রবেশ করলো মাঝখানের সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরটায়। এখান থেকেই শুরু জার্মান ফ্লাট ভূমির। রাস্তার পাশে একটা সরাইখানা দেখতে পেয়ে ভেতরে ঢুকলো ওরা দুজন।

লানা তাদের উপস্থিতিটাকেই একটা জাঁকালো ঘটনা বলে মনে করলো। সরাইয়ের মালিক মিঃ বিলি রোজ রাতের খাবার শেষে পাইপে সুখটান দিচ্ছিলো দরোজার মাথায় দাঁড়িয়ে। তার গায়ে শার্টের ওপর চড়ানো ছিলো একটি চামড়ার অ্যাপ্রন। বিনীত কণ্ঠে 'শুভ সন্ধ্যা' বলে স্বাগত জানালো লোকটা লানাকে।

গোরুটাকে বাগ মানিয়ে ভেতরে এলো গিল। সোজাসুজি সরাই মালিকের কাছে এসে বললোঃ 'এ রাতটা আপনার এখানেই থাকতে চাই আমরা।'

'আপনার এবং আপনার স্ত্রীর জন্যে লাগবে দুই শিলিং,' বললো সরাই মালিক। 'আর ঘোড়ার জন্যে এক শিলিং। গোরুটাকে আপনি বাইরে আপেল গাছটার পাশে ইচ্ছা করলে বেঁধে রাখতে পারেন।'

'কিন্তু আমাদের দুজনার জন্যে যে একটি আলাদা কামরা দরকার,' বললো গিল।

'ওপরতলার কামরাটা পেতে পারেন আপনারা', মিঃ রোজ বললো। 'তবে হ্যাঁ, অন্য কোনো লোককে যে আমি ওই কামরায় ঠেলে দেবো না তার কোনো গ্যারান্টি আমি দিতে পারবো না।'

www.pathagar.com

গিল চোখ পিট পিট করে তাকাচ্ছিলো লোকটার দিকে। মানিব্যাগটা একহাতে খুলে ভেতরে আঙুল ঢোকালো সে। 'দুই ফিপ্ কী আপনার গ্যারান্টি পাওয়ার জন্যে যথেষ্ট হবে, মিঃ রোজ?'

'যেহেতু এটা ওপরের কামরা', মিঃ রোজ বললো, 'সুতরাং, আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি।'

ফিপ দুটি সে হাতে নিলো এবং তার অ্যাপ্রনের একটি পকেটে চালান করে দিলো। এরপর থেকে অত্যন্ত বিগলিত হয়ে পড়লো মিঃ রোজ। লানাকে বার বার 'মিসেস মার্টিন' আর গিলকে ' মিস্টার' বলে সংবোধন করতে লাগলো। একবার গিলকে 'মহোদয়' বলেও আখ্যায়িত করলো।

বারান্দায় গিয়ে মিসেস রোজের আয়নায় চুল পরিপাটি করলো লানা। গাছের ডালের ঝাড়ন দিয়ে পোশাকের ধুলো পরিষ্কার করবার পর গিলের কাছে ফিরে এলো ও। পানশালার একটি টেবিলে অতিসম্ভ্রান্ত একটি দম্পতির মতো ওরা নিঃশব্দে সাঙ্গ করলো নৈশভোজ-পর্ব। মাত্র আরেকটি লোক ছিলো সেখানে। ওদের দিকে তেমন একটা ভ্রূক্ষেপ করেনি সে। মিঃ রোজ জানালোঃ 'লোকটার একচোখ নেই। আলবানি থেকে এসেছে এখানে।'

খাবার টেবিলে দুজনে মিলে ওরা খেলো পিগগ্রিনসমেত কিছু ব্লাড সসেজ, সয়ারকারট এবং সেদ্ধ করা ট্রাউট মাছ। গিল সামান্য একগ্লাস জিন পান করবার জন্যে অনুরোধ জানাতে লাগলো লানাকে। ফিসফিসিয়ে বললোঃ 'দ্যাখো, আজ রাতের এটি বিশেষ আয়োজন।' গোটা ব্যাপারটা লানার কাছে ফতুর হয়ে যাওয়ার মতো ব্যয়বহুল বলে মনে হলো। কিন্তু পানপর্বের পর অদম্য উচ্ছ্বাসের তাড়নায় প্রায় কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লো লানা। ওপাশে দুই বন্ধুর সাথে চেঁচিয়ে কথা বলতে শুরু করেছিলো ক্যাপ্টেন স্মল নামের বেঁটে-খাটো একটি স্বাস্থ্যবান লোক। ওদের অমন বেমওকা কথাবার্তায়ও বেশ মজা পাচ্ছিলো লানা। এন্ডরিজ অঞ্চল থেকে এখানে আগমন ক্যাপ্টেন স্মলের। স্যার জন জনসন তার আলোচনার উপলক্ষ। ক্যাপ্টেন বলছিলো, ক্ষমা-প্রদর্শনের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে জনসন কানাডায় সাথে করে নিয়ে গেলো স্কটিশ হাইল্যান্ডারদের। তার একবন্ধু বললো, উপত্যকা থেকে স্কচদের বের করে নিয়ে গিয়ে আসলে ভালোই করেছে জনসন। অন্যজন বললো, এর অর্থ হচ্ছে উপত্যকায় টোরিদের সামলানোর মতো আর কোনো বাধাই থাকলো না। মিঃ রোজ ওদের স্মরণ করিয়ে দিলো, ঘটনাটা ঘটেছে

www.pathagar.com

আজ থেকে প্রায় মাস দুই আগে। আর এর মধ্যে কোনোরকম হাওয়াই বদল হয়নি যুদ্ধের।

সরাইখানার পানশালায় বসে অভিজ্ঞ পুরুষ মানুষগুলির কথা শুনতে শুনতে নিজেকে সেয়ানা–মহিলা বলে ভাবতে শুরু করেছিলো লানা। কানাডা থেকে সেনাবাহিনীর বিতাড়নের ব্যাপারটা নিয়ে এখন গল্প করছিলো তারা। লানা মনোযোগী হলো ঘটনার ভেদবৃত্তান্ত বুঝতে। স্বল্প বললোঃ 'গেলো মাসে ফিরে এসেছে জর্জি হেলমার। মন্টগোমারির রেজিমেন্টের সাথে ছিলো সে। তার কথা হলো, কুইবেক দখলের আগে গত বছরের শেষ দিনটি পর্যন্ত সবকিছু ঠিকমতন চল্‌ছিলো। এরপরই সব ওলোটপালোট হয়ে গেলো। আর্নল্ড আহত এবং রোগাক্রান্ত হলো। তখন থেকে সেনাবাহিনীতে শুরু হলো গুটি বসন্তের প্রকোপ। আর্নল্ড নিজেই প্রথম শিকার হলো এ–রোগের। নগদ পনেরো সেন্ট দিয়ে ডাঃ বার্কার নামের এক লোকের কাছ থেকে বসন্তের একটা টিকা কিনেছিলো আর্নল্ড। সেনাবাহিনীর ওই কোম্পানিতে আর্নল্ড প্রথম এ–টিকা নিয়েছিলো। দেখা গেলো, এরপর যারাই ডাঃ বার্কারের কাছ থেকে টিকা নিয়েছে তাদের সবাই গুটি বসন্তের শিকার হয়েছে। লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, ডাক্তারের হাতদুটি ছিলো নোংরা। আর যে লোহা দিয়ে সে টিকা দিতো ওটা মোটেও পরিষ্কার করতো না। পরে ওরা জানতে পারলো, ডাঃ বার্কার নামের লোকটা আগাগোড়াই ছিলো সেনাবাহিনীর সাথে। এবং তার হাতের স্পর্শ লেগেছে এমন প্রতিটি লোক আক্রান্ত হয়েছে গুটি বসন্তে। যুদ্ধ করার পক্ষে এর চাইতে সাংঘাতিক বিপত্তি আর কী হতে পারে? কী বলেন আপনারা?'

সবাই মাথা নেড়ে সায় দিলো ক্যাপ্টেন স্বলের কথায়। একটা বোতলের গলা বরাবর মিঃ রোজের চুলের গোছার ছায়াটাকে ওঠানামা করতে দেখলো লানা। যখন ও তার দিকে তাকালো তখনো মাথা দোলাচ্ছিলো লোকটা। বানমাছের চামড়া সদৃশ তার মাথার জট–পাকানো চুলে ঝকমক করছিলো একটি সবুজাভ ধূসরতা।

'সমস্যা হলো', মিঃ রোজ বলতে শুরু করলো, ' আর্নল্ড এবং ক্যাপ্টেন ব্রাউন ছাড়া ওখানে দুই সেন্ট খরচ করার মতো আর কোনো লোক নেই।'

'ব্রাউন বলছে আর্নল্ডের অবস্থা অন্যদের চেয়ে তেমন কিছু সচ্ছল নয়।'

'কিন্তু জন ব্রাউন একজন ভালো মানুষ।'

www.pathagar.com

বিষয়টা নিয়ে তারা তর্ক করলো। কোণের দিকের টেবিলের এক চোখওয়ালা লোকটা চুপচাপ ছিলো এতক্ষণ। এবার সে গলা বাড়ালো। তার মুখটা ঈষৎ স্ফীত। কথা বলতে শুরু করলো সে নরম গলায়। 'আপনাদের কন্টিনেন্টাল কংগ্রেসই হলো আমেরিকান সেনাবাহিনীর যত বিপত্তির কারণ,' বললো লোকটা।

'কী বলতে চান আপনি?' জানতে চাইলো গিল। তার গলার তীক্ষ্ণতা রোমাঞ্চিত করলো লানাকে। সবাই ওর ওপর থেকে এবার দৃষ্টি ফেরালো আগন্তুকের পানে।

কিন্তু লোকটা আগের মতোই শান্তস্বরে বললোঃ 'আমি যা বলেছি ঠিকই বলেছি। এটা একটা নোংরা আবর্জনার স্তূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। যে ময়লা ক্রমাগত ভেতর থেকে ঠেলে ওপরে ভেসে উঠছে তাকে ধামাচাপা দিয়ে রাখবার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই।'

ক্যাপ্টেন স্মল বললোঃ ' আপনি বোধকরি অ্যাডামস্ এবং ওই ইয়াংকি দলটার কথা বলতে চাইছেন।'

একচোখওয়ালা লোকটা গিলের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালো। তার চোখের ওপরকার বিচ্ছিরি পর্দাটা তার মুখে কেমন একটা কুৎসিত ভাব ফুটিয়ে তুলছিলো।

'তারা ছিলো একদল ব্যর্থ লোক। অথচ বড়ো বড়ো কথা বলছে নিজেদের ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখবার জন্যে। একটা ছারপোকার ওপর আমি যতোটা ভরসা রাখি ওদের ওপর তা-ও রাখি না। কারণ, ছারপোকারা তো লোক ঘুমিয়ে থাকলেই কেবল কামড়ায়। এখানে বাস করতে হলে কেনো আমি ওদের সাথে খেলা করবার সুযোগ নেবোনা।'

'তাই নাকি?' গিল বললো। 'কে বারণ করছে আপনাকে?'

'কারণ, তারা কেবল সেনাবাহিনীকে নিয়েই রাজনীতির চাল চালছে। আমার প্রশ্ন, ক'জন নিয়মিত সৈন্য তারা এখানে পাঠিয়েছে? একজনও না। কেনো পাঠায়নি? কারণ, ভোটের জন্য তারা সৈন্যদের হিসেবের মধ্যে ধরে না। এ-ব্যাপারে তো ওদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। আমি শুনেছি, এই শরতে সাতশ বৃটিশ সৈন্য ওস্‌উইগো নদীর তীর পর্যন্ত অভিযানে বেরুবে। কিন্তু এ নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। কারণ, তারা ফিলাডেলফিয়াতে বেশ নিরাপদেই আছে। উত্তরের সীমান্ত পর্যন্ত এ যুদ্ধে আমাদের জিততেই হবে এটা কেন কারও মাথায় আসছে না?'

www.pathagar.com

'বলুন, এখানে কি কাজ আপনার?'

'এখানে যাকিছু ঘটছে, তা দেখাই আমার কাজ,' লোকটা সংগে সংগে জবাব দিলো। 'আর আমার নাম কল্ডওয়েল।' কথাগুলি বলেই সে তার কোনার দিকের আসনটা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো এবং বিলি রোজের সামনে গিয়ে বললোঃ 'আমার বিল কতো হলো?'

কাঠের গরাদের ওপর দিয়ে লোকটা তার বিল পরিশোধ করলো। তখন পর্যন্ত ওরা কেউ কোনো কথা বললো না। কিন্তু দরোজার গোড়ায় গিয়ে সে যখন জিজ্ঞেস করলো এখান থেকে শু'মেকার কতো দূর তখন ওরা বললোঃ 'জায়গাটা এখান থেকে আট মাইল হবে?'

'একটা উদ্ভট মানুষ লোকটা,' মন্তব্য করলো স্মল।

রোজ বললোঃ 'আজকাল উপত্যকায় এরকম প্রচুর উদ্ভট লোকের আনাগোনা। ও কী বলতে চেয়েছে রেডণ্ডিয়ানরা এদিকে নেমে আসবে?'

'এই রেডইণ্ডিয়ানদের নিয়ে আজেবাজে অনেক কথাবার্তা হচ্ছে বলে আমার মনে হয়,' গিল বললো। 'ফরাসি যুদ্ধের সময়ে ব্যাপারটা ঘটেছে বলে এখনো ঘটবে এমনটা মনে করবার কোনো কারণ থাকতে পারে না।'

'শোনো, যুবক,' গিলকে লক্ষ্য করে বললো ক্যাপ্টেন স্মল।'তোমার জমিজিরাত এবং ঘরবাড়ি থেকে কেউ তোমাকে খেদিয়ে দিলে কেমন লাগবে তোমার? এবং যদি তুমি একজন দরিদ্র লোক হও?'

'আপনি কি বাটলার্স এবং জনসনদের কথা বলতে চাইছেন?'

'হ্যাঁ, তাদের কথা,' স্মল বললো। 'তারা এবং তাদের দলবলের কথা।'

'কিন্তু এর মানে এই নয় তারা রেডইণ্ডিয়ানদের ডেকে নিয়ে আসবে?'

'শোনেন, মিঃ মার্টিন। তাদের সাথেই তো মোহক রেডইণ্ডিয়ানরা গিয়েছিলো পশ্চিমে। ওদের রসদ যোগাতে হয়েছে তাদের। নাকি যোগাতে হয়নি? কিন্তু নায়াগ্রায় তা তারা অতো সহজে পারবে না। এখানে অন্তত ওদের প্রতি দশজনের একজনকে লুটপাট করে খেতে হবে। আর ওদের প্রতি দশজনের একজনকে কেবল তারা এখানে পাবে তাদের মতলব হাসিলের জন্যে।'

www.pathagar.com

'বেশ তো,' গিল বললো। 'আমার ধারণা, ভালোভাবেই আমরা ওদের তদারক করতে পারবো।'

'ওহে যুবক, আমাদের তো তা করতেই হবে।'

গিল উঠে দাঁড়ালো। ওঠার সময় অনুভব করলো তার হাত লানার বাহুর ওপর রাখা। লানাও একসংগে আসন ছেড়ে উঠলো। সবাই ওর দিকে তাকাচ্ছিলো দেখে হঠাৎ লানার মুখখানা লজ্জায় আরক্ত হলো। 'শুভ রাত্রি' বলে যখন সবাই ওকে বিদায় জানালো, ও তখন আরো গোলাপি হয়ে উঠলো। মিঃ রোজ তার বেটি–ল্যাম্পটা হাতে তুলে নিলো এবং ওদের সিঁড়ির গোড়া পর্যন্ত এগিয়ে দিলো।

'আপনাদের ঘুমটা সুখকর হোক', বললো রোজ।

'শুভ রাত্রি,' দুজনেই উচ্চারণ করলো একসাথে।

গিল আগেই শোবার ঘরটায় গিয়ে হাজির হয়েছিলো। সিঁড়ি বেয়ে ছাদের দরোজা গলিয়ে ওকে অনুসরণ করলো লানা এবং ক্ষুদে গুমোট ঘরটায় গিয়ে ঢুকলো। দম বন্ধ হয়ে আসবার মতন একটা অন্ধকার চিলেকোঠা। মাঝখানে পাতা দড়ির খাটিয়া। জংগলের মাঝখানে একটা অপরিসর ফাঁকা জায়গায় ছোটো একটা দুর্গের মতো দেখতে মনে হচ্ছিলো ঘরটাকে। বিছানার কাছে গিয়ে লানার মুখোমুখি হলো গিল।

'ওদের কথা শুনে তুমি তো ঘাবড়ে যাওনি, লানা?' গিলের স্বরে একরাশ উদ্বেগ। 'এ তল্লাটে এরকম কথাবার্তাই সবসময় কানে আসবে তোমার।'

অনভ্যস্ত সুরাপানের ধকলটা তখনো পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি লানা। একটু একটু ঢুলছিলো ও। কেমন একটা মোহময় দৃষ্টিতে তাকালো ও গিলের পানে। খুঁটে খুঁটে দেখলো গিলের ঋজু সুঠাম শালপ্রাংশু শরীরটাকে। চোখ দুটি কেমন গাঢ় নীল ওর। আনত চওড়া দুই কাঁধ। শন গাছের আঁশ শুকোতে দেবার সেই দিনটির কথা মনে পড়লো লানার। অসাবধান হয়ে পিছু ফিরতে গিয়ে চুল্লির ভাটির গর্তে পড়ে গিয়েছিলো লানা। আর তক্ষুণি চোখের পলকে এই সবল দেহের যুবকটি ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে তুলে এনেছিলো শনের ভাটি থেকে। গিলের জন্যে অহংকারবোধ করলো ও। এই মুহূর্তে গিলের পৌরুষময় দেহটির আকর্ষণ এক মত্তউল্লাসে আত্মহারা করে তুললো ওকে।

www.pathagar.com

রেডইণ্ডিয়ানদের ব্যাপারে কোনো ভয় নেই আমার,' বললো লানা। কথা কটি বলবার পরই ওর চোখ দুটি বুঁজে এলো। কাপড়চোপড় খুলে ওরা যখন বিছানায় গেলো, লানা তখন আর গিলের দিকে তাকাতে পারলো না।

পরদিন সকাল বেলা সরাইখানা থেকে ওদের বিদায় নেয়ার সময় মিঃ রোজের উৎসুক চাহনিটা কেমন অপ্রস্তুত করে তুললো লানাকে। সাদা কাগজের একখানা খাতা এবং কলম নিয়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়ালো লোকটা। বিনীত কণ্ঠে বললোঃ'জর্জ হারকিমারের রক্ষীদল আমার সরাইখানায় অবস্থান করে এমন যেকোনো লোকেরই খোঁজখবর নেয়। কড়া তল্লাশি চালায়। বাধ্য হয়ে আমাকে লোকজনের রেকর্ড রাখতে হয়। এখানে কি আপনার নামটা সই করবেন, মিঃ মার্টিন?'

গিল হাত বাড়িয়ে কলমটা নিলো। তারিখের পাশের জায়গাটায় লিখলোঃ 'গিলবার্ট মার্টিন ও স্ত্রী ম্যাগডেলানা।'

গিলের বাহুটার ওপর চোখ রেখে লানা ভাবলো এখান থেকেই যাত্রা শুরু হলো ওদের জীবনের। ওর দুশ্চিন্তা হলো, ও কি সত্যি গিলকে তৃপ্ত করতে পেরেছে? এখন থেকে ও ভাবতে শুরু করলো, জীবনে যাই ঘটুক না কেনো গিলকেই সুখী করাই হবে ওর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। মনে মনে একটা শপথও উচ্চারণ করলো লানাঃ 'চিরকাল আমি থাকবো ওর পাশে। হবো ওর লক্ষ্মী বউ।'

ধীর মন্থরগতিতে চলতে লাগলো মাদী ঘোড়াটা। গাড়ির পাশে স্বচ্ছন্দে তাল রেখে চললো গোরুটা। জার্মান তল্লাট পার হয়ে নতুন গড়ে ওঠা দুর্গের কাছাকাছি পৌছে গেলো ওরা। এখানকার ভারপ্রাপ্ত কর্নেলের নামে দুর্গটার নামকরণ করা হয়েছে 'ডেটন।' গ্রামের পেছনকার পাইন গাছে মোড়া পাহাড় থেকে বাকল–ছাড়ানো কাঠের অজস্র ফালি নিচে নামিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে আনা হচ্ছিলো। সৈনিক, মিলিশিয়া এবং কৃষি মজুরের দল একযোগে খেটে তুলছিলো খুঁটির উঁচু প্রাচীর।

পথ অতিক্রম করবার সময় লানা তাকিয়ে দেখছিলো দুর্গ নির্মাণের কাজটা। ওর তাকানোটা বোধকরি লক্ষ্য করে থাকবে গিল। কারণ, বসতটা ছাড়িয়ে আসবার কিছুক্ষণ বাদেই গিল ওর উঁচু আসনটার কাছে ঘনিয়ে এলো। সারাটা সকাল কোনো কথাই বলেনি সে। এখন লানার চোখাচোখি হতেই তার মনে হলো লানার বুঝি কষ্ট হচ্ছে।

'কেমন লাগছে তোমার?' মুখে হাসি ফুটিয়ে বললো গিল।

www.pathagar.com

অপ্রতিভ হয়ে হাসলো লানা। সে আসলে জানতে চাইছিলো কেনো অমন বিব্রতবোধ করছে লানা।

'বেশ ভালোই তো আছি আমি।'

'এখান থেকে জায়গাটা আর খুব দূর নয়,' বললো গিল। 'বড়োজোর মাইল পনেরো হবে।'

আরেকবার ওর দিকে তাকালো সে। 'সন্ধ্যার আগেই আমরা পৌঁছে যাবো, লানা।'

'চমৎকার হবে তাহলে', লানা বললো।

গাড়ির উঁচু আসনটায় গ্রীবা তুলে বসে থাকা লানাকে অপূর্ব সুন্দরী একটি কিশোরী পরীর মতন মনে হচ্ছিলো গিলের। কাপড়ের জুতায় আবৃত লানার পা দুখানি যেনো এক সলাজ ভঙ্গিমায় ঝুলছিলো পাশাপাশি। ওর মুখের ওপর খেলা করছিলো সাদা সুতোয়-মোড়া মাথার ক্যালিকো বনেটের ছায়াটা। খাটো গাউনের সাথে চমৎকার একটা সাজুয্য রক্ষা করছিলো ওর এই ছিমছাম মস্তকাবরণ। বনেটের দুপাশে তরঙ্গিত হয়ে দুলছিলো ওর মিহিকালো কেশরাশি। গিলের মুগ্ধ চোখ দুটিকে যখন স্পর্শ করলো লানার চোখ, ওর মুখে তখন ফুটে উঠলো একটুকরো লালচে আভা। ওর দুই পিঙ্গল চোখ আনত হয়ে উঠতে লাগলো। লানার হাসি-খুশি চঞ্চল প্রাণের সৌরভে অভিভূত হলো গিল।

স্কিলার বসতের দিকে যেখানে সড়কটা অরণ্যে গিয়ে ঢুকেছে, সেই দিগন্ত পানে দৃষ্টি মেলে ধরলো সে। কিন্তু মনের ভাবটাকে আড়াল করে লানার কাছে সে জায়গাটার বর্ণনা দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

'চমৎকার সমতল ভূমি ওটা। লোকেরা কাঠের বড়ো বড়ো বাড়ি তুলেছে ওখানটায়। আমার মনে হয় জায়গাটা তোমার পসন্দ হবে, লানা।'

'বেশ সুন্দর এখানকার সবকিছু,' বললো লানা।

স্কিলার বসতে পৌছুবার আগেই তরুবীথি-ঘেরা একটা ছোটো পাহাড়ি নদীর ধারে বসে ওরা দুপুরের খাবার খেলো। ঘাসের গালিচার ওপর দুজনে পাশাপাশি পা ছড়িয়ে আরাম করে খেলো রুটি, আলুর কুচি এবং পনির। জায়গাটা ছিলো খুব ঠান্ডা। কারণ, অনেক উঁচুতে পড়া সূর্যের আলো আটকে রেখেছিলো ঘন নিবিড় বৃক্ষের সারি। গাড়ির

www.pathagar.com

কাঠের সাথে বাঁধা ঘোড়াটা ওদের সামনেই ঢুলছিলো তন্দ্রায়। আর গোরুটা জাবর কেটে চলছিলো সুখে।

গাড়িটার দিকে চোখ রেখে লানা মনে মনে ভাবছিলো, সন্ধ্যা নামবার আগে ওদের কাঠের কুঁড়েটায় কেমন করে ও জিনিসপত্রগুলি গোছগাছ করে রাখবে।

'শোবার বিছানাটা কী আমরা নিচের তলায় পাতবো? নাকি চিলে ঘরটায়?' বললো লানা। ওর দিকে তাকালো গিল। 'মায়ের মুখে শুনেছি, ব্লক বসতে প্রথম কাঠের ঘরে উঠে কখনো কখনো তাঁকে রান্নাঘরে বিছানা পাততে হয়েছে।'

ওকে নিয়ে যাতে গিল উদ্বেগে না পড়ে তার জন্যেই শেষের কথাগুলি বললো লানা। সবকিছু ও সামলে নিতে পারবে এটাই ও বোঝাতে চায় গিলকে।

'পশ্চিমে এতো দূরে আসায় তুমি তো ঘাবড়ে যাওনি, লানা?' জানতে চাইলো গিল। একটা কাঠি দিয়ে পাইন গাছের পাতা খোঁচাচ্ছিল সে। 'বাড়িটা নিজের হাতে বানিয়েছি আমি। বোধকরি তার জন্যেই ওটা আমার কাছে অমন অপূর্ব লাগছে। তোমাদের বাড়ির মতন বড়ো কোনো বাড়িতে বেড়ে ওঠা একটা মেয়ের কাছে ওটা বেমানান ঠেকবে, এটা কিন্তু আমি মোটেও ভেবে দেখেনি।

গিল ওকে আগেবাগেই প্রস্তুত করে নেয়ার চেষ্টা করছিলো।

'আমার মাও তো এভাবেই সংসার শুরু করেছিলো', গিলের কথার পিঠে বললো লানা। 'বছর কয়েকের মধ্যেই আমরা ওদের মতো সবকিছু ব্যবস্থা করে নিতে পারবো। কিন্তু সামান্য দিয়ে শুরু করলেও যখন সংসার ভরাট হয়ে উঠবে তখন ভালো লাগবে আমাদের, গিল।' আড়চোখে তাকালো লানা। 'একটা কাঠের ঘরে থাকবার আরামের কথা আমি আগাগোড়াই ভেবে এসেছি। কারণ, এরকম ছোটো ঘর গুছিয়ে রাখা খুব সহজ। কোনো ঝুটঝামেলা এতে পোহাতে হয় না।'

'বাড়িটা কিন্তু তেমন প্রশস্ত নয়। তার কারণ জংগল কেটে বেশি জায়গা আমি পরিষ্কার করতে পারিনি।' বললো গিল।

'আমাদের তো এখন বেশি জিনিসপত্র কেনাকাটার প্রয়োজন নেই', তাকে প্রবোধ দিলো লানা। 'জানো, অল্পে তুষ্ট থাকার জন্যে মা সাংঘাতিক আদর করতো আমায়।'

গিল খুশিতে ওর হাতটা ছুঁলো।

www.pathagar.com

অরণ্য কখন পেরিয়ে এসেছে ওদের খেয়াল ছিলো না। অনেকটা যেনো অপ্রত্যাশিতভাবেই ওরা এসে পড়লো স্কিলার ভূমিতে। চারপাশে খোলা মাঠ। ভালোমতন জংগল সাফ করে আবাদ করা হয়েছে জমি। খড় কেটে নদীর তীর জুড়ে গাদার পর গাদা দিয়ে রেখেছে চাষীরা। কাঠের বড়ো বড়ো অনেক বাড়ি। অরণ্য পেরুবার পর অবারিত মুক্তির মতন মনে হচ্ছিলো দিগন্তলীন উন্মুক্ত প্রান্তরটাকে। লানা আঁচ করলো সামনে মাত্র মাইল কয়েক দূরে ওদের বসত। এসব আলোবাতাস খেলা স্বাস্থ্যপ্রদ খামার বাড়িগুলি দেখবার পর ওর মনে হলো জায়গাটা পৃথিবীর খুব দূরের কোনো তল্লাট নয়।

ওদের দেখবার জন্যে খুঁটির বেড়াগুলির কাছে এসে জড়ো হলো কিছু লোক। নাম ধরে গিলকে স্বাগত জানালো তারা। আর উৎসুক চোখ তুলে দেখতে লাগলো লানাকে। গিলের কাছে তারা খবরাখবর জানতে চাইলো। গিল বললো, জানাবার মতো কোনো খবর সে কোথাও শোনেনি। লোকগুলি মুচকে হাসলো এবং বললোঃ 'তুমি নিজেই তো তোমার সাথে করে চমৎকার একটুকরো খবর নিয়ে এসেছো।'

লানাকে লক্ষ্য করে ইংগিতটা করেছিলো তারা।

স্কিলার ভূমি পেরুতে আধঘন্টার মতো সময় লাগলো ওদের। এরপর আবার পথের দুধারে ঘন বন। নদী একটা। বিশাল এলম এবং উইলো কুঞ্জ। পাহাড়ি ঝরনাগুলির তীর জুড়ে নানান জাতের তরুবীথি এবং ঝোপঝাড়। পানি–কাদায় থকথক করা জলা জায়গাটার ওপর দিয়ে চলতে গিয়ে গাড়িটা বার বার হোঁচট খাচ্ছিলো এবং ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুলছিলো। সাবধানে পায়ের টান সামলাতে হচ্ছিলো মাদী ঘোড়াটাকে।

কসবি সাহেবের তালুকে এসে পৌছুবার পর জায়গাটাকে কেমন আশ্চর্য রকমের নির্জন আর ভুতুড়ে বলে মনে হলো লানার। নদীর ধার ঘেঁষে চমৎকার একটা ভবন। একটা কেঠো গোলাঘর এবং প্রজার বাড়ি। সবই কিন্তু পরিত্যক্ত। অতীত স্মৃতির ছবি হয়ে কোনোমতে দাঁড়িয়ে আছে কেবল।

হাত দিয়ে চোখ দুটি আড়াল করে একজন স্ত্রীলোক গোলাঘরটার দরোজার সামনে এসে দাঁড়ালো। তার ক্ষীণ দেহটায় প্রাণের সজীবতার কোনো লক্ষণ আছে বলে মনে হলো না। আত্মসমাহিতের মতো মনে হচ্ছিলো তাকে। ওদের দেখেও কোনোরকম সাড়া দিলো না সে। লানা যখন সংকুচিত হয়ে অভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো

www.pathagar.com

চোখের ম্লান দৃষ্টি তুলে তখন কেবল একবার ওর দিকে তাকালো ক্ষীণাঙ্গী মেয়ে মানুষটি।

গিল তাড়াতাড়ি করে ছুটে এলো লানার কাছে।

'কিছু মনে করো না, লানা। এক আজব মেয়েমানুষ সে। এরা সব জনসনের লোক। এদের কোনো বন্ধুজন নেই এখানে।

'কে এই মহিলা?'

'উলফের বউ। উলফের সাথে মোটামুটি মানিয়ে চলতে পারি আমি। কিন্তু এখানকার লোকেরা বড়ো একটা কথা বলে না ওদের সাথে। বোধকরি স্ত্রীলোকটি এখন এখানে একা।'

'শুভদিন' জানানোর জন্যে স্বর উঁচু করলো গিল।

'হ্যালো', শুকনো গলায় উচ্চারণ করলো মহিলাটি। এবং এমনভাবে পাশ ফিরলো যেনো গোলাঘরটায় আবার ঢুকবে।

'আপনি কী একা বাড়িতে, মিসেস উলফ?' গিল শুধালো।

'জন ধারে কাছে কোথাও গেছে,' ঘাড় উঁচিয়ে জবাব দিলো সে। 'কেনো, আপনার কি ওকে দরকার?'

'না। জায়গাটা আমার কাছে কেমন যেনো ফাঁকা ফাঁকা মনে হচ্ছিলো, তাই জিজ্ঞেস করলাম।'

'মিসনরা চলে গেছে গত বৃহস্পতিবার,' মিসেস উল্‌ফ জানালো।

'চলে গেলো ওরা?'

'হ্যাঁ। ওসউইগো গেছে। স্ট্যানউইক্‌স-এ কংগ্রেস দুর্গ নির্মাণ করবে বলে ওরা বলাবলি করছিলো। এর মানে হলো বিপদ ঘনিয়ে আসছে। আমি চেয়েছিলাম জনও চলে যাক। কিন্তু সে বললো যাওয়ার মতো সংগতি তার নেই। তার কথা, নগদ পয়সা হাতে না থাকলে নতুন জায়গায় গিয়ে সংসার পাতবে কী করে? জীবন ধারণই-বা করা যাবে কেমন করে?' মহিলা তার মাথাটা উত্তরপশ্চিম পানে ঝোঁকালো। ওদের দুজনাকে একনজর দেখলো। এবং তারপর গোলাঘরটায় গিয়ে ঢুকলো।

গিল এবং লানা স্ত্রীলোকটির চলে যাওয়া দেখছিলো। গিল বাড়িটার দিকে তাকিয়ে বললো ঃ 'ঘরের জানলাগুলি ওরা কাঠ দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। এর থেকে বোঝা যায়,

www.pathagar.com

জায়গাটা একদম ফাঁকা। আমার মনে হয় গোরু–ভেড়াগুলিও ওরা সাথে করে নিয়ে গেছে।'

শক্ত মনের মেয়ে হলেও কথাটা শুনে কাঁপলো লানা।

'এই মহিলা এবং মিঃ উল্‌ফ্‌–ই কি কেবল বাস করেন এখানে?'

'আমার তো তাই মনে হলো। তার একটা মেয়ের বিয়ে হয়েছে ডাঃ পেট্রির সাথে। এই ডাক্তার হলেন কমিটি মেম্বার। আমার বিশ্বাস, তিনি তাঁর স্ত্রীকে এখানে আর আসতেও দেবেন না।'

'এ–যে দেখছি একটা ভয়ংকর ব্যাপার,' ফিসফিস করে বললো লানা।

গিল ততক্ষণাৎ ওর দিকে চোখ তুলে চাইলো।

'এনিয়ে আমাদের চিন্তা করবার কোন কারণ নেই,' সে বললো। 'আমরা সবাই ঠিক পথেই আছি। আমাদের দলটাও একটা খাঁটি দল।'

লানা কোনো জবাব দিলো না। ওরা আবার অরণ্যে এসে ঢুকলো। সড়কটা এখানে এসে অল্পপরিসর, রুক্ষ এবং দুর্গম হয়ে উঠেছে। সূর্যের আবছা আলোর জন্যে গাড়ির গতিটা হামাগুড়ি দিয়ে চলবার মতো মন্থর হয়ে এসেছিলো। এই প্রথম বারের মতো লানার মনে হলো, ঘোড়াটার প্রতিটি পদক্ষেপ যেনো ওকে ওর বাড়ি থেকে এক অনতিক্রম্য দূরত্বের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মনে মনে ও বললোঃ 'কিন্তু আমরা তো আসলে বাড়ির দিকেই যাচ্ছি।' তবে এ যাওয়াটা আর আগের মতো ছিলো না।

গাছপালার পাতার ভেতর দিয়ে সূর্যের আলোটা নরোম হয়ে এলো এবং আরো সোনালি হয়ে উঠলো। ডানদিকের পাহাড়ে একটা বুনো মোরগ চেঁচাতে শুরু করলো। তার আওয়াজটা মন্থর লয় থেকে ক্রমেই উচ্চগ্রামে উঠতে লাগলো। আলোর ফুলকির মতন নানান জাতের একঝাঁক মাছি জড়ো হলো ঘোড়াটার মাথার চারপাশে। এদের মধ্যে ছিলো একইঞ্চি লম্বা হরিণ–মাছি আর ঘোড়া–মাছি। কামড়ানোর সময় এরা শরীর থেকে শুষে নেয় রক্ত। ঘোড়াটা অনবরত নড়াছড়া করতে লাগলো। মাঝে মাঝে থেমে সে ওদের দাঁত খিঁচিয়ে কামড়াতে, লাথি মারতে এবং তীব্র শব্দ তুলে বিতাড়নের চেষ্টা করছিলো। এবং তারপর একসময় হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলো। লানা প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলো। পেছন ফিরে ও গিলের দিকে তাকালো। দেখলো, মেপল

www.pathagar.com

গাছের একটা ডাল দিয়ে গোরুটাকে খেদাচ্ছিলো সে। গোরুটা তাড়া খেয়ে গাড়ির পেছনে সরে এলো।

'এরা কী সবসময় এরকমই করে, গিল?' শুধালো লানা।

'খাঁটি জংগলে তুমি সবসময় মাছিমশা দেখতে পাবে,' সংক্ষিপ্ত জবাব গিলের। 'তবে ওরা যেভাবে এসেছে, বৃষ্টি হলে তেমনি আবার ফিরে যাবে নিজেদের আস্তানায়।'

গিলের কপালের একটা ফোলা জায়গা থেকে একটি ক্ষীণ লালচে ধারা প্রবাহিত হচ্ছিলো। মাছি কামড়িয়েছে ওখানটায়। লানা বললোঃ 'বাড়িতে কিন্তু অমন ঘন মাছি আমি কখনো দেখিনি।'

'তোমাকে তাহলে এদের উৎপাত সহ্য করার অভ্যাস করতে হবে, দেখছি। এই ঝাড়নটা নাও। এবং ঘোড়ার গা থেকে এদের ঝেটিয়ে দূর করে দাও।'

মেপ্‌ল গাছের ডালের ঝাড়নটা লানার হাতে দিলো গিল এবং নিজের জন্যে আরেকটা কেটে নিতে পথের ওপর থামলো কিছুক্ষণ। এদিকে মাছি তাড়ানোর জন্যে ঘোড়ার মাথায় একনাগাড়ে ঝাড়ন মারতে লাগলো লানা। কাজটা পেয়ে খুব খুশি হলো ও। কিন্তু কিছুক্ষণ ওকে বেকার থাকতে হলো। তার কারণ একটা উঁচুনিচু জায়গা পার হতে গিয়ে ঘোড়াটা মাথা উঁচিয়ে রেখেছিলো। মাছি খেদানোর কাজে মশগুল হয়ে থাকায় পথের বাঁ পাশের ছোটো মোড়টা লানার নজর এড়িয়ে গেছে। গাছপালার হাল্কা সারির মাঝখানে ফাঁকা জায়গাটাও ওর চোখে পড়েনি। খুশি খুশি গলায় গিল যখন বললো, 'ওই জায়গাটা ডেমুথের' কেবল তখুনি ওর খেয়াল হলো। এবং ওর মনে হলো যেনো কিছু একটা ও হারিয়েছে।

'কোথায় গো ওটা?'

'আমরা ছাড়িয়ে এসেছি। তবে উইভারের জায়গাটা ঠিক সামনে।'

লানা চোখ তুলে চেয়ে দেখলো পত্রপল্লবের ছায়া অবশেষে হাল্কা হয়ে উঠেছে। দিগন্তের কাছাকাছি যেতেই সূর্যটা মাথার ওপর উঠে এলো। শ্লেট-পাথরের মতন ধূসর একরাশ ঝুলন্ত মেঘের পিঠে খেলা করছিলো তার আগ্নেয় প্রান্তরেখা থেকে বিচ্ছুরিত পলাশ-লাল রশ্মি।

দিগন্ত পানে লানা যখন দৃষ্টি তুলে ধরলো, দেখলো মেঘপুঞ্জ সূর্যটাকে ছেয়ে ফেলছে। আর ওই মুহূর্তেই একঝটকা তাজা পুবাল বাতাস আছাড় খেয়ে পড়লো সড়কটার

www.pathagar.com

ওপর। মাছির ঝাঁকটা বিপর্যস্ত হলো বাতাসের ঝাপটায়। এবং মেঘের বুক থেকে ঝমঝম করে বৃষ্টি নামতেই ওরা উধাও হলো মাঠের ভেতর দিয়ে।

বল্লমের ফলার মতন তির্যক ধারায় নামছিলো বৃষ্টি। তার ভেতর দিয়ে উইভারের জায়গাটা আবছা আবছা চোখে পড়লো লানার। মাঝখানটায় একটা চৌকো কাঠের বাড়ি। সামনের দিকে যোগ হয়েছে ছোটো একটা বাহু। যার খুঁটিগুলি কাঁচা কাঠের এবং ছাদ গাছের বাকলের। ধোঁয়া উগরে উঠছিলো একটা চিমনি থেকে। জংগল এবং আগাছা কেটে পরিষ্কার করা হয়েছিলো জায়গাটা। মাঝখানে তিনদিক জুড়ে দেশী ভুট্টার ক্ষেত। কবে আগুনে পুড়ে কেটে উজাড় করা হয়েছিলো এখানকার গাছ। কিন্তু এখনো ভুট্টার সারির ভেতর থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে গাছের সেই পোড়া কালো কালো গুঁড়িগুলি। বাড়িটার সামনে ভালো রকমে চষা তিন একর জমিতে লাগানো হয়েছে গম। চোখ জুড়ানো শ্যামল একটি ছবির মতন দেখাচ্ছিলো গম ক্ষেতটাকে। একটা হাঁটা পথ চলে গেছে খুঁটির পাঁচিল ঘেরা গোলাঘরটার দিকে। বাড়ির ঠিক দরোজার সামনে একজোড়া হলিহক তরু। একটির ফুল লাল, অন্যটির হলুদ। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থেকে কাপড়ের পাড়ের মতন ঈষৎ লালচে আভার একটি ক্ষুদে রেখা তৈরি করছিলো গাছ দুটি।

জায়গাটার কোথাও লোকজনের আভাস চোখে পড়লো না। অরণ্যটার প্রান্ত ছুঁয়ে ইংরেজি 'ওয়াই' হরফের আদল রচনা করে দূরে চলে গেছে নতুন একটা সড়ক। গিল বললো, খালপাড়ে রিঅল বসতে গিয়ে শেষ হয়েছে পথটা।

'আমরা এখান থেকে সোজা নাক বরাবর যাবো,' বললো সে।

কিংস রোডটা আবার ঢুকেছে অরণ্যের ভেতর। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘটলো ওদের যাত্রাবিরতি। একটা লম্বাটে জলা জুড়ে অ্যাল্ডার গাছের সারি নজরে পড়লো লানার। বাম পাশে আধ মাইল দূরে ঢিমে-তালে বয়ে গেছে নদীটা। গোধূলির ছায়ায় কেমন কালো কালো দেখাচ্ছিলো নদীর ধারাটাকে। অদূরে বুড়ো উইলো তরুর সারিটার পেছনে মাটি আবার উঁচু হয়ে উঠেছে। হঠাৎ বাঁয়ে নিচের অ্যাল্ডার কুঞ্জটার দিকে ঘুরে সোজাসুজি সড়কটা চলে গেছে নদীর ঘাটে।

ঘোড়াটা থামলো ওখানে। গিল গাড়ি থেকে নেমে গোরুটাকে নিয়ে পাশে এসে দাঁড়ালো। তার মুখ থেকে ঘাম ঝরছিলো। লানার পানে তাকিয়ে হাসলো সে।

'দেখলে তো,' বললো গিল, 'অবশেষে এখানে এসে গেলাম আমরা।'

'কোথায়?' শুধালো লানা। ওর স্বরটা শুকনো।

www.pathagar.com

'বাড়িতে। আমাদের আপন ভূবনে।'

বড়ো বড়ো চোখ তুলে লানার দিকে তাকালো গিল।

'এই, হট্‌-হট্‌,' রুক্ষ স্বরে ঘোড়াটার উদ্দেশে বললো সে।

ঘোড়াটা পা বাড়াতে শুরু করেছিলো। কিন্তু গিলের হাঁক শুনে রাস্তায় চাকার এক জোড়া কুন্ডলি পাকানো দাগের ওপর এসে চলা বন্ধ করলো।

চারপাশটায় চোখ বুলাতে লাগলো লানা।

উঁচু জায়গাটায় কাঠের একটা ছোটো নতুন কুঁড়ে। ওপাশে বিক্ষিপ্ত একসার অ্যান্ডার গাছের ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে একটি এঁদো নদী। দূরের দিকটায় আন্দাজ দুই একর জুড়ে আছে জলাঘাস। অনেকটা না দেখার মতন করে দৃশ্যটা দেখলো লানা।

ওর প্রাণটা গলা পর্যন্ত উঠে এসেছিলো। নিজেকে প্রবোধ দেয়ার জন্যে মনে মনে ও জপ করতে লাগলো, 'এখন আর তোমার কাঁদলে চলবে না।' বার বার একই ধ্বনির গুঞ্জন ওর মনে ঃ 'কান্নাটা যেনো শব্দ তুলে বেরিয়ে না পড়ে তোমার বুকের তলা থেকে।'

জায়গাটাকে বিচ্ছিরি রকমের হতচ্ছাড়া বলে মনে হলো লানার। এই অনাবাদি জমি নিয়ে গিলের প্রথম সংগ্রামের নিদর্শনগুলি জ্বল জ্বল করছে কুঁড়ে ঘরটার পেছন দিকটায়। ওখানে মাথা তুলে আছে কাটা-গাছের আধাপোড়া সার-সার গুঁড়ি। চারদিকে ছোটো বড়ো মিলিয়ে নানান আকারের ভুট্টার চারা। এরকম অসমতল, এবড়ো খেবড়ো চাষের জমি এর আগে কখনো চোখে পড়েনি লানার। বৃষ্টির পানি সরতে না পারায় ঘরের চারপাশটায় জমে স্তূপাকার হয়ে আছে কাদা। তার ওপাশে নিচু একটা চালাঘর। ঘোড়া এবং গোরু রাখবার জন্যে তৈরি করা হয়েছে ঘরটা।

'এই চেয়ে দ্যাখো, ধোঁয়া উঠছে!' আচমকা চেঁচিয়ে উঠলো গিল।

লানা দেখলো, ঘরের চিমনির ভেতর থেকে ধোঁয়ার একটা ক্ষীণ রেখা লতিয়ে উঠতে শুরু করেছে। ধোঁয়ার আচ্ছন্নতায় কেমন যেনো ম্লান মনে হলো বৃষ্টিটাকে। এরকম বিষণ্ন অনুভূতি আর কখনো জাগেনি লানার মনে। ও বলতে চাইছিলোঃ 'চলো, বাড়ি ফিরে যাই।' কিন্তু সংগে সংগেই নিজেকে সংযত করে নিলো। মনের ভেতরটায় খতিয়ে দেখলো ভালোমন্দ যাই লেখা থাক কপালে গিলকে তো ও বিয়ে করেছে। ওর সাথে পাড়ি জমিয়েছে এতো দূরে। আর যাইহোক, এখন আর ফেরা যাবে না বাবা-মার ঘরে।

www.pathagar.com

এ–বিদ্‌ঘুটে জায়গাটার চেহারা–ছবি বদলানোই হবে এখন ওর সব থেকে বড়ো কর্তব্য।

বাড়ির দোর গোড়ায় এসে ওরা থামলো। এতক্ষণ বৃষ্টিতে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দতুলছিলো গাড়িটা। দরোজাটা খুলে দিলো মজবুত–গড়নের এক পলিতকেশ স্ত্রীলোক। পরনে তার মোটা ক্যালিকো সুতার রংচটা ময়লা পোশাক। সুতার রংটা একসময় নীল ছিলো বলে আঁচ করতে পারা যায়। তার হাতে ধরা ছিলো একটি ঝুড়ি। দুটি লালচে পাটল ফুল উঁকি দিচ্ছিলো ঝুড়িটার ভেতর থেকে। ওদের দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিলো মহিলা।

'কী আশ্চর্য, গিল!' স্ত্রীলোকটি বিস্ময় প্রকাশ করলো। 'তুমি একদম বোকা বানিয়ে দিলে আমায়। আমি ব্যস্ত ছিলাম ঘরদোর পরিপাটি করে তোমাদের জন্যে প্রস্তুত করে রাখতে। কিন্তু দেখতে দেখতেই কিনা তোমরা এসে পড়লে। যাক, আমার কাজ প্রায় সারা। এখন কেবল বাতিটা ধরাবো আর এ–ফুল দুটি দরোজার পাশে সাজিয়ে রাখবো।'

নিচের সিঁড়ি থেকে লানাকে ধরে তুলবার জন্যে দুই হাত বাড়ালো গিল।

'তুমি ভেতরে যাও লানা,' সে বললো। 'মালপত্র আমি নামাবো । আর শোনো, ইনি হলেন মিসেস উইভার।'

মহিলাটি তার দুই বাহু মেলে লানাকে জড়িয়ে ধরলো। কিন্তু ফুলের ঝুড়িটি হাত থেকে ছাড়লো না।

'মাই গড!' তার স্বরে বিস্ময়। 'সত্যি তোমায় দেখে ভারি খুশি হয়েছি আমি, লক্ষ্মী মেয়ে। ঢের শুনেছি আমি তোমার কথা। বিধাতা জানেন সেসব। কিন্তু গিল যা বলেছে তার চেয়েও অনেক বেশি সুন্দরী তুমি।'

www.pathagar.com

দুই

ডিয়ারফিল্ড

১৭৭৬

১

ময়ূরের পালক

চালাঘরটার পাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে খড়ের ছোটো একটা গাদা। মার্টিনদের জায়গাটার একটা বিশেষ সুবিধা হলো, এখানে খড়-বিচালির কোনো অভাব নেই। এরমধ্যেই অনেকখানি জমি পরিষ্কার করা হয়েছে গাছ-গাছড়া কেটে। খোলা মাঠটা ভরে উঠেছে জলা-ঘাসে। দেখা যায়, নতুন জমি আবাদকারীদের বেশিরভাগই তাদের গোরু পুষবার জন্যে নির্ভর করে শীতের তাজা ঘাসের ওপর। ওই সময় যেটুকু ঘাস-পাতা পাওয়া যায় তাতেই তুষ্ট থাকতে হয় গোরুগুলিকে। কিন্তু গম-ভুট্টা এখনো তেমন হয় না বলে ঘোড়া পুষতে তাদের খুব কষ্ট হয়।

গিলকে একাধিকবার বলতে শোনা গেছেঃ 'আপনা থেকে গজানো জংলি ঘাসে আমরা দুই জোড়া ঘোড়া পুষতে পারি। অবশ্য যদি এতগুলি ঘোড়া কেনার সংগতি আমাদের হয়।' ওরা দুজন একসংগে খেটে জমিতে ঘাস এবং ফসল ফলিয়েছে। হাল্কা শুকনো বাতাসটা শুরু হওয়ার পর গোটা একসপ্তাহ ধরে কাস্তে হাতে নিয়ে গিল খড় কেটেছে। লানা আঁটি আঁটি করে খড়ের গোছাগুলি বেঁধেছে। এবং তারপর দুজনে মিলে চাপিয়েছে মাদী ঘোড়ায় টানা গাড়িটায়। লানা খড় ছাওয়ার টুকিটাকি কাজ শিখেছিলো ওর বাবার কাছ থেকে। দুদিন খেটে খড়ের গাদাটা বানিয়ে ফেললো ও। যদিও ওর নিজের কাছে কাজটা আধা খেঁচড়া হয়েছে বলে মনে হলো। গিল শপথ করে বললো, স্কনেক্‌টাডি এবং রেডইণ্ডিয়ান তল্লাটের মাঝখানে এরকম সুবিন্যস্ত খড়ের গাদা একটাওনেই।

আসলে লানা যাকিছু করে তাতেই খুশি হয় গিল্। ওদের সামান্য আসবাবপত্র দিয়েই ছোটো কুঁড়েটাকে ছিমছাম করে সাজিয়েগুছিয়ে রাখলো লানা। গিলের মনে হলো, যেন অনেক বছর ধরে ওরা এই ঘরে বাস করে আসছে এবং সংসারটাকে আস্তে আস্তে অমন করে গুছিয়ে নিয়েছে। রোজ সকালেই ঝাড়পোঁচ দিয়ে ঘরের মেঝেটাকে ঝকঝকে তকতকে করে রাখে লানা। সুতি-কাপড় দিয়ে ছোট একজোড়া পর্দা

www.pathagar.com

বানিয়েছিলো ও ঘরের জানলা দুটির জন্যে। দড়ির ওপর সে–দুটিকে এখন ঝুলিয়েছে নিপুণভাবে। মুগ্ধ চোখে এসব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে গিল।

ওদের এখানে আসবার সেই প্রথম বিষণ্ন দিনটার পর যখন গাড়ি থেকে নামানো দুটি ট্রাংক এবং বাক্স–পেটরাগুলি খোলা হলো, দেখে রীতিমতো অভিভূত হয়ে পড়েছিলো গিল। এতসব জিনিস ওতে থাকতে পারে, কল্পনাও করেনি সে। 'দেখছি, একটা সংসারের তাবৎ জিনিসই তুমি বয়ে নিয়ে এসেছো।' অবাক হয়ে বললো গিল।

কথাটা শুনে কুন্ঠাবোধ করলো লানা। জবাবে বললোঃ 'আসবার সময় মাকে বলেছিলাম, বোচকা ভরতি কাপড়–চোপড় কিংবা শৌখিন জিনিসপত্র নিয়ে কোনো লাভ নেই। বরং তার চেয়ে ভালো, সংসার সাজানোর তৈজসাদি নিয়ে যাওয়া। তাকে বলেছিলাম, এসব কিনতে অনেক টাকাকড়ি খরচ হবে আমার।'

ডিশ এবং নানান রকম বাসন–কোশনে তাকভরতি শোকেসটা চুল্লির পাশের দেয়াল ঘেঁষে সাজিয়ে রাখবার পরমুহূর্তেই উবে গেলো ঘরের রুক্ষ হতশ্রী চেহারাটা। সবকিছু যেন চোখের পলকে ঝলমলিয়ে উঠলো। চারধারে ঢেউ–খেলানো নক্‌শা কাটা পাইন কাঠের এই শোকেসটা লানার বাবা বানিয়েছিলো তার তারুণ্যদীপ্ত প্রথম দাম্পত্য জীবনের দিনগুলিতে। কিন্তু কাণাওয়াগা থেকে যখন সে মেপল কাঠের নতুন কাবার্ডটা নিয়ে এলো তার অনেক আগেই ওটা ঠাঁই পেয়েছিলো বাড়ির ওপরতলায়। শোকেসটা এখন পুরনো এবং বেঢপ্ হয়ে গিয়েছিলো। আসবার সময় লানা চাইতেই ওর মা খুশি হয়ে ওটা ওকে দিয়ে দিলো। কিন্তু এ নতুন জায়গায় শোকেসটাকে দেখতে অপূর্ব সুন্দর লাগছিলো। লানা ওটার দিকে তাকিয়ে আনন্দ এবং গভীর একটা স্বস্তিবোধ করতো। বাবা–মা দু'জনার কথাই ওর মনে পড়তো। ওদের প্রথম সংসার জীবনে নিশ্চয়ই ওরা দুজন মিলে তারিফ করতো শোকেসটার।

মাটির তামাটে রংয়ের বাসনপত্র, থালাবাটি এবং আলবানি থেকে কেনা ছয়টি গেলাশ লানা সাজিয়ে রেখেছিলো শোকেসটার বিভিন্ন তাকে। যাতে পড়ে না যায় কিংবা ঝুটা–ময়লা না লাগে তার জন্যে সবচেয়ে উঁচু তাকটায় সযত্নে রেখে দিলো বাইবেলখানা এবং চিনে মাটির সাদা টি–পটটি। চায়ের এ পাত্রটা ছিলো ওর দাদীর। তাঁর নামও ছিলো লানা। ময়ূরের পালকটাও তুলে রাখা হয়েছিলো ওই উঁচু তাকে। লানা যাতে সবসময় চোখের সামনে বাড়ির ছবিটা দেখতে পায় এবং বাড়ির সবাইকে স্মৃতিতে ধরে রাখে, তার জন্যে ছয়টি পালকের একটি গুচ্ছ থেকে তুলে ওটা

www.pathagar.com

দিয়েছিলো ওকে ওর মা। ময়ূর পালকের এই অপূর্ব বর্ণচ্ছটাটি পৃথিবীর কোনো তুলকালাম কাণ্ডেই ম্লান হবার নয়। এমনকি, সমুদ্র কিংবা স্থল জুড়ে কোনো যুদ্ধ বাধলেও এর বাহারি রংয়ের এতটুকু হেরফের হবে না।

মিসেস উইভার প্রথমবার দেখেই দুইহাত দিয়ে পালকটিকে ধরে রাখলো এবং সম্মোহিত হওয়ার মতো ভাষায় বিস্ময় প্রকাশ করলো।

'এটিকে কোনো দেবদূতের ডানার পালক বলে মনে হচ্ছে আমার! তুমি বলছো, এটা পাখির পালক! আসলেই কি তাই? সত্যি এরকম পাখি আছে পৃথিবীতে?'

'আছে তো বটেই,' লানা বললো।

'আচ্ছা, কী নাম হতে পারে এই পাখির?'

'ময়ূর। একে ময়ূর বলা হয়, মিসেস উইভার।'

'ওমা, তাই নাকি গো!' 'মিসেস উইভারের কণ্ঠে বিস্ময়। 'আহা, দেখতে ন—জানি কেমন পাখিটা?'

'আমি তা বলতে পারবো না।'

'তোমার কি মনে হয়, এই পাখিদের ডানায় পালক গজায়?'

'আমার মায়ের এক মামা গিয়েছিলেন সাগরে,' লানার স্বরে স্নিগ্ধতা। 'তিনি বলেছিলেন, এই পালকটা ময়ূর পাখির লেজের। লেজ থেকে খসে পড়েছিলো এটি। বাড়িতে এরকম পাঁচটি পালক আছে আমার মায়ের কাছে। এগুলি মামার কাছ থেকে পেয়েছিলো মা উত্তরাধিকার সূত্রে।'

'তুমি দেখছি অনেক কিছু জানো,' সপ্রশংস কণ্ঠে বললো মিসেস উইভার।

লানা বেশ গর্বিতবোধ করলো মিসেস উইভারের কথায় এবং ভাব–ভংগিতে। লানার প্রতি নতুন একটা সম্ভ্রমবোধ নিয়ে মহিলাটি খুঁটে খুঁটে দেখতে লাগলো ঘরে সাজিয়ে রাখা ওর বাদবাকি সব আসবাবপত্র। সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরের চিলেকোঠায় গিয়ে ঢুকলো সে। তুলতুলে বিছানাটায় বসতে গিয়ে একটুখানি লাফিয়ে উঠলো।

'বেশ আরামদায়ক শৌখিন বিছানা এটি,' মিসেস উইভার দুলতে দুলতে বললো।

'আমার জন্যে যত্ন করে শয্যাটা বানিয়েছিলো মা। এর সবটাই সাদা রাজহাঁসের খাঁটি পশমে মোড়া।'

www.pathagar.com

'গড়! ভেবে দেখো কান্ডটা! এখানে আসা অবধি একটা খাঁটি সাদা রাজহাঁস দেখবার ভাগ্য হলো না আমার। তোমার মা নিশ্চয়ই একজন জ্ঞানী মহিলা, মিসেস মার্টিন। দুনিয়ার অনেক কিছু জানেন তিনি।'

সুতাকাটার চরকাটা চালাতে গিয়ে সে বললোঃ 'এটা বেশ চমৎকার চলে। তবে আমার মতন মোটাসোটা মানুষের জন্যে একটু হাল্কা বলেই মনে হয়। কিন্তু আমি বাজি ধরে বলতে পারি, তোমার মতন হাল্কাপাতলা গড়নের মেয়ে অতিনিখুঁতভাবে এটা চালিয়ে নিতে পারবে। এবং ভালো কাজও আদায় করবে।'

তাকে অবলীলাক্রমে সবচেয়ে বেশ আকৃষ্ট করেছিলো ময়ূরের পালকটা। ওটার সামনে ফের এসে দাঁড়ালো সে। তার হাত দু'টি পায়ের নিচে টানটান হয়ে ঝুলে-থাকা পেটিকোটের ওপর রাখা। বাঁকানো নাকটা বিস্ময়ের রেখাপাতে কেমন খাড়া হয়ে গিয়েছিলো। সরল মুখখানায় তার বিমূঢ় স্তব্ধতা। ধূসর চোখ দুটিতে ঝলমলে আভা। তার পাশে লানাকে একটি ছোট্টখাট্টো ক্ষীণাঙ্গী কিশোরী বালিকার মতো দেখাচ্ছিলো।

'মাগো! এক্ষুণি এ বিরাট কান্ডটার কথা আমাকে গিয়ে বলতে হবে জর্জকে। নইলে যে পেটের দানা হজম হবে না আমার।' বিড়বিড়িয়ে বললো মিসেস উইভার।

দুপুর বেলার দিকে ঠিকই এসে হাজির হলো জর্জ উইভার। স্থূলদেহী মানুষটা। মুখখানা গোলগাল, বাহু দু'টি মজবুত এবং পেশীবহুল। চাঁচাছোলা তার কথাবার্তা। পালকটার সামনে সটান হয়ে দাঁড়ালো সে। নাক দিয়ে সশব্দে শ্বাস টানতে লাগলো। বেশ কিছুক্ষণ একঠাঁয় দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে লানা এবং গিলের দিকে ফিরে তাকালো।

'কোনো মানুষের পক্ষে এরকম একটা জিনিস আঁকা অসম্ভব,' পালকের চোখের ভেতরহৃৎপিন্ডের মতো দেখতে আকৃতিটার দিকে তাকিয়ে কথাগুলি উচ্চারণ করলো সে। মাথা নাড়লো ঘনঘন। 'না, স্যার, কিছুতেই এটা সম্ভব নয়। তুমি সত্যি লক্ষ্মী একটা মেয়েকে বিয়ে করেছো,' গিল।

শান্ত, কৌতূকভরা চোখ দুটিতে সম্ভ্রমের দৃষ্টি তুলে লানার পানে তাকালো সে। বললোঃ 'জিনিসটা কী তুমি একসময় জন এবং কোবাসকে দেখতে দেবে, ম্যাডাম?'

'নিশ্চয়। বরং আমি খুব খুশি হবো এতে,' বললো লানা।

'আমি তাহলে একবার তোমাদের এখানে পাঠাবো ওদের।'

www.pathagar.com

'ডেমুথকে তোমার বলা উচিত,' বললো মিসেস উইভার। 'আমি চাই তার গিন্নিও এটা দেখে যাক। হয়তো সে মহিলা জিনিসটা দেখে তেমন খুশি নাও হতে পারে।'

'শোনো, এমি,' স্বভাবসুলভ ধীর শান্ত গলায় বললো তার স্বামী। 'মহিলাটি আসলে তেমন খারাপ নয়। তার কথাবার্তা বলার ধরনটাই ওরকম।'

মিসেস উইভার নাক কুঁচকে একটা ধ্বনি তুললো।

'যাক গে। কিন্তু কথা হলো দিনভর যদি তুমি এখানে দাঁড়িয়ে ওর প্রশংসায় মশগুল হয়ে থাকো, পেটে তোমার রাতের আহার জুটবে না,' বললো সে।

তারা বাইরে পা বাড়ালো। গিল এবং লানা দরোজা পর্যন্ত তাদের এগিয়ে দিলো।

'মন চাইলে যেকোনো সময় তুমি আমাদের ওখানে আসতে পারো।' লানাকে লক্ষ্য করে বললো মিসেস উইভার।

'অনেক ধন্যবাদ, মিসেস উইভার। আমার কিন্তু এখন দম ফেলাবারও উপায় নেই। তবে পরে সময় করে একবার যাবো আপনার ওখানে।'

'নতুন ঘর–সংসার গোছগাছ করতে সবাইকে অবশ্য এরকম ব্যস্ত থাকতে হয়,' মিসেস উইভার মাথা ঝাঁকালো।

নিচে শকট–চলার রাস্তা ধরে দুই প্রতিবেশী স্বামী–স্ত্রীর চলে যাওয়া দেখলো মার্টিন–দম্পতি। রংচটা ক্যালিকো কাপড়ের পেটিকোটটা ঝুলতে দেখা যাচ্ছিলো মহিলাটির থলথলে কোমরের নিচ থেকে। লোকটির গোলাকার কাঁধ দুটিতে শক্ত হয়ে লেপ্টেছিলো তার পশমি শার্টটি।

'এরা খুব ভালো মানুষ, গিল,' লানা বললো।

ওর কথায় সায় দিলো গিল।

'অতিশয়সাদামাঠা লোক এরা,' বললো সে। 'প্রতিবেশী হিসেবে খুবই ভালো।'

ময়ূর পালকের গল্পটা ডিয়ারফিল্ডে ছড়িয়ে পড়লো একদিনের মধ্যেই। ওটা দেখার জন্যে প্রথম এলো জন এবং কোবাস উইভার। ভুট্টার ক্ষেতে তখন শেষবারের মতো জমি নিড়ানোর কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলো গিল। আর উঠানের চুলার ওপর চাপানোর লোহার কেতলিতে কাপড় সেদ্ধ করছিলো লানা। ওরা দুজন এমন একটা কৌতূহল নিয়ে লানার পানে চোখ পিটপিটিয়ে তাকালো যেন শরীরেই পালকটাকে দেখতে পাবে

www.pathagar.com

বলে আশা করছিলো। জনের বয়েস ছিলো চৌদ্দ। জুটির মুখপাত্র হয়ে সে কথা বললোঃ

'আপনি বুঝি মিসেস মার্টিন?' শুধালো জন।

উৎফুল্ল হয়ে মাথা নাড়লো লানা। কেমন গম্ভীর দেখাচ্ছিলো ওদের রোদে পোড়া তামাটে মুখ দুটি। মাথা থেকে পা পর্যন্ত লানাকে খুঁটে খুঁটে দেখলো দুজন। কোবাস ওর কাটাকুটির দাগে–ভরা ক্ষতাক্ত পা দুখানিকে একত্র করে পাতার পাশের ফোলা ডিম দুটি ঘষতে লাগলো। বাপের মতো সুঠাম এবং মজবুত হয়ে ওঠার লক্ষণ স্পষ্টভাবে ধরা পড়ছিলো ওর স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে। জন ছিলো লিকলিকে। দুপায়ের ওপর ভর দিয়ে শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়িয়েছিল সে। হাত দুখানি ওর পিঠের ওপর রাখা। পরনের শার্ট এবং পাতলুন দুই দিকে সরে থাকায় পেটের দিকের বোতামটা দেখা যাচ্ছিলো। অসংকোচে লানার পানে দৃষ্টি তুলে ধরলো জন।

'বাবা বলেছে, আপনার কাছে নাকি একটা পালক আছে। এবং আপনি ওটা আমাদের দেখতে দেবেন।'

'হ্যাঁ, তোমরা দেখতে চাইলে তো দেখাবোই। বেশ, ভেতরে চলো।'

ভেজা হাত দুটির পানি ঝেড়ে ফেলে ওদের দুজনকে নিয়ে ঘরের ভেতর গেলো লানা। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থেকে অবাক চোখে ওরা পালকটা দেখলো। একটা কথাও ওদের মুখ থেকে বেরুলো না। যাওয়ার সময়ও গাম্ভীর্য বজায় রেখে দুজনই ওরা ধন্যবাদ জানালো লানাকে। এবং ধীর মন্থর পায়ে একসাথে নিচে নেমে শকট–চলা পথটা ধরে হাঁটা দিলো অরণ্য পানে। ঝোপটার কাছে গিয়েই চিৎকার জুড়লো ওরা। লানার কানে ভেসে এলো ওদের হল্লার শব্দ। এরপর দুজনকেই ভোঁ–দৌড়ে বাড়ির দিকে ছুটে যেতে দেখলো লানা।

রিঅলরা এলো গোষ্ঠীসুদ্ধ। মিসেস রিঅল এক বাচাল অর্থাৎ গল্পবাজ স্ত্রীলোক। তার পরনে ছিলো ফরাসি দেশীয় লাল খাটো গাউন। মুখখানা কেমন যেন বিবর্ণ দেখাচ্ছিলো। মাথার কটাচুল খানিকটা ফিকে হয়ে উঠেছিলো। কৃশতনু মিঃ রিঅলের চেহারাটায় ছিলো একটা ধূর্ত ধূর্ত ভাব। জীবনে এই প্রথম এরকম চেহারার একটা লোকের সাথে সাক্ষাৎ হলো লানার। ওদের সবচেয়ে ছোটো সন্তানটি ছিলো লোকটার কোলে। বাকি সাতটি ছেলেমেয়ে বয়েস এবং আকারের মিল রেখে মিছিল করে আসছিলো বাবা–মায়ের পেছনে। এই মিছিলের শেষেরটির বয়েস বছর তিনেক। সে

www.pathagar.com

টাল সামলে ওদের সাথে হাঁটতে পারছিলো না। একপাল ইতর জন্তুর মতো দেখতে মনে হচ্ছিলো বাচ্চাগুলিকে। ঘরটায় এসেই মৌমাছির ঝাঁকের মতন চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো ওরা। আর সামনে-পেছনে গিয়ে এমনভাবে ছোটাছুটি, লাফালাফি এবং কিচির মিচির জুড়ে দিলো যেন মার্টিনরা এবাড়ির কেউ নয়।

ওরা পালকটা তাকের ওপর থেকে নামিয়ে আনবার জন্যে জেদ ধরেছিলো কিন্তু গিল সুকৌশলে একটা ছুতা দেখিয়ে পাশ কাটিয়ে গিয়েছিলে। 'নাবুঝে জিনিসটা হয়তো বাচ্চারা ভেঙ্গে ফেলতে পারে,' বললো সে।

'কথাটা ঠিক,' লানার দিকে তাকিয়ে সহিষ্ণু কণ্ঠে বললো মিসেস রিঅল। 'এমন কোনো বস্তু নেই যার নাগাল পেলে এরা ভাঙ্গে না কিংবা নষ্ট করে ফেলে না। শিশুদের ধরনটাই হলো আসলে অমন।'

ক্রিশ্চিয়ান রিঅলের কোলের বাচ্চাটি হঠাৎ চেঁচাতে শুরু করলো। স্বামীর কাছ থেকে ওকে কেড়ে নিয়ে, ব্লাউজ খুলে মুখে মাই পুরে দিলো মিসেস রিঅল। যতোক্ষণ তারা এখানে ছিলো, বাচ্চাটা কিছুতেই আর মায়ের স্তন থেকে মুখ সরালো না। অনবরত সে দম নিচ্ছিলো এবং মাই চুষে চলছিলো। এমনকি, মিসেস রিঅল যখন লানার বিছানাটা পরখ করবার জন্যে ওপরতলায় গেলো তখনো বাচ্চাটার ঠোঁট দুটি আঁকড়ানো ছিলো মায়ের স্তনে।

'মাই, মাই ! ভারি চমৎকার সব জিনিস আছে দেখছি তোমার।' লানাকে না-বলে হঠাৎ বিছানার কভারটা সরিয়ে কম্বলের তুলতুলে স্পর্শটা অনুভব করতে শুরু করলো মিসেস রিঅল। 'বাচ্চা-কাচ্চার মা হওয়ার আগে আমি নিজেও এরকম নরোম কম্বল ব্যবহার করতাম,' বললো সে। এরপরই শিশুটির মুখে দ্বিতীয় স্তনটি গুঁজে দিয়ে নিচে নামতে লাগলো। 'সামনের রোববার অবশ্যই তুমি এবং গিলি আসবে আমাদের বাড়ি', আমন্ত্রণ জানালো সে ওদের।

'সাধারণত প্রতি রোববার আমাদের বাইবেল পড়িয়ে শোনায় কিটি', কথার রেশ টেনে চললো রিঅল গিন্নি। 'উইভাররা আসে ওর বাইবেল পাঠের আসরে। মাঝেমধ্যে আসে মার্ক ডেমুথ। একবার এসেছিলো ডেমুথ্ গিন্নি। আসলে আমার বাচ্চাদের জ্বালাতনেই তার আসা হয় না। দু-বছরের মধ্যে আর আসেনি সে।' লানার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে মুখ বাড়িয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বললোঃ 'কিটির কথা কী বলবো তোমায়?

www.pathagar.com

সত্যি ও এক উঁচুদরের পাঠক। যেকোনো পড়ুয়ার চাইতে অনেক দরাজ গলায় ও পাঠ করে বাইবেল। বাইরে মুখচোরা দেখালেও ওর পাঠ শুনে তাজ্জব বনে যাবে তুমি।'

মৌমাছির মতন কিংবা বলা যায় একপাল খরগোশের মতন কিল্‌বিল করতে করতে চলে গেলো রিঅলরা। গিল খরগোশের পালের সাথে ওদের তুলনা করছিলো।

'রিঅলরা ধর্মভীরু, এটা ঠিক,' লানাকে বললো সে। 'কিন্তু ওদের স্বভাব অবিকল খরগোশের মতন। স্বামী-স্ত্রী দুজনই একরকম। বছর-বছর খরগোশের মতন বাচ্চা দেয়। আর সেই ঝাঁক ঝাঁক বাচ্চা চারদিকে কিল্‌বিল্ করে ছুটে বেড়ায়।'

'আমার মনে হয়, মিসেস ডেমুথ্‌কে এখানে কেউ পসন্দ করে না', লানা বললো। 'আসলে কেমন মহিলাটি ?'

'আমার তো মনে হয় ভালোই সে', গিল বললো। 'স্কনেকটাডির ওদিক্‌কার একটি পরিবারে দেখে-শুনে ওকে বিয়ে করেছিলো ডেমুথ্। বেশ টাকাওয়ালা লোক ওরা। আমাদের এ-জায়গাটা বোধকরি মহিলাটির তেমন মনে ধরছে না। আর মার্ক এখানকার মিলিশিয়াদের ক্যাপ্টেন হলেও মহিলা চায় তার নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকতে।'

অনেক ক'টা দিন চলে গেলেও এদিকে পা বাড়ালো না মিসেস ডেমুথ্। অবশেষে লানার আমন্ত্রণ পেয়ে যখন সে এলো, গিলের সাথে ঝোপ-ঝাড় কাটার কাজ নিয়ে সে-সময়টা খুবই ব্যস্ত ছিলো লানা। এসেই কিন্তু মহিলা জানান দিলো, লানার ডাক পেয়েই তাকে আসতে হয়েছে।

গরম তার ধাতে সয় না এবিষয়েও লানাকে সচেতন করে তুলতে চাইলো ডেমুথ গিন্নি। রোদ থেকে বাঁচবার জন্যে মাথার ওপর একটা রংচটা ক্ষুদে প্যারাসল্ ছাতা ঝুলিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসেছিলো মহিলা। এধরনের ছাতা একেবারে বেমানান অরণ্যের দেশে। মাথার চুলের ওপর তার চড়ানো ছিলো সাদা টুপি। রোদ থেকে ঘরের ছায়ায় এসে বসবার জন্যে লানা তাকে অনুরোধ জানালে মাথাটি একটুখানি নোয়ালো সে। চুল্লির পাশে তাদের একমাত্র চেয়ারটি টেনে লানা তাকে বসতে দিলো। মহিলার মুখোমুখি হয়ে ও নিজে বসলো একটি নিচু টুলে।

'এতোটা পথ হেঁটে আমাকে দেখতে এসেছেন, এ সত্যি আপনার উদারতা।' সৌজন্য প্রকাশ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো লানা।

www.pathagar.com

'ওরকম বলতে হয় না,' একটা ছোটো রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললো মিসেস ডেমুথ। 'আরো অনেক আগে আসবার ইচ্ছা ছিলো আমার। সত্যি আসতামও। কিন্তু জানো কেন আসতে পারিনি ? কাপড় ধোয়ার দিনগুলিতে আমাকে খুব ঝামেলা পোহাতে হয় কাজের মেয়েটাকে নিয়ে। ওর সব কাজের তদারক করতে হয় আমার। তাই বিরক্ত হয়ে কখনো-কখনো আমি বলে থাকি, বেতনভুক্ লোক আসলে সাহায্য করার বদলে কাজ বাড়ায় বেশি। এর চেয়ে ঢের ভালো নিজের হাতে সবকিছু করা।'

লানা বলতে চেয়েছিলোঃ 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, মিসেস ডেমুথ্।' কিন্তু মাঠের কাজের শ্রমে এবং রোদের তাপে কাহিল হয়ে পড়ায় ওর মুখ থেকে কথা যোগাচ্ছিলো না। ও কেবল মাথা নাড়লো।

'তোমার চা-দানিটা তো ভারি সুন্দর,' শোকেসে রাখা টিপটটার দিকে চোখ রেখে বললো ডেমুথ্ গিন্নি। 'এটা কি ওয়েজউড্ ?'

'আমি তা জানি না', লানা বললো। 'তবে আমার মনে হয়, এটা সাদা চিনেমাটির।'

'ও, তাই নাকি !' মিসেস ডেমুথের স্বরে লুকিয়েছিলো বিস্ময় মেশানো কেমন একটা বিদ্রূপ। লানার শরীরটায় কাঁটা খচ্‌খচিয়ে উঠলো। মহিলার চোখের সামনেই ওর সারা মুখে ছলকে উঠলো রক্তের আভা। দুই ঠোঁট কামড়ে ধরলো ও।

ঘরের চারপাশটায় ঘুর-ঘুর করতে লাগলো মিসেস ডেমুথের চোখ।

'দেখছি, ময়ূর পক্ষির একটা পালকও আছে তোমার ঘরে', ছাতার বাঁটের আগাটা সেদিকে তাক্ করে ধরে বললো সে। 'এরকম একগুচ্ছ পালক ছিলো আমাদের দেশের বাড়িতে। কিন্তু জানো, সাংঘাতিক ধুলো জমে ওতে।'

লানা কোনো জবাব দিলো না। শুধু একবার চোখ তুলে তাকালো তার দিকে। পরমুহূর্তেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো মিসেস ডেমুথ্।

'তোমাকে কেমন ক্লান্ত দেখাচ্ছে,' তার স্বরে করুণা। 'এজায়গাটা কি তোমার ভালো লাগে, মিসেস মার্টিন ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু কেন বলুন তো ?'

'আমার মনে হয়, নতুন যারা বিয়ে করে তাদের ভালো না লেগে উপায় নেই। কিন্তু এখানে এসে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। বলো, এসব কাঠের বাড়িতে কার না দম বন্ধ হয়ে আসবে ? তবে আমাদের ব্যাপারটা একটু ভিন্ন। ঘরের চারদিকে বোর্ডের দেয়াল তুলে

www.pathagar.com

কোনোরকমে আমরা শ্বাস ফেলছি। কিন্তু এই বন–বাদাড়ে আমার ভীষণ ক্লান্তি লাগছে। এ–এক একঘেঁয়ে জীবন। তুমি তো নিজেই টের পাচ্ছো, কেমন নীরব– নির্জন এই জংগলের দেশ। নিজের নিঃশ্বাস ফেলবার শব্দটাও শোনা যায় নিজের কানে। আর রাতের বেলা কান ঝালাপালা হয় ব্যাঙ আর পোকামাকড়ের ঘেনঘেনানো আওয়াজে। কী ভয়ংকর জায়গা একটা!'

মিসেস ডেমুথের স্বরটা হঠাৎ কেমন যেন ভেঙ্গে পড়লো। তার পাতলা চামড়ার বিষন্ন মুখের রেখাগুলিতে ফুটে উঠলো শিশুসুলভ অস্থিরতার কুঞ্চন। মহিলার জন্যে দুঃখবোধ হলো লানার।

'আবার দ্যাখো, এই বিদঘুটে যুদ্ধ! চারদিকে চলছে এখন এ নিয়ে মাতামাতি।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর আবার কথা বলতে শুরু করলো মিসেস ডেমুথ্। 'আমার পরিবারের লোকজন কিন্তু রাজার অনুগত। আমি বুঝতে পারছি না এখানে ব্যাপারটা নিয়ে কীসব চলছে। এদিকে আমার কর্তা মার্ক হলো গিয়ে গোঁড়া হুইগ্ সমর্থক। পার্টির কমিটিতে আছে সে। আবার মিলিশিয়া ক্যাপ্টেনেরও দায়িত্ব পালন করছে। আমার মনে হয়, যুদ্ধের ব্যাপার–স্যাপার তার ভালো মতন জানা। কিন্তু সে বাইরে গেলে আমার খুব খারাপ লাগে। ভীষণ উদ্বেগ বোধ করতে থাকি আমি। তার মুখে শুনেছি, পশ্চিম দিক থেকে রাজকীয় সেনাবাহিনী নাকি আমাদের এখানে এসে চড়াও হতে পারে। হারকিমারের দিকে আমাদের স্থানান্তরের বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলছে সে। আমি অবশ্য জানি, মিঃ বাট্লার আমার কোনো ক্ষতি করবেন না। তবে আমার ভয় বেশি রেডইন্ডিয়ানদের নিয়ে। ওরা কখন কী করে বসবে, কেউ বলতে পারে না। জানো, যখনই মার্ক কোনো বৈঠকে যায়, বাড়িতে আমি একা পড়ে থাকি......!'

তার স্বরটা জড়িয়ে এলো।

'হ্যাঁ, তাই তো।' অনেকক্ষণ পর কথা বললো লানা। 'এ অবস্থায় একা বোধ না করে উপায় নেই সত্যি। কিন্তু একজন মেয়েমানুষেরই–বা এতে কী করবার আছে?'

মহিলাদের ভাবনা চিন্তার প্রসংগটাকে হঠাৎ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেবার চেষ্টা করলো লানা। 'লোকের মতামত না নিয়ে তাদের ওপর ট্যাক্সের বোঝা চাপানোটা কি ঠিক? এ–অধিকার নিশ্চয়ই কারো নেই, কী বলেন?' লানা বললো।

www.pathagar.com

'হয়তো নেই,' জবাবে বললো মিসেস ডেমুথ। 'কিন্তু এ বিষয়ে আমি কতোটা নিশ্চিত, বলতে পারবো না। তবে চায়ের ওপর যে কর বসানো ঠিক হয়নি, তা স্বীকার করতেই হবে।'

দোরগোড়ায় গিয়ে থামলো মিসেস ডেমুথ। লানার কাঁধের ওপর থেকে তার মাথাটা দেখা যাচ্ছিলো।

'আমি বলতে পারি, খাঁটি চা তোমার স্বাস্থ্যের জন্যে টনিক হিসেবে কাজ করবে। আমাদের বাড়ি এলে এরকম কিছু চা আমি তোমায় দেবো। সত্যি তুমি চা-পানের আনন্দ উপভোগ করবে, মিসেস মার্টিন। তোমাকে অবশ্যই আসতে হবে আমার ওখানে। আমি এরকম একটা মেয়ে এখানে এই প্রথম তোমাকে পেলাম। সত্যি ভালো লাগলো আমার তোমার সাথে কথা বলে।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে,' সংকুচিত স্বরে বললো লানা।

'শোনো মেয়ে, একটা কথা বলছি তোমায়।' মিসেস ডেমুথ চোখ রাখলো লানার শ্রান্ত মুখের ওপর। 'মাঠে অমন কঠোর পরিশ্রম করা উচিত নয় তোমার। কেনো মেয়েমানুষ হয়ে এত খাটতে যাবে তুমি। মাঠের কাজ তো পুরুষদের। এমনিতেই ওরা আমাদের এখানে এনে বন্দী করে রেখেছে। আমার কথা হলো, ওদের কাজ ওরা করুক। ঘর-সংসার সামাল দিতে গিয়েই তো আমরা কাহিল হয়ে আছি। অতিশ্রমে প্রাণ আমাদের প্রায় ওষ্ঠাগত। কথাটা মনে রেখো। এবং একদিন এসে দেখা করো আমার সাথে।'

কথাগুলি বলেই বিদায় নিয়ে চলে গেলো মহিলা।

লানা কেনো আর মাঠে ফিরে যায়নি খোঁজ নিতে এসে গিল দেখলো, দুই হাঁটুর ওপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে ও।

'কী হয়েছে তোমার ?' দোরগোড়া থেকেই ব্যাকুল স্বরে শুধালো গিল। 'মহিলা কি দুর্ব্যবহার করেছে তোমার সাথে ?'

অশ্রুভেজা চোখ দুটি তুলে গিলের পানে তাকালো লানা।

'মহিলা বলেছে, তোমার সাথে মাঠে গিয়ে কাজ করা আমার উচিত নয়। আরো বলেছে, আমি নাকি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'

'হয়তো তার কথাই ঠিক', গিলের মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া। 'তাহলে তুমি এখন কাঁদছো কেনো যদি ক্লান্তই না হবে ?' আত্মপক্ষ অবলম্বনের ভংগি নিয়ে বললো গিল।

www.pathagar.com

'আমি বলছি, আজ আর তোমাকে আমার সাথে বেরুতে হবে না। আসলে ঝোপঝাড় সাফ করার কাজটাই সব থেকে কঠিন।'

'আমি ওর তোয়াক্কা করি না,' লানা বললো। 'বেশ শক্ত আছি আমি। কাজ করতে ভালো লাগে আমার। তোমার সাথে বেরুতে চাই আমি। মাঠে কতো কাজ পড়ে আছে।'

অবজ্ঞার দৃষ্টি তুলে ও গিলের পানে চাইলো। 'একটি ছোটো মেয়ে সকালের আধাবেলা যদি ক্ষেতে–খামারে কাজ করে তাতে মনে করবার কী আছে। তাছাড়া এ জায়গাটা কী অমন বাজে ?' লানার দুই চোখে ফুটে উঠলো ঘৃণা। গিলের উদ্বেগ–ভারাক্রান্ত মুখের ওপর ঘুরতে ঘুরতে ওর দৃষ্টি গিয়ে পড়লো পালকটার গায়ে। 'শোনো, গিল। কী বলেছে মহিলা ? ওটা নাকি একটা বিচ্ছিরি জিনিস ! অনেক নাকি ধুলো জমে ওতে !'

অনেকক্ষণ পরে ব্যাপারটা আঁচ করতে পারলো গিল। হতচকিত হয়ে লানার কাঁধের ওপর হাত রাখলো সে এবং ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো।

'গিল!' ফিস্‌ফিসিয়ে বললো লানা। 'আমি ওকে মারতে পারতাম। কেনো এত বাজে কথা বলে গেলো মহিলা ? এখানে তো আমি ভালোই আছি। এ–জায়গা আমার মনে ধরেছে। তাছাড়া তোমার সাথে এখানে থাকতে স্বচ্ছন্দ বোধ করি আমি। কাজ করতে মোটেও আমি ভয় পাই না। কাজ থাকলে কেনো করবো না, বলো তো?'

'আচ্ছা, ভয় করবার কী আছে তোমার?' গিল বললো। 'আমি কি তোমার দিকে খেয়াল রাখছি না? আমার ওপর ভরসা নেই তোমার, বলো?'

'কিছুই আমি বুঝতে পারছি না, গিল। রেডইন্ডিয়ানরা কী করবে, তাও জানি না।'

ওদের চোখে চোখে মিলন হলো। হাসলো ওরা।

'আমার মনে হয় আমি বুঝি পাগল হয়ে গেছি, গিল! ওই মেয়েমানুষটার সাথে দেখা হওয়ার আগ পর্যন্ত অনেক সুখে ছিলাম আমি এখানে।' নাকটা মুছলো ও: 'এখন আর আমি কিছু ভাবতে পারি না। মোটেও এতদিন বাড়ির জন্যে আমার মন পড়েনি। তোমাকে সাহায্য করবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করে গেছি আমি।'

'তুমি সত্যি অনেক সাহায্য করেছো আমায়। আমি বুঝতে পারছি, ওই স্ত্রীলোকটিই যতো গোলমালের মূল। ও তোমার মন বিগড়ে দিয়েছে। আগামী হপ্তাতেই যে মিলিশিয়াদের সমাবেশ দিবস, আমার বিশ্বাস, মার্ক নির্ঘাত কথাটা তাকে বলেছে।'

www.pathagar.com

জানলার ভেতর দিয়ে অরণ্যের সবুজ ছায়াঘন প্রান্তটার দিকে চোখ কুঁচকে তাকালো গিল্।

'সমাবেশ দিবস?' লানার চোখে একটি তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা।

'হ্যাঁ। আমাদের চারজনকে আমাদের মিলিশিয়া কোম্পানির সাথে স্কুইলার যেতে হবে কুচকাওয়াজ করবার জন্যে। এর আগে ব্যাপারটার কথা কখনো আমি চিন্তা করিনি।'

'তোমাকে যেতেই হবে?'

'হ্যাঁ,' অনুচ্চ স্বরে বললো গিল্। 'না গেলে কিন্তু পাঁচ শিলিং জরিমানা দিতে হবে। অতো কড়ি নষ্ট করবার সাধ্য আমার নেই। আগামীকাল এ নিয়ে ক্যাপ্টেনের সাথে দেখা করবো বলে ভাবছি। দেখি, কী করা যায়।'

২

ক্যাপ্টেন ডেমুথ

পরের দিন ভোরবেলা গিলবার্ট মার্টিন গেলো ডেমুথের সাথে দেখা করতে। সন্তানাদি না থাকলেও পাশাপাশি দুটি কোঠায় বাস করতো ডেমুথ পরিবার। বেশ খোলামেলা প্রকান্ড বাড়ি। কাচের শার্সি দেয়া সবক'টি জানলা। এমনকি চিলেকোঠার তেমাথার দেয়ালটার গায়েও আছে কাচের জানলা। পাইন কাঠের তক্তায় মোড়া ভেতরের ঘর। নিচের তলায় রান্নাঘর এবং একটি বৈঠকখানা। বসবার এ ঘরটায় আছে মেহগনি কাঠের একটি বিরাট টেবিল। এখানে বসে অফিসের কাজকর্ম করে ক্যাপ্টেন। কাঠের বাড়িটার দুই অংশের মাঝখানে একটি হলঘর। এই জংগলের দেশে রীতিমতো একটা জমিদার বাড়ির মতন দেখাচ্ছিলো বাড়িটাকে।

আলাদা ছোটো একটি ঘরে বাস করে ক্যাপ্টেনের খামার তত্ত্বাবধায়ক বুড়ো ক্লেম কপারনল। খিটমিটে মেজাজের লোক। নিজের পেট নিজেই চালায় সে।

'ডেমুথ কোথায়?' কপারনলকে জিজ্ঞেস করলো গিল্।

ভুট্টা ক্ষেতে বুড়োর সাথে দেখা হলো ওর। ভুট্টার পাশাপাশি লাউ লাগানো হয়েছিলো ক্ষেতে। একটি লাউ নাড়াচাড়া করতে করতে উঠে দাঁড়ালো কপারনল এবং হাতের বুড়ো আঙ্গুল তুলে ইশারা করে দেখালো।

'অফিসে বসে চিঠি লিখছে।' গিলের প্রশ্নের জবাবে বললো সে।

www.pathagar.com

বাড়ির ভেতরে ঢুকলো গিল।

তখনো ঘুম ভাঙেনি মিসেস ডেমুথের। প্রাতঃরাশের থালাবাসন ধোয়ামোছা করছিলো কাজের মেয়ে ন্যান্সি। একটা লম্বা বেনী ঝুলছিলো ওর পিঠে। দুই ডাগর নীল চোখে বোকা–বোকা চাহনি মেয়েটার।

'সুপ্রভাত, মিঃ মার্টিন,' গিলের দিকে চোখ তুলে ধরে বললো ন্যান্সি। পরমুহূর্তেই চোখ দুটি ঘুরিয়ে নিয়ে বললোঃ 'আপনি বুঝি ওঁকে চান? ভেতরে আছেন উনি।' ন্যান্সিকে ধন্যবাদ জানিয়ে রান্নাঘরটার মাঝখান দিয়ে এগুতে লাগলো গিল্। বেশ চওড়া রান্নাঘর। চুলাটা ইট দিয়ে বাঁধানো। বাড়ির দুই অংশের মধ্যখানের ছোটো হলঘরটায় পা রাখতেই গিল দেখলো, দেয়ালের হরিণ শিংয়ের ওপর থেকে ঝুলছে ডেমুথের রাইফেল এবং শর্টগানটা। দু'টি হাতিয়ারের সাথেই ছিলো বারুদ এবং কার্তুজের থলে। দেখে হিংসা হচ্ছিলো গিলের। মন্থরপায়ে বৈঠকখানার দোরগোড়ায় এসে টোকা মারলো সে।

'ভেতরে এসো।'

দরোজা খুললো গিল।

মেহগনির টেবিলটার সামনে একটা চেয়ারে বসে আছে ক্যাপ্টেন ডেমুথ। হাল্কা পাতলা গড়নের ছোটখাটো মানুষটি। ত্রিশের কোঠার মাঝামাঝি বয়েস। চুল এবং চোখ গাঢ় কালো। ডিয়ারফিল্ডের একটি বিস্ময় তার টেবিলখানি। তিন তিনটি লোক লেগেছিলো ওটা ঘরে ঢোকাতে।

'কী খবর, গিল,' ক্যাপ্টেন বললো। 'কি করতে পারি আমি তোমার জন্যে?'

আসল কথাটা এড়িয়ে গেলো গিল।

'আমি জানতে এসেছি, সমাবেশ দিবসটি ঠিক কবে?'

'বুধবার দিন। তুমি তো তা জানতে।'

'হ্যাঁ, জানতাম।' কাঁচমাচু হয়ে বললো গিল।

'কি ভাবছো তুমি তাহলে?'

মেঝের ওপর চোখ রাখলো গিল।

'আগে কখনো এনিয়ে আমার ভাবনায় ছেদ পড়েনি, মিঃ ডেমুথ। কিন্তু আপনি কি মনে করেন, আমাদের সবারই যাওয়া উচিত সমাবেশে?'

মুচকে হাসলো ক্যাপ্টেন ডেমুথ।

www.pathagar.com

'বিয়ের পর মনের হাওয়া বদল হয়, নয় কী হে?' চেয়ারে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসলো ক্যাপ্টেন। হাল্কা বুটজোড়া টায়ে–টায়ে খাপ খাইয়েছিলো তার খাটো পায়ের সাথে। হাতদুটিও একইরকম খাটো। এনিয়ে মাঝেমধ্যে মুখরোচক মন্তব্য করে তার স্ত্রী। ক্যাপ্টেন নিজেও তার শরীরের এই গড়নটির ব্যাপারে আত্মতৃপ্তিবোধ করে বলে মনে হয়। তার পরনে নীল কোট এবং ফিতে–বাঁধা লিনেনের শার্টটির দিকে নজর পড়ায় গিল আবার ভালো মতন দেখলো তাকে। এবং ভাবলো নিশ্চয় উপত্যকার ওপাশে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে ক্যাপ্টেন।

'হ্যাঁ', গিল বললো, 'বোধকরি একটা পরিবর্তন আসে বিয়ের পরে।'

'তোমার স্ত্রী কি ঘাবড়ে গেছে ?'

'সে রকম তো কিছু বলছে না ও।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ক্যাপ্টেন ডেমুথ।

'আমার বিশ্বাস , সবার চাইতে অনেক বেশি তোমার বউটির মনের জোর। ও হ্যাঁ, কথাটা তোমায় বলতে ভুলে গেছি। সারা বলেছে, ও নাকি মিসেস মার্টিনকে দেখে এসেছে। তোমার স্ত্রীর তারিফ করলো ও। বললো, খুব নাকি সুন্দরী এবং স্বাস্থ্যবতী মেয়েটি। এর জন্যে আমার অভিনন্দন নাও তুমি।'

'ধন্যবাদ।' লজ্জার আরক্তিম আভাটা মুখ থেকে লুকোনোর চেষ্টা করলো গিল। আর অবাক হয়ে ভাবলো, কেবল কী এইটুকুই তার বলবার ছিলো। পরমুহূর্তেই আবার সবিস্ময়ে চিন্তা করতে লাগলো, মিসেস ডেমুথ সত্যি কী কথাটা বলেছিলো ?

ক্যাপ্টেন ডেমুথ তাকালো গিলের পানে। স্মিত হাসি তার ঠোঁটের রেখায়। বললো ঃ 'হ্যাঁ, গিল। আমার মনে হয়, আামাদের যাওয়াই উচিত। আমাদের যা কর্তব্য তা তো আমাদের করতেই হবে। আমরা অস্ত্র নিয়ে কুচকাওয়াজে যাচ্ছি এটা দেখে উল্‌ফ কিংবা স্কুইলারের কারো মনে আঘাত লাগবে বলে মনে হয় না। তেমনি স্কুইলার এবং হারকিমারেরও কোনো লোক আমাদের সমাবেশ দিবসটি দেখে ক্ষেপে যাবে না।'

'তবে কে এর বিরুদ্ধে যাবে, স্যার?'

ক্যাপ্টেন ডেমুথ তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি গিলের মুখের ওপর তুলে ধরলো।

'এখানে এরকম লোক কে আছে বলে তোমার মনে হয় ?'

www.pathagar.com

'এখানে শুমেকারের একটা সরাইখানা আছে।' গিল একটু থামলো। 'কিন্তু আমি জানতাম, লোকটা কমিটির সদস্য।'

'হ্যাঁ, কমিটিতে আছে সে ঠিকই। এরকম প্রচুর লোক আছে কমিটিতে। তবে বছর দুই আগেও এদের কেউ কেউ ছিলো রাজার সমর্থক। শুমেকার ছিলো রাজার আদালতের বিচারক। আবার এদিকে বাটলারের পক্ষে থাকতেও তাকে দেখা যায়। ব্যাপারটা এখানেই। যদি যুদ্ধ লেগেই যায় তাহলে রাজা কিংবা কংগ্রেস আমাদের এখানে আসবে না, গিল। বাটলার এবং জনসনদের উভয়পক্ষকেই তখন আমাদের রুখতে হবে। তারা যেমন কংগ্রেসের কোনো তোয়াক্কা করে না, তেমনি আমিও বোধকরি রাজাকে থোড়াই আমলে আনবো। কিন্তু ওরা মোহক উপত্যকার সবচেয়ে ভালো জমি কব্জা করে নিয়ে বুড়ো আঙ্গুল দেখাচ্ছে আমাদের লোকজনকে। এদের ঘৃণার চোখে দেখছে তারা। জমি তাদের পাগল করে তুলছে।' একটা আঙুল দিয়ে টেবিলে টোকা মারলো ক্যাপ্টেন। বললোঃ 'বসো, গিল।'

গিল বসলো।

'হ্যাঁ, স্যার। আমার ধারণাটাও ঠিক তাই,' গিল বললো। 'কিন্তু একটা কথা। মহিলাদের পাহারা দেয়ার জন্যে একারণেই তো একজন কাউকে এখানে রেখে যাওয়া উচিত। আর এটা যুক্তিসংগতও বটে।' কাঠের দেয়ালে ঝোলানো দু'টি সাদা পর্দার মাঝখানটায় দৃষ্টি বুলাতে লাগলো ক্যাপ্টেন ডেমুথ্। তার মুখের রেখায় ভাবনার ছায়া। 'ধরো, আমরা তোমায় রেখে গেলাম। কিন্তু একা মানুষ তুমি কী করতে পারবে? এদিক থেকে বিষয়টা একবার চিন্তা করে দেখো।'

'হ্যাঁ, স্যার।' গিল তার হাতের মুঠির ওপর দৃষ্টি নোয়ালো। 'কিন্তু মেয়েমানুষদের এখানে একা ফেলে রেখে যাওয়ার কি কোনো অধিকার আছে আমাদের?' শানিত জিজ্ঞাসা গিলের চোখে।

'মোটেও নেই।' ডেমুথ বললো। 'অবশ্য যদি তুমি জিনিসটিকে ওদিক থেকে বিচার করতে চাও। কিন্তু আমি জানি, সমাবেশ দিবসে তেমন কিছু আমাদের করতে হবে না। তবে ওখানে আমাদের ভালো সময় কাটবে, এই যা।'

'বেশ, আমাকে যখন যেতেই হবে যাবো আমি। কারণ, জরিমানা দেয়ার ক্ষমতা আমার নেই, মিঃ ডেমুথ। কিন্তু আমি যদি না চাই তবে কেন আমাকে বাধ্য করা হবে

www.pathagar.com

জরিমানা দিতে? এ–অধিকার নিশ্চয়ই কারো নেই। তাহলে কী শুধু এর জন্যেই যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে ? আমাদের মত না নিয়ে জরিমানা আদায়, এ কেমন নিয়ম?'

'এটা সরকারি ব্যাপার স্যাপার। কিন্তু আসল কথা হলো,যুদ্ধে তখুনি আমরা যাবো যখন যুদ্ধ সত্যি সত্যি আমাদের ঘাড়ের ওপর চেপে বসবে, গিল।'

'তাহলে কেন আমরা ঘরে থাকবো না এবং নিজেদের কাজকর্ম করবো না ?' গিলের কণ্ঠে বিদ্রোহের উত্তেজনা। তার মনে হলো, ক্যাপ্টেন ডেমুথ কোনো একটা মতলবে তাকে বঁড়শির টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে যা সে বুঝতে পারছে না।

'যে পর্যন্ত আমি একা ছিলাম, কোনো কিছুরই ধার ধারিনি,' এক নিঃশ্বাসে বলতে লাগলো গিল। 'এখন আমাকে আমার জমিজমা দেখতে হবে। জংগল সাফ করে চাষাবাদের কাজে লাগতে হবে। ঘরে বউ আছে আমার। ওর ভরণপোষণ এবং দেখাশোনার ভার আমার ওপর। এমন এক জায়গায় ওকে একা আমি ছেড়ে যেতে পারি না যেখানে যখনতখন একপাল রেডইন্ডিয়ান এসে চড়াও হতে পারে। এবং ওদের হাত থেকে ওকে রক্ষা করবার মতো যখন কেউ এখানে থাকবে না।' গিলের স্বরে অস্থিরতা।

গম্ভীর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো ক্যাপ্টেন ডেমুথ।

'শোনো, গিল। তুমি কী ভাবতে পারো, ওরকম কিছু ঘটবার আঁচ পেলে আমিও এখানে একা রেখে যাবো আমার স্ত্রীকে ?'

'না, স্যার। আমি তা মনে করি না।' ক্যাপ্টেনের চোখে চোখ রাখলো সে। 'কিন্তু আপনি কেমন করে বুঝবেন, ওরকম কিছু ঘটবে না?'

'এটা আমার দায়িত্ব। আমি তোমায় বলছি। সবাই জানে, নানান ধরনের বিচিত্র লোক এই উপত্যকায় ঘোরাফেরা করছে। খবরের কারবারি এরা। এমন কিছু লোক আছে যারা এধরনের যুদ্ধে টাকা বানানোর জন্যে যেকোনো উপায় অবলম্বন করে থাকে। সুযোগ বুঝে দাঁও মারাটাই তাদের কাজ। এদের কেউ কেউ আবার দুইপক্ষের কাছেই খবর বেচা–কেনা করে। শুমেকারের সরাইয়ের মতন জায়গাগুলি হলো এদের আড্ডাখানা। ইচ্ছা করলে তুমি এদের বিশ্বাস করতে পারো, আবার নাও করতে পারো। এদের অনেকে নায়াগ্রা থেকে, আবার আলবানি থেকেও বেতন পেয়ে থাকে। তবে হ্যাঁ, কিছু লোক আছে যাদের আমরা বিশ্বাস করতে পারি। পশ্চিমাঞ্চলের খবর সংগ্রহ করা আমার

www.pathagar.com

একটা বিশেষ দায়িত্ব।এসব সংবাদ যাচাই–বাছাই করে খাঁটি তথ্য আমি বের করে থাকি। আমাদের বিশ্বস্ত সংবাদ বাহকদের একজন হলো গিয়ে তোমার স্পেনসার।'

' ওনিডা রেডইন্ডিয়ানদের মধ্যে সে কাজ করছে, না?'

' হ্যাঁ। ওসৃউইগোর ওদিকে কোথাও আছে সে। আরেকজন হলো জিম ডীন। সে আছে মন্ট্রিঅলের ধারেকাছে। আমাদের অন্যসব লোকের কাছ থেকে পাওয়া খবরের সাথে আমি মিলিয়ে দেখি এদের দুজনের দেয়া খবর। এই মুহূর্তে আলবানি থেকে সম্ভবত তারা যেসব খবর সংগ্রহ করেছে তার চাইতে ঘটনা সম্পর্কে অনেক ভালো ধারণা এখন এই টেবিলে বসে আমি রাখতে পারছে। আমি জানি বৃটিশ সেনাপতি কার্লেটন এখন চ্যাম্পলেইন হ্রদের তীরে বসে একটি নৌবহর গড়ে তুলতে ব্যস্ত। এবং যে কেউ আঁচ করতে পারছে, তিনি আমাদের বাহিনীকে হটিয়ে নিয়ে যাবেন টিকোনডারোগায়। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় কানাডা আর আমাদের সম্মুখ রণাঙ্গন থাকছে না। এবং একটা অব্যর্থ গুলির মতোই এটা নিশ্চিত পরবর্তী গ্রীষ্মে বৃটিশরা মরিয়া হয়ে চেষ্টা করবে আলবানি তাদের দখলে নিতে। আর এটা করতে হলে তার আগে তাদের কব্জায় আনতে হবে মোহক উপত্যকা। এসব আমার কাছে দিবালোকের মতো পরিষ্কার।'

'হ্যাঁ, স্যার। আপনার ধারণাটা ঠিক।' বললো গিল।

'তোমার মনটাকে সুস্থির রাখবার জন্যে এসব কথা বলছি আমি, গিল। মুখটা কিন্তু তোমার বন্ধ রাখতে হবে। এখন কান পেতে শোনো। আগাগোড়া ওরা আমাদের বলে আসছিলো, রেডইন্ডিয়ানরা আমাদের ওপর চড়াও হয়ে আসবার আগেই যেন আমরা ওদিকে গিয়ে তাদের ধাওয়া করি। কিন্তু রেডইন্ডিয়ানরা আসেনি। স্কোহারির আশেপাশে সামান্য কিছু গোলমাল হলেও কারো তেমন একটা ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। আমাদের এখানে একটি রেডইন্ডিয়ানেরও টিকি দেখা যায়নি। আসলে আমরা কানাডার যতো কাছাকাছি থাকবো, ওদের দিক থেকে ততো কম আমাদের বিপদের ঝুঁকি। এনিয়ে কেন তুমি বাজে চিন্তা করবে না, তা কী বুঝতে পারছো?'

গিল মাথা নাড়লো।

'এখন থেকে এক বছরেরও আগে কসবি কাচারিতে রেডইন্ডিয়ানদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলো গুই জনসন। এটা তোমার এখানে আসবার কিছুদিন আগের ঘটনা। তারা একদিন বৈঠক করেছিলো। তারপর চলে যায় স্ট্যানউইক্সের দিকে। ওখানকার সব

www.pathagar.com

ক'টি রেডইন্ডিয়ান উপজাতির সব সর্দারই এসেছিলো এ-উপলক্ষে। কিন্তু কোনো অঘটনই তো ঘটলো না। অবশ্য সবাই জানে, রেডইন্ডিয়ানরা যাতে উচ্ছৃংখল হয়ে একটা গোলমাল বাধায় সে-আশাই করেছিলো। গুই জন্‌সন এবং ড্যানিয়েল ক্লস্‌। স্যার জনও নাকি তাই চেয়েছিলো। স্পেনসারের মতে, বাটলারের বিরোধিতার জন্যেই নাকি ব্যাপারটা সেদিকে গড়ায়নি। স্যার উইলিয়াম জন্‌সনের লোক বাটলার। লোকটা জানে, কেবলমাত্র একটা বড়োরকমের সংঘর্ষের ক্ষেত্রেই রেডইন্ডিয়ানরা যোদ্ধা হিসাবে ভালো। কিন্তু তাদের একবার দলে-দলে ভাগ করে ছেড়ে দেয়া হলে আর কখনো তাদের একজায়গায় একত্র করা যাবে না। তাদের সাথে একটি সেনাবাহিনীকে যাতে জুড়ে দেয়া যায় বোধকরি তার অপেক্ষাতেই লোকটি রেডইন্ডিয়ানদের দূরে সরিয়ে রেখেছে। এটা আমার ধারণা। জন বাটলার একটা রেডইন্ডিয়ান যুদ্ধ বাধিয়ে তুলবে বলে মনে হয় না। তবে একজন জার্মানের মতো কোনো বাটলারই শেষ পর্যন্ত এরকম হিতাহিত জ্ঞানের পরিচয় নাও দিতে পারে। আমার মনে হয়, দূর থেকেই সে পাতলুন নাড়তে চাইবে। এখানে-ওখানে দু-একটা খামার তোলা ছাড়া আমাদের এই তল্লাটের মতন একটা জায়গায় কোনো উদ্দেশ্যই সে হাসিল করতে পারবে না। এইটুকু বুদ্ধি নিশ্চয়ই তার আছে। জমি বাগানোটাই তার আসল মতলব। এবং যে কোনো সময় এর ফিকিরে সে বেরিয়ে পড়তে পারে। তার আইরিশ স্বভাবের এটাই তো মূল বৈশিষ্ট্য।'

গিল লম্বা একটা শ্বাস টানলো।

'তাহলে আপনি ভাবছেন, এবছর কোনো কিছু ঘটতে যাচ্ছে না। কিন্তু সামনের বছর খারাপ সময় আসছে আমাদের জন্যে, কী বলেন?'

'ঠিক আঁচ করতে পেরেছো তুমি', ক্যাপ্টেন বললো। 'তাদের ধারণা, যতো বড়ো সেনাবাহিনী তারা এদিকে পাঠাতে পারবে ততো বেশি সুবিধা তারা আদায় করতে পারবে টিকোনডারোগা রক্ষাকারী যে কোন বাহিনীর কাছ থেকে।' ক্যাপ্টেনের ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের হাসি। 'কিন্তু একটা জিনিস তারা হিসেবের মধ্যে ধরেনি। আলবানির ওদিককার লোকেরা যে ফিলাডেলফিয়া কিংবা নিউইংল্যান্ডের লোকেদের মতো নিজেদের দুর্বলতার কোনো সুযোগই ওদের জন্যে রাখবে না, সেটা ওদের ধারণায় নেই। জানো গিল, ওরা আমাদের কী বলে ডাকে? স্কনেকটাডির পশ্চিমের সব জায়গার মানুষকেই ওরা বলে 'জংলি জার্মান মুলুক'-এর লোক।'

www.pathagar.com

'তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে।'

'তা তো বটেই। জানো, কতোরকম উপদেশ দিয়ে ফিলাডেলফিয়ার ওই লোকগুলি আমাদের কাছে চিঠিপত্র লেখে। ওরা দেশপ্রেম এবং মহান স্বাধীনতার জন্যে আত্মত্যাগের কথা বার বার আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। বলে, আমরা যেন নিজেরাই আমাদের আত্মরক্ষার ভার গ্রহণ করি এবং সাহায্যের জন্যে চেঁচামেচি না করি। তারা আমাদের জন্যে কোনো সৈন্য পাঠাবে না। বজ্জাত ইয়াংকিরা ঘর ছাড়তে নারাজ। তারা জানে, আলবানির পশ্চিমে রসদের অভাব। আমাদের কাছে গোলাবারুদ পর্যন্ত তারা পাঠাতে চায় না। এমনকি সীসাও না। একদিন কর্নেল হারাকিমার কী নির্দেশ পাঠিয়েছে, জানো? স্কনেকটাডি এবং আমার বাড়ি পর্যন্ত মাঝখানে যতো ঘর আছে তার সব জানালার শার্সির সীসা খুলে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সে। শোনো ছেলে, ব্যাপারটা তো বুঝতেই পারছো। আমাদের চিন্তা এখন আর আমাদের না করলে উপায় নেই। এরপর যুদ্ধে যদি আমরা জয়ী হই তখন দেখা যাবে কংগ্রেসে আমাদের কোনো প্রতিনিধি পাঠানো যায় কিনা। তবে ব্যাপারটা খুব সহজ হবে বলে মনে হয় না। ইয়াংকি ব্যবসায়ীরা স্ট্যাম্প-ট্যাক্সের নামে এমনিতেই লোকজনের মন বিষিয়ে তুলেছে। এখন আর বারো শতাংশ মুনাফা তোলা যাচ্ছে না বলে এ নতুন ব্যবসাটা ধরেছে তারা। গ্রামগঞ্জের লোকজনকে পাগল বানানোর জন্যে তাদের এই কান্ডকারখানা। কিন্তু কার গরজ পড়ছে স্ট্যাম্প-ট্যাক্সের এই অনাচারের বিষয়টা নিয়ে মাথা ঘামানোর? তুমি নিজেই ভেবে দেখো, এবাবদ কতো টাকা তোমাকে ব্যয় করতে হয়েছে?'

'সত্যি তাই,' গিল বললো। তার চোখে বিস্ময়। 'তবে কী জানেন, এনিয়ে আমি আর ভাবছি না।' সে ক্যাপ্টেনের দিকে চোখ তুলে তাকালো। 'আচ্ছা একটা কথা, স্যার। আসলে আমরা কেনো বৃটিশের সাথে যুদ্ধে যাচ্ছি? এর কী আদৌ কোনো প্রয়োজন ছিলো?'

'যেহেতু যুদ্ধ এখন শুরু হয়ে গেছে সুতরাং এর থেকে বাঁচার আর উপায় নেই। আর সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, বাটলার এবং জন্সনের মতো লোকেরা ওঁত পেতে রয়েছে সুযোগের অপেক্ষায়। যুদ্ধে জিতলে ওরা যাবে ক্ষমতায়। তখন আমাদের চামড়া খসিয়ে এর সমস্ত খরচ ওরা কড়াগন্ডায় উসুল করে নেবে।'

'হ্যাঁ, ঠিক কথা।' গিল বললো। কিন্তু তার মনে হলো আলোচনাটা যেখানটায় শুরু হয়েছিলো অনেকটা সেখানেই আছে। বোধকরি কোনোকিছু তেমন আর বলার না

www.pathagar.com

থাকায় উঠে দাঁড়ালো ক্যাপ্টেন ডেমুথ। গিল দরোজার দিকে পা বাড়াতেই ক্যাপ্টেন তার একখানি হাত ওর বাহুর ওপর রাখলো।

'ঘাবড়ে যেয়ো না,' ক্যাপ্টেন বললো। 'আর হ্যাঁ, তোমার বউকেও শুধু শুধু ভয় পাইয়ে দিয়ো না। আমার লোকজন এখানকার পশ্চিমে এবং উত্তর দিকটায় টহল দিচ্ছে। তুমি কি ব্লু-ব্যাক অর্থাৎ নীলপিঠের কথা শুনেছো?'

'সেই বুড়ো রেডইন্ডিয়ানটির কথা বলছেন তো? প্রতি শীতে যে শিকারে যায় কানাডায়?'

'হ্যাঁ। মিঃ কার্কল্যান্ড তাকে নিশ্চয়তা দিয়েছেন। উত্তরাঞ্চলের গতিবিধির ওপর নজর রাখবার দায়িত্ব তাকে দেয়া হয়েছে। এবছর কোনো গোলমাল শুরু হলে ওখান থেকেই হবে বলে আমার ধারণা।'

৩
খামার

বাড়ি ফিরে এসে সামনেই মিসেস রিঅলকে দেখতে পেলো গিল। লানার কাছ থেকে কিছু নরোম সাবান ধার করতে এসেছে মহিলা। 'আমি বুঝতে পারছি না, কখন ফুরিয়ে গেলো আমার সবটুকু সাবান।' কৈফিয়তের সুরে বললো রিঅল গিন্নি। তার এক বাহু নিচে ধরা ছিলো কোলের শিশুটি। 'আমার মতন এরকম বিরাট একটা পরিবার নিয়ে কেমন করে সংসার চলবে তা আমার বুঝে আসে না।'

গিল বলতে চেয়েছিলো,'নিজেদের যোগাড়যন্ত্র নিজেরা করলেই তো পারেন। আর জীবনভর সবকিছু অন্যের কাছ থেকে ধার করার বদঅভ্যাসটা ছাড়ুন।' কিন্তু কথাটা সে বলতে পারলো না। তার বদলে দরোজার পাশে দাঁড়িয়ে চোখ কটমটিয়ে তাকালো গা থেকে দুর্গন্ধ বের হওয়া কদাকার স্ত্রীলোকটির দিকে। একইসংগে গম্ভীর দৃষ্টি তুলে দেখলো, কিছু সাবান ওজন করে একটি ভাঙ্গা কাপে রাখছে লানা।

'এইমাত্র মিঃ ডেমুথের ওখান থেকে ফিরলো গিল,' মুখে হাসি ফুটিয়ে বললো লানা। ওদের দু'জনকেই সহজ করবার চেষ্টা করছিলো ও। লানা জানতো, মিসেস রিঅলকে সবসময় এটা-ওটা ধার দেয়াটা পসন্দ নয় গিলের।

মিসেস রিঅল প্রায় সংগে সংগেই কথাটা লুফে নিলো।

www.pathagar.com

'সত্যি এটা পরিতাপের বিষয়,' মিসেস রিঅল বলতে শুরু করলো। 'কেমন চমৎকার একটি লোক মার্ক ডেমুথ। অথচ তার স্ত্রীটি একটি বাজে মহিলা। মোটেও ভদ্রলোকের দিকে খেয়াল রাখে না। অযোগ্য স্ত্রী আর কাকে বলে!'

'মিঃ ডেমুথের দেখা পেয়েছো, গিল?' মিসেস রিঅলের বাচালতা বন্ধ করবার জন্যে ঝটিতি ওকে শুধালো লানা।

'হ্যাঁ।' গিল বললো। 'আজ সকালেই উপত্যকার ওদিকে যাওয়ার জন্যে তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন। বললেন, সামনের বুধবার সমাবেশ দিবস।'

মিসেস রিঅলকে বিস্মিত দেখালো।

'কেন তুমি আমাদের ওখানটায় গেলে না? আমাদের জায়গাটা তো অনেক কাছেই ছিলো। তাছাড়া, কিটি তোমাকে এবিষয়ে বলতে পারতো। এধরনের সব দরকারি বিষয়ই সে একটা খাতায় লিখে রাখে। খুব গোছালো মানুষ কিটি।'

গিল বিরক্তিবোধ করলো।

'আমি জানতাম, কখন সমাবেশ দিবস হবে। অন্য কারণে আমি ওঁর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম।'

'বেশ তো। কথাটা তুমি আগে বললেই পারতে।' রসিয়ে-রসিয়ে বললো মিসেস রিঅল। বেশ খোশমেজাজি দেখাচ্ছিলো তাকে। 'তুমি কেন ওদের ওখানে গিয়েছিলে, তা আমি জানতে চাই না। এতে আমি কিছু মনেও করছি না।' মহিলাটির যাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিলো না।

গিল জানতো কৌতূহলের নেশায় পেলে দুপুর পর্যন্ত এখান থেকে নড়বার নাম করবে না এই বাচাল স্ত্রীলোকটি। তাই তার কৌতূহল মেটানোর জন্যে সখেদে বাধ্য হয়ে সে বললোঃ 'আপনাদের সব মেয়েমানুষের জন্যে একজন দেহরক্ষী এখানে রেখে যাওয়া যায় কিনা তা মিঃ ডেমুথকে ভেবে দেখতে বলতে গিয়েছিলাম আমি।'

হি-হি করে হাসতে লাগলো মিসেস রিঅল।

'ওরে বাবা! কী বলছে শোনো। দেহরক্ষী!' ব্লাউজের খুঁট দিয়ে বুকের কাছে ধরা বাচ্চাটির নাকে ঠোকা দিতে দিতে বললো মহিলাটি। ' কেন, আমি একা ঘরে থাকি না যখন কিটি যায় সমাবেশে কুচকাওয়াজ করতে? ওই সময়টায় আমি সম্পূর্ণ স্বস্তিতে থাকি। ভাবি, অন্তত একদিনের জন্যে হলেও সে নিরাপদে থাকবে। মাতাল হয়ে কিটি যখন বাড়ি ফেরে, আমার ভয়টা তখন ওর পা-ভাঙ্গা নিয়ে। পা না ভাংলেই হলো।

www.pathagar.com

কিটির মতো ধর্মভীরু লোকের একটা অদ্ভুত স্বভাব হলো, প্রতিটি সমাবেশ দিবসে ওর মদ খেয়ে মাতাল হয়ে যাওয়াটা। কিন্তু এর পরেও সে বলে, যুদ্ধ যুদ্ধই। আর ধর্ম ধর্মই। এবং দুটিরই ভালো সম্পর্ক আছে নরকের সাথে।'

মিসেস রিঅলকে পাশ কাটিয়ে লানা জিজ্ঞেস করলোঃ 'মিঃ ডেমুথ কি বললো, গিল?'

'তিনি বললেন, আমাদের সমাবেশে যাওয়া উচিত। আরো বললেন, মুহূর্তের জন্যেও কোনো বিপদের সম্ভাবনা আছে বলে তিনি মনে করেন না।'

তাড়াহুড়া করে দরোজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো গিল। মিসেস রিঅল উঠতে উঠতে বললোঃ 'সাবানের জন্যে অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, লানা লক্ষ্মীটি। পরে কোনো সময় ব্যবস্থা করতে পারলে এর কিছু আমি তোমায় ফেরত দিয়ে যাবো।'

মিসেস রিঅলের চলে যাওয়া দেখলো লানা। পরমুহূর্তেই হন্তদন্ত হয়ে গিলের খোঁজে বেরিয়ে পড়লো ও। বাড়ির পেছনে ছোটো পাহাড়ি নদীটার ধারে তিনএকর জমি চাষের জন্যে পরিষ্কার করতে শুরু করেছিলো গিল। জংগলে ভরতি জায়গাটা। গাছ কেটে সারিবদ্ধভাবে ফেলছিলো সে জমির পাশ বরাবর। সামনের শরতেই গাছ পোড়ার মওসুম। তার প্রস্তুতি হিসেবে আগে থেকেই কাজটা সেরে রাখতে চাইছলো সে। আগস্টের শোঁ-শোঁ বাতাসের জন্যে শোনা যাচ্ছিলো না গিলের কুড়ালের শব্দ। লানা এসে দেখলো, একটা গাছ নিয়ে ভয়ংকরভাবে লড়ে চলছে সে। কোপের পর কোপ দিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি কোপে কুড়ালের অর্ধেকটা ঢুকে যাচ্ছে গাছের ভেতর।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে গিলকে দেখতে লাগলো লানা। ওর দুই কালো চোখে দুশ্চিন্তার ব্যাকুলতা।

'গিল,' লানা ডাকলো।

গাছকাটা বন্ধ করে পাশ ফিরলো সে এবং লানাকে দেখলো। মাথা, ঘাড় এবং কপাল থেকে ফোঁটায়-ফোঁটায় ঘাম গড়িয়ে পড়ছিলো তার বাহু বেয়ে। নতুন পরিষ্কার করা জায়গাটায় আগুনের হল্কার মতো ঝলকাচ্ছিলো সূর্যরশ্মি। কেমন দম আটকানো পোড়া-পোড়া গন্ধ বেরুতে লাগলো মাটির ভেতর থেকে। মনে হলো, যেকোনো মুহূর্তেই বুঝি ধরে যেতে পারে আগুন।

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে নিজের করা কাজটার ওপর দৃষ্টি মেলে ধরলো গিল। যেটুকু জায়গা এর মধ্যেই সে পরিষ্কার করেছে তাকে ঘিরে একটি

www.pathagar.com

খামারের গোড়াপত্তনের ছবি মনের চোখ দিয়ে দেখতে লাগলো সে। পরের বছর তার বর্তমান ভুট্টাক্ষেতটিতে লাগানো হবে গম। এখন থেকে দুই বছরের মধ্যে গম চাষের জন্যে তাকে আবাদ করতে হবে আট একর জমি। একবার যদি কোনো খামার একশ বুশেল পর্যন্ত গম তুলতে পারে তাহলে বুঝতে হবে দুঃসময়ের বছরগুলি উৎরে উঠেছে কৃষক। ফি–বছর মোটামুটি দুশ ডলার আয়ের কথা তখন অনায়াসে ভাবতে পারে সে। একটা গোলাঘর তুলতেও তখন কষ্ট হবে না। যে ঢালু জায়গাটায় গিল দাঁড়িয়েছিলো সেখানটায় একটা গোলাঘর তুলবে বলে সে চিন্তা করলো। এটা হবে পাহাড়ের সাথে লাগোয়া একটা চমৎকার শস্যাগার। এখানে গোশালাও করা যাবে। পরে তারা দেখে–শুনে একটা ফ্রেমের বাড়ি তৈরি করে ফেলবে।

কিন্তু গিল জানে, কাঠের দেয়াল এবং কাঠের মেঝেওয়ালা বাড়ি মহিলাদের বেশি পসন্দ। যাই হোক, লানার জন্যে একটি ভালো বাড়ি তাকে করতে হবে। লানাকে বিয়ে করবার সময় এসব ভাবনা তার মাথায় আসেনি। সমাবেশের দিনগুলিতে ওকে এখানে একা ফেলে রেখে যেতে হবে এমন চিন্তাও কখনো সে করেনি। বিয়ের পর কতো কী যে দায়িত্ব বর্তায় যার কথা মোটেও সে আগে হিসাবের মধ্যে ধরেনি।

'গিল!' লানা আবার ডাকলো। ওর স্বর একটু চড়া।

লানার পরনে মাঠের পোশাক। ওর ছিপছিপে পা দুটি খালি। কালো চুলের বেনী ঝুলছে পিঠে। একটি ডেইজি ফুলের ডাঁটার মতন ওর হাল্কা পাতলা শরীরটাকে এক হাতে কোমর পেঁচিয়ে অনায়াসে তুলে নিতে পারে গিল।

পা দিয়ে জোরে মাটি চাপড়ালো লানা। ধুলায় ছেয়ে গেলো ওর দুই পায়ের গোড়ালি।

'আমার সাথে কথা বলো, গিল। ওখানে দাঁড়িয়ে পাগলের মতন চোখ পিটপিটিয়ে কী অমন দেখছো? কালা হয়ে গেলে নাকি? আমার কথা কানে যাচ্ছে না তোমার? আচ্ছা, কী ভাবছো তুমি?'

'এই মুহূর্তে আমি ভাবছিলাম, এখন থেকে পাঁচ বছর বাদে কেমন দেখাবে জায়গাটা।'

তাকে মেষশাবকের মতো এমন ভীরু ভীরু দেখাচ্ছিলো যে লানা না হেসে পারলো না।

'আমি বাজি ধরে বলতে পারি, তুমি একটা গোলাঘর এবং সেখানে গোরু রাখবার কথা ভাবছিলে।' লানার চোখে কৌতুক।

www.pathagar.com

'ঘোড়া পুষবার কথাও ভাবছিলাম। এবং আরো চিন্তা করছিলাম, কখন তোমার জন্যে একটি চোখে–ধরা সুন্দর বাড়ি আমি তৈরি করতে পারবো।'

'কেনো, আমাদের কাঠের কুঁড়েটার কী হলো? ওটা দেখতে সুন্দর না?'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি ভাবছিলাম, তুমি বোধকরি একটা বাড়ির আশায় আছো।'

'হয়তো তাই,' বললো লানা। 'কিন্তু এর অর্থ এই নয়, তুমি আমার জন্যে চাঁদে হাত বাড়াবে। শোনো, যখন আমি কোনো কিছুতে অসন্তুষ্ট বোধ করবো সংগে সংগেই তুমি তা জানতে পারবে।'

একটা কাটা গাছের গোড়ার ওপর বসে পড়লো লানা।

'আচ্ছা, একটা কথা। সত্যি বলো তো, মিঃ ডেমুথ কী বলেছিলেন তোমায়?'

'মিসেস রিঅলকে যা বলেছিলাম, ঠিক তাই। তিনি বলেছিলেন, আমাকে সমাবেশে যেতে হবে। আমি এখানে থাকবো বলে তাঁকে জানিয়েছিলাম। আমার কথাটা একটু রূঢ় শোনাচ্ছিলো। ক্যাপ্টেন যা যা বলেছিলেন, এরপর সবিস্তারে তার বর্ণনা দিয়ে লানাকে শোনালো সে।

'এই নীলপিঠ অর্থাৎ তোমার ওই ব্লু–ব্যাক লোকটা কে?' লানা জানতে চাইলো।

'এক বুড়ো রেডইন্ডিয়ান। একবার কিছুক্ষণের জন্যে আমার সাথে ছিলো সে।'

'ভারি অদ্ভুত নাম তো!'

'হ্যাঁ, তাই। আমি বাইরে থাকতে যদি কখনো লোকটা এদিকে আসে, তুমি তার সাথে ভালো ব্যবহার করো, লানা।'

'নিশ্চয়ই,' ও বললো। 'কেন করবো না, বলো তো?'

'বেশ। তুমি জানো, রেডইন্ডিয়ানরা কেমন?'

'তুমি বলতে চাও, ওরা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে থাকে।'

'না, লোকটা তেমন একটা মদ ছোঁয় না। অন্য রেডইন্ডিয়ানদের মতো সে নয়।'

লানার দিকে তাকালো গিল।

'এখানে একা রেখে গেলে তুমি তো ভয় পাবে না?'

'না।'

'মিসেস উইভারের সাথে সময়টা কাটাতে পারো তুমি।'

www.pathagar.com

'ওদের বাড়ি অথবা মিসেস রিঅলের ওখানটায়ও যাওয়া যায়। তবে তোমার রাতের খাবারের আয়োজনের জন্যে আমাকে ঘরে ফিরতে হবে।'

'উইভারদের বাড়িতে আমার জন্যে অপেক্ষা করো তুমি। বলা তো যায় না কখন আমরা ফিরি।' বললো গিল। 'সময় পেলে তোমার জন্যে দোকান থেকে কিছু কেনাকাটা করে আনবো।'

শুনে হাসলো লানা।

'আমার জন্যে কিছু আনতে হবে না তোমায়। মাগো! আজো আমার জন্যে এত ভাবছো তুমি? দুষ্টু কোথাকার!'

'আমি তোমার জন্যে সত্যি পাগল হয়ে থাকি।' হেসে ফেলে বললো গিল।

'অমন আদুরেপনা শুরু করার সময় এটা নয়,' গম্ভীর হয়ে বললো লানা। 'এখন আমাকে কী করতে হবে, বলো?'

'কাজ করতে চাইলে গাছের কাটাডালগুলি টেনে নিয়ে গিয়ে তুমি গুঁড়ির ওপর রাখতে পারো।'

লানা কাজে নেমে গেলো। গাছের সবক'টি কান্ড এমাথা থেকে ওমাথায় লম্বালম্বি হয়ে পড়েছিলো। কোনো কোনোটি লাগালাগি হয়েছিলো। হেঁচড়ে টেনে সমস্ত কাটা ডাল কান্ডগুলির ওপর স্তূপাকার করে রাখলো লানা। আগাগুলি রাখলো পুবমুখো করে যাতে শরতে গাছ পোড়ার মওসুম শুরু হলে পশ্চিমের বাতাসের সুবিধা পাওয়া যায়।

ওদের মধ্যে আর কথাবার্তা হলো না। ধুলার ঝাপটা এবং গরম দুজনকেই কাহিল করে তুললো। শ্রমে অবসন্ন হয়ে পড়বার একটা মুহূর্তে হঠাৎ লানার মনে গিলের ভালোবাসা নিয়ে একটা প্রশ্ন ঝিকিয়ে উঠলো। গিলের মতন একটা পুরুষ কি তার প্রিয়ংবদা নারী হিসেবে চিরকাল ভালোবাসতে পারবে লানার মতন একটি মেয়েকে? যদি লানা দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলতে শুরু করে তখনো কি থাকবে তার এই ভালোবাসা? অবাক হয়ে কথাটা ভাবছিলো ও। কিন্তু পরমুহূর্তেই ভাবনাটা উবে যেতে শুরু করলো ওর মন থেকে। কাজ নিয়ে আবার মগ্ন হয়ে পড়লো ও।

দুপুরবেলা কাজ বন্ধ করে খেতে গেলো দুজন। খাওয়া সেরেই ঝটপট আবার ফিরে এলো ঠা-ঠা রোদে। আসবার সময় কুঁড়েঘরের আঙিনা থেকে একঝাঁক মাছি পিছু নিয়েছিলো ওদের। আগের ঝাঁকটা কিলবিল করে ফিরে যেতে-না-যেতেই গাছপালার

www.pathagar.com

ফাঁক থেকে নতুন একটা ঝাঁকের আবির্ভাব ঘটলো। কাটাডালের পাতাগুলি এর মধ্যেই রোদে শুকিয়ে উঠতে শুরু করেছিলো।

একই নিয়মে একটানা ওদের কাজ চললো দিনের পর দিন। রোজ সন্ধ্যাবেলা গোচারণের মাঠ থেকে গোরুটাকে ধরে নিয়ে আসে লানা। এবং তারপরেই দোয়াতে শুরু করে ওর বাঁট। গোরুটার দুধ ক্রমেই কমে আসছিলো। রাতে কেবল ছটাক দশেক দুধ পাওয়া যায় ওর বাঁট থেকে।

দুধ দোয়ানোর পর পরেই লানা ব্যস্ত হয়ে পড়ে রাতের খাবার তৈরির কাজে। ক্ষেত থেকে একদিন কিছু কাঁচা ভুট্টার শিষ তুলে এনেছিলো ও। খোসা ছাড়িয়ে দানাগুলিকে গুঁড়ো করে রাখলো একটি গামলায়। এবং দুধের সাথে মিলিয়ে পাক করলো। চেরিফল এবং বুনো পেঁয়াজের স্বাদ পাওয়া গিয়েছিলো দুধে। রান্নাঘরে কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবার সময় ওর কানের কাছে একনাগাড়ে বাজতে থাকে গিলের কুড়ালের ঠুক-ঠুক শব্দ।

ঘামে একাকার হয়ে রাতের অন্ধকারে বাড়ি ফেরে গিল। ওরা দুজন একসাথে তখন বেরিয়ে পড়ে নদীর ধারের ডোবাটায় হাতমুখ ধুতে। ডোবার কিনারে পাশাপাশি বসে ওরা শীতল করে শরীর।

কর্মব্যস্ততার এই দিনগুলির প্রতিটি রাতই নতুন জীবনের সৌরভ বয়ে নিয়ে আসে লানার কাছে। কিছুক্ষণ পরই ক্লান্তিবোধ করতে থাকে ও। পিঠের দাঁড়ায় অনুভব করে ব্যথা। কিন্তু বেশবাস পরিচ্ছন্ন পরিপাটি থাকে ওর। খাওয়ার পর স্বাভাবিক শক্তি ফিরে আসে ওর দেহে। এদিকে গিলকে কেমন নোংরা নেংটো দেখায়। তার হাঁটু পর্যন্ত লেপ্টে থাকে এঁদো পাহাড়ি নদীর কাদা। এই চেহারায় গিলকে দেখে রোমাঞ্চবোধ করে লানা। এমনকি রাতের অন্ধকারে যখন ও দৃষ্টি মেলে ধরে রাখে ময়ূর পালকটির দিকে, গিলের ছিপছিপে গৌরবর্ণ অবয়বটি জ্বলজ্বল করতে থাকে ওর দুই চোখের দৃষ্টি এবং পালকটির মাঝখানে। অন্ধকারে কারো রোদে পোড়া হাত এবং মুখ দেখা যায় না। কেবল শুভ্র আদলটাই অনুভব করতে পারা যায়।

কাজের ফাঁকে মাঝেমধ্যে টুকটাক দু-একটা কথা বলবার সুযোগ পায় ওরা। তখন হয়তো কুড়াল ভোঁতা হয়ে যাওয়া কোনো একটা শক্ত গাছ কাটার ব্যাপার নিয়ে আলাপ হয় ওদের মধ্যে। কিংবা মাছির কামড়ে ক্ষতবিক্ষত ঘোড়াটার গলার দগ্‌দগে ঘায়ের বিষয়টা হয় দুজনের আলোচনার বস্তু। গিল তখন ছুটে গিয়ে কাপে করে নিয়ে আসে তাদের যত্ন করে রাখা দামি লবণ। পানিতে গুলে সেই লবণ ঘোড়ার ক্ষতস্থানে

www.pathagar.com

মালিশ করে লাগায় সে। আর এদিকে লানা তখন ব্যস্ত থাকে ঝোপ–ঝাড় টানা হেঁচড়ার কাজে। যখন গিল ওর কাছে ফিরে আসে তখন আর ওদের কারোরই কথা বলবার ফুরসত থাকে না। রাতে শুতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত প্রায় অমন চুপচাপ থাকে দুজন। এবং কেবল ওই সময়টার জন্যে যেনো অপেক্ষা করে সৌজন্যের খাতিরে।

লানার কর্মব্যস্ত দুই হাত, বাহু এবং রান্নাবান্নার অভিজ্ঞতাটাই যেন অন্য সবকিছুর চাইতে দিনভর একটা মূল্যবান বস্তু হয়ে দাঁড়ায় গিলের কাছে। যখন তারা একসাথে পাশাপাশি শোয় লানা তখন হয় পুরাপুরি লানা–মার্টিন। একসময় যে ছিলো লানা–বোরস্ট। ওর তখন মনে হয় যেন কতোকাল আগে লানা–বোরস্ট ছিলো ও।

৪
সমাবেশ দিবস

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মাঠ থেকে ফিরেই দরোজার ওপরকার গোঁজ থেকে রাইফেলটা তুলে নিলো গিল।

'মিঠে তেলটা কোথায়?' লানাকে শুধালো সে।

'মিঠে তেল? কাঠের চালার তাকটার ওপর আছে কিনা খুঁজে দ্যাখো। ওখানটায় কোথাও হয়তো আমি ওটা রেখে দিয়েছি। তেলটা থেকে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছিলো।'

কোনো কথা নাবলে চালাটার ভেতর গিয়ে ঢুকলো গিল। রেগে গজ গজ করতে করতে জিনিসটা হাতড়াচ্ছিলো সে এবং নিজের মনে বিড়বিড় করছিলো। ওখান থেকেই তার নিস্‌পিসানো হাতের শব্দ কানে আসছিলো লানার। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মাটির একটা থালা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলো সে।

'এ তেলে একটা দুর্গন্ধ থাকে,' বললো সে। এবং এর পরেই থালাটা মেঝের ওপর দুই পায়ের মাঝখানে রেখে একটা নোংরা পশমি ন্যাকড়া হাতে নিয়ে বসলো লানার কাছে।

'জর্জ উইভার সমাবেশের ব্যাপারে একটা মাতবর লোক। কিন্তু তার চেহারাসুরত দেখে এটা বুঝবার উপায় নেই।' লানার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে সে বলতে লাগলো, 'আমাকে এবং উইভারকে দেখে তুমি বিশ্বাসই করতে পারবে না লোকটা আমার ওপরওয়ালা একজন সার্জেন্ট। তুমি কি সত্যি পারবে এটা বিশ্বাস করতে?'

www.pathagar.com

লানা তার দিকে তাকাতে চাইলো না। চোখ সরিয়ে রেখেই বললোঃ 'আমি মনে করি, সার্জেন্ট হিসাবে তোমার চাইতে অনেক যোগ্য হবে জর্জ উইভার। তুমি তো অল্পতেই মাথা খারাপ করে ফেলো। আমি তোমার দুর্গন্ধ তেলটা সরিয়ে রেখেছি বলে কী কান্ডইনা বাধিয়ে তুলতে যাচ্ছিলে মাত্র মুহূর্ত কয়েক আগে।'

'আমাকে মাথাখারাপ বলতে চাও তুমি। শোনো লানা, সমাবেশ দিবসে ওই লোকটা যেভাবে শাপশাপান্ত এবং কিরা–কসম কাটে তা শুনলে তুমি ওকথা বলতে পারতে না।'

'আমার সাথে তোমার মতন ওরকম ব্যবহার সে কিছুতেই করতো না।'

'তোমার সাথে কথায় কে পারবে?' ন্যাকড়া জড়ানো বারুদ গাদাবার একটা শিক ঢোকালো সে রাইফেলটার নলের ভেতর। এরপর ন্যাকড়াটা নাকের কাছে ধরে পরখ করে বুঝলো, নলে কোনো মরচে ধরেনি। শিকটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লানার মাথায় ঠোকা মারলো সে।

'ওরকম করবে না, বলছি।' গিলের কাছ থেকে ছিটকে সরে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো লানা। 'তুমি কী আমায় একটা বন্দুক পেয়েছো নাকি যে ওরকম দুর্গন্ধ ছড়াবো।'

রাইফেলের নলটা মুছতে মুছতে গিল বললোঃ 'তুমি যদি তাই করো, কিছু মনে করবো না আমি।'

'গিল!' চেঁচালো লানা। 'বিয়ের আগে নিশ্চয় তুমি এধরনের কথা আমায় বলতে পারতে না।'

'তুমিও বিয়ের আগে নিশ্চয় আমার রাইফেলের তেলটা অমন করে দূরে সরিয়ে রাখতে না। এটা কী আমার শখের রাইফেল নয়?' দুই হাতে রাইফেলটা ধরে রাখলো সে। উল্‌ফের কাছ থেকে আমি এই ব্যারেলটা কিনেছি। আলবানি থেকে অর্ডার দিয়ে উল্‌ফ এটা বানিয়ে নিয়েছিলো।'

রাইফেলটাকে উল্টোপিঠ করে ট্রিগারের পেছনে লাগানো চামড়ার লেখাটার ওপর দৃষ্টি বুলালো সে। 'পিক্‌স্কিল–এর তৈরি এই রাইফেল। জি, মেরিত পিকস্কিল। এসে একবার চোখ মেলে দেখে যাও, লানা।'

হঠাৎ বন্দুকটার প্রতি কেমন যেন ঈর্ষাবোধ করতে লাগলো লানা। ডিয়ারফিল্ডে আসা অবধি ঘরের দরোজার মাথায় বরাবর একইস্থানে একইনিয়মে ওটাকে ঝুলে থাকতে দেখে এসেছে ও। কিন্তু এখন গিলের হাত পড়ার সংগে সংগে যেন প্রাণ

www.pathagar.com

সঞ্চারিত হলো রাইফেলটার বুকে। এক আকস্মিক কৌতূহল লানাকে বাধ্য করলো গিলের অনুগত হতে। গিলের কাঁধের ওপাশ থেকে মাথা বাড়িয়ে সুন্দরভাবে খোদাই করা নামটা দেখলো ও। এবং অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো, যে লোকটা ওখানে অমন করে নামটা খুদিয়ে রেখেছে সে কী কখনো কল্পনা করতে পেরেছিলো পশ্চিম দেশের অতো দূরে আসবে এই রাইফেল? আর একটি মেয়েকে ঈর্ষাকাতর করে তুলবার ক্ষমতা থাকবে এর?

কিন্তু নামটার গায়ে চোখ বুলালেও লেখার প্রশংসা না করে রাইফেলের বাঁটের কাঠটার প্রশংসা করলো ও।

'কাঠটা তো দেখছি ভারি সুন্দর,' বাঁটের গায়ে টোকা দিতে দিতে বললো লানা।

গিলের সারা মুখে লালচে আভা ফুটে উঠলো।

'গত শীতে আমি নিজে অনেক যত্নে ওই নামটা খোদাই করেছি। কালো আখরোটের কাঠের টুকরাটা আমায় দিয়েছিলেন মার্ক ডেমুথ। শীতের প্রায় সবকটি রাত জেগে এই কাঠের ওপর খোদাইয়ের কাজ করেছি আমি।'

গোঁজের ওপর রাইফেলটা ফের ঝুলিয়ে রাখলো সে। বারুদ গাদানোর শিকটা খাঁজের ভেতর রেখে ঘরের চারপাশটায় দৃষ্টি বুলাতে শুরু করলো।

'ছোটো কুড়োলটা কোথায় রেখেছি, মনে আছে তোমার?'

'কী করবে তুমি ওটা দিয়ে?'

'আগামীকাল ওটা আমার দরকার হবে। এ ছাড়া, একটি রেডইন্ডিয়ান কুড়োল কিংবা একটি সংগিন তোমাকে বের করতে হবে খুঁজে পেতে।'

'বুঝলাম, বাপু।' লানা বললো। 'এখন মার্টিন সাহেব, আমার কথাটা শোনো মনোযোগ দিয়ে। তোমার রাতের খাবারের আয়োজন শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ জায়গায় সুবোধ বালকের মতন চুপচাপ বসে থাকো। তারপর তুমি যা চাও আমি টুঁড়ে এনে দেবো।'

কুড়ালটা গিল নিজেই খুঁজে বের করলো। এরপর বুটজুতা জোড়ায় কালি লাগালো। রাতের খাবারের পর লানা তার দরকারি সব জিনিসপত্র খুঁজতে গিয়ে শিকারের শার্টটা হাতের কাছে পেলো।

'এটা একদম নোংরা ময়লা,' বললো লানা।

www.pathagar.com

'ওতে কিছু যায় আসে না। বন্দুকটা ঝকঝকে থাকলে এবং সেই সাথে চার চারটি চকমকি পাথর আর একথলে বারুদ থাকলে কোনো কিছুর আর আমার তোয়াক্কা নেই।'

'কিন্তু আমাকে তোয়াক্কা করতে হয়। তোমাকে যখন যেতেই হচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যেতে হবে। ওরা আমার সম্পর্কে কী ধারণা করবে যখন দেখবে তোমার পরনে একই শার্ট এবং গত সমাবেশের পর থেকে ওটা আর ধোওয়া হয়নি?'

গিল যেমন বারুদ গাদানো শিকটি নিজের নাকের সামনে তুলে ধরেছিলো ঠিক তেমনি ময়লা শার্টটাকে মেলে ধরলো লানা ওর নাকের সামনে। এরপর ওটাকে কেতলিতে চাপিয়ে, আগুনে কিছু নতুন কাঠ ঠেসে সিদ্ধ করতে লাগলো। কেতলি থেকে ওঠানোর পর দেখা গেলো, কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে জিনিসটার রং।

মোটা লিনেনের তৈরি মাখনের মতন বাদামি রংয়ের শার্টটার গলার চারপাশে এবং আস্তিনে লাগানো ছিলো দীর্ঘ ঝালর। এ ধরনের কাপড় ইস্ত্রি করা কঠিন। কাজটা শেষ করতে গিয়ে গরমে এবং ঘামে লাল হয়ে ওঠে লানার শরীর। আর এদিকে সোডার বাষ্পের গন্ধে ভরে যায় সমস্ত ঘর।

হাঁপাতে শুরু করেছিলো লানা। ঠিক এ সময় ওর চোখ পড়ে গিলের ওপর। টুপির একটা কোনা ধরে মাথার দিকের তিনটি জায়গার কিনারা বার বার উল্টেপাল্টে দেখছিলো সে।

'কী করছো তুমি?' লানা জানতে চাইলো।

'ও,হ্যাঁ,' গিল বললো। 'তুমি তো খুব সুন্দরভাবে আমার প্রায় সব জিনিসপত্র গোছগাছ করে দিলে। ভাবছিলাম, মাথার হ্যাটটাকে নিজেই আমি ফিটফাট্ করে নেবো।'

'ওটার ওপর ফিতের একটা ফুল বসানো উচিত তোমার, গিল।'

'তাহলে তো ভালোই হয়। বেশ চমৎকার দেখাবে হ্যাটটা। কিন্তু তুমি তো এখন খুব ক্লান্ত, কী বলো?'

'না। তোমার জন্যে একটা ফুল বানিয়ে দেবো আমি। কী রং চাই তোমার?'

'লাল হলে ভালো হয়,' গিল বললো। 'আমাদের পার্টির প্রতীক হলো লাল। জর্জ হারকিমারের কোম্পানির পতাকার রং টকটকে লাল। ভারি সুন্দর এটা দেখতে।'

www.pathagar.com

একটা মোমবাতি নিয়ে ওপরতলায় গেলো লানা এবং ওর ট্রাংক হাতড়ে বের করলো ফরাসি দেশীয় একখন্ড লাল ক্যালিম্যাংকো। নিচে নেমে কাপড়টাকে ভাঁজ করে নিয়ে সে সেলাই করতে লাগলো। গিল পাশ ঘেঁষে চুপচাপ বসে থেকে দেখছিলো ওর কাজ। কাপড়ে ফোঁড় দেয়ার জন্যে সুতা কামড়ে ধরবার সময় মোমের আলোতে ঝিকমিক করছিলো ওর সাদা সাদা রূপালি দাঁতের পাটি।

'টুপিটা এখন মাথায় চড়াও,' হুকুম করলো লানা।

একটা গোবেচারা বালকের মতন আদেশটা পালন করলো গিল।

লানা ভাবলো, পরের দিন সকালে পাহাড়ের নিচের সড়কটা ধরে গিল যখন সমাবেশের উদ্দেশে যাত্রা করবে তখন আরো ফিটফাট এবং সুন্দর দেখাবে ওকে। লানা কথা দিয়েছিলো, থালাবাটিগুলির ধোয়ামোছার কাজ সেরেই মিসেস উইভারের ওখানে যাবে ও। কিন্তু ওদের চাষের মাঠটার আধাআধি যেতেই কথাটা ওকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে ফিরে দাঁড়ালো গিল।

'আমি ঠিকই যাবো ওখানে,' গলা উঁচিয়ে বললো লানা।

হাত নাড়াতে লাগলো গিল এবং এরপরই বড়ো বড়ো পা ফেলে অদৃশ্য হয়ে গেলো পাহাড়ের ওদিকে। দরোজায় হেলান দিয়ে ওর চলে যাওয়া দেখছিলো লানা।

ভোরের সূর্যটা তখন কেবল নিচের গাছগুলির মাথার সমান উঠে এসে আলোর দ্বীপ রচনা শুরু করেছিলো ওদের পরিষ্কার করা খোলা জায়গাটায়। রাতের শিশির বিন্দুগুলি ঝলমল করছিলো সেই আলোর স্নিগ্ধ বর্ণচ্ছটায়। এর মাঝখান দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলো গিল। কালো একটি রেখার মতো দেখালো তার পায়ের ফেলে যাওয়া চিহ্নগুলিকে।

সেদিকে চোখ মেলে ধরে আপন মনে বললো লানাঃ 'আমি কিন্তু বাজি ধরে বলতে পারি, সারাদিন একবারও আমার কথা মনে করবে না ও।'

এর মধ্যেই কিংস রোডে গিয়ে পৌছলো গিল। নিচের আগাছার ঝোপের কিনারে ক্রিশ্চিয়ান রিঅল অপেক্ষা করছিলো ওর জন্যে। বেড়া দেয়া জায়গাটার কোণে দেখা হতেই শুকনো মুখে অভিবাদন বিনিময় করলো দুজন। এরপর পাশাপাশি হেঁটে ওরা প্রবেশ করলো অরণ্যের ভেতরকার সড়কে।

সমাবেশ দিবসে একবারে ভিন্নরকম চেহারায় দেখা গেলো ক্রিশ্চিয়ান রিঅলকে– দরাজ গলায় বাইবেল পাঠের জন্যে প্রশংসায় সবসময় পঞ্চমুখ যার স্ত্রী। গিল কিছুতেই বুঝতে পারছে না, স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের সামনে লোকটা কেন শুধু শুধু অমন

www.pathagar.com

ধর্মভীরুতার ভান করে। অথচ কোনো ফাঁকে ওদের কাছ থেকে একবার বেরুতে পারলেই মদে চুর হয়ে নরক গুলজার করে ছাড়ে সে। তার হাঁটার ধরনটাই ছিলো আলাদা। রাস্তায় চলবার সময় ধুলা মাড়িয়ে সমানতালে হাঁটবার বদলে বুড়ো আঙ্গুল চেপেচেপে আলতোভাবে হাঁটছিলো সে। জংগলে ঢুকবার পরই তাকে হাঁপ ছাড়তে দেখা গেলো। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একটু থেমে গিলের কাঁধ চাপড়ালো সে। বললো, 'একজন জবরদস্ত ভদ্রলোকের মতন দেখাচ্ছে হে তোমায়।'

'তোমাকেও খুব একটা খারাপ দেখাচ্ছে না,' চোখে কৌতুকের ঝিলিক তুলে বললো গিল। দুই পাশে কনুই দুলিয়ে হাঁটবার সময় অবিকল একটা দাঁড়কাকের মতন লাগছিলো রিঅলকে।

'হ্যাঁ, খুব বিচ্ছিরি আমাকে দেখাচ্ছে না বটে,' স্বীকার করলো সে। 'কিন্তু যীশুর দোহাই, মেয়েদের দৃষ্টি কাড়তে হলে শুধু পোশাকেই কুলায় না। আরো কিছু লাগে। ভদ্রলোকদের মতন তেমন কিছু থাকতে হবে তোমার মধ্যে। শার্টের গলার চারপাশে ফিতে বাঁধা থাকলে কিংবা নাকে রুমাল ধরা থাকলেই চলে না। তুমি ভালো বোঝো ব্যাপারটা।'

'বুঝি বলে তো মনে হয় না।'

'ঠিকই বোঝো। এবং মেয়েদের মন কাড়বার সে ক্ষমতা তোমার আছেও। নইলে অমন একটা মেয়ে তোমার মতন ছেলেকে বিয়ে করে! পিচফলের চেয়েও দেখতে সুন্দরী লানা। কিন্তু আমি ওকথা বলতে চাইছি না। আসলে সত্যি সত্যি কে বিয়ে করতে চায়?'

ভদ্রলোকদের কথাই ধরো না। বিয়ে করুক আর না–ই করুক, ওরা সবসময় ঝোলাঝুলি করে বেড়াবে গরীব যুবতী মেয়েগুলির সাথে। সামান্য বাধা দেয়ারও ক্ষমতা থাকেনা বেচারাদের।

পুরনো আমলের মরচে–পড়া স্পেনিশ গাদা বন্দুকটা কাঁধে তুলে নিলো রিঅল। দুই চোখের ভূরু পর্যন্ত ঢাকা জীর্ণ হ্যাটটা ঝাঁকালো একবার। শ্বাস নিয়ে ফের বলতে শুরু করলোঃ 'শোনো গিল, কানাওয়াগায় থাকতে এমন সব কাহিনী আমার কানে আসতো যা সত্যি আতংকবোধ করবার মতো। যুবক ভদ্রলোকগুলির বেলেল্লাপনার কথা কী বলবো তোমায়! পাড়ায়–পল্লীতে গিয়ে ওরা ঘুরে বেড়ায় হন্যে হয়ে। দেখলে মনে হবে যেন একপাল লাগাম ছাড়া মর্দা ঘোড়া। ওদের কাউকে সামনে পড়তে দেখলে চৌদ্দ

www.pathagar.com

বছরের একটা কিশোরী মেয়েও ভয়ে শিঁটিয়ে উঠবে। কারণ, লোভী ষাঁড়ের মতন নাছোড়বান্দা হয়ে ওর পিছু নেবে সে। স্যার উইলিয়াম জনের ছেলে যুবক স্যার জন নাকি এই ধাতেরই লোক। ওয়াল্টার বাটলার, ক্রুস এবং গুই জনসন সম্পর্কেও এধরনের কথাই ফিরছে লোকের মুখে মুখে। কসবি আরেকটি জ্বলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত। আসলে এই যুবক বড়োলোকদের গোষ্ঠীটার সবাই নষ্টামি–দুষ্টামির একেকটি চূড়ামনি। সারাটা বছর ধরেই এরা কুকাজ করে বেড়ায়। রেডইন্ডিয়ান বসতগুলির আশেপাশেই সাধারণত এদের বেশি ঘুর ঘুর করতে দেখা যায়। স্যাকানডাগা জংগলের ওদিককার নতুন বসত পর্যন্তএদেরআনাগোনা।'

'এসব কাহিনীর কিছু কিছু আমিও শুনেছি,' গিল বললো। 'কিন্তু এর অর্ধেকও আমি বিশ্বাস করি না।'

'বিশ্বাস করো না? তাহলে একটা নির্বোধ তুমি। সবাই জানে, মিস ওয়াটসকে বিয়ে করার পরও ক্লেয়ার পুটনামকে নিয়ে দুর্গে থাকতো স্যার জন। এসব ব্যাপারে তার বাবা স্যার উইলিয়াম জনসন ছিলো আরো এককাঠি ওপরে। আত্মহত্যা করতে না গেলে সে উইজেন বার্গের মহিলাটিকে বিয়ে করতো না। একবিছানায় শোবার জন্যে স্ত্রীলোকটিকে সে কিনে নিয়েছিলো যেমন করে বিছানার জন্যে নতুন চাদর কেনে লোকে। এছাড়াও ছিলো তার দুই–দুইটি রেডইন্ডিয়ান মেয়েমানুষ। ব্রান্টের বোনের সাথে অনাচারের আগে জুটিয়েছিলো আরেকটিকে। বিধাতাই জানেন, এছাড়া আরো কত মেয়ের সাথে অনাচার করেছিলো স্যার উইলিয়াম। লোয়ার ক্যাস্‌ল–এর জ্যাকসন গোষ্ঠীটার ওপর চোখ বুলালেই ব্যাপারটা তুমি আঁচ করতে পারবে। তার সম্পর্কে একটা রসালো গল্প আছে। নিজের বাড়িতে তার যেসব ছেলেপুলে হতো তাদের নাম রাখতো সে জনসন। আর বাইরে এখানে ওখানে যারা গজাতো তাদের সবাইকে সে ডাকতো জ্যাকসন। নইলে নাকি মোহক উপত্যকার অর্ধেক লোককে তার খাওয়াতে পরাতে হতো। বিধাতার দোহাই, ওরই তো জানবার কথা সেটা!'

তিনি একজন মহাপুরুষ ছিলেন,' বললো গিল। 'আমি হলফ করে বলতে পারি, বেঁচে থাকলে আজ তিনি কানাডায় ছুটে পালাতেন না।'

'হতে পারে। কিন্তু একথাও ঠিক, বেঁচে থাকলে আমাদের চারপাশের গোটা দেশটাকে নির্ঘাত একটা নরক বানিয়ে ছাড়তো লোকটা।'

www.pathagar.com

'এটা হলো আদতে ভদ্রলোকদের একটা বাবুয়ানা বিলাস। যাকে তুমি বলতে পারো, ওদেরফ্যাশন।'

'ফ্যাশন! এই শব্দটাই এতক্ষণ হাতড়ে বেড়িয়েছিলাম আমি।' ক্রিশ্চিয়ান রিঅল তার ঠোঁট চাটলো। 'আহা, বিধাতা যদি এর একটু ভাগ আমায় দিতেন!'

তার কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলো গিল।

কস্‌বি তালুক ছাড়িয়ে ওরা যখন সামনে পা বাড়ালো, উল্‌ফ এবং তার স্ত্রী তখন বোধকরি দোকান ঘরে বসে প্রাতঃরাশ খাচ্ছিলো। কারণ, চিমনির মাথায় তখনো কুন্ডলি পাকিয়ে ধোঁয়া উঠতে দেখা যাচ্ছিলো। দোকানদার কিংবা তার স্ত্রীর কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না। তবে চালাঘরটায় সকাল বেলার রোদে বসে একজোড়া তন্দ্রাতুর বেড়ালের মতো ঝিমাতে দেখা গেলো দুটি রেডইন্ডিয়ানকে।

'ওরা কারা?' ফিসফিসিয়ে বললো রিঅল।

'জানি না,' জবাবে বললো গিল। 'আগে কখনো এদের আমি দেখিনি।'

'ওদের দুজনের মাথাই টাটকা কামানো দেখা যাচ্ছে। লক্ষ্য করে দেখো।'

'হ্যাঁ, তাইতো।'

'তোমার কী ধারণা, ওরা গায়ে রং মেখেছে?'

'বলতে পারবো না। তবে ওদের মুখে তো রংয়ের কোনো আভাস দেখতে পাচ্ছি না।'

রেডইন্ডিয়ানদের শরীরে রংয়ের উল্কি আঁকা দেখা গেলে বুঝতে হবে ওরা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

গিল খুঁটে খুঁটে ওদের দেখলো। মোহকে যেসব রেডইন্ডিয়ানকে সে দেখেছে তাদের মতন মোটাসোটা স্বাস্থ্যবান নয় এরা। ওনিডা–রেডইন্ডিয়ান বলেও মনে হলো না এদের। গায়ের রং এদের গাঢ় তামাটে। গিল নিশ্চিত হলো, দুই গোত্রের কোনটিরই অন্তর্গত নয় এরা। দুটি রেডইন্ডিয়ানকেই রোগাটে এবং অনেকটা দুর্ভিক্ষগ্রস্তের মতন মনে হচ্ছিলো। কম্বল জড়িয়ে বসে থেকে দুজনই সাপের মতো চোখ পিটপিটিয়ে তাকাচ্ছিলো।

'প্রভাত,' পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ওদের লক্ষ্য করে বললো গিল।

'সুপ্রভাত', মুখে শব্দ করে বললো দুই রেডইন্ডিয়ান। কিন্তু ওরা মাথা নাড়লো না। চোখ দুটি ছাড়া ওদের শরীরের কোনো একটি অঙ্গও নড়লো না। কুঁতকুঁতে এবং তীক্ষ্ণ

www.pathagar.com

দুজনেরই পিঙ্গল চোখ। কাঠের চালাঘরটার সামনে দিয়ে দুই মিলিশিয়ার মন্থর পায়ে চলে যাওয়া লক্ষ্য করলো ওরা নিঃশব্দে।

কিছুক্ষণ পরে আবার জংগলে ঢোকার পর দ্রুত পেছনের দিকে একপলক তাকিয়ে রিঅল জিজ্ঞেস করলো ঃ 'ওদের সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, গিল? ওরা কোন্ জাতের রেডইন্ডিয়ান হবে বলে মনে হয় তোমার?'

'বলতে পারছি না আমি। তবে মনে হয়, কেইউগা কিংবা খুব সম্ভবত সেনেকা রেডইন্ডিয়ান হবে ওরা। কিন্তু নিশ্চিত নই আমি।'

একটা ভয়ার্ত কাঁপা কাঁপা লম্বা শ্বাস নিলো রিঅল। ' বিধাতার দোহাই, গিল!' সে বললো। ' কেমন করে যেন ওরা আমার দিকে তাকাচ্ছিলো ! আমি শুনেছি, সেনেকা এবং ইরি গোত্রের রেডইন্ডিয়ানরা নাকি নরমাংস খায়।'

দ্রুতপায়ে হাঁটা শুরু করলো রিঅল। ' এক্ষুণি ডেমুথকে গিয়ে বলতে হবে, উলফের ওখানে দু'টি সেনেকা আছে। বিধাতাই জানেন, কী ওদের মতলব। নিশ্চয় নায়াগ্রা থেকে ওরা এখানে এসেছে। জন বাটলার তো এখন নায়াগ্রাতেই আছে। ও যীশু, গিল! হয়তো বাটলার এখানে কোথাও সরে আছে। উলফের সাবধানতা থেকেই ব্যাপারটা বোঝা যায়। মনে হয় দোকানের ঝাঁপ শক্ত করে বন্ধ করে রেখেছিলো সে।'

'এরকম অনেককেই সাবধান হতে দেখা যায়,' গিল বললো। 'কিন্তু এতে কিছু অনুমান করা যায় না।'

'উলফ আগাগোড়াই ছিলো রাজার সমর্থক। একথা সে সবসময় নিজেই বলে এসেছে।' চারপাশটা আরেকবার দেখে নিলো রিঅল।' প্রথম সুযোগেই কথাটা আমাদের জানিয়ে দিতে হবে।' মনে মনে বিষয়টা স্থির করে নিলো সে।

ডেমুথের এই কোম্পানিটা ছিলো ট্রাইয়ন কাউন্টি মিলিশিয়া বাহিনীর চতুর্থ রেজিমেন্টের অন্তর্গত। নদীর চড়ার উল্টাদিকে একটা খামারের গোলাবাড়ির ঘেরাও করা মাঠে একত্রিত হয়েছিলো কোম্পানির মিলিশিয়া দলটি। এটা খামার চাষী কাস্ট–এর জায়গা। দলটায় ছিলো ওরা পচিঁশজন। কেমন একটা অস্থিরতার ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছিলো লোকগুলির মধ্যে। যেন ওদের ধরে বেঁধে এনে এখানে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে। কেউ একজন হাসলেই দেখা যাবে দু–তিনজন তার সাথে যোগ দিয়ে ফেটে পড়ছে ছাদফাটা হাসিতে। ওদের থুথু ফেলতে এবং পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করে

www.pathagar.com

জর্জ উইভারের দিকে চোখ পিটপিটিয়ে তাকাতে দেখা যাচ্ছিলো। বেড়াটার অদূরে একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছিলো উইভার।

' ক্যাপ্টেন আজ এখানে আসবেন না,' বললো উইভার। ' আমার ঘড়ি নেই। কেউ কি বলতে পারো, সময় এখন কতো?'

' সময় এখনো হয়নি।'

'নিশ্চয় দশটা পার হয়ে গেছে। কেউ দেরিতে আসলে তাকে আমার জরিমানা করতে হবে।' এটা উইভারের গলা।

'এইমাত্র মার্টিন এবং রিঅল এসে পৌছলো। বৈধ ওজর আছে এমন লোক ছাড়া বোধকরি সবাই হাজির হয়েছে।'

একটা বাদামি রংয়ের কোট গায়ে চড়িয়ে ঠিক ওই সময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো কাস্ট। 'দশটা বাজতে দু-মিনিট বাকি,' বললো সে। 'ঘড়ি তাই বলছে।'

কে একজন হেসে উঠলো।

'কাস্ট-এর ওই ঘড়িটা তার কথা মতোই সময় দেয়।'

মার্টিন এবং রিঅল লম্বা লম্বা পা ফেলে সামনে এসে দাঁড়ালো। রিঅল সংগে সংগেই চেঁচিয়ে ডাকলো, 'জর্জ!'

'বলো' ,উইভার সাড়া দিলো।

'উলফের ওখানে দুটি সেনেকা রেডইন্ডিয়ানকে দেখে এলাম। ওদের মাথা কামানো। বোধকরি গায়ে রং মাখবে। বাটলার কিংবা অন্য কেউ নির্ঘাত আশপাশেই আছে।'

'তুমি কেমন করে বুঝলে ওরা সেনেকা?' রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞেস করলো উইভার।

কুচকাওয়াজে বাধ সাধবে এমন কোনো কিছুতেই মনোযোগ দিতে চাইছিলো না সে। ক্যাপ্টেন ডেমুথ আসতে না পারায় তার ওপর বর্তেছে এখানকার সমস্ত দায়-দায়িত্ব।

'আমি তো বললামই, জর্জ।'

ঠিক ওই মুহূর্তে কাস্ট-এর অলস ঘড়িটা বিলম্ব লয়ে সাতটা বাজার সংকেত ধ্বনি করলো। অপেক্ষমাণ লোকগুলি উৎকর্ণ হয়ে শুনলো তার সাতটি ক্ষীণ ধাতব শব্দ।

www.pathagar.com

'ওটাই দশটার সংকেত,' চেঁচিয়ে উঠলো কাস্ট। 'এখানকার বাড়িতে আমাদের ওঠার সময় কেমন করে যেন ঘড়িটার সামনের কাঁটা আঘাত পেয়েছে। তারপর থেকে আর কখনো ওটা সময় মাফিক ঘন্টা বাজায়নি।'

মুখ থেকে চুরুটটা নামিয়ে একহাত দিয়ে ওটা পেছনে ধরে রাখলো উইভার। আর অন্যহাতে ধরে রাখা কাগজখানি চোখের সামনে নিয়ে মিলিশিয়াদের নামের তালিকাটি চেঁচিয়ে–চেঁচিয়ে পড়তে লাগলো।

'অ্যাডাম হার্টম্যান।'

'হাজির।'

'জিমস ম্যাকনড।'

'হাজির।'

তালিকার নিচের দিকটা পড়বার সময় মাঝেমধ্যে নানান রকমের উত্তর আসছিলোঃ 'সে আসতে পারছে না। ময়দা আনবার জন্যে ফ্লাটস–এ গেছে ও।— পেরি গেছে দেশের বাড়িতে।— ডাঃ পেটি বলেছে, তার স্ত্রী খুব সম্ভবত আজ সকালেই দেশ থেকে আসবে।—গাছের গুঁড়িতে ডালপালা স্তূপাকার করে রাখবার সময় পা জখম হয়েছে তার।'

অনুষ্ঠানটি যাতে নিয়ম–মাফিক সম্পন্ন হয় সেবিষয়ে সতর্কতার পরিচয় দিতে গিয়ে উইভার চারদিকটা একবার দেখে নিলো। এবং অনুপস্থিত ক্যাপ্টেনের পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালনের জন্যে প্রস্তুত হয়ে ঘোষণা করলোঃ 'সবাইকে সমাবেশে হাজির থাকতে হবে। আর যারা গরহাজির থাকবে তাদের কৈফিয়ৎ দিতে হবে।'

কুচকাওয়াজ পরিচালনার হুইসেলটি তার হাতে আগেই দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু বেশ পরে সেদিকে নজর যাওয়ায় ওটা মুখে তুলে নিয়ে গম্ভীর গলায় সে গর্জন করে উঠলোঃ

'হাতিয়ার কাঁধে নাও।'

লাইনে দাঁড়ানো দলটি এলোমেলোভাবে কাঁধে তুলে নিলো তাদের বন্দুক। কেউ নিলো ডানদিকে ঘুরে, কেউ বামদিকে। ভুট্টার ডাঁটার মতো গাম্ভীর্য নিয়ে তারা উইভারের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তাদের কোনো দু'জনের পোশাকই একরকম ছিলো না। কারো গায়ে ছিলো ঘরের তাঁতে বোনা কাপড়ের কোট। কেউ পরে এসেছিলো কালো পোশাক। আবার কারো কারো পরনে ছিলো গিলের মতন শিকারের শার্ট।

www.pathagar.com

উইভার সম্মোহিতের মতো শূন্যদৃষ্টি তুলে দেখতে লাগলো সারিবদ্ধ দলটাকে। ক্যাপ্টেনের অনুপস্থিতিতে সে ভেবে উঠতে পারছিলো না, এরপরে তাকে কী করতে হবে।

কে একজন বললো ঃ 'পরিদর্শনের কাজটা কি সেরে ফেলা যায় না? রোদ মাথায় নিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে থাকা খুব কষ্টকর।'

'কথাটা ঠিক,' বললো উইভার।

সে লাইন পরিদর্শন করতে শুরু করলো। মাঝেমধ্যে একেকটি বন্দুক তুলে নিয়ে খুঁটে খুঁটে পরখ করে দেখলো। একবার একটা জোয়ানকে বাধ্য করলো তার জুতা খুলে দেখাতে। 'জুতায় নতুন সোল লাগানো উচিত ছিলো তোমার। এর জন্যে তোমায় জরিমানা দিতে বাধ্য করতে পারি আমি, মার্সি।'

'জুতার ভেতরে আমি কাগজ লাগিয়ে রেখেছি,' বললো মার্সি নামের লোকটি।

'আইনের কথা হলো, জুতা এমনভাবে ঠিকঠাক রাখতে হবে যাতে একমাসের পথ মার্চ করে যাওয়া যায়।'

'মজবুত জুতা থাকলেও অতখানি পথ আমি হেঁটে যেতে পারতাম না।'

'এটা আইন, মনে রেখো।'

সে রিঅলের সামনে এসে দাঁড়ালো। গোটা একটা মিনিট ধরে পর্যবেক্ষণ করলো তাকে।

'তোমার বন্দুকটা আমায় দেখতে দাও।'

রিঅল ওটা তার হাতে তুলে দিলো।

'এটা ঝকঝকে পরিষ্কার, সার্জেন্ট। নিজের হাতে আমি এটা মাজা-ঘষা করেছি গত রাতে,' বললো রিঅল।

'তোমার বারুদ গাদানোর শিকটা দাও, দেখি।'

'ওটা বন্দুকের ভেতর', আড়চোখে তাকালো রিঅল।

'না, ওটা ওখানে নেই।'

'গড্, বোধকরি বাচ্চাদের কেউ ওটা হাতিয়ে নিয়েছে।'

'তোমার শিকটা আমায় দাও, মার্টিন।'

www.pathagar.com

গিলের বারুদ গাদানোর শিকটা নিয়ে রিঅলের বন্দুকটির ব্যারেলের ভেতর ঢোকানোর চেষ্টা করলো সে। কিন্তু নলের অর্ধেক–পথও ওটা গেলো না। শিকটা বের করে নিয়ে নলের মুখটা নিচের দিকে উঁচু করে ধরলো উইভার এবং হাতের তালু দিয়ে জোরে ঝাঁকাতে লাগলো। সংগে সংগে নিচে ঝরঝর করে পড়লো নানান জাতের একগাদা শিমবীচি। কে একজন হো–হো করে হেসে উঠলো। রিঅল চোখ পিটপিটিয়ে তাকালো।

'বাচ্চারা শিমবীচির খেলা খেলছিলো,' বললো সে। 'আমি বীচিগুলি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ওরা বাইরে কোথায় ওগুলি ফেলে দিয়ে এসেছে বলে আমায় জানালো। আশ্চর্য, শিমবীচি লুকানোর জায়গা আর খুঁজে পেলো না দুষ্টুরা।'

উইভার বন্দুকটি তাকে ফেরত দিলো।

'নোংরা বন্দুকের জন্যে তোমার এক শিলিং জরিমানা, সিপাই রিঅল।' ঘোষণা করলো উইভার।

এরপরই শেষ হলো লাইন পরিদর্শন।

'ছত্রভংগ হও!'

দলের সবাই এদিক ওদিক ছিটকে পড়লো।

'খাওয়ার ব্যাপারে কি বন্দোবস্ত হয়েছে?' কে একজন জানতে চাইলো। 'খাওয়াটা আগে সারতে পারলে আমরা বেলাবেলি বাড়ি ফিরতে পারি। আজ রাতের মধ্যেই দুই একর জমির কাজ শেষ করতে হবে আমায়।'

'বুদ্ধিমানের কথা বটে।'

'বোধকরি কাজটা আইনসংগত হবে না,' বললো জর্জ উইভার।

'একটা কিছু তো করতে হবে আমাদের।'

'চলো, প্রথমে খাওয়া সেরে নিই।'

সবার জন্যে একবেলার খাবার রান্না করে রেখেছিলো মিসেস কাস্ট। দুই মেয়েকে নিয়ে সমস্ত আয়োজন শেষ করে খাদ্য পরিবেশনের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লো মহিলা। ছয়টি জগভরতি বিয়ার সমেত রান্না করা খাবারগুলি হাজির করা হলো সবার সামনে। ঘাসের মাঠে শুকনো খড়ের ওপর গোল হয়ে বসে তারা তৃপ্তি সহকারে পানাহার করলো।

www.pathagar.com

এরপর বাজি খেলার পর্ব। সমাবেশের এটি একটি প্রচলিত রেওয়াজ। লোকগুলি তড়বড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো। বাজির টিকেট বাঁটবে পেরির বাচ্চা মেয়েটি। ওর আগমনের নির্ধারিত সময়ের জন্যে অধীর হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো সবাই। ছয় পেনি এক টিকেটের দাম। রিঅল কিনলো দুই টিকেট। বাজি জিতে বারো শিলিং হাতিয়ে নিলো সে। এর মধ্যে মেয়েটির দক্ষিণা দুই শিলিং। আর বিজেতা হিসেবে হাতে থাকলো দশ।

বিয়ারে শেষ চুমুক দেয়ার পর কিছু উৎসাহী জোয়ান পায়ের তাল রেখে একবার গোটা মাঠটা চক্কর দিয়ে আসবার কথা ভাবলো। অন্য সবার মনঃপুত হলো প্রস্তাবটা। ঝটপট সবাই দাঁড়িয়ে পড়লো এবং বন্দুক কাঁধে তুলে নিলো। তিনজনের একেকটি দলে ভাগ হয়ে কুচকাওয়াজের পাল্লা শুরু করলো এবং সাধ্যমতো প্রত্যেকে পায়ের তাল রেখে দৌড়ানোর চেষ্টা করলো। গোলাঘরে ফিরে আসবার পর দেখা গেলো, সবাই লবেজান হয়ে পড়েছে ক্লান্তিতে।

অনেকদিন পরে এরকম চমৎকার একটা সমাবেশ দিবস পালন করলো তারা। সবাই অনুভব করছিলো উৎসবের আমেজ।

জিমস ম্যাকনড গম্ভীর কণ্ঠে বললোঃ 'আমি বাজি রেখে বলতে পারি, গোটা বৃটিশ বাহিনীকে আমরা নতজানু করতে পারবো যদি অমন দক্ষতার সাথে আমরা মার্চ করে এগিয়ে যাই।'

উইভার স্বীকার করলো, সবাই ভালো করেছে কুচকাওয়াজে। মাঠের কোণটা ঘুরে মার্চ করে ওদের আসতে দেখছিলো সে। রিঅল ছাড়া সবাই আসছিলো পায়ে পায়ে তাল মিলিয়ে। সে ছিলো লাইনের পেছনের বেজোড় লোক। সুতরাং, তাকে হিসেবের মধ্যে ধরা যায় না।

শেষ পর্যন্ত জোরকদমে দৌড়াতে দৌড়াতে এসে পৌছলো রিঅল। চোখ দু'টি কিঞ্চিৎ লাল দেখাচ্ছিলো তার। এসেই বললোঃ 'উলফের ওখানকার সেনেকা রেডইন্ডিয়ান দু'টির ব্যাপারে কি ঠিক করলে, উইভার? কেন, ওখানে মার্চ করে গেলেই তো পারি আমরা এবং দেখতে পারি কি করছে ওরা।'

উইভার ভাবলো, দলসুদ্ধ যাওয়া যেতে পারে। উলফের ওখানে গিয়ে ছত্রভংগ হলে রিঅল, গিল এবং তার আর বেশিপথ হাঁটা লাগছে না বাড়ি যেতে। মার্চ করার জন্যে নির্দেশ দিলো সে।

মার্চ করে সামনে অগ্রসর হওয়ার সময় মাথা থেকে টুপি নামিয়ে অভিবাদন জানালো তারা মিসেস কাস্টকে।

www.pathagar.com

৫

গ্রেফতার

দুটি বিচ্ছিন্ন দলে ভাগ হয়ে আলাদা হাঁটাপথ ধরে মিলিশিয়া কোম্পানিটি এগিয়ে গেলো কিংসরোডের দিকে।

প্রচুর হৈ হল্লা এবং হাসাহাসি হচ্ছিলো ওদের মধ্যে।

হল্লার ফাঁকে-ফাঁকে কিছু কথাবার্তাও হয়েছিলো। উলফের ওখানে পৌছে তারা কি করবে, সে বিষয়ে তেমন একটা ধারণা ছিলো না তাদের কারোই। তারা এই যাওয়াটাকে একটা মজার ব্যাপার বলে ধরে নিয়েছিলো। কারণ, তাদের অধিকাংশেরই জীবনে এক-দুই বারের বেশি জায়গাটা দেখা হয়নি।

'উলফ্ তার দোকানে মদ রাখে?' জানতে চেয়েছিলো তারা।

'আমার তো মনে হয় না,' জবাবে বলেছিলো উইভার। 'কসবি চায়নি যে বেশি মদ সে দোকানে জমিয়ে রাখুক। কারণ, রেডইন্ডিয়ানরা ওখানে সবসময় আনাগোনা করে থাকে। কেবল বসন্তকালেই চামড়ার ঝোলায় ভরে মদ আনে ওরা।'

লাঙ্গল চালাবার মতন করে সামনের দিকে ঝুঁকে ধীরেসুস্থে হাঁটছিলো উইভার। সম্ভবত পান ভোজনের ব্যাপারে সে একজন মিতাচারী। সমাবেশ উপলক্ষে হঠাৎ বিয়ার গিলতে হওয়ায় তার মাথাটা ঝিমঝিম করতে শুরু করেছিলো। এদিকে গরমও কম কাহিল করেনি তাকে। এর ওপর ছিলো আবার কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পালনের ধকল। সারাটা পথ অনবরত সে চিন্তা করছিলো, কসবির খামার-কাচারির ওখানে পৌছবার পর কী করতে হবে তাকে। ঠিক এ সময় স্কুল-শিক্ষক জিমস্ ম্যাকনডের মাথায় একটা বড়ো রকমের বুদ্ধি খেলতে শুরু করলো।

সে বললোঃ 'আচ্ছা, রেডইন্ডিয়ান দু'টিকে ওখানে পাওয়া না গেলে কী করতে যাচ্ছি আমরা?'

কেউ কথাটা ভেবে দেখেনি। জিমস বললোঃ 'ভেবে দেখো, টমসনের কোনো লোকজন যদি ওখানে থাকে, তাহলে আমাদের ওপর চড়াও হতে পারে সে।'

'মাসখানেক আগে টমাস তার জমির জংগল কাটার কাজ শেষ করেছে। ওখানে তার লোকজন এখন কেউ নেই,' রিঅল বললো।

www.pathagar.com

ম্যাকনডের স্কুল শিক্ষকসুলভ বোকা বোকা মুখে চমকাতে লাগলো বুদ্ধির আরেকটি আকস্মিক সূর্যরশ্মি। গরীব মানুষ সে। উঞ্ছবৃত্তি করে কোনোমতে ধারণ করে জীবন। কোটের আস্তিনে চোখের ঘাম মুছতে মুছতে বললোঃ 'তাহলে কসবির খামার বাড়ির চারপাশটায় তল্লাশি চালানো যেতে পারে, কি বলো?'

'ওটা চৌর্যবৃত্তি হবে না?' গিল জিজ্ঞেস করলো। ম্যাকনড মাথা ঝাঁকালো। 'না, তা কেন হবে। যুদ্ধের সময় এটা বেআইনী নয়। উপত্যকার ওদিকে তো হরহামেশাই তারা এ রকম তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছে। স্যার জন যখন জংগল পরিষ্কার করে খামার বসালেন তখন জনসন হলে তল্লাশি হয়নি ? কর্নেল ডেটনের রেজিমেন্টে ছিলো ফ্লাট অঞ্চলের কিছু লোক। তারা সোজাসুজি জায়গাটায় গিয়ে হাজির হলো। কিছুই তারা চুরি করে নেয়নি। ক্যাপ্টেন রস ছিলেন তাদের সাথে। তিনি বললেন, এটা বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তি। কোন্ কোন্ জিনিস তিনি নিজের হেফাজতে রাখতে চান, তা তিনি তাদের ঘুরে ঘুরে দেখালেন। হেফাজতে রাখাকে ডাকাতি বলা যায় না।'

ম্যাকনডের কথাবার্তায় তাদের ধারণা হলো, সামরিক চাকুরিতে আছে তারা। একজন নিয়মিত সামরিক অফিসারের নেতৃত্বে একটি নিয়মিত সেনাদল যা যা করে থাকে, হুবহু সেসব কাজই করছিলো তারা। খড় চিবানোর সময় গোরুকে যেমন শান্ত এবং গুরুগম্ভীর দেখায়, কসবির প্রকান্ড খামার বাড়িটায় ঢুকবার সময় সেরকমই দেখাচ্ছিলো তাদের। কথাটা বলেছিলো কাস্ট, ঘটনাটি ঘটবার বেশ পরে। বাড়িটার বিশাল প্রাংগনের চারধারের উদ্যান এবং পার্কগুলিতে বৃটিশ সেনাবাহিনীকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হলেও বোধকরি তাদের চোখে পড়তো না। তবে পরিবর্তে মিসেস উলফকে দেখতে পেলো তারা। শস্যক্ষেত থেকে একটি লাউ নিয়ে কেবল ফিরছিলো মহিলাটি। তার বুকের ওপর দুই বাহুতে ধরা লাউটিকে কোলে রাখা শিশুর মতন দেখাচ্ছিলো।

খামারের আঙিনায় তাদের প্রথম ঢুকতে দেখেই ভয় পেয়ে গিয়ে দৌড়াতে শুরু করেছিলো মিসেস উল্ফ। বয়েস হবে তার পঁয়তাল্লিশ–পঞ্চাশের মাঝামাঝি। মাথার সাদা চুলের অর্ধেকটা ছড়ানো ছিলো কাঁধে। সাদা ঢাউস উকুনের মতো দেখাচ্ছিলো চুলে আটকানো পিনগুলিকে।

কিছুক্ষণ পর সংযত হলো সে এবং দৌড় থামিয়ে সটান হয়ে দাঁড়ালো।

www.pathagar.com

'মিসেস উল্‌ফ, তোমার স্বামী কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো উইভার। তার পেছনে দাঁড়ানো ছিলো মিলিশিয়া কোম্পানির গোটা দলটা।

'জনকে কেন খুঁজছো তোমরা?'

গম্ভীর গলায় উইভার বললোঃ 'আমরা মিলিশিয়া ডিউটিতে আছি। জন কোথায়, বলো?'

'আমরা তো এমন কোনো অপরাধ করিনি,' বিষণ্ণ গলায় বললো মিসেস উল্‌ফ। 'জন ধারে কাছে কোথাও গেছে।'

'তুমি তাকে ভেতরে ডেকে নিয়ে এসো,' বললো উইভার।

মহিলাটি বেশ কিছুক্ষণ তাদের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকলো। গিল লজ্জাবোধ করলো যখন মহিলার চোখোচোখি হলো সে। কাঠের দোকান ঘরটার দিকে পা বাড়ালো মিসেস উল্‌ফ একটা কথাও না বলে। মিলিশিয়ারা অনুসরণ করছিলো তাকে। তাদের সামনে দিয়ে দোকানের বারান্দায় উঠে একটা ছোটো ঘন্টা হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে বাজাতে শুরু করলো সে।

সবাই তারা অধীর হয়ে জন উল্‌ফের জন্যে অপেক্ষা করছিলো।

মুহূর্তের মধ্যেই জন এসে হাজির হলো একটা নেভানো পাইপ হাতে নিয়ে। চোংয়ে তামাক ফুরিয়ে যাওয়ায় নিভে গিয়েছিলো ওটা। স্ত্রীর চেয়ে একবছর কিংবা তার সামান্য কিছু বড়ো হবে সে। কিন্তু গায়ের রং এবং চোয়ালের গড়নটা তার তুলনামূলকভাবে বেশি স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেখাচ্ছিলো।

'কি চাও তোমরা,' জানতে চাইলো জন। তার আচরণে সৌজন্যের কোনো লক্ষণ ছিলো না। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলো মিলিশিয়া দলটি। তাদের সবাইকে আকাট নির্বোধ ভাবলো সে।

'আজ সকালে এখানে যে দু'জন সেনেকা রেডইন্ডিয়ান ছিলো, ওরা কোথায়?'

'এখানে কোনো সেনেকাই ছিলো না।'

লাইনের শেষ মাথা থেকে বাঁশির মতো বেজে উঠলো রিঅলের গলা।

'হ্যাঁ, ছিলো। আমি এবং গিল ওদের দেখেছি। তারা কাঠের চালাটায় জেঁকে বসেছিলো।'

'ও, ওদের কথা বলছো। সেনেকা ছিলো না ওরা। আমি জানি না, ওরা কে।'

www.pathagar.com

'এখানে কি কাজ ছিলো ওদের?'

'গতরাতে ওরা আসে এখানে। ক্ষুধার্ত ছিলো। আমি ওদের গোলাঘরে থাকতে দেই এবং খেতে দিই কিছু। এর আগে কখনো আমি ওদের দেখিনি।'

'তুমি তাহলে স্বীকার করছো, ওরা ওনিডা কিংবা ফোর্ট হান্টার মোহক নয়।'

'আমি কিছুই স্বীকার করছি না। আমি শুধু ওদের সামান্য কিছু খেতে দিয়েছিলাম। এতে কেন তোমাদের পিত্তি জ্বলছে, উইভার?'

'জন!' রুদ্ধশ্বাসে তার হাত টানলো তার স্ত্রী। 'উত্তেজিত হয়ো না, জন।'

'চুপ করো!' ক্রুদ্ধ স্বর তার। 'আমার জায়গায় ঢোকার কি অধিকার আছে ওলন্দাজ ব্যাটাদের?'

'আমরা ডিউটিতে আছি। এসব জায়গায় বিনাকাজে যারা ঘোরাফেরা করে তাদের খোঁজখবর নেয়া আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।'

'তাহলে কেন তোমরা ওদের জিজ্ঞেস করছো না, কি করতে ওরা এখানে এসেছিলো? আমি এ ব্যাপারে কিছু জানি না।'

'তারা কোথায়?'

'খুঁজে বের করো। সকাল নয়টায় এখান থেকে চলে যায় ওরা।'

কী করবে ভেবে না পেয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকলো উইভার। জিমস্ ম্যাকনড তার কাছে এসে ফিসফিসিয়ে কি যেন বলতে লাগলো। উইভার কানে আঙুল দিয়ে ম্যাকনডের কথা শুনবার চেষ্টা করলো।

'হ্যাঁ,' বললো সে। 'তোমরা দুজন দোকানে থাকো। আমরা জায়গাটায় তল্লাশি চালাবো।'

উল্‌ফ বললোঃ 'তোমাদের যা খুশি। কিন্তু বলে রাখি, আমার কোনো জিনিসের যেন ক্ষতি না হয়।'

'আমি প্রথম সোজা তোমার জায়গাটায় গিয়ে ঢুকবো,' বললো উইভার। সে গিল, ম্যাকনড এবং কাস্টকে ডাকলো তার সাথে আসতে। অন্যেরা দোকানটা ঘিরে রাখবে এবং তার ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

দোকানের ভেতর দিকের লম্বা কামরাটার শেষ মাথায় একটা চুল্লি এবং কোনার জায়গাটায় একখানা বিছানা পাতা। একটা দেয়ালের গা ঘেঁষে অনেক ক'টি এবড়ো

www.pathagar.com

খেবড়ো তাক। অন্যটির গা বরাবর দোকানের মালপত্রের একসার সিন্দুক। মেঝের মাঝখানটায় একসাথে লম্বালম্বিভাবে পাতা দুটি বেঞ্চ। বাজে কাঠের তৈরি বেঞ্চ দু'টির পা শক্ত হিকরি কাঠের। ছোটো জানালা দু'টির ছিদ্র গলিয়ে কোনোমতে সূর্যের সামান্য কিছু আলো ঢুকছে কামরায়।

ঘরের পেছনটায় এমন কিছু ছিলো না যেখানে কোনো রেডইন্ডিয়ান লুকিয়ে থাকতে পারে। কাঠের চালাটায় গিয়ে ঢুকলো উইভার। সেখানে দেখতে পাওয়া গেলো এলোমেলোভাবে রাখা মাস খানেকের ব্যবহার্য একগাদা জ্বালানি কাঠ, দুই জোড়া বরফ জুতা, একটি গোঁজ এবং একটি কাঠের মুগুর। 'এখানে কেউ নেই,' বললো উইভার। বাকি তিনজনকে সে সাহায্য করলো কুড়ালের কয়েকটি হাতল, একটি প্রদীপ–তেলের পিপা এবং একজোড়া রাম মদের পিপা তুলে একপাশে সরিয়ে রাখতে। তেলের পিপাটিতে ছিলো চার ইঞ্চির মতো তেল। অন্য সবক'টি ছিলো খালি।

দাঁড়িয়ে থেকে তারা চারদিকে নজর বুলাচ্ছিলো। দোকানের ভেতরটা ছিলো নীরব নিস্তব্ধ। বাইরে দাঁড়ানো লোকগুলির কথাবার্তা মৌমাছির গুনগুন শব্দের মতো তাদের কানে বাজছিলো।

একটা সিন্দুকের ঢাকনা ওঠানোর চেষ্টা করলো জিমস্ ম্যাকনড্।

'এটা তালা লাগানো', বললো সে।

উলফের দিকে তাকালো উইভার।

'চাবির গোছাটা আমাদের দাও, জন।'

'নরকে গেলেও আমি দেবো না।'

'তাহলে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে সিন্দুকগুলি ভেঙ্গে দেখতে হবে আমাদের।'

'ঠিক আছে,' গম্ভীর হয়ে দেঁতো হাসলো উইভার। 'কাজটা তোমাদের জন্যে খুব কঠিন ঠেকবে।'

'কুড়ালটা নিয়ে এসো কাস্ট। ওটা চালাঘরে আছে।'

একখানা কুড়াল নিয়ে ফিরে এলো কাস্ট্।

উল্‌ফ বললো : 'সিন্দুকগুলি নষ্ট করলে তার জন্যে জবাবদিহি করতে হবে তোমাদের। ক্যাপ্টেন ডেমুথের কাছে আমি নালিশ করবো তোমাদের নামে।' ঠোঁটের ওপর হাত রাখলো সে। 'ডেমুথের সাথে কথা হয়েছে আমার। ক্যাপ্টেন বলেছেন,

www.pathagar.com

কোনো কিছুর সাথে না জড়ালে যতোদিন খুশি আমি এখানে থাকতে পারবো। আমি কোনো গোলমালের সাথে জড়িত নই। ক্যাপ্টেন বলেছেন তিনি আমার ব্যাপারে খেয়াল রাখবেন। তোমরা এখন আমার সিন্দুকগুলি ভাংছো এবং এখানে তল্লাশি চালিয়ে বুঝি সে দায়িত্ব পালন করছো।'

উইভারকে পাগলামিতে পেয়ে বসেছিলো।

'হাত চালিয়ে যাও, কাস্ট্। পারলে তালা ভেংগে ফেলো।' হাতুড়ির মতন কুড়ালটাকে ঘোরালো কাস্ট্।

'থামো তুমি। ওগুলির ভেতর কিছু নেই।' মিসেস উল্ফ বললো। 'খামাকা কেনো তুমি তালাগুলি নষ্ট করতে চাইছো।'

'তাদের যাখুশি করতে দাও', বললো উল্ফ।

'না, আমি তা দেবো না। ওগুলির ভেতর কিছুই পাবে না তারা। আমি চাবির গোছাটা তাদের হাতে তুলে দিচ্ছি।'

'হ্যাঁ, চাবি দিলে তো কোনো গোলমালই হয় না।' উইভার বললো।

উলফ তার স্ত্রীর দিকে চোখ কটমট করে তাকালো।কিন্তু মুখে কিছু বললো না। সিন্দুকগুলি খোলার জন্যে মিসেস উলফ তাদের হাতে চাবি তুলে দিলো। রেডইন্ডিয়ানদের সাথে ব্যবসা করার জন্যে রাখা কিছু কম্বল পেলো তারা সিন্দুকে। এছাড়া পেলো কিছু সস্তা দামের ছুরি। কিছু ময়দা। লবণ মাখা কিছু গোমাংশ। শেষের সিন্দুকটায় পেলো দুই বস্তা চামড়া। ওটার ঢাকনা খোলার সময় উগ্র একটা দুর্গন্ধ বেরিয়ে এসেছিলো। 'বন্ধ করো ওটা', উইভার বললো। কাস্ট ঢাকনাটা বন্ধ করার জন্যে হাত বাড়াতেই সন্দেহপ্রবণ ম্যাকনড তড়িঘড়ি চামড়ার বস্তা দু'টি টেনে তুলে বললোঃ 'একবার চেয়ে দেখো এখানটায়।'

দু'টি বারুদের থলে ছিলো সিন্দুকটির তলায়। একেকটিতে ছিলো বিশ পাউন্ড করে বারুদ।

'ওটা আমার নিজস্ব জিনিস,' বললো উলফ্। 'অনেক আগেই এই বারুদ কিনে রেখেছিলাম আমি।'

'এই বারুদ আমাদের নিয়ে যেতে হবে। তবে একটা রসিদ আমি তোমায় দেবো। আমাদের গোটা মিলিশিয়া কোম্পানির জন্যেও এতো বারুদ জমা রাখা নেই।'

'অন্তত পাউন্ড দুই আমার জন্যে রেখে যাও।'

www.pathagar.com

'এদিয়ে তুমি করবেটা কী ?'

'তোমাদের ফালতু সমাবেশ দিবসগুলিতে নষ্ট হওয়ার হাত থেকে ওইটুকু বেঁচে যাবে, তাই।'

'সব দোকানদারকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাদের বারুদ জমা দিতে এবং এ বিষয়ে একটা বিবরণ পেশ করতে।'

'ওটা আমি দেখবো।'

'তুমি বসো', কাস্ট্ বললো। সে উলফের দিকে ঝুঁকলো।

'বসো জন। মিনতি করছি।' ভীরু ভীরু হাতে তাকে ধরলো মিসেস উল্ফ। কোটের আস্তিন দিয়ে তার হাতটি সরিয়ে দিলো জন। অবশ্য মিনিটখানেক পরে বসে পড়লো সে।

এবার দোকানের মাংসের ওপর নজর পড়লো মিলিশিয়াদের। মিসেস উল্ফ চোখ তুলে গিলের দিকে তাকালো।

'সবটুকু তোমরা নিতে পারো না। আমাদের কাছে আর কোনো টাটকা মাংস নেই। আমাদের নিজেদের কিছু দরকার।' তাকে ভীতসন্ত্রস্ত দেখাচ্ছিলো। 'তাদের বলো, আমাদের জন্যে কিছু রেখে যেতে।'

'আমি দুঃখিত', গিল বললো। তার মুখে লজ্জার লালচে আভা। 'জর্জ দলের ভারপ্রাপ্ত অফিসার। সে হলো সার্জেন্ট।'

মহিলাটি একটুখানি দম নিলো। এবং এরপর স্বামীর পাশে গিয়ে বসলো।

ম্যাকনড আবার উইভারের কাছে ঘনিয়ে এসে ফিস্ফিসিয়ে কথা বলতে শুরু করলো। উইভার মাথা ঝাঁকালো। 'তুমি এখানে বসে থাকো, উল্ফ', বললো উইভার। 'টমসনের বাড়িটা আমাদের দেখতে হবে।'

'ওটা হবে তোমাদের বেআইনী অনুপ্রবেশ', উল্ফ বললো।

'তুমি তোমার চরকায় তেল দাও এবং আমরা আমাদেরটা দেখবো।'

মিলিশিয়া দলটার ভেতর বোধকরি একমাত্র গিল এবং উইভারই টমসনের বাড়িটায় জীবনে দু-একবার প্রবেশের সুযোগ পেয়েছিলো। তবে ওদের দু'জনের কেউই দরোজার ডান পাশের ছোটো অফিস ঘরটার ওদিকে পা মাড়াতে পারেনি। প্রতিবেশী হিসেবে মিঃ টমসনকে ওদের কাছে চমৎকার বলেই মনে হয়েছিলো। কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ

www.pathagar.com

ক্রীতদাসদল পরিবেষ্টিত প্রকান্ড বাড়িটা, এর বৈঠকখানার দরোজা গলিয়ে–আসা কলরব এবং ওপরতলা থেকে ভেসে আসা বাদ্যযন্ত্রের টুংটাং শব্দ ওদের মনে ভয়মিশ্রিত বিস্ময় জাগিয়ে তুলতো।

ক্রীতদাস মালিক নয় এরকম যেকোনো শ্বেতাংগকেই হেয় চোখে দেখতো এই কালো লোকগুলি। গিল এবং উইভার তাদের জীবনকালে যেসব দুর্লভ বস্তুর নাগাল পাবে বলে মনে মনে আশা পোষণ করতো, তাদের কাছে এই বাড়িটা ছিলো তার এক চাক্ষুস নিদর্শন। একজোড়া বলদ কেনার ঋণের টাকার ফিকিরে এখানে দু'বার ধর্না দিয়েছিলো উইভার তার বসত জীবনের গোড়ার দিকে। গিল তার শিকার করা একটা বড়ো মর্দা–হরিণ বেচবার জন্যে একবার মাত্র এসেছিলো এই বাড়িতে। জনকয়েক ভদ্রলোক সেবার এ পথ দিয়ে যাওয়ার সময় এখানে কিছুক্ষণের জন্যে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। গিল ওঁদের কাছে তার শিকারের হরিণটা গছাতে আসে।

নদীর মুখোমুখি বিশাল বারান্দায় বন্ধ দরোজা–জানালার ঝিলমিলিগুলির সামনে দাঁড়িয়ে এখন সেই একই বিমূঢ়–বিস্ময় তাদের ছেঁকে ধরেছিলো। একমাত্র জিম্‌স ম্যাকনড ছাড়া দলের অন্যেরাও তাড়িত হচ্ছিলো বিস্ময়াচ্ছন্ন স্তব্ধতায়। এই অল্পশিক্ষিত সাংঘাতিক পরশ্রীকাতর লোকটি প্রস্তুত হলো বাড়ির দরোজা ভাংগার জন্যে। কিন্তু গায়ের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ সত্ত্বেও কপাটের মোটা পাইন কাঠের তক্তাগুলি স্কটিশ শিক্ষকটিকে একটুও আমল দিলো না।

কিন্তু লোকটির ভাবভংগি দলের অন্য সবার মধ্যে নতুন করে জাগিয়ে তুললো ক্ষুধার তাড়না। উল্‌ফের ওখানে লোভনীয় কিছুই পাওয়া যায়নি। দীর্ঘপথ হাঁটার ক্লান্তিতে এবং বিয়ারের নিঃশেষিত আমেজে শরীরের প্রায় সমস্ত কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলো সবাই। যখন নদীর ঘাটে ডকের ওপর পড়ে থাকা একটি ভারী খুঁটির প্রতি জিম্‌স সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো, অমনি আধা–ডজন লোক ছুটলো ওটা তুলে আনবার জন্যে। খুঁটি দিয়ে দরোজার গায়ে সবাই একযোগে ধাক্কা মারতে লাগলো। কিন্তু পাল্লাগুলি সামান্য নড়বারও নাম করলো না। শুধু তাদের আঘাতের শব্দগুলি একটি প্রকান্ড ঢাকের গায়ে মৃদু টোকা লাগার শব্দের মতো একটা ফাঁপা ধ্বনি হয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো সমস্ত নির্জন বাড়িটায়। কিছুক্ষণ থেমে শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে তারা হেঁইও–হেঁইও রবে একত্রে চিৎকার জুড়লো। খুঁটি দিয়ে দরোজার গায়ে আঘাত হানতে লাগলো বার বার। কিন্তু দু–একটা দাগ ছাড়া কিছুই হলো না দরোজার। বরং মনে

www.pathagar.com

হলো, তাদের চিৎকারের সাথে যোগ দিয়ে গোটা বাড়িটা যেন একককণ্ঠে একটি বিদ্রূপ ধ্বনি তুলছিলো।

এই ফাঁকা আওয়াজ গিলের কাছে অসহ্য লাগলো।

'দরোজাটা ভাংতে অনেক সময়ের দরকার,' বললো সে। 'এর চেয়ে বরং একটা জানলা খুললেই তো হয়?'

তার কথা শুনে খুঁটিটা নামিয়ে রাখলো সবাই।

'হ্যাঁ, ঠিকই,' বললো উইভার। 'একটা ভালো দরোজা নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।'

এবার সবাই একযোগে একটা জানলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ছোটো হাতকুড়াল দিয়ে কাটতে শুরু করলো খড়খড়ির খিলগুলি। মিনিট কয়েকের মধ্যেই জানলার পাট আলগা হয়ে পড়লো। একটা কাচের পাতে জোরে তার কুড়ালটা ছুঁড়ে মারলো রিঅল। ঝন্‌ঝন শব্দ তুলে কাচটা ভেঙ্গে পড়লো অন্ধকার কামরাটায়। শার্সি খুলে তারা জনে-জনে জানলা গলিয়ে ঢুকলো ভেতরে।

মিঃ টমসনের অফিস কক্ষ ছিলো এটি। মেঝের ওপর পাতা ছিলো তার ডেস্ক এবং চেয়ারগুলি। একটু দূরে চুল্লিটার ওপর কাগজের কিছু ছাই। চিমনির ঝাঁঝরি দিয়ে ছাইয়ের এই গুঁড়া উড়ে এসে পড়েছে বাতাসে।

'যতোসব বাজে,' বললো কাস্ট্। 'কিছুই নেই এখানে। চলো, অন্যদিকে ঘুরে দেখা যাক্।'

দরোজার গোড়ায় কিছুক্ষণ জটলা পাকালো তারা। শেষ পর্যন্ত তাদের একজন হলঘরটার দিকে পা বাড়ালো। তার চৌকাঠ ডিঙানোর সাথে সাথে অন্যরা হুমড়ি খেয়ে তাকে অনুসরণ করলো।

হলটির বিশালতা এবং অন্ধকার দুই-ই ছিলো আকর্ষণীয়। তাদের নড়াচড়ায় বুটের তলার কাঠের চওড়া পাটাতনে সামান্য ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ জাগলো। কিন্তু আচমকা শব্দটা এমনভাবে চড়চড়িয়ে উঠলো যেন কোনো ভূতুড়ে লোক সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছে। উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তেই তাদের নজরে পড়লো একটা দেয়ালের পেছনে হঠাৎ ভয় খেয়ে আতংকিত চোখে তাকিয়ে আছে একটা ডোরাকাটা বেড়াল। আশ্বস্ত হলো লোকগুলি এবং এর পরেই ভাগ হয়ে গিয়ে ছোটাছুটি করতে লাগলো এককামরা থেকে আরেক কামরায়। গিল এবং উইভার হলঘরটাতেই থাকলো। মাথার ওপরে এবং

www.pathagar.com

পরমুহূর্তেই আবার রান্নাঘরে শোনা গেলো লোকগুলির বুটজুতার আওয়াজ। ওপরতলায় ওদের হাঁটাহাঁটিতে দালানের কার্নিশ বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো অনেক দিন ধরে জমে থাকা কিছু ধুলাবালি।

'মদের ভাঁড়ার ঘরটার সিঁড়ি খুঁজে পাচ্ছি না আমি,' চেঁচালো কাস্ট্।

'কোথায় তুমি?'

'রসুই ঘরে।'

'ডাইনিং রুমের লাগোয়া ছোটো ঘরটায় খুঁজে দেখো,' বললো রিঅল।

গিলের পানে তাকালো উইভার।

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না এখানে আমরা কি করছি, গিল।'

'আমিও বুঝতে পারছি না,' গিল জবাবে বললো।

'আমার মনে হয়, আমাদের একটু ঘুরে দেখা উচিত যাতে জিনিসপত্রগুলির ওপর ওরা বেশি অনাচার না করে।'

'বেশ, আমি ওপরতলায় যাচ্ছি।'

নিচের তলার প্রকান্ড ঘরগুলি থেকে আসলে বেরুতে চেয়েছিলো গিল। কারণ, কালো চেরি কাঠের চোখজুড়ানো ডাইনিং রুম টেবিল এবং দামি মোলায়েম চেয়ারগুলি তাকে উদ্বেগগ্রস্ত করে তুলেছিলো। লানার পসন্দ হবে এ রকম চমৎকার জমকালো জিনিসই ওর জন্যে পাওয়ার আশা করে আসছিলো সে। কিন্তু ঘরের অন্ধকারের মধ্যেও সে দেখে আঁচ করতে পারলো, ইচ্ছাটা করলেই কোনো মানুষ কাগজে মোড়া দেয়ালের পাশে এধরনের অপূর্ব বস্তুর মালিক হতে পারে না।

হলঘরের বিদেশী কাবার্ডটি, এর ভেতরে রাখা মোমের মূর্তিগুলি এবং মেঝেতে পাতা সবুজ কার্পেটটির নরোম স্পর্শও একইধরনের অস্বস্তি দিচ্ছিলো গিলকে। কাবার্ডটি হল্যান্ডের আর ছোটো সাইজের হলেও এর ভেতরকার মূর্তিগুলিকে আধা মানুষের মতন দেখাচ্ছিলো। সিঁড়ির নিরেট কাঠের থাকে পা রাখবার পরই কেবল সে অনেকটা নিজের মধ্যে ফিরে আসে। এমনকি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়েও তার কাছে কেমন যেন অচেনা ঠেকতে লাগলো মিলিশিয়াদের গলার আওয়াজ। মনে হলো, তারা যেন ইতি টেনে দিয়েছে একটি জীবনের। এবং নিস্পন্দ বাড়িটা বুঝিবা খান্-খান্ হয়ে লুটিয়ে পড়তে পারতো তার সম্ভ্রম নিয়ে।

www.pathagar.com

দোতলায় হলঘরের সাথেই কয়েকটি খোলা বেডরুম। বড়ো বড়ো পালংকগুলি পড়ে আছে গোটানো অবস্থায়। এগুলিকে অমন অগোছালো রেখেই চলে গেছে টমসন্‌রা। দেখে অকারণে রাগ হলো গিলের। যেন মিলিশিয়াদের অনধিকার প্রবেশের কথা ভেবেই এ বাড়িতে বসবাসের চিন্তা পরিহার করেছে ওরা। তিনতলায় যারা ঘোরাফেরা করছিলো এ রকম মর্মপীড়া তাদের মনের ধারে কাছেও ছিলো না।

তাদের একজনের হাতে ধরা ছিলো একটা হাল্কা ড্রেসিং গাউন। 'হয়তো কোনো পুরুষ কিংবা মহিলা এটা পরতো, কি বলো?' জিজ্ঞেস করছিলো সে।

লোকটার হাতে আলতোভাবে ঝুলছিলো গাউনটার আস্তিনের লেসের ঝালর । তার নোংরা আঙুলগুলির কদাকার ছাপ বসে গিয়েছিলো রেশমের বুনটে।

'ওরা সত্যি কী পরতো তা তুমি বলতে পারবে না,' চাপা কণ্ঠে বললো আরেকজন।

ঠিক ওই সময়ে পালংকের তলা থেকে একটা চিলমচি টেনে নিয়ে এসে ক্রিশ্চিয়ান রিঅল বললোঃ 'এটার দিকে তাকাও, ভ্যান স্লিক্‌। কেমন গিল্‌টি বসানো, দেখছো।'

অনাগ্রহী দৃষ্টিতে হাতের গাউনটার দিকে তাকালো ভ্যান স্লিক। 'সত্যি, চমৎকার জিনিস এটা,' নরোম স্বর তার গলায়। ড্রেসিং গাউনটা সে ফেলে দিলো। 'এরকম একটা ভালো জিনিস পেলে আমি আরামবোধ করার সুযোগ পেতাম।'

মূত্রাধারটির ওপর ঝুঁকে পড়লো রিঅল। 'হাতের নাগালে রাখা যাবে এটা। শীতের সময় বাইরে প্রস্রাব করতে গিয়ে হাতপায়ে হাজা হয় আমার স্ত্রীর।' বললো সে।

দোকানে সাজিয়ে রাখা রকমারি জিনিস যাচাই করে দেখবার সময় লোকেরা যেমন দিশেহারা হয়ে পড়ে, মিলিশিয়াদের অবস্থাটাও ঠিক সেরকম হয়েছিলো। ঘুরতে ঘুরতে পরের কামারাটায় গিয়ে ঢুকলো গিল। একটা ছোটো বিছানা এবং কোণের দিকে দাঁড়ানো কালো কাঠের একটা বড়ো খুপরি ছাড়া আকর্ষণ করবার মতো তেমন কিছুই ছিলো না কামরাটায়। খুপরিটার ভেতর কী আছে তা দেখবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠলো গিল।

সবকিছুই ওখানে শূন্য ঠন্‌ঠন্‌ করছিলো। শুধু এককোণে পড়েছিলো সিল্কের একটা টুকরা। বোধকরি কেউ ওটা মাথায় বাঁধতো। উজ্জ্বল সবুজের জমিনে সাদা রংয়ের ছোটো ছোটো পাখির ছাপ আঁকা। লানার মাথার কালো চুলে জিনিসটা কেমন দেখাবে, হঠাৎ কথাটা ভাবতেই অনেকটা যন্ত্রচালিতের মতো হাত বাড়িয়ে ওটা তুলে নিলো গিল। তাকিয়ে দেখলো, সে ছাড়া আশপাশে আর কেউ নেই। জিনিসটা ওভাবে লুকিয়ে

www.pathagar.com

তুলে নেয়ায় নিজেকে একবার চোর মনে হলো তার। কিন্তু ওটার আসলে কোনো মূল্য নেই ভেবে পরমুহূর্তেই আশ্বস্তবোধ করলো মনে মনে। তা ছাড়া বাড়ি থেকে বেরুবার সময় সে লানাকে কথা দিয়ে এসেছিলো, কিছু একটা নিয়ে যাবে ওর জন্যে। বিয়ের পর লানাকে ছেড়ে এতোখানি দূরে কোথাও সে আর আসেনি। অনিবার্যভাবেই সিল্কের রুমালটা তার পকেটে ঢুকে গেলো।

চারপাশে আবার চোখ বুলিয়ে নিলো সে। কিছু একটা তার করা দরকার, হঠাৎ অমন একটা কর্তব্যবোধে পেয়ে বসলো তাকে।

কামরাটার কোণে দরোজার পেছন দিকে দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা ছিলো একটা মই। ওটা প্রথমে তার চোখে পড়েনি। এখনো পড়তো না যদি খড়খড়ি গলিয়ে আশা ক্ষীণ আলোটুকু মইয়ের ধুলামাখা ধাপগুলির ওপর পড়ে তার দৃষ্টিকে বাধা না দিতো।

প্রথমে গিল ভেবেছিলো,বাড়িতে নিশ্চয় ইঁদুর থাকবে। কিন্তু ইঁদুররা কেন দেয়াল বেয়ে চিলেকোঠায় যাবে তা সে ভেবে পেলো না। ব্যাপারটা খতিয়ে দেখবে বলে স্থির করলো সে।

চিলেকোঠায় যাওয়ার জন্যে ছাদের একটা দরজা খুলতে হলো তাকে। বাড়ির ভেতরের কামরাগুলির তুলনায় বলতে গেলে সামান্য অন্ধকারই ছিলো ছাদে। বেশ স্বচ্ছন্দে দেখতে পারছিলো গিল। ছাদের মেঝে থেকে পাশাপাশি উঠে এসেছে দ'টি মূল চিমনি। আকাশমুখো হওয়ার সময় জোড়াগাছের গুঁড়ির মতো এই যুগল চিমনি বাইরের দিকে সামান্য কাত হয়ে সৃষ্টি করেছে একটি কোণ। মাঝখানে পাতা একটি শয্যা। চিলেকোঠায় আর কিছুই ছিলো না। ভেতরে ঢুকবার আগে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে অনেক্ষণ ধরে চোখ তুলে ধরে দেখছিলো সে।

নিরাপদ দূরত্ব থেকে চিমনি দুটি প্রদক্ষিণ করলো গিল। দ'টিরই বাইরের ধারগুলিতে জমাট বেঁধেছিলো ধুলার স্তর। বোধকরি কারো নজর সেদিকে যায়নি। কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, অতি সম্প্রতি কোন একটি লোক ছাদের দরোজা দিয়ে চিলেকোঠায় ঢুকেছে এবং শয্যাটি ব্যবহার করেছে। লোকটির পায়ের ছাপ দেখেই ব্যাপারটা আঁচ করতে পারা যায়। কিন্তু পায়ের ওই দাগগুলি চোখে না পড়লেও গিলের বুঝতে কষ্ট হতো না। কারণ, ঘরটায় তামাকের হাল্কা একটা গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছিলো। বিছানার কম্বলগুলির গন্ধ পরখ করবার জন্যে নাকটা মেলে ধরলো গিল এবং ঘনঘন শ্বাস টানতে লাগলো।

www.pathagar.com

না, কোন রেডইন্ডিয়ানের ছোঁয়া ওতে নেই। যদি থাকতো তাহলে বিছানা থেকে বেরুতো একটা তেল-তেল আঁশটে মিষ্টি গন্ধ। বোঝা গেলো, গন্ধটা কোনো শ্বেতাংগের। বিছানায় বসলো গিল।

লোকটা যেই হোক নিশ্চয়ই সে নিচের তলায় রান্নাবান্না করতো। কিংবা উলফের দোকান থেকে খাবার এনে খেতো। বিছানাটার চেহারা দেখেই এটা আঁচ করতে পারা যাচ্ছিলো। আর এও বোঝা যাচ্ছিলো, কেবল রাতেই লোকটা চুল্লিটা ব্যবহার করতো। নইলে ধোঁয়ার জন্যে এখানে টিকতে পারতো না সে।

কী খুঁজছে সে বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়েই কোঠাটার চারপাশটা খুঁটে-খুঁটে দেখতে লাগলো গিল। পাইপের পুরানো তামাকের গুঁড়া এবং কাগজের কিছু টুকরা ছাড়া কিছুই তার চোখে পড়লো না। কাগজের টুকরাগুলিতে লেখার কোনো চিহ্ন ছিল না। উঠে দাঁড়ালো সে এবং পায়চারি শুরু করলো। পেছনে ঘুরে আসতেই নজরে পড়লো, ছাদের দিকে যেখানটায় চিমনি দু'টি ঢালু হয়ে উঠেছে সেখানে চক্রাকারে ইট বসিয়ে কয়েকটি ছোট ছোট তাক বানানো হয়েছে। বিছানায় ফিরে গিয়ে সে একটা তাকের ওপর উঠে দাঁড়ালো। একটা চিমনিতে একখণ্ড কালো কাপড় ঝুলতে দেখলো সে। হাত বাড়িয়ে কোনো মতে ওটার নাগাল পাওয়া গেলো।

প্রথমে বোঝা গেলো না জিনিসটা কী। কিন্তু আঙুলে পেঁচিয়ে কাপড়ের খণ্ডটাকে তুলে ধরতেই বোধকরি কোনো এক বিস্ময়কর কারণে মনটা তার চলে গেলো তার বিয়ের দিনের স্মৃতিচারণে। কেমন করে তারা ফক্সমিল ছেড়ে এলো, আসবার সময় সারাটা পথ কেন সে লানার মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রাখতে পারছিলো না এবং বিলি রোজের সরাইখানায় ওঠার সময় লানাকে কেমন সুন্দর আর লজ্জারুণ দেখাচ্ছিলো-সব কথাই তার মনে পড়লো স্পষ্ট। একচোখ কানা লোকটার জন্যে সরাইখানার টেবিলে একান্তে বসে কথা বলতে পারছিলো না তারা। লোকটা কেমন রুক্ষভাষায় কথা বলছিলো কন্টিনেন্টাল সরকারের বিরুদ্ধে।

দম বন্ধ করে ভাবতে লাগলো গিল। হঠাৎ কী যেন পেয়েছে এমন একটা ভাব করে শ্বাস ছাড়লো সে। কালো কাপড়ের টুকরাটা নিশ্চয় অন্ধ চোখের জন্যেই।

ছাদের দরোজাটার ভেতর থেকে শোনা গেলো জর্জ উইভারের সাদামাটা গলার আওয়াজ।

'তুমি কি ওখানটায়, গিল?'

www.pathagar.com

'হ্যাঁ। এদিকে এসো, জর্জ।'

গোঁ–গোঁ শব্দ করে মইটায় চাপলো জর্জ। তার শরীরের ভারে কাঁপছিলো মইটা। চিলেকোঠায় ঢুকে চারপাশটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলো সে এবং গিলের কথা শুনবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। গিল তার অনুসন্ধানের ব্যাপারটা খুলে বললো তাকে।

'তুমি ঠিকই ধরতে পেরেছো, গিল।'

'লোকটার নাম ছিলো ক্যান্ডওয়েল।'

'হ্যাঁ। কিন্তু সে এখন এখানে নেই।'

জিম্‌স ম্যাকনড মই বেয়ে এসে হাজির হলো। অবিলম্বে তার মাথায় খেললো একরাশ বুদ্ধি।

'হারকিমারের ঘোড়সওয়ার রক্ষীরা যেসব গোয়েন্দাকে সবসময় পিছু তাড়িয়ে ফিরছে, নিশ্চয়ই লোকটা তাদের একজন,' বললো ম্যাকনড। 'প্রচুর খবর ফাঁস হচ্ছে আজকাল।' কাপড়ের টুকরাটা সে হাতে তুলে নিলো। 'হতে পারে মোটেও অন্ধ নয় লোকটা।'

'কেন তাহলে সে এটা পরতো?'

'যাতে কেউ জিজ্ঞেস না করেই বুঝতে পারে তার একচোখ কানা। ওই গোয়েন্দাদের দলে খারাপ চোখওয়ালা বেশ কিছু লোক আছে। এবং পঙ্গু হাতওয়ালা আছে একজন। এদের কাউকেই ধরতে পারেনি হারকিমার।'

জর্জ উইভার বললোঃ 'এ সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই। তোমাদের বাদ–বাকি লোকেরা কোথায়?'

'রিঅল নিচের তলায় মদের ভাঁড়ারে আছে। দরোজা ভেঙ্গে ঘরটায় ঢুকেছে তারা। ভালো কিছু জিন্ তারা খুঁজে পেতে পেয়েছে। ডাইনিং রুমে ওটা আনা হয়েছে। দরোজা ভাঙ্গার জন্যে দু'একটা চেয়ারও ব্যবহার করতে হয়েছে তাদের।' কালো কাপড়ের টুকরাটা মেলে ধরলো সে। 'এ–ব্যাপারটা নিয়ে কি করতে যাচ্ছো তোমরা?'

'আমি জানি না। জিনিসপত্র ভাঙ্গা তাদের উচিত হয়নি। এ নিয়ে ফ্যাসাদ হতে পারে।' বললো উইভার।

'শোনো,' ম্যাকনড বললো। 'আমরা সবাই কিন্তু ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়বো। এখানে এমন একটি লোক নেই এবাড়ি থেকে যে কিছু হাতিয়ে নেয়নি–কেবল আমি, তুমি

www.pathagar.com

এবং গিল ছাড়া।' ম্যাকনডও কিছু জিনিস বগলদাবা করেছে। কিন্তু জিনিসগুলি কী তা মনে করতে পারছিলো না গিল। ম্যাকনডকে বেশ পরিতৃপ্ত মনে হচ্ছিলো।

'কিন্তু,' ম্যাকনড আবার বলতে শুরু করলো, 'দেখে বোঝা যাচ্ছে, আইন বিরোধী লোকেরা এই বাড়িটা ব্যবহার করতো?'

উইভার বললোঃ 'ছেলেরা যাতে আরো ক্ষয়ক্ষতি করতে না পারে তার জন্যে আগেই আমাকে এখান থেকে উঠতে হবে।'

গিল বললোঃ 'ওই একচোখ অন্ধ লোকটা নিশ্চয়ই উল্‌ফের ওখানে তার খাওয়ার বন্দোবস্ত করে থাকবে।' গিল চাইছিলো না এ নিয়ে সে নিজে একটা ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়ুক।

'তুমি কেমন করে বুঝলে?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো ম্যাকনড।

'কারণ, দিনের বেলা সে এখানে চুল্লি ব্যবহার করতে পারতো না।'

'না,' বললো স্কুল মাস্টার ম্যাকনড। 'সে উল্‌ফের কাছে গিয়ে থাকবে। চুল্লিটার দিকে তাকালেই বিষয়টা সহজে বলতে পারা যায়। এদিকে তাকাও, জর্জ। ছেলেরা এখন কি করছে সে নিয়ে তোমার দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে। এখানকার বেআইনী কাজকর্মের প্রমাণ তোমার হাতের কাছেই আছে। যদি তুমি দ্যাখো যে রান্না করার কাজে এ বাড়ি ব্যবহার করতো না লোকটা, তা হলে উল্‌ফকে তুমি গ্রেফতার করতে পারো। এতে তুমি বিপদের হাত থেকে বেঁচে যাবে।'

উইভার বললোঃ 'আমি জন উল্‌ফকে বিপদের মধ্যে জড়াতে চাই না।'

'কী বলছো তুমি!' ম্যাকনড বললো। 'সে কী বিশ্বাসঘাতক নয়?'

'সে সম্পর্কে কিছুই জানি না আমি।'

'শোনো, বিপদ থেকে তোমার নিজেকে রক্ষার জন্যে কাজটা তুমি করো। বলছি, এতে ভালো হবে তোমার।'

নিচের তলায় এসে তারা দেখলো, চুল্লিটা সত্যি ব্যবহার করা হয়নি। ডাইনিং রুমে মিলিশিয়া ছেলেগুলিকে তারা দেখলো ভাঙা চেয়ারগুলি দিয়ে আগুন ধরাতে। চিনেমাটির নীল রংয়ের কাপে করে জিন পান করছিলো তারা। কাপগুলি নাড়াচাড়া করছিলো বেশ সতর্কতার সঙ্গে। উইভার তাদের ওপর গরম হলো।

www.pathagar.com

'এই ছেলেরা, সুস্থির এবং সংযত হয়ে এখান থেকে তোমাদের বের হওয়া দরকার। আমরা জন উল্‌ফকে গ্রেফতার করতে যাচ্ছি।'

'কেন, কী অভিযোগে?' তারা জানতে চাইলো।

'রাজার পক্ষের লোকজনকে লুকিয়ে রাখার অভিযোগে।'

'চুলোয় যাক সব! ওকে একা থাকতে দাও।'

'ওঠো তোমরা,' উইভার বললো। 'ইচ্ছা করলে জিন সাথে নিয়ে আসতে পারো।'

মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাদের বের করে আনলো উইভার। এবং বারান্দায় নিয়ে এসে লাইন বেঁধে দাঁড় করালো। ওখান থেকে উল্‌ফের বাড়ির পেছন দিকটা তারা দেখতে পাচ্ছিলো। মিঃ ও মিসেস উল্‌ফ দরোজা থেকে ফিরতে শুরু করেছিলো হন্তদন্ত হয়ে।

'মাই গড্,' বললো উইভার। 'কখনো ভাবতে পারিনি, ওদিকে আমার চোখ যাবে।'

দৌড়াতে শুরু করলো সে। অন্য সবাই পিছু পিছু ছুটলো তার সাথে। রিঅল ছিলো দলের একেবারে পেছনে। জিন যাতে উপছে পড়ে না যায় তার জন্যে মূত্রাধারটা দুই হাতে ধরে এগোচ্ছিলো সে।

ওদের দেখে মিসেস উল্‌ফ অনুচ্চস্বরে একবার চেঁচিয়ে উঠলো। কিন্তু বিষণ্ন দেখালেও নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলো তার স্বামী।

'কাকে তুমি এখানে লুকিয়ে রেখেছো?' উইভার জানতে চাইলো।

'কাউকেই না। আমার স্ত্রী অসুস্থবোধ করছিলো। তাকে নিয়ে আমি বাইরে যাচ্ছিলাম।'

'তুমি কি শপথ করে কথাটা বলতে পারবে?'

'মাই গড্!' মুখ ফিরিয়ে বললো উল্‌ফ।

'জন উল্‌ফ, শোনো।' বললো উইভার। যুতসই শব্দ খুঁজবার জন্যে মুখে কথা আটকে যাচ্ছিলো তার। 'তোমাকে গ্রেফতার করতে যাচ্ছি আমি।'

'ও যীশু, জন!' বললো মিসেস উল্‌ফ।

মিলিশিয়া কোম্পানির সাথে উইভারকে ফিরে যেতে হয়েছিলো। তবে উলফের ওখানেই গিল এবং রিঅলকে ছেড়ে দিলো সে। বাড়ি ফেরার পথে মদের নেশার কারণে সামান্য অসুবিধা হয়েছিলো রিঅলের। জিনটুকু পথেই খোয়া গিয়েছিলো তার। কিন্তু

www.pathagar.com

বিদায় নিয়ে আসবার সময় তাকে বলতে শোনা যায়, এরকম সেরা সমাবেশ নাকি আর কখনো হয়নি।

লানাকে আনবার জন্যে উইভারদের বাড়িতে থামতে হয়েছিলো গিলকে। মিসেস উইভারকে সে খবরটা পৌঁছে দিলো। বললো, 'হারকিমারের ওখানে উলফকে নিয়ে গিয়েছে জর্জ।'

খবরটা তেমন বিচলিত করেনি এমা উইভারকে। 'বোধকরি, সন্ধ্যার পরেই ফিরে আসবে জর্জ,' বললো সে। 'তবে জন উলফের কথা শুনে কষ্ট হচ্ছে আমার। তাকে নিয়ে কি করবে ওরা, গিল?'

'আমি বলতে পারবো না, মিসেস উইভার। আচ্ছা, লানা কোথায়?'

'সে ঘন্টাখানেক আগে বাড়ি ফিরে গেছে তোমার রাতের খাবার তৈরি করতে।'

শুনে রেগে গেলো গিল। 'আমার না-ফেরা পর্যন্ত ওকে আমি এখানটায় অপেক্ষা করতে বলেছিলাম।'

'বাড়ি গিয়ে ওর সাথে কিন্তু ঝগড়াঝাটি করো না, গিল। ও বলেছিলো, তুমি ক্লান্ত হয়ে ফিরবে এবং এতক্ষণ ধরে তোমার অভুক্ত থাকা ঠিক হবে না। সত্যি বড়ো লক্ষ্মী মেয়ে লানা।'

'আমি ওকে একা ছাড়তে পসন্দ করি না।'

মিসেস উইভার মুচকে হাসলো।

'তোমরা সব পুরুষেরাই ভাবো, কোনো মেয়ে তার নিজের দায়িত্ব নিতে পারে না। কী, ঠিক কিনা? শোনো, আমরা মেয়েরা কিন্তু মোটেও এতো দুর্বল নই। তুমি ভাবছো, লানা যেমন হাল্কা পাতলা তেমনি আবার সুন্দরীও। ওকে ছোঁবার সময় তোমার মনে হয়, ঘাসের ডগার মতন ও বুঝি নুইয়ে পড়বে। এবং যে কোনো লোক তোমার ওই কুঁড়ে ঘরটায় ওর নাগাল পেতে পারে এই ভাবনায় তুমি ওখানে ওকে একা রাখতে চাইছো না। কথাটা চিন্তাও করতে পারো না তুমি। তাই না? শোনো সাহেব, এমন অনেক মেয়ে আছে যারা অন্য লোকের হাতে পড়ে মরণের চাইতে নিজের স্বামীর পাশে থেকে আমরণ হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে চাইবে।'

উইভারদের ওখান থেকে ফিরবার সময় গিলের মনে হচ্ছিলো যেন কতো দূরে তার নিজের বাড়ি। কুঁড়েঘরটা দৃষ্টির সামনে পড়তেই সে প্রায় দৌড়াতে শুরু করেছিলো। এই প্রথম জায়গাটাকে কেমন যেন নীরবনিথর বলে মনে হলো তার। ছোটো ঘরটা, কাটা

www.pathagar.com

গাছের গুঁড়ির সারি, ভুট্টার খড়ের গাদা এবং জলাশয় সবকিছু তার কাছে ঝাপসা-ঝাপসা ঠেকলো।

৬
নীলপিঠ

দরোজাটা খোলার সময় লানা বসেছিলো উনুনের সামনে। বেশ গনগনে হয়ে জ্বলতে শুরু করেছিলো তখন আগুন। হাসিমুখে উঠে ও গিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। চোখে ওর স্বাগত আমন্ত্রণ।

'তুমি বাড়ি ফিরেছো দেখে কী যে খুশি লাগছে আমার, গিল।'

'আমার জন্যে কষ্ট হয়েছে তোমার?'

'হ্যাঁ, কিছুটা।'

'এদিকে এসো।'

ঝোলমাখা চামচটা তখনো ধরা ছিলো লানার হাতে।

'তুমি বুঝি বকবে আমায়?'

'এসো না এদিকে।'

অনুগত বালিকার মতো তার কাছে গেলো লানা।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে সিল্কের সবুজ রুমালটা বের করলো গিল এবং ওর গলায় বেঁধে দিলো।

'তোমার মাথার চুল ছেঁটে পরিপাটি করে দেয়া উচিত ছিলো আমার।'

'কী সুন্দর এটি, নয়? কোথায় তুমি এটা পেয়েছো, গিল?'

'আমাদের মিলিশিয়া কোম্পানি কসবি'র জায়গা পর্যন্ত গিয়েছিলো মার্চ করে। দরোজা ভেঙ্গে টমসনের বাড়িতে ঢুকতে হয়েছিলো আমাদের। বাড়িটা ফেলে রেখে যাওয়ার সময় টমসন পরিবারের কেউ রুমালটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো। বোধকরি এটা তার আর ভালো লাগেনি।' কথাটা লানাকে বলবার সময় মুখটা তার লজ্জায় লালচে হয়ে উঠেছিলো।

www.pathagar.com

'উপহার দেবার মতো কোনো জিনিসই নয় এটা। যখন রুমালটা আমি ভালো করে দেখলাম কেবল তখুনি হঠাৎ মনে হলো, তোমার মাথায় এটা না জানি কতো সুন্দর দেখাবে।'

'অমন একটা সুন্দর জিনিস তুমি ফেলে আসতে চেয়েছিলে। আমি কখনো পারতাম না। উত্তর মেরু পর্যন্ত খালি গায়ে দৌড়াতে হলেও আমি তা পারতাম না। সত্যি এটা চোখে ধরবার মতন জিনিস, গিল।'

রুমালটা ব্যবহার করতে কোনোরকম অস্বস্তি কিংবা আত্মগ্লানিবোধ করলো না লানা।

'ওই পাখিগুলির দিকে, ছোটো ছোটো সাদা পাখিগুলির দিকে তাকাও। চোখ তুলে একবার চেয়ে দ্যাখো। জানো, এই পাখিগুলি কী?'

'না।'

এগুলি ময়ূর।'

'তাই নাকি!' বিস্ময় প্রকাশ করলো গিল। সিল্কের টুকরাটা এনে ভালোই করেছে বলে মনে হলো তার। দরোজার মাথায় বন্দুকটা ঝুলিয়ে রাখলো সে এবং কুড়ালটা খুলে রাখলো হাতল থেকে।

'রাতের খাবার কি তৈরি হয়েছে তোমার?'

'এই হলো বলে। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, তুমি বেশ ক্ষুধার্ত। তুমি টুলটায় বসো এবং বলো সারাদিন কি করেছিলে?'

সবকিছু ওকে খুলে বললো গিল। পথে কেমন করে রেডইন্ডিয়ানদের সাথে দেখা হলো, সমাবেশ অনুষ্ঠানটা কিভাবে তারা সম্পন্ন করলো, ফেরার পথে চিলেকোঠার জায়গাটা কেমন করে খুঁজে বের করলো এবং একচোখ অন্ধ লোকটার ব্যবহার করা কালো কাপড়ের খন্ডটা কখন দেখতে পেলো ইত্যাকার সব কথাই সবিস্তারে বর্ণনা করলো সে লানার কাছে।

তার শেষ কথাটা শুনে ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো লানার মুখখানা।

'কী বলছো, গিল লোকটা যদি সেখানে থাকতো৮হয়তো সে খুন করে ফেলতো তোমাকে।'

www.pathagar.com

'কিছুতেই সে গুলী করবার সাহস পেতো না। কারণ, আমাদের দলের অন্য সবাই ছিলো নিচের তলায়। তাছাড়া, আমার ওপর চড়াও হওয়ার সুযোগই আমি দিতাম না তাকে।'

'সরাইখানায় ওই লোকটার চেহারা দেখেই আমার মনে ভয় ধরে গিয়েছিলো। কেমন বিদঘুটে দেখাচ্ছিলো লোকটার মুখ। শুধু অন্ধ চোখটাই নয়, তার চালচলন এবং গোটা চেহারাটাই ছিলো কুৎসিত।'

গম্ভীর হয়ে উঠলো গিল

'আচ্ছা ধরো, যখন তুমি একা বাড়ি ফিরছিলে তখন যদি ওকে এখানে দেখতে পেতে তুমি?'

'ওই লোকটাকে কী বলতে চাইছো তুমি? এখানে কী মতলবে সে আসতো?'

'আমি ঠিক বলতে পারবো না। তবে ফোর্ট স্ট্যানউইক্স ছাড়া উপত্যকার এতোখানি পশ্চিমে এটাই একমাত্র বাড়ি।'

গম্ভীরকণ্ঠে সে বললোঃ 'দ্যাখো লানা, এর জন্যেই আমি উইভারদের ওখানে অপেক্ষা করতে বলেছিলাম তোমায়।'

'ব্যাপারটা আমি অতোখানি তলিয়ে দেখিনি। এরপরে কখনো আর তোমার অবাধ্য হবো না আমি, গিল। সত্যি এটা ভয়ের কথা।'

উনুনের কাছে ফিরে গিয়ে রান্নায় মনোযোগ দিলো ও। টুলে চেপে বসে ওকে দেখতে লাগলো গিল। এক মাসের বেশি হলো ওদের দুজনার বিয়ে হয়েছে। কিন্তু এখনো ওকে দেখে একরত্তি একটা বালিকা বলেই মনে হবে। হঠাৎ ওর মুখের উপর নজর পড়তেই বোঝা গেলো, ভয় পেয়েছে ও।

'এই মুহূর্তে ওর মতন একটা লোক পাশের জংগলেও লুকিয়ে থাকতে পারে। দরোজায় এসে হানা দেয়ার আগে কেমন করে তুমি এবং আমি তা টের পাবো? এবং এরপর কিছু ঘটলে আমাদের আর আর করবার থাকবে না।'

'দোহাই তোমার!' বললো গিল। 'অমন করে তোমার ঘাবড়ানো উচিত নয়, লানা। আমরা একটা লোককে গ্রেফতার করেছি বলেই ভয়ে চুপসে যাবে, এর কোনো মানে হয়না।'

'উল্ফকে নিয়ে কি করবে ওরা?'

www.pathagar.com

'আমি ঠিক বলতে পারবো না।

'ওর স্ত্রীর জন্যে আমার দুঃখ হয়। বোধ করি ওর জায়গায় তুমি হলে অমন করেই তোমার জন্যে ভাবতো মহিলা। আর তোমার জায়গায় ও হলে আমাকে অমন করে ভাবতে হতো ওর জন্যে।'

'আমি ওভাবে ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখিনি। আমার মনে হয়, স্বামীর জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে আছে মহিলা। তাকে ভীষণ ভয়ার্ত দেখাচ্ছিলো।'

'আর টমসনের লোকজনের কথাও ভাবো। তারা নিশ্চয়ই উন্মাদ হয়ে উঠবে যখন তারা জানাবে কারা তাদের বাড়ি ভেঙ্গে লুটপাট করেছে। আমাকে এই সিল্কের টুকরাটা পরতে দেখলেও তারা আমাদের ওপর একইভাবে ক্ষিপ্ত হবে।'

'তোমার এটা পরবার দরকার নেই, লানা।'

'নিশ্চয়ই আমি পরবো। কোনো কিছুর আমি পরোয়া করি না। যখন আমি নিশ্চিত হয়ে ভাবছিলাম তুমি সারাদিন আমায় ভুলে থাকবে, তখন সিল্কের এ টুকরাটা দেখেই তো তুমি আমার কথা ভাবছিলে।'

আড়চোখে তাকিয়ে ঠোঁটের কোণে হাসলো লানা। এবং প্রায় সংগে সংগে শরীরটাকে বিচিত্র ভংগিতে দুলিয়ে উদ্ব্যস্ত হয়ে দাঁড়ালো নিজের আসন থেকে। ওর ওঠা এবং শরীর নাড়ানোর এ ভংগিটা ভালো লাগে গিলের।

'কাঁটা এবং চামচগুলি তুমি টেবিলের ওপর রাখতে পারো, সাহেব,' গিলকে হুকুম করলো ও।

মুখোমুখি বসে ওরা আহার করলো। লানার পিঠটা ছিলো দরোজার দিকে। খাওয়াটা শেষ হওয়ার আগের মুহূর্তে হঠাৎ নিঃশব্দে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো গিল। এবং দরোজার মুখে গিয়ে মাথা বাড়িয়ে কী যেন দেখতে লাগলো। তার একটা হাত ছিলো দরোজার বাজুর ওপর রাখা।

'কী দেখছো, গিল?'

'কে যেন আসছে এদিকে।'

ঘেসো মাঠটার শেষ মাথায় নড়াচড়া করছিলো মাদী ঘোড়াটা। গিলের চোখ ওটার ওপর গিয়ে পড়েছিলো। কখনো মাথা ওপর দিকে তুলে, কখনো নিচে নামিয়ে ঝাঁকাচ্ছিলো জন্তুটা। মাঝেমধ্যে নেকোধ্বনি তুলছিলো। অতো দূর থেকে শব্দটা শুনতে

www.pathagar.com

পাচ্ছিলো না গিল। এরপরেই নদীর ধারের জংগলটার কিনারে একটা লোকের ছায়া দেখা গেলো। কিন্তু প্রায় সংগে সংগেই অদৃশ্য হয়ে যাওয়ায় গিলের পক্ষে বোঝা কঠিন ছিলো লোকটা কে এবং তার উদ্দেশ্যই-বা কী। চুম্বক যেমন সুঁচকে আকর্ষণ করে সে-রকম ঘোড়ার নাকটা অনবরত এদিক ওদিক নড়ে লোকটার অবস্থান নির্দেশ করলো। সে আঙিনার প্রান্তরেখা ধরে বাড়ির দিকে আসছিলো।

লানা আস্তে উঠে এসে গিলের পেছনে দাঁড়ালো।

'কী ওটা?'

'ঘোড়ার হাবভাব দেখে বোঝা যাচ্ছে একজন রেডইন্ডিয়ান।'

'কেমন করে তুমি বুঝলে?'

'ঘোড়ার নাক নাড়ানোর ধরনটা দেখছো না? সে রেডইন্ডিয়ানদের গায়ের গন্ধ সহ্য করতে পারে না।'

'তুমি কি দরোজাটা বন্ধ করবে, গিল?'

'না।'

'কিন্তু ওই মূর্তিটা দেখার পর অমন নির্বিকারে তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারো না।'

'তোমার তাতে কি? এখানে একা আসতে তো তোমার বাধেনি?'

লানা মাথা নাড়লো।

'আমি তখন অতো কিছু ভেবে দেখিনি।'

'যাইহোক, একটা ঘোড়া একটা লোককে দেখেছে বলে আতংকিত মাদী কুকুরের মতন আচরণ করা উচিত নয় তোমার।'

গিল ওর দিকে ফিরেও তাকালো না। আর লানা আধখানা হাত মুখের ওপর তুলে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থেকে চোখ পাকিয়ে দেখলো তাকে। কিছুক্ষণ পর ও নিঃশব্দে টেবিলে নিজের জায়গায় গিয়ে বসলো এবং মাথা নুইয়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে রাখলো। কিছুই বললো না। কিন্তু ওর চোখ দুটি বিস্ফারিত হতে দেখা গেলো।

গিলও কিছু বললো না। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে থাকলো গোচারণ ভূমি এবং নদীর তীরের ওপর। এবং মাথার কাছে রাইফেলটার নাগালের মধ্যে সে হাতটা রাখলো।

www.pathagar.com

কুঁড়েঘরটার ভেতর মাছির ক্ষীণ ভন ভন শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দের অস্তিত্ব ছিলো না।

এই অপেক্ষাটাকে অনন্তকালের মতো মনে হচ্ছিলো লানার কাছে। কিন্তু কিছুতেই ও গিলের দিকে তাকাতে চাইছিলো না। 'আমাকে ওভাবে কথা শোনানোর কোনো অধিকার তার নেই,' মনে মনে গজরাতে লাগলো লানা। 'শুধু নিজের জন্যে আতংকিত হইনি আমি। বাবা-মার কাছাকাছি থাকলে এরকম ব্যবহার সে করতো না। আগে যদি সে এরকম করতো আমি বাড়ি ফিরে যেতাম। কিন্তু সে জানে, এখান থেকে আমার ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়।'

কান্নার কোনো আভাস ওর মধ্যে দেখা গেলো না। কিন্তু ওর চোয়াল বেশ টান টান এবং চোখ দুটি ছোটো হয়ে উঠতে দেখা গেলো।

এদিকে গিলের মধ্যে ভাবনার কোনো লক্ষণই ছিলো না। তার সমস্ত উদ্যম তার চোখ দুটিতে সঞ্চারিত হয়েছিলো। আর ওই চোখের তীক্ষ্ম দৃষ্টি নিবিষ্টভাবে সে তুলে ধরে রেখেছিলো উন্মুক্ত প্রান্তরটার দিকে।

চোখের পলক ফেলতেই জীর্ণ পশমি টুপির লোকটিকে সে দেখতে পেলো হনহনিয়ে নদীর তীর ধরে এগিয়ে আসতে। তার ঘরের দরোজা থেকে মাত্র এক গুলির আধাপথের মাথায় ছিলো লোকটা। টুপির চূড়াটা চোখে পড়তেই সে আশ্বস্তবোধ করলো। ঘাড় তুলে সে বললোঃ 'এ-হলো নীলপিঠ অর্থাৎ আমাদের ব্লুব্যাক, লানা।' বলেই সে দরোজা থেকে নেমে বাইরে পা বাড়ালো। গলা চড়িয়ে বললো ঃ হ্যালো, মিঃ ব্লুব্যাক।

নীলপিঠ নামের রেডইন্ডিয়ানটি নদীর খাদ বেয়ে উঠে আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করলো সামনের দিকে। তার চওড়া মুখে দেঁতো হাসি। বুড়ো মানুষ বলে ধীরেসুস্থে হাঁটতে হচ্ছিলো তাকে।

'হাউ!' গিলকে অভিবাদন জানালো সে। 'তুমি ভালো তো? আমি ভালো।' খুশিতে হাত নাড়লো নীলপিঠ।

'অনেকদিন হলো তোমায় দেখেনি,' বললো গিল। 'তোমার সাথে শেষবার যখন দেখা হলো তার পরেই আমি বিয়ে করেছি।'

'তাই নাকি?' বললো নীলপিঠ। 'ভালো মেয়ে পেয়েছো তো?'

'এসো। ভেতরে এসে বসো। এবং আমার বউকে দ্যাখো।'

www.pathagar.com

'বেশ,' বললো রেডইন্ডিয়ান। গিলের পেছন পেছন দরোজা গলিয়ে ভেতরে ঢুকলো সে।

অনেকটা জোর করে উঠে দাঁড়ালো লানা এবং বুড়ো নীলপিঠের মুখোমুখি হলো। মানুষটার গায়ের রং তামাটে। মুখে অনেক কুঞ্চিত রেখা। কালো চোখদুটির পাতা কোঁচকানো বলে মনে হচ্ছিলো। চওড়া–চ্যাপ্টা নাক। সহজ–সরল হাসিমাখা মুখ।

রেডইন্ডিয়ানটির পাশে দাঁড়িয়েছিলো গিল।

'মিঃ ব্লুব্যাক', সে বললো, 'এ হলো মিসেস মার্টিন। আর লানা, এ হলো ব্লুব্যাক।' এমনভাবে সে পরিচয় করিয়ে দিলো যেন লোকটা একজন শ্বেতাংগ।

পেটে ভুঁড়ি জমিয়েছিলো নীলপিঠ। তুর্কি মোরগের মতন সে ওটাকে যেনো শরীরের বাইরের দিকে ঠেলে দিয়েছিলো। তার মুখে কোনো পরিবর্তন দেখা গেলো না। কিন্তু গভীর আন্তরিকতার সংগে সে বললো ঃ'ফাইন! বেশ চমৎকার।'

'সব ভালো তো?'

লানা মাথাটা সামান্য একটু নোয়ালো। লোকটার গায়ের গন্ধ এর মধ্যেই ঘরময় ছড়িয়ে পড়লো। কেমন চর্বি–চটকানো মিষ্টিমিষ্টি একটা গন্ধ। লোকটা জীবনে কখনো গোসল করেছে কিনা সন্দেহ। ছোটো পাহাড়ি নদীটা পেরুবার সময় প্রথমবারের মতো তার শরীরে পানির ছোঁয়া লেগেছে বলে মনে হলো লানার। তার হরিণ চামড়ার জুতা জোড়ায়ও বোধকরি এই প্রথম লাগলো কাদা।

তার পরনে ছিলো লেগিং, হরিণ চামড়ার একটি জীর্ণ স্কার্ট এবং পুরনো একটি শিকারের শার্ট। সামান্য কিছু পুঁতি বসানো ছিলো স্কার্টের পাড়ে। তেল চিটে হয়ে পড়ায় বোঝবার সাধ্য ছিলো না কী রং ছিলো শার্টটার। কিংবা আদৌ কোনো রংয়ের প্রলেপ পড়েছিলো কিনা ওতে। মাথার পশমি টুপির ছুঁচালো চূড়ার গর্তে গোঁজা ছিলো বাসউড–এর একটি পাতা। লোকটার সাথে ছিলো একটি মাস্কেট বন্দুক, একখানা ছুরি এবং একটি হাতকুড়াল।

'ফাইন,' লোকটা আবার উচ্চারণ করলো। বলেই সে চেপে বসলো বেঞ্চটায়। লানা এইমাত্র ওই বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিলো।

'ঘরে কি কিছু বাড়তি দুধ আছে?' লানাকে জিজ্ঞেস করলো গিল। আমাদের ঘরে রাম নেই। তবে দুধ খুব পসন্দ ব্লুব্যাকের। কী, ঠিক বলিনি?'

www.pathagar.com

'ফাইন,' বললো নীলপিঠ। প্রসন্ন হাসি তার মুখে। হাত দিয়ে পেট চাপড়াচ্ছিলো সে। 'ইয়েস,ফাইন।'

লানা চোখ কট্‌মটিয়ে তাকালো গিলের পানে। সে ব্যাপারটাকে কীভাবে নিলো তাতে ওর কিছু যায়-আসে না। রেডইন্ডিয়ানটির নোংরা পা দুটি কাদার একটা ডোবা বানিয়ে ছেড়েছে ওর ঝকঝকে মেঝেটাকে। পেটটা উগড়ে উঠতে লাগলো ওর। কোনো কথা না বলে দুধের জগটা আনবার জন্যে ও গেলো ঝরনার ধারে। দুধ ভরতি জগটা এনে রাখলো টেবিলের ওপর।

'দুটি কাপ বের করো,' বললো গিল। 'আর তার কাপটায় দুধ ঢেলে দাও।'

'তুমি নিজেই ঢালতে পারো', বললো লানা।

ওর রক্তাভ মুখটার দিকে একনজর তাকিয়ে নিঃশব্দে কাপ দুটিতে দুধ ঢাললো গিল। ওকে মই বেয়ে চিলেকোঠায় উঠতে দেখেও কিছু বললো না সে। নীলপিঠ এমন ভাব দেখালো যেন ব্যাপারটিকে সে আমলেই আনেনি। দৃষ্টিটা তার নিবদ্ধ হয়ে থাকলো ময়ূর পালকটির ওপর। মনে মনে পালকটার প্রশংসা করলেও মুখে কিছু বললো না। কাপটা হাতে তুলে নিলো সে।

তার দুধ খাওয়া শেষ হলে পর গিল জিজ্ঞেস করলোঃ 'এদিকে কি মনে করে এসেছো, নীলপিঠ?'

'হরিণেরসন্ধানে।'

ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে সে তার মনের ভাব প্রকাশ করতে লাগলো। কথার ফাঁকে ফাঁকে জুড়ে দিচ্ছিলো 'ফাইন' শব্দটি। হ্যাজেলক্রেভার পাহাড়ে সে শিকার করে বেড়াচ্ছে, কথাটা বললো ব্যাখ্যা করে। একটা মাদী হরিণ ধরাশায়ী হয়েছে তার গুলিতে। বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্যে নদীর ধারে একটা গাছে ঝুলিয়ে রেখে এসেছে ওটার দেহ। গিলের জন্যে হরিণের একটা কটির মাংস আলাদা করে রেখেছে। গিল চাইলে ওটা নিয়ে আসতে পারে। তবে এখান থেকে জায়গাটা বেশ দূরে।

আসবার সময় পথে দুটি সেনেকা রেডইন্ডিয়ানের পায়ের দাগ দেখেছে সে। ওরা কসবির খামার কাচারি থেকে ফিরছিলো বলে মনে হয়েছে তার। সারাদিন ওরা পাহাড়ের চূড়ায় ছিলো এবং অল্প আগুন ব্যবহার করেছিলো। এরপর জুতাপরা একটা লোকের সাথে ওরা মিলিত হয়। তার বিশ্বাস, ওসউইগোর পথ ধরে ওরা চলে গেছে। সে এখন হরিণটা নিয়ে বাড়ি রওয়ানা দেবে। তারপর উত্তর এবং পশ্চিমে যাবে

www.pathagar.com

গোয়েন্দাগিরির কাজে। গিলকে সে বলতে চাইছে, রাতের বেলা পাহাড়ে আগুনের দুটি শিখা দেখলে যেনো গিল সেখানটায় তল্লাশি চালায়। কথাটা ক্যাপ্টেন ডেমুথকে জানাতে পারে গিল। এ প্রসংগে নীলপিঠ আরো বললো, ওনিডা রেডইন্ডিয়ানদের সাথে যোগাযোগ হয়েছে সেনেকাদের। সে শুনেছে ওনিডাদের ওরা খবর দিয়েছে, একটা দল শিগ্‌গিরই পাহাড়ের ওদিক থেকে নেমে এসে উপত্যকার সীমান্ত এলাকায় হানা দিতে পারে। এবং ওনিডারা যেনো তাদের ঘর সামলানোর জন্যে তৈরি হয়ে থাকে।

'আমায় এসব খবর দেয়ার জন্যে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ,' বললো গিল।

'ফাইন,' নীলপিঠ জবাব দিলো। 'তুমি, আমি ফাইন। তোমার মতো' বন্ধুরা ফাইন। তোমাদের মতো ভালো লোককে আমার খুব পসন্দ।' দ্বিতীয় কাপটি শেষ করে উঠে দাঁড়ালো সে।

'হরিণটির মাংস আনবার জন্যে আমি তোমার সাথে যাচ্ছি,' বললো গিল।

রেডইন্ডিয়ানের সাথে নদীর পথে মেলা করলো সে। ওখানে উইলো গাছের গুঁড়ির দিকের একটা মোটা ডালে ঝুলতে দেখা গেলো গুলি খাওয়া মরা হরিণটাকে। নীলপিঠ ছুরি দিয়ে কেটে আলগা করে একপাশে সরিয়ে রাখলো হরিণের পেছনের একটা পা। তারপর বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে বাছাই করলো উইলোর একটা ডাল। বাকল ছাড়িয়ে নিয়ে ডালটি তুলে দিলো গিলের হাতে।

'ফাইন একটা মেয়েমানুষ পেয়েছো তুমি, জোয়ান মরদ!' বললো সে।

'এটা তুমি ব্যবহার করবে তার ওপর। রেডইন্ডিয়ানদের এরকম লাঠিসোঁটার দরকার হয় না। তোমাদের ইংলিশম্যানদের দরকার হয়। আমি বুড়ো তোমাদের হাঁড়ির সব খবর রাখি। তুমি এই ডাল দিয়ে বউকে শায়েস্তা করবে। ভারি ফাইন মেয়েমানুষ সে!'

শ্বেতাংগদের ভব্যতাহীন আচরণ এবং অমার্জিত কৃষ্টির সাথে তার মার্জিত রেডইন্ডিয়ান আদব-কায়দার তুলনা করলো সে এই স্পষ্ট ইংগিতের দ্বারা। কথাগুলি বলবার সময় একটা গর্বের হাসি ফুটে উঠেছিলো তার সারা মুখে। এরপর হরিণীর মরা দেহটা কাঁধে তুলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলো সে নদীর চড়ার দিকে।

নীলপিঠের কথা শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলো গিল। নিজেকে তার আস্ত একটা আহম্মক বলে মনে হলো। গাছের ডালটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো সে। এবং তাকিয়ে দেখলো নদী পার হচ্ছে নীলপিঠ। একজন অতিথির সামনে হঠাৎ অমন করে ক্ষেপে

www.pathagar.com

ক্ষেপে গিয়ে লানা তার অভদ্র–অমার্জিত রুচিরই পরিচয় দিয়েছে। হোক না লোকটা একজন রেডইন্ডিয়ান। সত্যি, অসহ্য ছিলো লানার আচরণ। বোধকরি, বুড়োর কথাই ঠিক। দেমাক কমানোর জন্যে লানাকে শায়েস্তা করাই দরকার। গিলের মুখে অসন্তোষের ছাপটা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবে বুড়ো।

রাতের সংলাপ

লম্বাপায়ে হেঁটে এসে বাড়ি পৌছলো গিল। আসবার সময় কাঠের চালা থেকে একখন্ড ফ্লানেল হাতড়ে নিয়ে হরিণের পাটা মুড়ে ঝুলিয়ে রাখলো ঝরনার ওপরকার একটা গাছের ডালে। পানির ফোয়ারার জন্যে জায়গাটা ঠান্ডা থাকায় তাজা থাকবে মাংস। গিলের মনে হলো রান্নাঘরে আছে লানা। এরকম একটা আভাসই যেনো তার কানে এসে লাগছিলো। কিন্তু রান্নাঘরটা তো অন্ধকার। তাহলে কি অন্ধকারেই কাজ করছে সে? ঘরের ভেতরে ঢুকবার পর সে বুঝলো, আর যাই হোক নিচের তলায় কোথাও নেই ও।

রাতের খাবারের এঁটো বাসনকোসনগুলি ঝকঝক করছে দেখতে পেলো সে। নীলপিঠ এবং তার ব্যবহার করা কাপ দুটিও ধুয়েমুছে তুলে রাখা হয়েছে। নিশ্চয় তাহলে ও শুতে গেছে ওপরে।

টেবিলের পাশে অন্ধকারে বসে থেকে গিল ভাবতে লাগলো, কী বলা উচিত তার লানাকে। ক্রোধ এবং বিতৃষ্ণা দুই–ই ছেঁকে ধরেছিলো তাকে। আবার একই সংগে লানার জন্যে দুঃখও হচ্ছিলো তার। এই প্রথম প্রতিবেশীদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা শুরু করতে চেয়েছিলো সে। জর্জ উইভার, এমন কি তার স্ত্রী এমার পরামর্শ তার দরকার ছিলো। সংসার জীবনে একটা পুরুষমানুষের কী কর্তব্য, সে বিষয়ে তার কোনো অভিজ্ঞতা নেই।

নিজের বাড়িতে যাকেই সে নিয়ে আসুক না কেন তার সামনে অমন অশোভন আচরণ করার এবং একগুঁয়ের মতো ওভাবে কথাবার্তা বলার কোনো অধিকার ছিলো না লানার। মন খারাপ থাকলেও কোনো স্ত্রী এরকম আচরণ করতে পারে না। কিন্তু ওর দিকটাও অবশ্য একটু ভেবে দেখা দরকার। ব্যাপারটার মাত্র কিছুক্ষণ আগে ও ভয় পেয়েছিলো। আর বোধকরি ভয় পাওয়া কোনো মেয়েমানুষকে খুব বেশি দায়ী করা ঠিক হবে না।

www.pathagar.com

যে–কোনো দিক থেকেই বিচার করা হোক না কেন বিষয়টা গিলের কাছে খুব গুরুতর বলে মনে হলো। জিনিসটাকে কিছুতেই হাল্কাভাবে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে না। এর একটা কিনারা না করে এবং লানার মনে কী ছিলো তা না জেনে শুতে যাওয়া উচিত হবে না তার। তাদের গোটা দাম্পত্য জীবনের ভবিষ্যতটাই নির্ভর করছে সে কী করবে, তার ওপর। হঠাৎ তার মনে হলো এখানে এভাবে বসে থাকাটা নিতান্ত একটা ছেলেমানুষি। অমনি সক্রোধে তড়াক্ করে সে উঠে দাঁড়ালো টেবিলের পাশ থেকে।

চর্বির মোমবাতিটা না জ্বালিয়ে জুতা খুললো সে অন্ধকারে এবং সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলো ওপরে। নিজের পায়ের শব্দ ধ্বনি তুলছিলো তার কানের কাছে।

চিলেকোঠাটায় লেপ্টেছিলো দোয়াতের কালির মতো গাঢ় অন্ধকার। কেবল ছাদের তেকুনো মাথার জানলাটা ঘরের ভেতরটায় একটা ফিকে ধূসর আভাস তুলে ধরছিলো। বাতাসে মাখানো ছিলো লানার শরীরের এবং স্প্রস কাঠের হাল্কা একটা গন্ধ। দরোজাটার পাশে দাঁড়িয়ে শার্ট খুলে ফতুয়াটা গায়ে চড়ালো গিল।

মন্থরপায়ে বিছানায় যাওয়ার সময় পাটাতনের তক্তাগুলি স্প্রিংয়ের মতন দুলে উঠলো। পায়ে হাত লাগিয়ে নুইয়ে নুইয়ে সে অগ্রসর হলো এবং বিছানায় নিজের জায়গাটা খুঁজে নিলো। শয্যার এক কোনায় বসে মৃদুস্বরে ডাকলো ঃ 'লানা।'

ও কোনো জবাব দিলো না। দম আটকে রেখেও ওর নিঃশ্বাসের শব্দ সে শুনতে পেলো না। সাবধানে ওর গায়ের ওপর হাত রাখলো সে।

কম্বলের তলায় ওর কটির স্পর্শ অনুভব করলো তার হাত। গিলের দিকে পেছন ফিরে শুয়েছিলো লানা। এবং নিশ্চয়ই দমবন্ধ করে চুপ করে ছিলো ও। দুজনই ওরা দম বন্ধ করেছিলো।

'লানা!' ক্রুদ্ধকণ্ঠে ডাকলো গিল।

পিঠ ঘুরিয়ে পাশ ফিরলো লানা। শান্ত, অনুচ্চ কিন্তু তীক্ষ্ণস্বরে জবাব দিলো ঃ 'বলো, গিল।'

'তুমি কি আমার কথা শুনতে চাও?'

'হ্যাঁ, কেন নয়। অবশ্য যদি তুমি জেগে থাকো।'

ক্ষুব্ধ হলেও ওকে কর্তব্যপরায়ণ বলে মনে হলো।

'ওভাবে আচরণ করার কোনো অধিকার তোমার ছিলো না?'

www.pathagar.com

'কোন্‌ভাবে?' এমন নরোম মিষ্টি সুরে প্রশ্নটা করলো লানা যার সুবাদে ওর মুখটা দেখবার ইচ্ছা করছিলো গিলের।

'যেভাবে তুমি নীলপিঠের সামনে আচরণ করছিলে।'

'কেন, তুমি যা চেয়েছো তা কি আমি এনে দিইনি?'

'তুমি তার কাপটায় দুধ ঢেলে দিতে পারতে। পারতে না?'

'কোনো ধর্মহীন ম্লেচ্ছর সেবা করতে হবে এরকম কথা আমার বিয়ের চুক্তিতে আছে বলে তো জানা নেই আমার।'

'সে মোটেও বিধর্মী নয়। মাননীয় ধর্মযাজক কার্কল্যান্ডের রেডইন্ডিয়ান অনুগামীদের সে একজন।' ওর বিদ্রূপটা হজম করার চেষ্টা করলো গিল। 'ধর্মের কথা বলতে গেলে, আমাদের দুজনের যে কারো চাইতে অনেক বেশী একজন খ্রীষ্টান নীলপিঠ। এমনকি সে বাড়ি না থাকলে তুমি কিংবা আমি যদি তার ওখানে যেতাম, বাড়ির লোকেরা ঘরে যা থাকতো তাই দিয়েই তাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করতো অতিথি সেবার।'

'দুঃখ হয় তোমার জন্যে। কেন যে তুমি একটা রেডইন্ডিয়ান মেয়ে বিয়ে করলে না।!

'তুমি যা ভাবছো লানা তাতে কিছু যায় আসে না আমার। কিন্তু একজন বাইরের লোকের সামনে আমাকে লজ্জা দেয়ার কোনো অধিকার তোমার নেই।'

'তোমারও কোনো অধিকার নেই জংগল থেকে একটা নোংরা জানোয়ারকে ধরে এনে আমার ঘরে ঢোকানোর এবং আমার জিনিসপত্র তাকে ব্যবহার করতে দেয়ার। কখনো আমি এরকম আচরণ সহ্য করবো না।'

'সহ্য করবে না? তাহলে কি করতে চাও তুমি।'

'আমার যাকিছু আছে তাই নিয়ে এখান থেকে বিদায় হয়ে যাবো আমি।' চোখ লাল করে, তীব্রকণ্ঠে বললো লানা।

'কিছুই তুমি করতে পারবে না। না নিতে পারবে তোমার জিনিসপত্র, না যেতে পারবে তুমি। আমাদের দুজনের কথাবার্তার ধরন থেকে তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, ইচ্ছা করলেই কোনো কিছু করতে পারো না তুমি। আইন অনুসারে এখানকার একটি জিনিসেরও মালিক তুমি নও। এখন যা বলি, শোনো। তুমি ভদ্রভাবে চলো, কিছুই আমি বলবো না। কিন্তু এরকম রুক্ষ আচরণ করলে ভেবো না আমি তা মেনে নেবো।'

www.pathagar.com

লানার গভীর নিঃশ্বাসের শব্দটা শুনতে পেলো সে।

এর পরেই কান্নাভেজা কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো ও। 'তুমি থামাতে পারবে না আমায়। আইনে কি আছে তার ধার আমি ধারি না। আর এখানকার কোনো জিনিসের ওপরও আমার লোভ নেই। তুমি সবই রাখতে পারো। কিন্তু ওভাবে তুমি আমার সাথে কথা বলতে পারো না।' আবার নিঃশ্বাস ফেললো ও। ' সোজা এখান থেকে হেঁটে চলে যাবো আমি, ব্যস্। তুমি এর কিছুই আর জানবে না।'

'শোনো, লানা।' শান্তভাবে কথা বলবার চেষ্টা করলো গিল। 'এভাবে ঝগড়া করবার জন্যে আমরা নিশ্চয় বিয়ে করিনি।'

'কেন আমরা বিয়ে করেছি, সে নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। সোজা কথা, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। এখান থেকে সবকিছু ছেড়ে একা চলে যেতে আমার কোনো কষ্ট হবে না। তোমার সাথে এখানে এতোদিন থাকতে আমি কোনো কষ্ট বোধ করিনি। আমি এতটুকুও ভাবিনি মাঠে যখন তোমার পাশে থেকে কাজ করেছি। কখনো কোনো ব্যাপারে আমার মনে হতাশা আসেনি কিংবা আমি ঘাবড়ে যাইনি। তোমার ভালো লাগবে তার জন্যেই আমি সবকিছু করেছি। আমি চেষ্টা করেছি তোমার মনের মতো হতে। এরপরও তুমি আমায় কুকুরী বলে গাল দিতে পারলে!'

'কুকুরী?' কথাটা বুঝতে পারলো না গিল। 'কখনো আমি তোমায় 'কুকুরী' বলিনি।'

'হ্যাঁ,তুমি বলেছো। তুমি আমায় মুখ বন্ধ করতে এবং ভয়পাওয়া 'কুকুরীর' মতন আচরণ না করতে বলেছিলে।'

'আর তার জন্যেই বুঝি তুমি অমন পাগলামো শুরু করেছো?' অন্ধকারে হাতড়ে ওর হাতটা ধরলো গিল। 'কথাটা আমি ভেবে বলিনি। কী বলেছিলাম তাও আমার মনে নেই। হয়তো মুখ ফস্কে কথাটা বেরিয়ে যেতে পারে। সত্যি বলছি লানা। অমন কথা কখনো আমি তোমায় বলতে পারি না। নিজেই আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। এবং আমি চাইনি আমার ভয়টা তুমি আরো বাড়াও।'

লানা ক্ষেপে যাবে বলে ওর হাতটা ধরে রাখলো না গিল। কিন্তু ও যে কাঁপছে তা সে অনুভব করলো। আস্তে সে বিছানায় গেলো এবং এককাত হয়ে শুলো।

'আমি কখনো ভাবিনি আমাদের জীবনে এমন একটা ভাঙ্গন দেখা দেবে। বুঝতে পারছি না, এখন কী করবো আমি।'

www.pathagar.com

ওর জবাব পাওয়ার জন্যে অন্ধকারে অপেক্ষা করতে লাগলো গিল। পাশে শুয়ে থেকে ওর শরীরের প্রচন্ড কাঁপুনিটা সে টের পেলো। ঝাঁকুনি দিয়ে কাঁপছিলো লানা। হঠাৎ গড়িয়ে তার দিকে ফিরলো ও। এবং ভয়ংকরভাবে আর্তনাদ করে উঠলো।

'গিল! কী বলবো আমি তোমায়? আমার মোটেও ওরকম করা উচিত হয়নি। লোকটার গা থেকে কেবল একটা খারাপ গন্ধ বেরুচ্ছিলো। কিন্তু লোকটা যে অ্যাতো ভালো তা আমি বুঝতে পারিনি। ওগো,কী বলবো আমি তোমায়।' গিলের ফতুয়াটার ওপর মুখ রাখলো ও। 'আমাকে ওভাবে সংবোধন করে ঠিকই করেছো তুমি। সত্যি, একটা কুকুরীর মতন ব্যবহার করেছি আমি।'

গিল কিছু বললো না। কারণ সে বুঝলো, যেন গোটা প্রকৃতি এবং নারীত্ব ওর বুকের তলায় এসে ভিড় করেছে। এবং দাপাদাপি শূরু করে দিয়েছে। সে চাইলো শান্ত না হওয়া পর্যন্ত ও কাঁদুক।

যখন গিলের চোখ দুটি ঘুমে জড়িয়ে আসছিলো ঠিক তখুনি তাকে উত্যক্ত করতে শুরু করলো লানা।

'গিল!'

'বলো।'

'তুমি কী জেগে আছো?'

'হুঁ।'

'একটা কথা তোমায় বলতে চেয়েছিলাম। সারাদিন অপেক্ষা করেছি বলবার জন্যে। যাক্,অন্যসময়বলবো।'

'বলো না, কী বলতে চেয়েছিলে?'

'আমাদের একটি সন্তান হতে যাচ্ছে।'

৮

বিচার

দেশদ্রোহিতার অভিযোগে জন উলফের বিচারের তারিখ ধার্য হলো আগস্টের পঁচিশ তারিখ, রবিবার। আসামীর বিরুদ্ধ পক্ষের সাক্ষিগণ যাতে সময়মতো হারকিমারের ওখানে হাজির হতে অসুবিধায় না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তারিখটা নির্ধারণ করা

www.pathagar.com

হয়েছিলো। অবশ্য আসামীর এতে কিছু যায়–আসতো না। কারণ, তাকে ওখানেই আটক রাখা হয়েছিলো। নতুন দুর্গে তাকে রাখা হয়েছিলো কড়া পাহারায়। তবে গোটা ব্যাপারটা সামরিক লোকজনের দায়িত্বে থাকলেও বিচার অনুষ্ঠিত হবে আসামীর মেয়ে জামাই ডাঃ উইলিয়াম পেট্রির অফিসে। পেট্রি লোকটা জার্মান ফ্লাট অঞ্চলের ট্রায়ন কমিটির একজন সদস্য।

ডাঃ পেট্রির অফিসটি ছিলো তার ফ্রেমঘেরা বাড়ির সংলগ্ন। গোড়াতে এটি ছিলো একটি লম্বাটে ছোটো গোলাঘর। এর এক মাথায় ডাক্তারের দোকান, আরেক মাথায় তার ডিসপেন্সারি। এ অংশটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। দোকানটি একটি জেনারেল স্টোর। কামরার মুখেই একটি খোলা কাউন্টার। ওখান থেকে ডাক্তার এবং রোগী অষ্টপ্রহর দেখতে পায় কারা দোকানে কেনাকাটা করছে, আর কারা তাদের রোগ নির্ণয়ের পালার জন্যে অপেক্ষা করছে। অর্থাৎ ঘরটায় একইসাথে চলছে ব্যবসা এবং চিকিৎসা। রোগীরা চিকিৎসা করতে এসে কেনে রান্না–বান্নার মসলা এবং দরকারি জিনিসপত্র। আর ডিসপেন্সারি সামনে পেয়ে দোকানের খদ্দেররা প্রলুব্ধ হয় পেটের পীড়ায় আক্রান্ত তাদের ছেলেমেয়েদের জন্যে সাল্‌ফার, রেউচিনি কিংবা সোডা কিনতে। কেউ কেউ আগের সপ্তাহে মচ্‌কে যাওয়া বুড়ো আংগুলটি দেখায় ডাক্তারকে।

ডাক্তার লোকটি দেখতে স্থূলকায়, লম্বা এবং ক্ষ্যাপাটে ধরনের। সবসময় একটি কালো কোট এবং নেক্‌টাই ছাড়া শার্ট পরতে দেখা যায় তাকে। দুই ধরনের খদ্দেরের সেবায় একইসাথে ব্যস্ত থাকে ডাক্তার। রোগীর গলা পরীক্ষা করতে করতে কখনো তাকে দেখা যাবে জিনিসপত্রের দাম বলতে। কখনো তাকে দেখা যাবে রোগীর অন্ত্র পরীক্ষা বন্ধ করে কিংবা ক্ষতস্থান সেলাই করতে করতে হঠাৎ সুঁচটি একপাশে সরিয়ে রেখে কাউন্টার খুলে একতাড়া ক্যালিকো কাপড় বের করতে।

বিচারের দিন একটি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিলো ডাক্তার। চেয়ারের পিঠে সাঁটানো ছিলো ম্যানহেইমে অনুষ্ঠিত ইলেকটোরাল প্যালাটাইন চিকিৎসক মন্ডলীর সমাবেশ থেকে পাওয়া ডিপ্লোমা সার্টিফিকেটটি। ওতে স্পষ্ট ভাষায় লেখা ছিলোঃ উইলিয়াম পেট্রি সবরকম ক্ষত, কাটাছেঁড়া, টিউমার, হাড়ভাঙ্গা, চামড়া থেতলানো এবং শারীরিক ও শৈল্য চিকিৎসা সংক্রান্ত তাবৎ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম হয়েছেন।

www.pathagar.com

দুর্গটিতে কর্মব্যস্ত ছুতার এবং নানা ধরনের শ্রমিকের হৈ-হট্টগোল থাকায় তার দোকানটি বসতের সবথেকে প্রশস্ত কক্ষ হিসাবে বিচার অনুষ্ঠানের জন্যে উপযোগী হবে বলে ডাক্তার প্রস্তাব দিয়েছিলো। সম্প্রতি ফ্রান্স থেকে আসা সুতিবস্ত্রের একটি চালান দোকানের অনেকখানি জায়গা দখল করলেও বিচার অনুষ্ঠানে কোনো অসুবিধা হবে না, এ ধারণাটিও ডাক্তারের পক্ষ থেকে দেওয়া হলো।

লানা যখন গিলের সাথে বিচারালয়ে এসে প্রবেশ করলো কামরাটা তখন গিজ্ গিজ্ করছিলো লোকে। ভেতরে যাওয়ার জন্যে কাউন্টারের কাছে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো দর্শকের দল। মেঝের মধ্যখানে একটা সংকীর্ণ পথ গড়ে উঠলে পর তারা কোনোক্রমে ঠেলাঠেলি করে ভেতরে ঢুকলো এবং যার সামনে যা পড়লো তার ওপরই বসে পড়লো। দোকানের দাঁড়িপাল্লা, শানপাথর, তেলের টিন, আপেল রসের ভান্ড, চিটাগুড় এবং রামমদের পিপা সবকিছুতেই আসন পাতলো তারা। রাস্তার পাশে ঘরবাড়িগুলির মাঝখানেও ভিড় জমলো লোকের। স্ত্রীদের হাত ধরে কৃষকরা এলো বিচার দেখতে। তাদের গায়ে বাড়িতে বোনা কাপড়ের ধোপদুরস্ত কোট, হাতে প্রার্থনাপুস্তক। চোখের শীতল দৃষ্টিতে ধর্মভীরুতার ছাপ।

কে একজন লানা এবং গিলকে দেখিয়ে বললো, এরা হ্যাজেনক্লেভার পাহাড়ের নতুন বসতকার। আর যুবকটি হলো এ মামলার সাক্ষী। ঘোড়ায় চেপে এসেছিলো ওরা দুজন। গিলের পেছনে বসা ছিলো লানা। গিল ঘোড়ার পিঠ থেকে হাত ধরে লানাকে নামাতেই লোকজন সাগ্রহে পথ ছেড়ে দিলো এবং দু-একটা প্রশংসাসূচক শব্দ উচ্চারণ করলো। এর থেকে লানা বুঝলো, গিল সমাজে তার একটা স্থান করে নিয়েছে এবং মোটামুটি একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি হয়ে উঠেছে। দোকান ঘরটায় ওরা প্রবেশ করলে ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট এবং আকর্ষণীয় হয়ে উঠলো। দরোজার সামনে বাদামি কোট পরা একজন সৈনিক পরিচয় জানতে চাইলে যখন গিল তার নাম বললো অমনি সে চেঁচিয়ে হাঁক ছাড়লোঃ 'যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষের সাক্ষী।'

ওদের জন্যে ভিড়ের মাঝখানে একটি সরু পথ খুলে দেয়া হলো। গিল হাত ধরে রেখে লানাকে কাউন্টারের দিকে ঠেলে নিয়ে গেলো। নইলে ও পেছনে পড়ে থাকতো এবং একটা দৃশ্যের অবতারণা করতো। কাউন্টারটা এখন আদালতের কাঠগড়া হয়ে উঠলো। লানা সেদিকে এগিয়ে গেলো এবং দেয়ালটার গায়ে সংকুচিত হয়ে দাঁড়ালো। রঙিন ছিট কাপড়ের কোটের ছোটো পকেট দুটিতে ধরা ছিলো ওর দুই হাত।

www.pathagar.com

নস্যির উগ্রগন্ধে বাঁপাশে ফিরতেই স্বয়ং ডাক্তার পেট্রির চোখাচোখি হলো লানা। লোমশ কালো ভুরুজোড়ার নিচ থেকে দুই বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি তুলে ধরেছিলো ডাক্তার। তার খোলামেলা উৎসুক দৃষ্টিটা লানার মাথায় ছলকে তুললো রক্ত। এবং হতবুদ্ধি হয়ে ও ভাবলো, একটা বনেটপরা মেয়েকে একনজর দেখেই কী একজন শিক্ষিত ডাক্তার বলতে পারে সে গর্ভবতী।

আড়াআড়িভাবে স্থাপিত কাউন্টারটির ধারে জর্জ উইভারের পাশে দাঁড়িয়েছিলো গিল। তাদের ওপাশে লানার কাছ থেকে সামান্য দূরে একটি আসনে বসেছিলো ক্যাপ্টেন ডেমুথ। সে কথা বলছিলো দুর্গের গ্যারিসনটির লেফ্‌টেন্যান্টের সাথে। এই লেফ্‌টেন্যান্টই আদালতে সভাপতিত্ব করবে। কথা বলতে বলতে ডেমুথ তার উজ্জ্বল কৃশমুখটি তুলে দেখলো লানাকে। এরপরেই লেফ্‌টেন্যান্ট গিলের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো এবং লানার চোখাচোখি হলো। দুই হাতের আস্তিনের কপ্‌ ধীরেসুস্থে খুলতে লাগলো লেফ্‌টেন্যান্ট। লানা অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরালো। যখন ও আবার সেদিকে চোখ রাখলো, ডেমুথ লোকটির সাথে কথা বলতে গিয়ে কাঁধ তুলে ওকে দেখলো। লেফ্‌টেন্যান্টটিও ওর দিকে তাকালো এবং ওর চোখে চোখ রেখে মৃদু হাসলো।

লানা ভাবলো লোকটি নিশ্চয় নবীন যুবক হবে। গিলের কাছাকাছি বয়েস হবে তার। কিন্তু যখন গম্ভীর হয়ে ওঠে, তাকে বেশ বয়স্ক মনে হয়। এবং তখন তাকে কেমন নিঃসঙ্গ এবং কম আবেগপ্রবণ দেখায়। অপ্রশস্ত ইয়াংকি ধরনের মুখ লোকটির। নাকটা খাঁদা, পাতলা ঠোঁটজোড়া ঈষৎ বিকৃত। কেমন যেন একটা বিষণ্নতা লেপ্টে আছে তার ঠোঁটে। মুখমণ্ডলে অন্তরঙ্গতার ছাপ থাকলেও লোকটিকে অভিজাত সমাজের একজন বলেই মনে হলো লানার।

ক্যাপ্টেন ডেমুথ যখন গিলের সাথে কথা বলছিলো, ডানহাত দিয়ে গিল তখন তার মাথার তালুর চুলগুলি পরিপাটি করে নিতে ব্যস্ত ছিলো। একফাঁকে সে ভাবলো, নিজেকে ভদ্রসম্মত করবার জন্যে বেশ সতর্কতার সংগেই তো সে মাথায় তেল দিয়েছে এবং যত্নসহকারে চুল আঁচড়িয়ে এসেছে। সে ভেবে পেলো না কেমন করে তার রুক্ষ ভাবভঙ্গিটাকে আড়াল দেয়া যাবে। হাতের অনবরত খোঁচায় তার ঘাড়ের পেছনটা রক্ত-লাল হয়ে উঠেছিলো।

লানার প্রাণটা দুরু দুরু করছিলো। স্বামীর সামান্য ব্যর্থতার কথাও ভাবতে পারছিলো না ও। গিলের প্রতি গভীর ভালোবাসাই এতখানি অস্থির এবং ব্যাকুল করে তুলছিলো ওকে। বনেটের ভেতর থেকে ও গিলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখলো এবং

পকেটের ফিতায় দুই হাতের আঙুলগুলি জড়িয়ে নিয়ে মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলোঃ 'প্রভু, ভদ্রলোকদের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াবার মতো শক্তি দাও গিলকে।'

এই ঘটনার আগে জার্মান ফ্লাট অঞ্চলে বসবাসকারী রাজানুগত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট লোকজনকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো জাতীয় নিরাপত্তা কমিটি। কিন্তু উল্‌ফের এ মামলা থেকে ধারণা হলো, সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা আশ্রয় দিচ্ছে গুপ্তচরদের। ফলে নিরাপত্তা কমিটি নিয়মিত সেনাবাহিনীর কাছে বিষয়টি হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়। কর্নেল ডেটন মামলা পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত করলো লেফ্‌টেন্যান্ট বিডল–এর ওপর। স্ট্যান্‌উইক্স দুর্গের মেরামতের কাজে ব্যস্ত ছিলেন কর্নেল। শরতের আগেই এ কাজটা তাঁকে শেষ করতে হবে। মামলা প্রসংগে নাকি তিনি বলেছিলেনঃ 'দেখে মনে হচ্ছে, উপত্যকার ওই হতচ্ছড়া ডাচগুলি চায় তাদের ঘর সাফ করার জন্যে একজন জেনারেল পাঠাতে হবে সেনাবাহিনীকে।'

'বিষয়টি সম্পর্কে আপনি কী কিছু জানেন, স্যার?'

'না। আমি জানতেও চাই না। আমি চাই, কেমন করে স্ট্যানউইক্স দুর্গটিকে সুন্দরভাবে সাজিয়েগুছিয়ে তোলা যাবে। এর বাইরে কিছুই আমার জানবার গরজ নেই। কিন্তু এখানকার লোকজনের কাছ থেকে সময়মতো কাজ পাওয়ারও তেমন ভরসা দেখছি না আমি। আমার মত জানতে চাওয়া হলে আমি বলবো, ফোর্ট হান্টারে আমাদের সরে যাওয়াই ভালো। আর তখন ওরা ওদের রোগের ওষুধ পাবে।'

'হ্যাঁ, স্যার।' লেফ্‌টেন্যান্ট কথাগুলি হজম করলো। 'কিন্তু আমাকে কী করতে হবে? কোন্ পথ আমি অনুসরণ করবো, স্যার?'

'নিজে যা ভালো মনে করো তাই করো তুমি, মিঃ বিড্‌ল। এতে আমাদের কিছু যায় আসবে না। কারণ, যাই করি না কেনো বন্দুকের বাঁট ছাড়া কিছুই নই আমরা। যা হোক, আমি তোমার পেছনে থাকবো।'

লেফ্‌টেন্যান্ট জন বিড্‌ল কথাগুলি ভাবতে ভাবতে তাকালো গিলবার্ট মার্টিনের দিকে। সে জানতো, তাদের দুজনকেই কোনোরকমে নাকেমুখে দিয়ে সারতে হয়েছে সকাল বেলার নাস্তাটা। বিধাতার কাছে সে প্রার্থনা করছিলো, সার্জেন্ট যেন দ্রুত হতভাগ্য লোকটাকে হাজির করে ব্যাপারটার একটা কিনারা করে ফেলে। তার সামনে ভাসছিলো জার্মান মুখগুলি। স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা করবার মতো লোকই নয়

www.pathagar.com

তারা। কোনো সৈনিককেই তারা বিশ্বাস করে না–তা সে যেকোনো পদমর্যাদারই হোক না কেন। ওদের মেয়েরা হলো পাথরবাটির মতন চাপা এবং অমিশুক।

দরোজার দিকে আবার দৃষ্টি ফেরালো সে। এবং লানার চোখাচোখি হলো। ভাবলোঃ 'এই একটি মেয়ে যাকে দেখে বোঝা যায় প্রাণ আছে ওর ভেতর। কিন্তু ডেমুথ বলেছে, সাক্ষীর সাথে ওর বিয়ে হয়েছে এবং যেমন ও স্বামীভক্ত তেমনি ধর্মভীরুও।'

দরোজার বাইরে এদিকসেদিক ঘোরাফেরা করছিলো লোকজন। শোনা যাচ্ছিলো তাদের পায়ের থপ্ থপ্ শব্দ। হাত দিয়ে ঠোঁট মুছতে মুছতে দরোজা গলিয়ে মুখ বের করলো সার্জেন্ট। অভিবাদন জানিয়ে সে ঘোষণা করলো বন্দীর উপস্থিতি।

'তাকে ভেতরে নিয়ে এসো,' হুকুম করলো লেফ্‌টেন্যান্ট। লানার ওপর শেষবারের মতো দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো সে। বুড়ো তুর্কি মোরগের মতন লানার দিকে ঘাড় বাড়িয়ে ধরলো ডাক্তার।

পকেট থেকে একখানা কাগজ বের করে সার্জেন্ট হাঁক ছাড়লো ঃ 'বন্দী জন উলফ্, কস্‌বি খামারের বাসিন্দা। রাজার গুপ্তচরদের আশ্রয়দান এবং রাষ্ট্রদ্রোহীদের সাথে যোগাযোগের জন্যে তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।'

বিচার কক্ষে প্রবেশ করলো জন উল্‌ফ। তার দিকে তাকালো লানা। কিছুটা ফ্যাকাশে দেখালেও মুখে ছিলো তার দৃঢ়তার ছাপ। চোখদুটি নিবদ্ধ ছিলো লোকটার লেফ্‌টেন্যান্টের ওপর। দোরগোড়ায় আরেকবার হল্লার শব্দ শোনা গেলো। দুইহাতে লোকজন ঠেলে, কোনোমতে শরীর বাঁচিয়ে ভেতরে ঢুকলো মিসেস উল্‌ফ।

'আমার অধিকার আছে এখানে ঢুকবার,' অনুচ্চ গলায় মরিয়া হয়ে বললো মহিলা। 'আমি তার স্ত্রী। আমার অধিকার আছে এখানে, নেই?'

কাউন্টারের ওপর পিস্তলের বাঁট দিয়ে জোরে আঘাত করলো লেফ্‌টেন্যান্ট।

'অর্ডার, প্লিজ।'

সবাই চুপ করে গেলো।

'তুমি কসবি খামারের জন উল্‌ফ, যার নাম এইমাত্র ঘোষণা করা হলো?'

'হ্যাঁ, আমি সেই লোক।'

'কাঠগড়ার ওখানে দাঁড়াতে পারো তুমি,' লেফ্‌টেন্যান্ট বললো।

'জগটার দিকে খেয়াল রাখবে,' ডাক্তার বললো। 'ওর ভেতরে অ্যাসিড আছে।'

নিরাপত্তা কমিটির সদস্য এবং মিলিশিয়া কোম্পানির কম্যাণ্ডিং অফিসার হিসেবে অভিযোগপত্র পড়ে শোনালো ক্যাপ্টেন ডেমুথ। এতে দর্শক–শ্রোতাদের মধ্যে কোনো

www.pathagar.com

রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো না। কারণ, তারা আগে থেকেই জানতো কী লেখা ছিলো ওতে।

লানা ভাবলো ঃ 'এরপর নিশ্চয় ডাক পড়বে গিলের।'

কিন্তু জর্জ উইভারকে প্রথমেই তার সাক্ষ্য দিতে হলো।

'ওখানে নিচের তলায় কী করছিলে তুমি, সার্জেন্ট উইভার?'

'আমি আমার মিলিশিয়া কোম্পানির ছেলেদের দিকে নজর রাখছিলাম।'

'তারা কী করছিলো ওখানটায়?'

'তাদের বেশির ভাগই ব্যস্ত ছিলো টমসনের মদের ভাঁড়ারের সন্ধানে।'

'তারা কী ওটা খুঁজে পেয়েছিলো?'

'হ্যাঁ, পেয়েছিলো।'

'তারা কী দরোজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকেছিলো?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'তারা কী খুঁজে বেড়াচ্ছিলো?'

'আমি বলতে পারবো না। তবে ওখানে তারা জিন্ খুঁজে পেয়েছিলো।'

'অর্থাৎ তারা স্রেফ লুটপাট চালিয়েছিলো।'

জর্জ একটুখানি থতমতিয়ে যায়।

'হ্যাঁ, কতকটা তাই বলতে পারেন,' সে স্বীকার করলো।

'তারা কী সবাই ওকাজে লিপ্ত ছিলো?'

'না। গিল মার্টিন এর একটা দৃষ্টান্ত। সে চিলেকোঠায় পাহারা দিচ্ছিলো।'

'আমি বুঝতে পারছি, সে একজন ধীরস্থির লোক।'

'আপনি তাকে খড়ও খাওয়াতে পারেন,' বললো জর্জ।

'তুমি কেমন করে জানলে সে চিলেকোঠায় ছিলো?'

'আমি তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। সিঁড়ি বেয়ে আমি ওপরতলায় গিয়েছিলাম। সে আমাকে তার কাছে যেতে বললো। আমি চিলোকোঠায় গেলাম। লোকজন যেখানে ঘুমোতো সে জায়গাটা আমরা দেখলাম। ক্যান্ডওয়েল নামের একটা লোকও যে ওখানে থাকতো তার প্রমাণ আমরা খুঁজে পেলাম। লোকটা অন্ধ।'

'এই ক্যান্ডওয়েল লোকটা কে? কী অভিযোগ তার বিরুদ্ধে?'

'কমিটির মতে, সে একজন গুপ্তচর। জর্জ হারকিমার তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।'

www.pathagar.com

'ধন্যবাদ তোমায়,' বললো লেফ্টেন্যান্ট বিড্ল। সে ভাবলো, এসব কোথায় তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে? গুপ্তচরদের আশ্রয় দেয়ার ব্যাপারে উল্ফের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণই এখন পর্যন্ত পাওয়া গেলো না। লেফ্টেন্যান্ট ডাকলো ঃ

'গিলবার্ট মার্টিন।'

সত্যকথা বলবে বলে শপথ বাক্য উচ্চারণ করলো গিল। অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় কথা বললো সে। তার কন্ঠস্বরটা নিজেও যেন সে বুঝতে পারছিলো না।

'আসামী উল্ফের সাথে তোমার জানাশোনা আছে?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'রাষ্ট্রদ্রোহিতার কাজে লিপ্ত লোকজনের সাথে তার যোগাযোগ আছে, এ সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে তুমি কিছু জানো?'

'আমি জানি আগাগোড়াই সে রাজার একজন সমর্থক। এই গ্রীষ্মে মিঃ টমসন গিয়ে উঠেছে জন্সনদের ওখানে। জন বলে, সে সবসময় তার নীতির পক্ষে দাঁড়াবে।'

'রাজানুগত লোক হিসেবে সে পরিচিত?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

লেফ্টেন্যান্ট বিষয়টি নিয়ে একটু চিন্তা করলো। এরপর গিলের কাছে জানতে চাইলো, চিলেকোঠায় সে কী দেখেছে। গিল ব্যাপারটা খুলে বললো। বিলিরোজের সরাইখানায় তার এবং লানার দেখা লোকটি সম্পর্কেও একটা বিশদ বর্ণণা দিলো। এ-বিষয়ে তার অভিমত জানতে চাওয়া হলে সহজ এবং সাদামাঠা ভাষায় সে বক্তব্য রাখলো।

'দোকানে যখন প্রথম তোমরা উল্ফকে দেখতে পেলে কেন তখন তাকে গ্রেফতার করোনি?' জিজ্ঞেস করলো লেফ্টেন্যান্ট।

'তাকে পাকড়াও করবার মতন কোনো কিছুই আমরা তার ওখানে পাইনি। কেবল বারুদ ছাড়া।'

'খামারটায় যখন ঢুকলে তখন কী মদে মাতাল হয়েছিলে তোমরা?'

'আমাদের কেউ কেউ সামান্য নেশাগ্রস্ত ছিলো, স্যার।'

'ব্যস্, হয়েছে। তোমার সাক্ষ্য শেষ হলো,' লেফটেন্যান্ট বললো। এই সময় লানা ওর পায়ে ডাক্তারের পায়ের স্পর্শ অনুভব করলো।

'তোমার স্বামী ছেলেটি বেশ ভালো বলেছে,' ফিস্ফিসিয়ে বললো ডাক্তার। 'জনের প্রতিও সে যথেষ্ট সহানুভূতি দেখিয়েছে।'

www.pathagar.com

পেছনে সরে এলো গিল। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে সে হাঁপাতে লাগলো। দর্শকরা গুঞ্জন তুললো এবং মাথা দোলাতে শুরু করলো। ব্যাপারটা যার কাছে যেরকম মনে হলো সেভাবে সে সিদ্ধান্ত স্থির করলো। দর্শকদের দশজনের নয়জনই ভাবলো, আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। কিন্তু যেভাবে লেফটেন্যান্ট জেরা করেছে তাতে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

ক্যাপ্টেন ডেমুথের দিকে ফিরলো লেফ্‌টেন্যান্ট। আসামীর বিপক্ষে আর কোনো সাক্ষী আছে কিনা জানতে চাইলো তার কাছে। হ্যাঁ, আরো সাক্ষী আছে।

স্টোরি গ্রেকে তলব করা হলো। সে বললো, বেলিঙ্গার তল্লাটের ওপাশে ফল্সহিলের পশ্চিম প্রান্তে তার বসত। সে সাক্ষ্য দিলো, গ্রেফতারের ঘটনাটির তিনদিন আগে তার নিগ্রো ক্রীতদাস হ্যান্স ব্যাপারটা সম্পর্কে তাকে সচেতন করে দিয়েছিলো। নিগ্রোটিকে সে ঘরে আটক করে রাখে। তার কারণ প্রায়ই নিগ্রোটি লুকিয়ে-ছাপিয়ে যেতো হারকিমারের ওখানে। হারকিমারের যুবতী ক্রীতদাসী ফ্লেলটির সাথে ভাব ছিলো ওর। ওদের এই মাখামাখিতে সাংঘাতিক বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন হারকিমার সাহেব। ওদিকে যাওয়ার সময় পথে দুটি রেডইন্ডিয়ানকে দেখে ভয় খেয়ে গিয়েছিলো হ্যান্স। তারা ওর কাছে জানতে চেয়েছিলো জন উলফের দোকান কোন্‌দিকে। ও তাদের দিকে তীব্র একটা চিৎকার ছুঁড়ে দিয়ে ফিরে এসেছে ছুটতে ছুটতে। গ্রেব ওকে ধরে এনে ভাঁড়ার ঘরে হাতপা বেঁধে লুকিয়ে রাখে।

পরের সাক্ষীটি সবথেকে বেশি বিরক্তি উদ্রেগ করে সবার মনে। লোকটি ছিলো আধবুড়ো। তার হাত দুটি মাংসল, সাদা গোঁফের প্রান্তে কালো রেখা। সে তার নাম বললো, হন্‌ ইয়েরি ডোর্স। এন্ডরিজ প্যাটেন্ট-এর লাগোয়া পশ্চিমে তার বাড়ি। সে সাক্ষ্য দিলো, ১৪ই জুলাই সন্ধ্যায় ইসাক প্যারিস-এর সাথে একটা দলিল নিষ্পত্তি করে বাড়ি ফিরছিলো সে। সারাদিন লাগলো তার কাজ শেষ করে ফিরে আসতে। সন্ধ্যায় যখন সে জেম্‌স জোন্স-এর বাড়ির কাছে এলো, ওখানে বসে থাকতে দেখলো বাঁহাত খোঁড়া একটা লোককে। তার গায়ে ছিলো ডোরাকাটা একটা জ্যাকেট, একটা বাদামি রংয়ের ওভারকোট। তার পশমি মোজার রং ছিলো নীল এবং জুতায় ছিলো ফিতা বাঁধা।

মনের সুখে ডোর্স যখন ঘটনা-পরম্পরার বর্ণনা দিয়ে চলছিলো, লানা কোনোমতে দম বন্ধ করে রাখলো।

www.pathagar.com

ডোর্স বলে চললোঃ কথিত লোকটির বামহাত ছিলো নুলো। জোন্সকে সে জিজ্ঞেস করেছিলো কোথা থেকে লোকটা এসেছে। জোন্স জানালো, সে বলতে পারবে না। লোকটা ডোর্স–এর সামনে দাঁড়িয়ে কিছু পানীয় গোগ্রাসে গিললো এবং তারপর তারা তিনজন কিংসরোড ধরে একসাথে রওয়ানা দিলো। পথে ডোর্স যখন লোকটার নাম জানতে চাইলো, সে কোনো জবাব দিলো না। শুধু বললো, আলবানি থেকে এসেছে সে। ডোর্স নিশ্চিত, একতাড়া চিঠিপত্র ছিলো নুলো হাতের লোকটার কাছে। একবার পথে ধাক্কা খেয়ে লোকটা ডোর্স–এর গায়ের ওপর এসে পড়লে তার শার্টের ভেতরকার কাগজের খস্‌খস্‌ শব্দ টের পেয়েছিলো ডোর্স। লোকটা তাকে বললো, একচোখ অন্ধ একটা লোকের সাথে সে দেখা করতে যাচ্ছে এবং ডোর্স এরকম কোনো লোককে চেনে কিনা। ডোর্স বলেছিলো, এ ধরনের কোনো লোককে সে চেনে না। লেফ্‌টেন্যান্ট যদি দরকার মনে করেন তাহলে এই মুহূর্তেও তাঁর সামনে হলফ করে সে কথাটা বলতে পারে।

সাক্ষীর এধরনের একঘেঁয়ে বিরক্তিকর কথাবার্তায় দর্শকরা ধৈর্য হারাতে বসেছিলো। কেমন অদ্ভুত একটা স্নায়বিক দুর্বলতায় ভুগছিলো নির্বোধ ডোর্স। লেফ্‌টেন্যান্ট বিডল তার বাজে বকুনি শুনতে শুনতে আঁচ করতে পারলো, দর্শকদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। কাঠগড়ায় ঠায় দাঁড়িয়েছিলো বিবাদি উল্‌ফ। তাকে দেখে মনে হলো, সাক্ষীর একটা কথাও তার কানে যায়নি। বন্দীর স্ত্রী একটা হাত চাপা দিয়ে রাখলো তার মুখে। ডাক্তারের পাশে বসা সুন্দরী মেয়েটিকে কিছুটা আশ্বস্ত মনে হলো। তার স্বামী ঠিকমতো সাক্ষ্য দিতে পেরেছে, বোধকরি এর জন্যেই তার মধ্যে আর কোনো উদ্বেগ ছিলো না। তবে দোকান ঘরের ভেতরকার এই গুমোট পরিবেশটা তার দম বন্ধ করে তুলছিলো।

ডোর্স তার জবানবন্দির রেশ ধরে বলতে লাগলো ঃ তারা রাত কাটালো জংগলে আর সকাল বেলা বিলি রোজের সরাইখানায় এসে উঠলো। রোজ তাদের বললো কমিটি রেজিস্টারে নামসই করতে। ডোর্স তার নাম সই করলো। কিন্তু জোন্‌স্‌ এবং নুলো হাতের লোকটা বাইরে বেরিয়ে গেলো। তারা রোজের আঙিনার আপেল গাছটার তলায় গিয়ে বসে থাকলো।

পরের সাক্ষী ছিলো সরাইখানার মালিক উইলিয়াম রোজ। সে ডোর্সের বিবরণের সত্যতা স্বীকার করলো। ক্যান্ডওয়েল সম্পর্কে মার্টিনের সাক্ষ্যের প্রতিও সমর্থন জানালো। প্রসংগক্রমে বললো ঃ রেজিস্টার নিয়ে সে যখন আঙিনায় গেলো, দেখলো

www.pathagar.com

খোঁড়া হাতের লোকটা ওখানে নেই। কিন্তু জোন্স্‌কে দেখলো ওখানটায় জ্যাকোবাস্‌ সীনির পাশে বসে থাকতে।

ঠায় পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থেকে এসব কথা বন্দীকে শুনতে হচ্ছিলো বলে দুঃখ বোধ করলো লেফ্‌টেন্যান্ট।

'আর কোনো সাক্ষী আছে, ক্যাপ্টেন ডেমুথ?' লেফ্‌টেন্যান্ট জানতে চাইলো।

পনেরো মিনিট লাগলো এ ধরনের আরও কয়েকটি সাক্ষীর জবানবন্দি শুনতে। এদের কথাবার্তা শুনে মনে হলো, গোটা যুক্তরাষ্ট্রটাই যেন কসবি খামারের ওপর গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। তবে ক্যাপ্টেন ডেমুথ বিষয়টির ব্যাখ্যা দিয়ে বললো, এসব লোকের কোনো একজন সম্পর্কেও সঠিকভাবে কেউ কিছু বলতে পারবে না। অবশ্য সাক্ষীদের বিবরণ থেকে যুক্তিসংগতভাবে এ সিদ্ধান্ত টানা যায় ঃ এদের অনেকেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বৈরী মনোভাবাপন্ন। এবং সন্দেহাতীতভাবে এদের কেউ কেউ অবস্থান করেছে জন উলফের ওখানে।

কামরার ভেতরে এবং বাইরে লোকজনের মধ্যে গুঞ্জন ধ্বনিত হলো।

'জন উল্‌ফ, সাক্ষীদের জবানবন্দি তো তুমি শুনেছো?' শুধালো লেফটেন্যান্ট।

উল্‌ফের ঠোঁটে বিদ্রূপের একটা কুঞ্চন ফুটে উঠলো।

'কিছু কিছু শুনেছি।'

লেফ্‌টেন্যান্টের চোখাচোখি হলো সে। তার দৃষ্টিতে ছিলো সহানুভূতি। কিন্তু এসব ইংগিতবহুল কথাবার্তা শুনে উল্‌ফের নিজের মেজাজটাই বিগ্‌ড়ে গিয়েছিলো।

'জন উল্‌ফ, রাজার লোকজনকে কখনো কী তুমি কোনো সাহায্য করেছো?'

'হ্যাঁ, করেছি,' চড়াগলায় জবাব দিলো সে। তার মুখ ফ্যাকাশে দেখালেও চোয়ালটা কঠিন হয়ে উঠলো। তার স্ত্রী 'ওহ, জন' বলে একটা যন্ত্রণাকাতর ধ্বনি করলো। ব্যাপারটা খেয়াল করলো না লেফটেন্যান্ট। একটা আশ্চর্যরকমের আগ্রহ নিয়ে শান্তস্বরে সে প্রশ্ন করতে লাগলোঃ

'কীভাবে তুমি তাদের সাহায্য করতে?'

'ক্ষুধার্ত অবস্থায় আমার ওখানে এলে আমি তাদের কিছু খেতে দিতাম।'

'যখন তারা দাম শুধতে পারতো না?'

'মাঝেমধ্যে দাম শোধ করতো তারা।'

www.pathagar.com

'দাতব্যসদন কিংবা সরাইখানা খোলার জন্যে কাউন্টি কমিটি বোধকরি তোমাকে কোনো পারমিট।'

'নিকুচি করি তাদের! না, তারা দ্যায়নি। কিন্তু আমি কাউন্টারে কখনো মদ বেচি না।'

'ওদের কাছে কখনো বেচো নি?'

'পয়সা পেলে জগ হিসাবে আমি ওদের কাছে বেচতাম। এটা ছিলো দোকানের খরিদ।'

তার থুতনি শিথিল হয়ে পড়লো এবং তার গলার স্বর বিকৃত শোনালো।

'এর মধ্যে কী এরকম কোনো বেচাকেনা তুমি করেছো?'

'বেচবার মতো কিছুই অবশিষ্ট ছিলো না আমার,' বললো জন উল্ফ।

'থাকলে কী করতে?'

'হ্যাঁ, বেচতাম। আমাকে তো উপার্জন করে জীবনধারণ করতে হয়।'

'যে দুটি সেনেকা রেডইন্ডিয়ানের কথা সাক্ষীরা বলেছে, তুমি ওদের খেতে দিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ'।

'ওরা দাম শোধ করেছিলো?'

'না।'

'তুমি ওদের খাবারের জিনিস দিয়েছিলে, না?'

'ওরা ক্ষুধার্ত ছিলো।'

'তুমি কী স্বেচ্ছায় এটা করেছিলে?'

অভিযোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার সবরকম সুযোগই তাকে দিচ্ছিলো লেফ্‌টেন্যান্ট। কিন্তু জন উল্ফ ছিলো আস্ত একটা আনাড়ি। তাছাড়া এতোক্ষণ ধরে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থেকে সে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলো।

'হ্যাঁ'।

'কেন?'

'আমি তাদের তাড়িয়ে দিতে পারতাম না, পারতাম কী? তারা ভদ্র আচরণ করেছিলো। বিধাতার অভিশাপ ওই নচ্ছার মাতাল ডাচগুলির মতন ঘর ভেঙে ঢোকেনি কিংবা কুৎসিত কোনো কিছু করেনি তারা।'

লেফ্‌টেন্যান্ট তার পিস্তলের বাঁট দিয়ে জোরে শব্দ করলো কাউন্টারে।

www.pathagar.com

'ভদ্রভাবে কথা বলো, উল্‌ফ।'

'আমার মতো ভদ্রভাবে কাউকেই তো কথা বলতে দেখলাম না।'

'তুমি যদি জানতে এই লোকগুলি রাজার পক্ষে বেআইনী কার্যকলাপে লিপ্ত তা হলে কী তুমি ওদের সাহায্য করতে?'

'আমি জানতাম, তারা রাজার পক্ষে কাজ করছে। কিন্তু কাজটা কোন্ ধরনের তা জানতাম না। কী করে জানবো, সাহেব? আমি তো তাদের জিজ্ঞেস করিনি। আমার কাজ নিয়ে আমি ব্যস্ত ছিলাম, বুঝলেন তো?'

লেফ্‌টেন্যান্ট ধৈর্যসহকারে উপেক্ষা করলো জন উল্‌ফের এই গোঁয়ার্তুমি। সে বুঝতে পারছিলো লোকটার ভেতরের অসহিষ্ণুতা।

'যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাজার উৎপীড়নমূলক কাজেও কি তুমি স্বেচ্ছায় রাজাকে সমর্থন যোগাবে?' প্রশ্ন করলো লেফ্‌টেন্যান্ট।

'তিনি যদি এই অভিশপ্ত ডাচগুলিকে নির্মূল করার প্রতিশ্রুতি দেন, তাহলে আমি তা করবো।'

'আত্মপক্ষ সমর্থনে এটাই তোমার সাকূল্য বক্তব্য?'

'আপনি কী আরো শুনতে চান?'

'আইন মোতাবেক তুমি যদি তোমার পক্ষে যুক্তিপ্রমাণ দাঁড় করাতে না পারো, তাহলে আর কিছু তোমার না বলাই ভালো।'

'রাজার আইন ছাড়া আর কোনো আইন আছে, আমার জানা নেই। থাকলেও আমি তার তোয়াক্কা করি না।'

'ব্যস, এখানেই তোমার বক্তব্য শেষ।'

লেফ্‌টেন্যান্ট বিডল কাউন্টারে রাখা তার হাত দুটির দিকে তাকালো। সে আশা করছিলো, কাউন্টারের ওপর আঘাতে তার পিস্তলটিতে যেন দাগ না লাগে। যতোটা সে বুঝতে পারছে, আসামী একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিমাত্র। এখানে সন্দেহভাজন লোকদের অবশ্য তলব করা হয় না। বিচারক হিসাবে তার কাজ হচ্ছে আসামীকে অপরাধী ঘোষণা করা।

সে ভাবলো : 'কিসের জন্যে অপরাধী লোকটা?'

'জন উল্‌ফ,' লেফ্‌টেন্যান্ট বলতে লাগলো, 'এই আদালতের সামনে তোমার বিরুদ্ধ পক্ষের সাক্ষীদের বক্তব্য তুমি শুনেছো। তোমার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে কোনো

www.pathagar.com

তুমি আদালতে হাজির করতে পারোনি। আদালতের মতে, এই দেশের প্রতি শত্রুতার কাজে লিপ্ত লোকজনদের যে তুমি মদদ যুগিয়েছো তা যুক্তিসংগতভাবে প্রমাণিত হওয়ার অনুকূলে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। তাদের তুমি খেতে দিয়েছো, একথা তুমি অস্বীকার করোনি। এবং তাদের তৎপরতায় তোমার অংশ ছিলো না, এর পক্ষেও কোনো প্রমাণ দিতে তুমি ব্যর্থ হয়েছো। সুতরাং রাজানুগত ব্যক্তি হিসাবে তোমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে আমি তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করছি। অতএব, বিধি অনুসারে তোমাকে ফোর্ট ডেটনে আবার নিয়ে যাওয়া হবে। এবং সেখানে তুমি বন্দি জীবন কাটাবে যে পর্যন্ত একটি স্কোয়াড তোমাকে বের করে এনে গুলির আদেশ কার্যকর না করে। ---আদালত এখন মুলতবি ঘোষিত হলো।'

কামরার ভেতরে আবার শুরু হলো গুঞ্জন। বাইরের লোকজন বলাবলি করতে লাগলো ঃ 'তারা ওকে গুলি করতে যাচ্ছে।'

লানা দেখলো, একটি খুঁটির মতন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মিসেস উলফ। একটি বাকল ছাড়ানো খুঁটির মতন দেখাচ্ছিলো তাকে। মুখটি একদম সাদা, রক্তশূন্য। একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে মহিলা।

গিল মার্টিনের চিবুকটি নেতিয়ে পড়েছে। জর্জ উইভারের মুখ বিবর্ণ এবং লালচে হয়ে উঠেছে। হাজার হোক লোকটা ছিলো তাদের প্রতিবেশী। লেফটেন্যান্ট আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো এবং অপেক্ষমাণ সার্জেন্টের দিকে ফিরে ইশারা করলো। রক্ষীরা বাহু ধরে বন্দীকে টেনে নিয়ে চললো কামরার ভেতর দিয়ে। লেফটেন্যান্ট তাদের অনুসরণ করে অগ্রসর হলো।

৯
উলফের ভাগ্য

বুড়ো ঘোড়ায় চেপে থপ্ থপ্ করে চলছিলো জর্জ উইভার। স্কুইলারের ঠিক সামনের রাস্তায় এসে গিলের বাদামি মাদী ঘোড়াকে সে পাশ কাটালো। লানার আরামের জন্যে ঘোড়াটা অগ্রসর হচ্ছিলো হাঁটার কদমে। গিলের পেছনে পাশঘেঁষে বসেছিলো লানা। গিল জিজ্ঞেস করলোঃ 'ওরা সত্যি সত্যি তাকে গুলি করতে যাচ্ছে, মিঃ উইভার?' এমনভাবে সে প্রশ্নটা করলো যেন উইভার একটা বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে।

'আমার মনে হয়, আইনমাফিক তারা তাই করবে।'

www.pathagar.com

'কিন্তু কেন তাকে গুলি করা হবে? সে প্রকৃত কোনো অপরাধ করেছে এমন কিছু তো আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

'সত্যি তাই,' জর্জ বললো। 'আমিও বুঝতে পারছি না যে তার কোনো অপরাধ হয়েছে।'

'তাহলে কেন এই সাজা?'

লানার বাহুর বাঁধনের ভেতর থেকে গিল কথা বললো।

'অনবরত এ প্রশ্নটাই আমাকে করে চলেছে লানা। ওর প্রশ্নের খোঁচায় আমি কাহিল হয়ে পড়েছি।' এমনভাবে সে কথাগুলি বললো যেন লানা বুঝতে পারে তার শরীরের ভেতর থেকে শব্দগুলি ছিটকে বেরুচ্ছে।

লানা চিবুক তুলে জর্জের দিকে তাকালো।

'বলুন তো, সত্যি কিসের জন্যে লোকটাকে আপনি গ্রেফতার করতে গেলেন, মিঃ উইভার?'

অস্বস্তিকরভাবে মাথার চুল খোঁচাতে লাগলো জর্জ। গভীর কালো চোখদুটি তুলে এমনভাবে সত্য সন্ধানের চেষ্টা করছিলো লানা যাতে সে বাধ্য হলো নিজের অস্পষ্ট ধারণায় ব্যাপারটার সত্যতা খতিয়ে দেখতে।

'আমি ঠিক বলতে পারবো না, লানা। এটা জিম্‌স ম্যাকনডের মাথা থেকে এসেছে। টমসনের বাড়িতে আমি মিলিশিয়া কোম্পানির ছেলেদের জোর করে ঢুকতে দিয়েছি, এই অভিযোগ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে সে উল্‌ফকে গ্রেফতারের পরামর্শ দিয়েছিলো আমায়। আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি এর জন্যে উলফের মৃত্যুদন্ড হবে।' তার মুখটা বিবর্ণ দেখালো। 'সত্যি বলছি, লানা।'

'বাস্তবিকই তাই,' লানা বললো। 'আমি জানি, আপনি কাউকে আঘাত দিতে চাইবেন না।'

'এর প্রকৃত খারাপ দিকটা হলো,' জর্জ বলতে লাগলো, 'এতে কারোই কোনো উপকার হবে না। লেফটেন্যান্টের জিভটা যদি আমি থোঁতা করে দিতে পারতাম। এমনভাবে সে কথা বলছিলো যেন আমি একটা চোর। অবশ্য মার্ক ডেমুথ আমাদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন, আলবানি কাউন্টিতে ইয়াংকিরা যেভাবে মেয়েমানুষ এবং যুবতীদের বেত মারে সেরকম তো কিছু করেনি এরা।'

'আমি জানি, আমি জানি। কিন্তু এটা একটা ভয়ংকর ব্যাপার। আমরা তো ইয়াংকি নই।'

www.pathagar.com

'হ্যাঁ তাই,' জর্জ বললো। আমার আশা, তাই যেন ঘটে। লেফটেন্যান্টকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'হতভাগ্য জনকে কি তুমি গুলি করে হত্যা করতে যাচ্ছো, সাহেব?' জবাবে সে বললো, 'আচ্ছা, তুমি কী আশা করছো?' ভাবখানা যেন আমিই এর জন্যে দায়ী।'

'মিসেস উলফের কি হবে, বলুন তো?'

'আমি বলতে পারবো না। এমনিতে সে দুর্বলচিত্ত মানুষ। ডাক্তার পেট্রি তার বাড়িতে তাকে স্থান দিতে চেয়েছিলো। ডাক্তারের স্ত্রীর সৎ মা সে। কিন্তু মহিলা বললো, ডাক্তারের ওখানে যাওয়ার চাইতে কসবির খামারে গিয়ে না খেয়ে সে মরতে প্রস্তুত।

'তাকে আমি দোষ দিই না।'

'ডাক্তার লোকটাও তেমন খারাপ নয়,' জবাবে বললো জর্জ। 'এখানকার গোটা তল্লাটের একমাত্র চিকিৎসক সে। তার কাছে গেলে যেকোনো লোককেই সাহায্য করে ডাক্তার। তা সে টাকা দিতে পারুক আর নাই পারুক। টাকার জন্যে চাপাচাপি করে না ডাক্তার। কোবাস তার কাছ থেকে ডিম এবং দুধ খাওয়া একটা শূকরছানা ধারে নিয়েছিলো। কোবাসের এধার শোধ করতে আমাদের একবছর লাগে। আমি আর এমা ঠিক করেছিলাম, তামাদি হওয়ার আগেই কোবাসের ঋণটা আমরা শোধ করে দেবো। এবং আমরা তাই দিয়েছিলাম।'

'তাকে দেখে আমার নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক বলে মনে হচ্ছিলো।'

'আমার বিশ্বাস, জনের জীবন রক্ষা করতে পারবে সে। বেশ প্রভাব আছে তার। সে ভদ্র সমাজের লোক।'

'আমি এটা বিশ্বাস করি না।'

গিল অতিষ্ঠ হয়ে বললো, 'তোমার বকুনি থামাও, লানা। এছাড়া কোনো উপায় ছিলো না। ক্ষমতায় থাকার সময় রাজার লোকেরা নিরীহ নিরস্ত্র মানুষকে সামান্য অজুহাতে মারপিট করতে এতটুকু বিবেকের তাড়না অনুভব করেনি। ভেবে দেখো, জ্যাক স্যামসের ওপর কী অত্যাচারটাই–না ওরা করেছিলো গেলো বছর যখন কানাওয়াগায় স্বাধীনতার স্তম্ভ তারা তুলতে যায়।'

লানা চুপ করে গেলো। ও বুঝতে পারলো গিলের মাথায় কর্তব্যবোধের পোকা কিলবিল করছে। ব্যাপারটার একটা কিনারা করা যায় কিনা তা দেখবার জন্যে নিজের মনটাকে প্রস্তুত করে ফেললো ও। ক্যাপ্টেনকে এ বিষয়ে আগ্রহী করে তুলবার জন্যে মিসেস ডেমুথের সাহায্য পাওয়া যেতে পারে বলে আশা করলো লানা।

www.pathagar.com

পরের দিন কাটা গাছের ডালপালা সরিয়ে নেয়ার কাজে ক্রিশ্চিয়ান রিঅলকে সাহায্য করার জন্যে গিল যখন বাইরে বেরুলো সেই ফাঁকে লানা গেলো ডেমুথের বাড়ি। খামারের মাঠে এসে ও দেখলো, ক্লেম কোপারনল ক্যাপ্টেনের ঘোড়াটিকে গোলাঘরের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। লানা এগিয়ে গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলো।

'মিসেস ডেমুথ ভেতরে আছেন?' কাজের মেয়েটিকে শুধালো ও।

'গড্!' সবিস্ময়ে বললো ন্যান্সি। ওর হাত থেকে পড়ে গেলো একটি কাচের বাসন। 'আমি বলতে পারবো না।'

বিমূঢ় হওয়া নীল চোখ দুটি ও তুলে ধরলো লানার পানে। কিন্তু বাসন ভাঙার শব্দ অচিরেই টেনে আনলো মিসেস ডেমুথকে।

'ন্যান্সি!' কর্কশ স্বরে বললো মিসেস ডেমুথ। এবারও যদি বাসন ভেঙে থাকো তাহলে ক্লেমকে ডাকবো তোমার পিঠে ওর বেল্ট ভাংতে।'

'এটা ভাঙেনি, মিসেস ডেমুথ।' ন্যান্সি হু-হু করে কাঁদত শুরু করলো। 'সত্যি বলছি, ভাঙেনি। কেবল একটু ফেটে গিয়েছে। আমি ওটা জোড়া দিতে পারবো। আমি হঠাৎ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম কিনা তাই।'

পরমুহূর্তেই লানার দিকে নজর পড়লো মিসেস ডেমুথের। তার স্কার্টের নড়াচড়া বন্ধ হলো। এক পলকপাতেই শান্ত হতে দেখা গেলো তাকে। '

'ভালো আছো তো, মিসেস মার্টিন? সত্যি খুশি হলাম তোমায় দেখে। এসো, বৈঠকখানায় এসো আমার সাথে।'

বসবার ঘরটায় কালো কাঠের ঝকঝকে আসবাবপত্র, চমৎকার সব চেয়ার এবং কার্পেটে মোড়া পাটাতনের মেঝের জলুস দেখে লানা সংকোচবোধ করতে লাগলো। তবে কাঠের চার দেয়ালের ভেতর এতোসব দামি জিনিসের সমাবেশটাকে কেমন যেন বেমানান মনে হচ্ছিলো। ও আলগোছে একটা চেয়ারে চুপচাপ বসে পড়লো। মিসেস ডেমুথের দিকে তাকালো না। ওপরতলায় ক্যাপ্টেনের দ্রুততালের পায়চারির শব্দ কানে আসছিলো ওর।

'ক্যাপ্টেন ডেমুথ এইমাত্র বাড়ি ফিরলো,' বললো মিসেস ডেমুথ। 'তুমি রোদের জায়গাটা থেকে সরে আসবে, নাকি পর্দাটা আমি টেনে দেবো?'

www.pathagar.com

'কষ্ট করতে হবে না আপনাকে। আমি রোদ ভালোবাসি,' বললো লানা। মিসেস ডেমুথের সযত্নলালিত পাউডার-চর্চিত মুখখানার দিকে চোখ পড়তেই মুহূর্তের জন্যে কেমন একটা ঈর্ষাকাতর পুলক খেলে গেলো ওর মনে।

'মিসেস ডেমুথ ,' বললো লানা, 'আমি আপনার সাথে দেখা করতে এসেছি। জন উলফের ব্যাপারে আপনি যদি ক্যাপ্টেন ডেমুথকে একটু বলতেন।'

'আচ্ছা,' মিসেস ডেমুথ বললো। একটা নকশিদার ফ্রেমের পাশে বসেছিলো সে। 'আচ্ছা, তুমি তো সেই লোকটির কথা বলছো না যাকে কসবি খামার থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিলো?'

'হ্যাঁ, তার কথাই।'

'লোকটা কি তোমার বন্ধু? আমি শুনেছি যারা তাকে গ্রেফতার করেছিলো তাদের মধ্যে মিঃ মার্টিনও ছিলো। টমসন হাউসে সেই বিদঘুটে অন্ধ লোকটার অবস্থানেরও নাকি কী একটা প্রমাণ খুঁজে পেয়েছে মিঃ মার্টিন। অবশ্য টমসনদের ব্যাপারে আমার আগেও তেমন কোনো ধারণা ছিলো না।' একটা তুষ্টির ভাব নিয়ে কথাটা শেষ করলো মহিলা।

'গিল ওখানে ছিলো,' অনুচ্চস্বরে বললো লানা।

'হ্যাঁ, মার্ক তোমার স্বামীর উচ্ছ্বসিত তারিফ করেছে।'

'আমি জানি। যা কর্তব্য তাই করেছে গিল।' সিল্কের টুকরাটার কথা হঠাৎ মনে উঁকি দিয়ে উঠেছিলো লানার। কিন্তু পরক্ষণেই ওটাকে মনের কোণ থেকে ঝেটিয়ে দূর করলো ও।

'কিন্তু উলফকে গুলি করে হত্যা করা হবে এটা ভাবতে পারছে না গিল।'

'ও, তাই নাকি!' স্মিত হাসলো মিসেস ডেমুথ। 'তুমি কী ভাবছো এতে কিছু এসে যাবে?'

লানা শান্তকণ্ঠে বললো ঃ 'হ্যাঁ, তা যাবেই তো। গিল অবশ্য কিছু বলতে চাইছে না। কিন্তু আমি চাই, এমন একটা ভয়ংকর ব্যাপার যেন ওর বিবেকের ওপর কোনো বিরূপতা সৃষ্টি না করে।'

'লক্ষ্মীটি,' মিসেস ডেমুথ বললো, 'মেয়েমানুষরা এর কী হিল্লা করতে পারে, বলো? এটা পুরুষদের ব্যাপার স্যাপার। তাঁরা পরস্পরকে খুন করছে। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি, লোকটা নিশ্চয়ই দোষী।'

www.pathagar.com

'নিহত হওয়ার মতো দোষী নিশ্চয় নয়,' বললো লানা।

'আমি এখানে সবকিছু শান্তিপূর্ণ দেখতে চেয়েছিলাম। সত্যি জীবনকে আনন্দময় করা বড়ো কঠিন। মার্ক দিনদিন বিতৃষ্ণ হয়ে উঠছে। আমি নিশ্চিত তুমি সব বুঝতে পারবে।'

লানার মুখখানা কালো এবং গম্ভীর হয়ে উঠলো।

'এব্যাপারে কিছু একটা করার জন্যে আমি সংকল্পবদ্ধ। দেখি, কী করা যায়। মিসেস উলফের চিন্তায় আমি ঘুমাতে পারছি না।' লানা থামলো। মিসেস ডেমুথকে দরোজার দিকে চোখ তুলে তাকাতে দেখলো ও। আপনা থেকেই একটা ঔজ্জ্বল্য খেলে গেলো মহিলার মুখে।

'বাহ্! তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে আছো, মার্ক? মিসেস মার্টিনের সাথে দেখা করবে না? কষ্ট করে সে এসেছে আমার সাথে দেখা করতে।'

ক্যাপ্টেন ডেমুথ রুমের ভেতর পা বাড়ালো।

'সুপ্রভাত, মিসেসমার্টিন।'

লানা উঠে দাঁড়ালো এবং অভিবাদন জানালো। তার দিকে ভালো করে তাকাতে পারলো না ও। ডেমুথের মতন একজন লোককে কীভাবে বিচার করবে সে ধারণাও ওর ছিলো না। উইভার বলেছিলো, ডাক্তার একজন ভদ্রসমাজের লোক। কিন্তু ক্যাপ্টেনের মতো সম্ভ্রমবোধ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতার ভাব তার মধ্যে ছিলো না। নিজের পরিবারের বাইরের লোককে যেভাবে গ্রহণ করা হয় ঠিক সেরকম বিনয় প্রকাশ করে মাথা নুইয়ে লানাকে অভিবাদন জানালো ক্যাপ্টেন।

'তুমি ফিরে এসেছো দেখে আমার খুব ভালো লাগছে, ডেমুথ।' বললো ক্যাপ্টেনের স্ত্রী। 'কথা বলবার জন্যে তুমি আমায় একটু সময় দেবে?'

'যেকোনো দিনই সময় হতে পারে,' লানার দিকে চোখ রেখে বললো ক্যাপ্টেন। কিন্তু কথাটা সে তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করেই বলছিলো। 'শোনো লক্ষ্মীটি, আড়ি পাতবার জন্যে আমি ওখানে দাঁড়াইনি। আমি শুনতে পাচ্ছিলাম তুমি এবং মিসেস মার্টিন কথা বলছিলে জন উলফের বিষয়ে।' নাকে সামান্য একটু নস্যি নিলো ক্যাপ্টেন এবং জোরে শ্বাস টানলো। এরপর লানার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসলো। জিজ্ঞেস করলো : 'কেন তুমি আমার খোঁজ করছিলে?'

লানা সাহস সঞ্চয় করে নিলো।

'ওরা মিঃ উলফকে গুলি করবে?'

www.pathagar.com

'আমি নিশ্চিত নই। তুমি চাও না এটা ঘটুক?'

'না,' দৃঢ়কণ্ঠে বললো লানা।

'আমিও চাই না। এবং একই কারণে।'

লানা বুঝলো, ও এবং ক্যাপ্টেন ডেমুথ মন খুলে কথা বলতে পারে। কিন্তু ভদ্রলোকের স্ত্রীর দিকে তাকাতে ওর ভয় করছিলো। কিন্তু ও জানতো ইচ্ছা করলেও একনাগাড়ে ও কথা চালিয়ে যেতে পারবে না যদিও ভদ্রলোককে অনেকটা নৈর্ব্যক্তিক মনে হচ্ছিলো।

'গিলের জন্যে,' মাথা নেড়ে বললো ও।

'গোটা মিলিশিয়া কোম্পানির জন্যে তারা একটুখানি মদ চেখেছিলো মাত্র। আর আইনের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে তারা একটা অজুহাত খুঁজবার চেষ্টা করছিলো।'

'গিল মদ ছোঁয়নি। সে এর সাথে জড়িত ছিলো না।'

'না, সে কেবল তার দায়িত্ব পালন করছিলো। সে নির্দেশ মতন কাজ করে। আসলে জিমস্ ম্যাকনডই সমস্ত গোলমালের আড়কাঠি। আমার মনে হয় স্কুল শিক্ষকদের বেতন আরো বাড়ানো দরকার। মাঝেমধ্যে তাদের মাথা খুলতে দেখা যায়। পরক্ষণেই আবার তারা নাখোশ হয়ে ওঠে। আমার ভয় হচ্ছে, ম্যাকনড্ হয়তো গোলমাল পাকিয়ে তুলবে।'

'আমি তাকে চিনি না।'

'লোকটা একটা সাচ্চা দেশপ্রেমিক। কিন্তু আমার মতে দেশপ্রেমই সবকিছু নয় এবং এর অর্থ যা খুশি তা করা নয়। বাটলাররাও ঠিক একই নেশায় ভুগছে। আমার আশা, উলফের ব্যাপারে ওরা যেন চরম কোনো সিদ্ধান্ত না নেয়।'

বুটজুতায় শব্দ তুলে জান্‌লার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো ক্যাপ্টেন। তাঁর চোখের সামনে ভাসলো একশ গজের মতন একটা চষাক্ষেত, খুঁটির একটা বেড়া এবং তারপর গাছের একটানা বিস্তার। হ্যাজেনক্লেভার পাহাড় পর্যন্ত গোটা তল্লাট জুড়ে তরংগের পর তরংগ তুলে আকাশ ছুঁয়েছে গাছের উঁচু মাথাগুলি। পাহাড়ি নদীর রূপালি ধারাগুলি ছাড়া কানাডা অব্দি এর মাঝখানে আর কোনো ছেদ নেই। অরণ্যের প্রান্তরেখায় খুঁটির বেড়াটাকে একটা ক্ষীণ বাঁধের মতন দেখাচ্ছিলো।

জানলার কাচের ঝকঝকে শার্সির আড়াল থেকে মুখতুলে তাকালো ক্যাপ্টেন। বললোঃ 'জন উলফকে এ মামলা থেকে উদ্ধার করতে চেয়েছিলাম আমি। বড়োজোর এখন আমি যা করতে পারি তা হলো একসপ্তাহ পর্যন্ত তার মৃত্যুদন্ড স্থগিত রাখা। ডাঃ

www.pathagar.com

পেট্রি কর্নেল হারকিমারের সাথে দেখা করতে গেছে। প্রাণদন্ড মওকুফের আবেদন যাতে বিবেচিত হয় তার জন্যে হারকিমার জোর চেষ্টা চালাবেন। কিন্তু আবেদনপত্রে তিনি তাঁর নাম সই করতে পারবেন না। কারণ, আমাদের মিলিশিয়া বাহিনীর জেনারেল হিসেবে তাঁর নিয়োগ নিশ্চিত হওয়া দরকার। এই যুদ্ধে একমাত্র হারকিমারই পারেন গোটা উপত্যকাকে একসাথে ধরে রাখতে। এ নিয়োগের ব্যাপারটা না থাকলে উলফকে ছাড়ানো সহজ হতো।'

মুখে 'হ্যাঁ' বললেও ন্যায়বোধের তাড়নায় লানার ভেতরটা জ্বলে উঠলো। উলফকে এখন প্রাণ দিতে হবে কারণ একজনের ইচ্ছা জেনারেল হওয়ার। চোখ লাল করে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকালো লানা। কিন্তু ও বিস্মিত হলো ক্যাপ্টেনকে হাসতে দেখে।

'মিসেস মার্টিন,' ক্যাপ্টেন বললো, 'আমাকে বিশ্বাস করো, হারকিমার এটা চাইছেন না। আমরা এ ব্যাপারটা থেকে তাঁকে দূরে থাকবার পরামর্শ দিয়েছি। কাজটা আমাদের করতে হয়েছে। কিন্তু জেনে রাখো, সমর্থন পাওয়ার জন্যে পেট্রিকে আরো নাম সংগ্রহ করতে হবে। ব্যাপারটা নিয়ে সে পাগল হয়ে উঠেছে। স্কুইলারের কাছে সে চিঠি লিখতে যাচ্ছিলো। অতিকষ্টে আমি তাকে শান্ত করেছি। যাহোক, জন উলফকে আমরা ছাড়িয়ে আনবো। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি।' ক্যাপ্টেন থামলো। 'এবং আমি তোমার অনুভূতিটা বুঝতে পারছি। তুমি খাঁটি সত্যের পক্ষেই আছো।'

কী বলবে, ভাবতে পারছিলো না লানা।

ক্যাপ্টেন তাকালো মিসেস ডেমুথের দিকে।

'সারা, আমাদের একগ্লাস শরবত দেয়ার কথা কী তুমি ভুলে গেলে?'

'অবশ্যই দেবো। কেন দেবো না। মিসেস মার্টিন বাড়ি থেকে এতোখানি পথ হেঁটে এসেছে। অন্তত তার শ্রম কিছুটা তো লাঘব হওয়া উচিত।' মিসেস ডেমুথের স্বরে মেশানো ছিলো কেমন একটা ঝাঁঝ। কিন্তু ঘর থেকে বেরুলো মহিলা।

শান্ত স্বরে ক্যাপ্টেন বললোঃ 'মিসেস মার্টিন, তুমি নিশ্চয় বুঝবে জন উলফ আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করছে। এ তল্লাটের সবথেকে বিপজ্জনক ব্যক্তি সে, এটা তুমি আঁচ করতে পারছো না?'

'আমি জানি,' লানা বললো। 'আমার অনুমানও তাই। কিন্তু তার ভাগ্যে কী ঘটতে যাচ্ছে, স্যার?'

www.pathagar.com

'বলছি, শোনো। প্রাণদন্ড থেকে রেহাই পেলেও তাকে কিন্তু জেলে যেতে হবে। তার চাইতেও অনেক কম অপরাধে বহু লোককে এর মধ্যেই কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে।'

'তাকে কোথায় পাঠাবে ওরা?'

'বোধকরি, সিম্‌সবারিতে। খনি এলাকায়।' প্রসংগটা আর তুললো না ক্যাপ্টেন। লানা বুঝলো এ নিয়ে ওরও আর কথা বলা উচিত হবে না। সরু হাল্কা গ্লাসটা তুলে নিয়ে স্বাদ না-চেখেই একঢোকে শরবতটা পান করলো ও।

ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছিলো ডাঃ উইলিয়াম পেট্রি। হারকিমারের বাড়ির সামনের দরোজা দিয়ে হন্‌হন্‌ করে সে ঢুকলো এবং নদীর মুখোমুখি বারান্দাটায় গিয়ে পায়চারি করতে লাগলো। ধৈর্যচ্যুত হলেও ওখানে সে অপেক্ষায় থাকলো নিকোলাস হারকিমারের সাথে দেখা করে তাঁকে দু-একটা কথা শোনানোর জন্যে। পেছন দরোজা দিয়ে জেলেনির মতন মাথা গলিয়ে ভেতরে ঢোকাটাকে নিজের সম্মানের পক্ষে হানিকর বলে ভাবলো ডাক্তার। তার চাইতে বরং বারান্দায় দু-একমিনিট অপেক্ষা করলে হারকিমার নিজেই বেরিয়ে আসবেন খোঁজ নেয়ার জন্যে। তখন স্বচ্ছন্দে কথাটা পাড়া যাবে।

জন্সটাউনের পশ্চিমে হারকিমারের খামারটাই ছিলো সবথেকে সুন্দর এবং জমকালো। তাঁর রং-করা উজ্জ্বল লাল ইটের উঁচু কোঠাবাড়িটাকে অনেকেই স্যার উইলিয়াম জনসনের বিলাসবহুল হলটার মতো আকর্ষণীয় মনে করতো। উপত্যকার যেকোনো উৎকৃষ্ট উর্বর জমির মতোই ভালো গম এবং ভুট্টার ফলন হতো তাঁর খামারে। নদীর ধারে উইলো কুঞ্জঘেরা তৃণভূমিতে চরে বেড়ানো তাঁর মাদী ঘোড়ার পালটা ছিলো অনেকের কাছেই একটা স্বপ্নের বস্তু।

ঘোড়াগুলির দিকে একনজর তাকাতেই ডাক্তারের মনের ক্রোধ আরো বাড়লো। হারকিমার যখন ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে তাকে জিজ্ঞেস করলেন 'কী খবর, বিল,' তখনো ডাক্তার মাথা না তুলেই শাপান্ত করতে লাগলো।

'এবার বলো, বিল,' হারকিমার বললেন।

কিন্তু ডাক্তার কি একটা যেনো মনে করবার চেষ্টা করছিলো।

'আমি ভুলে গিয়েছিলাম, তুমি ইংরেজি ভালো বলতে পারো না,' হারকিমার বললেন। এবং জার্মান ভাষায় পুনরাবৃত্তি করলেন তাঁর উক্তির। তাঁর তরজমা ছিলো বেশ

www.pathagar.com

স্বচ্ছন্দ, সাবলীল এবং বেগবান। ভর্ৎসনা এবং অভিশাপ দেয়ার জন্যে জার্মান ভাষার জুড়ি ছিলো না।

দুজনই তারা রোদে দাঁড়ালো। সিঁড়ির ধাপগুলির কিনারে দাঁড়িয়েছিলো ডাক্তার। মুখখানা তার লাল হয়ে উঠেছিলো। ঝাঁকড়া কালো ভুরুজোড়া অল্প–অল্প কাঁপছিলো। ময়লা কালো কোটে ঢাকা বুকটা টান করে রেখেছিলো সে। তার জিন্ পরানো বুড়ো ধূসর ঘোড়াটার লাগাম ধরে একপাশে বিস্মিত দৃষ্টি তুলে ধরে দাঁড়িয়েছিলো বেঁটে-খাটো একটি নিগ্রো। পেছনে দাঁড়ানো নিকোলাস হারকিমার ছিলেন তার একেবারে ঘাড়ের কাছে। হারকিমারের কাঁধ দুটি গোলাকার, মাথাটা বেশ বড়ো, মাথা ভরতি তেলশূন্য রুক্ষ-ধূসর ঝাঁকড়া চুল। কয়লার মতো কালো দুই চোখ। কিন্তু চোখের দৃষ্টি শান্ত এবং বেশ তীক্ষ্ণ। তবে এই মুহূর্তে তাঁর মুখের ওপরকার লম্বাটে ঠোঁটে এবং চোখ দুটিতে একটা কৌতুক খেলা করতে শুরু করলো। একজন ধনী খামার মালিকের চাইতে তাঁকে একজন কৃষিশ্রমিক বলেই মনে হচ্ছিলো।

কথা শেষ করে ডাক্তার থামলে গম্ভীর শান্তস্বরে হারকিমার বললেন ঃ 'বেশ তো, বিল। তোমার কথা শুনলাম। কিন্তু এতে আমার কিছু করবার উপায় নেই। আমি এটা করতে পারি না। তুমি উল্ফকে ছাড়িয়ে নাও, আমি আপত্তি করবো না। কিন্তু এর সাথে আমি নিজেকে জড়াতে চাই না। উলফকে ছাড়ানোর ব্যাপারে দেনদরবার করতে গেলে এখানে এমন অনেক লোক আছে যারা ভাববে আমি অন্যপক্ষের বিষয়ে আগ্রহী। আমার ভাই কানাডায় আছে। তারা বলবে আমি তার দিকে টানছি।'

'আপনাকে বুড়ো আঙুল দেখাতে হবে না,' ডাক্তার গর্জে উঠলো।

'না, আমি এ ব্যাপারে নাক গলাতে পারি না,' হারকিমার বললেন। তাঁর মুখখানা আস্তে আস্তে লাল হয়ে উঠলো। 'আমাকে সবার কথা শুনতে হবে। এখানে এমন কেউ নেই, যে আমাদের মিলিশিয়া দলটাকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে। তুমি তা ভালো করেই জানো।'

কিন্তু ডাক্তারের রাগ এখনো কমেনি। সে যুক্তি মানতে অস্বীকার করলো।

'ঠিক আছে, জেনারেল,' ডাক্তার বললো। 'আপনি আপনার পথে চলুন। ইচ্ছা করলে আপনি জেনারেল হতে পারেন। এবং যেকোনো লোককেই চাইলে ফাঁসিতে ঝোলাতে পারেন। কিন্তু এ যুদ্ধ নিয়ে যদি ফ্যাসাদে পড়েন, আমার কাছে আসবেন না হাতিয়ারে শান দিতে।' নাক দিয়ে জোরে শব্দ করলো সে। 'বিধাতার দোহাই! আমার ইচ্ছা করছে আপনার ওপর একটা অভিযান চালাতে।'

www.pathagar.com

ক্রোধে গরগর করতে করতে সিঁড়ির নিচে নামলো ডাক্তার। নিগ্রো ছেলেটির হাত থেকে বুড়ো ঘোড়ার লাগাম টেনে নিয়ে বাতগ্রস্তের মতন পিঠ কুঁজো করে চেপে বসলো গদির ওপর।

'বিল,' পেছন থেকে ডাকলেন হারকিমার। 'তুমি জেনারেল স্কুইলারের কাছে এ বিষয়ে লিখতে পারো।'

'আমার যা খুশি আমি করবো,' আবার গর্জন করলো ডাক্তার। বুড়ো ঘোড়ার পিঠে লাথি হাঁকিয়ে নদীর দিকে রওয়ানা দিলো সে। হারকিমার সিঁড়ির একটা ধাপের ওপর বসে পড়লেন। তাঁর ঠোঁটে হাসির ক্ষীণ একটা রেখা। বিল পেট্রি ভুলে গিয়েছিলো ফেরি দিয়ে নদী পার হতে হবে। ঘাট থেকে ডাক্তারের ফিরে না–আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন হারকিমার।

'হ্যালো, বিল,' বললেন তিনি। 'ব্যাপারখানা কী?'

ডাক্তার শাপান্ত করতে লাগলো।

নিগ্রোটির দিকে মুখ বাড়ালেন হারকিমার।

'ট্রিপ, ডাক্তারকে নদী পার করে দিয়ে আয়।'

'ইয়াসা, কানেল–অর্থাৎ আচ্ছা, কর্নেল' বলে ট্রিপ ছুটলো নদীর তীরঘেঁষে রাখা চেপ্টামতন ছোটো নৌকাটার দিকে।

হারকিমার উঠে বাড়ির ভেতর গেলেন।

'ফ্রেইল্টি,' জোরে হাঁক ছাড়লেন তিনি। 'নীল মগটায় করে কিছু বিয়ার নিয়ে আয় তো।'

তিনি অফিস ঘরে ঢুকলেন এবং তাঁর ডেস্কে গিয়ে বসলেন। প্রিন্টের পোশাক পরা উঁচু কাঁধওয়ালা একটি হাল্কাপাতলা নিগ্রো মেয়ে মগভরতি বিয়ার নিয়ে হাজির হলো। এরপরেই ঢুকলো তাঁর স্ত্রী।

'হন,' পুরনো নাম ধরে শান্তস্বরে বললো মহিলা, 'আরেকটি রেডইন্ডিয়ান অপেক্ষা করছে বাইরে।'

'ভেতরে নিয়ে এসো তাকে।'

একটি তাগড়া জোয়ান রেডইন্ডিয়ানকে সাথে করে নিয়ে এলো মিসেস হারকিমার। কোনো কম্বল কিংবা শার্ট ছিলো না যুবকটির গায়ে। তার চর্বিমাখানো তামাটে হলুদ শরীর বেয়ে অবিরলধারায় গড়িয়ে পড়ছিলো ঘাম। গভীর শ্বাসপ্রশ্বাসের

www.pathagar.com

সাথে হাঁটুর ওপর এসে দোল খাচ্ছিলো তার পরনের ঝালরওয়ালা ঘাগরাটা। বর্শার বাঁধন থেকে একখানা চিঠি খুলে হারকিমারের হাতে দিলো সে।

চিঠিখানি খুললেন হারকিমার।

রেভারেন্ড মিঃ কার্কল্যান্ড ওনিডা শহর থেকে লিখেছেন এটি। স্পেনসারের কাছ থেকে তিনি জেনেছেন, ওসউইগো থেকে একটি দল পুবদিকে রওয়ানা দিয়েছে। ওনিডা হ্রদ হয়ে তারা যায়নি। সুতরাং মনে হচ্ছে, অরণ্যপথ ধরে উত্তর দিকে ঘুরে যাবে তারা।

খর্বকায় হারকিমার তাঁর প্রকান্ড মাথাটি দোলাতে লাগলেন। হ্যাজেনক্লেভার এবং ওয়েস্ট কানাডা কিল-এর উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত নজর রাখা দরকার। তার ওপাশে স্কিলের ব্লকহাউস। হারকিমার বিল এবং জন উলফের কথা ভুলে গেলেন।

'ফ্রেইলটি,' চেঁচিয়ে ডাক পাড়লেন তিনি। দ্রুতপায়ে ছুটে এলো নিগ্রো মেয়েটি।

কাগজকলম তুলে নিয়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে হারকিমার একখানি চিরকুট লিখতে শুরু করলেন। তাঁর হরফগুলি ছিলো প্রায় দুর্বোধ্য। জার্মানদের ইংরেজি লিখতে যেমন কষ্ট হয় অনেকটা সেরকমই গলদঘর্ম হচ্ছিলেন তিনি। 'আমাদের সবলোকই ব্যস্ত রয়েছে,' চিরকুটে লিখলেন তিনি। এবং কাঁধ তুলে লেখাকথাগুলি বলতে লাগলেনঃ 'জর্জকে বলবে, আটজনের একটি দলকে খুঁজে বের করবার জন্যে। সে যেন স্কিলের উত্তরে দশজন লোক পাঠায়। ডিয়ারফিল্ডের দিকেও নজর রাখবার জন্যে বলো ডেমুথকে।'

নিগ্রো মেয়েটিকে তিনি বললেন ঃ 'তুই খুব জোরে দৌড়াতে পারবি?'

'ইয়াসা, বেশ দৌড়াতে পারি আমি, কানেল।'

'শয়তানের মতন দৌড়ে গিয়ে এই চিরকুটটা তুই দিবি মিঃ ডাইজার্টকে।'

'ইয়াসা, কানেল।'

তিনি ওর দিকে তীক্ষ্ণচোখ তুলে তাকালেন।

'ফ্রেইলটি, তোর শরীরটা ভালো যাচ্ছে তোরে?'

'ইয়াসা, কানেল। বেশ ভালোই আমার শরীর।'

'মিসেস হারকিমার কি তোকে কিছু বলেছে?'

'ইয়াসা। বলেছেন, এবারকার মতনও আমার বাচ্চা এ বাড়িতে হতে পারে যদি আমি আমার কথা রক্ষা করি। এবং আর বাচ্চা দিয়ে তাঁর ঝামেলা না বাড়াই।'

'এবারকার বাচ্চাটা কার রে?'

www.pathagar.com

'আমার মনে হয় মিঃ গ্রেবের ছোঁড়া হ্যান্সের, কানেল। ও একটা নাছোড়বান্দা নিগার। কিছুতেই ওকে আমি ছাড়াতে পারিনি। সত্যি বলছি, কানেল।'

'যা, এবার দৌড়া তুই,' হারকিমার বললেন।

মেয়েটি চলে গেলে রেডইন্ডিয়ানটির দিকে ফিরে তাকালেন তিনি। আগাগোড়া একটা কাঠের পুতুলের মতন দাঁড়িয়ে থাকে সে এই কথাবার্তা চলবার সময়। পিঙ্গল চোখ দুটি তুলে ধরে সবই সে দেখছিলো। কিন্তু মনে হচ্ছিলো কিছুই যেন সে দেখেনি কিংবা অনুভব করেনি।

'এদিকে এসো,' হারকিমার বললেন। 'একপেয়ালা খেতে দেবো আমি তোমায়।'

রেডইন্ডিয়ানটি বুদ্ধিমানের মতো মাথা নাড়লো।

জেনারেল স্কুইলারের কাছে চিঠি লেখার বিষয়বস্তুটা মনে মনে খাড়া করছিলো ডাঃ পেট্রি। কিন্তু এর মধ্যেই তার মনে এসে হানা দিলো সন্তানসম্ভবা মিসেস স্মল। সে তাকে দেখবে বলে কথা দিয়েছিলো। ডাক্তার ভাবলো, একবার দেখেই আসা যাক্ কী অবস্থায় আছে মহিলাটি।

পাহারা দেয়ার জন্যে তোলা বসতের নতুন ব্লক্‌হাউসটার কাছে এসে থামলো সে। দেখলো, খুঁটির সুরক্ষিত বেড়াটার নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। জেকব স্মল ওখানে ছিলো না। কিন্তু হেল্‌মারের একটি কাজের ছেলে চিলেকোঠার ছাদ তোলার কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলো। সে ওপর থেকে গলা চড়িয়ে বললো ঃ 'ডাক্তার সাহেব, ক্যাপ্টেন বাড়ি থেকে খবর পাঠিয়েছেন আপনাকে তাঁর ওখানে যেতে। তিনি বাড়ি থেকে বেরুতে পারছেন না। আমি জানি, কেন। এতো উঁচুতে বসে আমি সহজেই দেখতে পারি আশে-পাশে কোথায় কী হচ্ছে।'

ডাক্তার গোঁ–গোঁ করলো। এবং আগাম আঁচ করলো, ও বাড়িতে গিয়ে কী দেখবে সে। বিবাহিত জীবনের একটানা দশ বছর আকাট বন্ধ্যা ছিলো মহিলাটি। এখন নির্ধারিতসময়েরসপ্তাহ-দুই আগে শুরু হয়েছে তার প্রসব বেদনা। তার বয়েস একত্রিশ আর স্বামী জেকের বয়েস পঁয়ষট্টি। এবং ডাক্তার ওই সময়ই বাচাল লালকেশী মেয়েটাকে বলেছিলো অমন বয়েসের একটা লোককে বিয়ে করা তার ঠিক হবে না। পঞ্চাশ–উর্ধ্ব লোকেরা যুবতী মেয়েদের সাথে শয্যা পাতুক এটা কখনো সমর্থন করতে পারেনি ডাক্তার। কেন, সমবয়েসী বিধবাদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধতে পারে না এই

www.pathagar.com

বুড়োরা? ঘটনাটা ডাক্তারকে উত্তেজিত করে তুলেছিলো। কিন্তু মেয়েটি তার মুখের ওপর হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলো কথাটা।

মেয়েটি ছিলো তুখোড়, প্রগলভ, রসিকা এবং পুরুষঘেঁষা স্বভাবের। এবং তার প্রতি যে ডাক্তারের সহানুভূতি ছিলো সেকথা সে জানতো। আর তার বিশ্বাস ছিলো ডাক্তার সময় হলে তাকে দেখতে আসবেই। ডাক্তারের মনে হলো, তার ব্যস্ততার সময় তাকে পাকড়াও করবার জন্যেই মেয়েটি আগে থেকে বুদ্ধি করে তার প্রসব ব্যথাটা উঠিয়েছে। কিন্তু এটার উপশম হতে দীর্ঘ সময় লাগবে। তার কারণ মেয়েটির গড়ন ট্রাউট মাছের মতন। তলপেটে বলতে গেলে তেমন কোনো হাড়ই তার ছিলো না। তাছাড়া, বয়েস বেশি হওয়ায় ভোগান্তিটাও হবে তার বেশি। আসলে সব মেয়ের জন্যেই প্রসবের সময়টা নরকযন্ত্রণা তুল্য। এবং বিশেষ করে এ মেয়ের জন্যে এটা সাংঘাতিক একটা দুঃসময়। যাহোক, এর মধ্যদিয়ে ভালো একটা অভিজ্ঞতা হবে অপরিণামদর্শী মেয়েটির। উচিত শিক্ষা হবে তার।

কথাটা ভাবতে গিয়ে স্বস্তিবোধ করলো ডাক্তার। এবং বিড়বিড় করতে করতে হুট করে ব্যাগটা হাতে নিয়ে নামলো ঘোড়ার পিঠ থেকে। দরোজায় ধাক্কা দিতেই সে সামনে দেখতে পেলো ক্যাপ্টেন স্মলকে। উচ্ছ্বসিত হয়ে ক্যাপ্টেন তাকে অভ্যর্থনা জানালো।

'বাইগড্, ডাক্তার। বিধাতা নিশ্চয়ই স্বয়ং তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। দুঘন্টা আগে জো ক্যাসলারকে তোমার খোঁজে পাঠিয়েছিলাম। এতো তাড়াতাড়ি কেমন করে এখানে এসে পৌঁছতে পারলে তুমি ?'

ডাক্তার ব্যাপারটা খুলে বললো। 'কখন থেকে বেট্সির ব্যথাটা শুরু হয়েছে?'

'সকালে নাশতা খাওয়ার পর থেকেই। সে কিছু পিঠা সেঁকেছিলো ভোরে ভোরে। ওটাই বোধকরি তার কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'এখন থেকে পাঁচঘন্টা আগের ব্যাপার,' ঘোঁত্ঘোঁত্ করলো ডাক্তার।

'কোথায় তাকে শোয়ানো হয়েছে ?'

'বেডরুমে। তার শয্যাটা এখানে পাতবার সময় পাইনি আমরা। ও আমাকে বলেছিলো ঃ জেক্, এখানেই সোজা আমাকে শুইয়ে দাও। এবং আমাকে তুমি ছোঁবে না, জেক। দোহাই ডাক্তার, আমার এ বয়েসে এরকম একটা সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটবে ভাবতে পারিনি।'

'খুব ব্যথা হচ্ছে ওর ?'

www.pathagar.com

'মারাত্মক রকমের ব্যথা। তার কাতরানোর শব্দ নিশ্চয় তোমার কানে আসছে।'

'সবসময়ই ও বেশি চেঁচামেচি করে', ডাক্তার বললো। 'কাঁচা বয়েসের মেয়ে ও। ধেড়ে ভেড়ার মতো তোমার অমন হয়রান হওয়া মানায় না, জেক্। আমার মনে হয় প্রসবের সময় তোমার মাকেও বুঝি তুমি এরকম কষ্ট দিয়েছো।'

'তুমি তাই ভাবছো ডাক্তার ?' ওর কষ্ট দেখে দু-একবার আমার মনে হয়েছে আমি বুঝি নিজেই মরে অসাড় হয়ে আছি।'

'গলাটা ভিজিয়ে নাও। বাড়িতে কিছু নেই ?'

'চোলাই-করা আপেল জুস্ আছে ঘরে।'

'সামান্য কিছু নিয়ে এসো। পয়লা আমাকে দেবে। ওর সাথে কে আছে ?'

'ও কাউকে আনতে বারণ করেছে। বলেছে, বাইরের লোক এসে বাড়িটা মাথায় করে তুলুক ও তা চায় না।'

তক্‌তকে পরিছন্ন রান্না ঘরটার চারপাশটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলো ডাক্তার। পেতলের হাঁড়িপাতিল, তামার কেতলি এবং বাসনপেয়ালাগুলি ঝকঝক করছিলো তাকের ওপর। ডাক্তারের মনে হলো, একসময় সদাচঞ্চলা আনন্দময়ী বেট্‌সিও ছিলো এরকম ঝকঝকে এবং নির্মল। ওর মনের স্বপ্ন মেশানো মাধুরির কথা একবার ও বলেছিলো ডাক্তারকে। এখন ওকে তেতো গিলতে হচ্ছে। ডাক্তারের কাছে মনের কথা বলবার সময় বেমালুম সবকিছু ভুলে যায় লোকজন।

'তুমি একজন মেয়েমানুষকে ডেকে নিয়ে এসো।'

'মিসেস হেলমার ছাড়া হাতের কাছে আর কেউ নেই। কিন্তু বেট্‌সি তাকে দুচোখে দেখতে পারে না।'

'ভালো কথা', ডাক্তার বললো। 'তাকে দিয়েই কাজ হবে। এক্ষুণি তাকে ধরে নিয়ে এসো। কিন্তু তার আগে আপেলের শরবতটা আমার এখানে দিয়ে যাও।'

গুরুভার পদধ্বনি তুলে শোবার ঘরটায় ঢুকলো ডাক্তার। সাজানো-গোছানো চমৎকার একটি ঘর। মাঝখানে নিরেট কাঠের চারপেয়ে একটি শয্যা। বাতাসে দুলছিলো জান্‌লার সাদা পর্দাগুলি। পেছনের আঙিনা থেকে আসছিলো শুয়োরের খোঁয়াড়ের একটা ভুরভুরে বিচ্ছিরি গন্ধ। মেঝের ওপর পাতা ছিলো কুরুশ কাঠি দিয়ে বোনা একটি চৌকুণো মাদুর। জান্‌লাটার নিচে চোখে ধরার মতন একটি সিন্দুক।

'যাহোক' ডাক্তার বললো, 'শেষ অব্দি বেচে-বেছে ভালো মতন একটা বিয়েই দেখি তুমি করে বসলে, বেট্‌সি। তাই না ?'

www.pathagar.com

পা বাড়িয়ে একটি টুল টেনে নিয়ে শয্যার পাশে বসলো সে। ধবধবে সাদা বিছানাটায় পড়ে থাকা মেয়েটিকে তার বয়েসের তুলনায় কচি মনে হচ্ছিলো। তার ঢেউ-ঢেউ ভেজা লালচে চুলের রাশি আলুথালু হয়ে লোটাচ্ছিলো বালিশে। চুলের পিনগুলি খুলে গিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো সারাটা বিছানায়। তার বিশীর্ণ মুখখানি বিশেষ করে ঠোঁট দুটি একদম সাদাটে হয়ে গিয়েছিলো। ডাক্তারের দিকে চেয়ে থাকা তার নীল চোখের দৃষ্টিটাকে কেমন ঢুলু-ঢুলু রোগাটে মনে হচ্ছিলো। দুমড়ানো চাদরটার ভেতরে ষোড়শী কিশোরীর মতন দেখাচ্ছিলো তার তনুটিকে।

ডাক্তারের কথায় কোনো জবাব দিলো না সে। পাতলা হাত দুটির ঈষৎ ফোঁটা–ফোঁটা দাগের মুঠো দিয়ে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রেখেছিলো সে চাদরটাকে। একান্ত মনোযোগে মেয়েটির ব্যথার মাত্রাটা লক্ষ্য করছিলো ডাক্তার। কোনো কথা যোগালো না তার মুখে। একটু পরেই হাতের ঘড়িটা খুলে বিছানায় রাখলো ডাক্তার এবং হাত দুটি ন্যস্ত করলো ওর শরীরে। নিজের মুঠো দিয়ে ডাক্তারের হাত আঁকড়ে ধরে কেমন যেনো বল পেলো সে।

ব্যথাটার উপশম হলে দুই চোখ তুলে সে ডাক্তারের চোখের দিকে তাকালো এবং জোরে শব্দ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

'কেমন আছেন, ডাক্তার?' বললো সে। 'অনেক দিন পর আপনাকে দেখলাম।'

'তোমাকেও তো কতোকাল পর আমি দেখলাম, বেট্‌সি।'

ঠোঁটজোড়া আলগা করে দাঁত ফাঁক করলো সে। অসমতল হলেও দাঁতগুলি ছিলো তার ঝিনুকের মতন উজ্জ্বল শুভ্র। ডাক্তারের উদ্দেশে তার এই স্বাভাবিক হাসিটির সাথে দাঁতের শুভ্রতা একাকার হয়ে তার দেহের রূপময় লাবণ্যকে আরো মোহনীয় করে তুলছিলো।

'এতক্ষণ কোথায় ছিলেন আপনি?' শুধালো সে।

হারকিমারের ওখানে যাওয়ার কথা বললো তাকে ডাক্তার। 'এমন একটা সময়ে ব্যথাটা তুমি বাধিয়ে বসলে যখন জন উলফ্‌কে বিপদমুক্ত করবার জন্যে আমাকে চেষ্টাচরিত্র করতে হচ্ছে। তুমি বরাবরই আসলে একটা বিপরীত ধরনের ক্ষ্যাপাটে মেয়ে।'

চোখ বন্ধ করে, দম টেনে সে বললো: 'গড্‌ ড্যাম্‌।' ডাক্তার তার ঘড়ির ওপর চোখ রাখলো। মেয়েটির স্বামী একটি জগ এবং দুটি গ্লাস নিয়ে এলো। ডাক্তারের জন্যে একটি গ্লাসে সে ঢক্‌ ঢক্‌ করে আপেল রস ঢাললো এবং গ্লাসটি সামনে রাখলো

www.pathagar.com

ডাক্তারের। বললো ঃ 'আমার গলা ভেজাবার সময় নেই, ডক্। এখুনি আমাকে ছুটতে হবে।'

মিসেস হেল্‌মারকে খুঁজে আনবার জন্যে সে ধাঁ করে বেরিয়ে গেলো দরোজা গলিয়ে।

'কোথায় গেলো, জেক্ ?' বেট্‌সি শুধালো।

'মিসেস হেলমারের খোঁজে।'

'তাকে আমি চাই না।'

'সাহায্য করবার জন্যে একটি মেয়েমানুষের দরকার আমার। জেক্‌কে দিয়ে কোনো কাজ হবে না,' বললো ডাক্তার। 'তুমি এখন অক্ষম, কিছু করার ক্ষমতা নেই তোমার। বিধাতা ছাড়া এই মুহূর্তে কেউ তোমার সাহায্যে আসবে না। আর আছি কেবল আমি। তুমি স্রেফ্ শুয়ে থাকো এবং দ্যাখো কী ঘটতে যাচ্ছে। বুঝলে ?'

'আপনার নিকুচি করি আমি, ডক্,' বললো বেট্‌সি। দেঁতো হাসলো সে। 'এ একটা নোংরা বিচ্ছিরি কান্ড।'.

'মুখখিস্তি করলে কোনো লাভ হবে না,' গম্ভীর হয়ে বললো ডাক্তার। তার মুখের পানে তাকিয়ে হি-হি করে হাসলো বেট্‌সি। ডাক্তার একটু স্বস্তিবোধ করলো।

'তোমার কাপড়চোপড় খুলে ফেলতে হবে আমাকে,' বললো সে।

'কেন, মিসেস হেলমারের আসা অব্দি কী অপেক্ষা করতে পারেন না?'

'কাপড় ছাড়ানো হলে তুমি ভালো বোধ করবে। তা ছাড়া, তোমাকে তো পরীক্ষা করে দেখা দরকার আমার।'

'বেশ, তাই করুন।' বললো বেট্‌সি।

তাকে অনাবৃত করে চাদরটা গায়ে ভালোমতন জড়িয়ে দিলো সে। একটা স্বস্তির শ্বাস ফেললো বেট্‌সি। রান্নাঘরে গিয়ে আগুন ধরালো ডাক্তার এবং চুলায় দুটি কেতলি চড়ালো। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বসলো ওর পাশে।

বললো ঃ 'জেক্‌কে বিয়ে করবার সময় তুমি নিশ্চয় ভেবেছিলে অমন বুড়ো বয়েসে তোমাকে এমনটা কাবু করতে পারবে না সে। তাই না?'

মাথা নাড়লো বেট্‌সি।

'বেশ উচিতসাজা হয়েছে তোমার।'

বেট্‌সি বললো ঃ 'আমার জন্মের সময় আমার মা মারা গিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, স্মরণ আছে আমার। তাকে বাঁচানোর জন্যে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিলাম আমি।'

www.pathagar.com

'এটা বোধকরি আমাদের পরিবারের জন্যে একটা অভিশাপ।'

'সবসময় অমন হবে, তুমি বলতে পারো না।'

'জানি।' ডাক্তারের দিকে মুখ তুলে তাকালো বেট্‌সি। বললো ঃ 'একটা কথা আপনাকে বলবার আছে আমার, ডক্‌। আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু আমাকে বলতে হবে। জানেন, জেক্‌কে আমি ভালোবাসি। আজো আমার ভালোবাসায় ভাটা পড়েনি। আনন্দে, সোহাগে মেতেছিলাম আমরা।'

'হলফ করে বলতে পারি তুমি ঠিক বলছো না,' শুকনো মুখে বললো ডাক্তার।

'জন উলফের ব্যাপারে আপনি খুব চিন্তিত, না?'

'সে একটা বদ্‌লোক,' ডাক্তার বললো। 'আমি কখনো তাকে ভালোচোখে দেখতাম না। কিন্তু আর যাইহোক, সে কেটির বাবা। সুতরাং, একটা কিছু আমাকে করতেই হবে।'

মাথা নাড়লো বেট্‌সি।

'এ একটা বিদ্‌ঘুটে ব্যাপার,' উজ্জ্বল মুখে বললো সে। এবং পরক্ষণে দম টানলো।

মিসেস হেলমারকে নিয়ে জেক্‌ ফিরে এলে পর ওরা দুজন জোরে শ্বাস ফেললো। ডাক্তার গ্লাসটা টেনে নিয়ে গলায় ঢাললো আপেল রস। এবং মহিলাটিকে নিয়োগ করলো বেট্‌সির সেবায়। মিসেস হেল্‌মার এক স্থূলাংগী, স্বাস্থ্যবতী জার্মান রমণী। তার বারো বারোটি ছেলেমেয়ে। এবং বাইরের সন্তান প্রসব করানোর ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতা বোধকরি ডাক্তারের চাইতে কিছুমাত্র কম হবে না। গম্ভীর চোখ তুলে মিসেস স্মলের অনাবৃত দেহটার ওপর দৃষ্টিপাত করলো মহিলা। এরপরেই পানি কতোটা ফুটেছে দেখবার জন্যে রান্নাঘরের দিকে গেলো।

জেক্‌ স্মল গ্লাসটা টেনে নিয়ে গোগ্রাসে গিললো আপেলের শরবত। স্ত্রীর নগ্নদেহ থেকে দৃষ্টিটা সে দূরে সরিয়ে রাখলো। পৃথিবীটা অশালীন এবং বেআবরু হয়ে পড়েছে এমন একটা অনুভূতি তার মনে আন্দোলিত হতে লাগলো। এর ওপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিলো না। কিন্তু একটি মানব সন্তানকে অমন ধারায় দলাই-মলাই করতে হবে এটা সঙ্গত বলে মনে হলো না তার কাছে। কিন্তু এটা তো তার নিজেরই কীর্তি। স্ত্রী সন্তানসম্ভবা হয়েছে জেনে প্রথমে সে খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠেছিলো। সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানে একটি বৃদ্ধ লোকের জীবনে এ ধরনের ঘটনা পৃথিবীর সমস্ত বিস্ময়ের মধ্যে অন্যতম একটি বিস্ময়। এ যেন দুনিয়াকে জানান দেবার মতো একটা কান্ড।

www.pathagar.com

'আমার মতো বয়েসী মানুষের জীবনে এ সত্যি একটা সাংঘাতিক ঘটনা, ডক্।'

'শোনো, জেক্। কথাটা অমন করে আর আওড়াবে না।'

'বেশ, ডক্।' সে চুপ করে গেলো এবং হাতের গ্লাসটা এলোমেলোভাবে নাড়তে লাগলো। বাইরের কোনো একটা মুখরোচক প্রসংগ খুঁজবার চেষ্টা করছিলো সে। 'তোমার কি মনে হয়, ওরা উল্ফকে গুলি করে মারবে?' জানতে চাইলো জেক।

'আমি ঠিক জানি না,' বললো ডাক্তার। 'হারকিমারের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাওয়ার আশা নেই। কর্নেল ডেটনও আমার সাথে দেখা করতে রাজি হলো না। স্ট্যানউইক্স দুর্গ সংস্কারের কাজে লোকজন যোগাড় করতে না পারায় তার মনটা খিচড়ে আছে। স্কুইলার চাইছে, বসন্তের আগেই যেন দুর্গের কাজ শেষ হয়। স্লেজ্ গাড়ি কিংবা অন্য কিছুতে করে বরফ ডিঙিয়ে বৃটিশ বাহিনী এদিকে তেড়ে আসতে পারে বলে তাকে একটা উদ্ভট আশংকায় পেয়ে বসেছে।'

'ওহ্ বিধাতা!' স্মল বললো। 'তাই ভাবছো তুমি?'

'এদেশটা সম্পর্কে সবাইকে অমনধারা পাগলামোতে পেয়ে বসেছে।'

বিছানায় বেট্সিকে হঠাৎ মোড়ামুড়ি দিতে দেখে ঘড়িতে আবার চোখ রাখলো ডাক্তার। জেক্ জানলার কাছে গিয়ে পিঠ ঠেস্ দিয়ে দাঁড়ালো। মিসেস হেল্মার তাড়াহুড়া করে রান্নাঘর থেকে ছুটে এসে পাদানির ওপর দাঁড়িয়ে ঝুঁকলো বেট্সির দিকে। বেট্সি মাথা নেড়ে বললো : 'না, ধন্যবাদ, মিসেস হেলমার।' তার কন্ঠস্বরে মহিলাটির জন্যে কৃতজ্ঞতার লেশমাত্র ছিলো না। ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বেট্সি বললো : 'শোনেন, ডক্। ডেটনের দুশ্চিন্তা দূর করার জন্যে আপনি যদি চারটি কিংবা পাঁচটি শ্রমিক টিম তাঁর ওখানে পাঠাতে পারেন তাহলে বোধকরি জন উল্ফকে তিনি ছাড়িয়ে নেবেন। জেক্ আমাদের এখান থেকে লোকজন যোগাড় করে পাঠাতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।'

'নিশ্চয়ই,' বললো জেক্। তার কন্ঠস্বরে উষ্মা। 'ক্যাসলার আমাকেও খাটাতে পারে। তুমি বেট্সিকে উদ্ধার করো, ডক্। দুই হপ্তার মধ্যে আমি তোমাকে দুদল এবং সম্ভব হলে তিনদল শ্রমিক যোগাড় করে দেবো, কথা দিচ্ছি।'

ডাঃ পেটি উঠে দাঁড়ালো এবং তার অন্তরঙ্গ মুখখানিতে মুগ্ধতার দীপ্তি ফুটিয়ে তুলে বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়লো।

'বেট্সি, তুমি সত্যি একটি খাঁটি মেয়ে।'

জিভ বের করে দাঁতে কামড়ে ধরলো বেট্সি এবং জোরে চেঁচিয়ে উঠলো।

www.pathagar.com

'এখান থেকে সরে যাও, জেক্,' ডাক্তার বললো। সে বেট্সির হাত ধরলো। 'তোমার ভয় নেই, বেট্সি। ঠিক মতোই তোমাকে আমি সামাল দেবো, দেখো। এটাই আমার শেষ প্রসব করানোর কাজ।'

বেট্সির ঠোঁট দুটি ফাঁক হলো। ওর দিকে একনজর তাকিয়েই সরে পড়লো জেক্।

সন্ধ্যার পর ফোর্ট ডেটনে এসে পৌঁছলো ডাঃ পেট্রি। একটা কাজ করিয়ে নেয়ার জন্যে কর্নেল ডেটনের সংগে দেখা করতে এসেছে সে। দুজন সামনাসামনি হলে সোজাসুজি সে প্রসংগটা তুললো।

'কাজের জন্যে কটা টিম আপনার দরকার?'

'তোমার কাছে এরকম কোনো দলের খবর আছে, ডাক্তার?'

'বলুন না, কটা টিম আপনার চাই?'

'তুমি ক'টা দিতে পারবে বলে কথা দিতে পারো?'

'চারটা টিম হলে চলবে আপনার?'

'এত লোক পেলে আমার দাদীকে গুলি করতেও দ্বিধা করবো না আমি।'

'কাউকেই আপনার গুলি করতে হবে না। আমি আপনাকে চার–চারটা টিমের লোক দিতে পারি যদি আপনি জন উল্ফকে ছেড়ে দেন।'

'কীবাজেবকছো।'

'তার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা আপনি নেবেন তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।' কিন্তু আমি চাই তাকে যেন গুলি করে মারা না হয়। বোধকরি, এ ব্যাপারে আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।'

'যুদ্ধ চলাকালীন সময় পর্যন্ত বড়োজোর আমি তাকে জেলে রাখতে পারি। এর চাইতে বেশি কিছু করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।'

'অতটা করতে পারলেই আমার চলবে। আমি শুধু চাই, হতভাগ্য নির্বোধটা যেন মারা না পড়ে।'

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে করমর্দন করলো।

বাড়ি ফিরে এসে হৈচৈ করে স্ত্রীকে ঘুম থেকে জাগালো ডাক্তার।

'তারা জনকে গুলি করতে যাচ্ছে না,' সরাসরি বললো সে।

www.pathagar.com

তার স্ত্রী নৈশপোশাকেই বেডরুম থেকে বেরিয়ে এলো এবং ফ্যাকাশে মুখে তার দিকে দৃষ্টি তুলে ধরলো। উল্‌ফের চেহারার প্রতিভাস ছিলো মহিলার মুখে।

'আহ্,বিল!' সে বললো। চোখাচোখি হলো তারা দুজন। পরমুহূর্তেই সে শুধালোঃ 'সারাদিন কোথায় ছিলে তুমি?'

'জনকে ছাড়িয়ে নেয়ার কাজে,' সংগে সংগেই উত্তর দিলো ডাক্তার। 'আর একটা রোগী দেখতে গিয়েছিলাম।'

'তুমি তো খুব ক্লান্ত,' ডাক্তারের বউ বললো। 'শুতে আসবে না?'

তার স্বরে ছিলো আমন্ত্রণ। বাবার গ্রেফতারের পর থেকে স্বামীকে বাগে আনবার জন্যে এরকম অভিনয়ই সে করে আসছে। তার হাবভাবটা ছিলো এমন যেন ডাক্তারই দায়ী তার বাবার দুর্দশার জন্যে। ডাক্তারও বউকে দোষ দিতে পারছিলো না। কারণ, সব মেয়েই পিতার প্রতি দুর্বল। এমনকি, সে পিতা যদি জন উল্‌ফের মতন লোকও হয়। ডাক্তার মাথা নাড়লো। রান্নাঘরে গিয়ে আগুন ধরালো এবং স্টোর থেকে কিছু রাম্ নিয়ে এলো। বেট্‌সি স্মলের কথা ভাবলো সে। ওরকম একটা শরীর থেকে সন্তান হবে এবং মা আর শিশু দুজনই বাঁচবে এটা অসম্ভব বলেই মনে করেছিলো ডাক্তার।

পশ্চিম কানাডা অথবা হ্যাজেনক্লেভারের ওপর বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে বলে ডেটনকে জানিয়েছেন হারকিমার। সন্ধ্যার আগে আগে রেঞ্জারদের কয়েকজন কিল্ পর্যন্ত গিয়েছিলো। তারা খবরটা দিয়েছে ডেমুথকে।

শেষপর্যন্ত মত পাল্টিয়ে বেডরুমে গেলেও ডাক্তারকে অনড় দেখা গেলো। বউ বুঝতে পারলো না কেন এমন বিগড়ে গেছে লোকটা। ক্ষুন্ন হয়ে অন্যদিকে কাত হয়ে শুলো সে।

বেট্‌সি স্মলের প্রথম সন্তান জেকব পৃথিবীতে আসবার দুদিন পরে জন উল্‌ফের কম্বলে বন্দুকের নলের খোঁচা দিয়ে তাকে ঘুম থেকে জাগালো সার্জেন্ট। সূর্য কেবল উঠেছে। দুর্গে লোকজনের সাড়া তখনো জাগেনি।

'ওঠো,' সার্জেন্ট তাগিদ দিলো। 'তোমার স্ত্রী তোমাকে দেখতে এসেছে।'

'আমার স্ত্রী!' উল্‌ফের চোখে বিস্ময়ের ঘোর।

'হ্যাঁ, তোমার স্ত্রী। সে তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছে।'

কম্বলের একপ্রান্তে দিশেহারার মতো বসে থাকলো উল্‌ফ। তার হাত দুটি হাঁটুর ওপর ছড়ানো। ইয়াংকি সৈনিকটির মুখে ঝুলছিলো তার চোখের বোবা দৃষ্টি।

www.pathagar.com

'ওরা তোমায় গুলি করতে যাচ্ছে না,' বিদ্রূপ মেশানো নরোম গলায় বললো সার্জেন্ট। 'তোমাকে আলবানিতে পাঠানো হচ্ছে।' এগিয়ে গিয়ে দরোজা খুলে দিলো সে। স্ত্রীর কান্নার শব্দ শুনতে পেলো উল্‌ফ। তার মনে হলো, প্রাতঃরাশের আগে স্ত্রীর এ অহেতুক ঘেনঘেনানো উৎপাতটা সহ্য করাই যেন তার ভাগ্যের শেষ লিখন ছিলো। কিন্তু যাহোক স্বামী হিসাবে কর্তব্য তো তাকে পালন করতেই হবে।

'ভেতরে এসো,' বললো সে। 'এবং কান্নাটা থামাও।'

'শোনো, জন। তারা তোমাকে তো হত্যা করবে না!'

'না,' বিড়বিড় করে বললো সে।

'কোথায় তারা তোমাকে নেবে?'

'জানি না।'

উল্‌ফের পাশে কম্বলের ওপর বসে পড়লো মহিলা। কান্না থামিয়ে নাকে ফোঁস-ফোঁস শব্দ তুলছিলো সে। আগের মতোই ফিটফাট ছিলো তার কাপড়চোপড়। মাথার চুল ছিলো পাটকরা।

'কতোদিন বাইরে থাকতে হবে তোমায়, জন?'

'জানি না,' বললো উল্‌ফ। তার মনে দয়ার উদ্রেগ হতে লা'গলো। 'শোনো, লক্ষ্মীটি।' (অনেক কটি বছর হলো সে তাকে 'লক্ষ্মী' বলে সংবোধন করেনি। মেয়েমানুষটি ছিলো আদতেই হাবাগোবা ধরনের। সামান্য কিছু হলেই মরণের ভাবনায় সে উদ্বেগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তার জ্বালাতনে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলো উল্‌ফ। কিন্তু দুর্বল মনের মেয়েমানুষ হলেও সে স্বামীগতপ্রাণা এটা স্বীকার করতেই হবে উল্‌ফকে।) 'শোনো', উল্‌ফ বললো, 'তুমি এখন কি করবে বলে ভাবছো?'

'আমি জানি না।'

বিরক্তির স্বরে উল্‌ফ বললো ঃ 'দোকানে চৌদ্দ ডলার গোপনে গচ্ছিত রাখা ছিলো। কিন্তু ওতে তো তোমার বেশিদিন চলবে না। এরচেয়ে ভালো কেটির কাছে গিয়ে তোমার থাকা।'

'ও আমাকে অনুরোধ করেছিলো। কিন্তু আমি বলেছি ওর স্বামীর বাড়িতে থাকার চেয়ে বরং মরণই ভালো আমার।'

'তোমাকে দোষ দেবো না আমি। কিন্তু এছাড়া যে কোনো উপায় নেই।'

www.pathagar.com

'ডলার কটি আমি খুঁজে নেবো। অন্য কারো বাড়িতে গিয়ে নগদ পয়সায় খাবো, থাকবো। কোথাও কাজও খুঁজে পেতে পারি। তোমাকে ওরা যেখানে নিয়ে যাবে, জানতে পারলে তার কাছাকাছি একটা জায়গায় গিয়েও উঠতে পারা যায়।'

'লোকগুলি আমার দিকে কেমন পিট্‌পিটিয়ে তাকাচ্ছে,' সকৌতুকে ফের বললো উল্‌ফের বোকা বউটি। 'আচ্ছা, কতোদিন ওরা তোমায় দূরে সরিয়ে রাখবে, জন?'

'সেনাবাহিনী এদিকে এসে পৌঁছে গেলে ওরা আর আমায় আটকে রাখতে পারবে না। ব্যাপারটা খুব দূরে নয়। হয়তো সামনের বসন্তেই এটা ঘটবে। তখন বাড়ি ফিরতে পারবো আমি।'

'আহ্, জন! তাই যেনো হয়।'

স্ত্রীর দুই কাঁধ জড়িয়ে চুমু খেলো উল্‌ফ।

'তোমার ব্যাপারটা এখন তুমি নিজে দ্যাখো', বললো সে।

হতচকিতের মতন সে উঠে দাঁড়ালো। তার জন্যে অপেক্ষা করছিলো সার্জেন্ট। লোকটা কী মনে করবে সে বুঝে উঠতে পারছিলো না। কিছুক্ষণ অনিশ্চয়তার মধ্যে থেকে তার নিজের জন্যে রাখা সব কটি রূপার মুদ্রা সে স্ত্রীর হাতে গুঁজে দিলো।

ফিস্‌ফিসিয়ে বললোঃ 'সব মিলিয়ে মাত্র এক পাউণ্ডের কিছু বেশি। এটা আমার কোনো কাজে লাগবে না। কানাডায় যেতে পারলে মিঃ টমসন কিংবা বাটলারের সাথে তুমি দেখা করতে পারো। ওয়াল্টার বাটলারের কথা বল্‌ছি। অনেককে তিনি সাহায্য করেছেন। বছর দুই আগে উইট্‌মোরকে তিনি সাহায্য করেছেন তাঁর নিজের জমি দিয়ে। কিন্তু আমার মনে হয়, তুমি ওখানে যেতে পারবে না।'

সার্জেন্টের মুখোমুখি হলো উল্‌ফ। 'কোথায় তোমরা আমায় নিয়ে যাচ্ছো?'

'আলবানি।'

'আচ্ছা। গুডবাই, এলি।'

'গুডবাই, জন।'

একটি ওয়াগনে তোলা হলো উল্‌ফকে। তার পাহারায় ছিলো দুজন সৈনিক। বসতের মধ্য দিয়ে কিল্‌ঘাটের দিকে চললো ওয়াগনটি। ছোটো নদীটির ওপর এখনো ঝুলছিলো ভোর বেলার কুয়াশা। কিংস রোড দিয়ে ওয়াগনটানা জুড়িঘোড়া দুটির কদম তুলে ছোটার সময় নদীতে একটি মাদী হরিণকে পানি খেতে দেখে অবাক হলো উল্‌ফ এবং সিপাই দুজন।

www.pathagar.com

তৃতীয় দিন অপরাহ্নে আলবানি জেলের অধ্যক্ষের কাছে জন উল্ফকে হস্তান্তর করলো সার্জেন্ট। অন্য চারজন লোকের সাথে একটি কামরায় রাখা হলো তাকে। তাদের সবার শোয়ার জায়গা হতো না চিলতে কামরাটায়।

দুদিন পর তাদের পাঁচজনকেই ফেরিযোগে নদী পার করিয়ে এক শকট-চালকের হাতে তুলে দেয়া হলো। লোকটার নাম বুশ। পাহারাদার হিসাবে তার সাথে ছিলো শেরিফের দুজন কর্মচারি। কয়েদিদের সিমসবারি পৌছে দেয়ার জন্যে পাঁচ ডলার মজুরি পাবে বুশ। ক্যানানের পথ ধরে তারা যাচ্ছিলো সিমসবারি। দুদিন লেগেছিলো তাদের পথটা পার হতে। এত দীর্ঘপথ জীবনে আর কখনো পাড়ি দেয়নি জন উল্ফ। তার কারণ ট্রায়ন কাউন্টিতে তার জন্ম এবং সেখানেই সে কাটিয়েছে তার সারাটা জীবন।

কয়েদিদের কারো সাথেই মেলামেশা করতে কিংবা মন খুলে কথাবার্তা বলতে ইচ্ছা করছিলো না তার। সারাক্ষণ এলির চিন্তাই কিলবিল করছিলো তার মাথায়। ঘ্যানঘ্যান করুক আর নাই করুক এলি যে সত্যি একটি ভালো মেয়েমানুষ কখনো সে এটা ভদ্রভাবে বুঝতে বা বোঝাতে চেষ্টা করেনি। এরই ধকল আজ তার ওপর দিয়ে যাচ্ছে। কারাগারে বাস করার চাইতে মর্মান্তিক দুর্ভোগ জীবনে আর কী হতে পারে। এমনকি যখন তাকে বলা হলো বন্দীদের মধ্যে আলবানির সাবেক মেয়র মিঃ আব্রাহাম কুইলার এবং মিঃ স্টিফেন ডিল্যান্সি'র মতন উচ্চবংশীয় লোক আছেন, তাতেও কোনোরকম প্রবোধ মানলো না তার মন। স্কুইলার, জনসন, ভ্যান রেনসেলার, লিভিংস্টোন প্রভৃতি প্রখ্যাত সম্ভ্রান্ত পরিবারের সমগোত্রীয় ছিলো ডিল্যান্সি পরিবার। অভিজাত বন্দী দুজনের কথার জবাবে সংক্ষেপে সে নিজের পরিচয় দিয়েছে এবং বলেছে তার ওপর কী উপদ্রব হয়েছে। ওঁরা যখন প্রচণ্ডভাবে উত্তেজিত হয়ে ঘৃণা এবং ক্ষোভ প্রকাশ করলেন তখনো তাকে দেখা গেলো নির্বিকার। নিষ্প্রাণের মতো কেবল ওঁদের কথাগুলি শুনে যাচ্ছিলো সে।

সিমসবারিতে এসে তারা যখন পৌছলো চাঁদের গোড়ালিটা ছিলো তখন উঁচু পাহাড়ের ব্যারাকগুলির মাথায়। অতিকষ্টে পাহাড়ের চড়াইতে উঠে ওয়াগন নিয়ে গেটের ভেতরে ঢুকলো ঘোড়াদুটি। একজন অফিসার এসে ভেতরে নিয়ে গেলো বন্দীদের। লোকটার পরনে ছিলো আণ্ডারড্রয়ারস, কালোকোট এবং হ্যাট্। একটা দরোজা দিয়ে পাহাড়ের মুখোমুখি একটা কামরায় ঢোকালো সে পাঁচবন্দীকে। কোনো জানলা ছিলো না ঘরটায়। এটা ছিলো আসলে গার্ডরুম। সিপাইদের একজনকে লাথি

মারলো অফিসারটি। সে তড়িঘড়ি উঠে কোনার দিকের ছোটো কামারশালার হাপরটি চালু করলো।

অফিসারটি বললো ঃ 'নতুন লোহার শেকল পেতে চাইলে প্রতিটির জন্যে বিশ শিলিং করে দিতে হবে আপনাদের। তা নাহলে জংধরা শেকল নিতে পারেন।' পাঁচজনের মধ্যে একজন ছিলো দর্জি। কিছুটা আরাম পাওয়ার জন্যে সংগে সংগেই সে একটা নতুন শেকল কিনে নিলো।

ডানহাতের কাজে দক্ষ একজন সৈনিক হাতুড়ি পিটিয়ে তৈরি করছিলো হাতকড়া। তার কাজ দেখছিলো জন উল্ফ। একটা লম্বা শেকলের সাথে কড়াগুলিকে একত্রে সংযুক্ত করা হলো। এ শেকলটি ছিলো আবার পায়ের গোড়ালির দুটি শেকলের সংগে যুক্ত। সবমিলিয়ে এই লোহার ওজন ছিলো চল্লিশ পাউণ্ডের বেশি। উল্ফের হাতের কব্জির চামড়া পুড়লো গরম লোহার ছেঁকা লেগে। কিন্তু সে আদৌ যন্ত্রণাটা অনুভব করলো না। মনে হলো সে ঝিমুচ্ছে। শেরিফের কর্মচারিদের কাছ থেকে পাওয়া কয়েদিদের তালিকা অফিসারটি যখন পরীক্ষা করছিলো, মিঃ ডিল্যান্সি তখন উল্ফের পক্ষ থেকে তার নামের হাজিরা দিলেন।

তালিকাটি পড়া হলে পর মেঝের একদিকের একটা চোরাদরোজা খুলে দিলো কামার।

' ওখানটায় যেতে হবে আপনাদের সবাইকে,' বললো অফিসারটি। 'অনাচার না করলে আমিও আপনাদের ওপর অনাচার করবো না। প্রতি একদিন অন্তর যখন আপনাদের নাম ডাকা হবে, আপনারা এখানে এসে তখন হাজিরা দেবেন। অন্য বন্দীদের মতো আপনারাও খাবার পাবেন নিচের কয়েদখানায়।'

অফিসারটি উপেক্ষার চোখ তুলে তাকাচ্ছিলো বন্দীদের দিকে। প্রথমে মই বেয়ে নিচে নামলেন দুই ভদ্রলোক কয়েদি। মিঃ ডিল্যান্সি এবং মিঃ কুইলার। তাঁরা অফিসারটিকে দেখেও যেন দেখলেন না। পচা বদ্ধপানির দুর্গন্ধ নাকে আসায় শিঁটিয়ে উঠলো দর্জি। জন উল্ফের মতো চতুর্থ লোকটিও ঝিমুচ্ছিলো। তার স্ত্রীর শ্লীলতাহানির জন্যে একজন সৈনিককে মারধর করেছিলো সে। সেই অপরাধে তাকে ফাটক খাটতে হচ্ছে। সবশেষে নিচে নামলো জন উল্ফ।

গহবরটির বারো ফুট নিচে একটি ক্ষুদে রক্ষী কুঠরিতে এসে মিলিত হলো সবাই। সেখানে পাহারায় ছিলো দুজন সৈনিক। তাদের সামনে ছিলো একটি লন্ঠন আর

www.pathagar.com

একতাড়া তাস। বন্দীরা নেমে আসতেই একজন আরেকটি চোরাদরোজা খুলে দেঁতো হাসি হেসে বললো, 'আরো নিচে পাড়ি দিতে হবে।'

বন্দীরা যাতে দেখতে পায় তার জন্যে গহবরটার ওপর লণ্ঠন ধরে রাখলো সে। তারা দেখলো, গহবরটির গভীর তলদেশে স্যাঁতস্যাঁতে বালুর ওপর শুয়ে আছে অনেক কটি লোক। আলো দেখতে পেয়ে একযোগে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো লোকগুলি। 'তোমাদের আরেকদল সঙ্গী আসছে,' হেঁড়েগলায় চিৎকার দিয়ে বললো রক্ষীটি এবং হো-হো করে হাসতে লাগলো। জন উল্‌ফের মাথার ওপর দিয়ে এমনভাবে সে দরোজার ট্র্যাপ্‌টা ফেললো যাতে অল্পের জন্যে কেবল বেঁচে গেলো উল্‌ফের হাত দুটি।

একটা সরু লোহার মই বেয়ে আস্তে আস্তে নিচে নামতে লাগলো জন উল্‌ফ। কাজটা ছিলো খুবই দুরূহ। ভারি হাতকড়াটা নাড়াতে কষ্ট হচ্ছিলো। মইয়ের ধাপের সাথে ঠোকর খাচ্ছিলো পায়ের বেড়ি। বাতাস ক্রমেই বেশি আর্দ্র এবং শীতল হয়ে উঠছিলো। তার শরীরটা আতংকে কাঁপতে শুরু করলো। অবশেষে গহবরের তলায় যখন পৌছলো, তার চোখ দুটি তখন একদম নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিলো। মুখভরতি একজন দাঁড়িওয়ালা লোক ছুটে এসে তার হাত ধরলো। একটি গলবন্ধের আধখানা এবং বনাত কাপড়ের ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক ছিলো লোকটার পরনে।

'এই ঠাণ্ডা আস্তে আস্তে তোমার গা-সওয়া হয়ে যাবে,' বললেন তিনি। শীতকালেও এখানকার ঠাণ্ডাটা এরচেয়ে বেশি তীব্র হয় না। শীতগ্রীষ্ম নির্বিশেষে এ গহবরের তাপমাত্রা থাকে প্রায় একইরকম।

লোকটি পানির দিকে ইশারা করলেন। ভূগর্ভস্থ জলাশয়ের মতো দেখতে একটা পুকুরের অস্তিত্ব এতোক্ষণে লক্ষ্য করলো জন উল্‌ফ যার এক কিনারায় দাঁড়িয়েছিলো সে। তার মাথার ওপরকার দেয়ালগুলি কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে যেন শূন্যে মিলিয়ে গিয়েছিলো।

'ওপরের খোলা বাতাস থেকে এ জায়গাটা সত্তর ফুট নিচে,' লোকগুলির একজন বললো। 'এর মাথায় আছে লোহার পাতের ছাদ।' জন উল্‌ফ চোখ নামিয়ে আবার পানির দিকে তাকালো। গহবরের দুটি প্রবেশপথই ভরা ছিলো পানিতে। এবং প্রতিটি দেয়াল থেকেই বিরামহীনভাবে ধ্বনিত হচ্ছিলো চুয়ানো পানির টুপটাপ্ শব্দ।

'এখান থেকে বেরুবার কোনো উপায় নেই,' বললেন দাড়িওয়ালা লোকটি। এবং এটা বলাই বাহুল্য ছিলো।

দাঁতে ঠক্‌ঠক্ শব্দ তুলে মিঃ ডিল্যান্সি জিজ্ঞেস করলেনঃ 'ওগুলি কিসের জন্যে?' কয়লার তিনটি বাক্সের দিকে ইশারা করছিলেন তিনি।

www.pathagar.com

'কাঠকয়লা। ঠাণ্ডা থেকে বাঁচবার জন্যে কাঠকয়লা পোড়াতে হয় আমাদের। নইলে দমবন্ধ হয়ে মরতে হতো। গোলমাল করলে তারা এগুলি ফেরত নিয়ে যাবে বলে আমাদের হুমকি দেয়। এর অর্থটা খুবই সহজ।' বলেই হাসলেন ভদ্রলোক। 'এখন থেকে একবছরের বেশি হবে আমি আছি এখানে। কমিটি আমাকে পাকড়াও করেছিলো। ভার্জিনিয়ার লোক আমি। ফ্রান্সিস্ হেন্‌রি আমার নাম।'

বালুতে শোয়া ছিলো ত্রিশজন কিংবা তারও কিছু বেশি লোক। তারা ওঠার নাম করছিলো না। কথাও বলছিলো না। আধমরা একদল জন্তুর মতন ওখানটায় পড়েছিলো তারা।

মিঃ হেনরি বললেনঃ 'এখানকার রেওয়াজ হলো নতুন কয়েদি হয়ে যারা আসবে, কয়লা জ্বালানো এবং তার হেফাজতের ভার তাদের নিতে হবে। এখন আপনারা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করুন, কে কাজটা করবেন।'

ওই দিন এই প্রথমবারের মতো কথা বললো জন উল্‌ফ।

'আমি এগুলির তদারক করবো। শরীরটা আমার গরম করা দরকার।'

মিঃ হেনরি তাকে কাঠের একটা বাক্স দেখিয়ে দিলেন।

'ঘুমিয়ে পড়ো না যেন,' বললেন হেনরি। কালো ঠান্ডা পানিটার দিকে ইংগিত করলেন তিনি। 'যারা ঘুমাতে চায় তাদের একটা প্রবণতা হলো জ্বলন্ত কাঠটাকে পানিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া। সাতদিন লাগে ওই কাঠ শুকোতে। তাই এখনকার নিয়ম হলো, যারা কয়লা জ্বালাবে তারা ঘুমাতে পারবে না।'

'আমি ঘুমাবো না,' বললো উল্‌ফ। পরক্ষণেই সে হেনরির দিকে চোখ তুলে তাকালো। 'আচ্ছা মিস্টার, এরা কি কয়েদিদের চিঠি লিখতে দ্যায়?'

'এটা এখানকার নিয়মের খেলাফ। তবে রক্ষীদের কাউকে ঘুষ দিয়ে বশ মানানো যেতে পারে। এতে একপাউন্ড লাগে।'

জন উল্‌ফ বসে পড়লো। সে দেখলো মিঃ হেনরি ফিরে গেছেন তাঁর নোংরা কম্বলের বিছানায়। পরমুহূর্তেই তার চোখে পড়লো কাঠকয়লার খন্ডগুলি পুড়ছে। এবং কুন্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে সিলিং পর্যন্ত। কিন্তু সোজা সত্তর ফুট ওপরে উঠে সিলিংয়ে পৌঁছবার পর আবার ধীরে ধীরে চুইয়ে নিচে নেমে আসছে দেয়ালের দিকে। তারপর গহবরটার খাদগুলিতে এসে জমাট বাঁধছে। শালতি নৌকার মতন খাদের পানিতে ভাসছে বলে মনে হচ্ছে ধোঁয়ার দলাপাকানো কুয়াশার জালগুলিকে।

www.pathagar.com

একটা চিঠির জন্যে লাগবে একপাউন্ড! অবাক হয়ে কথাটা মনে মনে আওড়ালো উল্‌ফ। এলির কথা ভাবলো। সে কসবি খামারে ফিরে গেছে, না আর কোথাও। উল্‌ফ কাছে থাকতে তার কাছে অনেক অনুযোগ করতো সে। এখনো কি সেরকম নিজের মনে দুশ্চিন্তা টেনে এনে সন্ত্রস্ত থাকবে এলি? দৃষ্টিটাকে ধোঁয়ার কুন্ডলির ওপর ঝুলিয়ে রেখে একান্তে ভাবতে রাগলো জন উল্‌ফ।

১০
ন্যান্সির বয়ে আনা চিঠি

প্রায় একসপ্তাহ পরের কথা। ঘরে একা ছিলো লানা। শরতের মওসুমে কখন গাছকাটা এবং জমির আগাছা পোড়ানোর কাজটা শুরু করা যাবে তার জন্যে সময় হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছিলো গিল। ওই সময়টায় দু-তিনদিনের জন্যে সাহায্য দরকার হবে জর্জ উইভার, ক্রিশ্চিয়ান রিঅল আর ক্লেম কপারনলের। তৃণভূমি থেকে কেটে আনা ঘাস দিয়ে ক্যাপটেন ডেমুথের ধারটা সে শোধ করে দিয়েছিলো। এদিকে বেশির ভাগ গাছই বিশীর্ণ হয়ে উঠতে শুরু করলো। এর মধ্যেই নিচের ডালগুলি গেছে শুকিয়ে। পাতায় ধরেছে তামাটে রং। কেবল মাথার দিকে লেগে আছে সবুজের একটু একটু ছোপ। গাছকাটা শেষ হলে পর ঘরের সোজা পশ্চিমের নতুন জমিটা কেমন দেখাবে, জানলার পাশে দাঁড়িয়ে সেদিকে চোখ রেখে কথাটা ভাবছিল লানা।

মাথাটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিলো ওর। যেন চারপাশ থেকে একটা শূন্যতা ওকে ছেঁকে ধরেছে। তবে একটা শিশুর যে আবির্ভাব ঘটতে যাচ্ছে সেবিষয়ে ওর মনে এখন আর কোনো সন্দেহই ছিলো না। অবশ্য বছরখানেক অন্তত অপেক্ষা করা যেতো বাচ্চা ছাড়াই। এরকম একটা ইচ্ছা মনে মনে ছিলো ওর। কিন্তু গিলকে খুশি করার জন্যে ইচ্ছাটা খারিজ করতে হয়েছে। এবং ও নিশ্চিত, গিল্ এখন বেশ খুশি।

এটা ঠিক, বনজংগল কেটে একজন কৃষক ভালোভাবে তার জমি চাষের উপযোগী করে নিতে পারে। কিন্তু ফসল ফলানোর কাজ শুরু করতে গেলেই তো তার দরকার বাড়তি সাহায্যের। আর এরকম পশ্চাৎপদ দুর্গম দেশে এ ধরনের সাহায্য পাওয়ার একমাত্র উপায় হলো সন্তানাদি। লানা ভাবলো,ওর পেটের সন্তানটি যদি মেয়ে হয় তাহলে কি গিল অখুশি হবে। একটা কৃষিখামারে মেয়েদের দিয়ে তেমন কোনো কাজ হয় না। তবে একজন সফল স্ত্রীর জন্যে সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, তার সন্তান

www.pathagar.com

ধারণের যোগ্যতা। অর্থাৎ সে যে মা হতে পারে তা প্রমাণ করা। তার পেটের বাচ্চাটি ছেলে হবে , না মেয়ে হবে তা সাধারণত সবাই বিধাতার ইচ্ছার ওপরই ছেড়ে দেয়। সন্তানের পিতার অর্থাৎ পুরুষ মানুষটির প্রতিক্রিয়ার ওপরও বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রে নির্ভর করে। লানা ভেবে দেখলো, ছেলে কিংবা মেয়ে যাই তার হোক এ নিয়ে গিলকে ভয় করবার কিছু নেই।

কিছুদিন আগে ভেড়ার একখন্ড লোমশ চামড়া যোগাড় করে এনেছিলো গিল। ওটা সে কাস্টের কাছ থেকে কিনেছে। এর জন্যে তাকে স্কুইলার যেতে হয়েছিলো। গিল ওকে বলেছিলো, তার অনুপস্থিতিতে মাঠে কাটাগাছের ডালপালা কিংবা ঝোপঝাড় টানাটানির চেষ্টা যেন ও না করে। সে ওকে ঘরে থাকতে এবং পারলে বুরুশ দিয়ে বেড়ার পশমওয়ালা চামড়াটা আঁচড়িয়ে সাফসুত্‌রো করে রাখতে উপদেশ দিয়ে যায়। কিন্তু ঘরদোর অপরিচ্ছন্ন থাকায় লানাকে বাধ্য হয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হলো খাটুনির কাজে। মেঝেটাকে ঝাড় দিয়ে লেপেমুছে পরিষ্কার করতে হলো। ধুলাবালু ঝেড়ে চিলেকোঠাটাকেও পরিচ্ছন্ন করতে হয়েছে। মাজবার জন্যে ঝরনা–তলায় নিতে হয়েছে সবকটি থালাবাসন এবং হাঁড়িকুড়ি। হাতে আর কোনো কাজ না থাকায় শেষে বাধ্য হলো ও রান্নাঘরের উষ্ণতায় ফিরে আসতে।

ভেড়ার চামড়ার পশম থেকে কেমন চর্বি–চর্বি একটা গন্ধ বেরুচ্ছিলো। তেলাক্ত হলো লানার হাতের আঙুলগুলি। জংগলের ধারে চরে বেড়িয়েছে বলে কাঁটার খোঁচায় ভেড়ার চামড়াটা জায়গায় জায়গায় ছেঁড়াখোঁড়া এবং জটপাকানো ছিলো। পায়ের দিকের চামড়া কাদা লেপ্টে শুকিয়ে আঠার মতন শক্ত হয়েছিলো। বেশ যত্নের সংগে কাদা ছাড়িয়ে নিতে হলো ওকে। কারণ, এই অতিমূল্যবান জিনিসটার একটা পশমও নষ্ট করা যায় না।

যেখানে লানা বসেছিলো সেখান থেকে চোখ তুললেই দেখা যায় শোকেসের মাথায় রাখা ময়ূরের পালকটি। কিছুক্ষণ পরপর চোখ তুলে ওটার ওপর দৃষ্টি ফেলছিলো ও। পালকটা দেখলেই বাপের বাড়ির কথা মনে পড়ে যায় ওর। বোধকরি মওসুমের এ সময়টায় গম কাটার কাজ নিয়ে ব্যস্ত ওরা। লানার বোনেরা হয়তো এখন মাঠে গমের আঁটি বাঁধছে আর হাসাহাসি করছে ফসল কাটুনেদের সাথে। গমের আঁটিগুলি বোঝাই করে আনবার জন্যে ওর বাবা হয়তো দুই ঘোড়ায় টানা ওয়াগনটা হাঁকিয়ে রওয়ানা দিয়েছে মাঠের দিকে। আর মা দরোজায় দাঁড়িয়ে মাঠের পানে বাবার যাওয়া দেখছে পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে। সূর্যের আলোটাকে আড়াল দেবার জন্যে দুই হাতের পাতা

www.pathagar.com

তার কপালের ওপর রাখা। পশ্চিমে, সোজা পশ্চিমে তার দৃষ্টি। বোধকরি লানার কথা ভাবছে মা এবং ওকে দেখ্বার চেষ্টা করছে।

গেলো হপ্তাটায় যখন একা বসে ময়ূর পালকটাকে সামনে নিয়ে বাড়ির স্বপ্ন দেখছিলো ও, তখন নিজের একাকিত্বের মাঝখানে বারবার উঁকি দিয়েছিলো মার মুখখানি। ওর প্রাণে গভীরভাবে দোলা দিয়ে যাচ্ছিলো মায়ের নিঃসঙ্গতার বেদনা।

কাজে গভীরভাবে মনোযোগ দিলো লানা। কাজ করতে বসলে ওর মনটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে। দিনকয়েক বাদেই সুতাকাটার মওসুম। গানবাজনার পরেই মনের মতন একটা উপাদেয় কাজ হলো সুতাকাটা। গোটা শরীরটার ভেতর স্পন্দন জাগায় চরকার ঘূর্ণন, প্রাণে গিয়ে ঝংকার তোলে এর গুনগুন ধ্বনি। টেকোর মাথায় উঁচু হয়ে ওঠা সুতার লহরগুলি যেন একটি যুবতী মেয়ের স্বপ্নের সার্থকতা, একটি গৃহবধূর আশার পূর্ণতা। কিংবা জীবনটারই একটা স্মৃতি অথবা তার প্রতিচ্ছবি। একটা মেয়ে যখন সুতা কাটে নিজের ভাগ্যটাকেই তখন সে গড়ে তোলে নিজের হাতে। এখানে পুরুষের কোনো স্থান নেই।

কিছুদিন হলো নিজের মধ্যে একটা আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে লানা। মনটা কেমন যেন উড়ু উড়ু হয়ে উঠেছে এবং শরীরেরও যেন কোনো বোধশোধ নেই। অথচ অনুভূতিটা ঘুমন্ত কুকুরের মতোই কেমন বিস্ময়কর রকমের সজাগ এবং সঞ্চারমান। এই মুহূর্তে এরকম একটা আচ্ছন্নতার মধ্যেই ডুবে আছে ও। কোনো শব্দই ওর কানে আসছে না। অথচ হাত দুটি ব্যস্ত রয়েছে বুরুশ আর ভেড়ার চামড়ার পশমে। কোনো কিছুই ও আর ভাবছে না। না বাবামায়ের সাথে কাটানো কিশোরী জীবনটার কথা, না গিলের সাথে পাতানো এ সংসার জীবনের কথা। নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মলীন হয়ে আছে ও। কেবল এইটুকু ওর মনে হচ্ছে, যেন অনিচ্ছায় বেড়ে ওঠা বনের কোনো নিঃসঙ্গ তরু ও। এবং যেন ওর কোনো অতীত ছিলো না। আর থাকলেও তার থেকে যেন ছিটকে এসে পড়েছে এখানে।

মন ওর অনুভূতিগুলিকে সজাগ করে তুলবার অনেক আগেই ও আঁচ করতে পারছিলো কেউ যেন ঘরের দিকে আসছে। ভেড়ার চর্বিদার চামড়াটাকে অ্যাপ্রনের মতন হাঁটুর ওপর দুই হাতে আঁকড়ে ধরে ঘামে একাকার হয়ে ও যখন পশম সাফ করার কাজটা শুরু করতে যাচ্ছিলো ঠিক তখুনি ব্যাপারটা ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

www.pathagar.com

ধোঁয়াটে আয়নার মতন আচ্ছন্ন চোখ দুটি তুলে ধরে দরোজার দিকে তাকালো লানা। শীর্ণ শরীরটা ওর সম্পূর্ণ অবসন্ন হয়ে আসছিলো। দরোজার সামনে এসে থামলো ন্যান্সি। ওকে দ্বিধাগ্রস্ত, সংকুচিত এবং অর্ধভীত দেখাচ্ছিলো।

'আমি', ও বললো। 'হ্যাঁ। আমি ন্যান্সি। আপনার কাছে একটি চিঠি নিয়ে এসেছি আমি, মিসেস মার্টিং।'

'একটি চিঠি?' যন্ত্রচালিতের মতন বললো লানা।

ন্যান্সি ওর মুখের দিকে তাকালো এবং গলা চড়িয়ে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করলো।

'হ্যাঁ, মিসেস মার্টিং। মিঃ ডেমুখের চিঠি। আমি ক্যাপটিংয়ের কথা বলছি।' একটুকরা ভাঁজকরা কাগজ ও হাতখানিক দূরে ছুঁড়ে দিলো। 'আমি অপেক্ষা করতে পারছি না। চিঠিখানি পৌঁছে দিয়েই আমার ফিরে যাওয়ার কথা।'

সজাগ হলো লানা।

'না। তা হয় না, ন্যান্সি।' বোকা-বোকা মুখ এবং ভয়ার্ত ডাগর নীল চোখদুটি তুলে ধরে দাঁড়িয়ে থাকলো মেয়েটি। 'ভেতরে এসো, ন্যান্সি।'

'না, মিসেস মার্টিং। আমি আপনার এখানে অপেক্ষা করতে পারবো না। কর্তাগিন্নি সবসময় আমার পেছনে লেগে থাকেন। এবং আমি যে একটি পরিচারিকা, বার বার কথাটা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেন। আপনার ঘরের ভেতরে আমার বসবার অধিকার নেই। এটা আমি জানি। কেবল মাঝেমধ্যে কথাটা আমার স্মরণ থাকে না।'

'নিশ্চয় আমার এখানে বসবার অধিকার আছে তোমার। তোমার সাথে গল্প করতে পারলে আমি খুশি হবো। ভেতরে এসো তুমি।'

ইতস্তত করে দরোজার চৌকাঠের সামনে একটি পা রাখলো ন্যান্সি। ওর পায়ে ছিলো মিসেস ডেমুথের পুরনো নীল কাপড়ের ছেঁড়াজুতা। ছোটো সাইজের এই জুতার ছেঁড়া জাঁয়গাটা দিয়ে দেখা যাচ্ছিলো ওর পায়ের আঙুলগুলি। চিঠিটা হাতে তুলে নেয়ার সময় ন্যান্সির কথা ভেবে প্রায় কান্না পেয়ে গিয়েছিলো লানার। আনমনা থেকে অন্নের জন্যে মেয়েটাকে ও ফিরিয়ে দেয়নি দোরগোড়া থেকে।

ফিটফাট হয়ে এসেছিলো ন্যান্সি। বেশ গরম পড়লেও ওর গায়ে মোটা সুতার পুরনো জামার ওপর চড়ানো ছিলো ছাগলোমের একটি নীলরঙা ঢিলা কোট। গলায় ছিলো নীল এবং লাল কাচের পুঁতির মালা। মাথার হলদেটে চুলে বাঁধা ছিলো লাল

www.pathagar.com

ফিতা। চুলগুলি যত্নের হাতে আঁচড়ানো। মাথার চারপাশটায় পরিপাটি করে বাঁধা হয়েছিলো বেনী।

জড়োসড়ো হয়ে ঘরের ভেতর এসে একটি টুল টেনে নিয়ে বসলো ন্যান্সি। কিছুতেই হাতলওয়ালা চেয়ারটায় বসলো না। চিনে–নীল চোখ দু'টিকে দ্রুত সঞ্চালিত করে কামরার চারপাশটা একঝলক দেখে নিলো ও।

'মাই', অবচেতনে মিসেস ডেমুথের বাচনভংগি অনুকরণ করে বললো, 'আপনার ঘরটা তো ভারি সুন্দর, মিসেস মার্টিং।'

'তোমার তাহলে জায়গাটা পসন্দ হয়েছে, ন্যান্সি? খুশি হলাম শুনে।'

'আপনার ঘরে কোনো 'পিকটা'র দেখছি না। কিন্তু আমার মনে হয়, ময়ূরপালকটা যে কোনো ছবির চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর।'

ময়ূরপালক আমার খুব প্রিয়,' বললো লানা।

'আমাদের অতবড়ো বাড়িতে কোনো পালক নেই।'

লানা চিঠিখানি পড়তে লাগলো ঃ

প্রিয় মিসেস মার্টিন,

জন উল্‌ফকে গুলি করবার বদলে সিমসবারি জেলে পাঠানো হয়েছে। এ খবরটা দেয়ার জন্যে তোমাকে লিখছি। আমি জানি আমার মতোই খবরটা শুনে খুশি হবে তুমি। ওখানে উল্‌ফ নিরাপদেই থাকবে এবং এ নিয়ে আমাদের আর উদ্বেগবোধ করবার কোনো কারণ নেই। তবে আমি আশা করবো, আমরা সবাই যেন উভয় পক্ষের ব্যাপারটাকে নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে পারি।

তোমার শ্রদ্ধাভাজন,

মার্ক ডেমুথ

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ আমার বিশ্বাস, মিসেস উল্‌ফ কসবির ওখানে তার নিজের বাড়িতে ফিরে গেছে। যদি তাই হয় তবে মহিলা নিশ্চয়ই নিঃসঙ্গ অবস্থায় আছে। আমি চেষ্টা করবো একবার ওখানে গিয়ে তার সাথে দেখা করতে।

লানার দুই চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো।

'কী হয়েছে আপনার, মিসেস মার্টিং?'

'আমার মনে হয় ক্যাপ্টেন ডেমুথ একজন ভালো মানুষ, ন্যান্সি।'

www.pathagar.com

'হাঁ, তিনি একজন চমৎকার মানুষ। মাঝে মাঝে গিন্নি–মা তাঁর সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করেন। গিন্নি-মা বলেন, আমি নাকি একটা আস্ত বোকা। আমারও মনে হয়, আমি তাই। আমার বিশ্বাস, মিঃ ডেমুথ আমাকে পসন্দ করেন। একবার তিনি বলেছিলেনঃ 'ন্যান্সি, তুমি একটি সুন্দর মেয়ে।' বলে তিনি ঘোড়ায় চড়ে শহরের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন।'

ন্যান্সির দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হলো লানা।

'সত্যিই তো, খুব সুন্দরী তুমি,' বললো ও।

কথাটা মিথ্যা নয়। ন্যান্সিকে সত্যি অপূর্ব দেখায় যখন ওর পুতুলের মতন চোখ দুটিতে কোনো অনবদ্য আবেগ খেলা করতে থাকে। একটি দীর্ঘাঙ্গী নিটোল স্বাস্থ্যবতী মেয়ে ও। কাঁধ দুটি ওর সুদৃঢ়, সুঠাম এবং গোলাকার। ওর পীণোন্নত স্তনযুগল বক্ষাবরণের ভেতর থেকে দৃশ্যমান। লম্বা পা ফেলে আনমনে যখন ও হাঁটে, একটা স্নিগ্ধ নিদ্রালু লাবণ্য লীলায়িত হয়ে ওঠে ওর সমস্ত অংগে। অবিকল একটি খাঁটি জাতের মাদী ঘোড়ার আকার-আকৃতির কথা মনে হচ্ছিলো যখন ওকে পুরুষের চোখ দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলো লানা।

' তোমার আসল নামটা যেন কী, ন্যান্সি?'

'স্কুইলার। ন্যান্সি স্কুইলার।' ওর কণ্ঠে আত্মশ্লাঘার রেশ। 'আমার মা হলেন এলিজাবেথ হারকিমার। কর্নেল হারকিমারের বোন। শুনতে পাই, কর্নেলের বাড়িটা নাকি খুব সুন্দর। একবার আমি ও বাড়িতে গিয়েছিলাম। সব কথা আমার মনে পড়ছে না। কেবল সুন্দর সুন্দর ঘোড়া আর চেরিগাছগুলির কথা মনে করতে পারছি। চেরিগাছে ফুল ফুটেছিলো, ফল তখনো ধরেনি।'

' চেরিফুল ভালো লাগে আপনার, মিসেস মার্টিং।'

'হাঁ, খুব ভালো লাগে। তোমার কোনো ভাইবোন আছে?'

'আমার দুটি ভাই আছে, মিসেস মার্টিং। হন্ ইওস্ট বড়োটির নাম। এই পুঁতির মালাটা ও দিয়েছিলো আমায়। কানাজোহারির এক রেডইন্ডিয়ানের কাছ থেকে ওটা পেয়েছিলো হন্। ছোটোটির নাম নিকোলাস। আমার কিংবা হনের মতন দেখতে নয় ও। চেহারাটা ওর একটু তামাটে।'

'তোমাকে কাজ করতে হয়, না?'

'বাবা মারা যাওয়ার পর মা, আমাকে ক্যাপ্টেন ডেমুথ আর মিসেস ডেমুথের কাজে লাগায়। চার বছর ধরে আমি ওঁদের কাছে আছি। বছরে ইংলিশ টাকা তিন পাউন্ড

www.pathagar.com

করে মা পায় আমার কাজের বিনিময়ে। আমার বয়েস তখন ছিলো ষোলো। এবার উনিশ পার হয়ে যাবে যদি বিয়ে না করতে চাই। সামনের মার্চে পুরো উনিশ বছর বয়েস হবে আমার। আচ্ছা, আপনি কি বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, মিসেস মার্টিং?'

'হ্যাঁ,' মৃদু হেসে বললো লানা।

'জিনিসটা কেমন ভাবতে আমার অবাক লাগে।'

'বিয়ের কথা তোমার মনে কখনো জাগেনি?'

'জানি না। বুড়ো ক্লেম কপারনলকে তো চেনেন। লোকটা সবসময় আমাকে ফুসলায় তার ঘরে শোবার জন্যে। এটা আমার কাছে খুব বিচ্ছিরি লাগে। আমার মনে হয় না, অমন কিছু আমি করবো। কর্তা-গিন্নি প্রতি রাতেই ঘরে আমাকে আটকে রেখে বাইরে তালা দিয়ে রাখেন। তবে ক্যাপ্টেন যদি আমাকে বলতেন তাঁর সাথে শুতে আমি আপত্তি করতাম না। কিন্তু এরকম শোয়ার মানে বিয়ে নয়, তাই না?'

'হ্যাঁ, এটা ঠিক একরকম নয়,' গম্ভীরকণ্ঠে বললো লানা।

'হন্ ইওস্ট এ কথাই বলেছিলো আমায়। ও বলেছিলো : 'ন্যান্সি, তোমার আর আমার বুদ্ধি কম। কিন্তু অন্য সবার থেকে তোমার চেহারাটা অনেক সুশ্রী। কোনো ছেলে তোমার দিকে ঝুঁকলে তুমি তাকে বিয়ে করতে চাইবে। কিন্তু কাউকেই তুমি সহজে বিশ্বাস করো না। আমার মনে হয়, হন্ ইওস্টের মাথায় কিছু বুদ্ধি আছে। কি বলেন, মিসেস মার্টিং?'

হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকলো ন্যান্সি। ওর নিতম্বটা বেশ ঋজু। চোখের চাহনি বোকা মনে হলেও ওর মধ্যে এমন একটা জান্তবতা ছিলো যা সহজেই প্রলুব্ধ করে অন্যকে।

'তুমি আমার সাথে কিছুক্ষণ থাকো এবং একপেয়ালা দুধ খাও।'

'না, না, তা হয় না। আমি আর বসতে পারি না।'

'একটু বসো, দয়া করে।'

মেয়েটির মুখে হাসি চমকালো।

গোরুটা চেরিগাছের পাতা খেয়েছিলো। তার জন্যে মুখে একটু তেতো ঠেকলো দুধ। তবে ঝরনাতলায় দুধের ভাণ্ডটা রেখে দেয়ায় খুব ঠাণ্ডা লাগছিলো। আরাম করে দুধ চাখতে-চাখতে গল্প করতে লাগলো ন্যান্সি। ওর ভাই পালিয়ে গেছে কানাডায়। ওখানে সেনাবাহিনীতে পয়সা কামাচ্ছে ও। ওর সাথে ন্যান্সির দেখা হতে বোধকরি অনেক সময় লাগবে। তবে হয়তো সামনের বছরই সে এসে যেতে পারে।

www.pathagar.com

'কেমন করে তুমি বুঝলে?' অবরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো লানা।

'নিকোলাসের কাছে খবরটা সে পাঠিয়েছিলো। পরে নিকোলাস এটা জানায় আমাকে। সে এও জানায়, আমার সাথে একজন অফিসারের যোগাযোগ করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে সে। সেনাবাহিনী যদি এখানে আসে আমি এতে কিছু মনে করবো না। আপনি কি কিছু মনে করবেন, মিসেস মার্টিং?'

দুধটায় শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়ালো ন্যান্সি।

'পেয়ালাগুলি আমি পরিষ্কার করবো', বললো ও। 'দেরি হয়ে যাচ্ছে আমার।'

'না, ওকাজটা আমিই করবো।'

'এটা আমার কাছে খারাপ লাগবে, মিসেস মার্টিং। এর জন্যে হয়তো কর্তা-গিন্নি আমাকে বকাবকি করতে পারেন। আপনার সুন্দর ব্যবহার এবং খাতির-যত্নের কথাটা আমার মনে থাকবে। তবে ধোয়ামোছার কাজটা যদি আমাকে করতে দিতেন, আমার ভালো লাগতো।'

ন্যান্সিকে চিন্তাক্লিষ্ট দেখে কাপগুলি ওকে ধুতে দিলো লানা। যাওয়ার আগে ক্যাপ্টেনকে লানার ধন্যবাদ জানানোর কথাটা ও বার বার আওড়ালো।

'উনি আপনার প্রশংসার কথা শুনে খুশি হবেন। আপনি ওঁর এত তারিফ করলেন, এ সত্যি আপনার উদার মনের পরিচয়। রাতের খাবারের পর রান্নাঘরে যখন উনি আসবেন রাইফেলটা সাফ করতে তখন আমি আপনার কথাটা ওঁকে বলবো।'

কিছুক্ষণ বাদেই চলে গেলো ন্যান্সি।

২
নীলপিঠের হরিণ শিকার

বুড়ো রেডইন্ডিয়ান নীলপিঠ হ্যাজেনক্লেভার পাহাড় পেরিয়ে রওয়ানা দিলো পশ্চিম কানাডা ক্রিক উপত্যকার উত্তরসংলগ্ন ঢালু অঞ্চলটার দিকে। গভীর পার্বত্য খালটার উত্তরমুখো পশ্চিম তীর ধরে সে অগ্রসর হলো বৃহৎ জলপ্রপাতের পথে। ওখানে বিশাল খাদটার কিনারে একটা ক্ষুদে অরণ্যের তৃণভূমিতে নেমে সে লক্ষ্য করলো জায়গাটায় চরে বেড়াচ্ছে একটি হরিণ। বুড়ো শিকারী কুকুরের মতন ঘাসের ভেতর ওঁত পেতে থেকে সে খুঁজে বের করলো হরিণটির পায়ের পৃথক চিহ্ন। ভোরবেলা যতো হরিণ

www.pathagar.com

এখানে আনাগোনা করেছে তাদের সবকটির পায়ের দাগ অনুসরণ করে সে চিহ্নিত করেছে এই বিশেষ রেখাটি।

হরিণটি যেখানে যেখানে মলমূত্র ত্যাগ করেছে, পানি এবং ঘাস খেয়েছে পায়ের দাগ ধরে সবকটি জায়গায় ঢুঁ মারলো নীলপিঠ। কিছুক্ষণ পর দুই মাইল দূরে উত্তর-পশ্চিমের একটা জলাশয়ের ধারে এসে থামলো সে। এখানে হরিণটা টেনে টেনে খেয়েছে পদ্মফুলের পাপড়ি। এর মধ্যেই বুড়ো রেডইন্ডিয়ান বুঝতে পারলো সে একটি প্রকান্ড মর্দা হরিণের পিছু নিয়েছে। বাড়ি থেকে অনেক দূরের পথ চলে আসায় এতো বড়ো একটা হরিণ সামলানো কঠিন ছিলো তার পক্ষে। এর অর্ধেক মাংসও সে বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। একটা সুন্দর জোয়ান মাদী হরিণ অথবা একটা বয়স্ক শাবক হরিণ শিকারের ইচ্ছা ছিলো তার। ঘাগরা বানানোর জন্যে তার যুবতী স্ত্রী ম্যারি তার কাছে বায়না ধরেছিলো মাদী হরিণের সুন্দর দেখে একখন্ড চামড়া যোগাড় করে আনবার জন্যে। কিছুদিন আগে ধর্মযাজক মিঃ কার্কল্যান্ডের কাছে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলোম্যারি।

কিন্তু নীলপিঠ হরিণটিকে ছেড়ে দিতে পারে না। সে ওটার শিংগুলি দেখতে চায়। শিকারী জো বোলিও তাকে 'মাংসভূক' খেতাব দিয়েছিলো। আসলেও সে তাই। প্রতি শরতে যখন রাতগুলি তুষারাচ্ছন্ন হতে থাকে, পাহাড়ের ঢালে যখনই গাছের পাতায় নতুন রংয়ের ছোপ লাগে--নীলপিঠ চঞ্চল হয়ে ওঠে শিকারের নেশায়। বড়ো শিংওয়ালা জন্তুর ছবি ভাসে তার চোখে। শিকারের শুরুতেই বিরাট আকারের হরিণ মারা তার চাই। তবে খাওয়ার সময় শাবক হরিণের মাংসের মতো অমন সহজে হজম হয় না বড়ো হরিণের মাংস। ওটা খাওয়ার পর পেট বেশ কিছুক্ষণের জন্যে আঁটসাঁট হয়ে থাকে।

গত রাতে ওরিস্কায় নিজের কুঁড়েঘরটায় বসে নীলপিঠ যখন অন্ধকারে শুনছিলো মোহক নদীর দিকে বাহিত পার্বত্য খালটির রহস্যময় কলধ্বনি, তার মনে জাগলো তখন উত্তরের ওদিকটায় পাহারা দেয়ার ফাঁকে শিকার করবার কথা। উত্তর সীমান্ত পথের ওপর চোখ রাখবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো সে ক্যাপ্টেন ডেমুথকে। তার স্ত্রী মাদী হরিণ চামড়ার বায়না ধরলে সে বললো ঃ ঠিক আছে, একটা চামড়া এনে দেয়া যাবে। কিন্তু সে জানতো মাদী হরিণের সন্ধানে উত্তরে যাচ্ছে না সে।

ভোর হওয়ার আগখানে বাড়ি থেকে রওয়ানা দিয়েছিলো নীলপিঠ। মোহক নদীর চড়া পেরিয়ে মার্টিনের খামার জমির দিকে পা বাড়ালো সে। একবার মার্টিনদের

বাড়িতে থামবার ইচ্ছা হয়েছিলো তার। কিন্তু তাকে বেশ আগেই উত্তর সীমান্তে গিয়ে পৌছতে হবে। সুতরাং ইচ্ছাটা মুলতবি রাখতে হলো। ঘেসো মাঠটায় এসে বোকা মাদী ঘোড়াটার ঘুম ভাঙিয়ে দিলো সে। কুয়াশায় জন্তুটাকে খুর বাগিয়ে লাথি তুলতে দেখতে পেলো। যেভাবে ওটা নাদুস-নুদুস হয়ে উঠছে তা লক্ষ্য করে জিভের ডগায় প্রায় লালা এসে গিয়েছিলো তার। কিন্তু তার বন্ধু মার্টিন ওটার মালিক বলে চুপসে যেতে হলো তাকে। নইলে যেকোনো সময় তীরধনুক নিয়ে সংগোপনে রাতের অন্ধকারে এসে নিপুণ হাতে জন্তুটার একটা কিনারা করতে পারতো সে। ঘোড়ার মাংস ভারি উপাদেয়। আর কাটাকুটি করাও খুব সহজ।

কিন্তু মার্টিন তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আর ওর বউটিও দিন দিন ভদ্রস্থ হয়ে উঠছে। এসব ভেবে সে ঘোড়াটিকে ছেড়ে দিলো। যখন সে মর্দা হরিণটার বাসস্থানে এসে পৌছলো, বেলা তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে।

গোটা অপরাহ্ণ ধরে অশেষ ধৈর্য নিয়ে ঝোপের ছায়ায় ছায়ায় নীলপিঠ অনুসরণ করেছে হরিণটাকে। একসময় পায়ের চিহ্ন দেখে সে বুঝতে পারলো ওটা ঘুরে ঘুরে বিচরণ করে ফিরছে। অনুসরণ ছেড়ে সে তখন যাত্রা করলো সেই তল্লাটটার দিকে যেখানে আগের রাতে হরিণটা শুয়েছিলো। মন্থর পদক্ষেপে সে হাঁটতে লাগলো। তার হরিণ চামড়ার ঝালরওয়ালা ঘাগরাটা ওঠানামা করতে লাগলো হাঁটু ছুঁয়ে। লেগিংয়ের আঙুলগুলি আন্দোলিত এবং ঝাঁকি খেতে লাগালো। হান্টিং শার্টটার ভেতর থেকে গলগলিয়ে উঠলো ঘামের বন্যা। পুরনো ময়লা পশমি টুপিটার ভাঁজের চারপাশে একটা বৃত্তাকার কালো রেখা সৃষ্টি হলো ঘামের। হাঁটতে হাঁটতে সে চিবোচ্ছিলো শুকনো মাংসের পুরদেয়া ছোটো একখন্ড পাউরুটি এবং নীল বৈঁচিফল। মাংসের পুর রসে সিক্ত এবং নরোম না হওয়া পর্যন্ত মুখভরতি বৈঁচি নিয়ে চুষছিলো সে। খাদ্য বলতে এ ছাড়া আর কিছুই ছিলো না তার কাছে।

কিন্তু এতে কোনো কষ্ট হচ্ছিলো না তার। একটা বড়ো হরিণ মারার আগে এ রকম ক্ষুধার্ত থাকাটাই ভালো। ক্ষুধায় একদম কাহিল হয়ে পড়লেই সে শিকারের হরিণ বাড়ি বয়ে নিয়ে গিয়ে আঙিনায় ছুঁড়ে দেবে এবং বিছানায় শুয়ে থেকে দেখবে কেমন করে তার জোয়ান বউ মাংস কাটাকুটি করছে। এবং তারপর কাটা টুকরাগুলি কেতলিতে চাপাচ্ছে সেদ্ধ হবার জন্যে। মাঝেমধ্যে তাগিদ দেবে যেন রান্নাটা দ্রুত শেষ হয়। বউকে তাড়াহুড়া করতে উদ্বিগ্ন দেখতে এবং কেতলি থেকে বাতাসে ভেসে আসা বাষ্পের মিষ্টি গন্ধটা শুঁকতে বড়ো ভালো লাগে তার। বিছানায় শুয়ে পেটের ওপর হাত

www.pathagar.com

দুটি ছড়িয়ে দিয়ে প্রায়ই বউটির এরকম ব্যতিব্যস্ততা লক্ষ্য করে নীলপিঠ।

বাতাসে ছিলো কুয়াশার একটা গাঢ় নীলচে আবরণ। সারাক্ষণ দিগন্তে ঝুলে থাকতে দেখা যাচ্ছিলো কুয়াশার এই পর্দাটাকে। এটা হলো শরতের আগমন বার্তার আরেকটি নিদর্শন। কুয়াশার ভেতর থেকে এই সময় গাছগুলিকে বেশ বড়ো বড়ো দেখায়। এবং অরণ্য থেকে বেরিয়ে আসবার পর চারপাশের তল্লাটটাকে দেখায় সমতল। এরকম দিনেই চোখে পড়ে হরিণ। আর এ ধরনের একটা বড়ো হরিণ দেখাটা তো রীতিমতো বলতে গেলে দেখার মতো দেখা। অর্থাৎ এটা মস্তো ভাগ্যের ব্যাপার।

সূর্য ডোবার একটু আগে তৃণভূমিটায় ফিরে এসে অনেকক্ষণ ধরে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করলো নীলপিঠ। বাতাসের নামগন্ধ ছিলো না কোথাও। চাঁদ ওঠার আগে পর্যন্ত এরকমই থাকবে আবহাওয়া। এরপর দক্ষিণ-পুব থেকে ধীরে ধীরে বাতাস বইবে এবং দু–একঘন্টা স্থায়ী থাকবে। মর্দা হরিণটা এর মধ্যে তার বাসস্থানে পৌছে যাবে এবং শোবার আগে চরে বেড়াবে অল্প কিছুক্ষণ। ভোর হওয়ার আধঘন্টা আগে আবার দক্ষিণ-পুবদিক থেকে বাতাস বইতে শুরু করবে। পরে বোধকরি এর গতিটা পশ্চিমে মোড়নেবে।

তৃণভূমির ধার ঘেঁষে একটা টিলার ওপর ছিলো বড়ো-বড়ো একসার হেমলক গাছ। আধাডজন হেমলক ডাল কেটে এনে একটা আস্তানা তৈরি করলো নীলপিঠ। গাছের একটা গুঁড়ির ওপর মাথা রেখে মাস্কেট বন্দুকটা হাতে নিয়ে ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়লো সে। এবং জীর্ণ পশমি টুপিটা ভেজামুখের ওপর ঢাকা দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লো।

সাঁঝের বেলা ঘুম থেকে একবার জেগে ঘাসের মাঠটার চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো সে। কিন্তু হরিণটার কোনো আভাস পেলো না। রাগে গর্‌গর্‌ করতে করতে মাটিতে গড়াগড়ি দিলো কিছুক্ষণ। সে ছিলো একজন সৎ ধর্মভীরু রেডইন্ডিয়ান। সুতরাং, দ্বিতীয় বার ঘুমিয়ে পড়বার আগে সে প্রার্থনা করলো ঃ

'হে আমাদের পালনকর্তা প্রভু, আমি ক্ষুধার্ত। একটি ভালো মর্দা হরিণ চাই আমার। আমি একজন সৎ লোক। হরিণের শিং ডেমুথের কাছে বেচে একপেয়ালা রাম যোগাড় করবো। কাঁধের একখন্ড মাংস দেবো কার্কল্যান্ডকে। তবে শিংটা বারো ডালের হলে কার্কল্যান্ডকে দেবো পায়ের দিকের মাংসখন্ড। একহপ্তা অব্দি তাঁর তামাক ছোঁবো না। আমি একটি সৎ মানুষ। চিরকাল, চিরকাল ধরে যেন ভালো থাকতে পারি। আমেন।'

www.pathagar.com

এটা ছিলো তার খৃষ্টীয় প্রার্থনা। এরপর নিরাপত্তার জন্যে ঠোঁট না নেড়ে মনে মনে সে আওড়াতে লাগলো তার নিজস্ব একটি প্রার্থনা। এটা প্রায় সে বিপদের সময় আওড়াতো।

আরেকবার সে ঘুম থেকে জাগলো হরিণের পায়ের শব্দ শুনে। উত্তর–পশ্চিমের জংগলের ভেতর দিয়ে বাতাসের উল্টোদিক থেকে আসছিলো হরিণটা। ঠিক এটাই আশা করছিলো সে। এবং বুঝলো, প্রভু সদয় হয়েছেন তার প্রতি। গালের নিচে হাত রেখে, নাক না ডেকে ঘুমালো সে।

হেমলকের বেগুনি রংয়ের গুঁড়ি থেকে বিশ ফুট ওপরে একটা ডালের কাটা মাথায় লাল লেজ নাড়াচাড়া করছিলো একটি কাঠবিড়ালী। 'চুপচাপ থাক্, ওরে ক্ষুদে ডাকাত,' মনে মনে বললো নীলপিঠ। মাথা খাড়া করে সত্যি চুপ হয়ে গেলো প্রাণীটা। কিন্তু বুড়ো রেডইণ্ডিয়ানটি যখন হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করে, তার একটু পরেই ওটা জংগলের মেঝের চল্লিশ ফুট ওপর দিয়ে একগাছ থেকে আরেক গাছে চরে বেড়াতে লাগলো।

তৃণভূমিটির ওপর ঝুলছিলো আগের দিনের অস্তরশ্মির মতন একধরনের আলোছায়া। লম্বাটে ধূসর-সবুজ ঘাসগুলির মাথায় লেপ্টেছিলো কুয়াশা। সূর্যের কোনো আভাস পাওয়া না গেলেও পাখির ডানার ঝাপ্টায় এবং কলকাকলিতে মুখর হয়ে উঠেছিলো মাথার ওপরকার বাতাস। কুয়াশার পর্দা গলিয়ে আসা তাদের কিচিরমিচির ধ্বনিটাকে অনেক বেশি মধুর বলে মনে হচ্ছিলো।

ঘাসের বনটার ধারে মাটিতে পড়ে থাকা একটা গাছের আড়ালে ওঁৎ পেতে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকলো নীলপিঠ। খুব সাবধানে একটা জায়গা বেছে নিয়ে বন্দুকটা রাখলো এবং নলের মাথাটা তাক করে ধরলো হরিণের আস্তানার দিকে। বন্দুকটার পেছনে তামাটে মাটিতে এমন লম্বালম্বি হয়ে সে শুয়ে থাকলো যার ফলে তার তামাটে রেডইণ্ডিয়ান চেহারা আর বন্দুকটার রং একইরকম মনে হচ্ছিলো।

বুড়ো মানুষটার অনুভূতিতে গাঢ় হয়ে আসা স্থিরশান্ত ভাবটা একটু প্রখর হয়ে উঠলো যখন কুয়াশার চাদরটা হাল্কা হতে শুরু করছিলো। বন্দুকের গোড়ার দিকের খাঁজের ওপর নিবদ্ধ হলো তার দৃষ্টি। বন্দুক, বন্দুকের খাঁজ দিয়ে দেখা দর্শনীয় বস্তু, মানুষের চোখ, ট্রিগারের ওপর রাখা মানুষের হাত, স্বর্গের প্রভু এবং কুয়াশায় কিচিরমিচির করা পাখির ঝাঁক–সবকিছুর মধ্যেই যেন ছিলো এক অপূর্ব সাযুজ্য। শুধু হরিণই ছিলো এর ব্যতিক্রম। ওটাকে বন্দুকের দৃষ্টিরসীমার ভেতর আনা যাচ্ছিলো না।

www.pathagar.com

অবশেষে সুন্দর মাথাটি তুলে নিটোল ভংগিতে উঠে দাঁড়ালো হরিণ-পুঙ্গব। নীলপিঠ ভাবলো, বারো ডালের শিং হবে ওটার মাথায়। বিধাতার দোহাই, মুহূর্তে সে মাংসলোভাতুর হয়ে উঠলো। এমনভাবে সে তার আঙুলটাকে টানটান করলো যেন আঙুলের ভেতরে জাগলো বিধাতার ইচ্ছা। ট্রিগারের গোলাকার বলে চাপ পড়বার সাথে সাথে কুয়াশার জাল ছিন্নভিন্ন করে তৃণভূমি কাঁপিয়ে গম্ভীর নিনাদে গর্জে উঠলো মাস্কেট বন্দুক। মাথার ওপরে হুড়াহুড়ি এবং কর্কশ চেঁচামেচি জুড়ে দিলো পাখিগুলি। মর্দাহরিণটা সোজা ওপরে লাফিয়ে উঠলো, লেজ ঝাঁকাতে লাগলো, আরেকবার লাফিয়ে উঠে হুমড়ি খেয়ে পড়লো মাটিতে। এরপর আর কোনো সাড়াশব্দ করলো না। বারুদের কালো ধোঁয়া নীলপিঠের মুখের ওপর এসে মালার মতন লহর তুললো। তাকে দাঁত বের করে বোধকরি হাসির ঝলকের মালা গাঁথতে দেখে কিছুক্ষণের মধ্যেই উবে গেলো ধোঁয়ার কুণ্ডলিটা। ভালুকের মতন পিঠ কুঁজো করে ঘাসের ভেতর দিয়ে ছুটে এলো বুড়ো রেডইণ্ডিয়ান। মরা মর্দাহরিণটার ওপর ঝুঁকে পড়ে লম্বা ছুরি দিয়ে সে ওটার গলা কাটলো। চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে পেট থেকে পাঁজর পর্যন্ত কেটে আলগা করলো। আস্তিনসমেত দুইহাত ঢোকালো জন্তুটির ফুস্ফুসের ভেতর। চারপাশে ছড়ালো হরিণের নাড়িভুঁড়ির উষ্ণ ধোঁয়াটে গন্ধ। পেট ফেঁপে ফেটে পড়বার যোগাড় হলো তার। ভুঁড়িটাকে বের করে দূরে সরিয়ে রেখে নজর দিলো মাথার দিকটায়। অবাক হয়ে দেখলো, মাথায় চৌদ্দ ডালের শিং! প্রভু নির্ঘাত সদয় হয়েছেন তার প্রতি।

দাঁত ঝিকমিক করে হাসলো নীলপিঠ। চৌদ্দ ডালের শিংওয়ালা কোনো মর্দাহরিণ সে চায়নি প্রভুর কাছে। এটা নিশ্চয়ই তাঁর বাড়তি দাক্ষিণ্য। এর জন্যে যাজক কার্কল্যাণ্ডকে হরিণের একটি কিংবা দুটি পাঁজরই দেবে সে।

খাঁটি রেডইণ্ডিয়ানসুলভ অবহেলায় বন্দুকটিতে দ্বিতীয়বার বারুদ ভরবার প্রয়োজন বোধ করেনি নীলপিঠ। তার গুলির আওয়াজটা থিতিয়ে যাওয়ার নীরবতার মাঝখানে হঠাৎ তার কানে এলো জংগলের ভেতর থেকে দুটি লোকের এগিয়ে আসবার শব্দ। সতর্ক হয়ে চোখ তুলে তাকাতেই সে দেখলো, তার দিকে রাইফেল তাক করে দ্রুত পায়ে আসছে লোক দুটি। রক্তমাখা শরীর এবং ছুরিসমেত সংবর্ধনার ভংগিতে হাত তোলা ছাড়া এই মুহূর্তে আর কোনো উপায় ছিলো না তার।

প্রথম লোকটি একটি ছোটো রূপার হুইসেলে ফুঁ দিলো। বাঁশির ধ্বনিটা ছিলো তীক্ষ্ণ এবং প্রভুত্বব্যঞ্জক। নীলপিঠের পেছনেই একটি চিৎকার সাড়া দিলো সংকেতটির।

www.pathagar.com

'আমি তার মাস্কেটটি কব্জা করেছি, ক্যাপ্টেন।'

হুইসেলওয়ালা লোকটি তখন তার নিজের বন্দুকের নল নামিয়ে, কোমরসমান উঁচু ঘাসের ভেতর দিয়ে এগোতে লাগলো।

'কী খবর, তোমার হে!' দূর থেকে বললো হুইসেলওয়ালা।

হরিণমাংস কাটার কাজে ফের ব্যস্ত হলো নীলপিঠ। লোকটি তার সামনে এসে দাঁড়ানোর আগে পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকলো সে। হরিণচামড়ার জুতা ছিলো লোকটির পায়ে। এছাড়া ছিলো রেডইণ্ডিয়ান লেগিং। গায়ের শার্টটি ছিলো তার সবুজ রংয়ের। বারুদের কৌটা এবং কার্তুজের থলে রাখবার ব্যবস্থা ছিলো শার্টের লুকানো পকেটগুলিতে।

নীলপিঠ লোকটির মোটাঠোঁট এবং মাংসল নাকের ওপরকার ধূসরশীতল চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে আবার অভ্যর্থনা জানালো।

'বেশ চমৎকার হরিণ এটি,' অন্তরঙ্গতার সুরে বললো লোকটি।

নীলপিঠ মাথা নেড়ে সায় দিলো।

'তুমি একা এখানে?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলো নীলপিঠ।

'একা-একাই শিকার করছো?'

হরিণের ছোটো পাঁজরটা কাটবার আগে ছুরিটা নামিয়ে নাড়াচাড়া করছিলো নীলপিঠ। মাথা নাড়লো সে।

'কোন্ জাতের রেডইন্ডিয়ান তুমি? ওনিডা? না, ওনন্ডাগা?'

'ওনিডা। কচ্ছপগোত্রের। নীলপিঠ আমার নাম।'

হুইসেলওয়ালা লোকটি হাত বাড়ালো। বললোঃ 'আমার নাম ক্যান্ডওয়েল।'

গম্ভীরমুখে করমর্দন করলো নীলপিঠ।

ঘাসের ঝোপের ভেতর দিয়ে এগিয়ে এলো আরো কয়েকটি লোক। নীলপিঠ গুণে দেখলো, দলে মোট আটটি শ্বেতাংগ। প্রথম লোকটির মতো তাদের পায়েও হরিণ চামড়ার জুতা এবং লেগিং। কিন্তু তারা শিকারী না। শ্বেতাংগ শিকারী এবং সাধারণ শ্বেতাংগরা সহ্য করতে পারে না পরস্পরকে। হঠাৎ নীলপিঠের চোখে পড়লো ঘাসের ঝোপের ধারে কুয়াশার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে দুটি রেডইন্ডিয়ান। আচমকা দেখে শান্ত, নিশ্চল ভূতের মতো মনে হচ্ছিলো ওদের।

www.pathagar.com

তীক্ষ্ণচোখে একনজর দেখেই নীলপিঠ বুঝলো, ওরা সেনেকা রেডইন্ডিয়ান। দুজনের মুখই রংমাখা। গালে সিঁদুরের টানাটানা রেখা। একজনের বুকে নীল কচ্ছপের ছবি আঁকা। সে ঠিকই তাদের গোত্রের দাবি করতে পারে। যদিও সেনেকা জাতি ওনিডাদের কাছে প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে খোঁজখবর নিচ্ছিলো, কেন ওনিডারা নায়াগ্রায় গুই জনসন এবং বাটলারের বাহিনীর সাথে যোগ দেয়নি।

'ভালো একটা মর্দাহরিণ পেয়েছো তুমি,' বললো বুকে কচ্ছপের ছবি-আঁকা লোকটি।

'তোমাদের মাংস চাই?' জানতে চাইলো বুড়ো শিকারী।

'ধন্যবাদ, নীলপিঠ,' বললো ক্যান্ডওয়েল নামের লোকটা। 'যেটুকু তুমি বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না, আমরা তা নেবো।'

লোকে যেমন একটি মেয়ের কোমর জড়িয়ে ধরে কাটারেখাটার ঠিক নিচে হরিণটার চারপাশে তেমনি বাহুর বেষ্টনি দিয়েছিলো নীলপিঠ। হরিণের শিরদাঁড়াটা ভাংতে গিয়ে হঠাৎ প্রচন্ড একটা ঝাঁকুনি খেলো সে। তার মোটা শরীরটা দুলে উঠলো। এরপর কুড়াল দিয়ে সে আলগা করলো শিংয়ের থোকাটা।

হরিণের সামনের দিকের অর্ধেকটা সে দেখিয়ে দিলো ক্যান্ডওয়েলকে।

'ধন্যবাদ,' ফের বললো ক্যান্ডওয়েল।

'আমি এখন বাড়ি যাচ্ছি,' নীলপিঠ বললো।

'কোথায় থাকো তুমি?'

'ওরিস্কায়।'

'শোনো, নীলপিঠ। ডিয়ারফিল্ড বসতটা কোথায়, বলতে পারবে?'

'হ্যাঁ, বড়ো রাস্তারবড়োবাঁকে।'

'বুঝলাম। কিন্তু এখান থেকে কোন্‌দিকে এবং কতো দূরে?'

'তোমরা কি ওদিকে যাচ্ছো?' পিংগল চোখ দুটি তুলে ধরে জিজ্ঞেস করলো নীলপিঠ।

'হ্যাঁ। কিন্তু আমরা উত্তরদিক ধরে এসেছি। এই রেডইন্ডিয়ান দুটি পথের দিশা হারিয়ে ফেলেছে,' সে সেনেকাদের দিকে ইংগিত করলো। কানাডা ক্রিক কি ওখানে?'

'হ্যাঁ'।

'ওখানে যাওয়ার কোনো পথ আছে?'

'হ্যাঁ।'

www.pathagar.com

'এখন কারা বাস করে ওখানটায়?'

'ডেমুথ, রিঅল, উইভার এবং মার্টিন। তুমি ওদের সাথে দেখা করবে?'

'ভাবছি, মিঃ ডেমুথের সাথে একবার দেখা করবো। তিনি কি এখন বাড়িতে আছেন?'

'হ্যাঁ,' নীলপিঠ বললো।

'সোজা পথটা কোনদিকে, বলোতো?'

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো নীলপিঠ। সে সেনেকাদের ডাকলো। গাঢ় তামাটে রংয়ের হাল্কাপাতলা গড়নের দুজনই। রেডইন্ডিয়ান ভাষায় ওদের সাথে কথা বললো সে। পথ বাতলে দিলো। ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছে বুঝতে পেরে দুজনই মাথা নাড়লো। এখন তারা নির্ঘাত পথ চিনে চলতে পারবে।

নীলপিঠ হাসলো। সেও মাথা নাড়লো। তার নিজের পথের চেয়ে চারমাইল লম্বা হবে ওপথ।

'তুমি আমাদের সাথে খাবে? চলো, তাহলে,' ক্লাভওয়েল বললো।

নীলপিঠ ঠিক করলো, সে যাবে ওদের সাথে। ক্ষুধা নিবারণের জন্যে তার কিছু খাওয়া দরকার। শিকারের হরিণের অর্ধেকটা তুলে নিয়ে সে ওদের ক্যাম্পের দিকে হাঁটা দিলো। জংগলের পেছনে আধমাইল ভেতরে ছিলো ক্যাম্পটা। পথে সেনেকাদের একজন বললো, আগেই ক্যাম্পের চারপাশটা ঘুরে সে নীলপিঠের বাতলানো পথটার সন্ধান পেয়েছিলো। ওদিকে একজন গুপ্তচর পাঠিয়েছে তারা।

একটা টিলার ওপরের খোলা জায়গায় জ্বলছিলো ক্যাম্পের আগুন। গাছের বাকল দিয়ে বানানো হয়েছিলো তিনটি কুঁড়েঘর। আরো জনাচারেক রেডইন্ডিয়ান ছিলো সেখানে। তাদের চেহারা দেখে মনে হচ্ছিলো যেন সুদীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে তারা এসেছে। কারণ, তাদের পায়ের হরিণচামড়ার জুতাগুলি ক্ষয় হয়ে ফেঁসে গিয়েছিলো।

সেনেকাদের সাথে একত্রে বসে সেদ্ধকরা ভুট্টা খেলো নীলপিঠ। তাদের গল্প শুনলো। লবণ ফুরিয়ে গিয়েছিলো দলটির। মেজাজ খিঁচড়ে উঠেছিলো সবার। ক্লান্ত দেখাচ্ছিলো তাদের, কারো কারো গায়ে ছিলো সামান্য জ্বর। খাওয়া শেষ করে হরিণের অর্ধাংশ কাঁধে ঝুলিয়ে, বন্দুকটা হাতের ওপর তুলে নিলো নীলপিঠ। ধন্যবাদ জানালো সে সবাইকে। তার চলে যাওয়ার পর তারা ক্যাম্প ভাংতে শুরু করলো।

পশ্চিমদিকে মুখ করে শুরুতে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলো সে। পাহাড়ের প্রথম ঢালু সোপানটায় এসে হাঁটা বন্ধ করলো। ওরা তার পিছু নিচ্ছে কিনা সে বিষয়ে

www.pathagar.com

নিশ্চিত হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করলো মিনিটপাঁচেক। তখনো সে হরিণের মাংস-পিন্ডটা হাতছাড়া করেনি। কিছুক্ষণ পরেই থপ্‌থপ্ শব্দ তুলে হাঁটতে শুরু করলো সে দক্ষিণপূব মুখে।

হ্যাজেনক্লেভার পাহাড়ের চূড়ায় এসে পৌঁছবার পর হরিণের মাংসখন্ডটাকে একটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখলো বুড়ো নীলপিঠ। পরমুহূর্তেই শার্টটা দ্রুত গায়ে জড়িয়ে নিয়ে হন্ হন্ করে ছুটলো ডিয়ারফিল্ডের দিকে।

১২
গাছ পোড়ানো

গিলবার্ট মার্টিনের কাছে যেন বিরাট একটা উৎসবের আমেজ নিয়ে এসেছিলো দিনটা। ঘুম ভাংতেই তড়িঘড়ি সে বিছানা ছেড়ে উঠলো এবং বাইরে পা নামিয়ে সোজা জানলার কাছে এসে দাঁড়ালো। বালিশে মাথা রেখেই তার দিকে তাকালো লানা। কাকের বাসার মতন কেমন এলোমেলো জটপাকানো দেখাচ্ছিলো গিলের মাথাটাকে। চুলগুলি কাটা দরকার তার।

'ওখানে দাঁড়িয়ে কী দেখছো তুমি, গিল?'

লানার স্বরটা যেন তার স্বপ্নটাকে ভেঙে দিয়েছে এমন একটা ভংগিতে জানলা থেকে ঘাড় ফেরালো সে। কিন্তু তার দুইচোখ ঝলমল করছিলো তখনো।

'আহ্, জমিটা দেখছি আমি', বললো গিল।

'জমি?'

'আমাদের জায়গাটার কথা বলছি।' বিছানায় ফিরে এসে চোখ নামিয়ে লানার পানে চাইলো সে।

'কি হয়েছে জমির?'

'যীশু!' তার কন্ঠে বিস্ময়। 'ভুলে গেলে নাকি তুমি? আজ না আমরা জমির গাছ নামাতে যাচ্ছি।'

সাংঘাতিক একটা লজ্জাবোধ করলো লানা।

'মনে হয়, ঘুমটা এখনো ভালোমতন ভাঙেনি আমার', সংকুচিত কন্ঠে বললো ও।

www.pathagar.com

'আমারও তাই মনে হয়।' বলেই হাসলো সে। এবং দুইহাতে ওর চুল নাড়তে লাগলো। 'ওঠো, লানা। লোকগুলির জন্যে খানা পাকাতে হবে তোমায়। অনেক কাজ আজ তোমার।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয় গিল। ওদের খাবারের সব আয়োজন করবো আমি। এক্ষুণি আমি উঠে পড়ছি। চুল ছাড়ো আমার।'

কাপড় পরতে পরতে অনেকটা স্বগতোক্তির মতন করে গিল বললো ঃ 'কাটা গাছগুলি আমরা খালের দিকে গড়িয়ে নেবো। এই ফাঁকে ছেলেগুলি জংগলের দূরের দিকটার ডালপালা এবং ঝোপঝাড় পোড়ানোর কাজ শুরু করতে পারে।' জানলাটার দিকে সে আবার দৃষ্টি ফেরালো। 'হ্যাঁ, তাই। বাতাসটা দক্ষিণদিক থেকে বইছে। বেশ ভালো যাবে দিনটা। গাছও ঠিকমতন শুকাবে।'

গাছকাটা এবং পোড়ানো হবে মোট দশ একর জমিতে। এখন থেকে দুদিন বাদে তার খামারটা সত্যিকারের একটা খামারের মতনই দেখাবে। এরপর তাকে নিজের একজোড়া হালের বলদ যোগাড় করার কথা ভাবতে হবে।

কখনো সে রোদবৃষ্টি, কাদামাটি আর পরিশ্রমকে ভয় পায়নি। এসব আমলেই আনেনি। নিজের জায়গাটার এখন রূপান্তর দেখবে সে দুচোখ ভরে। একবছর ধরে গাছ এবং ঝোপঝাড় কাটাকুটির কাজ করে আসছে সে। এবার এগুলি সরিয়ে নিলে এবং গুঁড়ি আর সবডালাপালা পুড়িয়ে পরিষ্কার করা হলে জমিটা একেবারে জঞ্জালমুক্ত হবে। কেমন ফাঁকা, ধবধবে দেখাবে জমির খোলাবুকখানি। তার মতন সবারই গ্রাহ্য করা উচিত। আজকের এদিনটির প্রতিটি মুহূর্ত হবে তার নিজস্ব। যে মুহূর্তগুলি সে কাজে লাগিয়ে এসেছে এবং অন্যরা যা কাজে লাগাতে যাচ্ছে তার সবই মূল্যবান।

'ঝটপট করো,' লানাকে তাগিদ দিলো সে। এরপরই চিলেকোঠার মই বেয়ে ঠক্ঠক্ শব্দ তুলে নেমে গেলো নিচে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে লানা এসে দেখলো তার সামনে দুধের ভান্ড। লানার বদলে এই সাতসকালে নিজেই সে গোরুটার দুধ দুয়েছে। কাজটা করতে পারায় তৃপ্তিবোধ করলো মনে মনে। মুখে হাসি ফুটিয়ে বললো ঃ 'একটা কিছু করা দরকার ছিলো আমার।' দুধভরতি ভান্ডটার দিকে উজ্জ্বল চোখে তাকালো সে। 'সত্যি গোরুটা পয়মন্ত। যাজকের কাছ থেকে এটাকে কিনে নিয়ে ভালোই করেছি দেখছি।'

সূর্য ওঠার প্রায় একঘন্টা পরে, সাড়ে ছয়টার দিকে গাছে কোপ দিতে গিয়ে গিল দেখলো, ডেমুথের নাদুস-নুদুস ষাঁড় দুটি রাস্তার মোড় ঘুরে তার খামারের দিকে

www.pathagar.com

আসছে। ওদের প্রকান্ড কাঁধ দেখে মনে হচ্ছিলো পৃথিবীটাকে যেন ওই কাঁধের ওপরে ধরে রাখতে চাইছে ওরা।

'হেই, ক্লেম!'

ক্লেম কপারনল বিতৃষ্ণচোখ তুলে তাকালো তার দিকে।

'হ্যালো, মার্টিন।'

তার স্বর শুকনো। কিন্তু গিল বুঝেও কিছুমাত্র আমল দিলো না।

'ষাড়জোড়া পাঠিয়ে আমার প্রতি সত্যি দয়া দেখালেন ডেমুথ।'

'হ্যাঁ, তাই হবে হয়তো। এই কাজটা চাপিয়ে দিয়ে আমার ওপরও কম দয়া দেখালেন না তিনি। হ্যাঁ, কাজের বোঝাটা অন্যের ঘাড়ে দিয়ে এরকম দয়া সহজেই লোকে দেখাতে পারে হে।'

গাছের একটা গুঁড়ির ওপর চেপে বসলো কপারনল। ষাঁড় দুটি দাঁড়িয়ে থাকলো ঘাড় নুইয়ে। তন্দ্রায় ঢুলুঢুলু করছিলো ওদের চে.খ।

মিনিটপাঁচেক পর জর্জ উইভার এসে পৌঁছলো তার জোড়াষাঁড় নিয়ে। ডেমুথের উন্নতজাতের জনসন ষাঁড় দুটির চেয়ে এগুলি ছিলো ছোটো। কালো এবং লাল সাদা ফুটি ফুটি দাগ এগুলির গায়ে। কাঁধ খাটো এবং গায়ের চামড়া রুক্ষ। হাল টানবার শক্তি কম হলেও এদের চলন দ্রুত। এদের বাগমানানো·দ্বিগুণ কঠিন। কিন্তু একখন্ড জমির গাছগাছড়া নিকাশ করতে একসাথে এরকম দুইজোড়া ষাঁড় পাওয়া কম ভাগ্যের কথা নয়। দুইজাতের মিলে এটি একটি আদর্শ সমাহারও বটে।

জর্জ উইভার বললো ঃ 'দুঃখিত, গিল। আমার দেরি হয়ে গেলো। রিঅলদের বাড়ির ওদিকের জলাটায় ছেলেরা লুকিয়ে পোনামাছ ধরার চেষ্টা করছিলো। ওদের ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিলাম আমি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা এসে পড়বে।'

'ঠিক আছে।'

'রিঅলের জন্যে অপেক্ষা করবে তোমরা?' আশান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো ক্লেম।

'না,' বললো গিল।

'হ্যাঁ, তার অপেক্ষায় বসে থাকবার কোনো মানে হয় না', গিলের কথায় সায় দিলো উইভার। 'মদ খাওয়ার সময় ছাড়া কোনো কাজেই ঠিকমতো পাওয়া যায় না লোকটাকে। আচ্ছা, কিভাবে এখন কাজ শুরু করতে চাও তুমি?'

www.pathagar.com

দু-এক কথায় গিল তার পরিকল্পনার রূপরেখা তুলে ধরলো। অবশ্য খুব একটা জোর ছিলো না তার মনে। উইভার এবং ক্লেম একসাথে মাথা নেড়ে সায় দিলে স্বস্তিবোধ করলো সে।

'জংগল পোড়ানোর কাজটা এখন থাক্। ছেলেদের দলটা এসে পড়লেই ওতে হাত দেয়া যাবে। এমা ওদের নিয়ে আসছে,' বললো জর্জ উইভার। 'সে লানাকে সাহায্য করবে। আর দরকার হলে এখানে আমাদের সাথেও কাজ করবে।'

'আবহাওয়াটা যেমন তাতে মনে হচ্ছে খুব তেজে পুড়বে গাছপালা', বললো ক্লেম।

অংকুশের খোঁচা দিয়ে কাছের ষাঁড়টাকে সে জোয়ালে জুতলো। এবং একটু পরেই বিচ্‌গাছের ভারি গুঁড়ি টানবার জন্যে ষাঁড়দুটিকে খেদিয়ে নিয়ে চললো জংগলের দিকে। গাছের এসব মোটা গুঁড়ি ঠিকমতো কেটে জমি থেকে সরাতে পারেনি গিল। পায়ের খুরের ওপর প্রকান্ড দেহের ভার রেখে গদাইলশকরি চালে চলতে লাগলো জানোয়ার দুটি। জোয়ালের সাথে বাঁধা মোটাকড়ার লম্বা শিকলটি তাদের পেছনে লোহার সাপের মতন গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছিলো মাটি ছেঁচড়ে।

কাঠের অংকুশটা দিয়ে ক্লেম আবার খোঁচা মারতেই বলদ জোড়া হন্‌হন্ করে হেঁটে গাছের একটা গুঁড়ির কাছে গিয়ে পাছা তুলে দাঁড়ালো। শিকল দিয়ে গুঁড়ির মোটা দিকটার চারপাশে ভালোমতন পেঁচিয়ে নিয়ে ওলন্দাজ ভাষায় হুট্‌হাট্ শব্দ করে বলদ দুটিকে প্রস্তুত হবার জন্যে তাগিদ দিলো খিটখিটে মেজাজি বুড়ো ডাচ ক্লেম কপারনল। অমনি চিবুক তুলে ঘাড় বাড়িয়ে দিলো দুই বলবর্দ। দুইপ্রান্তে সংযোগের সাথে লাগানো শিকলটি টানটান হয়ে উঠলো। আর ত্রিশফুট লম্বা গাছের গুঁড়িটি আস্তে আস্তে ইঞ্চি ইঞ্চি এবং তারপর ফুট ফুট করে গড়াতে শুরু করলো।

পাহাড়ি খালটার ধারে বয়েআনা গুঁড়িগুলি তদারক করছিলো গিল। ছোটো একখন্ড গুঁড়ি পৌঁছে দিয়ে ফের নিজের বলদজোড়া হাঁকিয়ে জংগলের দিকে রওয়ানা দিচ্ছিলো উইভার। এসময় প্রকান্ড গুঁড়িটা টেনে নিয়ে ভারিক্কি চালে এসে হাজির হলো ডেমুথের ষাঁড়দুটি। মন্থর চলনভংগির মধ্যে যেন প্রকাশ পাচ্ছিলো তাদের প্রবল শক্তির মহিমা। মুগ্ধচোখ তুলে গিল দেখছিলো নবাবি মেজাজের দুই বৃষকে।

ঝোপের যে জায়গাটায় গুঁড়িটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে ছোটো গাছপালাগুলিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলো সেখান থেকে ওটাকে গড়িয়ে আনবার সময় বুড়ো ক্লেমকে সাহায্য করেছিলো গিল। ওটা এখন একটা নিরেট কাঠমাত্র। কিন্তু একসময় এই কাঠের মধ্যেই যে একটি পত্রপল্লবশোভিত সবুজবৃক্ষ জীবনীশক্তি সঞ্চার করে বেড়ে উঠেছিলো,

www.pathagar.com

সেভাবনা গিলের ছিলো না। বড়ো বড়ো গাছগুলি কাটা পড়ায় তার জমির ওপরকার দিকটা খোলামেলা হয়েছে এটাই কেবল তার ভাবনায় গুন্‌গুন্ করে ফিরছিলো। বিচ্‌বৃক্ষ নষ্ট করে জমির উর্বরতা। তার জমিতে এধরনের গাছের সংখ্যা কম ছিলো দেখে খুশি হলো সে।

বিষণ্নমুখে এসে পৌছলো রিঅলের ছেলেরা। গাছ পোড়ানোর সময় যাতে জ্বলন্ত ডালপালার আগুনে পায়ের ক্ষতি না হয় তার জন্যে বুটজুতা পরে এসেছিলো ওরা। আগে এধরনের জুতা খুব কমই ওরা পায়ে চড়িয়েছে। বোধকরি তার জন্যেই উস্‌খুস্ করছিলো সবাই। রিঅলের ছেলেদের দিকে ঈর্ষার চোখে তাকালো ওরা। তার কারণ, ওদের সবার পা প্রায় খালি ছিলো। কোলেরটি ছাড়া ছেলেদের গোষ্ঠীটাই রিঅলের সঙ্গ নিয়ো ছিলো। সে ওদের পেছনে আস্তে আস্তে পা ফেলে আসছিলো। রোববারের স্কুলের আনাড়ি শিক্ষকের মতন মনমরা দেখাচ্ছিলো তাকে।

রিঅলের তদারকিতে ছেলেদের কাজ করতে দেবে কিনা তা নিয়ে কিছুক্ষণ ইতস্তত করলো গিল। ভাবলো, তার মতন একটা অকর্মা-অপরিণামদর্শী লোককে গাছ পোড়ানোর দায়িত্ব দিলে হয়তো আগুন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। বড়ো বড়ো গাছের গুঁড়িতে আগুন দেয়ার কাজটা নিজেই সে তদারক করবে বলে ভেবেছিলো। এগুলিকে ভালোমতন পুড়ে জমিটাকে যথাসম্ভব পরিষ্কার করে চাষের উপযোগী করে তোলাটাই ছিলো তার কাছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ।

অবশ্য, ক্রিশ্চিয়ান রিঅলের শিশুসুলভ প্রবণতাটাকে তেমন একটা আমলে আনলো না গিল। ছেলের দলটাকে নিয়ে প্রথমেই লানার রান্নাঘরে গিয়ে হানা দিলো বেঁটেখাটো লোকটি। একপাল ছেলে পেছনে নিয়ে তার এই ঢলের মতন অনুপ্রবেশের মধ্যে প্রায় হারিয়ে গিয়েছিলো লানা। একটা দেয়ালের গায়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো ও। এবং একইসাথে কৌতুক আর ক্ষোভের অনুভূতি নিয়ে দেখলো ওর আগুনের অপচয়। প্রতিটি ছেলেই চাইছিলো কিছু আগুন।

কিন্তু রিঅল তার বাইবেল পাঠের গম্ভীরস্বরটা প্রয়োগ করে ওদের নিরস্ত করলো।

'তোমরা কেউ আগুন ধরাবে না!' গর্জে উঠলো সে। 'একাজটা আমিই করবো। তোমরা সবাই কিছু কিছু ডালপালা নিয়ে ওখানে জমা করো।'

কাটাগাছ এবং ডালপালার প্রথম স্তূপটার কাছে সে ওদের পিছুতাড়া করে নিয়ে গেলো।

www.pathagar.com

'সব ঠিক আছে তো, গিল?' চেঁচিয়ে বললো রিঅল। তাকে ছেলের পাল নিয়ে আসতে দেখে হাত তুলেছিলো গিল। কিন্তু সেদিকে সে ভ্রুক্ষেপ করলো না। সোজা শুকনো ডালপালার স্তূপের মধ্যে সে ছুঁড়ে দিলো জ্বলন্ত কাঠের টুকরাটা। এবং দাঁড়িয়ে থেকে ছোটো ছোটো শিখার আগুনটার প্রথম ধরে ওঠা দেখলো। আস্তে আস্তে ডালের মাথায় মাথায় এবং পাতার ঝাঁকড়া থোকাগুলিতে ধরলো আগুন। আর রূপান্তরিত হলো অজস্র ক্ষুদে শিখায়। একসাথে জ্বলতে লাগলো তাবৎ শিখা। ঝোপটার নিচে ফুলেফেঁপে একাকার হয়ে লকলকিয়ে উঠলো আগুন। ডালপালা পোড়ার পট্পট্ শব্দ ক্রমে পরিণত হলো এক দীর্ঘ গম্ভীর হিস্‌হিস্ ধ্বনিতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুকেবিদ্ধ তীরের ফলার মতন জেগে উঠলো প্রকান্ড অগ্নিশিখাটা।

ওটা দেখামাত্রই ছেলেরা একসাথে চেঁচিয়ে উঠলো। জ্বলন্তকাঠের টুকরাটা কোমরের কাছে ধরে রেখে একপাশে দাঁড়িয়েছিলো রিঅল এবং তীক্ষ্ণচোখে দেখছিলো আগুনের তেজ। একটুপরেই সে কাঁকড়ার পায়ের মতো দেখতে ডালপালার মাথা এবং বাহুগুলিকে টেনে ছড়িয়ে দিলো কুন্ডটার মাঝখানে। তারপর উজিয়ে গিয়ে আগুন ধরালো স্তূপের আরেকটা অংশে।

আধঘন্টার মধ্যেই জ্বলে উঠলো গোটাস্তূপটা। আর প্রথম শরতের বাতাস মুখর হয়ে উঠলো বাড়ন্ত আগুনের একটানা হিস্‌হিস্ শব্দে।

খালপাড়ে গাছের গুঁড়িগুলি স্তূপাকার করে তার ওপর শুকনো লতাপাতা ছড়িয়ে দিচ্ছিলো গিল। দম বন্ধ হয়ে আসছিলো তার ধোঁয়ায়। দলা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছিলো ধোঁয়ার কুন্ডলি, আগুনের হল্কা এবং ছাইয়ের মেঘ। মাঝে মাঝে ঝাপ্টা মারছিলো লকলকানো শিখাগুলি। শরীরটা ঘেমে নেয়ে উঠলো গিলের। চামড়ার ভেতর সে অনুভব করলো জ্বলন্ত আগুনের উগ্রতার আঁচ। তার মনে হলো : গাছপালা, ঝোপঝাড়, আগাছা এবং ব্যাঙের ছাতা সমেত অরণ্যের ছায়াদার সবকিছুই যেন পুড়ে নিঃশেষ হচ্ছে। যেন চারপাশে চলছে একটা নিষ্ঠুর, করুণ ধ্বংসতান্ডব। আগুনের দাপাদাপির মধ্যে ছেলেদের হল্লা এবং রিঅলের চিৎকার চাপা পড়ে গিয়েছিলো।

নিজেদের সময়–মাফিক একটার পর একটা গুঁড়ি বয়ে আনছিলো দুইজোড়া বলদ। তাদের পাশে কখনো দেখা যাচ্ছিলো উইভারকে, কখনো ক্লেম কপারনলকে। ধোঁয়ার

www.pathagar.com

মধ্যদিয়ে মাথা নুইয়ে আসতে হচ্ছিলো সবাইকে। গুঁড়িগুলিকে দাউদাউ করে জ্বলতে দেখে এই প্রথম তারা কথা বললোঃ

'আগুনটা খুব তেজে জ্বলছে।'

'গুঁড়িগুলি ঠিক মতনই খাঁখাঁ করে ধরেছে।'

'পোড়াগাছের সারে চমৎকার ফলন হবে গমের।'

'তোমার জমিটা বেশ গাঢ় এবং উর্বর হলো, গিল।'

গুড়ি এবং ডালপালার সবকটি স্তূপে এখন আগুন। পলাতক ইঁদুর পালের সারির মতন দেখতে মনে হচ্ছিলো স্তূপগুলির চূড়া থেকে উৎক্ষিপ্ত ধোঁয়ার ধাবমান কুন্ডলিগুলিকে। গিলের মাথার ওপর দিয়ে লতিয়ে লতিয়ে খালের ওপরকার আকাশে উঠবার পরই কেবল এর প্রথম উম্মত্ততার তেজটা কিছু হাল্কা হতে দেখা যাচ্ছিলো। সেখান থেকে মৃদু বাতাস ছুঁয়ে সোজা উঠছিলো আকাশের চূড়ার দিকে। ঘাড় ফিরিয়ে গিল দেখলো, একপ্রকান্ড মেঘপুঞ্জ সৃষ্টি করে গাছের উঁচু মাথাগুলির ভেতর দিয়ে ধোঁয়ার জটাজাল গিয়ে জমাট বাঁধছে পাহাড়ের মাথায়। তার প্রাণটাকে আচ্ছন্ন করলো এর বিশালত্ব। ক্লেম কপারনলের কথাগুলি ভাসাভাসাভাবে তার কানের কাছে গুঞ্জন তুললো। ক্লেম বললো ঃ 'পরের কুন্ডটার জন্যে আমার গুঁড়ি টানা দরকার। কিন্তু আগুনের তীব্রতার জন্যে এগোতে পারছে না বলদগুলি।'

আগুনের আঁচ, গরম এবং ধোঁয়ায় কাহিল হয়ে পড়লেও দ্রুততালে এখন কাজ করে যাচ্ছিলো তারা সবাই। কুন্ডে নিক্ষিপ্ত গাছের প্রতিটি গুঁড়ি থেকেই হিসহিসানো শব্দ তুলে উঠছিলো ছাইয়ের কালো কালো মেঘ।

এককেতলি পানি নিয়ে এসে হাজির হলো লানা। পানিটা খাওয়ার পর সমস্ত শরীরে, শরীরের প্রতিটি রোমকূপে ঠান্ডার সঞ্চারিত স্নিগ্ধতা অনুভব করলো গিল। এত আগুনের পর পানির ছোঁয়াটা তার মধ্যে যেন নতুন প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তুললো। তার মাথার পোড়া পোড়া চুল এবং ছাইভরতি মুখের দিকে লানা যখন আতংকের দৃষ্টি তুলে তাকালো, দাঁত বের করে হাসলো সে। কিন্তু সংগে সংগে বাহু নেড়ে সে ওকে দেখালো আগুন কেমন তেজে জ্বলছে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চারপাশে চোখ মেলে ধরে তারা দেখলো, যেখানে একসময়ে ছিলো সবুজ গাছপালা তার সবই এখন একটা বিশাল অগ্নিদগ্ধ ধ্বংসস্তূপ।

'আঃ, গিল!' চেঁচিয়ে উঠলো লানা, 'কী সুন্দর একটা দৃশ্য!'

www.pathagar.com

তার গালে হৃদয়ের মতন সজীবতার উষ্ণ ছাপ আঁকলো লানার ঠোঁটের স্পর্শ।

ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, দুপুরের মধ্যেই জায়গাটা ছেড়ে যেতে হবে তাদের। জমিটার ঝোপঝাড়, ডালপালা এবং স্তূপাকার টুকরাকাঠগুলির সবই ছাই হয়েছে পুড়ে। বড়ো বড়ো কান্ড এবং গুঁড়িগুলিকে এখন লেলিহান জিভ্ তুলে গ্রাস করছে দাবানল। পোড়াকাঠের ভেতর থেকে বন্দুকের গুলির মতন প্রচন্ড আওয়াজ ছিটকে বেরুচ্ছে মাঝে মাঝে। ঘরের বারান্দায় খেতে বসে সবাই দেখছিলো তাদের জ্বালানো আগুনের সর্বগ্রাসী তান্ডবের দৃশ্য। সবার শরীরেই কালিঝুলি, আধো-আধো পোড়া মাথার চুল, মুখ ঝলসানো। এ-অবস্থায় মুখে ছাইয়ের মতন বিস্বাদ লাগছিলো খাদ্য।

চোখে হাতের আড়াল দিয়ে, দূরে দৃষ্টিটা তুলে ধরে এমা-ই প্রথম আচমকা বলে উঠছিলো ঃ 'কে আসছে ওদিক থেকে ?'

সবাই তাকিয়ে দেখলো, একটা ছায়ামূর্তি আগুনজ্বলা জায়গাটার শেষপ্রান্ত থেকে ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে ছুটে আসছে তাদের দিকে। –ওই সময় খালপাড়ের একটা গাছে আগুন ধরলো। বিরাট জ্বলন্ত একটা শিখা যেনো মুহূর্তে আকাশের সমস্ত নীল গ্রাস করে নিয়ে সবকিছুকে তমসাচ্ছন্ন করে তুললো। আগুনের তোড়ে ধোঁয়াটা সরে যেতেই তারা দেখলো, পুরনো পশমি টুপিতে কপাল ঢেকে কোমরে কাছা তুলে তাদের দিকে হন্‌হন্ করে এগিয়ে আসছে বুড়ো রেডইন্ডিয়ান নীলপিঠ।

১৩
বিপর্যয়

ঘোড়ার গাড়িটার ভেতরে বিষণ্নমুখে দাঁড়িয়ে গিল এবং নীলপিঠের হাত থেকে জিনিসপত্রগুলি তুলে নিয়ে গাদাগাদি করে রাখছিলো লানা। গোছগাছ করে পেটি বেঁধে রাখবার সময় ওদের ছিলো না। জিনিসপত্রের মধ্যে ছিলো দুজনের কাপড়চোপড়, দুটি ট্রাংক, চিনেমাটির বাসনকোসন, একটি কুড়াল এবং বন্দুক, কয়েকটি ছুরি, একটি কাস্তে এবং বাটালি আর মাখন তোলার চরকি। লানার এলোমেলো চিন্তার মতনই তালগোল পাকিয়ে গাড়িতে তোলা হলো সব।

www.pathagar.com

মাত্র কিছুক্ষণ আগে তারা সবাই দরোজার সামনে বসে গাছপোড়া আগুনের দিকে চোখ রেখে ভাবছিলো তাদের পরিকল্পনার আসন্ন বাস্তব রূপলাভের কথা। এরপরেই এসে হাজির হলো বুড়ো রেডইন্ডিয়ানটি। তার উপস্থিতির দশমিনিট পরে তাদের ছাড়া আর একটি প্রাণীও ছিলো না গোটা তল্লাটে।

জর্জ উইভার বললোঃ 'নষ্ট করবার মতো কোনো সময় আর আমাদের হাতে নেই। নীলপিঠ বলছে, একঘন্টার মধ্যেই ওরা এসে পড়বে। কিন্তু আমার মনেহয়, তারও আগে এসে পৌছবে ওরা।'

'কোথায় যাবো আমরা,' জিজ্ঞেস করলো রিঅল।

'স্কুইলার এবং লিটল্ স্টোন অ্যারাবিয়া স্টকেইডের দিকে যাচ্ছি আমরা। ক্লেম, আর দেরি না করে তুমি এক্ষুণি ডেমুথ্কে নিয়ে বেরিয়ে পড়ো।'

খিট্খিটে বুড়ো ওলন্দাজটি মাথা ঝাঁকালো।

'নেইন অর্থাৎ না,' বললো সে। 'আমার বলদ জোড়াকে ছেড়ে যাবো না আমি।'

'ওদের জংগলে চালান করে দাও,' উইভার বললো। 'মিলিশিয়াদের সাথে নিয়ে ফিরে আসবার পর আমরা ওদের খুঁজে বের করবো।'

'আমি ওদের আমার সংগে নিয়ে যাবো,' বললো ক্লেম। বড়ো ভালো জানোয়ার ওরা। ওখানে তাদের লুকিয়ে রাখার একটা জায়গা আমি খুঁজে নেবো।'

'তাহলে এই মুহূর্তেই বেরিয়ে পড়ো,' আহম্মক। নীলপিঠ বলেছে, সেনেকারা নাকি তাকে জানিয়েছে ষাঁড়গুলি তাদের জন্যে থাকবে। তারা ওগুলি বেঁটে নেবে। সেনেকাদের মতো খারাপ রেডইন্ডিয়ান আর হয় না। ফোর্ট উইলিয়ামে হেনরির বিরুদ্ধে আমি জনসনের পক্ষ নিয়েছিলাম। আমি জানি ওদের স্বভাবচরিত্র। কিন্তু যীশুর দোহাই, ওরা তখন ছিলো আমাদের পক্ষে।

ক্লেম্ কপারনল বেরিয়ে গেলে উইভার তার চৌদ্দ বছরের ছেলেটির দিকেতাকালো।

'জন, এক্ষুণি তুমি ক্যাপ্টেন ডেমুথের ওখানে ছুটে যাও। আমরা যাকিছু শুনেছি, তাঁকে সব খুলে বলবে। মনে রেখো, ওদের দলে আছে আটটি শ্বেতাংগ এবং ছয়টি রেডইন্ডিয়ান। নীলপিঠ বলছে, রেডইন্ডিয়ানরা সব সেনেকা এবং তাদের শরীরে রং-মাখানো।'

'যাচ্ছি, বাবা।'

'বিধাতার মতন সর্বশক্তি নিয়ে দৌড়াও, জন।'

'জুতাজোড়া কি খুলে রেখে যাবো? জুতা নিয়ে আমি ভালো দৌড়াতে পারি না।'

www.pathagar.com

'বেশ তো। কোবাস ওগুলি বেঁধে বাড়ি নিয়ে যাবে। এখন ছুট দাও তুমি।'

জনের জুতাজোড়া তুলে নিলো কোবাস। সে জিজ্ঞেস করলো ঃ 'আমার জোড়াটা খুলে রাখবো, বাবা?'

'এতো প্রশ্ন করবে না,' খেঁকিয়ে উঠলো উইভার। কিন্তু এমা উইভার ছোটো ছেলেটির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো। ইংগিতে বললো, 'সে জুতা খুলে রাখতে পারে।'

একইনিঃশ্বাসে রিঅলকে লক্ষ্য করে উইভার বললোঃ 'এইমুহূর্তেই তুমি বাড়ি যাও, রিঅল। ভারি কোনো জিনিস সাথে আনবার চেষ্টা করবে না। জংগলে কোনো কিছু লুকিয়ে রাখবার সময় হাতে নেই, বলে রাখছি। কুড়িমিনিটের বেশি নেবে না কিন্তু। আমার ওখানে এসে সবার সাথে একত্র হবে। দেরি হলে তোমার জন্যে আমরা অপেক্ষা করবো না।'

'এক্ষুণি আমরা সবাই প্রস্তুত হয়ে আসছি।'

রিঅলকে বিস্ময়কর রকমে নিরুদ্বিগ্ন মনে হচ্ছিলো। রাখাল যেমন গো-শাবকের পাল তাড়িয়ে নিয়ে একত্র করে তেমনি সে তার ছেলের দলটাকে জড়ো করে বাড়ির পথে খেদিয়ে নিয়ে চললো। একটি ডাল কেটে নিয়ে সে তাদের পিঠে খোঁচা দিতে দিতে অগ্রসর হলো।

গিল এবং লানার দিকে ফিরলো উইভার।

'অনেক দূরের পথ পাড়ি দিতে হবে তোমাদের। আমার মনেহয় এক্ষুণি তোমাদের তৈরি হওয়া উচিত।'

মাদী ঘোড়াটাকে ধরে আনবার জন্যে এর মধ্যেই ব্যস্ত হয়ে পড়লো গিল। তার মুখে স্থিরতারছাপ।

উইভারের দিকে তাকিয়ে লানা জিজ্ঞেস করলো ঃ 'আপনি ভাবছেন, তারা আমাদের ক্ষতি করবে?'

'বিধাতা জানেন,' বললো উইভার। কোবাসকে সে হাত দিয়ে ধরে রেখেছিলো। 'আমরা কোনোরকম ঝুঁকি নিতে চাই না। তারা ডেমুথকে চায়।'

'আহা, বেচারি!' জমির পোড়াগাছগুলির দিকে তাকিয়ে বললো এমা। সেদিনই সে লানাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলো, কেমন গরিবীহালে সে শুরু করে তার প্রথম সংসার জীবন।

'এমা!' পথে নেমে বাড়িমুখো রওয়ানা দেয়ার সময় চেঁচিয়ে উঠলো জর্জ উইভার।

www.pathagar.com

ওরা চলে যাওয়ার পর লানা আঁচ করলো, বুড়ো রেডইন্ডিয়ানটি ছাড়া ঘরে ও সম্পূর্ণ একা। তখনো অল্প অল্প হাঁপাচ্ছিলো নীলপিঠ। কিন্তু দুইচোখে ছিলো তার মমতা।

'তোমার সব জিনিসপত্র বেঁধেছেঁদে গোছগাছ করে নাও,' সে ওকে পরামর্শ দিলো। 'আমি সাহায্য করবো।'

কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছিলো লানা। কোথা থেকে শুরু করবে কিছুই ও বুঝতে পারছিলো না। ওর পেছন পেছন ঘরের ভেতর ঢুকবার সময় নীলপিঠের গায়ের গন্ধটা খারাপ লাগলেও এখন আর তেমন মনে হচ্ছিলো না। একপলক ওর দিকে তাকিয়ে, টুপিটা মাথার পেছন দিকে সরিয়ে নিয়ে ওর চরকাটা তুলে নিলো সে।

'যাও, ওপরে গিয়ে তোমার লেপকম্বল বের করে নিয়ে এসো,' হুকুম করলো নীলপিঠ।

লানা মই বেয়ে চিলেকোঠায় গেলো।

ঘোড়াটাকে নিয়ে ফিরে এলো গিল। গাড়িতে যেসব জিনিস এলোমেলোভাবে রাখা হয়েছিলো সেগুলিকে তারা গুছিয়ে স্তূপাকার করে রাখলো। এরপর সে এবং নীলপিঠ দুজনে মিলে ধরাধরি করে খাটটা নিচে নামিয়ে ঝরনাটার ওদিকে জংগলের ভেতর নিয়ে গিয়ে রাখলো। হেমলকের একটা ঝোপের আড়ালে ওটাকে ঠিকমতন সেট করে শোকেসটা নিয়ে যাবার জন্যে তারা ফিরে এলো। তাদের এই হুড়াহুড়ি দেখে লানার মনে হচ্ছিলো স্বপ্নের ছায়ামূর্তিগুলির মাতলামোর কথা।

নীলপিঠের সাথে করমর্দন করলো গিল।

'ধন্যবাদ,' বললো সে। তার কন্ঠস্বরে কাঠিন্য। 'তুমি একজন ভালো বন্ধু, নীলপিঠ।'

মাথা নাড়লো বুড়ো।

'হ্যাঁ, ঠিক। ফাইন ফ্রেন্ডস্।'

'হয়তো আবার দেখা হবে আমাদের।'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু তোমরা এক্ষুণি চলে যাও। ওই লোকগুলি শিগগিরই চলে

'ওদের কাউকে চেনো তুমি?'

'একটা লোকের হাতে হুইসেল ছিলো। নাম তার ক্যান্ডওয়েল।'

'ক্যান্ডওয়েল!'

ঘোড়াটার পিঠে খোঁচা মারলো গিল। গাড়িটা হেলেদুলে চলতে শুরু করলো। নিজেকে সামলে নিয়ে জুত্ হয়ে বসলো লানা। কিছুক্ষণের মধ্যে যখন রাস্তায় এসে

www.pathagar.com

নামলো গাড়ি, দুজনই তারা একসাথে পেছনফিরে তাকালো। দেখতে পেলো পোড়া কাঠের ধোঁয়ার মেঘ তখনো কুন্ডলি পাকিয়ে উড়ে যাচ্ছে পাহাড়ের দিকে। তবে আগুনের শিখাগুলি থিতিয়ে এসেছে। অন্যদিকে ঘরের ওপাশের জমিতে ভুট্টাগাছের পাতাগুলি দুলছে মৃদু বাতাসে। বুড়ো নীলপিঠ উধাও হয়েছে। এর মধ্যেই শূন্য বাড়িটা খাঁ-খাঁ করতে শুরু করছিলো।

রুক্ষস্বরে গিল বললো,'ওটার দিকে আর তাকাবে না, লানা।'

তার কথা মতন দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলো ও। কিন্তু দুইচোখ ওর ভরে উঠলো পানিতে। অথচ প্রথম এখানে আসবার পর বাড়িটা মোটেও ওর ভালো লাগেনি। এখনো কোনো কোনো দিন ওটা বিগড়ে দেয় তার মন। কিন্তু এই মুহূর্তে বাড়িটা ছেড়ে যাবার সময় মনে হলো, যেন পেছনে ফেলে রেখে যাচ্ছে তার নিজের একটা অঙ্গ এবং গিলেরও।

জানলার কাচের ভেতর দিয়ে তাদের চলে যাওয়া দেখলো নীলপিঠ। ভালো বন্ধু ছিলো তারা। এ-ভাবে তাদের যাওয়াটা খুব খারাপ লাগছিলো তার কাছে।

মোড়টা পেরিয়ে যখন তারা কিংস্রোডে গিয়ে পড়লো, কাচের ভেতর দিয়ে তাকানো বন্ধ করে আস্তে আস্তে ফ্রেম থেকে কাচটা খুলতে শুরু করলো সে। নিজের ঘরে কাচের একটি জানলা দেয়ার ইচ্ছা ছিলো তার বরাবরই। হাতে সময় ছিলো না। সে বুঝতে পারছিলো, ক্যাল্ডওয়েল নামের লোকটা যখন এসে দেখবে বসতকাররা সব পালিয়েছে কাউকেই সে তখন খাতির করবে না। একহাতের বগলে কাচটা সামলে নিয়ে অন্য খালিহাতে মাস্কেট বন্দুকটা তুলে নিলো সে। গাছপোড়ানোর জায়গাটা দ্রুত পেরিয়ে খালপাড়ে গিয়ে উঠলো। খালের ভেতর দিয়ে পানি ভেঙে ভেঙে শেষে পৌছলো গিয়ে নদীতে। সেখানে আরো গভীর পানিতে দাঁড়িয়ে, চোখ তীরের মাটি থেকে সামান্য একটু ওপরে তুলে দেখতে লাগলো চারপাশটা। মিনিটপনেরো অপেক্ষা করবার পরই তৃণভূমিটার শেষপ্রান্তে দেখা গেলো একটি সেনেকা রেডইন্ডিয়ানের কাপড়েমোড়া মাথা।

রং-মাখা গাঢ় তামাটে মুখটিকে তখনো ছায়ামূর্তির মতন দেখাচ্ছিলো। মোটেও নড়াচড়া করছিলো না ওটা। পেছনে আরেকটি লোক কুকুরের মতন নাক বাড়িয়ে রাখছিলো বলে মনে হলো। কিছুক্ষণ পরেই হাত তুললো প্রথম রেডইন্ডিয়ানটি। তার ঘাড়ের কাছে এসে দাঁড়ালো আরেকটি রেডইন্ডিয়ান। একসাথে দুটি খেঁকশিয়াল, দুটি বেজি কিংবা দুটি বেড়ালকে যেমন দেখায় ঠিক সেরকম দেখাচ্ছিলো তাদের।

www.pathagar.com

'বেড়ালের দল!' ঘৃণায় নাক কুঞ্চিত করে কথাটা উচ্চারণ করলো নীলপিঠ। তৃণভূমিটার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলো রেডইন্ডিয়ানরা। প্রথমে না দেখলে কিছুতেই ওদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যেতো না। উদ্বিগ্ন হয়ে ওদের গতিবিধি লক্ষ্য করে চলছিলো নীলপিঠ। সে আশা করছিলো, খালপাড়ে তারা হানা দেবে না যেখান থেকে কিছুক্ষণ আগে সে নেমে এসেছিলো।

কিন্তু পথ ভুল করে ঠিকই তারা খালপাড়ে এলো এবং আধামিনিটের মতো ওখানে শুয়ে থেকে তাকিয়ে থাকলো গিলের কেঠোঘরটার দিকে। তারপর উঠে দাঁড়ালো। হাত নাড়লো একজন। পরমুহূর্তেই গাছপোড়ানোর জায়গাটার শেষপ্রান্ত থেকে বেজে উঠলো হুইসেল। অমনি হুড়মুড় করে ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে ছুটে আসতে লাগলো দলের বাদবাকি সবাই। একসংগে তারা দরোজার ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো। হুমড়ি খেয়ে সদলে ভেতরে ঢুকলো। আবার দ্রুত বেরিয়ে এসে জটলা পাকালো দরোজার সামনে।

হঠাৎ ছজন রেডইন্ডিয়ান চুপিসারে বেরিয়ে পড়লো এবং শেয়ালের মেঠোইঁদুর শিকারের মতো তন্নতন্ন করে জায়গাটা চুঁড়ে বেড়াতে লাগলো। তারা গাছপোড়ার ওখানটায় গেলো। ফিরে এসে ছুটলো রিঅলদের বাড়ির পথের দিকে। সেখান থেকে গেলো বনের ধারে। এবং তারপর ওয়াগন চলার সড়কটায় গিয়ে হাঁটু গেড়ে পরীক্ষা করলো গাড়ির চাকার দাগ।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে ক্যান্ডওয়েল লক্ষ্য করছিলো তাদের। রেডইন্ডিয়ানরা ছুটে এলো তার কাছে তাদের অনুসন্ধানের ফল জানাবার জন্যে। অতখানি দূর থেকেও তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখলো নীলপিঠ। এবং দুর্ভাগ্যবশত ঠিক এসময় মার্টিনের গোরুটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো এবং বড়ো বড়ো চোখ তুলে দেখতে লাগলো অচেনা লোকগুলিকে। একজন রেডইন্ডিয়ান গোরুটির দিকে ইংগিত করতেই ক্যান্ডওয়েল মাথা নেড়ে সায় দিলো।

চোখের পলকে ঘটে গেলো ব্যাপারটা। গোরুটি লেজ তুললো। কিন্তু বেচারি শিং উঁচিয়ে ভোঁদৌড়ে ছুটে পালাবার আগেই রেডইন্ডিয়ানটি তার গলায় বসিয়ে দিলো ছুরি। দিশেহারা হয়ে অন্ধের মতন গোরুটি দৌড়ালো মার্টিনের গাড়ির চাকার দাগ বিছানো সড়কটার দিকে। হঠাৎ একটা গাছে বাড়ি খেয়ে সাংঘাতিক চোট পেলো মাথায়। লাফিয়ে উঠে একবার সজোরে আর্তনাদ করে উঠলো নিরীহ জীবটি। গোটা পাহাড় ধ্বনিত–প্রতিধ্বনিত হলো সেই করুণ আর্তচিৎকারে। হুমড়ি খেয়ে পড়বার আগে মাথা

www.pathagar.com

তুলে সে একবার নিঃশব্দে দাঁড়ালো। গলা থেকে তার অঝোর ধারায় ঝরে পড়ছিলো রক্ত।

এই ফাঁকে গাছপোড়ার জায়গা থেকে একখন্ড জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে এসে মার্টিনদের ঘরের ভেতর ছুটে গেলো একটি শ্বেতাংগ। ক্যান্ডওয়েলের হুইসেলের শব্দে বাইরে বেরিয়ে এসেই হাসিতে আটখানা হলো সে।

সবকটি লোকই শকটচলা সড়কটি ধরে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো কিংসরোডের দিকে। রাস্তার মোড় পেরিয়ে তাদের শেষ লোকটির অন্তর্ধানের পর নদী থেকে বেরিয়ে এলো নীলপিঠ। গিলের ঘরের দরোজা গলিয়ে ধোঁয়ার প্রথম কুন্ডলিটা বেরুতেই হরিণ চামড়ার ঘাগরার তলায় হাত চালান করে দিয়ে ময়ূর পালকটা বের করে আনলো সে। এমনভাবে সে তার টুপির দুই ফোকরের মধ্যদিয়ে পালকটা গুঁজে রাখলো যাতে হাঁটবার সময় ওটা তার মুখের সামনে দোল খায় এবং সর্বক্ষণ সে ওটার চোখওয়ালা দিকটা দেখতে পায়। প্রথমবার চোখ পড়ার পরই এই পালকটা পাওয়ার জন্যে লোভাতুর হয়ে উঠেছিলো নীলপিঠ। কিন্তু গোরুটার জন্যে তার খুব খারাপ লাগছিলো। সে আশা করছিলো, গিল মার্টিন গোরুটা রেখে গেলে সে নিজেই ফিরে এসে ওটার সদ্‌গতি করবে। এখন ওটার জন্যে যাওয়া অবশ্য অবিবেচকের কাজ হবে।

তাছাড়া, হ্যাজেনক্লেভার পাহাড়ের চূড়ায় রেখে আসা শিকারের হরিণটির অর্ধেকটা তাকে বয়ে নিয়ে ফিরতে হবে বাড়ি। মর্দাহরিণ মারার জন্যে নির্ঘাত রাগ করবে তার বউ। তবে ময়ূর পালকটা দিয়ে সে শান্ত করতে পারবে তাকে।

১৪
লিটলস্টোন অ্যারাবিয়া ছাউনি

বল্গা দিয়ে ঘোড়াটার পিঠে জোরে চাব্‌কালো গিল। আসনটাকে শক্ত করে ধরে রাখলো লানা । টাল সামলাতে কষ্ট হচ্ছিল ওর। চাকায় তীব্র ঘর্ষণ তুলে প্রচন্ডবেগে ছুটলো গাড়িটা। ক্যাঁচক্যাঁচ, দুড়ুমদড়াম শব্দ তুললো গাড়িটা। কান বন্ধ হয়ে আসছিলো এলোমেলোভাবে রাখা জিনিসপত্রের অবিরাম ঝন্‌ঝন্ আওয়াজে।

'জিনিসগুলিকে মোড়ক বেঁধে রাখবার কাজটাও তুমি ঠিকমতো করতে পারলে না,' ক্রুদ্ধস্বরে বললো গিল।

www.pathagar.com

জবাব দিলো না লানা। গাড়ির ঝাঁকুনিতে একদম কাহিল হয়ে পড়েছিলো ও। প্রতিটি ধাক্কা ওর পিঠে এবং তলপেটে যেন অনবরত ঘুষি মেরে চলছিলো। গর্ভবতী হলে গাড়িতে চড়তে নেই কে যেন বলেছিলো কথাটা। এখন স্মরণ হলো ওর। এতো আগে থাকতেই শরীরের হাল অমন হবে ভাবতে পারেনি ও। আসনটায় পাথরের মতন ভারি মনে হলো শরীরটাকে। যাতে অবসন্ন না হয়ে পড়ে, আর্তনাদ না-করে এবং ধপাস্ করে পড়ে না যায় তার জন্যে নিজের মধ্যে প্রাণপণ সংগ্রাম করে যাচ্ছিলো ও। ব্যথার যন্ত্রণায় রুদ্ধ হয়ে আসছিলো শ্বাস।

ওর দিকে একবার তাকিয়ে ঘোড়াটাকে ফের জোরে চাবকালো গিল। ব্যাপারটা এখনো আঁচ করতে পারেনি সে। ভাগ্যের বিরুদ্ধে একটা অন্ধ আক্রোশ নিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে চলাটাই যেন এই মুহূর্তে তার একমাত্র নেশা হয়ে দাঁড়ালো।

ধাবমান শকটের শব্দে মুখর হয়ে উঠলো সড়ক। উইভারের বাড়ির সামনে এসে রিঅলের ওয়াগনটার নাগাল পেয়েছিলো গিলের মাদী ঘোড়ায়টানা এই শকটটি। রিঅল হাঁকিয়ে নিয়ে চলছিলো তার রোগা পটকা বৃদ্ধ মর্দাঘোড়াটিকে। প্রজননের কাজে লাগিয়ে ধনী হবে একমাত্র এই আশায় ওটা কিনেছিলো সে। কিন্তু অশ্বশাবকদের পিতা হিসাবে কেউ জন্তুটাকে নির্বাচনের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র প্রলুব্ধ হয়নি।

চিন্তাক্লিষ্ট মুখে রিঅলের পেছনের আসনটিতে বসেছিলো মিসেস রিঅল। কোলের বাচ্চাটিকে সাথে নিতে পারায় স্বস্তিবোধ করলেও ছেলেদের হাতে ওর ভার ছেড়ে দিতে সাহস পায়নি মহিলা। সুতরাং টমসনের বাড়ি থেকে রিঅলের হাতসাপাই করে আনা মূত্রাধারটির ভেতরে বাচ্চাটিকে গুঁজে দিয়ে দুটিকেই শক্ত করে ধরে রাখলো সে। ওয়াগনটার ভেতরে জিনিসপত্রের মাঝখানে গাদাগাদি হয়ে বসেছিলো ছেলেদের দলটা। রেডইন্ডিয়ানদের দেখবার আশায় তারা ঘনঘন তাকাচ্ছিলো পেছনদিকে। গিলের মাদী ঘোড়াটাকে ওদের পেছনে ফেলে জোরকদমে সামনে এগিয়ে যেতে দেখে একসংগে সবাই চেঁচিয়ে উঠলো শোরগোল তুলে।

উইভাররা রওয়ানা দিলো সবশেষে। জর্জ উইভার এবং এমা দুজনকেই গম্ভীর দেখাচ্ছিলো। পথে একবার উইভার হাত নাড়লো গিলকে দেখে। এরপরই এমার হাতে ঘোড়ার রশিটা দিয়ে সে গাড়ির ভেতরে এলো এবং কোবাসের কাছ থেকে বন্দুকটা নিয়ে খড় রাখবার ডাবার পিঠে ঠেস্ দিয়ে বসলো। সবাই স্বস্তিবোধ করলো তাকে পেছনের দিকটা পাহারা দিতে দেখে। ডেমুথের ওখানে জনকে তারা দেখলো গাছের নিচে দাঁড়িয়ে তাদের জন্যে অপেক্ষা করতে। জন বললো, 'মিসেস ডেমুথকে নিয়ে

www.pathagar.com

হাল্কা ওয়াগনটায় চেপে ক্যাপ্টেন সোজা স্কুইলারের দিকে গেছেন। সেখানে তিনি মিলিশিয়াদের জড়ো করবেন।'

বলদজোড়াকে জংগলে লুকিয়ে রাখলো ক্লেম কপারনল। সে এবং ন্যান্সি আগেই বেরিয়ে গেছে টিথটিংয়ে ঘোড়াটায় চেপে। তারা এখন সামনে কোথাও আছে।

ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে কসবির খামারবাড়িতে ঢুকলো গিল। রিঅলের বুড়ো ঘোড়া এর মধ্যেই হাঁটু ভেঙে পড়তে শুরু করেছিলো। ব্যথাটার একটু উপশম ঘটলে হাতপা নেড়ে চাঙ্গা হয়ে উঠবার চেষ্টা করলো লানা। নিজেকে আধমরা বলে মনে হলো ওর। প্রথম ব্যথার ধকলটার পর বেশি কষ্টবোধ করলো ও সোজা হয়ে দাঁড়াতে। উঁচুনিচু রাস্তায় গাড়ির প্রচন্ড ঝাঁকুনির কষ্টের চেয়েও তীব্রতর মনে হলো এ যন্ত্রণাটা।

ঘোড়ার লাগামটা ওর হাতে দিলো গিল। বললো ঃ' মিসেস উল্‌ফকে ব্যাপারটা জানানো দরকার আমার অবশ্য যদি তাকে এখানে পেয়ে যাই।'

গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামলো সে এবং দোকানের বারান্দার ভেতর দিয়ে দ্রুত পা চালিয়ে এগিয়ে গেলো। টমসনের বাড়ির মতনই পরিত্যক্ত মনে হলো দালানটাকে। কিন্তু সে করাঘাত করতেই দরোজাটা খুলে দিলো মিসেস উল্‌ফ।

'কী চাও তুমি?'

ফ্যাকাশে মুখ তুলে এমনভাবে সে তাকালো যেন গিলকে এর আগে কখনো দ্যাখেনি। গিল বললো ঃ 'আমাদের তল্লাটের ওদিকে একদল বৃটিশ এবং রেডইন্ডিয়ান নেমেছে বলে আমরা খবর পেয়েছি। গাড়িতে তোমাকে জায়গা করে দিতে পারি আমি এবং লানা।'

'ধন্যবাদ।'

'তোমাকে ঝটপট তৈরি হয়ে নিতে হবে। ওরা খুব দূরে নেই।'

মিসেস উল্‌ফ তখনো তার দিকে তাকিয়ে থাকলো।

'তোমাদের মতো লোকের চেয়ে বরং রেডইন্ডিয়ানদের ওপর বেশি ভরসা রাখবো আমি,' বললো মহিলা।

উইভাররাও এর মধ্যে এসে পৌঁছলো। গিলের গাড়িটার কাছে থামলো তাদের গাড়ি।

'তুমি আমাদের সাথে গেলেই ভালো করতে,' বললো উইভার।

'আমি এখানেই থাকবো,' স্বর চড়ালো মিসেস উল্‌ফ। 'জনকে আমি বলেছি, তার জন্যে এখানে আমি অপেক্ষা করবো। তোমাদের কোনো সাহায্য আমার দরকার নেই।

www.pathagar.com

তোমরাই ওকে বিপদে জড়িয়েছো। ওর যাতে মৃত্যুদন্ড হয় সেচেষ্টাই তুমি করেছিলে, জর্জ উইভার।' অস্বাভাবিকভাবে হাসলো মহিলা। 'কিছুদিন হলো আমি প্রার্থনায় মনোযোগ দিয়েছি, উইভার। এবং আমার মনেহয়, প্রভু শুনেছেন আমার মিনতি।'

মিসেস উল্ফকে পশ্চিমদিকে তাকাতে দেখে তারা সবাই সেদিকে মুখ ফেরালো। দেখা গেলো, ধোঁয়ার নতুন একটা কুন্ডলি উঠছে। তারা বুঝলো, এটা মার্টিনের বাড়ির ধোঁয়া নয়। উইভারের বাড়িতে ওরা আগুন দিয়েছে বলেই ধারণা করলো সবাই।'

লম্বাপায়ে ওয়াগনটার দিকে এগিয়ে গেলো জর্জ উইভার। 'ওয়াগনে এসে ঢোকো,' জনকে খেঁকিয়ে উঠলো সে। অল্পের জন্যে তার বুটে পিষ্ট হয়নি ভয়ার্ত ছেলেটা। সবশেষে ওয়াগনে উঠে এমাকে সে বললো ঃ 'ঘোড়া হাঁকাও। রেডইন্ডিয়ানদের হাতে নাকাল হতে চাইলে হোক সে। আমি এতে দুঃখবোধ করবো না।'

ওয়াগন তিনটি স্কুইলারের আধাপথে থাকতেই তাদের কানে এলো ঘন্টাধ্বনি। চাকার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ আর জিনিসপত্রের ঝনঝনানির জন্যে প্রথমে ক্ষীণ মনে হচ্ছিলো আওয়াজটা। রিঅলের একটা ছেলে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করলে সবাই কান পাতলো এবং স্পষ্ট শুনতে পেলো ঘন্টার শব্দ। এমনকি লানাও শুনলো।

তারা যতোই এগিয়ে যাচ্ছিলো, লানার ব্যথাটা আস্তেআস্তে তীব্র হয়ে উঠতে লাগলো। ওর বুকের ভেতরটায় কে যেন হাতুড়ি পেটাতে শুরু করেছিলো। এখন ঘন্টার বিরামহীন ঢং–ঢং শব্দটা ওর শরীরের পরতে পরতে ছড়িয়ে পড়ে ওকে একদম অস্থির করে তুললো। মনে হলো, এই একঘেঁয়ে ধ্বনির জটাজাল থেকে কখনো ও নিজেকে মুক্ত করতে পারবে না।

ওর কানে যায়নি গিলের চিৎকারটা। ও যাতে শুনতে পায় তার জন্যে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছিলো গিল। ডুবন্ত মানুষের মতো ও তখন লড়াই করছিলো আচ্ছন্নতার ঘোর কাটিয়ে ওপর দিক ওঠার জন্যে।

'কী হয়েছে তোমার?'

অতিকষ্টে বুকের ভেতর থেকে শব্দ টেনে বের করে ও বললো ঃ 'আমি আর এ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না।'

'তোমাকে তো সহ্য করতেই হবে।'

ও যখন একদিকে কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছিলো হাত বাড়িয়ে শক্ত করে ওকে চেপে ধরলো গিল। সারাটা পথ গিলের হাতের বেষ্টনীর মধ্যেই ছিলো ও।

www.pathagar.com

স্কুইলারের জংগলের ভেতরে ঢুকবার আগে তিনটি ঘোড়াই কাহিল হয়ে পড়েছিলো। শেষপর্যন্ত সমতল পথে উঠে কিছু আরামবোধ করলো তারা। এখন খোলা বাতাসে ঘন্টার আওয়াজটা আরো পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলো সবাই।

তাদের কাছে এখানকার আকাশ, মাঠ, চারপাশের বেষ্টনী, ঘরবাড়ি সবই নিরাপদ মনে হচ্ছিলো। ঘাসের মাঠে চরেবেড়ানো গোরুগুলি কান খাড়া করে শুনছিলো ঘন্টার ঝাঁঝালো ধ্বনি। এখন ওরা বিব্রত হয়ে উৎসুক চোখ তুলে ঘাড় ফেরালো আগন্তুকদের পথের পানে। দুর্গের পাশের নদীটার তীরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দরোজার সামনে পায়চারি করছিলো মহিলারা। ঘাটের চড়াটার ওধারে ডেমুথের হাল্কা ওয়াগনটার দিকে ছুটে যাচ্ছিলো লোকজন।

দৃশ্যটা দেখে মনে বেশ জোর পেলো গিল। সে তার ঘোড়াটাকে নদীর পানিকাদার ভেতর দিয়ে চালিয়ে দিয়ে ডেমুথের ওয়াগনের পাশে এসে থামলো। ক্যাপ্টেন আগেই ওয়াগন থেকে নেমে তার বন্দুকটা পরখ করতে শুরু করছিলো।

ক্যাপ্টেন বললোঃ 'সবাই এসে গেছে?'

'হ্যাঁ, শুধু ন্যান্সি এবং কপারনল ছাড়া।'

'তারা দুর্গের ভেতরে গেছে,' বললো ক্যাপ্টেন। 'নিজেদের জিনিসপত্র তোমরা বরং দুর্গের ভেতরে নিয়ে গিয়ে রাখো। আমাদের এখুনি আবার ফিরে যেতে হবে।'

এমা উইভার বললো,'তুমি ওদের সাথে যাও, গিল। লানাকে দেখবো আমি।'

একটি চতুর্ভুজ আকারের অসমতল ভূমির ওপর নির্মিত দুর্গটি। জমির উচ্চতার সাথে মিল রেখে একটি কূয়ার চারধারে বারোফুট উঁচু করে তোলা হয়েছে রক্ষীদের কুঠরিগুলি। রসদের দুর্ঘট দেখা দিলে যাতে খানিকটা অভাব পূরণ করা যায় তার জন্যে উপত্যকার ধারঘেঁষে একচিলতে জমিতে লাগানো হয়েছে ফসল। বন্দুক দাগানোর জন্যে নির্মিত সৈনিকদের দ্বিতল ব্লকহাউসগুলি চারপাশের খুঁটির বেড়া থেকে মাত্র পাঁচ ফুট উঁচু। শরতের আকাশের তলায় এই ঘরগুলিকে একসার ক্ষুদে আস্তানার মতন দেখাচ্ছিলো।

জায়গার ভেতরটা ছিলো আরো অপরিসর এবং আঁটসাঁট। দুর্গের চারধার ঘেঁষে ছিলো বেড়া দিয়ে ঘেরা সব নিচু চালাঘর। এগুলির ছাদ ব্যবহার করা হয় রাইফেলের মঞ্চ হিসাবে। সবকটি ছাদই ঢালু হয়ে নেমে এসেছে ঘরের মাটির কাছাকাছি। মিসেস উইভারের সাহায্যে একটু নিচু হয়ে ছাদগুলির পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকতে কষ্ট হলো লানার।

www.pathagar.com

এমা উইভারকে দেখে মনে হচ্ছিলো, সারাজনম এখানে বসবাস করে আসছে সে। তাকে কিছুমাত্র হতাশ, বিষণ্ন কিংবা অসহিষ্ণু হতে দেখা গেলো না। লানার বিছানা পাতবার জন্যে দুই ছেলেকে দিয়ে সে আনিয়ে নিলো তার কম্বলগুলি। একটা জাজিম বানিয়ে নিতে নতুন খড়ও যোগাড় করে আনলো ওদের দিয়ে। এরপর ন্যান্সি এসে হাজির হলে ওকে হুকুম করলো লানার জন্যে পানি এনে রাখতে এবং একইসাথে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করতে। কারণ, প্রয়োজনের সময় এগুলির বিশেষ দরকার পড়বে। কিন্তু মিসেস ডেমুথ ঠিক এসময় ন্যান্সিকে তার কাজের জন্যে তলব করলে এমা আর কিছুতেই নিজেকে সংবরণ করতে পারলো না। সে ছুটে গিয়ে মহিলার মুখোমুখি হলো।

'তোমার লজ্জা করলো না?' তার চড়াগলার আওয়াজ সরগরম করে তুললো গোটা জায়গাটাকে। 'কেউ তোমাকে নিজের হাতে কাজ করতে বলেনি। মিসেস মার্টিনের অবস্থা সংগিন হয়ে উঠেছে। এসময় তাকে সাহায্য করার জন্যে তোমার উচিত খ্রীষ্টান ধর্মানুরাগীদের সুযোগ দেয়া। যদি তা না করতে চাও, এখান থেকে বেরিয়ে যাও।'

'ক্যাপ্টেনকে তোমার এ দুর্ব্যবহারের কথা আমাকে বলতেই হবে,' ভয়ে জড়ো-সড়ো হয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলো মিসেস ডেমুথ।

'যাও, এক্ষুণি গিয়ে কথাটা বলো ওঁকে,' গম্ভীরস্বরে বললো এমা। 'তিনি যদি তোমাকে সোজা করতে না পারেন কাজটা আমিই করবো। আমার নিজের প্রয়োজনেই করবো। বলে রাখলাম, মিসেস ডেমুথ।'

কিন্তু ওদের এই ঝগড়াঝাটির কিছুই লানার কানে গেলো না। চারপাশ থেকে এসে জড়ো হচ্ছিলো বসতের ভীতসন্ত্রস্ত নারী এবং শিশুর দল। তাদের উপস্থিতিটাও আঁচ করবার মতন বোধশোধ ছিলো না ওর। জনাকয়েক বৃদ্ধ এবং জোয়ান ছেলের তত্ত্বাবধানে দুর্গে এসে ভিড় করছিলো সবাই। ডিয়ারফিল্ডের লোকজন মিলিয়ে এদের সংখ্যা দাঁড়ালো পঞ্চাশের কিছু বেশি। যেখানে সম্ভব হলো সেখানেই এরা বিছানা পাতলো এবং সংগেকার হাল্কা জিনিসপত্র স্তূপাকার করে রাখলো। একটু দম নেবার পরেই ছেলেরা হুড়মুড় করে গিয়ে উঠলো চালাঘরের ছাদে। বুড়োরা গেলো ব্লকহাউসে। ওখানে ছাদের পাহারাঘরে দাঁড়িয়ে দাদার বয়েসি কাস্টের সাথে তীক্ষ্ণচোখে চারদিকে নজর রাখছিলো ক্লেম কপারনল। বিরামহীনভাবে বাজতে থাকা ঘন্টাটা অবশেষে থামলো।

www.pathagar.com

স্কুইলারের লোকজনকে অবশ্য তেমন উদ্বেগবোধ করতে দেখা গেলো না। তবে তারা হামলাটার কাহিনী শুনবার জন্যে উৎসুক ছিলো। মোহক উপত্যকার পশ্চিম সীমান্তে এধরনের ঘটনা এবারই প্রথম ঘটলো। স্কোহারির দিকেও অবশ্য কিছু গোলমাল হয়েছে বলে শোনা গেছে।

চালাঘরটায় একটা খড়ের বিছানায় জন্তুর মতন পড়েছিলো লানা। ঘরের দরোজার সামনে ভিড় জমিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো স্ত্রীলোকদের দলটা। এমার শশব্যস্ততা এবং তার প্রতিটি কাজ তারা নিবিষ্ট মনোযোগে প্রত্যক্ষ করছিলো।

'ওর বাচ্চাটা কি নষ্ট হতে যাচ্ছে?' জানতে চাইলো তারা।

নানাধরনের প্রতিবিধানের কথা বললো স্ত্রীলোকেরা। একজন বললো : 'দেয়ালের সাথে একটি তক্তা ঠেস্ দিয়ে ওর মাথাটা তার ওপর নুইয়ে রাখার ব্যবস্থা করো।'

এই প্রথম একটা ভালো পরামর্শ পাওয়া গেলো বলে মনে করলো এমা।

'কে কথাটা বললো?'

'আমি,' জবাব দিলো একজন বৃদ্ধা। তার কপালে এবং মুখে অজস্র রেখার কুঞ্চন। 'রেন্সেলার খামারে থাকতে আমি একবার দেখেছি এধরনের ব্যবস্থায় কাজ হতে। একটি নিগার মেয়েমানুষকে তারা সারিয়ে তুলেছিলো এভাবে। জানি না, এক্ষেত্রে এটা কাজ দেবে কিনা।'

'বেশ, একটা তক্তা খুঁজে বের করো।'

দুর্গে জিনিসটা পাওয়া গেলো না। ছেলেদের একজন নদীর ওপারে কাস্টের বাড়িতে গিয়ে খুঁজে দেখতে চাইলো। কিন্তু তখন অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠতে শুরু করেছে দেখে তার মা তাকে যেতে দিতে রাজি হলো না। এঅবস্থায় বাধ্য হয়ে চারজন মহিলা ধরে রাখলো ব্যথায় কুঁকড়ে ওঠা লানাকে।

নরকের একটা কোণের মতন মনে হচ্ছিলো অপরিসর জায়গাটাকে। অন্ধকারে বেটিল্যাম্পের ঝাপসা আলোতে ঝাঁকবেঁধে জ্বলতে শুরু করেছিলো হলুদ ডানার জোনাকি পোকার দল। চালাঘরের ছাদের তলায় ছায়ামূর্তির মতো নড়াচড়া করতে দেখা যাচ্ছিলো স্ত্রীলোকগুলিকে। কী ঘটছে তা দেখার জন্যে চালার মাথায় পায়চারি করছিলো অস্থিরমতি বালকেরা। ব্লকহাউসে কিছুক্ষণ পরপর মহিলাদের ফিসফিসিয়ে ওঠা গলার আওয়াজ এবং বুড়োদের খাঁকারির শব্দ গর্ভবতীর প্রতিটি কাতরধ্বনিকে যেন আরো ভারাক্রান্ত করে তুলছিলো।

www.pathagar.com

প্রথম আধঘন্টা কাটবার পর সামান্য কিছু জ্ঞান ফিরে পেলো লানা। ঘন্টার ধাতব আওয়াজটা থেমেছে এটা বুঝতে পারলো ও। কিন্তু তার জায়গায় ছেঁকে ধরেছে ওকে প্রসবের ব্যথাটা। মাঝেমাঝে অপরিচিত হাতের স্পর্শ অনুভব করছিলো ও।

গভীররাতে যখন ওর ঘুম ভাংলো, কয়লার ম্লান হয়ে আসা আগুন এবং মৃদু বাতাসে কাঁপতে থাকা ক্ষুদে ল্যাম্পটার ক্ষীণ আলোটুকু ছাড়া গোটা দুর্গটাই ছিলো তখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। লানা টের পেলো, ওর কাছে এমা ছাড়া দ্বিতীয় আর কোনো প্রাণী নেই।

ওর পায়ের কাছে বসে অন্ধকারে দৃষ্টি তুলে ধরে রাখছিলো অসাধারণ ধৈর্যশীলা মেয়েমানুষটি।

'কী হয়েছে, এমা?'

'হায়রে হতভাগী!' এমা ওর দিকে তাকালো। 'এখন ভালো বোধ করছো তো?'

'খিলধরা একটা ব্যথা সমস্ত শরীরে। কেমন ক্লান্তি লাগছে। আচ্ছা, কী হয়েছে আমার?'

অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো এমার চোখদুটি। উচ্ছ্বসিত করুণায় কেমন যেন বিকৃত দেখালো তার মুখখানি।

'অস্থির হয়ো না তুমি।' লানার কালো চুলগুলি হাতে আঁচড়িয়ে দিতে লাগলো সে। 'বেচারা! পুতুলের মতন কেমন সুন্দর দেখতে হয়েছিলো।'

মনেহলো, ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে নিশ্চল পড়েছিলো লানা। শেষে চিন্তা এবং শব্দ একসাথে সাড়া জাগালো ওর ক্লান্তমগজে।

'বাচ্চাটা কী নষ্ট হলো আমার?'

মাথা নাড়লো এমা।

একপাল শ্রান্ত কুকুরের মতন ডেমুথের আগুনেপোড়া বাড়ি এবং গোলাঘরের মেঝের মাটিতে বিভোরে ঘুমাচ্ছিলো মিলিশিয়াদের দলটি। পাহারার দায়িত্বে নিয়োজিত গিল এবং জর্জ উইভারই কেবল জেগে থাকলো। পশ্চিম এবং উত্তরের আকাশে আগুনের ম্লান শিখার ক্ষীণ আলোর ছটা দেখে বোঝা যাচ্ছিলো, সবকটি বসতই সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

একসাথে বসেছিলো ওরা দুজন। কেউ কথা বলছিলো না। ডেমুথের গমক্ষেতটা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছিলো। তারা জানতো, তাদেরও একদানা ফসল এই নিষ্ঠুর ধ্বংসযজ্ঞের হাত থেকে রক্ষা পায়নি।

গিল বললো ঃ 'তুমি কি করবে বলে ঠিক করেছো, জর্জ?'

'চিন্তা করবার সময়ই আমি পাইনি। আমাদের হাতে কোনো টাকাপয়সা নেই। বলো, এরকম বিরান-বেঢপ দেশে টাকা জমানোর সুযোগ পাবে তুমি কেমন করে।'

'একজোড়া হালের বলদ কেনার জন্যে বেশকিছু টাকা আমি জমিয়েছিলাম,' বললো গিল। 'কিন্তু কোনো কাজ যোগাড় করতে না পারলে এ টাকায় বেশিদিন চলবে না। এদিকে আবার লানারও বাচ্চা হতে যাচ্ছে।'

জর্জ উইভার মাথা নাড়লো। 'টাকা রোজগার করবার মতো কাজ পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।'

গিল বললো ঃ 'বোধকরি এঅবস্থায় সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়া যেতে পারে।'

'বিষয়টা আমি ভেবে দেখবো। তবে এখন কিছুই ভাবতে পারছি না। কথা হ সবাই সেনাবাহিনীতে যোগ দিলে এদেশটাকে দেখবে কে?'

'এরকম একটা কান্ড ঘটবে, এখনো যেন আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। বৃথা যাবে বুঝতে পারলে আমার মতন এমন কঠোর পরিশ্রম কারো পক্ষেই করা সম্ভব হতো না।'

কসবি খামারের পশ্চিমে কোনো কিছুই অক্ষত ছিলো না। বাড়ি, গোলাঘর, এমনকি রিঅলের যাঁতাকলবিহীন মিলটিকে পর্যন্ত আগুনের খোরাক বানানো হয়েছিলো। গিলের ওখানে গিয়ে মিলিশিয়ারা দেখলো তার গোরুটা রাস্তার ওপর মরে পড়ে আছে। কিন্তু কেউ জন্তুটার মাংস ছোঁয়নি। এ ঘটনাটা অন্য সবকিছুর চাইতে বেশি ক্ষেপিয়ে তুলেছিলো তাদের। যদিও তারা গোরুটার প্রায় এক-চতুর্থাংশ চামড়া খুলে মধ্যাহ্ন-ভোজের জন্যে বড়ো বড়ো কয়েকটি মাংসখন্ড কেটে নিয়েছিলো।

ডেমুথের বলদজোড়া এবং উইভারের একটি ষাঁড় খুঁজে পেয়ে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো তারা। উল্‌ফের দোকানঘরে সারলো খাওয়ার পাট্‌টা।

মিসেস উল্‌ফের কোনো চিহ্নও খুঁজে পাওয়া গেলো না। দালানটি এবং টমসনের বাড়ি খাঁখাঁ করছিলো। পায়ের দাগ দেখে বোঝা গেলো, ক্যাল্ডওয়েলের দল এতোদূর পর্যন্ত এসে হানা দিয়েছিলো। মেয়েমানুষটি স্বেচ্ছায় কানাডা চলে গেছে অথবা তাকে ধরে নিয়ে গেছে ওরা কিংবা জংগলের কোথাও নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে, কিছুই

www.pathagar.com

বলতে পারলো না কেউ। হানাদাররা যেখান থেকে ধ্বংসকান্ডটা শুরু করেছিলো সেই পথ ধরে তাদের অনুসরণ করাটা বোকামি ছাড়া কিছুই নয়। তাছাড়া বলা যায় না, আরো কী ক্ষতি তারা করে গিয়ে থাকবে। গোটা হামলাটাই ছিলো এমন একটা জঘন্য কাজ যা ঘটতে পারে বলে কেউ কল্পনাও করেনি।

এই প্রথমবারের মতো তারা উপলব্ধি করলো, নিজেদের ভার নিজেদের নেয়া ছাড়া এখানে অন্যকেউ তাদের রক্ষা করতে আসবে না। আগেকার দিনের ফরাসি হানাদারদের মতো ধ্বংসের উন্মাদনা নিয়ে মোহক উপত্যকায় অভ্যুদয় ঘটেছে এমন একশক্তির যার মতিগতি সম্পর্কে আগাম কোনো কিছু বলা কঠিন। এর প্রতিবাদে ডেমুথের নিষেধ সত্ত্বেও জিমস ম্যাকনড মিলিশিয়াদের উত্তেজিত করে পুড়িয়ে দিয়ে এসেছে টমসনের বাড়ি আর উল্‌ফের দোকান। হানাদারদের ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের তুলনায় তার একাজটি ছিলো অক্ষমের করুণ আস্ফালনমাত্র।

সেরাতে মিলিশিয়া কোম্পানির সাথে লিটল স্টোন অ্যারাবিয়া দুর্গে ফিরে এসে গিল দেখলো, যন্ত্রণায় এবং লজ্জায় নির্বাক পড়ে আছে লানা। তার দিকে তাকাতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লো ও। চালাঘরটা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় অপ্রত্যাশিতভাবে গিলকে চুম্বন করলো এমা।

লানার পাশে মাটিতে বসে পড়লো গিল এবং ওর একটা হাত আঁকড়ে ধরে থাকলো। 'কিছু মনে করো না' কথাটা মুখ–ফুটে বলতে পারলো না সে। রিঅল ওর খবর দিতে গিয়ে বলেছিলো ঃ 'খুব কষ্ট পাচ্ছে ও, মার্টিন। হয়তো আরো অনেক কষ্ট পাবে।' কিন্তু ঘটনাটা যে এমন হবে সে তখন স্বপ্নেও ভাবেনি। সে শুধু লানার হাতটা ধরে রাখলো। কারণ, এ ছাড়া আর কোনো কিছু করার কথা সে ভাবতে পারলো না।

১৫
শীতের মওসুম

শীত মওসুমটা কাটাবার জন্যে গিলবার্ট এবং লানা মার্টিন ভাড়া নিয়েছিলো একটা বাড়ি। আসলে এটি ছিলো এককামরার একটি কুঁড়েঘর। চারপাশে কাঠের ফ্রেমের বদলে করাতে কাটা চওড়া তক্তার দেয়াল। একপাশে একচিলতে জায়গায় চুল্লি বসানো। জার্মান ফ্লাটের পুরনো ঘাটটার উল্টাদিকে নদীর একেবারে তীরঘেঁষে বাড়িটা। এখান থেকে পশ্চিম কানাডা খালটা দেখা যায় স্পষ্ট। অরণ্যের ভেতর দিয়ে পানির এই

www.pathagar.com

ধারাটি সোজা এসে নেমেছে নদীতে। বাড়িটার মালিক হলো ন্যান্সির মা মিসেস স্কুইলার। তার তিন ছেলেমেয়ের সবাই বাইরে খায়খাটুনি করছে বলে খালি পড়েছিলো বাড়িটা। বড়ো ছেলেটি কিছুদিন হলো রোজগার শুরু করেছে। মেয়ে ন্যান্সি আছে মার্ক ডেমুথদের কাজে। দ্বিতীয় ছেলে নিকোলাস হারকিমার আগেই পেয়েছিলো একটা কাজ। স্নেহপ্রবণ নিকোলাস তার বাড়ির একটা কামরা ছেড়ে দিয়েছে ন্যান্সিকে। এই বাড়িটা উঁচু জলপ্রপাতটার নিচেকার পাহাড়ের লাগোয়া।

ভাড়াবাড়িটা ঠিক করে দিয়েছিলো ন্যান্সি। ক্যাপ্টেনের চিঠি নিয়ে মার্টিনদের বাড়িতে যাওয়ার পর থেকেই লানার ভক্ত হয়ে পড়ে মেয়েটা। বাড়ি ভাড়া ঠিক হলো, মাসে একডলার। অক্টোবরে লিটল স্টোন অ্যারাবিয়া দুর্গ থেকে নিজেদের জিনিসপত্র নিয়ে এসে ভাড়াবাড়িতে উঠলো ওরা।

সারা শীতকালটা এই চিলতেবাড়ির খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ ছিলো লানা। রোজ সকালবেলা গিল বেরিয়ে পড়তো ডেমুথের নতুন খামারে ক্লেম কপারনলের সাথে কাজের যোগান দিতে। হার্টাররা স্কনেক্টাডিতে চলে যাওয়ার পর খামারটার দখল নিয়েছিলো ডেমুথ। সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়ি ফিরতো গিল। তাকে তখন খুব অস্থির এবং উত্তেজিত দেখাতো। তার মনে হতো ক্যাপ্টেন ডেমুথ করুণা করে কাজটা তাকে দিয়েছে। কারণ, বাড়তি লোকের কোনো দরকারই ছিলো না খামারে। বুড়ো ক্লেম একাই এই শীতঋতুতে সামাল দিতে পারতো গোরু এবং ঘোড়া কটাকে।

লানা ওর বাপের বাড়িতে গিয়ে ওঠার জন্যে রাজি হতে যথেষ্ট পীড়াপীড়ি করেছিলো গিলকে। ওখানে ছিলো ওদের দুজনের থাকবার মতো প্রচুর জায়গা। তাছাড়া, গিলের কাজেরও কোনো অভাব হতো না। লানার বাবা-মা ওদের কাছে পেলে খুশি হতো খুব। যে কারণে গিল বিরক্ত হয়ে পড়েছে তাতে তার উচিত প্রতিবেশীদের ওপর নির্ভর না করে স্ত্রীর পরিবারের কাছে যাওয়া।

কিন্তু কিছুতেই রাজি করানো গেলো না গিলকে। এ-প্রসংগে সে লানার মায়ের কথাটা স্মরণ করিয়ে দিলো ওকে। বিয়ের পর লানাকে যখন পশ্চিমে নিয়ে আসবার কথা তুলেছিলো গিল ওর মা তখন আপত্তি করেছিলো। বলেছিলো, এই দূরদেশে লানার মন হয়তো টিকবে না। এখন একবছরের ব্যবধানে ওখানে ফিরে গেলে তারা খুশি হবে সত্যি কিন্তু সন্দেহটা থেকেই যাবে। এ-অবস্থায় ওখানে যাওয়া যায় না। এরপরও লানা অন্যযুক্তি দিয়ে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু গিলের রুক্ষ মেজাজ দেখে কথাটা আর পাড়লোই না ও।

www.pathagar.com

এছোটো বাড়িটায় একা থাকতে প্রথমে লানার খুব ভয়–ভয় করছিলো। জায়গাটা ফোর্ট হারকিমারের কাছেই ছিলো। কিন্তু লানার মনে হলো ডিয়ারফিল্ডের চাইতেও বেশি নিঃসঙ্গ ও এখানে। মাসে একবার ওর সাথে দেখা করতে আসতো ন্যান্সি স্কুইলার। আগে রোজই নিয়মিত ও আসতো সন্ধ্যায় কাজের অবসরে। কিন্তু সময়টা ও কোথায় কাটায় ক্যাপ্টেনের কাছে তা উদ্‌ঘাটিত হওয়ার পর থেকে ওর রুটিনে ছেদ পড়ে যায়। সরল এবং হাসিখুশি মেয়ে ন্যান্সির উপস্থিতিটাও লানার নিঃসঙ্গতা দূর করতে পারেনি। ওর প্রফুল্লতায় লানা বরং আরো বিমর্ষ হয়ে পড়তো। ময়ূর পালকটি নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা ন্যান্সিই প্রথম নজরে এনেছিলো লানার।

'ওই পালকটা তো দেখছি কোথাও ঝুলিয়ে রাখেননি,' প্রথমবার দেখা করতে এসেই বললো ন্যান্সি। 'আমি ভেবেছিলাম আপনি ওটা ঝুলিয়ে রাখবেন। পালকটা সামনে থাকলে জায়গাটা আপনার কাছে বাড়ির মতন মনে হতো।'

ওর কথা শুনে ওই মুহূর্তে খুশি হলো লানা। বললো ঃ 'এক্ষুণি আমি খুঁজে বের করছি ওটা।' কিন্তু কোথাও পাওয়া গেলো না পালকটা। সামান্য যাকিছু আসবাবপত্র ওরা ডিয়ারফিল্ড থেকে সঙে করে এনেছিলো তার সবই অহেতুক ওলোটপালোট করলো ও আর ন্যান্সি।

'আমি ওটা মোড়কে বেঁধে রেখেছিলাম,' লানা বললো। 'চিনেমাটির সাদাপাত্রটা আনবার সময় শোকেসের ওপর থেকে পালকটা তুলে নিয়েছিলাম, মনে আছে আমার।'

'কোথাও নিশ্চয় জিনিসটা উঠিয়ে রেখেছেন আপনি। অথবা মিঃ মার্টিং আলাদাভাবে রেখে থাকবেন কোথাও।'

ওই রাতে গিলকে পালকটার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলো লানা। কিন্তু সে হলফ করে বললো জিনিসটা সে দেখেনি। 'ওটা কোথায় রেখেছো তোমারই তা জানবার কথা, লানা। জিনিসপত্র তো তুমিই বাঁধাছাঁদা করেছিলে।'

ব্যাপারটা নিয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে গিলের রাতের খাবার তৈরির কাজে আবার মনোযোগ দিলো লানা। অল্পঅল্প জ্বালে ভুট্টার জাউ পাকাচ্ছিলো ও। দুধ জোগাড় করা সাধ্যাতীত ছিলো বলে পানি মিশিয়ে ভুট্টার জাউ খেতো ওরা। তবে মাঝেমধ্যে ডেমুথের খাবারের ভাণ্ড থেকে সামান্য কিছু দুধ আলাদা করে রেখে গিলের কাছে পৌঁছিয়ে দিতো ন্যান্সি। ওই দিনগুলিতেই শুধু দুধের মুখ দেখতো ওরা। কিন্তু লবণ ছিলো এ–জায়গায় অতিদুর্লভ। সপ্তাহে মাত্র একদিন ওরা ব্যবহার করতো লবণ। ভুট্টাসেদ্ধ

www.pathagar.com

জাউয়ের বাটিটা গিলের সামনে রেখে দিয়ে চুল্লির পাশের মেঝেটার ওপর হাত-পা গুটিয়ে শুয়ে পড়লো লানা।

'তোমার খাওয়া উচিত।'

'কিছুই আমার দরকার নেই।'

'ডাক্তার বলেছেন খেলে ভালো হবে তোমার।'

মাথা নুইয়ে ওর দিকে তাকালো গিল। মুখটা কেমন ফ্যাকাশে এবং চিমসে দেখাচ্ছিলো ওর। রোগাটে হয়ে যাওয়ায় চিবুকটা লম্বা হয়ে গিয়েছিলো। দুই চোখের নিচে পড়েছিলো গাঢ় কালোছায়া। তা সত্ত্বেও ওকে তন্বী মনে হচ্ছিলো। তবে কেমন যেন একটু আহত লাগছিলো।

'তুমি জানো হেতুটা,' বললো গিল।

'জানি,' ও বললো। 'কিন্তু আমি সাহস পাচ্ছি না।'

'সাহস তোমাকে পেতেই হবে।'

'এসময় একটা বাচ্চা পেতে চাইবে কে? এরকম দুর্দশার মধ্যে বাস করে? নতুন করে এবছর জমিজিরাত আবাদের কাজ শুরু করার কোনো সুযোগ আমাদের নেই। কখন হবে, কে জানে।'

'বসন্তে আমরা ফিরে যেতে পারবো বলে আশা রাখি। তার জন্যেই আমি ওই সময়টা নাগাদ এখানে থাকতে চাইছি।'

'কোথায় ফিরতে চাইছো? ডিয়ারফিল্ডে?'

'আমি কোথাকার কথা বলছি বলে ভেবেছো তুমি?'

'এটা কতো দূরের জায়গা, গিল!'

'আগে যা ছিলো তার চেয়ে নিশ্চয় বেশি দূরের নয়।'

লানা কোনো জবাব দিলো না। গিলের দিকে ফিরেও তাকালো না। খাওয়া শেষ করে বাটিতে টুং করে চামচটা রাখলো গিল। শব্দটা শুধু ও শুনতে পেলো। উঠে গিয়ে ঘরের ওপাশ থেকে বন্দুকটা নামিয়ে আনলো গিল।

'ওটা দিয়ে কি করবে তুমি?'

www.pathagar.com

গিল বললোঃ 'আগামীকাল রোববার। আমি পাহাড়ের জংগলটায় গিয়ে দেখবো, কোনো হরিণ নেমে আসে কিনা।'

নিঃশব্দে বসে বন্দুকটা সাফ করলো সে।

লানা বললো ঃ 'বরফ খুব গভীর নয় ওখানে?'

'একজোড়া বরফজুতা ধার দিয়েছে আমায় অ্যাডাম হেল্‌মার। বোধকরি সেও যেতে পারে আমার সংগে।'

গিলের নতুন বন্ধু হেল্‌মার। লম্বাচওড়া জোয়ান। দেখতে অনেকটা দৈত্যের মতন। মাথায় সোনালি চুল, মুখে পাতলা সোনালি দাড়ি। ধূসর রংয়ের চোখ দুটি আশ্চর্য রকমের উজ্জ্বল। দৈহিক শক্তি এবং সৌন্দর্যের জন্যে মেয়েরা তার প্রশংসা করে থাকে। কিন্তু সে বিয়ে করতে নারাজ। প্রায়ই সে বলে বিয়ে করলে তাকে কাজ করতে হবে। এখন যেকোনো মেয়েই তাকে রাতে পেটপুরে খাওয়াতে পারলে বর্তে যায়। কিন্তু লানা তার ব্যাপারে কখনো খুশি হতে পারেনি। ওর অভিযোগ গিলকে সে বাইরে টেনে নিয়ে যায় – যে বিরল দিনগুলিতে তার ঘরে থাকবার কথা।

ওই রোববারে একটা রোগাটে মাদীহরিণ শিকার করেছে হেল্‌মার। আর গিলের গুলিছুট হয়েছে তিনতিনটি হরিণ। তারা শিকার করা হরিণটিকে কেটে বেঁটে নেয় এবং ফোর্ট ডেটনের নামার দিকের একটা গ্রামে এসে আলাদা হয়ে যায়। ডাঃ পেট্রির অফিসের দোকানে বাতি জ্বলতে দেখে নদী পেরিয়ে বাড়ি ফেরবার বদলে গিল ডাক্তারের সাথে দেখা করতে গেলো। ডাক্তার তখন একা ছিলো দোকানে।

গিলকে দেখে লোমশ ভুরুজোড়া ওপরে তুলে ডাঃ পেট্রি জিজ্ঞেস করলো ঃ 'বলো, কী চাই তোমার?'

গিল একখণ্ড কাটামাংস ডাক্তারের হাতে দিলো।

'এটা হরিণের মাংস, ডক্। বোধকরি আপনি মনে করতে পারছেন না আমাকে। আমার নাম মার্টিন। লিটল্‌স্টোন অ্যারাবিয়ায় গত সেপ্টেম্বরে আমার স্ত্রীর শরীর খারাপ হয়ে পড়ে। আপনি ওকে দেখতে গিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, ওর কথা আমার স্মরণ আছে। তোমার কথাও। ওর গর্ভস্রাব হওয়াটা খুবই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার ছিলো। ভারি ভালো মেয়ে ও। কিন্তু ওই ভিজিটের জন্যে তুমি আমাকে ফি দিয়েছিলে।'

www.pathagar.com

'হ্যাঁ।'

'এখন কেমন আছে ও।'

'সেজন্যেই তো আপনার পরামর্শ নিতে এলাম। ওর স্বাস্থ্য ভালো বলে মনে হচ্ছে না। কিছুই মুখে তুলতে চাইছে না। সারাদিন পড়ে থাকে ঘরে।'

'এর মধ্যে শরীরটা সেরে উঠবার কথা ওর। আরেকবার ওকে বোধহয় দেখতে হবে আমার। ওকে নিয়ে এসো তুমি আমার এখানে।'

'কোনো লাভ হবে না এতে। আপনাকে ভয় পায় ও। আজকাল সবকিছুতেই ওর ভয়।' হঠাৎ মুখটা লাল হয়ে উঠলো গিলের। দেয়ালে রাখা একটা বোতলের দিকে তাকালো সে। বোতলটার গায়ে আঁটা কাগজে 'সাল–আমন' কথাটা লেখা। অবিকল যেন একটি মেয়ের নাম।

'ওর অসুবিধা কি, মার্টিন?'

'আরেকটা বাচ্চা পেটে এলে ও আর বাঁচবে না। এটাই ওর বড়ো ভয়, ডক্। আমাকেও ওর সাংঘাতিক ভয়। একারণেই ওকে একা থাকতে না দিয়ে উপায় নেই আমার। বুঝতে পারছি না, কী করা উচিত আমার।'

নেকোশব্দ করে গিলের দিকে তাকালো ডাক্তার।

'আপনি কি মনে করেন আমার কিছু করা উচিত, ডক্? একটা অস্থিরতার মধ্যে আছি আমি। কিন্তু ওর ভীতিটা কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না।'

'মেয়েদের নানারকম বাতিক থাকে,' মন্তব্য করলো ডাক্তার। 'কিন্তু ওকে তো বুদ্ধিমতী মেয়ে বলেই মনে হয় আমার।'

'ঠিকই, বরাবর ও তাই ছিলো। স্ত্রী হিসেবে খুবই ভালো মেয়ে ও। আগাগোড়াই ছিলো ওরকম।'

'প্রথম বাচ্চার ব্যাপারে ওর মনে কোনো আতংক ছিলো?'

'মোটেও না, ডক্। তার জন্যেই তো আমার এমন দুশ্চিন্তা। একজন পুরুষমানুষের মতন প্রায় সবকিছুই ও সামাল দিতে পারতো। এনিয়ে আমার সাথে হাসি–ঠাট্টা করতো। ওর রসিকতা ছিলো সবসময় মার্জিত। আসলেই ও ভদ্র এবং রুচিশীল মেয়ে।'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি।'

www.pathagar.com

'কিন্তু মাঝেমাঝে আমি ভাবি, ডক্, ভিন্ন আচরণ না করলে হয়তো ও ঠিক হবে না।'

লম্বা একটা শ্বাস টেনে আবার বাতাসটা বুক থেকে বের করে দিলো ডাঃ পেট্রি। মার্টিনের স্ত্রীর কথা মনে পড়লো তার। বেশ সুশ্রী মেয়ে। প্রথম দেখার সময় তার ধারণা হয়েছিলো, খুব বুদ্ধিমতী এবং সংবেদনশীল হবে। এই যুবকটির সমস্যার কথা তখন সে জানতো না। কারো পক্ষেই জানা সম্ভব ছিলো না। জেকব স্মলের স্ত্রীর কথাই ধরা যাক্। প্রথম সন্তানটির সফল প্রসবের পর মেয়েটা পাগল হয়ে উঠলো আরেকটি সন্তানের জন্যে। ডাক্তার কিন্তু ওদের দুজনকে সেসময় সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলো, দ্বিতীয় বাচ্চা হওয়ার অর্থ প্রসূতির জীবন বিপন্ন হওয়া। আর এই মিসেস মার্টিন দিব্যি একডজন কি গোটা চৌদ্দয়েক বাচ্চা জন্ম দেয়ার ক্ষমতা রাখে। সম্ভবত শুরুতে সে তাই চেয়েছিলো। আশা করছিলো, একপাল বাচ্চায় ভরে উঠবে তার কোল। আর সে মেয়েই কিনা এখন পেটে বাচ্চা আসবে বলে মরণ ভয়ে অস্থির।

তার মা এবং দাদীর আমলে মেয়েদের মতিগতি বোঝা অমন কঠিন ছিলো কিনা অবাক হয়ে কথাটা ভাবলো ডাক্তার। কিন্তু সে কিছুই আন্দাজ করতে পারছিলো না। সেনাবাহিনীর সার্জন হিসেবে প্রশিক্ষণ লাভের পর এ-জায়গায় এসে কাজ শুরু করে সে। এবং তারপর থেকে চৌদ্দ বছর ধরে আছে এই জার্মান ফ্লাট অঞ্চলে। এ-সময়টায় কম করে হলেও একশটি মেয়ের সন্তান হয়েছে তার হাতে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই যুবকটির অতিসহজ একটি প্রশ্নের জবাব সে দিতে পারছে না।

তাকে সাহায্য করতে পারলে খুশি হতো ডাক্তার। তাদের দুজনকেই সাহায্য করার ইচ্ছা ছিলো তার। নিজের স্ত্রী সুশ্রী নয় বলে সব সুন্দরী যুবতী মেয়ের প্রতি কেমন একটু পাগলাটে দুর্বলতা বোধ করে সে। যাহোক মার্টিনকে সে স্পষ্ট করেই বলে দেবে, তার কাছে প্রশ্নটার জবাব নেই। কোনো জবাবই নেই।

ডাক্তারের গম্ভীর লালচে ব্যাভেরিয়ান মুখটির দিকে তাকিয়ে শংকাবোধ করতে শুরু করলো গিল।

'ডক,' সে বললো, 'আপনার কি মনে হয়, ওর কোনো রোগ হয়েছে? আমি ওর শরীরের ভেতরকার অসুখের কথা বলতে চাইছি।'

ফেটে পড়লো ডাক্তার। নির্ভেজাল জার্মান ভাষায় শাপান্ত করলো।

www.pathagar.com

'না, আমি তা মনে করি না! শনির দশার সময় ওকে ভূতে পেয়েছে। সম্ভবত সপ্তাহ তিনেক বাদে ভূত নামবে ওর ঘাড় থেকে। তখন সব ঠিক হয়ে যাবে। ও মেয়ে পেটে ধরতে পারবে যতোখুশি বাচ্চা তুমি ওকে দিতে চাও। ঝুড়ি–ঝুড়ি হলেও পারবে। হ্যাঁ এটা ঠিক, ওকে দেখলে মনে হবে কচি খুকি। কিন্তু আমার চোখ দিয়ে যদি দ্যাখো অমন মনে হবে না হে ছোকরা।'

দুর্বল হয়ে পড়লো গিল।

'ওর মাও আমাকে ঠিক একথাই বলেছিলেন। বোরস্ট বংশের সবমেয়েরেই নাকি বাচ্চাকাচ্চা হয় বেশি। এবং অনায়াসেই হয়। আমি অবাক হয়েছিলাম কথাটা শুনে। আর এখন–'

'হ্যাঁ,' ডাক্তার বললো। 'আর এখন…।' বড়ো বড়ো চোখ তুলে গিলের দিকে তাকালো সে। 'আমি বুঝতে পারছি না। তুমি পারছো? ব্যাপারটা সত্যি আমার বুদ্ধির বাইরে।'

গিল মাথা নাড়লো। 'বোধকরি বলা খুব কঠিন।'

'তুমি ভাবছো আমি তোমাকে হতাশ করছি,' গোঁ গোঁ করলো ডাক্তার। 'কিন্তু আমার কিছু করার নেই। হাড় ভাংলে আমি জোড়া দিতে পারি। ক্ষতস্থান সেলাই করতে পারি। স্বচ্ছন্দে বাচ্চা প্রসব করাতে পারি।' হঠাৎ ধর্মানুরাগে গদগদ হয়ে পড়লো সে। 'প্রভুই মানুষের আত্মার খবর রাখেন। আত্মার শান্তির বিধায়কও তিনি। আমি সবকিছু জানবো এবং বুঝবো, এ–তুমি আশা করতে পারো না।'

'আপনাকে বিরক্ত করতে আমি চাইনি। যাতে আবার ভুল করে না বসি, তাই শুধু জানতে এসেছিলাম।'

গিলের সাথেই উঠে দাঁড়ালো ডাক্তার এবং করমর্দন করলো।

'তুমি ভালো মানুষ হে, মার্টিন। কিন্তু এমনকিছু ব্যাপার আছে যখন ভাগ্যের ওপর ভরসা রাখতে হয়। অথবা বিধাতার ওপর। কিংবা অন্য কোনকিছুর ওপর। আমার মনে হয়, এটাও ঠিক ওরকম একটা ব্যাপার। প্রভুর কাছে প্রার্থনা করছিলাম, যদি আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতাম। কিন্তু আমি পারছি না। আমি ক্লান্ত। তুমি এখন যাও। কিছু পান করে বুকটা শীতল করো। আর রাতের খাবারের পাটটাও গিয়ে চুকিয়ে ফ্যালো।'

www.pathagar.com

মেঝে থেকে শিকারের হরিণের অর্ধেকটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো গিল।

'কিন্তু শোনো,' পেছন থেকে বললো ডাক্তার। 'অধৈর্য হওয়া খুব সহজ। বুঝলে তো? এতদিন তুমি ধৈর্য ধরেছিলে। আর কিছুদিন অপেক্ষা করলে এমন কোনো লোকসান হবে না তোমার।'

নদীতে নেমে বরফের স্তূপ পার হলো গিল। হরিণের মাংসের একটা খন্ড ডেমুথের ওখানে দেবে বলে হাঁটা দিলো। কিন্তু ভেতরে ঢুকতেই বুঝলো ন্যান্সি ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই। দরোজা খুলেই একগাল হেসে ন্যান্সি তাকে বললো, 'ক্যাপ্টেন এবং গিন্নি দুজনই গেছেন হারকিমারের বাড়ি। রাতে ওখানেই থাকবেন ওঁরা। কপারনলও বাইরে।' দরোজাটা ও খুলে ধরে দাঁড়িয়ে থাকলো যাতে গিল ভেতরে প্রবেশ করে। ওর মাথার হলুদাভ চুলে ঢেউ তুলছিলো মোমবাতির নরোম স্নিগ্ধ আলো।

'বসে শরীরটা বরং একটু গরম করুন,' গিলের হাত থেকে মাংসখণ্ডটা নিতে নিতে বললো ন্যান্সি। 'এখুনি আমি এটা রেখে আসছি, মিঃ মার্টিং। আপনার জন্যে কিছু সালসাও নিয়ে আসছি। ক্যাপ্টেন ওটা আপনাকে দিতে চেয়েছেন।'

রান্নাঘরটা ছিলো বেশ উষ্ণ। চুল্লিতে গাঢ় হয়ে জ্বলছিলো আগুন। চারপাশের ধূসর দেয়ালে সঞ্চারিত উষ্ণতার সুখকর আরামের লোভটা কিছুতেই সংবরণ করতে পারলো না গিল। তীব্র শীতের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ শিকারের সন্ধানে ঘুরে শরীরটা একদম শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো তার। সমস্ত শরীরে আগুনের উত্তাপ অনুভব করতে শুরু করলো সে। এবং ন্যান্সির অপেক্ষায় থেকে বসে বসে ঝিমোতে লাগলো। ভাঁড়ার ঘরে এবং তার পরেই পেছনের আরেকটা ঘর থেকে ভেসে আসছিলো ওর পায়ের আওয়াজ। ফিরতে দেরি হচ্ছিলো ওর। একটা গ্লাস হাতে নিয়ে লঘুপায়ে ওকে আসতে দেখলো গিল। গ্লাসটা হাত বাড়িয়ে নেয়ার সময় দেখলো, মাথায় লাল ফিতা বেঁধে এসেছে ও।

ফিতাটা বাধ্য করলো তাকে ন্যান্সির দিকে তাকাতে।

'আমার পাশে এই গরম জায়গাটায় এসে বসো,' সে ওকে আমন্ত্রণ জানালো।

মুখচেপে একটু হাসলো ও। পরক্ষণেই চুল্লি এবং গিলের মাঝখানে পাতা একটা লম্বা কাঠের আসনে বসে পড়লো।

'তুমি সত্যি সুন্দর, ন্যান্সি,' আবেগজড়ানো কণ্ঠে বললো গিল।

www.pathagar.com

আকর্ণ মুখমণ্ডল লাল হয়ে উঠলো ন্যান্সির। মৃদু সঞ্চালনে মদির নীল চোখ দুটি তুলে ধরে তাকালো ও গিলের পানে।

'আঃ, মিঃ মার্টিং!'

কী যেন বলবার জন্যে মনের সংগে যুদ্ধ করে চলছিলো ন্যান্সি। নিস্পন্দ বসে থেকে ওর এই ভাবান্তর লক্ষ্য করছিলো গিল। ওর যৌবনউদ্বেল দেহের অপরূপ কান্তি এবং সুরভিত লাবণ্যকে কিছুমাত্র ম্লান করতে পারলো না ওর নির্বোধ মুখখানি। লানার রোগদীর্ণ পাণ্ডুর দেহের সাথে ন্যান্সির ভরাট অঙ্গের ঢলো-ঢলো গোলাপি কমনীয়তার তুলনা করে দেখলো সে। ন্যান্সিকে আশ্চর্যরকমের উষ্ণ এবং প্রাচুর্যময়ী মনে হলো তার কাছে।

'এটা নাও,' গ্লাসটি বাড়িয়ে ধরে বললো গিল। 'তোমার ভাগ খেতেই হবে তোমাকে।'

'আঃ, মিঃ মার্টিং! কর্তাগিন্নি বলেন, এরকম মগজ নিয়ে আমার কখনো সুরা পান করা ঠিক নয়।'

'যতোসব বাজে কথা। এতে তোমার কিছু হবে না। আমি আর বেশিক্ষণ তোমার সাথে অনর্থক লুকোচুরি খেলতে পারবো না।'

'মিসেস মার্টিং সত্যি কেমন রোগাটে হয়ে পড়েছেন,' ন্যান্সি বলে উঠলো।

'হ্যাঁ। ওটা ওর দোষে হয়নি। খাও, খেতে থাকো।' গিলের স্বরে উগ্রতা।

গ্লাসে চুমুক দিলো ন্যান্সি। বড়ো বড়ো চোখ তুলে তাকালো গিলের দিকে। ওর শ্বাস কেমন যেন একটু রুদ্ধ হয়ে এলো। জোরে হেসে উঠে গ্লাসে আরেকটি চুমুক দিলো।

ওর মুখের পরিবর্তনটা লক্ষ্য করছিলো গিল। সুরার মাদকতায় লাল হয়ে উঠলো ওর মুখ। দুই চোখের তীব্র চাহনিতে জাগলো এক মদির নেশা। এক জান্তব তৃষ্ণায় উন্মুখ হয়ে বসে থাকলো কিছুক্ষণ। কন্ঠস্বর হয়ে উঠলো শানিত। 'আঃ, মিঃ মার্টিং!'

দুই বাহুতে কোমর জড়িয়ে ধরে একঝটকায় ওকে বুকের কাছে টেনে আনলো গিল। তার হাত অনুভব করলো ওর কোমরের স্পন্দন এবং স্ফীতি। তার চুমুর উষ্ণতার ছোঁয়া লাগবার সংগেসংগেই ওর দেহে টালমাটাল হয়ে উঠলো এক প্রচণ্ডশক্তি। আপনা থেকেই এ শক্তি যেন গিলকে গ্রাস করে ফেললো। পরমুহূর্তেই তার বাহুর ভেতরে একটি নিরেট পাথরের মতন দৃঢ়সংবদ্ধ হয়ে থাকলো ও। তার কাঁধে ঝুলে পড়লো ওর

www.pathagar.com

মাথা। গ্রীবাখানি উদাম হয়ে নুইয়ে থাকলো আলোর দিকে। এবং একখানি হাত অবসন্ন হয়ে টানতে লাগলো ওর দুই পুরুষ্ট স্তনের মাঝখানের জরির বক্ষবন্ধনীটি। এই নিঃসাড়তাই আবার হাতখানিকে ন্যস্ত করলো ওর উরুর ভাঁজে। ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে উঠলো ওর মুখগহবর। নড়বড়ে ঠোঁট দুটিতে ফিরে আসতে লাগলো স্বাভাবিকতা। কপালে এবং নাকের নিচে বিন্দু-বিন্দু ঘামের লহরটিই ছিলো ওর মধ্যে জীবনচাঞ্চল্যের বোধকরি একমাত্র নিদর্শন।

চোখ নিচে নামিয়ে ন্যান্সির দিকে একপলক তাকালো গিল। দেখলো, ওর ঠোঁট দুটি ফিস্‌ফিসিয়ে উঠছে কিছু উচ্চারণ করবার জন্যে। 'আঃ, মিঃ মার্টিং!' ওকে বলতে শুনলো সে। জানতো, কথাটা ও বলবেই। ওর উচ্চারিত এই শব্দকটি অসুস্থ করে তুললো তাকে। লম্বা আসনটার কোনার দিকে ওকে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে।

রাতের শরীরটায় লেপ্টেছিলো হাড়কাঁপানো শীত। বরফের মতন স্বচ্ছ ছিলো আকাশ। ছুরির ফলার মতন খোঁচা দিচ্ছিলো কন্‌কনে হিমেল বাতাস। ঠাণ্ডায় প্রায় অবশ হয়ে আসছিলো দস্তানাআবৃত দুইহাতের তালু পর্যন্ত গিলের সমস্ত শরীর। হরিণের খণ্ডটি এবং রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে বরফঢাকা রাস্তা ধরে সে হাঁটতে শুরু করলো বাড়ির দিকে।

নদীর ওপারে পুরনো প্যালাটাইন বসতের বাতিগুলিকে কেমন সংকুচিত এবং ঝাপসা দেখাচ্ছিলো খুঁটির ওপর। বরফঢাকা পাহাড়ের টিলার ওপর অন্ধকারে ডুবেছিলো দুর্গটা। রাস্তার ধারের বাড়ি এবং গোলাঘরগুলিকে ছোটো ছোটো ফাঁকা বাক্সের মতন দেখতে মনে হচ্ছিলো। উপত্যকার আরো নিচের দিকে নতুনকাটা মাটির ভরাট জায়গাটার ওপর ফোর্ট হারকিমারের চারদিক্‌ঘেরা ছুঁচলো খুঁটির বেড়া। ওখানে ছিলো দুটি ব্লকহাউস এবং পাথরের পুরনো আমলের গির্জাটি। তুষারাচ্ছন্ন রাতের অন্ধকারে কেমন নীরব নিথর দেখাচ্ছিলো তারাজ্বলা আকাশের নিচে ব্লকহাউস আর গির্জার চূড়াগুলিকে। গিলের বরফজুতা জোড়ার দ্রুততালের রাশভারি শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ ছিলো না কোথাও।

একটানা হেঁটে চলছিলো গিল। কেমন একটা অন্ধআক্রোশে ফুঁসছিলো তার মন। নিজের পায়ের শব্দও তার কানে আসছিলো না। উপত্যকাটার দিকেও তাকাচ্ছিলো না সে। তার ক্লান্ত মাথার মগজে ধোঁয়ার কুণ্ডলির মতন কেবল কিলবিল করে চলছিলো ন্যান্সি, লানা এবং তার নিজের ভাবনা। মানবিক ভব্যতার ধারণাটাও জট পাকাচ্ছিলো

www.pathagar.com

সেখানে। স্কুইলারের কুঁড়েঘর এবং বরফঢাকা নদীর পাশের জানলা থেকে আসা ক্ষীণ বাতিটির আলোও তেমন একটা চোখে পড়লো না তার।

দরোজা খুলতেই সে দেখলো রাতের খাবার সামনে নিয়ে তার অপেক্ষায় বসে আছে লানা।

'অ্যাডাম একটা মাদীহরিণ শিকার করেছিলো,' গিল বললো। 'এটা তার মাংস। ভুট্টার জাউটা ফেলে দিয়ে বরং কিছুমাংস ভাজি করে নাও।'

টুলটার ওপর চুপচাপ বসে পড়লো সে। আর চোখ তুলে লানাকে দেখতে লাগলো। চুল্লির সামনেই বসেছিলো লানা। ওর শীর্ণ মুখে ছিলো স্বামীর প্রতি কর্তব্যবোধের একটি নীরব অভিব্যক্তি। জামাকাপড়ের ভেতর থেকে নিজের ঘামের গন্ধ নাকে এলো তার। স্যাঁতস্যাঁতে দেয়ালের এই ছোটো ঘরটার জন্যে সে লজ্জাবোধ করলো। নিজের বিরুদ্ধে এবং একইসংগে লানা আর ডাঃ পেট্রির বিরুদ্ধেও সে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। পেট্রি আসলে লানার রোগটার কিছুই ধরতে পারেনি। কেবল বক্‌বক্‌ই করলো লোকটা।

হরিণমাংসের একটা খণ্ড ভেজে নিয়ে টেবিলে রাখলো লানা। খপ্‌ করে ওর হাতের কব্জি ধরলো গিল।

'আমার সাথে বসো এবং কিছু খাও।'

'আমার একটুও ক্ষুধা নেই, গিল।'

''আমি বল্‌ছি, আমার সাথে বসে কিছু মুখে দাও।'

'আগেই আমি রাতের খাবারটা খেয়ে নিয়েছি,' বললো লানা।

'বলছি, বসে কিছু খাও তুমি।'

লানা বসলো।

'একটা প্লেট নিয়ে এসো। টেবিল ছেড়ে একা তোমাকে খেতে দেবো না।'

একখানা প্লেট নিয়ে এসে গিলের পাশে বসলো ও। নিঃশব্দে গ্রহণ করলো গিলের সাহায্য। চোখ তুলে ঘনঘন তাকাতে লাগলো তার দিকে।

'আমি আর পারছি না, গিল!' দুইচোখ ওর অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। গিল দেখলো, নাক বেয়ে ওর দুইগালের ওপর দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়ছে পানি।

www.pathagar.com

'তুমি আবার আগের মতন শুরু করেছো দেখতে পাচ্ছি। মাঝখানে তুমি আমার সাথে রূঢ় ব্যবহারটা ছাড়তে যাচ্ছিলে। আজ রাতে তুমি কী করবে, ভাবছো আমি তা আচ করিনি?'

মাংস নিয়ে ওকে কসরত করতে দেখলো গিল। ভাবলো, ও বুঝি ফের অসুস্থ হয়ে পড়বে। কিন্তু না, কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিলো লানা। দাঁতেছিঁড়ে চিবিয়ে অতিকষ্টে মাংসটা খাওয়ার পর বিনীতভাবে গিলের দিকে তাকালো ও। গিল বুঝলো, তার মনের ভাবটা পুরোপুরি ও ধরতে পেরেছে। ওর মুখখানা মুহূর্তেই মরামানুষের মুখের মতন সাদা হয়ে উঠলো। অশ্রুভেজা চোখদুটিতে ফুটে উঠলো কেমন একটা ভয়ভয় চাহনি। একটা কথাও আর বললো না ও।

পরদিন সকালে চুপচাপ থাকলো ওরা। একটানা কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রায়বন্ধ ছিলো দুজনের মুখ। কেবল বিশেষ গরজে পড়লে হুঁ-হাঁ করেছে মাঝেমধ্যে। গিল মনে মনে ভাবতে লাগলো, ডেমুথের পরিচারিকাটির সাথে ঝুলে না পড়ে ভালোই করেছে সে। কিন্তু লানার দিকে তাকালে তার ইচ্ছা করতো বাড়ি থেকে ছুটে পালিয়ে যেতে। লানা এখন পুরোপুরি বশ মেনেছে। কিন্তু এই বশ্যতার মধ্যে লুকানো ছিলো ওর দৈহিক অক্ষমতার একটা ভীতি।

বড়োদিনে অভিমান ভাংলো গিলের। পয়সার টানাটানি থাকায় দোকান থেকে সস্তা দামের একটুকরো ফিতা কিনে লানাকে উপহার দিলো সে। যান্ত্রিকভাবে ফিতাটা মাথায় বাঁধতে বাঁধতে নারীসুলভ নাটুকেপনায় লানাকে কৃত্রিম আনন্দ প্রকাশ করতে দেখে গিল ক্ষেপে গেলো। চেঁচিয়ে বললো ঃ 'দোহাই তোমার, ওটা ছুঁড়ে ফেলে দাও।'

লানার হাতদুটি ওর চুলের ভেতর থমকে গেলো। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে গিলকে দেখতে থাকলো ও। যখন গিল বাড়ি থেকে ছুটে বেরুবার জন্যে তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো অমনি দরোজার সামনে গিয়ে তার পথরোধ করলো লানা।

'গিল!' ডাকলো ও।

ওর রক্তশূন্য মুখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলো গিল। হাত বাড়িয়ে সংগে সংগেই ওকে আঁকড়ে ধরলো সে। এবং হঠাৎ ভেঙে পড়লো।

' সবটাই ভুল, লানা। সবটাই আমার ভুল।'

www.pathagar.com

সে আর কথা বলতে পারলো না। ওদের দুজনার মাঝখানে একটা নিস্তব্ধতা সঞ্চারিত হয়ে ছেঁকে ধরলো কুঁড়েঘরটাকে। বাইরের শীতার্ত রাতের নৈঃশব্দের সাথে একাকার হলো এই নিঃসাড়তা নিজের বুকের স্পন্দন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলো গিল। এবং একসময় সবিস্ময়ে সে বুঝতে পারলো তার বুকের ভেতর থেকে শ্বাস বেরুচ্ছে।

'কথাটা ঠিক নাও হতে পারে,' বললো লানা।

'মরামানুষের মতন লাগছে তোমায়!' তার হৃৎপিন্ডের ভেতর থেকে ছিটকে বেরুলো শব্দগুলি। 'তোমাকে দেখলে মনে হয় যেন আমি তোমায় নিঃশেষ করে ফেলেছি।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, গিল।' বিবর্ণ দেখালেও ভাবনার রেখা ফুটে উঠলো লানার মুখে। কিন্তু আগের মতো তাৎক্ষণিক সাড়াজাগানোর কোনো লক্ষণ ওতে ছিলো না। ওর দিকে তাকিয়ে গিল বুঝলো, মুখের সেই উদ্ভাসন ওর উধাও হয়েছে চিরকালের মতো।

'তুমিই কেবল এর জন্যে দায়ী নও, গিল,' ফের বললো লানা। 'আমিও দায়ী অনেকখানি।'

ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতেই পুরনো গির্জার ঘন্টাধ্বনি শুনলো ওরা। গির্জার ঘন্টাঘর থেকে ওটা সরিয়ে এনে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিলো দুর্গের সেনানিবাসের দরোজার ওপর। ঘন্টাটা এখন কামান দাগানোর হুঁশিয়ারি সংকেতের কাজেও ব্যবহার করা হচ্ছিলো। বরফের ওপর দিয়ে কাঁপন জাগিয়ে ধীর মন্থরতালে বেজে চলছিলো ঘন্টার আওয়াজ।

লানার দুই চোখের করুণ জিজ্ঞাসাটা লক্ষ্য করলো গিল।

'চলো, ওদিকে যাই আমরা,' বললো সে।

বরফ ডিঙিয়ে ওরা গেলো গির্জায়। প্রার্থনায় কোনো আনন্দ পেলো না দুজনই। রেভারেন্ড মিঃ রোজেনক্র্যান্টিজ্ ধর্মোপদেশ দিচ্ছিলেন গির্জার বক্তৃতামঞ্চ থেকে। এই দুর্গম দেশের নির্জনতায় প্রভুর নৈকট্যের গভীর উপলব্ধির কথা বলছিলেন তিনি। এবং প্রার্থনা করছিলেন যেন নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে এবং সুখে সার্থক হয় বিধাতার গড়া এই পৃথিবী। যাজকের এই উপদেশ কিংবা তাঁর প্রার্থনাও ওদের অনুপ্রাণিত করতে পারলো না। গির্জার ঘেরাও দেয়া বসবার জায়গার মাঝখানে রাখা চেপ্টাপাত্রগুলিতে ভরা ছিলো পানি। পাথরের দেয়াল চুইয়ে আসা বরফ আটকানোর জন্যে পাত্রগুলি বসানো হয়েছিলো ওখানে। জানলার শার্সি গলিয়ে আসছিলো তুষারধোয়া শুভ্র আলোর ঝলক।

www.pathagar.com

ওদের দুজনেরই হাড়ে এসে লাগছিলো বাইরের ঠাণ্ডাভেজা বাতাসের ঝাপ্টা। কিন্তু এসবের কোনো কিছুই স্পর্শ করলো না ওদের অনুভূতিকে। পাশাপাশি বসেছিলো ওরা। ছোঁয়াছুঁয়ি না হলেও নিবিড় সান্নিধ্যের মধ্যেই ছিলো দুজন।

www.pathagar.com

তিন
ওরিস্কানি
১৭৭৭

১
রেডইণ্ডিয়ান সভার আগুন

ডিয়ারফিল্ডের পশ্চিমে মোহক নদী উত্তর থেকে এসে পুবদিকে নিয়েছে প্রকান্ড একটা বাঁক। এখানে বরফঢাকা উন্মুক্ত জলাজায়গাটার মাথায় বেড়িবাঁধের ওপর মুখ তুলে দাঁড়িয়েছিলো স্ট্যানউইক্স দুর্গের কাঠের চৌদিকঘেরা প্রাচীরটি। পুরোনো খুঁটি এবং বেড়াগুলি বদল করে এটির নতুন রূপ দেয়া হয়েছে কিছুকাল আগে। খোলা প্রান্তরটার ওদিকে বনভূমির গাছপালাগুলিকে তুষারতাড়িত বাতাসে কেমন বিশীর্ণ দেখা যাচ্ছিলো। অলসভংগিতে সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো দুর্গের টহল রক্ষীরা। ধোঁয়া বেরুচ্ছিলো তাদের নিঃশ্বাস থেকে। নবেম্বরের পর তাদের জন্যে দেখবার মতো তেমন আর কিছুই ছিলো না। নদীটাও এখন মরা। কোনোরকমে ঝিরঝিরিয়ে বয়ে চলেছে বরফের তলা দিয়ে। দুর্গের তত্ত্বাবধানে থাকা দুটি ছোটো পরিত্যক্ত খামারেও ছিলো না জীবনের কোনো চাঞ্চল্য। পাঁচটি ওনিডা রেডইণ্ডিয়ানের বরফ জুতার দাগ ছাড়া কোথাও আর কোনোকিছুর আভাসমাত্র ছিলো না। সেদিনই ভোরবেলা পশ্চিমদিকে ঢালু হয়ে নামা দুর্গের বাঁধের ওপর দিয়ে হেঁটে এসেছিলো ওনিডাদের দলটি। পেছনের খিড়কি ফটক দিয়ে তাদের ঢুকতে দেয়া হয়েছিলো ভেতরে।

তারা এখন দুর্গকর্তার বাসভবনে। গোশালার মতন দেখতে কাঠের ফ্রেমের নিচু এই বাড়িটি দুর্গের উত্তরদেয়াল সংলগ্ন। বাড়ির ছাদের শেষমাথায় চিমনি থেকে স্বচ্ছ ফিতার মতন হাল্কা নীলরেখায় ধোঁয়া উঠে মিলিয়ে যাচ্ছিলো আকাশের ধূসরতায়।

দুর্গ অধ্যক্ষের অফিসঘরটি অফিসারদের মেসরুম হিসাবেও ব্যবহার করা হতো। এর দেয়াল ছিলো হাতের তৈরি বোর্ডের। সবকটি টেবিলই করাতেকাটা তক্তার। গ্যারিসনের নিজস্ব ছুতাররা বানিয়েছিলো ভারি মোটা চেয়ারগুলি। এসব টেবিল এবং চেয়ারে সজ্জিত কামরাটি। কোনো একটি চেয়ারেই আরাম করে বসবার উপায় ছিলো না। অফিসকক্ষের শেষমাথার বড়ো টেবিলটার সামনে গন্‌গনে আগুনের চুল্লিটার দিকে

www.pathagar.com

পিঠদিয়ে বসেছিলো কর্নেল এল্‌মোর। নিউইয়র্কের ওদিক্‌কার লোক সে। আস্তিনওয়ালা শার্ট তার গায়ে। কোটটা ঝোলানো ছিলো তার চেয়ারে। টেবিলের নিচে গাদাগাদি হয়ে বসেছিলো কম্বলজড়ানো চারজন রেডইণ্ডিয়ান। তাদের ঘর্মাক্ত শরীর থেকে বেরুচ্ছিলো আঁশটে গন্ধ। না দেখার মতন চোখ পিটপিটিয়ে সবকিছুই দেখছিলো তারা। অধ্যক্ষের উল্টাদিকে টেবিলের শেষপ্রান্তে দাঁড়ানো ছিলো পঞ্চম রেডইণ্ডিয়ানটি।

এই রেডইণ্ডিয়ানটি একজন বৃদ্ধ। কিন্তু তার শরীরের গড়ন এবং ভাবভংগিটি ছিলো সাহসী তাগড়া জোয়ানের মতো। বাজপাখির মতন দেখতে তার হাল্কাপাতলা টানটান মুখ। বুক চিতিয়ে কর্নেলের দিকে দৃষ্টি তুলে ধরে সোজা তাকালো সে। তার গলার ধীরগম্ভীর স্বর ওঠানামা করছিলো তালমাত্রার সাযুজ রেখে। আরেকটি টেবিলে বসা একজন গ্যারিসন অফিসার রাজহাঁসের পালকের কলমে খসখসে শব্দ তুলে তার কথাগুলি তরজমা করে টুকে রাখছিলো কাগজে। বৃদ্ধ রেডইণ্ডিয়ানটি বলছিলো ঃ

'ওননড়াগাদের সম্মতি নিয়ে ওনিডা জাতি তাদের প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের পাঠিয়েছে এখানে। গতকাল ওননড়াগা গোষ্ঠীর লোকেরা এসেছিলো আমাদের গ্রামে। তারাই আমাদের এই বিষাদপূর্ণ খবরটা দিয়ে জানায়, ওননড়াগা সভাগৃহের আগুন নিভে গেছে।'— কথাটা বলবার সময় তার স্বর একমুহূর্তের জন্যে উঁচুগ্রামে উঠেছিলো। 'যাহোক, আমরা আমাদের কনফেডারেশন তথা রাষ্ট্রসমবায়ভুক্ত জাতিসমূহের মাধ্যমে আমাদের ক্ষুদ্রশক্তি দিয়ে শান্তির সপক্ষে দাঁড়ানোর জন্যে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে, সমাবেশের আগুন নির্বাপিত। ভ্রাতা, মনোযোগ দিয়ে শুনুনঃ আমাদের সবার মঙ্গলের জন্যেই এই খবরটি অবিলম্বে জেনারেল স্কুইলারকে দেয়া খুবই জরুরি। আমাদের এই সমর্থনের নিদর্শন হিসেবে আমরা এই কোমরবন্ধটি টেকেইয়ানে –ডোন্‌হোটি'র কাছে অর্থাৎ স্ট্যানউইক্স দুর্গের অধ্যক্ষ কর্নেল এল্‌মোরের কাছে জমা রাখছি। শান্তির সাথে সম্পর্কিত সকল বিষয় তদারক করবার জন্যে জেনারেল স্কুইলার তাঁকে পাঠিয়েছেন এখানে। অতএব আমরা তাঁকে অনুরোধ জানাবো, প্রথম সুযোগেই যেন তিনি আমাদের এই বার্তা জেনারেল হারকিমারের কাছে উপস্থাপন করেন।– ভ্রাতা, মনোযোগ দিয়ে শুনুনঃ এই কোমরবন্ধটি জেনারেল স্কুইলারের কাছে পাঠানো হোক। এতে তিনি বুঝতে পারবেন, আমাদের পরামর্শসভার আগুন নিভে গেছে। এবং এটা আর জ্বলবে না—।'

www.pathagar.com

বার্তাবাহক জো বোলিও হাল্কাপাতলা গড়নের লোক। দেখলে মনেহয়, তার পায়ের গ্রন্থিগুলি যেন ঝুলে পড়েছে। নাল–লাগানো বরফজুতা ব্যবহার করে সে। বকের পায়ের পেছনের আঙুলের দাগের মতন বরফের ওপর দাগ পড়ে তার জুতার। কর্নেল এল্‌মোর লবণদেয়া শুয়োরের মাংস খেতে দিয়েছিলো ওনিডা রেডইণ্ডিয়ানদের। ওরা তখনো আরাম করে মাংস চিবুচ্ছিলো। কিন্তু জো বোলিও তার আগেই বেরিয়ে পড়লো দুর্গ থেকে। নদীর ডানতীর ধরে অগ্রসর না হয়ে সে সোজা হাঁটা দিলো নদীর বুক বরাবর বাতাসে জমাট হয়ে থাকা বরফের ওপর দিয়ে।

বুড়ো রেডইণ্ডিয়ান নীলপিঠ দুপুরবেলা তার কুঁড়েঘরের দরোজার বাইরে নাক মেলে ধরতেই দেখতে পেলো রানারকে। ওরিস্কানি নদীর মুখেই ছিলো গাছের বাকলে ছাওয়া নীলপিঠের ঘরখানা। অনেকক্ষণ ধরে সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো মাথা নুইয়ে, থপথপ পা ফেলে ছুটতেথাকা লোকটিকে। লোমশ র‍্যাকুন চামড়ার টুপি ছিলো মানুষটার মাথায়। ঘন্টায় চারমাইল বেগে হাঁটছিলো সে।

'কান্ডটা দেখলে তো', নীলপিঠ বললো তার বউকে। 'বোধকরি খুব তাড়া আছে জো বোলিওর।'

'তাকে ডেকে বললেই তো পারো এখানে এসে একটু জিরিয়ে নিতে,' হরিণের চামড়ার জন্যে গাছের ডালের শলা জড়ো করতে গিয়ে বললো বউটি।

'এরকম শীতের মধ্যে পথে কেউ থামতে পারে না,' নীলপিঠ বললো। ঘরের দরোজাটা ভেজিয়ে দিলো সে। 'তাছাড়া, সবসময় রামমদের ফিকিরে থাকে জো।'

'আমাদের ঘরে তো এখন ও–জিনিসটা নেই,' বললো স্ত্রীলোকটি।

পেটে হাত রেখে বসে পড়লো নীলপিঠ।

'না, নেই,' স্বীকার করলো সে। 'কিন্তু জো বোলিওর গন্ধ পেলেই রাম খাওয়ার ইচ্ছা জাগে আমার মনে।'

বিছানায় পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো সে। মাথার ওপর ঝুলেথাকা ময়ূর পালকটির গা থেকে তার দৃষ্টিটা বউয়ের ওপর গিয়ে পড়লো। বউয়ের পেটটা বাড়ছিলো। দৃশ্যটা দেখে একটা মিশ্র অনুভূতি জাগলো তার মধ্যে। এই বুড়ো বয়েসে একটি বৈধসন্তানের পিতা হওয়ার মতো যোগ্যতা তার আছে গোত্রের কাছে প্রমাণটা তুলে ধরতে পারা

www.pathagar.com

কমগর্বের ব্যাপার নয়। কিন্তু একইসংগে এবয়েসে তিনটি প্রাণীর জন্যে শিকার ধরে আহার্য জোটানোও রীতিমতো একটা কঠিন শ্রমের কাজ।

নদীর মাঝখান দিয়ে বরফ ডিঙিয়ে দ্রুততালে যাওয়ার সময় রেডইন্ডিয়ানদের একসার শ্যান্টি অর্থাৎ জীর্ণ কুঁড়েঘর নজরে পড়লো জো বোলিওর। কাঠবিড়ালের চোখের মতন দেখতে দুইক্ষুদে গোলাকার চোখ তুলে সে দেখলো নীলপিঠের দরোজার ফাঁকটা বন্ধ হতে।

'দোহাই প্রভুর,' মনে মনে ভাবলো সে, 'ওই বুড়ো জংলিটার ঘরে নির্ঘাত কিছু মদ আছে। এবং সে নিশ্চয় ভয় করেছে, আমি তার ওখানে গিয়ে হয়তো ওতে ভাগ বসাবো।'

ঘন্টাদুই পরে ডিয়ারফিল্ডে এসে মার্টিনের কেঠোঘরটায় ঢুঁ মারলো জো। কিছু পরিত্যক্ত জিনিস ঘরহাতড়ে পাবে বলে আশা করেছিলো সে। কিন্তু বরফের মাঝখানে দাঁত বের করে থাকা কাঠের দেয়ালের একটা পোড়া কালো কানাচ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়লো না তার। দৃশ্যটা জো'র মনে কোনো ভাবান্তরই জাগালো না। তবে এইটুকু ভেবে সে খুশি হলো, ঘটনাটির পর অন্তত বছর কয়েক এই শিকারের দেশে নাকবাড়াতে আসবে না শ্বেতাংগ বসতকারেরা।

জীবনে খুব বেশি ব্যাপার নিয়ে মাথা–ঘামাতো না জো বোলিও। তার একটাই কেবল বদ্ধমূল ধারণা, মোহক উপত্যকায় তার মতো আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব তথা সেরা রেডইন্ডিয়ান দ্বিতীয় আর কেউ নেই। তাকে ছাড়া চলতে পারতো না মেয়েমানুষেরা। হুইস্কি তার কাছে রাম–এর উৎকৃষ্ট বিকল্প না হলেও যখন রাম মিলতো না তখন হুইস্কিকেই সুধাতুল্য মনে করে আশ মেটাতো সে। রেডইন্ডিয়ান বাণিজ্যের ব্যাপারে বিশেষ করে পশুচামড়ার মূল্যের ওপর বৃটিশদের আরোপিত বিধিনিষেধ তাকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিলো। এরকম কিছু না ঘটলে হয়তো সে কানাডায় পাড়ি জমাতো জনসনদের সাথে। কিন্তু কথা হলো, কেউ যদি একটা রেডইন্ডিয়ানকে ফাঁকি দিতে না পারে তবে কাকে এই বিধাতাবর্জিত দেশে ফাঁকি দেয়া যাবে?

স্কুইলার বসত পার হয়ে যাওয়ার সময় গোলাঘর এবং গোশালাগুলি থেকে লোকজনের আনাগোনা লক্ষ্য করলো জো। অস্তগামী সূর্যের আলোয় তার ছায়াটা লম্বা হয়ে বরফের ওপর পড়ে দৌড়াতে লাগলো তার সামনে দিয়ে। লিটলস্টোন অ্যারাবিয়া চার্চের হুঁশিয়ারি ঘড়িটার ঠোঁটে একটা লালচে আভা ছড়ালো অস্তরশ্মি। বালতিতে

www.pathagar.com

রাখা দুধ যাতে জমে গিয়ে বরফ না হয়ে যায় তার জন্যে তাড়াহুড়া করে বাড়ি ফিরছিলো কৃষকেরা। ক্ষেতখামারের কাজটাকে জীবনের সবচেয়ে শ্রমের কাজ বলে মনে হলো জো'র। একটা দুধাল গাইকে রোজ রোজ দোয়াতে হয় বছরের একটানা ছ'মাস। কিন্তু বাঁট শুকিয়ে যাওয়ার মুহূর্তেই দেখা যায় জন্তুটা আবার দিতে শুরু করেছে নতুন দুধের যোগান। কিন্তু বন্ধ দরোজাগুলির ভেতর থেকে যখন সন্ধ্যার বাতাসে বাষ্পাকারে গরম ধোঁয়া উঠতে দেখা গেলো তার তখন মনে হলো, কৃষিজীবনটার সুবিধাও কম নয়। শীতের সময় একজন রেডইন্ডিয়ান কৃষক তার মেয়েমানুষদের কাজের হুকুম দিয়ে আরামে ঘরে বসে দিন কাটাতে পারে। অথচ একজন সংবাদবাহক গুপ্তচরকে ত্রিশমাইল পথ ছুটে যেতে হয় জেনারেল হারকিমারের কাছে একটা সংবাদ পৌছে দেয়ার জন্যে। রেডইন্ডিয়ানদের একটা সভা-ঘরের আগুন নিভে গেছে, এই খবরটা বয়ে নিয়ে যেতে কী কষ্টই না তাকে পোহাতে হচ্ছে।

জো অবাক হয়ে ভাবছিলো, হয়তো একটা দুর্ঘটনা হতে পারে ব্যাপারটা। কিংবা যে বুড়ো স্ত্রীলোকেরা আগুনটা পাহারা দিচ্ছিলো তারা তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলো। অথবা এর পেছনে বিধাতার কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে। রেডইন্ডিয়ানদের কথা হলো, মানব জাতির জীবনের সূচনাকাল থেকে এ-আগুন জ্বলে আসছে একনাগাড়ে। এবং তখন থেকেই ইরোকুই রেডইন্ডিয়ান জাতি এই আগুনকে রেখেছে অনির্বাণ। এমনকি স্থানান্তরের সময়ও একটা পাথরবাটিতে করে তারা আগুনের শিখাটিকে তাদের সাথে বয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে।

অন্ধকার নামবার ঘন্টাখানেক পরে একটানা হেঁটে জো এসে পৌছলো ফোর্ট ডেটনে। সে খবরটা হস্তান্তরিত করলো। এবং তাকে জলপ্রপাত এলাকায় বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে একখানা বরফটানা স্লেজগাড়ি চাইলো। দুর্গের অধ্যক্ষ যথারীতি একটি স্লেজ এবং একজন চালকের ব্যবস্থা করলো। তাকে আপ্যায়িত করা হলো মগভরতি রাম দিয়ে। পুরোটাই সে গিললো গোগ্রাসে। নিরাপত্তা কমিটির সদস্য ডেমুথ, পেট্রি এবং পিটার টাইগার্টকে ডাকা হলো বৈঠকে। দুর্গকর্তা তার বাসভবনে অগ্নিকুন্ডের সামনে সবাইকে বসিয়ে খবরটা প্রকাশ করলো।

দুঃসংবাদ হলেও বিষয়টা ছিলো অভিনব। এবং এতে আলোচনার প্রচুর খোরাক পাওয়া যাবে বলে সবার মুখে ফুটে উঠলো উৎসাহের আভাস। অধ্যক্ষ বললো ঃ 'আমি ম্যাসাসুসেটসের লোক। বোধকরি তার জন্যেই আমার মাথাটা কাঠের মতন। আমি

www.pathagar.com

বুঝতে পারছি না, এই খবরটার তাৎপর্যটা কী। কোথায় এর বিশেষত্ব?'

গম্ভীরকণ্ঠে জবাব দিলো ডেমুথ ঃ

'ওই আগুন নিভে যাওয়ার অর্থ হলো, রেডইন্ডিয়ান কনফেডারেশনভুক্ত ছ'টি জাতি আর একত্রে বসতে পারবে না। কারণ, আগুনটা সামনে রেখেই তারা এতোকাল বৈঠকে একত্র হয়েছে এবং সববিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখন সেনেকা, মোহক, কেইউগা কিংবা গোষ্ঠীর অন্য যেকোনো জাতি সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে স্বাধীন হয়ে পড়লো। আগুনের শিখাটি অনির্বাণ থাকার সময় অন্য পাঁচজাতির সম্মতি ছাড়া কোনো একটি জাতি এককভাবে যুদ্ধে যেতে পারতো না।'

হারকিমার তাঁর দুর্বোধ্য ইংরেজিতে একখানি চিঠি লিখলেন জেনারেল স্কুইলারের কাছে। কেরানি আইসেনলর্ড চিঠিটির তরজমা করে নতুন করে ওটা লিপিবদ্ধ করলো। এসময় আইসেনলর্ড এবং জো বোলিও দুজনই চাখছিলো হাল্কাধরনের কিছুমদ। সেপ্টেম্বরে ট্রায়ন কাউন্টি মিলিশিয়া বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল পদে নিয়োজিত হয়েছিলেন হারকিমার।

জো'র মতামত জানতে চাইলেন হারকিমার।

সাদা প্যানেলওয়ালা ঘরটির টেবিলের সামনে হাতপা ছড়িয়ে বসেছিলো জো। নদী এবং প্রপাতের দিকে ছিলো জানলাগুলির মুখ। অবশিষ্ট দাঁতকটি দিয়ে ধীরে সুস্থে আরাম করে সোমরসের স্বাদ অনুভব করছিলো বৃদ্ধ সংবাদবাহক। এ দাঁত কটার জন্যে বেশ গর্ববোধ করতো সে।

'আমার কথা যদি শুনতে চাও তাহলে আমি বলবো, স্ট্যানউইক্সে ঝুলেথাকা মোটেও নিরাপদ নয়,' মন্তব্য করলো জো। দুর্গের সবক'ট দেয়ালই ঝরঝরে। চারপাশে আবার পুঁতে রাখা হয়েছে অসংখ্য খুঁটি। শত্রুপক্ষের লোকেরা অনায়াসে এসব খুঁটি বেয়ে নিচে নামতে পারবে। বেশি শীতে ওখানে পাহারা দেয়াও রক্ষীদের পক্ষে কঠিন। জীর্ণ ছাদটার ব্যাপার নিয়ে বুড়ো ডেটন কম অভিযোগ করেনি। কিন্তু আমি যতোদূর জানি, আজো ফাইলগুলি তেমনি আছে।'

হারকিমার জানালেন তিনি দুর্গটি দেখেননি।

'তোমার দেখার দরকার নেই,' বললো জো। 'কারণ, আমি তোমাকে বিষয়টা খুলে বলেছি। একটা রেজিমেন্টের কম করে হলেও চারমাস লাগবে দুর্গটাকে ঠিকঠাক

www.pathagar.com

করতে। ওখানে গিয়ে কারোই কোনো ফায়দা হবে না। জন রুফের হয়তো একসময় জায়গাটার প্রতি একটা আকর্ষণ ছিলো। কারণ, সে ওখানে বসবাস করেছে। কিন্তু ডিয়ারফিল্ড বসত পুড়ে যাওয়ায় সে তো এখন তোমার খামারেই আছে। বৃটিশরা ওপথে আসতে চাইলে পাতলুন গুটিয়ে সোজা মার্চ করে আসতে পারে।'

হারকিমার বললেনঃ 'বোধকরি তারা ওপথে আসবার কথা চিন্তা করবে না। একজন আর্মি অফিসারকেও তারা ওদিকে পাঠাবে না। কারণ, কোনো সেনাবাহিনীর অফিসারকে তার সেনাদল নিয়ে অগ্রসর হতে হলে নিজস্ব যোগাযোগ ব্যবস্থা খোলা রাখতে হয়।'

'মাই গড্!' বিস্ময় প্রকাশ করলো জো। 'ওটা আবার কেমনধারা কথা?'

'আচ্ছা, বলছি শোনো। ওই সেনানায়ক চাইবে না কেউ তার পেছনের যোগাযোগ পথটি বিচ্ছিন্ন করে বসুক।'

জো মাথা চুলকাতে লাগলো।

'ও, বুঝেছি। তুমি বলতে চাইছো, পিছু-হটে পালাতে চাইলে তাকে জানতে হবে কোন্ পথ ধরে সে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু আমার মনেহয়, এটি একটি অমূলক ধারণা। ডেটন এবং হারকিমার দুর্গে সুদক্ষ গ্যারিসন মোতায়েন থাকলেই শুধু তুমি তার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করার কথা ভাবতে পারতে। একসময় কিন্তু আমাদের সব কটি দুর্গই ছিলো বেশ ভালো এবং মজবুত। আমরা চাইলে স্বচ্ছন্দে সেগুলিকে মেরামত করে প্রয়োজনের সময় কাজে লাগাতে পারতাম। তাছাড়া এগুলি ছিলো হাতের কাছে। স্ট্যানউইক্সের কথাটাই এখন ধরা যাক্। এটার দিকে কারোই আর নজর নেই। আর অতো দূরেইবা কে যাবে মরতে। সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে স্রেফ পরস্পরকে খতম করার জন্যে দুটি সেনাবাহিনীর মোকাবিলার আদৌ কোনো মানে হয় না। এরকম যুদ্ধের পেছনে কোনো যুক্তি নেই। এছাড়া, লোকের সুখসুবিধার দিকটাও তো দেখা দরকার।'

হারকিমারের বয়েস হয়েছিলো পঞ্চাশ। কিন্তু তাঁকে বেশিবয়স্ক মনে হচ্ছিলো। পানাসক্তির জন্যে এটা হয়নি। মুখে ছিলো তাঁর গাম্ভীর্য। আগুনের শিখার আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো মুখের সবকটি কাটাদাগ, মোটা নাক, উত্তপ্ত কালো চোখদুটি এবং লম্বাটে বোজা ঠোঁটজোড়া।

'আমাদের মিলিশিয়া বাহিনীকে একটা ভালোরকম যুদ্ধ করতে হবে বলে মনে হচ্ছে। বাহাদুর যোদ্ধা কাকে বলে ওরা দেখিয়ে দেবে। শুধু একবার সীমান্তের

www.pathagar.com

ওদিকটার গভীর অভ্যন্তরে ওদের ঢুকবার সুযোগ ঘটলেই হলো।' জো'র দিকে তাকালেন তিনি। 'জোসেফ ব্রান্টের কাছ থেকে কোনো খবর পেয়েছো তুমি? কিংবা অন্য কোনো জায়গার কোনো খবর?'

'আমরা তার কোনো সংবাদ এখনো পাইনি', জো বললো। 'তুমি কী চিন্তা করছো, হনিকল?' হারকিমারের পুরনো নামে তাঁকে সংবোধন করলো জো। কৈশোরে তারা দুজন যখন একসাথে শিকারে যেতো তখন ওনামেই হারকিমারকে ডাকতো সে। লোকটার জীবনে প্রাচুর্য আসে পরে। অনেক জমিজমা করতলগত হয় তার। জনসনের পরেই সবথেকে বড়ো ধনী সে এখন। বয়েস বাড়বার পর বালকেরা কেমন করে দ্রুত বদলে যায়, কথাটা ভাবতে গিয়ে বিস্ময়বোধ করলো জো। সে নিজের কথা এবং হনিকলের কথাও ভাবলো। হনিকল এখন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল। আর সে — জো বোলিও— নগণ্য এক সংবাদবাহকমাত্র। তার জীবনটা আগে যা ছিলো এখনো ঠিক তেমনি আছে। অথচ সে হলফ করে বলতে পারে, একশগজ দূরত্বে গুলি ছোঁড়ার পাল্লায় দশবারের মধ্যে নয়বারই সে এখনো হারিয়ে দিতে পারে হনিকলকে।

২

মিসেস ম্যাকলেনার

'শোনো, গিল,' ক্যাপ্টেন ডেমুথ বললো। 'ডিয়ারফিল্ডে ফিরে যাওয়ার চিন্তা করাটাই তোমার পক্ষে স্রেফ একটা বোকামি। জর্জ উইভারকে তুমি দেখছো না? আর রিঅলকে?'

'হ্যাঁ।'

'তারা কি ওখানে যাচ্ছে?'

'না।'

'আমিও যাচ্ছি না। বুঝলে? গোলযোগটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকছি আমি। তাছাড়া, আমরা সবাই ওখানে গেলেও প্রাণ নিয়ে পালানোর সুযোগ পাবো না যদি ওরা রেডইন্ডিয়ানদের লেলিয়ে দেয় আমাদের পেছনে।'

'আপনি কি ভাবছেন, ওরা তাই করবে?'

www.pathagar.com

'সবকিছুতে সেরকম আলামতই তো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। স্কুইলার রেডইন্ডিয়ান হামলার আশংকা করছেন। হারকিমারও। তোমার বউকে তুমি খুন করবে যদি ওকে ডিয়ারফিল্ড নিয়ে যাও। তোমার নিজের যাওয়ার একান্ত ইচ্ছা থাকলে যেতে পারো। তবে বউটাকে এখানে রেখে যাও।'

'আমি তা পোষাতে পারবো না, মিঃ ডেমুথ।' টেবিলটার গাছুঁয়ে পাশেই দাঁড়িয়েছিলো গিল। সে কোনো কিছুর ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে চেয়েছিলো। কিন্তু ওটা ভদ্রোচিত হবে কিনা বুঝতে পারছিলো না। শীতে বিশীর্ণ হয়ে পড়েছিলো তার মুখ। গালের দুপাশের এবং চোখের নিচের রেখাগুলি গভীর হয়ে উঠেছিলো। কষ্টের স্পষ্ট ছাপ ছিলো তার চোখে।

'আমার জমির কথা ভাবলে দুঃখ রাখতে পারি না,' বললো সে। 'কী পরিশ্রমই না আমি করেছি এই জমির জন্যে। গাছপালা পুড়ে নতুন একখন্ড জমি আবাদযোগ্য করেছিলাম। সবটাই আবার জংগলে ভরে উঠবে। এটা কেমন করে সহ্য করবো?'

'আমি বুঝি,' বললো ক্যাপ্টেন। 'তোমার মতোই আমারও অনুভূতি। কিন্তু একটু ভেবে দ্যাখো, গিল। কর্তব্যপালনে বাধ্য মিলিশিয়ারা। তোমাকে অবশ্যই দলের সাথে আসতে হবে। তারপর অবস্থা স্বাভাবিক হলে লানাকে তোমার সাথে করে ওখানে তুমি নিয়ে যেতে পারবে।'

'মিলিশিয়ার কথা আর বলবেন না! দোহাই আপনার!'

'ওভাবে চিন্তা করলে কোনো লাভ হবে না তোমার।'

'আমাকে বাঁচতে হবে। ভালোভাবেই জীবনটা আমি শুরু করেছিলাম। ওখানে ভালোই ছিলাম আমরা। এখানে আবাদ করবার মতন কোনো জমি নেই। আর আপনার জায়গাতেও বিশেষ কোনো কাজ আমার নেই। এটা আপনি নিজেও জানেন।'

'বেশ, তাহলে আমার কথাটা এবার শোনো, গিল।' ক্যাপ্টেন পায়ের ওপর পা রাখলো। এবং হাতের আঙুলে আস্তে আস্তে টেবিল ঠুকতে শুরু করলো। 'আমার মনে হয়, যেভাবে তুমি ভাবছো তাতে কোনো উপকার হবে না তোমার। কিন্তু আমি তোমার ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করছি। এইমাত্র শুনলাম, মিসেস ম্যাক্লেনারের কাজের লোকটি বিদায় নিয়ে চলে গেছে। সে নির্ঘাত কানাডায় পালিয়েছে। ওরা যখন উপত্যকার বিরুদ্ধবাদী লোকদের পাকড়াও করতে শুরু করলো, তারপর থেকে অন্যরাও

www.pathagar.com

দেশত্যাগী হচ্ছে।' বিষয়টা গিলও জানতো। কানাডায় চলে যাওয়া টোরিদের স্ত্রী–ছেলেমেয়ে মিলিয়ে মোট চারশ জনের দায়িত্ব নিয়েছে আলবানি কমিটি। তাদের জিম্মি হিসাবে আটক রাখাই ছিলো কমিটির উদ্দেশ্য। 'মিসেস ম্যাকলেনার তাঁর খামারে কাজ করবার জন্যে আমার কাছে একটি লোক চেয়েছেন। আমি বলেছি, আমি তোমার সংগে কথা বলে দেখবো।'

চোখ কুঁচকালো গিল। 'কোনো মেয়েমানুষের কাজ করতে চাই না আমি।'

'বিষয়টা ভেবে দ্যাখো, গিল। উনি একজন ভালো মহিলা। সাংসারিক কাজে প্রচুর অভিজ্ঞতা ওঁর। দুনিয়াটা ঠিকমতোই চালাতে শিখেছেন। অবশ্য একটু মেজাজি। আইরিশরা ওরকমই হয়। শোনো, সবকিছু এখন বদলে গেছে। আমাদের সামনে একটা বড়োরকমের যুদ্ধ। চ্যাম্পলেন হ্রদ এলাকা থেকে আরনভকে হটিয়ে দিয়েছেন কার্লেটন। সুতরাং এদেশটা দখল করবার জন্যে শেষ চেষ্টা করবে বৃটিশরা। ওস্‌উইগোতে এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে ওদের তৎপরতা। স্পেনসার লিখেছেন, মে মাসে নায়াগ্রা থেকে বেরিয়ে পড়বে বাটলার। নিশ্চয় এপথেই একটা সেনাবাহিনী নিয়ে তারা আসবে। আর তাই যদি হয়, ডিয়ারফিল্ড সরাসরি তাদের অভিযানের মুখে পড়বে। এখন মিসেস ম্যাকলেনারের ওখানে একবছর কি দুবছর যদি তুমি চাকরিতে থাকো, তোমার স্ত্রী নিরাপদবোধ করবে। কারণ, ওখানকার দুর্গটা ভালো। তাছাড়া কাছেই এন্ডরিজ ব্লকহাউস। তুমি যখন মিলিশিয়া ডিউটিতে যাবে, ও স্বচ্ছন্দে হারকিমার কিংবা ডেটন দুর্গে গিয়ে থাকতে পারবে। মহিলার খামারটি ছোটো হলেও খুব চমৎকার।'

'কোনো মেয়েমানুষের অধীনে কাজ করতে চাই না আমি,' পুনরুক্তি করলো গিল।

বিরক্তিবোধ করলো ক্যাপ্টেন।

'ওখানে যেতে আর মহিলার সাথে কথা বলতে বলে আমি কি তোমাকে আঘাত দিয়েছি?'

শাণিতকণ্ঠে ক্যাপ্টেন কথাগুলি বললো। গিল চমকে উঠে তার মুখের পানে তাকালো।

'না, তা নয়,' অনুচ্চকণ্ঠে জবাব দিলো সে।

www.pathagar.com

ক্যাপ্টেনের পরামর্শের কথা গিল জানিয়েছিলো লানাকে। ওর বিষণ্ন মুখে একটা স্নিগ্ধতার ছাপ ফুটে উঠেছিলো কথাগুলি শুনে। মুষড়ে পড়লেও লানার মুখে এবং দুই আনতচোখে ছিলো একটা নিখাদ একাগ্রতা যার ওপর আস্থা রাখতে পারে গিল। শীতটা ছিলো তার কাছে একটা দুঃস্বপ্নের মতেন। নিশ্চয় লানাও শীতের যন্ত্রণাটা তার মতোই অনুভব করছে হাড়ে-হাড়ে। সে ভাবলো, এই স্যাঁতস্যাঁতে কুঁড়েঘরটা থেকে দু-এক দিনের মধ্যেই তাদের বেরুনো দরকার। লানার পিতৃগৃহে যদি তারা না যায়, তাহলে আর কোথাও এমুহূর্তে যাওয়ার জায়গা তাদের নেই। কিন্তু কোথায় তারা যাবে প্রশ্নটা নিয়ে সে নিজেও আর মাথা ঘামাতে চায় না। ঠিক এসময় লানা তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললোঃ

'ফক্সেস মিলে আমাদের ফিরে যাওয়ার দরকার নেই। মিসেস ম্যাকলেনারের জায়গাটা পসন্দ হলে ওখানে আমরা থাকতে পারি। কিছু পয়সাকড়িও হাতে আসবে। ডিয়ারফিল্ডে ফিরে যাওয়ার সময় এটা কাজে লাগবে।'

এক রোববারে তারা দুজন গেলো মিসেস ম্যাকলেনারের খামার বাড়িতে। নদী তখন অনেকটা ফাঁকা। বাতাসে বসন্তের আমেজ। গাছের ঝরাপাতায় দমকা হাওয়ার মর্মরধ্বনি তুলে এসেছিলো ১৭৭৭ সালের এই বসন্ত ঋতু। একরাতে শুতে যাওয়ার সময় গিল এবং লানা দেখলো নদীর বরফের ওপর ঝুলে আছে কুয়াশা। ভোরবেলা চাঁদটা ডুবে যাওয়ার আগেই তাদের ঘুম ভাংলো বরফগলার শব্দে। সমস্ত শরীরের আড়মোড়া ভাঙার মতন প্রথমে একটা দীর্ঘধ্বনি তুলে গলতে শুরু করলো বরফের জমাটস্তূপ। পুবদিকে জলপ্রপাত পর্যন্ত জাগলো বরফের বুকের চিড়খাওয়া এই আর্তনাদ।

সকাল হতেই দেখা গেলো গোটা উপত্যকার রূপবদল। নরোম বাতাসে প্রাণজুড়ানো স্নিগ্ধতার সৌরভ। কুয়াশা-জড়ানো পাহাড়ের মাথায় উষ্ণতা ছড়িয়ে লাল-বর্তুলের অবয়ব নিয়ে জাগলো উদয়সূর্য। বরফভাঙার দীর্ঘ নীরবতা শেষে চারপাশে বিস্ময় সঞ্চার করলো পানির কলকল শব্দ। যেনো বাঁধভাঙা পানির একটা জোয়ার নামলো সমস্ত তল্লাট জুড়ে। নদীর দুই তুষারশুভ্র তীরের মাঝখানের অভ্যস্ত খাতের ভেতর দিয়ে মাটির কালো রং গায়ে মেখে গড়িয়ে চললো পানির প্রবাহটি। চড়ার নিচেকার গর্তে নামবার সময় ঝলমল করতে দেখা গেলো স্রোতটাকে নিম্নভূমি পার হয়ে একটানা ঝিরঝির শব্দ তুলে স্রোতটা প্রথমে উঠে এলো বরফঢাকা জলায়। সেখান থেকে লম্বাটে

www.pathagar.com

হ্রদ সৃষ্টি করে ছুটলো স্লেজগাড়ির চাকার দাগের মধ্যদিয়ে। এবং সবখানেই পাহাড়ের কালো ঢাল বেয়ে পীতাভ প্রপাতগুলি গড়াতে লাগলো নিচের দিকে।

গিল এবং লানা দুজনই ভালোমতন সাজলো। গিল গায়ে চড়ালো তার কালো জার্সি-কোটটা। নীলসাদা ডোরাকাটা খাটোগাউন এবং ডোরাকাটা পেটিকোট পরলো লানা। মাথায় কালো মিহিন চুলের ওপর চড়ালো সাদা টুপি এবং তার ওপর একখানা শাল। এই পরিপাটি পোশাকে গিলের পেছন-পেছন হাঁটতে লাগলো লানা। পথের কাদা পায়ে মাখামাখি হলেও অপূর্ব দেখাচ্ছিলো ওকে। একটা স্নিগ্ধ সৌম্যভাব জড়িয়েছিলো ওর সারামুখে। গিল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো। চোখে তার মুগ্ধতা। যেনো বসন্তের কোমল বাতাসে এই যুবতী নারীকে নতুন করে আবিষ্কার করলো সে। আর লানার কাছে তাকে দেখতে মনে হচ্ছিলো খাঁটি একজন ভদ্রলোক। পরিচারক হওয়ার পক্ষে নিতান্ত বেমানান ঠেকছিলো গিলের এই মার্জিত সুবেশ চেহারাটা।

পুরনো প্যালাটাইন ভূমির দুঃখ-দুর্গতির কিছু উত্তরাধিকার হয়তো এখনো বয়ে চলছিলো লানার মধ্যে। উৎপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকাটাই ছিলো ওর বংশের ইতিহাস। এই সংগ্রামই প্যালাটাইনের নারী-পুরুষদের অসাধারণ মনোবলের অধিকারী করে তোলে। দেহ এবং মনের দিক থেকে তারা হয় শক্তিশালী। দুর্ভোগের মধ্যদিয়ে তারা রক্ষা করে নিজেদের স্বাধীনতা।

ঠিক এই অনুভূতি নিয়েই গিলের সাথে তর্কে গেলো না লানা। বাদ সাধলো না স্বামীর নতুন চলার পথে। নিজেকে তৃপ্ত রাখলো ও বসন্তের সমাগমে। চারপাশে ওর গাছের পাতা ছুঁয়ে নামা শিশিরবিন্দুর টুপটাপ ধ্বনি, জলতরংগের ঝিকিমিকি, বরফ-গলা মাটির সোঁদা গন্ধ আর এপ্রিলের নির্মল আকাশের অবারিত মুক্তি। দুইচোখ মেলে ধরে বিভোর হয়ে থাকলো ও। ভালো লাগলো ওর গিলের পাশে পায়ের ছন্দ তুলে হাঁটতে। গির্জায় যাওয়ার দিনটি ছাড়া গোটা শীতে এই প্রথম ওরাই বেরুলো একসাথে। মনের পরিতৃপ্তি দিয়ে গিলের ভেতরকার ক্ষোভটাকে ও হাল্কা করে তুললো। মিসেস ম্যাকলেনারের খামারটা যখন প্রথম তাদের চোখে পড়লো দুজনই তখন প্রশান্তচিত্তে পা বাড়িয়ে চলছিলো।

বেশ সাজানো-গোছানো জমি ছোটো খামারটার। দুপাশেই কিংসরোড। পেছনে খাড়া হয়ে উঠে গেছে পাহাড়। সামনের দিকটা নদীর একেবারে মুখে। একনজর দেখলেই বুঝতে পারা যায় জমির নকশাটা। নদীর তীর বরাবর লম্বা মতন দেখতে নিচু

www.pathagar.com

জায়গাটায় গিয়ে ঠেকেছে গোচারণভূমি। বন্যার পানি উঠেছিলো ওখানটায়। এককোণে উইলো বীথির ছায়াঘেরা একটা কুঞ্জ। দক্ষিণের পাহাড়ের বেগুনি ছায়ার পাশে তীরের ফলার মতন আকাশের দিকে ঝাঁকড়া ডালপালা মেলে ধরে দাঁড়িয়েছিলো প্রকান্ড গাছগুলি।

চারণভূমির পেছনকার মাঠটা সমতল করে রাখা হয়েছিলো লাঙলের চাষ দিয়ে। নিচের কালো মাটিটা বেশ উর্বর। সেদিকে তাকাতেই ডিয়ারফিল্ডের জন্যে প্রাণটা কঁকিয়ে উঠলো গিলের। অনেক বছর ধরে আবাদ হয়ে আসছে এই জমি। নিচু জায়গাটায় প্রচুর ঘাস। ওপরকার জমির ঘাসের চাপড়াগুলি দেখতে অবিকল বিলিতি ঘাসের মতন। গিল দেখলো, বেশ মজবুত চারধারের ঘেরদেয়া বেড়া।

খামার বাড়ির দালানগুলি খুঁটেখুঁটে দেখলো সে গভীর আগ্রহ নিয়ে। যা সে ধারণা করেছিলো তার চেয়ে দেখতে অনেক ভালো মনে হলো সবকটি দালানই। মূল বাড়িটা ছিলো পাথরের পাঁচিলঘেরা। সামনের বারান্দা এবং চতুষ্কোণ উদ্যানটির মুখ রাস্তার দিকে। এর পেছনেই প্লাস্টারে মোড়া কাঠের গোলাঘরটি। ছাদের তক্তা পাইন কাঠের। একবার দেখলেই বোঝা যায় বাড়ির ভেতরটা বেশ উষ্ণ।

কিন্তু লানার দৃষ্টিটা গোলাঘর ছাড়িয়ে ঝরনাঘরের ডানদিকের ছোটো বাড়িটার ওপর ঘুরঘুর করতে শুরু করলো। এটাও ছিলো তক্তায় ছাওয়া। কিন্তু ও বুঝলো, ছাদের নিচেকার মেঝেটা বোর্ডের। দরোজার সামনের রোদেলা জায়গাটায় একপাল লাল–কমলা রংয়ের মোরগকে ময়লা খুঁড়ে খাদ্যসংগ্রহে ব্যস্ত থাকতে দেখলো ও।

'গিল!' চেঁচিয়ে উঠলো লানা। 'এরা দেখছি মোরগও পালে।'

এ সময় লানার মনে ভয় ঢুকলো জায়গাটা হয়তো গিলকে আকৃষ্ট করবে না। কিংবা খামারমালিক মহিলাটিকে তার পসন্দ হবে না। অথবা মহিলাটি পসন্দ করবে না ওদের দুজনকে। ঠোঁটচেপে মনে মনে বিধাতার কাছে প্রার্থনা করতে লাগলো ও। সামনের দিকে তাকাতে সাহস হচ্ছিলো না ওর।

একটি মেয়েলি গলার স্বর শুনে চোখ তুলে তাকালো লানা।

'সুপ্রভাত। তোমার নামই মার্টিন?'

'হ্যাঁ, মাম,' গিল বললো।

'খুশি হলাম তোমাদের দেখে,' বললেন মিসেস ম্যাকলেনার।

www.pathagar.com

গা–গতরের যে হাল হয়েছে তাঁর তাতে লানা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলো না তিনি একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা। বুট জোড়ায় তাঁর লেপ্টে আছে কাদা। জুতার মাথা থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো পেটিকোটটি। প্রায় হাঁটু অব্দি ওটা চারপাশে পিন দিয়ে এঁটে নিয়েছিলেন মিসেস ম্যাকলেনার। মাথার পেছনের চুল আটকে রেখেছিলেন একটা স্ট্রিংয়ের নেটে। দেখে মনে হচ্ছিলো যেন কয়েকটি পাখি তাড়াহুড়া করে ওগুলি একত্র করেছিলো। তাঁকে ঘর্মাক্ত দেখাচ্ছিলো এবং তাঁর গা থেকে বেরুচ্ছিলো আস্তাবলের গন্ধ।

হঠাৎ লানার চোখে চোখ পড়তেই তিনি বলে উঠলেনঃ 'হ্যাঁ, আমাকে গলদঘর্ম দেখাচ্ছে এবং আমার গা থেকে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। ভূতের মতন লাগছে আমার চেহারা। তাছাড়া, আমি পাগলাটে। গোবর ঘাঁটিঘাঁটি করার সময় প্রতিবারই আমার স্মরণ হয় আমার সেই কাজের খচ্চরলোকটির কথা। এখান থেকে লুকিয়ে যাওয়ার সময় মুখের কথাটিও সে আমাকে বলে গেলো না। ব্যাপারটা আমি প্রথম জেনেছি, গোলাঘর থেকে নতুন বকনা বাছুরটির গলাফাটা চিৎকার শুনে। ভেবেছিলাম, লোকটি বুঝি মাতাল হয়েছে মদ গিলে। আমি ওকে বিছানা থেকে টেনে তুলবার জন্যে ওখানটায় গিয়েছিলাম। কেউ মদ খেলে আমি কিছু মনে করি না, মার্টিন। কিন্তু সে যদি নিজের কাজটা ঠিকমতো না করে তাহলে যেখানে খুশি চলে যেতে পারে। যতো তাড়াতাড়ি যায় তার জন্যে ততো মংগল।'

একটা ঘন্টাওয়ালা মাদীঘোড়ার মতন নেকোশব্দ করলেন তিনি। এবং থপ্থপ্ আওয়াজ তুলে সামনে পা বাড়ালেন।

' ভেতরে এসো।'

বাড়ির রান্নাঘরে ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন মহিলা। লানার কাছে জায়গাটা খুব চমৎকার মনে হলো। পাইনকাঠের বাদামি রংয়ের পালিশকরা চওড়া প্যানেলটার ভেতর গিয়ে ঢুকেছে পাথরের পাঁচিলগুলি। মাথার ওপরকার বরগাকাঠের রং কালো। নিচের দিকটায় উজ্জ্বল লালের ছোপ। একটা লম্বা হাতলওয়ালা আসনে বসলেন মিসেস ম্যাকলেনার। অন্য একটি আসন ওদের দেখিয়ে দিলেন। ওতে পাশাপাশি বসলো গিল এবং লানা।

www.pathagar.com

'এবার শোনো,' বললেন মিসেস ম্যাকলেনার, 'তুমি এখানে এসেছো কাজের জন্যে। ব্যাপারটা নিয়ে এখন আলোচনা করা যাক্। আমার একটি লোকের দরকার। ডেমুথ বলেছে, তোমার চাকরির প্রয়োজন। কথাটা কি ঠিক?'

'হ্যাঁ,মাম।'

'তুমি একজন পেশাদার কৃষক?'

'আমার নিজের জোতজমি ছিলো।'

'আমি শুনেছি ওসব পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। খুব খারাপ কথা। যাহোক এটা একটা কুবাতাস। আর ওপ্রসঙ্গ অবান্তর। চাষাবাদের কাজে তোমার কিছু অভিজ্ঞতা না থাকলে মার্ক নিশ্চয় তোমাকে পাঠাতো না এখানে। আমার খামারে চাষবাস তেমন একটা হয় না। আমি কেবল ক্ষেতগুলির তদারক করি এবং পালের গোরুঘোড়াগুলি পুষি। বিধবা মেয়েমানুষ আমি। আমার স্বামীর নাম ক্যাপ্টেন বারনাবাস ম্যাকলেনার। এবারক্রোমবিক সেনাদলের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলো ম্যাক। বলতে পারি, সারাটা জীবন আমার কেটেছে সৈনিকের জীবন হিসেবে। সুতরাং আমি আশা করি, যখন কোনো নির্দেশ আমি দেই তা যেন ঠিকমতন পালিত হয়। চাই তা করো পসন্দ হোক আর নাই হোক। কথাটা তোমার বোধগম্য হয়েছে?'

গিলের মুখখানা লাল হয়ে উঠলো। 'আপনার মাইনে নিলে অবশ্যই আমার সাধ্যমতন খাটবো আমি।'

'বেশ, আমি চাই না এরপর আমার কাছে এসে তুমি ধরনা দিতে থাকো এবং অভিযোগ-অনুযোগ করো। কতো মাইনে চাও তুমি?'

'আগে কখনো কারো কাজ করিনি আমি,' গিল বললো। 'আপনি কতো দেবেন বলে ইচ্ছা করছেন?'

'বেশ ভালো কথা। মিঃ ডেমুথকে আমি এবিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। খোরপোষ আর জ্বালানিকাঠসহ বছরে পঁয়তাল্লিশ পাউন্ড দেবার কথা বলেছে সে। মজুরিটা খুব বেশি না হলেও এখানে থাকবার মতন ভালোঘর এবং পরিবেশ পাবে তোমরা। তাছাড়া, তোমার স্ত্রী সেলাইয়ের কাজ জানলে আমার এটাওটা সেলাই-ফোঁড়াইয়ের জন্যে ওকেও মাইনে দেবো আমি। তুমি সেলাই জানো?' কী নাম তোমার, হ্যাঁগা?'

'লানা।'

www.pathagar.com

'ওটা তো ডাকনাম। আসল নাম বোধকরি ম্যাগডেলানা।'

লজ্জায় লাল হয়ে মাথা নাড়লো লানা।

'আচ্ছা,' তির্যককণ্ঠে বললেন মিসেস ম্যাকলেনার, 'তুমি সেলাই করতে জানো, ম্যাগডেলানা?'

হ্যাঁ,' লানা বললো।

'আমার সেলাইয়ের কাজ করতে পারবে তুমি?'

'পারবো,' সংকুচিত স্বর লানার।

'বোঝা গেলো ব্যাপারটা। কিন্তু আমার ঘেন্না লাগে সেলাই করতে। ঘর সংসারের কাজও আমার কাছে বিরক্তিকর। এ কারণেই তো আমি গোয়াল আর গোলাঘরের কাজ নিয়ে পড়ে থাকি। বাইরের সবকিছু করি নিজের হাতে। আমার নিগার ঝি ডেইজি করে রান্নাবান্নার কাজ। একসময় আমি স্বামীর সেবাযত্ন করতাম। এখন আর সে নেই। সুতরাং, যাখুশি আমি করি। আমার নাকটা লম্বা, মার্টিন। যেখানে ইচ্ছা ওটাকে আমি গলিয়ে দেই। তুমি ভাবতে পারো, আমি একটা জলজ্যান্ত আপদ বিশেষ।'

'হ্যাঁ, মাম্,' বললো গিল। কী বলা উচিত তা বুঝতে না পেরেই কথাটা বললো সে।

'আমি একটা আপদ?' তীক্ষ্ণস্বর মহিলার।

লাল হয়ে উঠলো গিলের মুখ।

'আমি তা বোঝাতে চাইনি।' পরমুহূর্তে মহিলার চোখের ঝলক দেখে দাঁত বের করে না হেসে পারলো না সে। 'কিন্তু আপনি যদি ওরকম আচরণ করেন তাহলে হয়তো তাই ভাববো আমি।'

লানার বুকটা শুকিয়ে গিয়েছিলো গিলের কথা শুনে। তক্ষুণি মিসেস ম্যাকলেনারের দিকে তাকালো ও। এবং বিস্ময়বোধ করলো ওর মুখের পানে মহিলাকে তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে। সহসা ঘোড়ার মুখের মতন দেখতে মনে হলো মহিলাটির মুখ। একটু কুঞ্চিত হলো তাঁর বুড়িয়ে–যাওয়া দুইগাল। লানার চুলে লম্বা হাতটা রাখলেন তিনি এবং আদর করে ওর মাথায় হাল্কা চাপড় মারলেন যেমন করে কুকুরের মাথায় আদর বুলায় মানুষ।

কিন্তু এরপরও তাঁর গলার স্বরটা ছিলো অনমনীয়।

www.pathagar.com

'তোমার ভাবনা তোমার একান্ত নিজের,মার্টিন। ওটা তোমার ব্যক্তিগত জিনিস। ও রকম কোনোকিছু মনে জাগলে নিজের মধ্যেই সামলে রেখো। চেহারাটা সুন্দর বলে ওটাকে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়ো না।'

'না, মাম্,' বললো গিল।

স্বস্তির শ্বাস ফেললো লানা। ও বুঝতে পারলো, গিল বেশ কৌতুকবোধ করছে এবং সেইসাথে নিজের মনটাও ঠিক করে নিয়েছে।

'তোমরা হয়তো তোমাদের ঘরটা দেখতে চাইবে, কী বলো?' বললেন মিসেস ম্যাকলেনার। লানার পানে তাকিয়ে তিনি স্বর উঁচু করলেন ঃ

'তুমি দেখতে চাইছো না, ম্যাকডেলানা?'

একটা চাঞ্চল্য খেলে গেলো লানার ভেতরটায়। 'হ্যাঁ,' ভীরুকণ্ঠে বললো ও।

মিসেস ম্যাকলেনার নাক দিয়ে একটা শব্দ করে উঠে দাঁড়ালেন এবং ওদের দুজনকে পেছনের দরোজা দিয়ে বাইরে নিয়ে গেলেন। যাবার সময় বললেনঃ 'আমার কাছে কোনোকিছু চাইতে গেলে তোমরা এই পেছনের দরোজাটা ব্যবহার করবে বলে আশা করি। আমি চাই না আমার রান্নাঘর নোংরা হোক। এমনিতে আমার নিজের অনাচারও তো এখানে কম হয় না।'

কাঠের চালাঘরটা থেকে মুখ বাড়িয়ে ওদের দিকে তাকালো একটি সুঠামদেহী নিগ্রো তরুণী। গলায় ওর টক্‌টকে লাল ফুটিওয়ালা রুমাল জড়ানো। মিসেস ম্যাকলেনার মেয়েটার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বড়ো বড়ো পা ফেলে ছোটো ঘরটায় গিয়ে ঢুকলেন।

'কেমন বিচ্ছিরি অবস্থা করে রেখেছে ঘরটার, দ্যাখো। ম্যাকলোনিস কখনো এটা সাফসুত্‌রো করতো না। লোকটা একা থাকতো এখানে। ঘরটাকে গুছিয়ে নিতে অনেক খাটুনি খাটতে হবে তোমার, ম্যাগডেলানা। তবে হাতের কাছেই পানি পাবে তুমি। পিপাটার ভেতর দিয়ে গড়াচ্ছে ঝরনার পানি। বেশ ভালো ঝরনা এটা। তোমাদের বিছানাপত্র আছে তো?'

'আমাদের বেশিরভাগ জিনিসই আগুনের খোরাক হয়েছে,' বললো গিল।

'বেশ, একখানা বিছানা আমি তোমাদের দিচ্ছি।' দরোজাটা খুললেন ফমিসেস ম্যাকলেনার। 'চুল্লির চিমনিটা খুব চমৎকার। গরম রাখে ঘরটাকে।'

www.pathagar.com

ভেতরকার পাটাতনটা পোক্তকাঠের এবং রংটাও ঝকঝকে। মিসেস ম্যাকলেনার মেঝের মধ্যখানে এসে দাঁড়ালেন। 'ওপর তলায় তোমাদের শোবার ঘরটা বেশ বড়ো। প্রচুর আলোবাতাস খেলে ওখানে। এটাই মূলবাড়ি। বার্নি একটা পাথরের বাড়ি করতে চেয়েছিলো। কিন্তু বরাবর এবাড়িটাই ছিলো আমার শখের। বহুবছর এখানে কাটিয়েছি আমি।'

চারপাশে চোখ বুলাতে লাগলো লানা। চিমনিটা সত্যি খুব ভালো। সহজেই রান্নার কাজ চলবে। সাথে আছে একটি চুলা। ওটার ওপর চোখ পড়তেই মায়ের চুলাটার কথা মনে পড়লো ওর। গিলের পানে তাকালো ও।

'বেশ চমৎকার বাড়িটা,' নরোমগলায় বললো লানা।

'খুশি হলাম তোমরা এটা খেয়াল করেছো দেখে। তবে আমার কথা হলো তোমাদের কাজ নিয়ে। এখন সবকিছু তোমার ওপর নির্ভর করছে, মার্টিন।' তিনি একটু থামলেন। 'হয়তো তোমার কিছু প্রশ্ন করবার আছে আমার কাছে।'

গিল বললো ঃ 'হ্যাঁ। আমি মিঃ ডেমুথের মিলিশিয়া কোম্পানির সাথে জড়িত। মিলিশিয়াদের তলব করা হলে আমাকে ওদের সাথে বাইরে যেতে হতে পারে। তখন কি আমি মজুরি পাবো?'

'যুদ্ধের খেসারত।' মিসেস ম্যাকলেনার মাথা নাড়লেন। 'দুধ দোয়ানোর কাজটা তোমার বউ করতে পারবে বলে আশা করি আমি।'

'অবশ্যই করবো আমি,' আগ্রহভরে বললো লানা।

'আরো একটা বিষয়ে জানবার আছে,' গিলের স্বরে কুণ্ঠা।

'বলো?' মিসেস ম্যাকলেনারের সংক্ষিপ্ত জিজ্ঞাসা।

'আমি জানতে চাই, আপনি কি সঠিক দলের সাথে আছেন?'

'একজন মেয়েমানুষের কোনো রাজনৈতিক মতামত থাকতে নেই। আমি আমার খামার চালাই। কেউ আমার কাজের ব্যাপারে বাঁদরামো করতে এখানে এলে আমি তার পিন্ডি চটকাবো। বুঝিয়ে দেবো কতো ধানে কত চাল। হোক না সে বৃটিশ কিংবা আমেরিকান। তোমার প্রশ্নের জবাবটা পেয়োছো তো এবার?'

'হ্যাঁ,' গম্ভীরকন্ঠে বললো গিল।

'তাহলে এবার কাজের কথা বলতে পারো তুমি।'

www.pathagar.com

'তার আর দরকার হবে না, মিসেস ম্যাকলেনার। আমরা আপনার জন্যে আমাদের যথাসাধ্য করবো। খামারটা আমার ভালো লেগেছে। বোধকরি আমার স্ত্রীও আপনার কাজেআসবে।'

হাসলেন মিসেস ম্যাকলেনার।

'খুব ভালোকথা।' পুরুষমানুষের মতন হাত বাড়ালেন তিনি। 'কখন তোমরা এখানে আসতে পারবে?'

'আগামীকাল। আমার একটি মাদীঘোড়া আছে।'

'ওটা তুমি এখানে পালতে পারো।'

লানা বললো ঃ 'আমি এখানে মুরগির বাচ্চা পুষতে পারবো, মাম?'

'মুরগির বাচ্চা?'

'হ্যাঁ। আমাদের বাড়িতে আমি ওগুলি পুষতাম। কিন্তু জংগলের দেশে আসবার পর এ শখটা আমার মাটি হলো।'

বিধবা নাক দিয়ে শব্দ করলেন।

৩
একটি প্রার্থনা

চুপচাপ বসেছিলো লোকগুলি। এখন তারা অবনত হয়ে সামনের দিকে মাথা রাখলো। ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ ওঠা বন্ধ হলো গির্জার ঘেরাও দেওয়া আসনগুলি থেকে। রেভারেন্ড মিঃ রোজেনক্রানটিজের হাঁটুর মট্‌মট্‌ শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দই ছিলো না হারকিমার গির্জার ভেতরটায়। যাজক মহোদয় চেয়ার থেকে উঠে বোতাম লাগালেন তাঁর কোটের। এবং দুইহাত সামনের দিকে ভাঁজ করে রাখলেন। ঘড়ির কাঁটার টিক্‌টিক্‌ শব্দের মতো দুর্গের চারপাশের পাহারার জায়গা থেকে খোলা জানালা দিয়ে কেবল ভেসে আসছিলো রক্ষীদের সামরিক বুটজুতার নড়াচড়ার ক্ষীণ আওয়াজ।

বিচক্ষণ লোক ছিলেন যাজক মিঃ রোজেনক্রানটিজ। ধর্মসভাকে কীভাবে ধরে রাখতে হয় সেবিষয়ে অন্য যে-কোনো ধর্মপ্রচারকের মতোই টন্‌টনে জ্ঞান ছিলো তাঁর। তিনি জানতেন এমন কিছু উপদেশ দিতে হবে ভক্তদের যাতে তারা বাড়ি ফেরার

www.pathagar.com

সেসব নিয়ে বিভোর হয় আলোচনায়। কারণ, নরক এবং শাস্তির ভয় রোববারের নৈশভোজের পর মনে বেশিক্ষণ দাগ কেটে থাকতে পারে না।

গির্জার সামনের উঁচু মঞ্চে হাঁটু ভেঙে মাথা নুইয়ে বসলেন তিনি। তাঁর মাথার সাদা চুল তাঁর শার্টের কলার পর্যন্ত এসে ঝুলছিলো। যখন তিনি চোখ বন্ধ করলেন তাঁর চোখের তারা দুটির ওপর ঝুঁকে পড়লো তাঁর পাতলা মুখখানি, ধনুকের ছিলার মতন উঁচু নাকটি এবং দুইভুরু। প্রথম শব্দ উচ্চারণের জন্যে স্বচ্ছন্দে স্পন্দিত হতে শুরু করলো তাঁর বিবর্ণ ঠোঁট দুখানি।

'হে সর্বশক্তিমান বিধাতা, আমাদের প্রভু যীশুর পিতা। আমাদের মিনতি শ্রবণ করো। আমরা তোমার সাহায্য চাইছি। আমাদের প্রার্থনায় সাড়া দাও। এবং আমরা যারা তোমার ঐশী কৃপা ভিক্ষা করছি তাদের সকলের মনের সন্তাপ দূর করো। সকলের ইচ্ছা এবং প্রয়োজন অনুসারে সঠিক পথের সন্ধান দাও। সকলকে দাও স্বস্তি এবং সান্ত্বনা।'

প্রার্থনাসভার স্তব্ধতা ভঙ্গ করতে লাগলো যাজকের নাসিকাধ্বনি এবং দীর্ঘশ্বাস। শক্তি সঞ্চয় করে তিনি ফের উঁচুগ্রামে তুললেন তাঁর স্বর। এবং প্রার্থনায় মনোনিবেশ করলেন ঃ

'হে সর্বশক্তিমান বিধাতা, আমরা ঠিক এই মুহূর্তে ম্যারি মার্টিন ওল্লাবারের কথা ভাবছি। তার বয়েস এখন কেবল পনেরো। কিন্তু সে ডেটন দুর্গের একজন সৈনিকের সাথে সম্পর্ক পাতিয়েছে। সৈনিকটি হলো ম্যাসাচুসেট্সের লোক, হে বিধাতা। এবং আমি জানতে পেরেছি, হিংহাম শহরে বিবাহ–বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে লোকটি। আমি ম্যারির সাথে কথা বলবার জন্যে উপদেশ দেই তার বাবা এবং মাকে। নিজেও আমি মেয়েটির সংগে কথা বলি। কিন্তু সে কারো কথাই শুনবে না। তাকে সৎপথে ফিরিয়ে আনবার জন্যে আমরা তোমার সাহায্য প্রার্থনা করছি, সর্বশক্তিমান বিধাতা। আমাদের বিশ্বাস, এপথ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে সে।

'হে সর্বশক্তিমান প্রভু, আমাদের জন্যে এবার আগাম বসন্ত নিয়ে এসেছো তুমি। ফল না আসা পর্যন্ত দূরে সরিয়ে রাখো তুমি বরফ। হে প্রভু, নিকোলাস হারকিমার তাঁর রেডইন্ডিয়ান আপেলগাছে লাগিয়েছিলেন বিলেতি আপেলের কলম। এবছর তাতে ফুল ফুটেছে। হয়তো ফলও ধরবে গাছে। এ এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত তোমার ক্রিয়াকলাপের। এবং আমাদের সবারই ব্যাপারটা চোখ মেলে দেখা উচিত। নিকোলাস হারকিমার যে

www.pathagar.com

কাউকে এটা দেখাতে রাজি। হে সর্বশক্তিমান বিধাতা, আমাদের স্বর্গীয় পিতা, আমরা তোমাকে আরো ধন্যবাদ জানাই। কারণ, এবছর আমাদের ভেড়ার প্রজনন ভালো হয়েছে। বিশেষ করে জো বেলিঞ্জার তার বারোটি মাদীভেড়া থেকে পেয়েছে এগারো–জোড়া শাবক। এদেশে এটি একটি রেকর্ড।

'হে সর্বশক্তিমান মহাপ্রভু, আমরা যারা রোগব্যাধিতে ভুগছি সবাই আমরা কামনা করছি তোমার করুণা এবং সাহায্য। পেটি প্যারিসের জন্যে বিশেষভাবে আমরা তোমার দয়া ভিক্ষা করছি। শনিবার সে আক্রান্ত হয়েছে পেটের পীড়ায়। তার কাকা আইজাক প্যারিস আমাদের কাছে খবরটি পাঠিয়েছে এবং প্রার্থনা করবার জন্যে আমাদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে। সে আরো জানিয়েছে তার দোকানে ক্যালিকো কাপড়, ফরাসি দেশীয় শালু, ব্রডক্লথ্, রুশদেশীয় বস্ত্র, শৌখিন রুমাল, কিছু নতুন হ্যাট, ভারি বুট জুতা, কাস্তে এবং শানপাথরের নতুন সরবরাহ এসে পৌছেছে।

'হে সর্বশক্তিমান প্রভু, হিল্ডা ফক্স্ এবং জোসিনা ক্যাসলারকে স্বস্তি দাও। এরা দুজনই সন্তানসম্ভবা। সামনের জুলাইতে হিল্ডা ফক্সের বয়েস হবে কেবল ষোলো। তার প্রসবের সময় আসন্ন। এটাই তার প্রথম গর্ভধারণ। আর এমাসের শেষদিকে সন্তান প্রসব করতে পারে জোসিনা ক্যাসলার। দুজনই এরা আগাম সন্তান দিতে যাচ্ছে।'

এপর্যন্ত এসে আরেকবার থামলেন যাজক। নাক দিয়ে জোরে শ্বাস ছাড়লেন তিনি। এবং নতুন করে শুরু করলেন প্রার্থনা ঃ

'হে সর্বশক্তিমান এবং পরম দয়ালু বিধাতা, প্রভু জিহোভা, যুদ্ধের নিয়ন্তা, আমাদের সাহায্যে এসো। আমরা তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তোমার শরণাপন্ন আমরা। শোনো তোমার লোকদের মিনতি। তারা এখানে তোমার সামনে সমবেত। বৃটিশের বিরুদ্ধে তাদের পক্ষে সাহায্যের হাত বাড়াও। নিশ্চিত বোঝা যাচ্ছে, আমাদের ওপর সরাসরি নেমে আসছে যুদ্ধ। হে প্রভু, ক্রাউন পয়েন্টে চলছে যুদ্ধের তৎপরতা। শোনা যাচ্ছে, জেনারেল বারগোইন টিকোন্‌ডেরোগার ওপর হামলা চালানোর জন্যে রুশ এবং ভারতীয় সেনাসমেত দশহাজার লোকের একটি বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছে। সেন্ট ক্লেয়ার ওখানকার দায়িত্বে নিয়োজিত। সুতরাং তাকে সহায়তা দাও, প্রভু। স্ট্যানউইক্স দুর্গে তৃতীয় নিউইয়র্ক সেনাদল পাঠানোর জন্যে আমরা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ, হে প্রভু। তাদের ওপর আমাদের আস্থা রয়েছে। আমরা যেন এ আস্থাচ্যুত না হই। বাটলার, গুই জন্‌সন এবং ড্যানিয়েল ক্লস একত্রিত হচ্ছে ওস্‌উইগোতে। আমাদের কাছে এ খবর

www.pathagar.com

পাঠিয়েছেন স্পেন্সার। জংলি রেডইন্ডিয়ানদের সাথে নিয়ে আসবে তারা। এবং আমরা জানি, অতিদুর্দান্ত এই তিন বৃটিশ সেনানায়ক। এদের তৎপরতায় যুদ্ধের স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

'হে সর্বশক্তিমান বিধাতা, আমাদের নিজস্ব বাহিনীর অধিনায়ক কর্নেল পিটার বেলিঞ্জার আগামীকাল, ষোলোই জুন, চতুর্থ মিলিশিয়া কোম্পানির সমাবেশের আয়োজন করছেন ডেটনে। হারকিমারের বাহিনীর সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি তাদের মার্চ করিয়ে নিয়ে যাবেন কানাজোহারিতে। সেখান থেকে তারা যাবে মোহক রেডইন্ডিয়ান বাহিনীর অধিপতি জোসেফ ব্রান্টকে বাজিয়ে দেখতে। মোহকের এই বর্বরগুলি অশান্তি সৃষ্টি করছে উনাডিলায়। সব মিলিশিয়া যেন সময়মতো একত্রিত হয় এবং আমাদের এই বসতটিকে রক্ষা করবার জন্যে যথাসময়ে ফিরে আসে এখানে। আমাদের প্রত্যাশার চাইতেও দ্রুত যদি বাটলার এখানে এসে হাজির হয়, আমরা চাই তার আগেই যেন প্রত্যাবর্তন করতে পারে আমাদের মিলিশিয়া বাহিনী। হে প্রভু, আমরা যাতে শান্তিতে এই জনপদে জীবনযাপন করতে পারি এবং আমাদের জমিতে স্বচ্ছন্দে চাষাবাদে কৃতকার্য হই, কেবল এইটুকু সুযোগই আমরা প্রার্থনা করি তোমার সমীপে।

'মিলিশিয়া সমাবেশ হবে সোমবার সকালে, ঠিক আটটায়।

যীশুর দোহাই, আমেন।'

৪

উনাডিলা

কোনো ইউনিফরম ছিলো না মিলিশিয়াদের। তবে ডেমুথের কোম্পানির সবার টুপিতে লাল-ফিতার ফুল গোঁজা থাকায় তাদের পোশাকটাকে প্রায় ইউনিফরমের মতোই দেখাচ্ছিলো। তারা নিজেরাই বেছে নেয় এই প্রতীকটি। একইরকম প্রতীক ধারণ করায় গতির সঞ্চার হয়েছিলো তাদের কুচকাওয়াজে। কোম্পানির প্রায় অর্ধেক লোকই সমানতালে পা ফেলছিলো। ডেটন দুর্গের খুঁটির প্রাচীরের সামনে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে উল্লাসধ্বনি করে তাদের স্বাগত জানাচ্ছিলো ম্যাসাচুসেটস গ্যারিসন। কিন্তু জর্জ

www.pathagar.com

উইভারের কারণে আনন্দের এ আমেজটা মাটি হয়ে গেলো। উইভার গম্ভীরকণ্ঠে বলে উঠলোঃ 'হুপ্।' পরক্ষণেই আবার গলা চড়ালো ঃ 'হুপ্, হুপ্, হুপ্।'

উপত্যকার মহিলাদের প্রায় অর্ধেকই এখানে এসে ভিড় করেছিলো তাদের বিদায় জানানোর জন্যে। গিল মার্টিন ওদের মধ্যে লানাকে দেখতে না পেয়ে খুশি হলো। সে ওকে বুঝিয়ে বলেছিলো, মিসেস ম্যাকলেনারের বাড়ির সামনে দিয়ে মিলিশিয়াদের মার্চ করে যাওয়ার সময় তাকে দেখতে পাবে ও। সুতরাং, ভিড়ের মধ্যে ওর যাওয়ার দরকার নেই। মিসেস ম্যাকলেনার তাঁর স্বভাবসুলভ নেকোধ্বনি করে সায় দিয়েছিলেন গিলের কথায়।

'মাগো,' বললেন তিনি। 'আমার মনে পড়ছে, এবারক্রমবি অভিযানে বার্নির যাওয়ার দিনটির কথা। বিছানাতেই ও চুমু খেলো আমায়। পিঠে জোরে একটা ঠেলা দিয়ে বললো, 'তুমি এখানেই থাকো স্যালি, মাই ওল্ড গার্ল। আমার ফিরে না আসা পর্যন্ত গরম রাখো বিছানাটাকে।' কোনোরকম ভাবালুতাকেই ও প্রশ্রয় দিতো না, বুঝেছো।'

কিন্তু কিংস্‌রোড ধরে ড্রামে বাজনার এলোমেলো তাল তুলে যখন মিলিশিয়া দলটি এগিয়ে আসছিলো, তখন একটি বৃদ্ধ যুদ্ধঘোড়ার মতন থপ্‌থপ্ শব্দে লানার পেছন পেছন ছুটে গেলেন তিনি বাড়ির খুঁটির পাঁচিলের কাছে। একটি যুবতী মেয়ের মতোই করতালি দিলেন এবং হাত নেড়ে সম্ভাষণ জানালেন মিলিশিয়া অফিসারদের।

কর্নেলের ঘোড়াটা পেছনে ড্রামের বাজনায় উত্তেজিত হয়ে বাতাসে ঝড় তুলে ছুটতে শুরু করলো সামনের দিকে। কর্নেল বেলিঞ্জার জন্তুটাকে বাগ মানাতে না পেরে অনেকটা অবচেতনের মতন পেছনের দিকে তাকানোর চেষ্টা করলো। এদিকে ক্রিশ্চিয়ান রিঅল তাদের সাথে শিঙ্গা না থাকায় ঘোড়াটাকে পিছু হটানোর জন্যে চেঁচাতে লাগলো হেঁড়ে গলায়।

খুঁটির পাঁচিলটার পাশে দাঁড়িয়ে মিলিশিয়াদের পরিচিত মুখগুলি দেখতে লাগলো দুই মহিলা। সবার সামনে নদীর সবুজ পাহাড়টার পটভূমিতে দুলছিলো রেজিমেন্টের লাল-পতাকা। মিলিশিয়াদের কাঁধে ঝক্‌ঝক্ করছিলো রাইফেলের নলগুলি। একটু পরেই তারা দেখলো জর্জ উইভার এবং লিকলিকে জিমস ম্যাকনডের মাঝখানে এসে স্থান নিতে গিলকে। ওদের দুজনের মধ্যে তাকে লম্বা এবং অনেকটা তামাটে দেখাচ্ছিলো। তার মুখের কঠিন ভাবটা দেখে গলা শুকিয়ে গেলো লানার। এসময় মিসেস ম্যাকলেনার তাঁর বিশাল হাত বাড়িয়ে চাপ দিলেন ওর বাহুতে। স্বস্তিবোধ করলো এতে লানা।

www.pathagar.com

'একজন সুদর্শন পুরুষ সে,' বললেন মিসেস ম্যাকলেনার। 'প্রভু তাকে রক্ষা করুন।'

উনাডিলায় মার্চ করে যেতে পাঁচদিন লাগলো জার্মান ফ্লাট্স কোম্পানির। পয়লাদিন সন্ধ্যাবেলায় ফক্সমিলের চড়াইয়ের ওদিকে প্যালাটাইন গির্জায় শিবির পাতলো তারা। পরেরদিন সকালে কর্নেল জ্যাকব ক্লোকের অধীনে প্যালাটাইন কোম্পানির একটি সেনাদল যোগ দিলো তাদের সাথে। এই দুই কোম্পানির মিলিত সৈন্যসংখ্যা ছিলো দুশর মতো। তারা ক্রমাগত পুবদিকে এগিয়ে চললো এবং দুপুরে গিয়ে পৌছলো কানাজোহারির সংযোগস্থলে। সেখানে তারা নতুন করে শিবির পাতলো কানাজোহারি কোম্পানি এবং ফার্স্ট নিউইয়র্ক লাইনের একটি নিয়মিত সেনাকোম্পানির শিবিরের মাঝখানে। কর্নেল ভ্যান শাইকের নেতৃত্বে এই নিয়মিত সেনাদলটি পাঠানো হয়েছিলো আলবানি থেকে। নীলরংয়ের অভিযান কোট পরিহিত নিয়মিত সেনাদলের উপস্থিতি বিশেষ করে পরদিন ভোরবেলা ড্রামের বাজনার সাথে তালমেলানো তাদের কুচকাওয়াজটি ছিলো অনুপ্রেরণাদায়ক। মিলিশিয়াদের ড্রামের চাইতে অনেক মসৃণ এবং জাঁকালো ছিলো নিয়মিত সেনাদলের তিনফুট গভীর ড্রামগুলি। তাছাড়া, এগুলির শব্দের অনুরণনও ছিলো অতুলনীয়। ড্রামের বাজনার তালেতালে মোহক থেকে দক্ষিণে সেদিন সারাবেলা মার্চ করে এগিয়ে চললো মিলিশিয়া বাহিনীটি। পাহাড়ের মধ্যদিয়ে চলবার সময় পায়ের তাল রাখতে গিয়ে বার বার হিমশিম খেতে হচ্ছিলো তাদের।

কিন্তু চেরি-ভ্যালিতে পৌছেই কর্নেল ভ্যান শাইক্ তার সেনাদলটির যাত্রাবিরতি ঘটালো। এবং জেনারেল হারাকিমারকে জানালো, রসদের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে বলে আর বেশিদূর সে এগুতে পারছে না। তবে রেডইন্ডিয়ানরা নাগালের বাইরে চলে গেলে জেনারেলকে সাহায্য করবার জন্যে তৈরি হয়ে থাকবে সে।

বুড়ো সাদা ঘোড়াটার পিঠে উপবিষ্ট ছিলেন হারকিমার। মেজাজটা তাঁর বিগড়ে গিয়েছিলো। কর্নেলের মুখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে তিনি তাকালেন ক্যাম্পবেল খামারের চারপাশের খুঁটির বেড়াটার পানে। এই খুঁটির বেড়া তথা পাঁচিলই ছিলো এখানকার বসতের একমাত্র প্রতিরক্ষা দুর্গ। কোনোরকম মন্তব্য না করেই তিনি কর্নেলের কথাগুলি শুনলেন। থালার মতন দেখতে পাহাড়গুলির মাঝখানের সবুজ মাঠ এবং চারদিকের দৃশ্যপটটার ওপর ঘুরপাক খেতে লাগলো তাঁর কালো দুইচোখ।

www.pathagar.com

সূচনা থেকেই একটা অমঙ্গল-আশংকা ছেঁকে ধরেছিলো এই বেঁটেখাটো জার্মানটিকে। এখন তাঁর মনে হলো, অমঙ্গলের ঘটটি বুঝি পূর্ণ হয়ে উঠেছে কানায়-কানায়।

কর্নেলের দিকে তিনি তাঁর হ্যাটের ফিতে বাঁধা কানাটা উঁচিয়ে ধরলেন এবং পরমুহূর্তেই বুড়ো ঘোড়াটাকে ঘোরালেন রাস্তার দিকে। সেখানে সীমান্তরক্ষীদের একটি ক্ষুদে কোম্পানি নিয়ে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলো কর্নেল জন হারপার। তাকে এবং তার লোকজনকে দেখে উৎফুল্ল হলেন হারকিমার। জন হারপারকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ব্রান্ট কি এখনো ওগ্‌কাওয়াগায় আছে? হারপার মাথা নেড়ে সায় দিলো। এরপর তিনি আবার বললেন, এখানকার তল্লাট সম্পর্কে ভালো জানাশোনা আছে হারপারের সীমান্তরক্ষীদের। তাদের কী অগ্রগামী গুপ্তচর হিসাবে কাজে লাগানো যাবে? হারপার রাজি হলো তাঁর প্রস্তাবে। কথাটা সবাইকে জানিয়ে দিলেন হারকিমার।

একটি সাপের খণ্ডিত দেহের মতন সামনের দিকে ভেঙ্গে-ভেঙ্গে অগ্রসর হলো মিলিশিয়া বাহিনীটি। কুড়ি মিনিট পরে তিনশ জোয়ানের এই ক্ষুদে দলের মাথাটা অতিক্রম করলো ওট্‌সিগো হ্রদের সড়কসংলগ্ন বসত। আধঘন্টার মধ্যে সবাই অদৃশ্য হলো সামনের নিবিড় অরণ্যে।

বিশ তারিখে তারা শিবির পাতলো সাস্‌কোহানা নদীর দক্ষিণ তীরে। জায়গাটা ছিলো নদীর উনাডিলা সংগমস্থলের তিনমাইল নিচের দিকে। সেদিনই অপরাহ্ণে হারকিমারের আগমনবার্তা ব্রান্টকে জানানোর জন্যে একজন সংবাদবাহক পাঠানো হলো ওগ্‌কাওয়াগায়। বাহককে বুঝিয়ে দেয়া হলো সে যেন ব্রান্টকে বলে, হারকিমার তার সংগে সাক্ষাতের জন্যে অপেক্ষা করছেন। তাদের দুজনের আলোচনার ধরনটা হবে পুরোপুরি প্রতিবেশীসুলভ। অর্থাৎ একজন প্রতিবেশী অন্য প্রতিবেশীর সাথে যেভাবে মতবিনিময় করে অবিকল সেরকম।

জেনারেলের তাঁবুটি ছাড়া আর কোনো তাঁবুই ছিলো না মিলিশিয়াদের। হেমলক গাছের খুঁটি পুঁতে তার ওপর উত্তরমুখো করে তারা ঝুলিয়ে রাখলো বাকল। কারণ, বাতাস ছিলো বেশ গরম। পরের দিন ভোরবেলা নির্দেশমাফিক গাছের বাকলের ছাউনি দিয়ে পাহাড়ের সিকিমাইল নিচে একটি টিলার ওপর তৈরি করা হলো পঞ্চাশফুট লম্বা একটি চালাঘর। এখানে বিক্ষিপ্তভাবে গজিয়ে উঠেছিলো একসার আপেল গাছ। কয়েকটি গাছে এখনো ফুল ফুটছে।

www.pathagar.com

সকাল থাকতেই ওগৃকাওয়াগা থেকে ফিরে এলো সংবাদবাহক। সংগে সংগেই সে এসে ঢুকলো হারকিমারের তাঁবুতে। হাঁটুসমান উঁচু একটি ফিল্ডডেস্ক সামনে নিয়ে একা বসেছিলেন জেনারেল। তাঁর গায়ে আস্তিনওয়ালা শার্ট, হাতে ময়ূরপালকের কলম। লেখার বড়ো একটা গরজ কখনো তাঁর ছিলো না। আর এঅবস্থায় লেখার কসরত করা বলতে গেলে প্রায় অসম্ভব ছিলো তাঁর পক্ষে।

জো বোলিও বসলো।

'তার সাথে আমার দেখা হয়েছে।'

'সে কী আসবে আমার সংগে কথা বলতে?'

'হ্যাঁ। বলেছে, দিন কয়েকের মধ্যেই আসবে সে।'

'তুমি কি ওদিকের চারপাশটায় নজর রেখেছিলে?'

'গতরাতে তেমন একটা চোখ বুলাতে পারিনি। তবে আজ সকালবেলা ভালোমতন পরখ করেছি জায়গাটা। খুববেশি রেডইন্ডিয়ান তার কাছে আছে বলে মনে হলো না।'

পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো তারা।

'হনিকল্', আন্তরিকতা নিয়ে বলতে শুরু করলো জো বোলিও,'তুমি এই নীচ-স্বভাবের লোকটাকে পাকড়াও করতে চাও, না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু এখুনি তার পিছুতাড়া করলে এবং তাকে ধরতে না পারলে এটা একটা যুদ্ধতৎপরতা বলে গণ্য হবে।'

'দুশ লোকও সে যোগাড় করতে পারবে না।'

'বুঝলাম। কিন্তু কংগ্রেস এখনো ভাবছে, রেডইন্ডিয়ানদের পক্ষে আনা যাবে। গত বছর রেডইন্ডিয়ানদের একটা দল জন হ্যানককের সাথে দেখা করে তাকে তাদের জন্যে একটা বিশাল ছায়াদার বৃক্ষ বলে আখ্যায়িত করেছে।'

'শুধু এইটুকু সংবোধনই কী তারা তাকে করেছিলো? মাই গড্, একটা সুযোগ হারালো তারা।'

'হ্যাঁ, নিরপেক্ষ থাকবার জন্যে আমি রাজি করাতে চাই ব্রান্টকে। তবে বিধাতার দোহাই, সুযোগ পেলে একদিন না একদিন আমি তাকে ফাঁসাবো।'

'দেখা করতে আসলে তাকে পাকড়াও করলেই তো পারো?'

www.pathagar.com

সাতসাতটা দিন শুয়েবসে কাটালো মিলিশিয়ারা। এর মধ্যে কিছুই তাদের দিয়ে করা হলো না। শেষে সাতাশ তারিখ ভোরবেলা ব্রান্টের খবর নিয়ে শিবিরের দিকে পড়ি–কি–মরি করে ছুটে এলো গুপ্তচরদলটি। তারা জানালো শিবিরের চারমাইল ব্যবধানে একটা জায়গায় আসছে ব্রান্ট। দুপুরের দিকে একজন রেডইন্ডিয়ান শিবিরে এলো এবং জেনারেল হারকিমারের সংগে দেখা করতে চাইলো।

কম্বল মুড়ি দিয়ে একটা খুঁটির মতন দাঁড়িয়ে থাকলো রেডইন্ডিয়ানটি। দুই কুঁতকুঁতে কালো চোখে শিবিরের চারপাশটা একবার জরিপ করে নিলো সে। গায়ে কোট চড়িয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন জেনারেল হারকিমার।

রেডইন্ডিয়ানটি শুধালো ঃ 'কী বিষয় নিয়ে আপনি আলাপ করতে চাইছেন ব্রান্টের সাথে?' হারকিমারের মতোই ছিলো তার ইংরেজি উচ্চারণ।

'একজন পুরনো প্রতিবেশী হিসাবে আমি তার সাথে কথাবার্তা বলতে চাই।'

'বেশ তো,' বললো রেডইন্ডিয়ানটি। 'এসব লোকও তার পুরনো প্রতিবেশী, একথা বলবো আমি তাকে?'

লোকটার চোখেমুখে কৌতুকের কোনো চিহ্ন না থাকলেও দাঁত বের করে হাসলেন হারকিমার।

'হ্যাঁ, কথাটা বলতে পারো তাকে।'

রেডইন্ডিয়ানটি চলে গেলো। আধঘন্টার মধ্যে আবার ফিরে এসে জানালো, নতুন তোলা শেডটি দুজনের বৈঠকের স্থান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তবে শর্ত হলো, হারকিমারের সাথে থাকবে পঞ্চাশজন নিরস্ত্র লোক। ব্রান্টও তার সাথে একইসংখ্যক লোক রাখতে সম্মত হয়েছে। আশপাশের জংগল থেকে গুলি ছোঁড়ার নাগালের বাইরে রয়েছে শেডটি। আর ওদিকে যাওয়ার পথ উন্মুক্ত থাকায় কোনোপক্ষই প্রতারণা করবার সুযোগ পাবে না। নিরাপত্তার নিশ্চয়তা হিসাবে কাজ করবে ওটা।

দুপুর গড়িয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর পায়ে হেঁটে পাহাড়ে উঠলেন হারকিমার এবং শেডের ছাদের ছায়ায় গিয়ে বসলেন। তাঁর সাথে ছিলো কর্নেল কক্স, হারপার ক্লোক এবং বেলিঞ্জার। এরা সবাই নিজেদের কোম্পানি থেকে একটি করে স্কোয়াড সংগে নিয়ে এসেছিলো। গিল ছিলো বেলিঞ্জারের স্কোয়াডে।

মিনিটদশেক বেঞ্চে বসেছিলো সবাই। এরপরই বনের ধারঘেঁষে আসতে দেখা গেলো ব্রান্টকে।

www.pathagar.com

এই প্রথম লোকটাকে দেখলো গিল। শীতের শুরু থেকে এর নাম মুখে মুখে ফিরছিলো সবার। ছয়ফুটের কম হলেও হাঁটবার সময় বেশি লম্বা মনে হচ্ছিলো ব্রান্টকে। রেডইন্ডিয়ান ধাঁচের পোশাক ছিলো তার গায়ে। তবে হরিণচামড়ার জুতা জোড়া ছাড়া সবই ছিলো বিলেতি কাপড়ে বানানো। ঐতিহ্যবাহী রেডইন্ডিয়ান মস্তকাবরণের বদলে সে পরেছিলো সোনালি ফিতায় বাঁধা একটি ঝুঁটিওয়ালা কালো হ্যাট। তার গায়ের কম্বলটার রং ছিলো গাঢ়নীল। কাঁধের দিক থেকে পিঠপর্যন্ত দেখা যাচ্ছিলো এর লালচে পাড়।

পেছনে দাঁড়িয়েছিলো তার অনুচরদলটি। কাপড় পরনের ঢংটা একই ধরনের হলেও এদের সাজপোশাকে ছিলো দীনতার ছাপ। রেডইন্ডিয়ান যোদ্ধাদের সামনে ছিলো এদের পাঁচজন। হরিণচামড়ার জুতাপরিহিত এক শ্বেতাংগকে ক্যাপ্টেন বুল নামে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো ব্রান্ট। মাথা নুইয়ে অভিবাদন করবার সময় বোকার মতন মুচকে হাসলো সে। দলের আরেকজন দোআঁশলা তথা আধারেডইন্ডিয়ান। স্যার উইলিয়াম জনসনের ঔরসে এবং ব্রান্টের বোনের গর্ভে তার জন্ম। অর্থাৎ জনসনের জারজ সন্তান সে। মুখটা তার আইরিশের মতো দেখালেও গায়ের রং তামাটে। মোহক রেডইন্ডিয়ানদের একজন সর্দারও ছিলো সাথে। কিন্তু তার নাম আঁচ করতে পারেনি গিল। আরেকটি হলো দোআঁশলা নিগ্রো-রেডইন্ডিয়ান। ব্রান্ট তাকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার প্রয়োজনবোধ করেনি।

হারকিমারের দিকে তাকিয়ে স্মিতহেসে করমর্দন করলো ব্রান্ট। শালগাছের মতন ঋজু, বলিষ্ঠ এবং সুঠাম তার দেহের গড়ন। প্রাণের উচ্ছলতা ছিলো সমস্ত অবয়ব জুড়ে। ঘুরেফিরে মিলিশিয়াদের দেখছিলো সে। যেন বুঝতে চাইছিলো তাদের প্রতিক্রিয়া। কিন্তু তারা সবাই একনজরে শুধু তাকেই দেখলো। কোনো প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ ব্যক্ত করলো না। তার দিকে একনজর তাকাতেই বোঝা যাচ্ছিলো বড়ো আত্মম্ভরী মানুষ সে।

খাঁটি মোহক রেডইন্ডিয়ান হলেও আচারআচরণে একজন কায়দা-দুরস্ত শ্বেতাং বলে সহজেই ভুল করা যেতো জোসেফ ব্রান্টকে। এমন মার্জিত ইংরেজিতে সে কথা বলছিলো যা বুড়ো হারকিমার তিনদফা নবজন্ম নিয়ে তিনতিনবার কলেজে গেলেও আয়ত্ত করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। তার কথাবার্তায় এবং চালচলনে প্রকাশ পেলো উচ্চমর্যাদাবোধ যা মিলিশিয়াদের বাধ্য করলো তার দিকে সহজ-সরল লোকের মতন তাকাতে। কিন্তু তার এ আচরণ সাধারণ রেডইন্ডিয়ানদের স্বভাবগত মর্যাদাবোধের মতো

www.pathagar.com

ছিলো না। এটা ছিলো অনেকটা রাজদরবারের শিষ্টাচারে বহুকাল ধরে অভ্যস্ত একজন শ্বেতাংগের আচরণের মতো। এতে এমন একটা গর্বিতভাব ছিলো যা ক্রিশ্চিয়ান রিঅলের মতন একটি ক্ষুদ্রমনা লোকের কাছেও অস্বাভাবিক ঠেকলো।

জো বোলিও নাক দিয়ে একটা শব্দ করে জর্জ উইভারকে বললো ঃ 'ব্রান্ট একটি চমৎকার ছেলে হিসেবে পরিচিত ছিলো। কিন্তু সে যে একটি চমৎকার লোকও, একথা সে এখন জানাতে চায় সারাদুনিয়াকে।'

ব্রান্টের দুর্বলতার প্রতি ইংগিত করছিলো জো বোলিও। রেডইন্ডিয়ান এবং শ্বেতাংগ ভদ্রলোক আর চাষাভুষা একসাথে সবারই প্রশংসাভাজন হতে চেয়েছে ব্রান্ট। এই মুহূর্তে যা–ই সে করুক তার মূল লক্ষ্য হলো, উভয়সমাজের কাছে একজন মহাপুরুষ হিসাবে নিজেকে খ্যাতিমান করে তোলা। এই মনোভাবই পরবর্তী সময়ে তাকে বাধ্য করেছিলো অবিবেচনাপ্রসূত দয়া এবং বন্ধুতার পাশাপাশি নিষ্ঠুরতা আর ঘৃণার পরিচয় দিতে। বোলিও এবং হারকিমার অথবা গিলের মতো স্পষ্টভাষী লোকেরা তার ভেতরটা যে স্পষ্ট দেখতে পারে, সেটা সে কখনো বুঝতে চেষ্টা করেনি। এ ভুলটাই সে করে এসেছে আগাগোড়া। এতে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে সে তার চাইতেও যারা বেশি অহংকারী তাদের। ব্রান্টের অভিযোগ হলো, আমেরিকান উপনিবেশগুলির সাথে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক বজায় রেখে রেডইন্ডিয়ান শহরে অবস্থান করছে যেসব মোহক তাদের প্রকৃতপক্ষে বন্দী হিসাবে আটক করে রাখা হয়েছে। এমনকি, তাদের উপদেষ্টা এবং দূত মিঃ স্টুয়ার্টকেও আটকে রাখা হয়েছে তাদের সাথে। বাটলারের স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা আছে জিম্মি হয়ে। এদিকে রেডইন্ডিয়ানদের জায়গার ওপর নির্মাণ করা হচ্ছে নতুন নতুন দুর্গ।

হারকিমার জানতে চাইলেন, এসব অভিযোগ মেটানো হলে রেডইন্ডিয়ানরা নিরপেক্ষ থাকবে কিনা। জবাবে ব্রান্ট বললো, রেডইন্ডিয়ানদের ছয়জাতি বরাবরই ইংল্যান্ডের রাজার সাথে মিত্রতায় আবদ্ধ। এমিত্রতা এখনো অক্ষুন্ন। এর বাইরে যাওয়া সম্ভব নয় তার পক্ষে। এরপর হারকিমার জিজ্ঞেস করলেন, আগামীকাল কী সে আবার বৈঠকে বসতে রাজি। ব্রান্ট এতে মাথা নেড়ে সায় দিলো। কিন্তু যাওয়ার সময় সে শান্তকণ্ঠে বললোঃ 'আমার হাতে আছে পাঁচশ যোদ্ধা। তোমাদের পক্ষ থেকে কোনো গোলমাল শুরু করা হলে তারা তার জন্যে প্রস্তুত থাকবে।'

ওই রাতে জো বোলিও, ওয়েগনার নামের আরেকটি লোক, জর্জ এবং আব্রাহাম আলোচানায় বসলো হারকিমারের সাথে। জেনারেল হারকিমার বললেনঃ 'এসব

www.pathagar.com

কথাবার্তায় কোনো ফায়দা নেই। ব্রান্ট তার সিদ্ধান্ত তো স্থির করেই রেখেছে। আমরা এর কোনো হেরফেরই করতে পারবো না। তাছাড়া, তার কাছে আছে পাঁচশ লোক। ইচ্ছা করলে সে আমাদের নির্মূল করে দিতে পারে।'

'আমি এর ওপর বাজি ধরতে পারি,' বললো জো বোলিও।

হারকিমার মাথা ঝাঁকালেন।

'যতোসব বাজে চিন্তা,' বললো জো। ওই ইন্ডিয়ানকে আমরা পিষে ফেলতে পারি। একবার ব্রান্টকে পাকড়াও করতে পারলে ওদের বাকি সবকটি লেজ তুলে পালাবে খরগোশের মতন।'

'এঝাঁকি আমি নিতে পারি না। এদের সবাইকে আমার মোহকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কারণ, এদের সাহায্য আমাদের দরকার।'

হারকিমারের ভাইপো জর্জ বললো ঃ 'আগামীকাল যদি সে গোলমাল শুরু করে তাহলে কী হবে?'

'সেদিকটাই তো তোমাদের দেখতে বলছি। অমনকিছু সে করলে গুলি করবে তাকে। পাহাড়ের চূড়ার পেছনে তোমরা লুকিয়ে থাকতে পারো। সূর্য ওঠার আগে ওখানটায় গেলে ওরা তোমাদের দেখতে পাবে না। জংগলের ঝোপঝাড়ের ভেতর ওঁৎ পেতে থাকবে। কিন্তু সাবধান, আগেভাগে তোমরা কিছু করতে যেয়ো না।'

পরের দিন কিছুই ঘটলো না। হারকিমারকে বিনম্রভাবে অভ্যর্থনা জানিয়ে ব্রান্ট ঘোষণা করলো ঃ 'রেডইন্ডিয়ানরা কোনো অবস্থাতেই রাজার সাথে তাদের আনুগত্যের চুক্তি ভাঙতে পারবে না।' হারকিমার তার কথা শুনে কাঁধ ঝাঁকালেন।

'ঠিক আছে, জোসেফ,' বললেন তিনি। 'এরপর কথাবার্তা বলবার আর কোনো মানে হয় না।'

ব্যাপারটার ইতি ঘটলো ওখানেই। দক্ষিণে নব্বই মাইল মার্চ করে গিয়েছিলো তিনশ মিলিশিয়া। তাদের আবার নব্বই মাইল মার্চ করে যেতে হবে পেছনে। শেষপর্যন্ত এই যাওয়া-আসাটুকুই সার হলো দীর্ঘ অভিযানটির।

'আসলেই কোনো মানে হয় না,' ব্রান্ট সায় দিলো। 'তবে এই দেখা-সাক্ষাৎটা উপভোগ্য হয়েছে।' তার ঠাট্টাটা লুকানো থাকেনি। 'দেখলাম, তোমরা আমাদের পুরনো প্রতিবেশী। তোমরা সবাই। আমরা বাড়ি ফিরে যেতে দেবো তোমাদের। এই দেশটা নিয়ে

www.pathagar.com

এখন আর মাথাঘামাচ্ছি না আমরা। আসল কথা হলো, কর্নেল বাটলারের সাথে দেখা করবার জন্যে আমাকে যেতে হবে ওসউইগো।'

হারকিমার মাথা নাড়লেন। উঠে দাঁড়ালেন এবং করমর্দন করলেন। তাকিয়ে দেখলেন, টিলাটার নিচে নেমে শান্তভাবে অরণ্যের দিকে হেঁটে যাচ্ছে ব্রান্ট। পেছন পেছন যাচ্ছে তার পঞ্চাশজন অনুচর। মনে হলো, জো বোলিও এবং ওয়েগনারকে সংকেত দেয়ার জন্যে ইতস্তত করছিলেন হারকিমার। পাতলুনের পকেটের ভেতর ছিলো তাঁর দুই মুষ্টিবদ্ধ হাত। শেষ রেডইন্ডিয়ানটি ঝোপের আড়ালে চলে না যাওয়া পর্যন্ত এক পাও নড়লেন না তিনি।

পরমুহূর্তেই হাঁক ছাড়লেনঃ 'জোয়ানদের তলব করো।'

অস্ত্র হাতে নিয়ে দ্রুত পাহাড়ের বুক বেয়ে ছুটে এলো মিলিশিয়ারা। সংগে সংগে আলাদা আলাদা কোম্পানিতে ভাগ হলো তারা। ঠিক সেইমুহূর্তেই অরণ্যের ভেতর থেকে ভেসে এলো বন্যচিৎকার। হঠাৎ ঘন ঝোপটা রূপান্তরিত হলো একদল রেডইন্ডিয়ান যোদ্ধায়। খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসেই মাস্কেট বন্দুকগুলি ঘোরাতে লাগলো তারা। ঝাঁকাতে লাগলো তাদের হাতের টোমাহক যুদ্ধকুড়ালগুলি। এরপর সবাই আবার গর্জে উঠলো একসংগে।

'কেউ ওদের লক্ষ্য করেনি।'

হারকিমারের কন্ঠস্বর ছিলো শান্ত এবং সংযত। পাইপ ধরালেন তিনি। মিলিশিয়াদের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে উগ্‌রে দিতে লাগলেন পাইপের ধোঁয়া। আকাশের দিকে ছিলো তাঁর চোখ।

'গড ড্যাম,' বললেন তিনি। 'আমি বুঝতেই পারিনি ঝড় আসছে। যাহোক, আমাদের সবাইকে বোধকরি ভিজতে হবে। এখুনি শিবির ভেঙে দিয়ে চলো বাড়ি ফেরা যাক্।' রেডইন্ডিয়ানরা তখনো জংগলের কিনারে দাঁড়িয়ে তারস্বরে চেঁচামেচি এবং নাচানাচি করছিলো। কিন্তু এখন তারাও শুনতে পেলো মেঘের গর্জন এবং বাজ-পড়ার শব্দ। হঠাৎ সূর্যকে ঢেকে ফেললো মেঘ। কিছু আবছাআলো তখনো ক্ষীণরেখায় ঝুলছিলো তরংগিত উপত্যকাটির ওপর। এরপরই স্বর্গ থেকে নিক্ষিপ্ত গোলাবর্ষণের মতন বড়ো বড়ো ফোঁটায় নামলো বৃষ্টি এবং সয়লাব করলো মাটি। রেডইন্ডিয়ানরা ভিজেকাক হয়ে পিছু হটলো অরণ্যে। আর মিলিশিয়ারা একা পড়ে থাকলো বৃষ্টির ধারাবর্ষণের মধ্যে।

www.pathagar.com

কিছুক্ষণ পর তারাও ছুটলো নিজেদের শিবিরের দিকে। ঝোপের ভেতর থেকে তাদের কানে এলো রেডইন্ডিয়ানদের গুলি ছোঁড়ার ফট্‌ফট্‌ শব্দ। কিন্তু বাতাসের ঝাপ্টা আর মেঘের গর্জনের মধ্যে এটাকে খেলার মতনই মনে হলো।

মিলিশিয়াদের শেষ লোকটি যখন শিবিরে এসে ঢুকলো, জেনারেলের তাঁবুটি তখন গুটিয়ে ফেলা হলো। গুটিগুটি হয়ে কাহিল হয়ে পড়া বুড়ো ঘোড়াটার পিঠে চেপে বসলেন জেনারেল। জো বোলিও বললো ঃ 'ওদের সবাই কেটে পড়েছে।'

হাসতে হাসতে হারকিমার বললেন ঃ 'গায়ে মাখানো রংয়ের ব্যাপারে মেয়েদের মতনই ওরা খুব স্পর্শকাতর। বিশেষ করে যখন ওটা কোথাও যাওয়ার আগে তরতাজা লাগানো হয়।'

'এটা ছিলো যুদ্ধের রং,' বললো কক্স।

'হ্যাঁ, আমি তা লক্ষ্য করেছি।' জেনারেলের মধ্যে কোনো ভাবান্তর দেখা গেলো না।

'আমাদের বাড়ি ফিরে যাওয়ার এটাই সময়,' শান্তকণ্ঠে বললেন তিনি। বৃষ্টির মধ্যে শোনা গেলো তার স্বরচড়ানো গলার আওয়াজ। 'আমাদের এই অভিযাত্রাটা কিন্তু পুরোপুরি ব্যর্থ হয়নি। একসাথে মার্চ করতে এবং নিজেদের মধ্যে নির্ঝঞ্ঝাটে একযোগে ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে চলতে শিখলাম আমরা।' দাঁত বের করে হাসলেন তিনি এবং মুখের ওপর লেপ্টেথাকা বৃষ্টির ফোঁটাগুলি মুছে ফেললেন হাত দিয়ে। 'জোয়ানেরা শোনো, তাঁর স্বরে গাম্ভীর্য, 'বোঝা যাচ্ছে, আমাদের সামনে আছে খারাপ সময়। কিন্তু তোমরা তো এখন রংমাখা রেডইন্ডিয়ানদের দেখলে। সুতরাং বুঝতেই পারছো, কোথায় তাক্‌ করে গুলি ছুঁড়তে হবে তোমাদের।'

অভিযানটার উদ্দেশ্য নিয়ে মিলিশিয়াদের অনেকের মনে প্রশ্ন জেগেছিলো। কিন্তু বৃষ্টির মধ্যে ক্ষুদে জার্মানটিকে তাদের সংগে কথা বলতে দেখে তারা বুঝলো, এই লোকটির মধ্যে রেডইন্ডিয়ান ভীতি নেই। এবং ইচ্ছা করলেই তিনি তাদের নিয়ে যেতে পারতেন অরণ্যে। তারা আরো অনুভব করলো, বিপদের সময় যেকোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করবার মতন বুকের পাটা আছে লোকটির। 'শোনো ছেলেরা,' বললেন তিনি, 'যতো তাড়াতাড়ি পারো ফিরে গিয়ে তোমাদের ফসল কাটার কাজটা সেরে ফ্যালো।' কর্নেল বেলিঞ্জারকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'পিটার, এখানে আসবার পথ ধরেই ফিরে যাচ্ছি আমি। চেরিভ্যালিতে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে খাদ্য অবশ্য যদি কন্টিনেন্টাল ফৌজ তার সবটা সাবাড় না করে ফেলে। কিন্তু যে বাড়তি রসদ আমি তোমাদের

www.pathagar.com

দিয়েছি তাতে তোমরা স্বচ্ছন্দে সংক্ষিপ্তপথ ধরে যেতে পারবে। বাটারনাট খালপাড় ধরে যাও। যদি কখনো এই রেডইন্ডিয়ানরা জার্মান ফ্লাটসে চড়াও হতে চায় তাহলে ওই পথ হয়েই আসবে তারা। তল্লাটটা তোমাদের দেখা উচিত। জো বোলিও দেখিয়ে দেবে কেমন করে তোমরা যাবে।'

উনাডিলার ওপরকার চড়াইতে উঠে সাসকোহানা নদী পার হলো জার্মান ফ্লাটস কোম্পানি। খালপাড় অনুসরণ করে সোজা উত্তরমুখো হয়ে তারা রওয়ানা দিলো বাড়ির উদ্দেশে। পথে একটার বেশি রেডইন্ডিয়ান হাঁটাপথ মাড়াতে হলো না তাদের।

জায়গাটা ছিলো ঝোপঝাড় এবং খানাখন্দকে ভরা। নাকানিচুবানি খেয়ে একটা জলা পার হওয়ার সময় অ্যাডাম হেলমারকে দেখতে পেলো গিল। গোটা শীতকালটা এর সাথেই শিকার করে বেড়িয়েছিলো সে। 'এটা একটা শিকারের রাজ্য,' হেলমার বললো। 'অনেক বছর হলো এতল্লাটে শিকার করছি আমি। জায়গাটার সবই আমার নখদর্পণে। এখানে আমার টিকির নাগাল পাবে না কোনো রেডইন্ডিয়ান।'

মিলিশিয়াদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো অ্যাডাম হেলমার। অ্যান্ড্রুজটাউনে এসে পৌছবার পর ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়ার অনুমতি চাইলো সে। বাওয়ারের একটি মেয়ের সাথে দেখা করবার খায়েশ ছিলো তার। অনুমতি পাওয়ার পর সে গিলের পাশে সরে এলো। ফিসফিসিয়ে বললো : 'এখানে থামলেই তো পারতে তুমি? পলির একটি সুন্দরী বোন আছে। ওর সাথে বেশ মজা করতে পারতে।'

মুচকে হেসে গিল বললো : 'আমি বেতনভুক লোক, অ্যাডাম। পরের চাকরি করি। এখান থেকে সোজা আমাকে ফিরে যেতে হবে কাজের জায়গায়। দ্রুত ফসল কেটে ঘরে তুলবার কথা বলেছিলেন হারকিমার। কথাটা শুনেছো নিশ্চয়।'

'অর্থাৎ বোঝাতে চাইছো তুমি বিবাহিত,' হেলমার তার সোনালি চুলের প্রকান্ড মাথাটা ঝাঁকালো। 'কিন্তু বীজ বোনার ব্যাপারে বেশ পেছনে পড়ে আছো তুমি।' হেসে লাইনের বাইরে পা বাড়ালো সে এবং বনের ভেতরে ঢুকলো। অ্যাডামের জন্যে প্রায় সবমেয়ে পাগল। কেউকেউ এখনো অপেক্ষায় আছে তার পিছু নেয়ার।

আটটি খামারের একটি ক্ষুদ্র গুচ্ছের ভেতর দিয়ে পা বাড়িয়ে চললো মিলিশিয়া কোম্পানিটি। মহিলা এবং শিশুরা তাদের দেখবার জন্যে ছুটে এসে জটলা পাকালো বেড়াগুলির ধারে। রেডইন্ডিয়ানদের হাঁটাপথটি হঠাৎ এখানে এসে একটা বড়ো সড়ক হয়ে সোজা চলে গেছে ফোর্ট হারকিমারে।

www.pathagar.com

ওই সন্ধ্যায় অর্থাৎ মিলিশিয়াদের ঘরমুখো মার্চের দ্বিতীয় দিনে ছত্রভঙ্গ করে দেয়া হলো কোম্পানিটি। অন্ধকারের মধ্যে বাড়ি ফিরলো গিল। নিজের ঘরে আলো দেখতে না পেয়ে সে গেলো পাথরের বাড়িতে। দরোজা দিয়ে দেখলো একসাথে বসে আছে লানা, মিসেস ম্যাকলেনার এবং বাড়ির নিগ্রো পরিচারিকা ডেইজি।

তারা সবাই তার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। মিসেস ম্যাকলেনার নিচে নেমে ভাঁড়ার থেকে কিছু পানীয় নিয়ে এলেন। ওটা পান করলেন তিনি আর দুই শ্বেতাঙ্গ–শ্বেতাঙ্গিনী। গিলের অভিযানে যাওয়ার বর্ণনা শুনবার পর নেকোশব্দ করে মিসেস ম্যাকলেনার বললেন ঃ 'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, একদল দাঙ্গাবাজ নাকের ডগায় নিঃশ্বাস নিয়ে এসেছিলো সাহস সঞ্চয় করবার জন্যে। আসলে আমাদের দরকার হলো নিয়মিত সেনাবাহিনীর।'

'হারকিমারের কিন্তু সাহস প্রচুর,' বললো গিল।

'আমার তাতে সন্দেহ নেই। তবে খোঁচা খেলেই সাহস বাড়ে তার। কিন্তু কথা হলো, খোঁচা খেয়ে যুদ্ধ জয় করা যায় না।' তিনি নাক দিয়ে শব্দ করলেন, গ্লাসে চুমুক দিলেন এবং দাঁত বের করে হাসলেন। 'কিন্তু আমার লক্ষ্মীছেলে, তুমি ফিরে এসেছো এতেই আমরা খুশি। কী বলো, ম্যাগডেলানা?'

লানাকে কেমন যেন নরোম মনে হলো। প্রশ্নটায় সংকুচিত হয়ে চোখ নামালো ও হাতের সেলাইয়ের ওপর। মুখটা ওর লাল হয়ে উঠলো।

'হাপ্, হাপ্,' শব্দ করে মিসেস ম্যাকলেনার বললেন ঃ 'সেলাইটা রেখে এখন বিছানায় যাও। ওখানেই সে তোমাকে পাবে। যাও।'

লানার হাতের হাল্কা ছোঁয়াটা তেমন অনুভব করলো না গিল। দুইচোখে ওর ফুটে উঠলো কমনীয়তা। 'তোমায় ফিরে পেয়ে আমি খুশি, গিল।' পরক্ষণেই আবার বললো ঃ 'তুমি কী খুশি, গিল? আমি কিন্তু সত্যিই খুশি।'

'হ্যাঁ,' জবাবে বললো গিল। 'কিন্তু আমি এমূহূর্তে রাক্ষসের মতন ক্ষুধার্থ।'

www.pathagar.com

৫

ঘোষণা

মোহক উপত্যকার উজান অঞ্চলে এই গ্রীষ্মটা ছিলো অন্যসব গ্রীষ্মের মতোই। তবে এবারকার গরমটা ছিলো ভিন্নরকমের। জুলাই মাসে এধরনের প্রচন্ড গরম কখনো পড়েছে বলে কেউ মনে করতে পারলো না। প্রতিদিনই বাড়তে লাগলো উত্তাপের তীব্রতা। এমনকি, ঝোপঝাড়ও রোদে পুড়ে শুকিয়ে উঠতে লাগলো। সন্ধ্যা নামবার অনেক আগেই ঘেসোমাঠে চরেবেড়ানো গোরুঘোড়াগুলিকে দেখা গেলো গোয়ালে ফিরে আসতে। শুকনো বাতাসে ছিলো ধুলার গন্ধ। মনে হচ্ছিলো, যেকোনো জায়গায় একটা দেশলাইয়ের কাঠির ছোঁয়া লাগলে সারাদুনিয়া জ্বলে উঠবে দাউদাউ করে।

মাঠে যারা মওসুমি ফসল এবং ঘাস কাটছিলো তাদের হাতের তালুতে সেঁকা লাগছিলো উত্ত কাস্তের। ঝাড়ন দিয়ে আঁটি থেকে শস্য ছাড়িয়ে নিচ্ছিলো মেয়েরা। তারাও অনুভব করলো রোদের তাপে আগাম পেকে এবং শুকিয়ে ঠনঠনে হয়ে উঠেছে শস্যের আঁটিগুলি। এতে হাত চালিয়ে ঝাড়াই-বাছাই করতে বেশ সুবিধা হলো তাদের।

জার্মান ফ্লাটস অঞ্চলে যেসব কৃষক ফসল কাটার কাজ শুরু করে তারা বিশ্বাসই করতে পারছিলো না যুদ্ধ চলছে অন্যসব জায়গায়। সমতলের চাষীরা চিন্তাভাবনা করছিলো তাদের গম এবং খড় নিয়ে। তাদের কোনো ধারণাই ছিলো না যুদ্ধটা কী নিয়ে বেঁধেছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিষয়টি রোমন্থন করতে গিয়ে ১৭৭৫ সালের প্রথম দিকের দিনগুলির কথা মনে করতো গিল। সেসময় হারকিমার গির্জার সামনের স্বাধীনতা স্তম্ভটি উপড়ে ফেলবার জন্যে গোটা উপত্যকা চষে বেড়িয়েছিলো বাটলার, জনসন এবং তাদের শেরিফ আলেকজান্ডার হোয়াইট। কানাওয়াগাতে তারা চালিয়েছিলো ঠিক একইধরনের উৎপীড়ন। কিন্তু এ দুবছর তারা সবাই কানাডায় পাড়ি জমিয়ে চেঁচামেচি করছেতারস্বরে।

স্ট্যানউইক্স দুর্গের দায়িত্বভার দেয়া হলো দুই ব্যক্তিকে। এদের মধ্যে একজন হলো এক তরুণ ওলন্দাজ। আপেলের মতন দেখতে তার মুখ। উঠতি বয়েসের ছেলেদের মতো বিষণ্নতার ছাপ তার চোয়ালে। বেশ উজ্জ্বল দুই নীল চোখের দৃষ্টি। নাম পিটার জ্যানস্‌বুর্ট। কর্নেলের চাপরাশ ছিলো তার কাঁধে। নিজের পোশাক-আশাকের বিষয়ে খুবই কেতাদুরস্ত ছিলো লোকটি। বোধকরি এঅঞ্চলটা তদারক করবার কারণে একটি সৈনিকের পারিবারিক ভাতা দ্বিগুণ হয়েছিলো তার কল্যাণে। সৈনিকের সাথে

www.pathagar.com

সৌজন্যমূলকভাবে এসেছিলো তার স্ত্রী। অন্যজন অধস্তন কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কর্নেল ম্যারিনাস উইলেট। তার লালচে রুক্ষমুখটি লন্ঠনের মতন দেখতে। বাঁটওয়ালা কোদালের মতন নাক। কৃষকের মতো দেখাচ্ছিলো তাকে। প্রথম এখানে আসবার পর স্থানীয় বসতকাররা বলাবলি করছিলো, লোকটার মধ্যে নাকি পুরাদস্তুর ইয়াংকির গন্ধ আছে। কিন্তু আদতে সে নিউইয়র্কের লোক। এবং বেশ খোশমেজাজি।

গ্যারিসনের পাঁচশ লোক তাদের এই দুই কম্যান্ডিং অফিসারকে ক্রীতদাস চালক বলে মনে করতো। তারা কেবল গোটা দুর্গটারই পুনর্নির্মাণ শুরু করেনি, জন রুফের বাড়িটাকেও আগুনে পুড়িয়ে মিশিয়ে দিয়েছে মাটির সাথে। আঙিনার ফুলের ঝোপটা কেটে পরিষ্কার করে ফেলেছে। শুধু তাই নয়, গাছ কেটে পথের ওপর প্রতিরোধ সৃষ্টি করবার জন্যে রোজ দুটি করে স্কোয়ার্ড পাঠাতো তারা উডক্রিকের ওধারে। স্থানীয় শ্রমিকদের মতে, এর কোনো মানে ছিলো না। তাদের কথা হলো ঃ বৃটিশদের এখানে আগমনটাই যদি অসম্ভব করে তোলা হয় তাহলে একইসময়ে দুর্গ মেরামত করে কী লাভ।

এর দিনকয়েক পর, সাতই জুলাই, হঠাৎ উপত্যকায় বজ্রপাতের মতন খবর ছড়িয়ে পড়লো ঃ বৃটিশ সেনাপতি জন বারগোইন নাকি দখল করে নিয়েছে টিকোনড্যারোগা দুর্গ। এখানকার অর্ধেক লোকই জানতো না টিকোনড্যারোগা কোথায়। কিন্তু তাহলেও খবরটার আভাস তাদের কাছে বিপদের একটা অশনিসংকেত বলে মনে হলো।

প্রায় সংগে সংগেই জর্জ হারকিমারের মিলিশিয়া কোম্পানিটি একত্র হলো সমাবেশে। তারা কয়েকটি সীমান্তরক্ষী স্কোয়াডে বিভক্ত হয়ে পড়লো এবং সীমান্তগামী সড়কের চারটি সংযোগমুখ বন্ধ করে দিলো। এই জায়গাগুলি হলো পশ্চিমে স্কুইলার, পুবে লিটল ফল্সের পাশেকার ফ্রাংকের সরাই, দক্ষিণে অ্যানড্রুজটাউন এবং উত্তরে স্নাইডারবুশ। গুজবে শোনা গেলো ঃ বাটলার এবং জনসন তাদের রেডইন্ডিয়ান আর বন্য হাইল্যান্ডার্স বাহিনী সাথে নিয়ে আসছে উপত্যকায়। তারা নিজেরা যেমন ভয়ের চোখে দেখে সেনেকাদের তেমনি জার্মানরাও সন্ত্রস্ত এই দুর্ধর্ষ হাইল্যান্ডারদের নামে।

স্কোহারির জংগলে এবং জার্সিফিল্ডে লোকজনের আনাগোনার খবর পাওয়া গেলো। রাতারাতি জনশূন্য হয়ে পড়লো ছোটো শহর ফেয়ারফিল্ড। সাফ্রেনিস ক্যাসেলম্যান নামের একটি লোক টোরি গ্রামবাসীদের নিয়ে যাত্রা করেছে পশ্চিমে। ব্ল্যাকক্রিক তথা

www.pathagar.com

কৃষ্ণখাল এলাকার একজন বসতকার নিয়ে এলো খবরটা। তার ভাষ্য হলো ঃ কুড়িজন পুরুষের সাথে নারী এবং শিশুরাও ছিলো দলে। নিজেদের সাধ্যমতো লটবহর সাথে নিয়ে যাচ্ছিলো তারা।

ফসলকাটার কাজটা শেষ করবার পর জার্মান সমতলের লোকেরা তাদের পুরনো বর্ণগত বিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবার ব্যাপারে সতর্ক হলো। নিরাপত্তা কমিটি তাদের নতুন আইনগুলি বলবত করতে শুরু করলো। রাতের বেলা বিনাঅনুমতিতে বের হওয়ায় গুলি করা হলো একজন নিগ্রোকে। গ্রামবাসীরা মেরামত করতে লাগলো তাদের খুঁটির পাঁচিল। এলডরিজ ব্লকহাউসের হাতুড়ি-পেটানোর শব্দ ওই নীরব দিনগুলিতে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিলো উপত্যকা থেকে। গিল মার্টিন এবং লানা এই শব্দ শুনে উদ্ব্যস্ত হয়ে খড়ের শেষ আঁটিগুলি তুলতে লাগলো চালাঘরে।

ওই দিন সন্ধ্যায় এলডরিজ থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে এলো জ্যাকব স্মল। এসেই সে খবর দিলো ঃ 'স্তম্ভের চূড়ায় একটা কামান বসিয়েছি আমরা।' এমন গর্বের সংগে কথাটা সে বললো যেন তার স্ত্রী বেট্সি স্মল আরেকটা ছেলে প্রসব করেছে। 'যদি তোমরা শুনতে পাও কামানটা আর গর্জাচ্ছে না তাহলে বুঝবে ইনজুনরা দুর্গে ঢুকে পড়েছে,' বললো জ্যাকব। 'যদি ওটা দুবার গোলা দাগায়, কোনোকিছু সাথে নেবার চেষ্টা না করে প্রাণপণে ছুটতে থাকবে। যেমন করে ষাটমাইল বেগে ছুটতে হয় ঠিক সেরকম। কামান থেকে পরপর তিনবার গোলা দাগানো হলে সোজা নদীর ওপারে যাওয়ার চেষ্টা করবে। এর থেকে বুঝে নেবে ইনজুনরা অর্থাৎ রেডইন্ডিয়ানরা তোমাদের খুব কাছাকাছি এসে গেছে। কিন্তু দুর্গে ঢুকতে পারেনি।'

রাতের খাওয়া সেরে মেরিট রাইফেলটা বের করলো গিল। তাকে ওটা পরিষ্কার করতে দেখে দরোজা থেকেই মাথা নাড়তে লাগলেন মিসেস ম্যাকলেনার। অন্ধকারের মধ্যেই নিচে নেমে এসেছিলেন তিনি।

'ওরকম ভয়ের চোখে তাকাচ্ছো কেন, ম্যাগডেলানা। ওরা এখনো চড়াও হয়নি এখানে।'

অন্ধকারে একটি শালতি নৌকা দাঁড় টেনে আসছিলো নদী দিয়ে। আকাশে ছিলো চাঁদ। তার ক্ষীণ আলোর মধ্যদিয়ে একটি প্রকান্ড চওড়া কাঁধের লোক নৌকার গলুইতে দাঁড়িয়ে একনাগাড়ে টেনে চলছিলো দাঁড়। পেছনে বসে বৈঠা ঘোরাচ্ছিলো জো বোলিও। ক্লান্ত দেখাচ্ছিলো তাকে।

www.pathagar.com

জলপ্রপাতের মাথার দিকে নদীর কূলে নৌকা ঠেকিয়ে ওয়ার্নার ডাইজার্টের খামারের পার্শ্ববর্তী পাহাড়ি পথটা ধরে হাঁটতে শুরু করলো তারা। ঘরের বারান্দায় বসেছিলেন নিকোলাস হারকিমার।

'সাথের লোকটি কে?'

'স্পেন্সার, হনিকোল্।'

হারকিমার উঠে দাঁড়ালেন। করমর্দন করলো দীর্ঘকায় লোকটি।

'তুমি কোথা থেকে এলে, টম?'

'ওনোনড্যাগা থেকে,' বললো স্পেন্সার।

'ওখানে কী হচ্ছে?'

'রেডইন্ডিয়ানরা সব এখন ওসউইগোতে। দুই বাটলার এবং স্যার জন জন্সনও আছেওখানে।'

'সব মিলিয়ে ওদের কতো লোক হবে?'

'তাদের নিয়মিত সৈন্য সংখ্যা হবে চারশ। অষ্টম এবং চৌত্রিশতম রেজিমেন্টের সৈন্য এরা। তাছাড়া আছে ছয়শ টোরি। সবারই পরনে সবুজ ইউনিফরম। সেনেকারাও সেখানে একত্র হয়েছে। ব্রান্টের সাথে আছে তার মোহকরা। কাইউগা এবং বেশকিছু ওনোন্ড্যাগাও আছে দলে। সব মিলেয়ে এক হাজার লোক হবে তাদের।'

হারকিমার নাক দিয়ে শব্দ করে শ্বাস ছাড়লেন।

'কে আছে ওদের কমান্ডে?'

'সিলিংগার নামের একটি লোক।' (কর্নেল ব্যারি সেন্ট লেগারের স্থানীয় অপভ্রংশ তথা বিকৃত রূপ ব্যবহার করলো স্পেন্সার।) 'তার একটি বড়ো তাঁবু এবং পাঁচটি পরিচারক রয়েছে।'

'আমি আগে কখনো তার নাম শুনিনি,' হারকিমার বললেন। 'লোকটি কী একজন সৈনিক, টম?'

রেডইন্ডিয়ান কর্মকারটি বললো : 'আমি জানি না। তবে তাকে সোনালি ঝালরওয়ালা লালকোট পরতে দেখা যায়।'

'এর জন্যে ধন্যবাদ বিধাতাকে,' বললেন হারকিমার। চেঁচিয়ে একটি নিগ্রোকে ডাকলেন তিনি।

www.pathagar.com

'মিঃ আইসেনলর্ডকে খবর দাও। সে ফ্রাংকের ওখানে আছে। জলদি যাও।' জো'র দিকে তাকালেন তিনি। 'আমার পক্ষে এই বার্তাটা লেখা সম্ভব নয়। তাছাড়া, যা গরম পড়েছে আজ রাতে।'

জেনারেলের বক্তব্যের ইংরেজি অনুবাদ করলো আইসেনলর্ড তার স্বচ্ছ হাতে ঃ

'নিশ্চিতভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে, খৃস্টান এবং বর্বর লোক মিলিয়ে প্রায় দুহাজার শত্রু ওসউইগো এসে পৌঁছেছে। আমাদের সীমান্তের ওপর হামলাই তাদের উদ্দেশ্য। এ অবস্থায় আমাদের দেশের নিরাপত্তার জন্যে যথাযথ এবং অতি জরুরি ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। শত্রু সীমান্তের দিকে অগ্রসর হওয়া মাত্রই আমাদের এ-অঞ্চলের ষোলো থেকে ষাট বছর বয়স্ক প্রতিটি স্বাস্থ্যবান পুরুষকে বাধ্যতামূলক কর্তব্য হিসাবে অস্ত্র এবং আনুষংগিক জিনিসপত্র নিয়ে অনতিবিলম্বে আমার নির্ধারিত স্থানে হাজির থাকবার জন্যে আমি নির্দেশ দেবো। খাঁটি দেশপ্রেমিক হিসাবে আপন স্বদেশভূমির নিরাপত্তার লক্ষ্যে এরপর তারা দৃঢ়তার সাথে অগ্রসর হবে শত্রুর মোকাবিলায়। আর যারা ষাট বছরের ওপরে, প্রকৃত অসুস্থ এবং অভিযানে যেতে অক্ষম – তাদের নিজ নিজ জায়গায় অস্ত্রসজ্জিত হয়ে একত্র হবার জন্যে নির্দেশ দেয়া হবে। নারী এবং শিশুরাও সেখানে হাজির থাকবে। আক্রান্ত হলে শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবে তারা নিজেদের সাধ্যমতো লড়ে যাবে---।'

উড্রিকে সেন্ট লেগারের প্রথম অগ্রবর্তী রক্ষীদলের উপস্থিতির ওপর নজর রাখবার জন্যে এর মধ্যেই অরণ্যে ফিরে গেলো স্পেন্সার।

কাউন্টিতে বন্টনের জন্যে জেনারেল হারকিমারের ঘোষণাটির অনেক কটি কপি সাথে নিয়ে নৌকায় করে নদীর ওপারে গেলো আইসেনলর্ড। জো বোলিও ছাড়া আর কেউ ছিলো না জেনারেলের কাছে। জো তার শুকনো গলাটা ভিজিয়ে নেবার জন্যে হাঁসফাঁস করছিলো। কিন্তু পুরনো সাথী হনিকলকে গম্ভীরমুখে অন্ধকারে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে কোনো কিছু বলবার সাহস হচ্ছিলো না তার। একটা মজার গল্প মনে মনে আওড়ানোর চেষ্টা করলো সে। কিন্তু লোবেলিয়া জ্যাকসন এবং তাদের কাজের লোকটির কান্ডটা ছাড়া আর কিছুই স্মরণ হচ্ছিলো না তার। আর এধরনের নোংরা গল্পে কখনো তেমন আকর্ষণ বোধ করেনি হনিকল।

সুতরাং মনের আনন্দে বিয়ারের কথা ভাবতে লাগলো সে। একটি নীল গ্লাসে এবং এর পরেই একটি টিনের মগে বিয়ারের তরল চেহারা ভাসলো তার চোখে। দেখতে

www.pathagar.com

দেখতে কাতর হয়ে উঠলো সে তৃষ্ণায় এবং আস্ত একপিপা বিয়ার গলায় ঢালবার কথা ভাবলো। পিপাটা খোলার শব্দ যেন কানে এলো তার এবং সংগে সংগে ঠোঁট চাটতে শুরু করলো সে।

হারকিমার মাথা নাড়লেন। 'হ্যাঁ', বললেন তিনি। 'তুমি সত্যি তৃষ্ণার্ত, জো।'

'তুমি কেমন করে বুঝলে, হনিকল? আমি তো কিছু বলিনি তোমায়।'

মুহূর্তের জন্যে ক্ষুদে জার্মানটির গলা ভরাট হয়ে উঠলো কৌতুকে।

'ইয়া', বললেন তিনি। 'এমনিতেই আমি বুঝতে পারি।'

'ঠিকই তুমি অনুমান করেছো,' স্বীকার করলো জো। 'কিন্তু কাউকে তো বলতে হবে কথাটা।'

'ম্যারিয়া,' ডাক দিলেন জেনারেল।

তাঁর স্ত্রী দ্রুতপায়ে নিচে নেমে এলো। মহিলাটি তরুণী, একটু স্থূলাংগী এবং স্বভাবগতভাবে শান্ত মেজাজের। জেনারেলের মেয়ে হলেই তাকে ঠিক মানাতো। সিঁড়ির গোড়ায় এসে সে যখন দাঁড়ালো, জেনারেল হাত বাড়িয়ে তার দুই হাঁটু বেষ্টন করলেন।

'জো বোলিও খুব তৃষ্ণার্ত, ম্যারিয়া। মনে হয়, আমারও গলাটা শুকিয়ে আছে। আমাদের দুজনের জন্যে বিয়ার নিয়ে এসো। দুটো বড়ো মগে করে আনবে।'

'ঠিক আছে, নিকোলাস।'

বিনীত গলায় জেনারেল বললেন : 'আমি চাই না এই মুহূর্তে নিগার পরিচারকরা কাছে-ভিতে থাকুক।'

'আমি তা জানি,' তরুণী ভার্যাটি বললো।

জো'র কাছে মনে হলো ফিরতে খুব দেরি করছে মিসেস হারকিমার। কিন্তু সে ঠিকই এলো। তার স্বামী নিজের পাশে বসালো তাকে এবং বাহুলগ্ন করে রাখলো।

'বেশ, জো,' জেনারেল তাঁর মগটা উঁচু করে ধরলেন।

জৈবিক তাড়নার বিষয়ে নিজের স্বভাবসুলভ ভংগিতে একটা উত্তর প্রায় দিতে যাচ্ছিলো জো। কিন্তু সময়মতো আত্মসংবরণ করলো সে।

'এখানে আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনই আছি তোমার জন্যে।'

ভাঁড়ার থেকে আনা বিয়ারটা ছিলো শীতল। এবং রাতটা ছিলো গাঢ়কালো। আর প্রপাতের ওপর নিচু হয়ে ঝুলছিলো চাঁদ। জোছনায় ঝলমল করছিলো স্রোতস্বিনীগুলি।

www.pathagar.com

পানির কলধ্বনি দূরাগত শব্দের মতন ভেসে আসছিলো বাড়িটায়।

'আমি বুড়িয়ে যাচ্ছি', শান্ত গলায় বললেন হারকিমার। 'কিন্তু ম্যারিয়া একটি পরিপূর্ণ যুবতী।' তিনি শক্ত করলেন তাঁর বাহুর বন্ধন। 'আমার স্ত্রী মারা গেলে ভাবতে পারিনি ওর বোনের মেয়েকে বিয়ে করবো আমি।'

'আসলে সবাই তো একই পরিবারের লোক।' জেনারেলের স্বরটাকে সহজ করে তুলতে চাইলো জো।

'হ্যাঁ, তা বটে', গম্ভীরকণ্ঠ জেনারেলের। 'আর সেজন্যেই তো এতো গোলমাল এখানেও। জানো, কোনো সাহায্যই আমাকে পাঠাবে না স্কুইলার। সে লিখেছে, সাহায্য চাওয়ার জন্যে আমার লজ্জিত হওয়া উচিত। তার কথা ঃ জোসেফ ব্রান্টের সাথে কোনো বিষয়েই নাকি সমঝোতায় আসবার অধিকার আমার নেই। এখন আবার কক্স, ফিশার এবং অন্যরা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছে, ব্রান্টকে গুলি করিনি বলেই আলবানি থেকে আমি সৈন্য পাচ্ছি না। তারা ডেটন পর্যন্ত কিছু ম্যাসাচুসেট্সীয়কে পাঠাবে মাত্র। আমি যা-ই করি না কেন তাদের চোখে সবই ভুল।'

'ওসব রাখো তুমি, হনিকল। তল্লাটের তাবৎ লোকই আছে তোমার পেছনে। কদাকার কৃষক শ্রেণী থেকে শুরু করে আমার মতো জংলি জানোয়ারের দল সবাই মদদ যোগাবে তোমায়।'

'এটা ভালোই তো, জো। আমাদের লড়তে হবে যেমন করেই হোক। আমরা একই পরিবারের লোক, এটা ঠিকই। আমাদের পক্ষ আর জনসনের পক্ষ – কোনো ফারাকই তো নেই। সৈন্য বলতে কেউ থাকবে না দুদলেই। তুমি বলতে পারো, যুদ্ধের সাথে মোটেও কোনো সম্পর্ক থাকবে না ব্যাপারটার।'

স্ট্যানউইক্স দুর্গ

আটাশে জুলাই, ১৭৭৭।

www.pathagar.com

৬
সমাবেশ

মহোদয়,

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেয়েছি, এই এলাকা এবং জার্মান ফ্লাট্‌সের মধ্যকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করবার উদ্দেশ্যে স্যার জনসন কিছু সংখ্যক রেডইন্ডিয়ান পাঠানোর জন্যে কর্নেল বাটলারের কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছেন। এখন থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে কিংবা তারও আগে ওসউইগো থেকে যাত্রা করবে তারা। নিয়মিত টোরি সৈন্য, ভবঘুরে কানাডিয়ান এবং নাগালের মধ্যকার সমস্ত রেডইন্ডিয়ান সমেত এক হাজার লোকের একটি বাহিনী নিয়ে তাদের পেছনে অগ্রসর হবেন স্যার জন। আমার বিশ্বাস, আপনি এতে হতোদ্যম হবেন না। বরং আপনার লোকজন এই দুষ্কৃতকারীদের শায়েস্তা করবার জন্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। তারা এক কাতারে এসে শামিল হবে। এর ওপর ভরসা রেখে আমরা অবশ্যই আমাদের ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হবো না।

আপনার একান্ত অনুগত

ম্যারিনাস উইলেট

চিঠিটা পাওয়ার পর জেনারেল হারকিমার ঠোঁটে শিস বাজালেন এবং তাঁর সবচেয়ে ভালো কোটটি পরলেন। ঘোড়া দাবড়িয়ে তিনি ডেটন দুর্গে গেলেন এবং কর্নেল ওয়েস্টনের সাথে কথা বলবার জন্যে ভেতরে ঢুকলেন।

কর্নেল ওয়েস্টন একজন বিচক্ষণ লোক। জার্মান বসতকাররা কী ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে ম্যাসাচুসেটস সৈনিকদের মধ্যে সে-ই প্রথম তা সঠিকভাবে আঁচ করতে পারলো। কর্নেল অবশ্য জার্মানদের পসন্দ করতো না। তবে বৃটিশ আভিজাত্যের গন্ধ আছে এমন সবকিছুকে সে আরো বেশি অপসন্দ করতো। প্রায় সংগে সংগেই ওয়েস্টন তার সেনাদলের ভান্ডার থেকে রসদ পাঠাতে রাজি হলো। এছাড়া, যতো দ্রুত সম্ভব কর্নেল মেলোনের নেতৃত্বে দুশ সৈন্য পাঠাবে বলেও প্রতিশ্রুতি দিলো।

উনত্রিশ তারিখে হারকিমারের কাছে একটি বার্তা পাঠালো টম স্পেন্সার। একটি যুদ্ধের মুখে ওনিডা জাতির বন্ধুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়ে প্রথম সুস্পষ্ট নিশ্চয়তা পাওয়া গেলো এতে।

www.pathagar.com

বার্তাটির ভাষ্য হলো ঃ

'সর্দারদের এক সভায় তারা আমাকে বলেছে, স্ট্যানউইক্স দুর্গে রাজার বাহিনীর পৌছুবার আর মাত্র চারদিন বাকি। এর আগেও তারা এসে হাজির হতে পারে বলে সর্দারদের ধারণা। সর্দাররা আশা করে, স্ট্যানউইক্স দুর্গের কমান্ডিং অফিসাররা যেন দুর্গটির দশা টিকোনড্যারোগার মতন না করে। তারা চায় অফিসাররা সাহসের পরিচয় দেবে।

'সর্দাররা আরো আশা করে, জেনারেল স্কুইলার এ বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন এবং এখানে একটি সুদক্ষ সেনাদল পাঠাবেন। নিউইয়র্কে এখন কিছুই করবার নেই। আমরা মনে করি, সেখানে এমন অনেক লোক আছে যাদের এখানে কাজে লাগানো যায়। আমাদের আশংকা, জংগলের মধ্যদিয়ে একদল লোক এসে এখানকার অধিবাসীদের যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দেবে। তারা এসে পড়লেই আমরা ঘেরাও হয়ে পড়বো চারদিক থেকে। এটাই বোধকরি আমাদের শেষ পরামর্শ।....'

একটা কাজই করবার বাকি ছিলো। রাতের আগখানে জন্সটাউন পর্যন্ত গোটা উপত্যকার নানান জায়গায় মিলিশিয়া সমাবেশের নির্দেশ দিয়ে লোক পাঠালেন জেনারেল হারকিমার। বলে দেয়া হলো, আগস্টের তিন তারিখে ডেটন দুর্গে হবে এই সমাবেশ।

গিলের মনে একটা আশ্চর্য অনুভূতি জাগালো ব্যাপারটা। রোববার সকাল বেলা নদীর ওপার থেকে তার কানে এলো হারকিমার দুর্গের গির্জার ঘন্টাধ্বনি। দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে থেকে সে লক্ষ্য করলো, আগস্টের গরম বাতাসের মধ্যে কেমন যেনো একটা প্রশান্তি ছড়ানো খামারটায়। নদীটার বুকে নীলের ছোপ। ওপাশে অরণ্য–খচিত পাহাড়। দুর্গের পাঁচিলের বাইরে খেলা করছিলো ছেলেমেয়েরা। ঘন্টাধ্বনি শুনবার পর হঠাৎ তারা চুপ হয়ে গেলো এবং মুখভার করে ছুটতে শুরু করলো গির্জার ফটকের দিকে।

দৃশ্যটা ভারাক্রান্ত করে তুললো গিলকে। বাড়িঘর পুড়ে যাবার পর যে বিষণ্নতা তাকে ছেঁকে ধরেছিলো ঠিক সেরকমই একটা বেদনাবোধ সঞ্চারিত হলো তার মধ্যে। শীতের সেই দিনগুলি এবং তার আগে লানা আর তার সুখে থাকবার স্মৃতিটা দুলতে লাগলো চোখের সামনে। এই কিছুদিন ধরে সে আঁচ করছিলো, লানা আস্তে আস্তে ওর সাবেক মনের জোরটা ফিরে পেতে শুরু করেছে। কিন্তু অ্যাডাম স্মিথ যেদিন সমাবেশে যাবার সংবাদটা নিয়ে এলো, তারপর থেকে লানা আবার নিশ্চুপ হয়ে পড়লো।

www.pathagar.com

অ্যাডাম এখন সীমান্ত রক্ষীর দায়িত্ব পেয়েছে।

রান্নাঘরে একান্তে বসে কাজ করছিলো লানা। গিল বুঝতেই পারলো না, কোথায় কী করছে ও। শেষে ভেতরে ঢুকে সে দেখতে পেলো, তার টুপিতে ও নতুন একটা ফিতার ফুল লাগাচ্ছে। আর দুইগাল বেয়ে ওর গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুধারা। ওর নতমুখ এবং নীরব কান্না কাতর করে তুললো গিলকে।

'এরকম ভেঙে-পড়া উচিত নয় তোমার, লানা।'

'জানি,' বললো ও। 'সত্যি অমনটা করা মানায় না আমায়।' কথা বলবার সময় চোখ তুললো না ও। 'কিন্তু গত দুদিন ধরে কেমন যেন একটা ভাবনা ঘোরপাক খাচ্ছে মনে। অন্যরকম বোধ করতে শুরু করেছি আমি। এখন মনে হচ্ছে, খুব দেরি হয়ে গেলো না তো।'

'খুব দেরি?' বুঝতে চেষ্টা করছিলো গিল। 'হুঁ তুমি ভাবছো, হয়তো আমি যুদ্ধে মারা যেতে পারি। আমি মরতে পারি না, লানা।'

'না না, না! তা নয়। আমি ভাবছি, আমাকে আবার ভালোবাসতে হয় তো অনেক দেরি হয়ে গেলো তোমার।'

'আমি তো তোমায় ভালোবাসি', বললো সে।

'জানি। তোমার চেয়ে ভালো পুরুষমানুষ কোনো মেয়েই পাবে না, গিল। আমি চাই তুমি তা বুঝবে।' টুপিটার তলায় হাতটাকে মাথার মতন ধরে রেখে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো ও। মিষ্টি করে হাসলো। হাতের পিঠে মুছে ফেললো চোখের পানি। বললো ঃ 'এটা পরো তো দেখি।'

স্কুইলারে প্রথম সমাবেশে যাবার আগে যেমন করে ওর সামনে দাঁড়িয়েছিলো, ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে থেকে নিঃশব্দে ওর হাত থেকে টুপিটা তুলে নিয়ে মাথায় পরলো গিল। কিন্তু এখন অনেক পাল্টেছে সময়। দুজনই ওরা তা অনুভব করলো।

'লানা। ভালোই থাকবে তুমি। মিসেস ম্যাকলেনারের কাছ-ছাড়া হয়ো না।' সে একটু থামলো। 'যদি খারাপ কিছু ঘটে—'

'বলো, গিল।'

মিসেস ম্যাকলেনার তাঁর বাড়ি থেকে নেমে পথের ওপর এসে দাঁড়ালেন।

'এখনো আছো এখানে?' শুধালেন তিনি। 'আমি খুব খুশি। আমি চেয়েছিলাম এরকমই যেন করে গিল।'

কাঁচা-চামড়ার ফাঁসে বাঁধা একটা ছোটো ফ্লাস্ক বাড়িয়ে ধরলেন তিনি।

www.pathagar.com

'এতে ব্র্যান্ডি আছে,' বললেন মিসেস ম্যাকলেনার। 'যুদ্ধে বারুদের পরেই সবচেয়ে উপাদেয় বস্তু হলো ব্র্যান্ডি।'

লানা কোমল কণ্ঠে বললো ঃ 'ভারি চমৎকার ফ্লাক্সটা তাই না?'

'বার্নি এটা ব্যবহার করতো।' বিধবার লম্বা নাকখানা যেন একটু থমকে দাঁড়ালো। 'এখন এটা আমার কোনো কাজে আসে না,' তাঁর স্বরটা চাঙ্গা হয়ে উঠলো। 'আমি ভাবলাম এটা হয়তো নাড়াচাড়া করতে সুবিধা হবে তোমার।'

গিল তাঁকে ধন্যবাদ জানালো।

কিছুক্ষণ তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো। একটু পরেই মাথা তুললেন মিসেস ম্যাকলেনার।

'ড্রামের শব্দ শোনা যাচ্ছে,' বললেন তিনি।

কিংসরোডের দিক থেকে আসছিলো ড্রামের লাগাতার ধাতব আওয়াজ। দরোজার বাইরে পা বাড়ালো গিল। একটু উঁচু হলো তার স্বর।

'এটা ক্লোক এবং প্যালাটাইন রেজিমেন্টের ড্রামের বাজনা,' বললো সে। 'আমাকে এখন রওয়ানা দিতে হবে।'

লানাকে চুমু খাবার জন্যে সে ঘাড় ফেরালো। কিন্তু তার আগেই দুজনার মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন মিসেস ম্যাকলেনার।

'আমি তোমায় চুমু খেতে চাইছি, গিলবার্ট মার্টিন। এখুনি আমার এটা করা উচিত। একজন বিধবার চুমুর স্বাদ ঠোঁটে না নিয়ে তুমি নিশ্চয় যেতে চাইবে না।'

তিনি ওর মুখটা টেনে নিলেন এবং দৃঢ়সংবদ্ধ হয়ে চুমু খেলেন। 'বিদায়, বাছা!'

স্কার্ট দুলিয়ে তিনি দরোজার দিকে পা বাড়ালেন।

আরক্তিম মুখে গিল তার স্ত্রীর দিকে ঝুঁকে মুখ তুলে ধরলো।

'বিদায়, প্রিয়তমা।'

লানা ওর ঠোঁট দুটি বাড়িয়ে ধরলো। হঠাৎ চোখ বুঁজে এলো ওর। গিল দেখলো ওর চোখের কালো পাতা থেকে উপচে পড়ছে অশ্রু।

'বিদায়!' ফের বললো সে। 'আমাদের সুদিন ফিরে আসবে দেখো, আমাদের দুজনেরই।'

রাইফেলটা তুলে নিলো সে। কম্বলখানা ঝুলিয়ে নিলো কাঁধের ওপর। পর মহূর্তেই হাঁটতে শুরু করলো পাঁচিলের দিকে। ওখানে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ালো। তারপর

www.pathagar.com

দ্রুতপায়ে রাস্তায় গিয়ে উঠলো। এগিয়ে-আসা প্যালাটাইন রেজিমেন্টের কাছ থেকে একশ গজেরও কম দূরে ছিলো জায়গাটা।

লানা অনেক কষ্টে দাঁড়িয়ে থেকে তাকে দেখছিলো। রেলিং পেছনে রেখে সড়ক ধরে সে হেঁটে যাচ্ছিলো। কাঁধে তার রাইফেল। একটা আঙুলের মতন রাইফেলের লম্বা নলটা বাড়ির দিকে যেন ইশারা করছিলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই ড্রামের রুক্ষ ঝংকারের মধ্যে তলিয়ে গেলো লানার সমস্ত অনুভূতি।

কোমরে একটি বাহুর স্পর্শ অনুভব করলো লানা। কানের কাছে মিসেস ম্যাকলেনারের উগ্র নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলো ও।

' এরকম বিদায় একটি নারীর জন্যে সত্যিই কঠিন,' বিধবাটি বললেন।

' বার্নিকে অনেক সময় ঠিক এভাবেই বিদায় নিতে দেখেছি আমি। 'বিদায়' শব্দটি উচ্চারণ করেই ও হাটা দিতো। হাত নাড়লেও আমার দিকে তাকাতো না। নিজের সেনাদলের কথাই তার মন জুড়ে থাকতো,বুঝেছো। সব লোককে ও একত্রে দেখতে চাইতো।'

বাহুর বাঁধনটি আরও কঠিন হলো।

'মানুষটা যদি তোমার ছেলে, এমন কি যদি বাবাও হয় তাহলে আরও খারাপ লাগবে বিদায় দিতে।' বলতে বলতে থামলেন তিনি। বোঝা গেলো বেদনাটা তাঁকে আবার ছেঁকে ধরেছে। 'কেউ যদি তোমার ছেলে হয়, কী করবার আছে তোমার। আর যে কোনো লোকই তো বাবা হতে পারে। কিন্তু একটি নারীর জীবনে ভালো স্বামী খুব কমইজোটে।'

গিল এখন রাস্তার মোড়ে। পেছন ফিরে আর একবারও তাকালো না সে। তার জায়গায় প্যালাটাইন কৃষকদের এলোমেলো কয়েকটি দলকে লাঙলের মতন এঁকে-বেঁকে এবং মাথা নুইয়ে রাস্তা দিয়ে এগুতে দেখলো লানা। কর্নেল ছাড়া মিলিশিয়া বাহিনীর জোয়ান এবং অফিসারদের কাউকেই আলাদাভাবে চিনবার উপায় ছিলো না। খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে চলা একটি কালো মাদীঘোড়ার পিঠে খাদ্যের বস্তার মতন চেপে বসেছিলেন তিনি। জন্তুটাকে গোবরের বোঝা টানবার কাজে ব্যবহার করতেন কর্নেল।

www.pathagar.com

৭

অভিযান

ক্ষুদে বসতটার মধ্যদিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে অগ্রসর হচ্ছিলো মিলিশিয়া যুবকেরা। কেমন যেন অস্বস্তিবোধ করছিলো তারা। একটি টিলার ধারে গড়ে তোলা হয়েছিলো দুর্গটি। নিকোলাস হারকিমার পা-ফাঁক করে বসেছিলেন তাঁর বুড়ো সাদা ঘোড়াটার পিঠে। ঘোড়ার কাঁধের হাড় দুটির মাঝখানটা শক্তহাতে চেপে ধরে রাখতে দেখা গেলো তাঁকে।

মিলিশিয়াদের ওপর প্রভাব বিস্তার করবার জন্যে তিনি তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বরটাকে কাজে লাগাচ্ছিলেন। এখন একজন অফিসারকে ইংরেজিতে নির্দেশ দিলেন প্রতিটি কোম্পানির সমাবেশের জায়গা খুঁজে বের করতে। কখনো তিনি বলদ এবং ঘোড়ায়-টানা গাড়িতে করে আসা রসদের তালিকা পরখ করতে লাগলেন। এবং কখনো ভাটি অঞ্চলের জার্মান ভাষায় স্বাগত জানাতে ব্যস্ত থাকলেন কোনো প্রতিবেশী অথবা পরিচিতব্যক্তিকে।

প্যালাটাইন কোম্পানির মিলিশিয়াদের আগে গ্রামে ঢুকে গিল দেখলো জেনারেলের হালচালের কোনো অদল-বদল হয়নি। গায়ে তাঁর নীল রংয়ের সেই পুরনো অভিযান কোটটি। অবিরল ধারায় ঘাম গড়িয়ে পড়ছিলো তাঁর চিবুক বেয়ে। ভ্যাপসা গরমে শরীরে তাপ বাড়াচ্ছিলো কোটের উষ্ণতা। কর্নেল কক্সের হেঁড়ে-গলার আওয়াজ মনোযোগ আকর্ষণ করলো জেনারেলের।

'ঠিক আছে, কর্নেল,' অবশেষে বললেন তিনি। 'আজ রাতেই যদি তুমি সামনে এগিয়ে যেতে চাও, যেতে পারো। কিন্তু স্টারিং নদীর ওপাশে যেতে চেয়ো না। আর তোমার গোটা রেজিমেন্ট এখানে এসে পৌছবার আগে কিছুতেই তোমার রওয়ানা দেয়া ঠিক হবে না। লীপ্ এবং ডিভেনডর্ফের কোম্পানির চেহারা তো এখনো দেখা যাচ্ছে না।'

কক্স গলা উঁচিয়ে বললো, 'তারা সময় নষ্ট করছে। নিজের কোম্পানির সাহায্যে টোরিদের নির্মূল করার দায়িত্ব সে নেবে। আর না বললেও তার কোম্পানির দায়-দায়িত্বও বর্তাবে তার নিজের ওপর।

'সব নির্দেশ আগেই দেয়া হয়েছে,' রুক্ষস্বরে আরেক বার বললেন হারকিমার। 'এটা তোমার পসন্দ না হলে আমি কর্নেল ওয়েস্টনকে সাক্ষী রাখছি।'

www.pathagar.com

অভদ্রের মতন মাথা নাড়লো ডেটন দুর্গের অধিনায়ক। এবং নিজের ইয়াংকি চোখের বাঁকা দৃষ্টিতে কর্নেলের ক্ষুব্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে বললো : 'আমি নির্দেশগুলি যথারীতি লক্ষ্য করেছি।'

'বেলিঞ্জারের রেজিমেন্টটি কোথায়?' শুধালো গিল।

'ডাক্তারের বাড়ির ওপাশে,' জবাব দিলো স্নাইডার্স বুশের এক হাসিখুশি কৃষক। 'ওদের এসে পৌছবার আগেই কক্সকে তার লেজ নামাতে হবে।' দাঁত বের করে হাসলো সে। 'একসময় কক্স ওদিকে শিকার করে বেড়াতো এবং যুবক জনসনের সাথে নরক গুলজার করতো। আর এখনই একটা পদবি বাগিয়ে সে ভদ্রলোক বনেছে বলে ভাবছে।'

কিন্তু গিল লক্ষ্য করলো, আরো জনাকয়েক অফিসার সহানুভূতির চোখে তাকাচ্ছে কক্সের পানে। তার মতোই তারা হাঁকাচ্ছিলো ভালো জাতের ঘোড়া। চকচকে পালিশ করা তাদের পায়ের বুটজুতা, বিলাতের তৈরি ঘোড়ার পিঠের জিন। তাদের মাঝখানে হারকিমারের বিবর্ণ সাজগোজ, ঘোড়া এবং কোটটিকে একদম বেমানান মনে হচ্ছিলো। বোধকরি হারকিমারকেও তারা বিদঘুটে মনে করছিলো।

জর্জ উইভার স্বাগত জানালো গিলকে। বললো : 'তুমিই কেবল সময় মতো এলে, গিল। লানা কেমন আছে,বলো। মাসখানিক হলো ওর সাথে দেখা নেই আমাদের।'

'বেশ ভালো আছে ও,' বললো গিল।'এমার খবর কি?'

'সে–ও একইরকম। লানার ওখানে যাওয়ার কথা ভাবছিলো সে ওর কাছ থেকে লেপের একটা নক্‌শা আনবার জন্যে। বলেছে, আমি বাইরে গেলে সুযোগমতো একদিন সে যাবে লানার কাছে।'

'খুব ভালো কথা,' বললো গিল।

মিলিশিয়া কোম্পানিকে আবার এক জায়গায় জড়ো হতে দেখে পুরনো স্মৃতিটা স্পষ্ট ভাসতে লাগলো গিলের মনের আয়নায়। বাড়িটা পুড়ে যাওয়ার আগে সবাই মিলে এরকম একটা সমাবেশে গিয়েছিলো তারা। রিঅলকে দেখা গেলো। বন্দুকটা আরেকবার পরিষ্কার করে নিয়ে এসে হাজির হয়েছে সে। জিম্‌স ম্যাকনডের মুখে ছিলো কেমন একটা যুদ্ধভীতি। বুড়ো ক্লেম কোপারনলও ছিলো সবার সাথে।

গিল বুড়োর দিকে তাকিয়ে বললো : 'আমার মনে হয় আপনার বয়েস ষাট পেরিয়েছে।'

শুভ্রকেশী ওলন্দাজটি বললো : 'খুব বুড়ো মনে হচ্ছে আমায়? কিন্তু যীশুর দোহাই,

www.pathagar.com

বৃটিশের সাথে লড়তে কোনো ওলন্দাজ কখনো নিজেকে বুড়ো মনে করে না।'

উইভার বললো : 'আজ রাতে সড়কের ঠিক এখানটায় শিবির পাতবো আমরা। ফিশারের মোহক কোম্পানি আর ক্যাম্বেলের মিনিটম্যানদের জন্যে অপেক্ষা করতে হবেতোমাদের।'

'আমি ভেবেছিলাম তারা ব্রান্টের সাথে ওদিকে অবস্থান করবে।'

'ব্রান্ট আবার পশ্চিমে কেটে পড়েছে,' বললো উইভার। 'সে এখন স্ট্যানউইক্সে।'

একটা লোক দম ছাড়লো। বললো : 'ওই রেডইন্ডিয়ানটি তার সম্পর্কে খবর জানবার আগেই অনেক দ্রুতগতিতে জংগলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে।'

'তা মাথা দেখাবার আগে সে যেন সাবধানে থাকে,' তীব্রকণ্ঠে বললো রিঅল। ডাক্তারের বাগানে একটা বাঁধাকপির দিকে বন্দুক তাক করে ধরছিলো সে।

সজোরে বন্দুকের নলটা নিচে নামিয়ে জর্জ উইভার চেঁচিয়ে বললোঃ 'তুমি কী কাউকে হত্যা করবার মতলবে আছো?'

সেদিনকার সন্ধ্যার ভাবসাব দেখে মনে হলো, খরার দাপটটা কাটবে। দক্ষিণের পাহাড়গুলির চূড়ায় ভাসমান সাদা মেঘের ওড়না দুলিয়ে মাথা তুললো স্লেট রংয়ের মেঘ। শোনা গেলো দূরে বজ্রমেঘের গুরুগুরু ডাক। কিন্তু বৃষ্টি এলো না। গোশকটগুলির পাশে লক্‌লকিয়ে উঠলো জ্বালানি কাঠের আগুন। খাদ্যদ্রব্য নামানো হলো গাড়ির বহর থেকে। সারাটা গ্রামে কেমন একটা বিচ্ছিরি গন্ধ ছড়ালো শুয়োরের নোনা ভাজা মাংস। ভালো বিছানা দেয়া হয়নি বলে একসাথে বসে বিড়বিড় করে ক্ষোভ প্রকাশ করছিলো মিলিশিয়া জোয়ানেরা। ফ্রেড কাস্টের মতো লোকও একদিনে সাত মাইল পুবে গিয়ে আবার সাত মাইল ফিরে এসে মাটিতে পাতা মাত্র একখানা কম্বলে রাত কাটাবার পেছনে কোনো কান্ডজ্ঞানের পরিচয় খুঁজে পেলো না।

'আমি তোমার কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করছি না,' বললো সে। 'আমি শুধু তাদের কান্ডজ্ঞানের কথা বলছি।'

'নিজের বিছানাটা সংগে নিয়ে আসা উচিত ছিলো তোমার,' বললো একটি জোয়ান।

'হ্যাঁ, কেটিকেও বিছানার সাথে আনা যেতো,' বললো ক্রিশ্চিয়ান রিঅল।

হো-হো করে হাসলো কাস্ট্।

'কথাটা আমিও ভেবেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মতলবটা ঝেড়ে ফেলতে হলো।

www.pathagar.com

কারণ, তোমাদের মতো সব মেটে-শুয়োর একই ফিকিরে থাকবে, তাই।'

জায়গাটা যেখানে ঢালু হয়ে নদীর দিকে নেমে গেছে তার ওপর চোখ পড়লো জর্জ উইভারের। পিটার টাইগার্টের বাড়ি ওখানটায়। হারকিমার ওখানেই অবস্থান করছিলেন। কর্নেল ফ্রেডারিক ফিশারকে দেখবার আগে কেউ খেয়ালই করেনি কখন এসে পৌঁছেছে মোহক রেজিমেন্ট। ওরা দেরিতে এসেছিলো। জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ফিশার যাচ্ছিলো টাইগার্টের বাড়ির দিকে। মাথার সমস্ত চুল পেকে সাদা হলেও তাকে বেশ চৌকস এবং পোশাকে-আশাকে ফুলবাবুর মতন দেখাচ্ছিলো।

'যাহোক, শেষ পর্যন্ত ওরা এসে পৌঁছলো,' বললো উইভার। 'আমি শুতে গেলাম।'

কম্বল গায়ে জড়িয়ে সে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলো। রিঅল বললোঃ 'ঠ্যাং দুটি রাস্তার বাইরে সরিয়ে রাখলে ভালো করবে তুমি।'

প্রাতঃরাশের সময় এসে পৌঁছলেন ডেমুথ। খামারের কাজের সময় ব্যবহার করা ঘরেবোনা মোটা কোট ছিলো তাঁর গায়ে। জোয়ানেরা সবাই খুশি হলো তাঁকে দেখে। অন্য রেজিমেন্টগুলির শৌখিন এবং ফিটফাট পোশাকের অফিসারদের দেখে তারা বিরক্ত হয়ে পড়েছিলো। পোশাকের বাড়াবাড়িটা সমতলের সাদামাঠা বুনো জার্মানিদের মতোই তাদের পসন্দ হচ্ছিলো না।

'সবাই হাজির হয়েছে?' উইভারকে জিজ্ঞেস করলো ডেমুথ।

'হ্যাঁ। কেউ বাকি নেই।'

'চমৎকার।' দ্রুতচোখে সবাইকে একবার দেখে নিলো সে। মুখটা ছিলো তার গম্ভীর। বেশ তৎপর এবং সজাগ মনে হচ্ছিলো তাকে।

'শোনো, জোয়ানেরা,' বললো সে। 'সীমান্তে আমাদের মোতায়েন করতে যাচ্ছেন হারকিমার। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে, কক্সকে তিনি সবার আগে পাঠাবেন। বেলিঞ্জার এবং ক্লকের রেজিমেন্ট প্রধান প্রহরী বাহিনীর দায়িত্ব পালন করবে। ফিশার খুবই ক্লান্ত। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই সবার পেছনে আসবে সে। হারকিমার দুর্গ থেকে বেরুলে সবাই তাঁকে হর্ষধ্বনি করে অভিনন্দন জানাবে। সেই শব্দ শোনার পর তোমরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে। তোমরা তাঁর ঠিক পেছনে থাকবে যখন তিনি পাশ দিয়ে যাবেন। এখন কক্সকে আমার বিদায় জানাতে যেতে হবে। রাস্তায় তোমাদের সাথে যোগ দেবো আমি।'

'আচ্ছা, ক্যাপ্টেন,' বললো জর্জ উইভার।

দুজনের মুখেই ফুটলো খোলামেলা হাসি।

www.pathagar.com

স্টারিং নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছতে গোটা একদিন লাগলো তাদের। জায়গাটার দূরত্ব ছিলো দশ মাইল। সবকটি কোম্পানিই এলোমেলো পা ফেলে এগুচ্ছিলো সড়ক ধরে। ঘাম–ঝরানো রোদটাকে তারা সহজভাবেই নিয়েছিলো। কানাজোহারির মিলিশিয়াদের নিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছিলো কক্স। সারাক্ষণ আহত অহংকার নিয়ে ফুঁসতে ফুঁসতে পথ পার হচ্ছিলো লোকটা। দীর্ঘ বিরতি শেষে হারকিমার এসে পৌঁছলেন তাঁর বুড়ো ঘোড়াটায় চেপে। তাঁর সাথে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলছিলেন আধা–ডজন অফিসার। এদের মধ্যে ছিলো কর্নেল ফিশার, কর্নেল ভিডার, কর্নেল ক্লক্, ক্যাম্বেল এবং পেমাস্টার আইজাক প্যারিস। এধরনের অভিযান কেমন করে পরিচালনা করতে হয় সে নিয়ে কথার তুবড়ি ফোটাতে ফোটাতে আসছিলো অফিসার দলটি। এদের সবার গায়ে ছিলো গাঢ় রংয়ের ধোপদুরস্ত নীলকোট। বনে অসময়ে ফোটা অপরাজিতা ফুলের মতন দেখাচ্ছিলো কোটগুলিকে। এর পরে পরেই এসে পৌঁছলো জার্মান ফ্লাট্স এবং প্যাটাইন রেজিমেন্ট। বোধকরি পাঁচশ লোক ছিলো দুই রেজিমেন্টে। মাঝখানে আবার আরেকটি ব্যবধান। বেশ কিছুক্ষণ পরে দেখা গেলো গোশকটের একটা সুদীর্ঘ সারি। ক্যাঁচ–ক্যাঁচ শব্দ তুলে, করুণভাবে হামাগুড়ি দিয়ে চলছিলো শকটগুলি। ধুলার সাথে ঘোড়া–মাছি আর হরিণ–মাছির উপদ্রবে কাহিল হয়ে পড়লো জন্তু এবং চালকের দল। এর পরেই এগিয়ে এলো মোহক রেজিমেন্ট। স্বচ্ছন্দে পাড়ি দিচ্ছিলো তারা পথ।

সবসুদ্ধ আটশ লোক ছিলো সেনাবাহিনীটিতে। ওইদিন সকালবেলা হারকিমারের মনে দুশ্চিন্তার মেঘ ঘনীভূত করে রাখছিলো সংখ্যাটা। কেননা তাঁর কাছে সেন্ট লেগারের বাহিনীর হিসেব ছিলো। চারশ নিয়মিত সৈন্য ছাড়াও ছ'শ টোরি ছিলো লেগারের দলে। হারকিমারের মিলিশিয়া বাহিনীর অনভিজ্ঞ লোকজনের চাইতেও দক্ষ এই টোরিরা। তার ওপর ছিলো ওদের দলে হাজারখানিক রেডইন্ডিয়ান।

স্ট্যানউইক্স দুর্গে সাতশ অস্ত্রসজ্জিত লোক ছিলো জ্যান্সভূর্টের অধীনে। এদের সবাইকে হারকিমারের সাহায্যে পাঠাতে পারবে জ্যান্সভূর্ট, এমনটা আশা করা ছিলো বাতুলতা। কারণ, দুর্গ রক্ষা করাটাই তার দায়িত্ব। তবে সময়মতো ব্যাপারটা তাকে জানানো হলে হয় তো দুশ লোক সে ছাড়তে পারতো অভিযানের জন্যে।

অপরাহ্নের দিকে স্টারিং নদী অতিক্রম করলো অগ্রগামী রক্ষীরা। গোশকট, মালগাড়ির বহর আর পেছনের রক্ষীদের তিনঘন্টা লাগলো জায়গাটায় পৌঁছুতে। সড়কের দুপাশে যেখানেই জায়গা পাওয়া গেলো শিবির পাতলো সেনাবাহিনী। প্রায় দুই মাইল জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলো বিশংখল লোকজনের দঙ্গলটা। বিশাল অরণ্যের মাঝখানে

www.pathagar.com

আগুনের শিখাগুলিকে জোনাকির ঝাঁকের মতন দেখাচ্ছিলো। পাশে বিছানা পেতে অনুচ্চ স্বরে কথা বলছিলো জোয়ানেরা। ধোঁয়ার দিকে ঘেঁষছিলো তারা, গালিগালাজ করছিলো মাছিগুলিকে এবং বাড়ির কথা ভাবছিলো।

সকাল দশটার দিকে শিবির গুটিয়ে আবার যাত্রা শুরু করলো সেনাদল। এবার বেশ জোর কদমে হাঁটছিলো তারা। দুপুরের কিছুক্ষণ আগে সড়ক বরাবর পাশাপাশি হেঁটে ডিয়ারফিল্ডে এসে পৌঁছলো গিল এবং উইভার। পা রাখলো তারা আপন মাটিতে।

এতো তাড়াতাড়ি জায়গাটা ঝোপঝাড়ে ভরে উঠবে বিশ্বাসই করা যাচ্ছিলো না। মানুষজন চলে যাওয়ায় আগাছাগুলি যেন জোরালো হয়ে উঠেছে এমনটা মনে হলো। গিলের জমির পোড়া–জায়গাটায় এর মধ্যেই গজিয়ে উঠেছে একরাশ নীল বৈঁচিফলের গাছ। অগ্নিদগ্ধ গাছের গোড়াগুলির মাঝখানে লম্বাটে হয়ে উঠেছে বার্চ গাছের ঝোপ। যেখানে এখন লক্‌লকিয়ে উঠে থোড় মেলতে পারতো ভুট্টার চারা। বাড়িগুলির কোনো চিহ্ন ছিলো না। যেখানে একসময় পাঁচিলের গোলাকার ঘেরাও ছিলো তার চারপাশটায় শুধু দেখা গেলো পোড়া কয়লার কালো রেখা।

'ওদিকে তাকিয়ে কোনো লাভ নেই, গিল।'

উইভার তার দৃষ্টি ফেরালো অ্যাল্‌ডার গাছগুলির নিচের পথটার দিকে। গত শরতে সেনাবাহিনীর গোশকটগুলি গিয়েছিলো এ পথ দিয়ে। গাড়ির চাকার গভীর দাগ দেখা যাচ্ছিলো মাটিতে। রাস্তাটা সোজা চলে গেছে নদীর দিকে।

এক মাইল দূরে কক্সের রেজিমেন্ট কাদা ঠেলে পার হচ্ছিলো নদীর অগভীর চড়াটা।

'প্রভুকে ধন্যবাদ, নদীতে পানি কম,' বললো ক্যাপ্টেন ডেমুথ। 'সব মালগাড়ি এক সাথে পার হতে গেলে নদীর তলাটা চাপ খেয়ে গভীর হয়ে পড়বে।'

দুশ লোক পার হলো পানি ভেংগে। এতেই নদীর তলা নরোম হয়ে উঠলো। এরমধ্যে এসে পড়লো ক্লক্ এবং বেলিঙ্গারের রেজিমেন্ট। তাদের পায়ের চাপে পানি এবং কাদায় একাকার হলো ছোটো পাহাড়ি নদীটার বুক।

কোম্পানির জোয়ানদের নদীর তীরে থামতে বলেছিলো দুই অধিনায়ক। অস্ত্রগুলি গাদা করে পাতলুন খুলে নদী পার হতে বলা হয়েছিলো তাদের। কিন্তু মশার অনাচারের জন্যে লেগিং এবং জুতা ভেজানোটাই তারা ভালো মনে করলো। মশা কামড়াতে চাইলে লেগিং আর জুতাতেই কামড়াক্।

কিংস্‌রোডের বাঁকটায় প্রথম বলদ–জোড়ার শিং চোখে পড়বার আগে পুরো

একঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়েছিলো তাদের। জানোয়ারগুলি নাক দিয়ে ঘন ঘন শ্বাস টেনে, সতর্কতার সাথে প্রতিটি খুর ফেলে ফেলে এসে পৌঁছলো। নদীর তীরে এসেই তারা স্বেচ্ছায় ঘাটের নিচে নামলো এবং পানিতে নাক ডোবালো।

গাড়োয়ান তার ছড়ি হাঁকালেও বলদগুলি নড়াচড়ার নাম পর্যন্ত করলো না। প্রথম গোশকটটার পেছনে জোড়ার পর জোড়া বলদ এসে থামলো। অ্যাল্ডার গাছে ঘেরা গোটা জলাশয়টা দেখতে দেখতে ভরে উঠলো গোশকটের সুদীর্ঘ মিছিলে। ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে লেজ নাড়তে লাগলো বলদগুলি। পেছনের শকটগুলির গাড়োয়ানেরা এগিয়ে এসে প্রথম বলদ জোড়াকে সরানোর জন্যে ছড়ির ঘা মারতে লাগলো। গাদা–বন্দুকের আওয়াজের মতন বাতাসে ধ্বনি জাগলো ছড়ির শপাং–শপাং শব্দের। কিন্তু প্রথম শকটটার পাশে আরেকটা শকট এগিয়ে আনার কোনো জায়গাই ছিলো না। ফলে, একজোড়া বলদ বাধ্য করলো গোটা বাহিনীটাকে আটকে থাকতে।

এমনকি, কর্নেল ফিশার দেরিতে এসেও সময় পেলো তাদের ছাড়িয়ে যাওয়ার। বাদামি ঘোড়াটায় চেপে রাস্তার ধারঘেঁষে ঝড়ের বেগে আসছিলো ফিশার। শাপান্ত করতে করতে আসছিলো। ভ্রূকুটি হেনে এবং সবাই যাতে শুনতে পায় সেরকম চড়া গলায় বললো ঃ 'বলদ দুটিকে তোমরা বোধকরি একজোড়া ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বলে ভেবে নিয়েছো। তাই অমন করে ওদের পানে তাকিয়ে আছো।'

জোয়ানেরা চোখ তুলে ধরলো। এ ধরনের মিলিশিয়া তৎপরতা, বিশেষ করে সবার ওপর গলাবাজ কর্নেলদের এরকম হম্বিতম্বির সাথে তেমন একটা পরিচয় ছিলো না তাদের। কী বলবে ভেবে পাচ্ছিলো না তারা। কিন্তু বেলিঞ্জার শুনতে পেলো ফিশারের কথা। সে তার ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নামলো এবং পানি ভেংগে নদীর চড়া পার হতে শুরু করলো।

'তুমি কি যেন বলছিলে, ফিশার?'

'আমি বলছিলাম ওরা ব্রিগেডিয়ারের মতন সময় নিচ্ছিলো।'

'বোধকরি তুমি ওদের নাগাল ধরতে পারবে কিনা তাই ওরা দেখতে চাইছিলো,' বললো বেলিঞ্জার।

প্যালাটাইন এবং জার্মান ফ্লাটসরা অট্টহাসিতে আকাশ ফাটিয়ে তুললো। যে গাড়োয়ানটি বিরক্ত হয়ে পড়েছিলো তার বলদজোড়ার কান্ডে ব্যাপারটাকে সে অন্যদিকে ঘোরালো। অসহায়ের মতন বললো ঃ 'ওদের চাবকাতে বাধ্য হয়েছি আমি।

www.pathagar.com

কিন্তু তারপরও বজ্জাতরা পেটটা পর্যন্ত নাড়ায়নি।'

কর্নেল কক্সকে খোঁজার জন্যে ঘোড়াসমেত পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো ফিশার।

'তুমি কী কিছুই করতে পারছো না?' গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস করলো বেলিঙ্গার।

'আমি ওদের পিটিয়েছি। লেজ মুচড়েছি। একটার কানে কামড়পর্যন্ত দিয়েছি। বাধ্য হয়েছি আমি এরকম মারপিট করতে।'

বুড়ো কপারনল পার হলো নদীর চড়া। বললো ঃ 'একটা বলদের পিঠ জখম হয়েছে আমার ছড়ির ঘায়ে। তোমরা বোকা জংলিরা যদি বেড়ার মতন দুইসারিতে দাঁড়াতে পারো তবে হয়তো বুদ্ধিমান ভেবে তোমাদের কথা ওই জন্তুদুটি শুনতে পারে।'

হো-হো করে হাসলো লোকেরা। ডেমুথ বেলিঙ্গারকে লক্ষ্য করে বললো ঃ 'বলদের ভাবসাব ভালো বোঝে ক্লেম। সে একবার চেষ্টা করে দেখুক।'

ক্লেম বললো ঃ 'এই জানোয়ারগুলির বুদ্ধি আছে। তারা ধর্মযাজক হয়ে জন্মায়নি। সুতরাং তাদের মনে বিশ্বাস জাগাতে হবে। তাছাড়া, চারপাশে এত কর্নেলের উৎপাত দেখে বিরক্ত হয়ে পড়েছে তারা।'

'আমাকে ইংগিত করছো?'

বেলিঙ্গারের পানে তাকালো ক্লেম।

'ওহে, না। একজন ব্রিগেডিয়ারের ভাইপো'ও তুমি হতে পারোনি। তুমি কেবল তার ভাইঝিকে বিয়ে করেছো।'

তুবড়িফোটানো হাসির মাঝখানে রসিকতার ঢংয়ে বেলিঙ্গার বললো ঃ 'ঠিক আছে, ক্লেম। তুমি একবার হাত লাগিয়ে পরখ করে দেখতে পারো।'

লোকগুলি পানি ভেংগে নদীর চড়ায় গিয়ে দুইসার হয়ে দাঁড়ালো। রাস্তার দুধারে বেড়ার মতন দেখাচ্ছিলো তাদের। ক্লেম কপারনল এমনভাব করলো যেন তাদের কাউকেই দেখছিলো না। সে বলদজোড়ার সাথে কথা বললো, শিংয়ের পেছনে আদর করে হাত বুলালো। এরপর লোকগুলির সারির মাঝখান দিয়ে হেঁটে চড়ার এমাথা থেকে ওমাথা আসাযাওয়া করলো। বলদদুটিকে বললো ঃ 'আমার মতন একটা বুড়ো লোক যদি নদী পারাপার করতে পারে তাহলে তোরা দুই মহাশক্তিধর কেন পারবি না।'

তারপর একটা বলদকে ছড়ির খোচা দিয়ে বললোঃ ' হাপ্।'

অবলীলাক্রমে বলদদুটি শ্বাস ছেড়ে তাদের মাথা নোয়ালো এবং হাঁটু তুললো। ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করলো গাড়িটা। কাদায় ডুবলেও চলা থামালো না। জন্তুগুলি আবার সতেজ

www.pathagar.com

হলো।

ক্লেম হাঁক ছেড়ে বললো ঃ 'অন্যরা এবার আসতে পারো কিন্তু কারো পথ আটকাবে না। চাকা থেমে গেলে সমস্ত শক্তি দিয়ে টেনে তুলবে।'

গাড়োয়ান মুগ্ধচোখে দেখছিলো তাকে। ক্লেম লোকটাকে বললো ঃ 'আমার মাস্কেট বন্দুকটা তোমার কাছে রাখো। এই বোবা জানোয়ারগুলিকে পথ দেখিয়ে নিতে হবে আমায়।'

মন্থরপায়ে হাঁটা বাদামি রংয়ের জন্তুগুলির মতন হেলেদুলে এগিয়ে গেলো সে সামনে। খুশিমনে কথা বলতে লাগলো তাদের সাথে। সমাবেশের পর এই প্রথম যেন সে একটা কাজের মতো কাজ পেলো।

ওই রাতে সেনাবাহিনীর কলামটির শেষমাথা কোনোমতে গিয়ে পৌছলো ওরিসকানি খালপর্যন্ত। খালের পুবপাড়ে শিবির পাতলো কর্নেল কক্স। ওনিডা রেডইণ্ডিয়ানদের কুঁড়েঘরঘেরা ক্ষুদে পল্লীটার বিপরীত দিকে ছিলো জায়গাটা। কিন্তু ঘরগুলিতে লোকজন কেউ ছিলো না। জো বোলিও জানালো, বৃটিশরা যেদিন ওসউইগো ছেড়ে গেলো সেদিনই ওনিডারা ঘরবাড়ি খালি করে চলে যায় এখান থেকে।

আগের রাতে যেমন ছিলো সেরকমই বাহিনীর বাদবাকি লোকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে রাস্তার দুপাশে। অন্ধকার নামতেই খাওয়া–দাওয়ার পাট চুকিয়ে শোবার প্রস্তুতি নিলো ডেমুথের মিলিশিয়া কোম্পানি। গাছপালার ভেতর দিয়ে ঠিকরে পড়ছিলো অগ্নিকুণ্ডের শিখার আলো। খালের উঁচুপাড় থেকে লতিয়ে আসছিলো কুয়াশার সাদাটে ঝালর। অন্ধকারে মাটির ওপর বসে চুপচাপ হাই তুলছিলো মিলিশিয়ারা। ঠিক অমন সময় লাইনের ভেতর দিয়ে আঁকুপাঁকু করে এসে একটি লোক বারবার ডাকতে লাগলো ঃ 'ক্যাপ্টেন মার্ক ডেমুথ, ক্যাপ্টেন মার্ক ডেমুথ।'

'এখানে,' ডেমুথ নিজেই জবাব দিলো। 'ব্যাপার কি?'

'হারকিমার তাঁর তাঁবুতে আপনার সাথে দেখা করতে চাইছেন।'

'তুমি কে?'

'অ্যাডাম হেলমার। জো বোলিও কোথায় আপনি বলতে পারবেন?'

'এখানে,' বললো জো। 'হারকিমারের কাছে মদ আছে?'

কানাজোহারি মিলিশিয়া বাহিনীর শিবিরের একটু পেছনে একটা খালি জায়গায় হারকিমারের তাঁবু। তাঁর বুড়ো সাদা ঘোড়াটা চরে বেড়াচ্ছিলো পাশের জমিতে।

www.pathagar.com

কুয়াশায় ওটাকে ধূসর ছায়ার একটা ভূতের মতন মনে হচ্ছিলো। আস্তে আস্তে ঘাস টেনে তুলছিলো এবং দাঁতে চিবোচ্ছিলো ঘোড়াটা। ওটার দাঁতঘষার শব্দ শোনা যাচ্ছিলো অন্ধকারে। কোনো রক্ষী ছিলো না আশপাশে। কেউ স্বাগত জানালো না অভ্যাগতদের। এমনকি ঘোড়াটাও কানখাড়া করবার কষ্ট স্বীকার করতে চাইলো না।

'তাবুর পর্দা তুলে জিজ্ঞেস করলো জো ঃ 'কী ভাবছো তুমি, হনিকল?'

'ভেতরে এসো, জো।'

কম্বলের ওপর বসে ধীরেসুস্থে পাইপ টেনে চলছিলেন ক্ষুদে জার্মানটি। উদ্বেগের ছায়া তাঁর মুখে। 'বসো,' বললেন তিনি। ওরা তখন ভেতরে প্রবেশ করেছে। 'স্কিনানডোয়া রেডইণ্ডিয়ানদের নিয়ে আসছে স্পেনসার।'

তামাকের গন্ধে ভরে গিয়েছিলো ছোটো তাঁবুটা। কিন্তু সেদিকে কারো খেয়াল ছিলো না। জেনারেলের বিপন্নমুখটা দেখবার পর জো বোলিও পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিলো মদের কথা।

'ওই ছারপোকার বাচ্চারা বুঝি আবার দাঁত কিড়মিড় করতে শুরু করেছে?' জিজ্ঞেস করলো জো।

'তুমি বোধকরি কক্স, ফিশার এবং প্যারিসের কথা বলতে চাইছো,' শান্তকণ্ঠে বললেন জেনারেল। 'হ্যাঁ,' বুড়ো আঙুলে আলতোভাবে পাইপে তামাক ঠাসলেন তিনি। 'তারা আমায় বিরক্ত করতে পারবে না।'

কিন্তু গলার স্বর শুনেই বোঝা গেলো তাঁর চামড়ায় হুল ফোটাতে বসেছে এই অফিসারের দলটি।

'তারা তা পারবে না,' ফের বললেন তিনি। 'স্পেনসার বলছে, বাটলার তার শিবির থেকে বেরিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। স্কিনানডোয়া রেডইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে শুনেছে সে কথাটা।' পশ্চিমদিকে তিনি তাঁর মাথাটা বাড়িয়ে ধরলেন। মুহূর্তে চারটি লোকই নিশ্চুপ হয়ে গেলো। তাঁবু থেকে স্পষ্ট শোনা গেলো কুয়াশা গলিয়ে আসা ওরিস্কানি ঝরনার কলনাদ। এবং এর সংগে ভেসে আসছিলো কেমন একটা অদ্ভুত মিশ্র গুঞ্জন। দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা ঘোড়ার থমকে দাঁড়ানোর শব্দ, দূরবর্তী কোনো একটি লোকের চড়াগলার আওয়াজ, হেমলক বৃক্ষকুঞ্জে একটি ছোট পেঁচার চিৎকার, জলাশয়ের ধারে একটি ব্যাঙের ক্লান্তিহীন গলাবাজি – এরকম বিচিত্রসব ধ্বনি গুনগুন করছিলো তাদের কানের কাছে।

www.pathagar.com

'স্কিনানডোয়াদের সাথে করে নিয়ে আসছে স্পেনসার।' হারকিমার আবার চুপ করে গেলেন। 'তারা নিশ্চয় এখন বাইরে।'

দুটি রেডইন্ডিয়ান নিঃশব্দে এসে বাইরে দাঁড়ালো। চার শ্বেতাংগ ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো, স্পেন্সার তাঁবুর পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকছে। এরপরেই বুড়ো ওনিডা সর্দারকে পা বাড়াতে দেখা গেলো। সম্ভ্রমের সংগে মাথা নোয়ালো বুড়ো। গায়ে জড়ানো ছিলো তার কম্বল। দরোজার কাছে পা–গুটিয়ে বসলো সে। কিন্তু কম্বলে যাতে ভাজ না পড়ে সেদিকে খেয়াল ছিলো তার পুরোমাত্রায়। মাটির ওপর চাপানো অগ্নিকুন্ডের শিখার আলোয় জ্বলজ্বল করছিলো লোকটার রেখাযুক্ত তামাটে মুখ এবং মাথার লাল আবরণ।

স্পেন্সার ঘাড় তুলে বললো ঃ 'স্কিনানডোয়া যুবকেরা ফিরে এসেছে।'

হারকিমার কোনো কথা বললেন না। মিনিটখানিক পরে মাথা ঝাঁকালো স্কিনানডোয়াদের সর্দার। 'আমরা খবর পেয়েছি, শিবির থেকে বেরিয়েছে বাটলার এবং ব্রান্ট। রেডইন্ডিয়ানদের নিয়ে তারা সড়কে নেমেছে। তারা এখন সামনের দিকে এগুচ্ছে। শ্বেতাংগরাও এসে পড়বে শিগ্‌গিরই।'

হারকিমার শান্তকণ্ঠে ধন্যবাদ জানালেন তাকে।

'খবরটা কেবল এই?'

'হ্যাঁ।'

'তোমাদের ওনিডারা কী সিদ্ধান্ত নিয়েছে?'

বোঝা গেলো, বুড়ো তার পুরনো ভাবনায় ডুব দিতে শুরু করেছে। জবাব দেয়ার সময় তার স্বরটা নিচুতে ম এসেছিলো। 'মোহক এবং সেনেকারা হুমকি দিয়ে খবর পাঠিয়েছে আমাদের কাছে। মিঃ কার্কল্যান্ড আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমাদের কেউ কেউ তাদের দলে যাবে।'

'ধন্যবাদ।'

যেমন করে নিঃশব্দে এসেছিলো সেভাবেই চলে গেলো দুই রেডইন্ডিয়ান।

'বুঝলে তো ব্যাপারটা,' বললেন হারকিমার। 'আমরা যা আশা করেছিলাম, ঠিক তাই ঘটছে। কিন্তু এই মিলিটারি ভদ্রলোকেরা চাইছে, ড্রাম বাজিয়ে সোজা ঘোড়ায় চেপে সামনে এগিয়ে যেতে। কক্স বলছে, আমাদের সাথে রণভেরি না থাকাটা নাকি লজ্জাজনক!'

'আমাদের কী করতে বলছো তুমি, হনিকল?'

www.pathagar.com

'সারাদিন ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছি আমি। আমরা যদি জ্যানসভূর্টকে ওদের বিরুদ্ধে তার সেনাদল পাঠাতে বলতে পারতাম, তাহলে ভালো হতো না?'

মাথা নাড়লো ডেমুথ।

'জো, শোনো। অ্যাডাম, তোমাকেও বলছি। এই বনজংগল চেনা তোমাদের। তোমরা কী মনে করো, এর ভেতর দিয়ে আমরা দুর্গে যেতে পারবো? রেডইন্ডিয়ানরা আসবে এইপথ ধরে। আমরা ঘুরে ভেতর দিয়ে যেতে পারি না?'

হেসে উঠলো হেলমার।

'নিশ্চয়ই,' আচমকা বললো সে।

'বেলিঙ্গার কিংবা ক্লককে আমি যেতে দিতে পারি না। মার্ক, তুমি যেতে চাও? অফিসারদের মধ্যে কেবল তুমিই ভালো চেনো এই জংগলের দেশ আর রেডইন্ডিয়ানদের।'

'কী বলবো আমরা জ্যানসভূর্টকে?' জানতে চাইলো মার্ক ডেমুথ।

'বলবে, সম্ভব হলে আমাদের সাহায্যে যেন লোকজন পাঠায় সে। এবং ব্যাপারটা যাতে আমরা বুঝতে পারি তার জন্যে তিনবার কামান দাগিয়ে যেন সংকেত দেয়।'

কথাগুলি বলেই উঠে দাঁড়ালেন তিনি। দরোজার কাছে গিয়ে বললেন ঃ 'বেশ কুয়াশা বাইরে। তোমাদের চুপিসারে যাওয়ার পক্ষে ভালো আচ্ছাদন।' কুয়াশার সাথে একত্র হলো তাঁর পাইপের ধোঁয়া। 'যেতে চাইলে এখুনি তোমাদের রওয়ানা দেয়া উচিত।'

পরদিন সকালবেলা সব কমান্ডিং অফিসারকে হারকিমার ডেকে পাঠালেন তাঁর তাঁবুতে। বাবুর্চিরা যখন প্রাতঃরাশের আয়োজন করছিলো ঠিক সেসময় সবাই এসে হাজির হলো। তাদের উজ্জ্বল এবং হাল্কা রংয়ের ইউনিফরম এক বিচিত্র বর্ণবিন্যাসের সমাহার ঘটিয়েছিলো হেমলক শাখার গাঢ় শ্যামল পটভূমিতে। বদমেজাজি কক্স চোখ পিটপিটিয়ে তাকাচ্ছিলো। বিরক্তির লালচে আভা ছিলো তার মুখে। আতংকগ্রস্ত দেখাচ্ছিলো সৎ, সরল এবং কমবয়েসী বেলিঙ্গারকে। নাকে নস্যি টানছিলো বদহজমগ্রস্ত ক্লক। গোবরের হাল্কাগন্ধ তখনো লেপ্টেছিলো তার শরীরে। ঘামছিলো সে। তরতাজা মুখ কামিয়ে এসেছিলো শুভ্রকেশী ক্যাম্বেল। শৌখিন ফিশারের গায়ে ছিলো দর্জির তৈরি কোট এবং ফিতার নতুন ফুলওয়ালা টুপি। হিসেবি এবং কেরানি স্বভাবের মিঃ প্যারিস এসেছিলো কালো কোট চড়িয়ে। এদের পেছনে ছিলো পাঁচমিশেলি ক্যাপ্টেন এবং মেজরের দল। সবাই তারা অপেক্ষা করছিলো এবং চোখ তুলে দেখছিলো।

www.pathagar.com

অভ্যাসমাফিক প্রথম কথা পাড়লো কক্স।

'আচ্ছা, হারকিমার। কখন আপনি মার্চ করার নির্দেশ দিতে যাচ্ছেন আমাদের?'

'খুব শিগ্‌গির।'

'এখুনি কেন নয়? তড়িঘড়ি করে যেতে পারলেই তো সিলিংগারকে আমরা আগেভাগে বাধ্য করতে পারতাম পাততাড়ি গুটিয়ে দেশে ফিরে যেতে।'

'শোনো, ব্রান্ট এবং বাটলার রেডইণ্ডিয়ানদের নিয়ে ওঁৎ পেতে আছে রাস্তার ওদিকের এক জায়গায়। গতরাতে খবরটা আমাকে দিয়েছে ওনিডারা। অন্ধকার নামলে তারা এদিকে অগ্রসর হবে। জনসনের বাহিনীও হয়তো এরমধ্যে ওখানে পৌছে থাকবে।'

'চমৎকার,' গলা চড়িয়ে বললো কক্স। 'প্রথমে টোরিদের ঘায়েল করে তারপর ধরা যাবে ওদের নিয়মিত বাহিনীকে। ব্রেকফাস্টের ডিম এবং নোনতা শুয়োরমাংসের মতন গিলে খাবো আমরা ব্যাটাদের।'

তীক্ষ্ণচোখে হারকিমার দেখতে লাগলেন সবাইকে। একমুখ থেকে আরেকমুখে ফিরছিলো তাঁর দৃষ্টি। কী যেন ভাবছিলেন তিনি। হয়তো প্রত্যাশা করছিলেন অফিসারদের সমর্থন। কিংবা তাদের মনোভাব আঁচ করতে চাইছিলেন। একমাত্র বেলিঙ্গারকেই তাঁর প্রতি মনোযোগী হতে দেখা গেলো। ক্লকের মুখেও যেন এর কিছু আভাস পেলেন তিনি।

'কিছুক্ষণের জন্যে আমরা শিবিরে অপেক্ষা করবো,' বললেন হারকিমার। 'ডেমুথ এবং আরো দুজনকে আমি দুর্গে পাঠিয়েছি। তারা একদল সেনা পাঠাবে আমাদের সাহায্যে। ব্যাপারটা চূড়ান্ত হলে তিনবার কামান দাগাবে তারা। কামানের আওয়াজ শোনার পরই এখান থেকে যাত্রা করবো আমরা।'

সহসা কেউ কোনো কথা বললো না। সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ হারকিমারের মুখের পানে। চারপাশে তখন ভোরের মিষ্টি রোদ। গাছের ডালে কিচিরমিচির করছিলো প্রভাতী পাখির ঝাঁক।

'আপনি বলতে চাইছেন হাতিয়ারের ওপর মাথাঠুকে চুপচাপ এখানে বসে থাকতে হবে আমাদের?' রুক্ষস্বরে বললো কক্স।

'তুমি যদি চাও ওভাবে বসে থাকতে পারো,' হারকিমার বললেন। 'আমি কিছু মনে করবো না।'

'আমি নিজেও ক্লান্তবোধ করছি অপেক্ষায় থেকে থেকে,' বললো ফিশার।

www.pathagar.com

হারকিমার কোনোকিছু বললেন না।

'ওদের জন্যে অপেক্ষা করাটা সুবুদ্ধির কাজ,' বেলিঙ্গারের স্বরে আনুগত্য।

'তুমিও তাহলে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়লে?' প্যারিসের কণ্ঠে বিদ্রুপ।

হারকিমার তাঁর পাইপটা হাতে ধরে রাখলেন। বললেন : 'আমাদের নিজেদের মধ্যে বাক্যুদ্ধ বাধিয়ে কোনো লাভ নেই। এরকম অহেতুক বিবাদের কোনো মানে হয় না।'

'ব্যাপারখানা কী? ওদের শ্বেতাংগদের চাইতে আমরা তো সংখ্যায় বেশি। আর রেডইণ্ডিয়ানদের কথা? ওদের আমরা অনায়াসে দলে টানতে পারবো।'

'রেডইণ্ডিয়ানরা জংগলে কেমন করে ওঁত পেতে থাকে, তা তুমি দেখোনি কখনো,' হারকিমার বললেন।

'ও, মাই গড্!' চেঁচিয়ে উঠলো কক্স। 'এটা ১৭৫৭ সাল নয়। আপনার তরল জার্মান মগজ কী ওটা আঁচ করতে পারছে না?'

রাস্তায় গুজব ছড়িয়ে পড়েছিলো অফিসার ভদ্রলোকেরা আসল খবরটা পেয়ে গেছেন। আগুনের কুণ্ড ছেড়ে জোয়ানের দল এসে ভিড় করলো রহস্যটা জানবার জন্যে। তাদের অনেকেই রাইফেল ছেড়ে এলো। রাস্তা থেকে হুড়োহুড়ি করে সবাই এসে জমায়েত হয়েছিলো জেনারেলের তাঁবুর পাশের খোলা জায়গাটায়। ক্ষুদে জার্মানটি একখানা চেয়ার পেতে বসেছিলেন তাঁবুর সামনে। একশ জোড়ারও বেশি চোখ ঘুরঘুর করছিলো তাঁর মুখের ওপর।

অন্যসবার সাথে ভিড়ের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিলো গিল মার্টিন। কৌতূহল নিয়ে শুনছিলো অচেনা লোকগুলির কথাবার্তা। একঘন্টারও বেশিসময় ধরে চলছিলো একঘেঁয়ে বাজে তর্কবিতর্ক। কেউ বললো, অতদূর থেকে কামানের শব্দ কিছুতেই কানে আসতে পারে না। কারো কারো মন্তব্য, তিনটি লোকই নির্ঘাত ধরা পড়েছে শত্রুপক্ষের হাতে। একজন বললো, আদৌ তারা দুর্গে যায়নি। এটা প্যারিসের কণ্ঠস্বর।

হারকিমার ছিলেন মাঝখানে বসা। তাঁর মাথার চারপাশে আনাগোনা করছিলো শব্দের ধ্বনি এবং প্রতিধ্বনি। শার্টে বোতাম লাগানো ছিলো না তাঁর। বুকের দিক থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো পশমের ময়লা গেঞ্জিটা। কিছুকিছু অর্থহীন মন্তব্যের জবাব দেয়ার জন্যে ঠোঁট থেকে পাইপ সরিয়ে নিচ্ছিলেন তিনি মাঝেমধ্যে। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই মাথাটা তিনি উজিয়ে রেখেছিলেন পশ্চিমদিকে। এবং উৎকর্ণ হয়েছিলেন। বাহ্যত মনে হচ্ছিলো, কিছুই বুঝি তিনি শুনছেন না। কিন্তু যারা তাঁর কাছাকাছি ছিলো তারা লক্ষ্য

www.pathagar.com

করলো তাঁর চিবুকের ওঠানামা এবং মুখের দুপাশের রেখাগুলির পরিবর্তন। এমনকি, তাঁর চামড়ায় যে একটা লালচে আভা কখনো কখনো ফুটে উঠছিলো সেটাও তাদের চোখ এড়াতে পারলো না।

শেষে কক্সই আবার আগুন ধরালো কাঠিতে।

'যীশুর দোহাই!' চেঁচিয়ে বললো সে। 'ব্যাপারটা সাদা কাগজের মতন একেবারে পরিষ্কার। হয় তিনি ভয়ে চুপসে গেছেন, নয়তো বৃটিশের সাথে তাঁর স্বার্থের কোনো সম্পর্ক আছে। মেয়েমানুষদের মতন সেলাই হাতে নিয়ে বসে থাকবার জন্যে আমার রেজিমেন্ট নিয়ে এতদূর আসিনি আমি।' চোখ বড়ো বড়ো করে সে তাকালো চারপাশে।

'কে আসছে এদিকে?'

ফিশার চেঁচিয়ে বললো ঃ 'আমি।'

হঠাৎ সব অফিসারই একযোগে চেঁচাতে শুরু করলো। জোয়ানেরাও তাদের অনুসরণ করে শোরগোল করতে লাগলো। জংগলটা মুখর হয়ে উঠলো চেঁচামেচির শব্দে।

গিলের মনে হলো সে ছাড়া আর কেউ হারকিমারের দিকে তাকাচ্ছে না। সে লক্ষ্য করলো, বিষন্নমুখে বসে আছেন বৃদ্ধ মানুষটি। উদ্বেগের ছায়া তাঁর চোখে। তাঁকে হাতের পাইপটি ঠুকে শ্বাস ফেলতে এবং মাথা তুলতে দেখলো সে।

'আমার কথা শোনো, নির্বোধের দল!' জার্মান ভাষা ব্যবহার করলেন হারকিমার। পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেন তিনি এবং বাহুর ওপর ঝাঁকি মেরে তাঁর কোটটাকে টেনে তুললেন। কিন্তু তাঁর কন্ঠস্বরটাই ছিলো ওদের দমানোর জন্যে যথেষ্ট। 'শোনো বলছি,' এবার তিনি ইংরেজি বলতে লাগলেন। 'ফিশার, কক্স এবং তোমরা সবাই কী করছো, বুঝতে পারছো না। কিন্তু আমি সর্বশক্তিমান প্রভুর নামে শপথ করে বলছি, তোমরা যদি এমন ন্যক্কারজনকভাবে নিজেদের মধ্যে সংঘাত বাধাতে চাও তবে দেখে ছাড়বো আমি তোমাদের।'

বুড়ো সাদাঘোড়াটার ওপর চেপে বসলেন তিনি। ওদের মুখে কোনো পরিবর্তন এসেছে কিনা দেখবার জন্যে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন।

'বিধাতাই জানেন কী ঘটতে যাচ্ছে! কিন্তু একটা কথা আমি তোমাদের বলে দিতে চাই,' তাঁর স্বরে তিক্ততা। 'যারা এতক্ষণ এখানে এতো শোরগোল তুলেছে যুদ্ধে আমাদের ওপর চাপ আসলে তারাই সবার আগে ল্যাং তুলে দৌড়াবে।'

মুখ হাঁ করে একমুহূর্ত তাকিয়ে থাকলো তাঁর মুখের পানে।

www.pathagar.com

'যতোসব বুরবাক ! অপদার্থের দল !' গর্জে উঠলেন তিনি। পরমুহূর্তেই ঘোড়া হাঁকালেন ছোটো নদীটার দিকে। যখন তিনি ঝড়ের বেগে পানি ভেংগে ওপারে গিয়ে উঠলেন তখনো অফিসারদের কেউ কেউ দাঁড়িয়েছিলো ওখানে। কয়েক মুহূর্ত পরেই তারা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করলো তাদের কোম্পানির অবস্থানের দিকে এবং চেঁচিয়ে বলতে লাগলো : 'লাইন বেঁধে দাঁড়াও! লাইন বাঁধো।'

বন্দুক এবং কম্বল খুঁজবার জন্যে মিলিশিয়া জোয়ানরা দৌড়াতে লাগলো ঝোপ ঝাড়ের ভেতর দিয়ে।

'মার্চ। মার্চ। সামনে চলো। সামনে চলো।' গোটাজংগল আলোড়িত হলো শব্দের ঝংকারে। গাছগুলির মাথা গলিয়ে তখনো লতিয়ে উঠছিলো প্রাতঃরাশের জন্যে জ্বালানো পরিত্যক্ত আগুনের ধোঁয়া। নদীর ঘাটের মুখে দাঁড়িয়ে একজন ড্রামবাদক দুবার চাটি মারলো তার ড্রামে। তিতির পাখির প্রথম ভয়চকিত আওয়াজের মতন মনে হচ্ছিলো ড্রামের ধ্বনিটাকে। ড্রামে এরকম বাজনা তুলবার সময় তখনো হয়নি। তাসত্ত্বেও ওটা আগাম বেজেছে।

এরপরই গোশকটগুলির বহরে শুরু হলো চাবুকের আস্ফালন। গাড়ির চাকায় উঠলো ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ। জংগলটা মুখর হয়ে উঠলো লোকজনের হল্লায়, পায়ের শব্দে, পশুর খুরধ্বনিতে এবং গাড়ির খটখট আওয়াজে। ধুলা উঠলো সড়কে। একসংগে স্পন্দন জাগলো মিলিশিয়া বাহিনীর গোটা কলামটায় । এবং ওটা চলতে শুরু করলো ।

সামনে ছিলেন হারকিমার। তাঁর পাশেই ঘোড়াহাঁকিয়ে বিজয়ীর মতন অগ্রসর হচ্ছিলো কক্স। বাহিনীর ওপর নিজের ইচ্ছাটা চাপিয়ে দিতে পেরেছে বলে আত্মতৃপ্তিবোধ করছিলো লোকটা । ক্ষুদে জার্মান কৃষকটির জন্যে কিছু করুণাও বোধ করলো সে ।

মোহক উপত্যকার ধারঘেঁষে সমতলভূমি বরাবর প্রায় সোজা চলে গেছে রুক্ষ পথটা। অনুচ্চ পাহাড়টাকে অনুসরণ করেছে পথ। মাঝেমধ্যে অনেক গভীরে নেমে পার হতে হচ্ছিলো ছোটোখাটো পাহাড়ি নদী। সারিবদ্ধভাবে পার হওয়ায় কোথাও যানজট হলো না। অগ্রসরমান বাহিনীর সাথে তাল রেখে অনেকটা এগিয়ে এগিয়ে চলছিলো শকট বহর।

গাছপালার ভেতর দিয়ে উজ্জ্বল নীল পোশাকের লোকজনকে চলতে দেখে চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছিলো নীলডানার জে পাখির ঝাঁক। গাছের একডাল থেকে আরেকডালে ছোটাছুটি করছিলো ভয়তাড়িত কাঠবিড়ালের দল। একটি শজারু একটা গাছ আঁকড়ে ধরে অর্ধেকটা পর্যন্ত উঠলো। সেখান থেকে ঘাড় তুলে দেখতে লাগলো জটলাপাকানো

www.pathagar.com

লোকগুলিকে। তারা ঘেঁষাঘেঁষি করে আসছিলো। থমকে দাঁড়িয়ে দম নিচ্ছিলো। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছিলো সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা। তারপর আবার চলতে শুরু করলো সংকীর্ণ সড়কটা ধরে।

রাস্তার দুপাশে দুইসারি হয়ে অগ্রসর হচ্ছিলো তারা। সবার কাঁধেই রাইফেল, হাতে টুপি। পথে কোনো পাহাড়ি নদী পড়লে সারি থেকে বেরিয়ে নিচে নেমে পানিতে নাক ডোবাতে দেখা যাচ্ছিলো পিপাসাকাতরদের। কেউ তাদের বাধা দিচ্ছিলো না। মুখ মুছতে মুছতে রাস্তায় উঠে তারা সবিস্ময়ে দেখতো, তাদের কোম্পানির জায়গা দখল করেছে আরেকটি কোম্পানি। বাধ্য হয়ে অন্য তৃষ্ণার্ত লোকদের দলে ভিড়ে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে তারা ছুটে যেতো নিজ দলের নাগাল ধরবার জন্যে।

সীমান্তরক্ষীরা ছিলো জর্জ হারকিমারের কোম্পানিতে। তাদের কাজ করবার কথা ছিলো অগ্রগামী গুপ্তচর হিসেবে। কিন্তু তাদেরও দেখা গেলো মাঝেমাঝে ঝরনার ধারে থামতে। বন্যজন্তুর মতন আগাছা মাড়িয়ে, গাছপালার সংগে ধাক্কা খেয়ে তারা ছুটতো সামনে যাওয়ার জন্যে। তাদের থামানোর কেউ ছিলো না। ধুলায় আচ্ছন্ন দুর্গম জংগলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলো তারা।

গাছের ডাল চাবুকের মতো আঘাত করছিলো তাদের ঘামছোপানো মুখে। গরম বাড়তে শুরু করলো। কোথাও গাছের একটা শাখা নড়তে দেখা গেলো না বাতাসে। মাথার ওপরকার আকাশটা ছিলো নির্মেঘ, একদম ঠনঠনে ফাঁকা ময়দান। গোটা অরণ্যে গাছের ঝাঁকড়া ডালপালা, লতাপাতা এবং সংকীর্ণ পথ ধরে তাদের হৈহল্লা করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলার শব্দ ছাড়া আর কোনো কিছুর অস্তিত্ব ছিলো না।

পেছন থেকে এগিয়ে এসে জর্জ উইভারকে ধরলো গিল। সামনের জলাশয় থেকে আসা পাখির গান শুনতে পেলো সে। জায়গাটা খাড়া হয়ে নেমে গিয়েছিলো নিঃশব্দে বয়ে চলা একটা পাহাড়ি নদীতে। নদীর তলায় শেওলার দাম। জর্জ উইভারের চওড়া কাঁধের ওপর দিয়ে দৃষ্টি মেলে ধরে সড়কের বাঁকটা একনজর দেখে নিলো গিল। কাঠের তৈরি একটা উঁচুবাঁধের ওপর দিয়ে সড়কটা অতিক্রম করেছে নদী। হারকিমারের রক্ষীরা ভিড় করছিলো ঘাটের নিচে এবং নদীটাকে প্রায় শুকিয়ে ফেলছিলো গোগ্রাসে পানি গিলে। কানাজোহারি রেজিমেন্টের লোকেরা জলাশয়টায় হুড়াহুড়ি করে নেমে চুমুক দিচ্ছিলো পানিতে। হারকিমারের দিকে ঘর্মাক্ত লালচে মুখটা তুলে ধরে কক্সকে চড়াগলায় বলতে শোনা গেলো ঃ 'আপনি না বলছিলেন এদিকে আছে বাটলার? কোথায় সে?'

www.pathagar.com

নদীর দুধারে ছিলো ঘননিবিড় হেমলককুঞ্জ। আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলো সবুজ পাতার চাদরে মোড়া কচি গাছগুলি। মন চাইছিলো গাছের এই স্নিগ্ধশীতল ছায়ায় শুয়ে থেকে একদন্ড বিশ্রাম নিতে। হঠাৎ গিল অনুভব করলো তার পায়ের তলার মাটি যেনো সরে যাচ্ছে। পেছনের প্রচণ্ড ধাক্কায় সে ছিটকে এসে পড়লো নদীর বাঁধটার ওপর। কক্সের রেজিমেন্টের যাত্রাপথের অর্ধেকটা পেরিয়ে এসে রাস্তার আরেকপাশে মোড় নিতে যাচ্ছিলো তারা। ঠিক তখুনি ওদের ধাক্কাটা এসে পড়লো তাদের পিঠে। জংগলের দিক থেকে শোনা যাচ্ছিলো শকটগুলির ঘড়ঘড়, চাবুকের একটানা সপাং–সপাং এবং ফিশারের ড্রামবাদকের ঠুন্‌ঠুন্ চাটির আওয়াজ। তিনটি গলা বেজে উঠলো একসংগে। 'পানি খাওয়ার জন্যে ওধারে গিয়েছিলাম আমি,' গিলের কাঁধের ওপর ঝুঁকে বললো রিঅল। 'আমিও গিয়েছিলাম,' বললো গিল। 'মাই গড,' বললো উইভার, 'কী ওটা?'

হেমলক গাছগুলির মাথায় কমলা রংয়ের ক্ষীণ আভা ছড়িয়ে ছত্রাকের মতন দলা পাকিয়ে উঠছিলো ধোঁয়ার একটা কালো কুণ্ডলি। মটমটানো শব্দটা শুনতে পেলো তারা। অস্বাভাবিকভাবে উঁচুতে উঠেছিলো কক্সের গলার স্বর। তার প্রকাণ্ড দেহটা আচমকা ঢলে পড়লো তার ঘোড়ার কাঁধের ওপর। পেছনদিকে গোত্তা খেয়ে আর্তস্বরে চিৎকার দিয়ে উঠলো ঘোড়াটা। বস্তার মতন জন্তুটার পিঠ থেকে কাত হয়ে নিচে পড়লো কক্স। প্রাণের কোনো স্পন্দন ছিলো না তার দেহে।

কাঁপানো গলায় বেজে উঠলো একটা হুইসেল। শোনা গেলো তিনটি গুলির আওয়াজ। সবুজ হেমলক কুঞ্জটা উদগার করলো একরাশ আগুন। সবাইকে চকিত করে তুললো অপ্রত্যাশিত ঘটনাটা। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিলের বুকের ওপর ছিটকে এসে পড়লো জর্জ উইভার। আর গিল পাশের দিকে হুমড়ি খেয়ে সোজা গিয়ে পড়লো রিঅলের গায়ে। আরেকটি ঘোড়া আর্তনাদ করে উঠলো এবং লাফিয়ে পড়লো ঝোপের ভেতর। মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গিল দেখলো, মুখ থুবড়ে পড়ে আছে জন্তুটা। এটা হারকিমারের সেই বুড়ো সাদা ঘোড়া। মরবার আগে শেষ উদ্দামতার তেজ দেখিয়ে গেছে সে। হঠাৎ গিল অনুভব করলো কে যেন তার বাহু ধরে টানছে। তাকিয়ে দেখলো বেলিঞ্জার চেঁচিয়ে বলছে : 'চলো, বুড়ো মানুষটাকে ধরে তোলা যাক্।' দুই হাতে হাঁটু চেপে বাঁধের ওপর বসেছিলেন বুড়ো হারকিমার। তাঁর ফ্যাকাশে মুখে ছিলো ঔজ্জ্বল্যের আভা। অল্পঅল্প নড়ছিলো তার ঠোঁটদুটি।

কিন্তু রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো স্বর।

www.pathagar.com

বাঁধের ঢালের দিকে পিঠ দিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছিলো গিল। নিচের খাদে নিবদ্ধ ছিলো তার দৃষ্টি। সেখানে নদীর তীর জুড়ে ঝড়ের কাকের মতন ছড়িয়ে ছিটিয়েছিলো মিলিশিয়ারা। হাঁটুগেড়ে বসেছিলো তারা। নিহতদের পেটের ওপর রাখা ছিলো তাদের রাইফেল। অস্বাভাবিক একটা নীরবতা ঘিরে রেখেছিলো সবাইকে। কিন্তু তাদের চার পাশের বাতাসে ছিলো মাস্কেট-বন্দুকের ক্ষান্তিহীন একঘেঁয়ে বিস্ফোরণের শব্দ। জংগলের ভেতর থেকে ভেসে আসছিলো অদ্ভুতসব কণ্ঠের উচ্চরোল চিৎকার।

মিলিশিয়াদের ওপর থেকে দৃষ্টি ফেরাতেই সে দেখলো অ্যাডার সাপের মতন নদীর তীরের গাছগুলিতে ওঁত পেতে আছে রেডইন্ডিয়ানেরা । তাদের কারো কারো মুখে সিঁদুরে রং । কারো মুখে কালো এবং সাদা রং মাখা । বাতাসটাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে অত্যন্ত নিপুণ হাতে নিক্ষিপ্ত প্রথম গুলিটা ছুটে গেলো গিলের মাথার ওপর দিয়ে। সে দেখলো, সবুজ কোটপরা লোকেরা গুলি ছুঁড়ছে তাকে লক্ষ্য করে । মাথা নোয়ালো সে। নিচু হয়ে দুইহাঁটু ধরে উপুড় করলো জেনারেলকে এবং তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে রাখলো নদীর কিনারে । জেনারেলের দুইবাজু ধরা ছিলো বেলিঙ্গারের হাতে।

অদ্ভুতভাবে শাপান্ত করছিলো বেলিঙ্গার। কোটের আস্তিনে মুখ মুছতে-মুছতে বললোঃ 'বিধাতার দোহাই, ফিশারকে সত্যি ল্যাং তুলেই দৌড়াতে হয়েছে।'

বাঁধের পুবদিকে ছিলো পেছনের রক্ষীরা। চিৎকার এবং গোলাগুলির শব্দ ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে গেলো সেদিককার জংগলে। একটা গাছের পেছনে জেনারেলকে বসিয়ে দিয়ে তাঁর পাশে অবস্থান নিলো তারা। গাছটার পিঠে রাইফেল রেখে ট্রিগার টিপলো গিল প্রথম দেখা সবুজকোটটাকে লক্ষ্য করে। গুলিবিদ্ধ লোকটা সামনের দিকে আস্তেআস্তে ঝুঁকে শেষে মুখথুবড়ে পড়লো ঝোপের ওপর। দৃশ্যটা দেখে বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে উঠলো তার। পরমুহূর্তেই সে অনুভব করলো, এইমাত্র তারা ফিরে এসেছে তাদের আসল জায়গাটায়। সবিস্ময়ে নিজের মনের সংগে সে কথা বললোঃ 'এই প্রথম গুলি ছুঁড়লাম আমি।'

'পিটার।'

'বলুন,জেনারেল।'

'দেখে মনে হচ্ছে, রেডইন্ডিয়ানদের প্রায়সবাই পিছু ধাওয়া করছে ফিশারের। ওদিকটায় জোয়ানদের পাঠানোর চেষ্টা করো তুমি।'

ক্ষুদে জার্মানটির কণ্ঠস্বর ছিলো বেশ শান্ত।

www.pathagar.com

৮

একটি যুদ্ধ

প্রথমদিকে গোটা ব্যাপারটাই ছিলো এলোমেলো। এবং কান্ডজ্ঞানশূন্য। গোলাগুলির প্রথম বৃষ্টিটা হয়েছিলো সকাল দশটার দিকে। যেখানটায় মিলিশিয়াদের মোতায়েন করা হয়েছিলো সেখানেই তারা অবস্থান নিয়েছিলো পরবর্তী আধাঘন্টা পর্যন্ত। তারা গুলি ছুঁড়ছিলো নদীর তীরের দিকে। বারুদের আলো ঝলকে উঠতে দেখলেই ট্রিগার টিপতো তারা। রাস্তা বরাবর মোটামুটি বিস্তৃত ছিলো তাদের অবস্থান লাইন। মালবোঝাই গোশকটের বহরটা যেখানে ধুলায় একাকার হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিশৃংখলভাবে লাইনের শুরু তার প্রান্তরেখা থেকে। এবং পশ্চিমে যেখানটায় সমতলটা উঁচু হয়ে উঠেছে ঠিক তার সংগমস্থলে লাইনের শেষ। কানাজোহারি মিলিশিয়াদের একটা মিশ্রগ্রুপ, জার্মান ফ্লাটস রেজিমেন্টের অন্তর্গত ডেমুথের কোম্পানি এবং হারকিমারের রক্ষীদলের অবশিষ্ট সৈন্যরা ছিলো সেখানে। ময়লা-আবর্জনার ওপর পেট রেখে, লম্বালম্বি হয়ে শুয়ে থেকে অবস্থানটাকে দৃঢ় করে নিয়েছিলো তারা। এমন কিছুই তারা করছিলো না যাতে শত্রুর নজর তাদের ওপর পড়তে পারে। রেডইন্ডিয়ানরা যদি ছেঁকে ধরতো কিংবা ফিশার যদি পালিয়ে না যেতো, গোটা বাহিনীটাই তাহলে উৎখাত হতো।

কিন্তু আতংকগ্রস্ত ফিশারের পিছু-ধাওয়া করার লোভ সামলাতে পারেনি রেডইন্ডিয়ানরা। তাদের অর্ধেকেরও বেশি লোক ওরিস্কানি নদীর তীর পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলো ফিশারকে। অন্যরা ছিলো নিহত মিলিশিয়াদের মাথার খুলির চামড়া হাতানোর ফিকিরে। নাগালের মধ্যে অনেক মাথা দেখতে পেয়ে লালসা সংবরণ করা দুঃসাধ্য ছিলো তাদের পক্ষে। জংগলের ভেতর থেকে চুপিসারে বেরুতে শুরু করছিলো তারা। ঠিক এসময় বেলিঞ্জার বাদবাকি মিলিশিয়াদের জড়ো করে মোতায়েন করলো পাহাড়ের ঢাল পর্যন্ত। রেডইন্ডিয়ানরা তাদের অনুসরণের চেষ্টা করলো না। কারণ, শেষে তারা আবিষ্কার করলো নিহত ঘোড়াগুলি দিয়ে জমজমাট ব্যবসা ফাঁদানো যাবে।

পাহাড়ের ঢালে ওঠাটা ছিলো যুদ্ধের প্রথম সুশৃংখল তৎপরতা। এর থেকে বৃটিশ পক্ষের গোড়ার দিকের ভুলটাও ধরা পড়লো। তাদের পার্শ্ববাহিনী রেডইন্ডিয়ানদের সাথে কোনোরকম যোগাযোগ রাখেনি। তাছাড়া, নদীর খাদের কিনারা থেকে সরে গিয়ে তারা অবস্থান নিয়েছিলো গভীর জংগলে। এতে সুবিধা হয়েছিলো আমেরিকানদের। তারা নদীর খাদ বরাবর ডানে এবং বাঁয়ে ঢুকে পড়ে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেলো মাঝখানের

www.pathagar.com

রক্ষণভাগটাকে। তাদের লাইন অর্ধবৃত্তাকার হয়ে ব্যূহ রচনা করলো নদীর খাদের ওপর।

কোনো মিলিশিয়া কোম্পানিই অটুট ছিলো না। তাছাড়া, বুঝেশুনে নির্দেশ দেয়া কিংবা সেনির্দেশ পালিত হচ্ছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখাটাও ছিলো কঠিন। মিলিশিয়ারা নিজেরাই বুদ্ধি করে গাছে ওঠে এবং তাদের সামনে বারুদের ঝলকানি লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে থাকে। যুদ্ধের এই নতুন কৌশল অব্যাহত ছিলো বেলা প্রায় এগারোটা পর্যন্ত। আর এপদ্ধতিটাই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে বাহিনীটাকে। জোয়ানেরা বুঝতে শুরু করে নিজেদের টিকিয়ে রাখার ক্ষমতা তাদের আছে। তারা এটাও বুঝলো, উপত্যকার পেছনদিকে সরে যাওয়ার অর্থই হলো নিশ্চিত ধ্বংস।

জেনারেলকে তাঁর নিজের হুকুমেই আরো কিছুদূরে পাহাড়ের ঢালু জায়গাটায় নিয়ে যাওয়া হলো। ওখানে সমতল মাটিতে একটা বিচ গাছের তলায় একটু জুত হয়ে বসলেন তিনি। জায়গাটা থেকে বড়ো–বড়ো গাছগুলির ফাঁক গলিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়া যায় অনেক দূর পর্যন্ত। বসবার জন্যে বয়ে-আনা হলো তাঁর মরাঘোড়ার পিঠের গদিটা। একইসংগে ডেকে পাঠানো হলো ডাক্তার পেট্রিকে। ডাক্তার যখন তাঁর ভাঙাহাঁটুর ক্ষতস্থানটায় ব্যান্ডেজ করছিলেন, হারকিমার তখন ব্যস্ত ছিলেন তাঁর বাক্সের চকমকি পাথর ঘষে পাইপে আগুন ধরাতে। শেষে স্থির হয়ে বসে তিনি দেখলেন যুদ্ধ শেষ হয়েছে। এবং তখন সেদিনকার মতন তাঁর দ্বিতীয় নির্দেশ ঘোষণা করলেন ঃ

'প্রতিটি গাছের পেছনে মোতায়েন করো দুজন জোয়ানকে। কোনো রেডইন্ডিয়ানকে কাছাকাছি আসতে দেখলে একজন গুলি ছুঁড়বে। আরেকজন বন্দুকে গুলি ভরে দেবে।'

আত্মরক্ষার এই বাস্তবসম্মত ব্যবস্থাটির কথা কোনো মিলিশিয়ারই মাথায় আসতো না। পেছনে পায়ের শব্দ শুনে একটা পড়াগাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো গিল। ঘাড় ফেরাতেই দেখলো, একহাতে একটা রেডইন্ডিয়ান বল্লম এবং অন্যহাতে একটি মাস্কেট বন্দুক নিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে মুখে কালো দাড়িভরতি চওড়া কাঁধওয়ালা একটা লোক।

'বেশ ভালো জায়গা পেয়েছো তুমি এখানে,' বললো লোকটি।

বল্লমের মাথাটা মাটিতে পুঁতলো সে।

'সহজেই এটা কাজে লাগানো যায়।'

'কোথায় পেলে তুমি বল্লমটা?'

'একটা রেডইন্ডিয়ানের কাছ থেকে,' ঘাড় ফেরালো সে। 'ওদিক চেয়ে দ্যাখো।

www.pathagar.com

নিহত লোকদের মাথার খুলির চামড়া ছাড়িয়ে নিচ্ছে ওরা। একটা জানোয়ার এখনো আছে ওখানটায়।'

বন্দুকটা তুলে গাছের পাশ থেকে গুলি ছুঁড়লো সে।

'যীশু! গুলিটা লাগলো না। তুমি বাপু পারবে দূরপাল্লায় গুলি ছুঁড়তে। তোমার হাতের রাইফেলটা দেখেই এটা বোঝা যায়। আমার এই বন্দুকটা কোনো কাজেরই নয়।'

গাছের গুঁড়িতে একটা গর্ত দেখতে পেলো গিল। রাইফেলের নলটা ওটার ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে জংগলে নড়াচড়ার আভাসের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো সে। এবং সেদিকে চোখ রেখেই বললো ঃ 'আমার নাম মার্টিন।'

দাড়িওয়ালা লোকটা বললোঃ 'আমার নাম গার্ডিনিয়ার। ফিশারের রেজিমেন্টের একজন ক্যাপ্টেন। জানতে চেয়ো না কেন আমি ওদের সাথে ছিলাম। ফিশার যখন ছুটে পালাতে শুরু করলো তখন আমাদের দৌড়ানোর কোনো হুঁশ ছিলো না। আমাদের মধ্যে পঞ্চাশজন রয়ে গেছে। জানি না তারা কোথায়। বুড়ো হারকিমার ফ্রন্টে থাকতে বলেছিলেন আমাকে। তিনি আরো বলেছিলেন, পালাতে চাইলে আমরা যেন পরের বার পালাই।'

মুখখিস্তি করলো গার্ডিনিয়ার। গিল লক্ষ্য করলো, একটা গাছের পাশ থেকে বেরিয়ে আসছে একটি কাঁধ। ঘাম চকচক করছিলো খালি কাঁধটায়। ট্রিগার টিপলো সে। কুকুরের মতন তীব্রস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো রেডইন্ডিয়ানটি। তারা তাকে দেখলো না। কিন্তু ঝোপটাকে উথালপাথাল হতে দেখলো।

'ভালো, ভালো,' বললো গার্ডিনিয়ার। 'চলো, আমরা দুজন কাজ ভাগাভাগি করি। তুমি আমার মাস্কেট–বন্দুকটা নাও। আমি তোমার রাইফেলটায় বারুদ ভরে দিচ্ছি। যীশু, নিশ্চয় তুমি একজন ম্যাসন নও?'

'না,' গিল বললো।

'তা বটে।' রাইফেলের নল দিয়ে গিলের কাঁধে আলতোভাবে খোঁচা দিলো সে। 'এই যে তোমার রাইফেল, বাপু।'

গাছের একটা নিচু ডালে লালের আভাস নজরে পড়লো গিলের। মাথার আবরণ ওটা। হাতের নাগালের মধ্যেই ছিলো। কিন্তু গুলি ছুঁড়লো না গিল। রেডইন্ডিয়ানটি যুদ্ধধ্বনি দিয়ে উঠলো এবং পরের মুহূর্তেই মর্দাহরিণের মতন লম্বালাফে সোজা ছুটে আসতে শুরু করলো গিলদের গাছটার দিকে। ছিপছিপে গড়ন তার। সেনেকাদের মতন দেখতে

www.pathagar.com

গাঢ়–তামাটে রং চামড়ার। মুখে এবং বুকে মাখানো রংটুকু ছাড়া পুরোপুরি উলংগ সে। অর্থাৎ আস্ত দিগম্বর।

হামলাটা গার্ডিনিয়ারের ওপর আসছে দেখে গিলের ভেতরটা কঠিন হয়ে উঠলো। এবং সংগে সংগে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো সে। কিন্তু বিস্মিত চোখে দেখলো, স্থূলকায় ফরাসিটি মুখব্যাদান করে হাসছে। দাড়ির ভেতর থেকে ঝকমক করে উঠলো তার সাদাদাঁতের পাটি।

মাস্কেট–বন্দুকটি একপাশে রেখে বল্লমটা তুলে নিলো সে। রেডইন্ডিয়ানটি গাছের গুঁড়ি লক্ষ্য করে লাফ দিতেই গার্ডিনিয়ার বল্লমটি ছুঁড়ে মারলো চোখের পলকে। রেডইন্ডিয়ানের বাগিয়ে–ধরা হাতকুড়ালটি তার হাতেই থেকে গেলো। তার রংমাখা মুখে জেগে উঠলো এক স্বাভাবিক মানবসুলভ বিস্ময়। বল্লমটি এফোঁড়ওফোঁড় করলো তার তলপেটটাকে। লোকটার দুইকাঁধের মাঝখানের হাড় ছিন্নভিন্ন হলো। একবারমাত্র আর্তচিৎকার দিয়ে উঠলো সে। গার্ডিনিয়ার বল্লমসমেত তাকে টেনে তুলে ছুঁড়ে দিলো গাছের গুঁড়িটার ওপাশে।

'দূর ছাই,' বললো সে। 'বারুদ নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।'

জংগলের পানে মুখ ফেরালো গিল। রেডইন্ডিয়ানের পেটে তখনো বল্লমটি গেঁথে ছিলো। সেই অবস্থায় একটা ঝোপের আড়ালে হামাগুড়ি দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো সে। আশ্চর্য, তার শরীর থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছিলো না। কিন্তু বিঁধে–থাকা বল্লমটির জন্যে সে ক্রমেই নেতিয়ে পড়ছিলো। তার দুইবাহুর অবশিষ্ট শক্তিটুকুও নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিলো।

'প্রভুর দোহাই, গুলি করো ওকে।'

ফরাসিটি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো।

'যীশু!' তার স্বরে বিস্ময়। একটুও নড়লোনা সে।

রেডইন্ডিয়ানটি অতিকষ্টে উঠে দাঁড়ালো। গাছের গুঁড়িটার দিকে আধাআধি ফিরতে পারলো সে। এরপরেই তার হাঁ–করা মুখ থেকে অবিরলধারায় গড়িয়ে পড়তে লাগলো রক্তের একটা স্রোত। যেন বল্লমটা রক্তের একটা কূপ ছেড়ে দিয়েছে। তার বুক এবং শরীরের সামনের দিকটা ভিজে লাল হয়ে উঠলো। দৃশ্যটা সহ্য করতে পারলো না গিল। সে চিৎকার করে উঠলো এবং সংগে সংগে খাড়া হয়ে সোজা গুলি ছুঁড়লো রেডইন্ডিয়ানের রক্তস্নাত মুখে। পেছনের দিকে একবার লাফিয়ে উঠে পড়ে গেলো গুলিবিদ্ধ রেডইন্ডিয়ানটি। এবং শেষবারের মতো দুইহাতের আঙুলগুলি ওপরের দিকে

www.pathagar.com

তুলে ধরলো।

গার্ডিনিয়ার বললো ঃ 'গুলিছোঁড়া উচিত হয়নি তোমার। শুধুশুধু নষ্ট করলে বন্দুকের টোটা।'

'বিধাতার দোহাই, তুমি তাহলে পরেরটাকে হত্যা করো।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে! তোমাকে পাগল হতে হবে না।' একমুহূর্ত পরেই সে বিড়বিড়িয়ে বললো ঃ 'আমি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করছি, ওই বল্লমটা যেন আমি প্রথমেই বের করে নিতে পারি। কারণ, সহজেই ওটা নাড়াচাড়া করা যায়।'

সবকটি লোকের সামনেই ছিলো গাছপালা। হেমলকের উঁচুশাখাগুলি গাঢ় সবুজে অন্ধকার করে রেখেছিলো জংগলটাকে। তার ভেতর দিয়ে ক্ষীণরেখায় আসছিলো সূর্যের আবছা আলো। গরমটা ছিলো ভ্যাপসা। বাতাসের কোনো নামগন্ধও ছিলো না। কেবল বুলেটের শব্দ সাড়া জাগাচ্ছিলো এই রুদ্ধশ্বাস নৈঃশব্দের প্রাচীরে।

অনেক আগেই নিস্তব্ধ হয়ে পড়েছিলো মিলিশিয়াদের পেছনদিকের নদীখাতটি। কারণ,নড়াচড়া করবার মতো কোনো ঘোড়াই তাদের কাছে ছিলো না। রেডইন্ডিয়ান হামলায় তাদের শেষবাহনটিও অক্কা পায়। মাঝেমধ্যে এক-আধটা যুদ্ধহুংকার আসছিলো কখনো কখনো ডানদিকের গাছগুলি থেকে, কখনো বাঁদিক থেকে। আর অনেকটা সময় কাটানোর জন্যেই যেনো তার জবাব দেয়া হচ্ছিলো গুলি ছুঁড়ে।

আমেরিকানদের অবস্থান-লাইনে কোনো শৃংখলা ছিলো না। এলোমেলো অবস্থায় নেতৃত্ব দিতে শুরু করলো সাধারণ স্তরের সৈনিকরা। যে তার পাশের লোকের চাইতে ভালো গুলি ছুঁড়তে পারলো কমান্ডের ভার সে নিজেই তুলে নিলো নিজের হাতে। জ্যাকব স্যামন্স প্রথম কুড়িজন জোয়ানকে তার সাথে নিয়ে বাঁদিকে অগ্রসর হলো রেডইন্ডিয়ান ব্যূহের পার্শ্বভাগের ওপর দ্রুত আঘাত হানার জন্যে। বিচগাছের একটা অনুচ্চ টিলায় তারা রেডইন্ডিয়ানদের অগ্রযাত্রা রুদ্ধ করলো। তাদের সামনে ছিলো শ্বেতাংগ বৃটিশ সেনাদল এবং মধ্যভাগে মিলিশিয়া বাহিনী। মুখোমুখি হয়ে পাল্টাপাল্টি গুলিবর্ষণ শুরু করলো তারা। শত্রুপক্ষ একটু পিছু হটতেই জংগলের মাঝখানে খালি জায়গা পেয়ে সামনে অগ্রসর হলো তারা। তাদের সংগে গেলো গিল। গার্ডিনিয়ার তার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে পাহারা দিতে লাগলো।

'সামনের মেপল গাছটা একটা ভালো আড়াল হিসেবে কাজ করবে,' বললো সে।

১৭-

www.pathagar.com

তারা দ্রুত গাছটার পেছনে অবস্থান নিলো। একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে দুজনই তাকালো চারদিকে। সবিস্ময়ে তারা দেখলো, ঝোপঝাড়ের ভেতরে ভূমিলগ্ন হয়ে পড়ে আছে লোকজন।

নদীর খাতটার ভেতরে বুড়ো হারকিমারকে দেখা গেলো তখনো পাইপ টানতে। টুপিটা মাথা থেকে নামিয়ে রেখেছিলেন তিনি। তাঁর তেলচকচকে মাথার তালুটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো। এই লোকটাই যে একমাত্র ভরসা, এই বিশ্বাসটা নতুন করে চাঙ্গা হয়ে উঠলো গিল এবং গার্ডিনিয়ারের মনে।

হোহো করে হাসলো গার্ডিনিয়ার।

'বুড়ো ধাড়ির দিকে তাকিয়ে দ্যাখো,' বললো সে। 'ফিশার যদি এখানে থাকতো এখন টের পেতো।'

ওদের দুজনের মনেই একই ভাবনা। এই একটা মানুষের ওপর সত্যি আস্থা রাখা যায়। যদিও তাদের জন্যে কিছু করার সাধ্য এই মানুষটির নেই তবু তাদের অনুভূতিতে আস্থাবোধটা আপনা থেকেই গভীর হয়ে উঠলো। নীরবতাটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না।

সামনের জংগলে হুইসেলের কাঁপাকাপাঁ শব্দ ধ্বনিত হলো। গুলিবর্ষণ বন্ধ হলেও ডানেবাঁয়ে বিক্ষিপ্ত দুএকটা বুলেট ভাংতে লাগলো স্তব্ধতা। বোঝা গেলো, কিছু রেডইন্ডিয়ান এখনো মাটিকামড়ে আছে ওদিকটায়।

এরপরেই শোনা গেলো হারকিমারের গলা। তাঁরস্বরটা বিস্ময়কর রকমের চড়া এবং গম্ভীর। 'তোমাদের হাতকুড়ালগুলি বের করো, ছেলেরা। ওরা বেয়োনেট ব্যবহার করতে যাচ্ছে।'

গিল বুঝলো যুদ্ধটা আবার শুরু হয়ে গেছে পুরাদমে। গাছের পেছনে আর লুকিয়ে থাকার কোনো মানে খুঁজে পেলো না সে। কিন্তু বাইরে খোলা জায়গায় দাঁড়াতে গেলে কী ঘটতে পারে সে তা ভাবলো না। গার্ডিনিয়ার কিন্তু ব্যাপারটা সংগে সংগেই আঁচ করতে পারলো। সে তার প্রকান্ড শরীরটাকে টেনে তুলে জিজ্ঞেস করলোঃ 'তোমার কাছে কী আছে, বাপ্?' গিল চোখ কুঁচকে বললোঃ 'হাতকুড়াল, না বেয়োনেট কোন্‌টা চাই, বাছা?'

বেল্ট থেকে হাতকুড়ালটা টেনে বের করতে যাচ্ছিলো গিল।

www.pathagar.com

'ঠিক আছে। তোমরা রাইফেল দিয়ে একটা গুলি ছোঁড়ো ওদের দিকে,' বললো গার্ডিনিয়ার। 'আমার কাছে বেয়োনেট আছে।' সে তার মাস্কেট বন্দুকের মুখে বেয়োনেটটা ঢোকাতে লাগলো। একটু পেছনে সরে গিয়ে পরমুহূর্তে সে গর্জে উঠলোঃ 'সামনে এসো!'

তার নিজের কোম্পানির কয়েকজনকে গাছটার পেছনে আসতে দেখে অবাক হলো সে।

গিল দেখলো তারা এগিয়ে আসছে। তারাও দেখলো মিলিশিয়াদের। গাছের ডালপালার আবছা অন্ধকারের ভেতর দিয়ে এগুচ্ছে তারা। মুখে তাদের আলোআঁধারের নিষ্প্রভ ছায়া। গাছের গুঁড়ি অনুসরণ করে বন্যার স্রোতের মতন এগিয়ে আসতে শুরু করলো তারা মিলিশিয়াদের দিকে। ঝোপের তলায় মাথা নুইয়ে কখনো উঁচুনিচু মাটির প্রতিবন্ধকতার জন্যে এলোমেলো হয়ে আসতে দেখা গেলো তাদের।

মিলিশিয়ারা মোকাবিলার জন্যে দাঁড়িয়ে গেলে একটা নীরবতা দুইপক্ষকেই ছেঁকে ধরলো মুহূর্ত কয়েকের জন্যে। ঘটনার আকস্মিকতায় মিলিশিয়ারা প্রায়বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলো। বৃটিশপক্ষের নিয়মিত সেনাদল আক্রমণ করবে বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন হারকিমার। কিন্তু এখন তারা দেখলো আক্রমণকারীরা সবাই সবুজ কোটওয়ালা। তারা জানতো এরা টৌরি এবং জনসনের কোম্পানির লোক। তাদের মতোই শিকারের শার্ট এবং ঘরেবোনা কোট লোকগুলির গায়ে।

শত্রুপক্ষের লাইনটা কাছাকাছি আসলে কিছু কিছু লোককে চিনতে পারলো তারা। এরা জন্সটাউনের স্কচ। স্যার জনের সাথে পালিয়ে গিয়েছিলো কানাডায়। সিলিংগারের সেনাদলের কেউ নয় এরা। উপত্যকার ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে এরাই যুগিয়ে ছিলো ইন্ধন। মিলিশিয়ারা বিশ্বাসই করতে পারছিলো না সেই লোকগুলিই এখন তাদের সামনে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয়ে গেলো একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন পাগলামো যুদ্ধ। দুইপক্ষের মাস্কেট বন্দুকের দাপাদাপির পর শুরু হলো হাতাহাতি লড়াই। রেডইণ্ডিয়ানদের তাদের নিজেদের অবস্থানে রেখে এসে আমেরিকান বাহিনীর পার্শ্বভাগের মিলিশিয়ারা যোগ দিলো এই নতুন যুদ্ধে। গোটা বনভূমিটা হঠাৎ উথালপাথাল হয়ে উঠলো দুইপক্ষের লোকজনের লাফঝাঁপ, বন্দুকের নলের ঠোকাঠুকি, হাতকুড়ালের হিস্‌হিসানো এবং গলাফাটানো চিৎকারে। রেডইণ্ডিয়ানদের মতোই একটানা রণহুংকার ছাড়ছিলো দুই

www.pathagar.com

পক্ষের শ্বেতাংগরা। বন্দুক থেকে কেউই গুলি ছোঁড়বার সুযোগ পাচ্ছিলো না। এমনকি, হল্লাচিৎকারও বন্ধ হয়ে গেলো যখন উভয়পক্ষ লাইন ভেংগে পরস্পরের সারির মধ্যে ঢুকে পড়লো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই পিছু হটে নদীর খাদের দিকে নামতে শুরু করলো।

জংগলের আকস্মিক নিঃসাড়তা নতুন করে আবার ভাংলো। দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতেই মাস্কেট বন্দুকধারী একটা লোকের সামনে পড়লো গিল। মনে হলো লোকটা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। মুহূর্তের মধ্যেই তার উদ্যত কুড়ালটি লোকটার বন্দুক ধরা বাহুর ওপর আলতোভাবে আঘাত হানলো। তার হাতের থাবা থেকে কুড়ালটা ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিলো। আহত লোকটা আর্তনাদ করে উঠলো। মনে হলো, স্বরটা ক্ষীণ হতে হতে নিথর হয়ে পড়বে। একটু পরে কানের ঝাপসা ভাবটা কেটে যেতেই সে শুনতে পেলো একটা লোক মাটিতে পড়ে চেঁচাচ্ছে। সে পা বাড়ালো। তার বুটের তলায় ছটফট করে উঠলো একটা দেহ। হঠাৎ তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলো দেহটা। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো সে মাটিতে। একইসময় একটা বন্দুক ফাটলো তার সামনে। সে অনুভব করলো তার বাহুটা যেন চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে।

হেমলকের ডালগুলি ছিটকে পড়লো তার কাছ থেকে। এবং প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে তার মাথাটা ঠোকর খেলো মাটিতে। একটা লোক তিনটি পদক্ষেপ ফেলে হেঁটে গেলো তার শরীরের ওপর দিয়ে। অসহ্য যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠলো সে। এরপর সবকিছুই সে বিস্মৃত হলো। কিন্তু অনুভব করলো, মৃত্যু তাকে তিলেতিলে গ্রাস করে চলেছে।

নিস্পন্দ হয়ে মাটিতে পড়ে থাকলো সে। কোনো বোধশক্তিই তার মধ্যে আর অবশিষ্ট ছিলো না। কিছুদূরে কে একজন অনবরত চেঁচিয়ে বলছিলো ঃ 'প্রভুর দোহাই! ওগো প্রভুর দোহাই!' কথাগুলি ফিসফিস করছিলো তার কানের কাছে। অবচেতন মনে সে ভাবলো, যদি চোখ খুলে দেখা যেতো শব্দটা কোথা থেকে আসছে। কিন্তু চোখ তুলতে পারলো না সে।

কিছুক্ষণ পরেই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হলো বনভূমি। চমকাতে শুরু করলো চোখধাঁধানো বিজলি। একটা লোক হাত বাড়ালো তার কাঁধে। সে বুঝলো, কে যেন তাকে আঁকড়ে ধরে পেছনদিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। পাদুটি তার ছেঁচড়াতে লাগলো। হঠাৎ চেতনা ফিরে পেয়ে নড়েচড়ে উঠলো সে এবং পায়ের ওপর ভর করে বসলো। সে বুঝলো বৃষ্টি হচ্ছে। পরমুহূর্তেই ভাবলো, 'তাহলে খরার গুমোটটা কেটে গেলো।'

www.pathagar.com

হেমলক গাছগুলিকে অনবরত কাঁপিয়ে তুলছিলো বাজের আকাশফাটানো শব্দ। শুকনো মাটিতে ঝমঝম এবং হিসহিসধ্বনি তুলে মুষলধারে পড়তে লাগলো বৃষ্টি। গাছপালার ভেতর দিয়ে লতিয়ে উঠতে থাকলো বাষ্পের কুয়াশা। বৃষ্টির পতন এবং অবিশ্রাম বজ্রনিনাদ ছাড়া আর কোনো শব্দ ছিলো না চারপাশে কোথাও। চোখ খুললেও জংগলটা ঝাপসা হয়ে থাকায় ভালোমতন কিছুই দেখতে পাচ্ছিলো না গিল।

হঠাৎ কেঁপে উঠলো সে এবং সংগে সংগেই শুনতে পেলো একটা গলার স্বর : 'তুমি কি হাঁটতে পারবে, বাপ্?'

হাঁটবার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু কেমন একটা অসাড়তা খিল ধরিয়ে রেখেছিলো তার দুইপায়ে।

'ও দুটিকে নিচে নামাও, বাপ্। নিচে নামাও। পায়ের ওপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াও। গলাটা একটু ভিজিয়ে নাও। দেখবে সবই ঠিক হয়ে গেছে।'

আবার চোখ মেললো সে। দেখলো, বৃষ্টিতে ভিজে একাকার হচ্ছে গার্ডিনিয়ার। তার দাড়ি বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়ছে পানি। এবং দাঁত বের করে হাসছে সে তার দিকে তাকিয়ে। 'গোটা দুনিয়াকে সচল রাখে ব্রান্ডি', বললো ফরাসিটি। 'মেয়েদের মুখে বোল ফোটায় এঝাঁঝালো অমিয়। ছেলেমেয়ে সবাইকে নাচায়, বাপ্। তোমাকেও দেখবে সারিয়ে তুলবে। যাঃ, একখানা বাহুই তো কেবল জখম হয়েছে তোমার। আর দ্যাখো, একটা গোটা কানই খোয়া গেছে আমার।'

মুখের একপাশ দিয়ে অবিরলধারায় রক্ত গড়িয়ে তার শার্টের কলারটাকে লাল করে তুলছিলো।

'তারা সব পালিয়েছে, বাপ্। আমরা তাদের বেদমমার মেরেছি। শেষলোকটাও তার লেজ গুটিয়ে পগার পার হয়েছে। জায়গাটা এখন পারিষ্কার। এসো তুমি। ডাক্তার সারিয়ে তুলবেন তোমায়।'

একটা টিলার ওপর এনে বসালো সে গিলকে। কিছুক্ষণ পরেই হাজির হলো ডাক্তার পেট্রি। তাকে ক্ষুব্ধ এবং ক্লান্ত দেখাচ্ছিলো। গিলের আহত বাহুটায় এলকোহল ছিটিয়ে দিলো ডাক্তার। ব্যাণ্ডেজ করলো বাহুটা। ওষুধের ঝাঁঝে অনুভূতিতে সাড়া জাগলো গিলের। চোখ খুলে দেখলো, তার মাথার ওপাশে বসে আছেন হারকিমার। মুখটা তাঁর এখন সাদা। কিন্তু পাইপ টেনে চলছিলেন আগের মতোই। হাতের আড়াল দিয়ে পাইপটাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করছিলেন বৃষ্টির ছাঁট থেকে।

www.pathagar.com

'আবার ফিরে আসবে তারা', বললেন তিনি। 'ফিরে আসতে বাধ্য। কিন্তু বৃষ্টি থাকতে থাকতে আমরা একটু দম নেবো।'

কিছুদূরে গাছের গুঁড়িতে বসে খাচ্ছিলো একটা লোক। অন্য সবাই দাঁড়িয়ে কিংবা মাটিতে শুয়ে থেকে উপভোগ করছিলো বৃষ্টির স্বাদ। প্রতিটি লোককে ক্লান্ত, অবসন্ন এবং কেমন কদাকার দেখাচ্ছিলো। মনেহলো যেন কিছুক্ষণ আগে ভয়ংকররকমে মাতাল হয়ে পড়েছিলো তারা।

যেমন করে ঝাঁপিয়ে এসেছিলো ঠিক সেভাবেই হঠাৎ থামলো বৃষ্টি। লোকগুলি উঠে পড়লো এবং অন্যদের ঠেঙিয়ে তুললো। সবাই কাঁধে কাঁধে তুলে নিলো রাইফেল।

পা দুটিকে ভয়ে ভয়ে টেনে তুললো গিল। রাইফেলটা তখনো হাতে ধরা ছিলো দেখে আশ্চর্যবোধ করলো সে। মনেহলো, বৃষ্টিটা যেন থেমেছে কতোকাল আগে। জংগলটার চেহারা বদলে যাওয়ায় কোথায় পশ্চিম, কোথায় পুব কিছুই আঁচ করতে পারা যাচ্ছিলো না।

এরপরেই সে দেখলো, মিলিশিয়াদের অবস্থান পাল্টে দিয়েছেন হারকিমার। পাহাড়ের নতুন একটা ঢালের মাথায় রচনা করা হলো নতুন ব্যূহ। এভাবে অবস্থান নেয়ার ফলে নদীর প্রথম খাদ এবং একটা ছোটো অগভীর স্রোতস্বিনীর মাঝখানের সমতলভূমির কেন্দ্রস্থলে থাকবে তারা। নতুন কোনো আক্রমণ হলে এখান থেকে সংকীর্ণ জায়গায় কিংবা পাহাড়ের নতুন ঢালটার চূড়ায় দ্রুত সরে যেতে পারবে বাহিনীটা।

বিক্ষিপ্তভাবে শুরু হলো প্রথম গোলাগুলি। দূরপাল্লা থেকে গুলি ছুঁড়ছিলো রেডইণ্ডিয়ানরা। দেখে বোঝা যাচ্ছিলো, যুদ্ধের স্বাদ হারিয়ে ফেলেছে তারা। তারা এখন খুব সতর্ক হয়ে উঠেছে। তাদের প্রত্যেকেই। মিলিশিয়ারা তাদের অবস্থানে থেকে রেডইণ্ডিয়ানদের গুলিবর্ষণের বিরুদ্ধে ছত্রছায়া দিয়ে যাচ্ছিলো।

নতুন অবস্থানের মধ্যদিয়ে উত্তরদক্ষিণে যে লাইনটা চলে গেছে তার ভেতরে ভূতলশায়ী হয়ে ছড়িয়েছিটিয়ে আছে অগণিত লাশ। এদের মধ্যে মিলিশিয়া এবং সবুজ কোট সেনাদের সংখ্যা ছিলো প্রায় সমানসমান। কারো হাতে ধরা ছিলো ছুরি, কারো হাতে কুড়াল কিংবা মাস্কেট বন্দুক। দেয়ালের ওপরকার সাদা আস্তরের মতন সবকটি শূন্যমুখে তখনো লেপ্টেছিলো তাদের মনের অভিব্যক্তি। কেউ কেউ কাত হয়ে পড়ে থেকে বাড়িয়ে রেখেছিলো খোলা হাতদুটি। যেন হাতের তালুতে বৃষ্টি ধরে রাখতে চেয়েছিলো তারা।

www.pathagar.com

মিলিশিয়ারা কেমন একটা নৈর্ব্যক্তিক মন নিয়ে পা বাড়ালো এই লাইনটার দিকে। একটি গাছে বেয়োনেট বিদ্ধ হয়ে ঝুলছিলো একজন রেডইণ্ডিয়ান। মাটির ওপর দোল খাচ্ছিলো তার প্রাণশূন্য দুইপা। কিন্তু খোলা ছিলো তার চোখদুটি। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গিলের মনে হলো, লোকটা যেন চোখ ঘুরিয়ে তাকে দেখছিলো।

কিছুদূরেই একটা মুখ দেখে চমকে উঠলো সে। মুখটাকে কেমন যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছিলো তার। দ্বিতীয়বার দৃষ্টি মেলে ধরলো সে। একটা গাছের গুঁড়ির ওপর চিবুক রেখে পড়েছিলো লোকটা। উৎসুকচোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পর গিল বুঝলো ওটা ক্রিশ্চিয়ান রিঅলের মুখ। মাথার খুলির চামড়া কেটে নেওয়া হয়েছিল তার। মাথার চাঁদিটাকে সমতল এবং লাল দেখাচ্ছিলো। চামড়া ছাড়িয়ে নেয়ায় মাংসপেশীগুলি শিথিল হয়ে গাল দুটিকে লেপ্টে দিয়েছিলো চোয়ালের সংগে। রক্তে ডুবেছিলো খোলা দুই চোখের পাতা।

দুই সেনাদলই প্রায় একঘন্টা ধরে পরস্পরের দিকে গুলি ছুঁড়ছিলো লুকিয়ে–ছাপিয়ে। এরপর শত্রুপক্ষের দ্বিতীয় দফা আক্রমণ শুরু হলো সমতল জায়গাটা বরাবর দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে। প্রথমে মিলিশিয়ারা এই নতুন আক্রমণধারা লক্ষ্য করে ভেবে নিয়েছিলো, দুর্গ থেকে বুঝি তাদের সাহায্যে সেনাদল পাঠানো হয়েছে। এই ভুল অনুমানের কারণ ছিলো দুটি। প্রথমটি হলো, দুর্গ যেদিকে ঠিক সেদিক থেকে আসে শত্রুপক্ষের লোকেরা। আর দ্বিতীয়টি হলো, টুপির বিভ্রান্তি। কন্টিনেন্টাল বাহিনীর সৈন্যদের মতনই ওদের টুপির কানা ছিলো ফিতা দিয়ে বাঁধা। দূর থেকে মনে হচ্ছিলো বুঝি অবিকল তিনফিতার টুপি।

করমর্দন করবার জন্যে ব্যূহভেংগে হর্ষধ্বনি করতে করতে এগিয়ে গেলো মিলিশিয়ারা। শত্রুরা তাদের সুযোগ দিলো কাছাকাছি হওয়ার। এসময় কেউই গুলি ছুঁড়ছিলো না। ঠিক শেষমুহূর্তে ব্যাপারটা তারা আঁচ করতে পারলো। সূর্যের আলো তখন বৃষ্টিভেজা গাছপালার ভেতর দিয়ে ঠিকরে পড়তে শুরু করেছিলো। সমতলভূমিটা রোদের কণায় ঝলমলিয়ে উঠতেই মিলিশিয়ারা দেখলো, তাদের দিকে যারা এগিয়ে আসছে তাদের সবারই পোশাক সবুজ। চোখের ভুলের জন্যেই অমন করে প্রতারিত হলো তারা।

দুই কোম্পানির কোনোটির সাথেই সরাসরি যোগাযোগ ছিলো না গিলের। একটা বিচ্ছিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়েছিলো সে যেখান থেকে ঘটনার কিছুই বোঝা সম্ভব ছিলো না।

www.pathagar.com

কিন্তু সবুজকোট সেনাদের আরেকটি কোম্পানি ঠিক একইভাবে নিঃশব্দে মার্চ করে বেয়োনেট উঁচিয়ে এগিয়ে আসছিলো তার অবস্থানের দিকে। সূর্যের আলোয় ঝকমক করছিলো তাদের বন্দুকের ডগার সবকটি বেয়োনেট।

মুহূর্তেই সে সতর্ক হয়ে উঠলো এবং পালানো উচিত বলে মনে করলো। কিন্তু হঠাৎ প্রচণ্ড ক্ষুধা অনুভব করলো সে। তার সমস্ত নাড়ীভুঁড়ি একসংগে কুঁকড়ে উঠতে লাগলো ক্ষুধার তাড়নায়। এখানে থাকাটা আর নিরাপদ নয় বুঝতে পারলেও ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর তার অবসন্ন হয়ে আসছিলো। এগিয়ে আসা লোকগুলিকেও ক্লান্ত দেখাচ্ছিলো। মনে হলো, তারা কোনোকালেই প্রতিপক্ষের নাগালে পৌঁছুতে পারবে না। কিন্তু এমনভাবে তারা আসছিলো যেন দম হাতে নিয়ে আসতে হচ্ছিলো তাদের। এ-দিকে সেও শরীরটাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে কিছুতেই একত্র করতে পারছিলো না তার দুটি পা।

তেমন একটা সাড়াশব্দ ছিলো না তাদের মধ্যে। সবারই গলা শুকিয়ে গিয়েছিলো ক্ষুধায় এবং তৃষ্ণায়। ঝড়োবৃষ্টিটারও যেন ক্ষমতা ছিলো না তাদের বুকের উত্তাপটাকে শীতল করার। অবচেতনে গিলের মনে হলো, দুর্বল হাতের ঘুষি বাগিয়ে যেন তারা পরস্পরকে এলোপাতাড়ি আঘাত হানছে। এবং একজন আরেকজনার নিচে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু মনের বিভ্রান্তিটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না।

মিলিশিয়াদের মধ্যে নিজেকে নিঃসঙ্গ দেখতে পেলো গিল। তার কাছাকাছি ছিলো কয়েকজন। কিন্তু তাদের কাউকেই সে চিনতে পারলো না। তারা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছিলো। যেনো কথা বলবার জন্যে আঁকুপাঁকু করছিলো তারা।

বিক্ষিপ্ত গুলিবর্ষণ অব্যাহত ছিলো পাশের দিকটায়। রেডইণ্ডিয়ানরা ওখানটায় তখনো চালিয়ে যাচ্ছিলো ভাঙা-ভাঙা যুদ্ধ। তবে মনে হলো, শেষ জীবিত ব্যক্তিরাই থেমে থেমে দুএকটা গুলি ছুঁড়ে জিইয়ে রেখেছিলো যুদ্ধের নিষ্প্রভ শিখাটাকে।

জংগলের ভেতরে শোনা গেলো রেডইন্ডিয়ানদের ডাক। বন্যধ্বনি তুলছিলো তারা একনাগাড়েঃ 'উনাহ্, উনাহ্, উনাহ্ !' হঠাৎ কে একজন চেঁচিয়ে বললোঃ 'ওরা লেজ গুটিয়েছে!'

প্রথমে মিলিশিয়ারা মনে করলো বোধকরি আরেকটি বজ্রবৃষ্টি শুরু হয়েছে। কয়েক মুহূর্ত পরে তারা বুঝলো, কামানের শব্দই তারা শুনতে পেয়েছে। বজ্রনিনাদের মতন পরপর তিনবার গর্জে উঠেছিলো কামান।

www.pathagar.com

বোঝা গেলো সংবাদবাহকরা দুর্গে পৌঁছে গেছে। এবং গ্যারিসন ঘোষণা করেছে তাদের যাত্রাসংকেত।

মিলিশিয়াদের সবার মুখে আস্তেআস্তে ফুটে উঠলো সমঝোতার স্পষ্ট একটা প্রতিভাস। হাতে হাতে রাইফেল তুলে নিয়ে চারদিকে দৃষ্টি ফেরাতে লাগলো তারা। জংগলটা একদম ফাঁকা। শুধু একা পড়ে আছে তারা। আর পড়ে আছে তাদের মৃতজন এবং শত্রুদের লাশ। জীবিতশত্রুরা সবাই পালিয়েছে।

যারা হাঁটতে পারলো সবাই তারা পেছন ফিরে টিলাটার দিকে মুখ করে আস্তে আস্তে পা চালাতে লাগলো। ওখানে গাছতলায় বসে আছেন হারকিমার। তাদের দেখছিলেন তিনি। তাঁর কালো দুইচোখের দৃষ্টি ঘুরঘুর করছিলো একমুখ থেকে আরেকমুখে। তারপর ধীরে ধীরে দৃষ্টিটা গিয়ে নিবদ্ধ হলো লাশের সারিগুলির ওপর।

একটি অফিসার নির্বোধের মতন বললো ঃ 'আমরা কি এখন দুর্গের দিকে যেতে পারি, হনিকল?' বলেই সে চুপ করে গেলো। ঢোক গিললো। এবং যেন নিজের দোষটা ঢাকছে এমন করে শেষে আবার বললো ঃ 'আমরা জানি, তারা এখন জানে আমরা এখানে।'

বুড়ো জার্মান দৃষ্টি তুলে ধরলেন বক্তার মুখের ওপর। পানিতে ভরে উঠলো তাঁর দুই চোখ। হাত দিয়ে চোখ ঢাকলেন তিনি।

পিটার বেলিঙ্গার এবং পিটার টাইগার্ট এগিয়ে এসে হাত রাখলো তাঁর কাঁধে। অফিসারটিকে তাঁরা বললো ঃ 'আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারছি না।'

দুইবাহু ধরে হারকিমারকে টেনে ওঠালো তারা।

'আমি হাঁটতে পারছি না, বাছারা।' ঢোক গিলে উদ্‌গত অশ্রু সংবরণ করলেন তিনি। 'সিলিংগার ওদিকে আছে এখনো। সাথে আছে বৃটিশদের নিয়মিত সেনাদল। তাদের মোকাবিলা করবার মতো সংখ্যাশক্তি আমাদের নেই। আমি মনে করি, আমাদের ঘরে ফিরে যাওয়াই ভালো।'

প্রথমেই তিনি নির্দেশ দিলেন জীবিত লোকদের একজায়গায় জড়ো করে তাদের সংখ্যা কতো তা খতিয়ে দেখতে। কাজটা চললো ঢিমেতেতালায়। লোকজনকে ওঠাতেই অনেকসময় লাগলো। তারপর সার করিয়ে দাঁড় করানো হলো গাছগুলির তলায়। বৃষ্টিভেজা মাটি থেকে তখনো উঠছিলো গরমের ভাপ। নদীর খাদটা থেকে আসছিলো রক্তের পেটউগরানো গন্ধ।

www.pathagar.com

প্রতিটি লোকের নামধাম টুকে নেয়াটাও ছিলো একটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। নড়বড়ে সারিগুলির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো অফিসাররা। প্রতি দশজনকে আলাদা করে কাঠি দিয়ে মাটিতে দাগ কাটলো তারা। হিসেব করে দেখলো, মোহক কোম্পানির মিলিশিয়াদের নিয়ে ফিশারের পালিয়ে যাওয়ার পর প্রায় সাড়েছয়শ লোক ছিলো যুদ্ধক্ষেত্রে এবং জংগলে ওঁত পেতে। এদের মধ্যে হাঁটবার ক্ষমতা ছিলো মোটামুটি দুশ জনের। চল্লিশজন ছিলো প্রায়মরণাপন্ন। কতোজন মরেছে এবং বন্দী হয়েছে কতোজন তার হিসেব কেউ দিতে পারলো না।

কোট এবং খুঁটি দিয়ে তৈরি করা হলো স্ট্রেচার। গুরুতর আহতদের বস্তার মতন রাখা হলো তার ওপর। স্ট্রেচারবাহক হিসেবে যাদের কাজ করবার দরকার হলো না তারা হলো পাহারাদার। বন্দুক কাঁধে তুলে নিলো তারা। এরপর সবাই রওয়ানা দিলো পুবদিকে।

নদীর খাদটা যেন এখন কতো দূরে। যেখানে প্রথম শুরু হয়েছিলো যুদ্ধটা শেষবারের মতো জায়গাটা দেখার পর যেন পেরিয়ে গেছে সুদীর্ঘ সময়। তাদের স্মৃতিতে একটা ক্ষীণ রেখার মতো তার আভাস। ওরিস্কানি নদীর কাছে যখন তারা পৌঁছলো, সূর্য তখন ডুবছে।

ওখান থেকে আগেই নৌকার জন্যে মোহক নদীর ঘাটে লোক পাঠানো হয়েছিলো। আহতদের ওরিস্কানির চড়া পার করা হবে নৌকায় করে। চড়ার ঘাটে পৌঁছেই মিলিশিয়াদের সবাই শুয়ে পড়লো মাটিতে। নৌকার বহরটা না আসা পর্যন্ত মন্থরগামী নদীটার ধারঘেঁষে অন্ধকারে গড়াগড়ি দিতে থাকলো তারা। সবার মনেই জেঁকে বসেছিলো কেমন একটা উদাসীনতা।

নৌকাগুলি আসবার পরই কেবল তারা গা–ঝাড়া দিয়ে উঠলো এবং আহতদের সাহায্য করলো নৌকায় উঠতে। আগুনের শিখায় হারকিমারের মুখখানা তখন কেমন দেখাচ্ছিলো তাদের কয়েকজন পরেও তা বেশ মনে রাখলো। পাইপটা দাঁতের পাটির মাঝখানে ধরা থাকলেও তিনি আর ধূমপান করছিলেন না। কোনো কথাও বলছিলেন না। আহতহাঁটুর ওপর হাত রেখে চুপচাপ বসেছিলেন তিনি।

তারা যখন নৌকা বোঝাই দিয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছিলো তখনো তিনি তাদের পানে তাকিয়েছিলেন নির্ণিমেষে। এরপর তাদের অগভীর চড়াটা একযোগে মার্চ করে পার হয়ে সড়ক বরাবর এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তারা

www.pathagar.com

চলতে লাগলো। সবাই তখন প্রায়নিঃশেষিত। কেউই কথা বলতে পারছিলো না। এমনকি চিন্তাও করতে পারছিলো না। ক্লান্তিতে কাহিল হয়ে পড়লেও একইপথ ধরে মার্চ করতে বাধ্য হলো সবাই। এইপথেই নদীর উজানে অভিযানে যেতে একটানা তিনদিন মার্চ করতে হয়েছিলো তাদের।

বসতে এসে পৌছবার পর আতংকগ্রস্ত লোকজন তাদের দিকে তাকাচ্ছিলো রক্তশূন্য মুখে। কিন্তু তারা তা দেখেও দেখলো না। চোখ তুলে চাইবার মতো শক্তি তাদের মধ্যে তখন আর অবশিষ্ট ছিলো না। এর আগেই নদীর দুপাশের তল্লাটে ছড়িয়ে পড়ছিলো খবরটা। যেকোনো সময় শত্রুসেনারা এসে পড়তে পারে বলে আশংকা করতে লাগলো লোকজন।

এটা ছিলো প্রকৃতঅর্থেই একটা বিপর্যয়। বিরাট রকমের তোড়জোড় করে পশ্চিমের এই অভিযানে গিয়েছিলো সেনাবাহিনী। কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি, নিজেদের দুর্গের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে না তারা। ।এখন তারা ফিরে এসেছে। দেখে মনে হচ্ছে সবাই পর্যুদস্ত। তাদের হাবভাব দেখেও বোঝা যাচ্ছে, হেরে এসেছে তারা। নিয়মিত বৃটিশ সেনাদলের সাথে মোকাবিলা না-করেও এমন হাল হয়েছে তাদের। যুদ্ধক্ষেত্রটা ছেড়ে চলে গেছে শত্রু। এতে স্বস্তিবোধ করবার কোনো মানে ছিলো না। কারণ, এখানে আগেও তাদের সাথে লড়াই হয়েছে।

দুর্গপাঁচিলের সামনে থেকে একজন অফিসার চেঁচিয়ে ঘোষণা করলোঃ মিলিশিয়াদের ছুটি দেয়া হয়েছে। তারা ঘরে ফিরে গিয়ে যে-কদিন সম্ভব বিশ্রাম নেবে। খুব শিগ্‌গিরই তাদের আবার ডাকতে হতে পারে। কেউ কেউ পরে বললো, অফিসারটি ছিলো মেজর ক্লাইভ্।

কিন্তু লোকজন তার কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা করলো না। স্কুইলারের জংগল থেকে বেরিয়ে আসার পর তাদের আরকোনো সামরিক দায়দায়িত্ব ছিলো না। বাড়ি ফেরার জন্যে তখন তারা পাগল। অন্য কেউ না বলে দিলেও তারা ভালোকরেই জানতো, তারা এখন সেনাবাহিনী নয়।

www.pathagar.com

চার

স্ট্যানউইক্স

১৭৭৭

১

দুই নারী

বাড়ি ছেড়ে দুর্গে গিয়ে থাকতে কিছুতেই রাজি হলেন না মিসেস ম্যাকলেনার। বললেনঃ 'যুদ্ধের সময় স্ত্রীলোকদের পেছনে রেখে যাওয়ার কী মানে হয় যদি তারা ঘরে থেকে পুরুষমানুষের কাজগুলি করতে না পারলো।'

'হ্যাঁ, মাম।'

ক্যাপ্টেন জ্যাকব স্মল রান্নাঘরের মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে পা বদল করলো। মাথার হ্যাটটা দুবার টানাটানি করলো হাত দিয়ে। এন্ডরিজ ব্লকহাউসের কমান্ডের ভার ছিল ক্যাপ্টেনের ওপর। উদ্বেগের সংগে চুল্লিটার দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন বললো ঃ 'এটা অবশ্য একটা নির্দেশ। এতে বলা হয়েছে, নারী এবং শিশুদের একজায়গায় জড়ো করতে হবে।'

আমাকেসুদ্ধ ষাটবছরের ওপরের আর ষোলোবছরের নিচের সব পুরুষ ছেলেকে বলা হয়েছে একত্রে মিলে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে।'

'বলিহারি তোমায় ক্যাপ্টেন স্মল! তুমি কি মনে করো না আমার ভার আমি নিজেই নিতে পারি?'

'তা তো ঠিকই, মাম।' ক্যাপ্টেন অস্বস্তিবোধ করলো। 'কিন্তু ওই নির্দেশই দেয়া হয়েছে। আপনি সরাসরি আমার এলাকার অন্তর্গত। এন্ডরিজে যেতে না চাইলে নদীর ওপারে হারকিমার দুর্গে বোধকরি যেতে চাইবেন আপনি। আমাদের ওখানে চালাঘরের কোনার জায়গাটা কেবল আমরা আপনার জন্যে রাখতে পেরেছি।'

'চালাঘর!' নাক দিয়ে শব্দ কর েন মিসেস ম্যাকলেনার। 'আমার প্রথম জীবনে যে-স্ত্রীলোকটি বাধ্য হয়েছে চালাঘরে বাস করতে, আমাকে কি সেরকম দেখাচ্ছে? নতুন বক্না বাছুরের মতন পালের সাথে বেঁধে রাখা হবে আমাকে? অন্যদশজনের সংগে গাদাগাদি হয়ে থাকবো আমি, অ্যাঁ?'

www.pathagar.com

'হ্যাঁ, মাম।' ক্যাপ্টেন জ্যাকবকে আতংকিত মনে হলো। 'আমি বলতে চেয়েছিলাম– না,মাম।'

'বেশ, আমার দিকে তাকাও তো দেখি, বাপু। কী মনেহয়, আমি পারবো না আমার নিজের ভার নিতে?'

'হ্যাঁ, মাম।' চোখ তুললো ক্যাপ্টেন স্মল। এবং এলোমেলোভাবে ফের দৃষ্টি মেলে ধরলো চুল্লিটার দিকে।

'প্রভুর দোহাই দিয়ে বলছি,' মিসেস ম্যাকলেনার বললেন, 'তুমি যদি থুতু ফেলতে চাও এক্ষুণি ফ্যালো এবং এখানেই ব্যাপারটার ইতি টেনে চলে চাও।' লম্বা নাকের ওপর দিয়ে জ্বলে উঠতে দেখা গেলো তাঁর চোখের তারা দুটিকে। 'এতোখানি পথ হেঁটে এই নির্বোধ স্ত্রীলোকটিকে দেখতে এসে তুমি ভালোই করেছো, এটা আমি স্বীকার করি। কিন্তু মুশকিল হলো, তোমার মতের সাথে আমার মতের মিল খুঁজে পেলাম না।'

ক্যাপ্টেন বললো ঃ 'আমি কেবল প্রতিবেশী হিসেবে আমার দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করলাম। তবে আপনার মনোভাব বদলালে আমরা আপনার সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত থাকবো। কোনার জায়গাটা আপনার জন্যেই থাকবে। ফিল হেলমারের গোরুগুলি এখন আছে ওখানটায়। কিন্তু যেকোনো সময় আমরা ওদের অন্যত্র সরিয়ে ফেলতে পারবো।'

'ধন্যবাদ,ক্যাপ্টেন।'

দরোজার চৌকাঠে পা দিয়ে সামনের দিকে একটু ঝুঁকলো ক্যাপ্টেন স্মল এবং মুখের ভেতর জমেথাকা থুতু ছুঁড়ে ফেললো বাইরে। থুতুর নিক্ষিপ্ত দলার ওপর দিয়ে দৃষ্টি মেলে ধরলো নদীর ওপারে ফোর্ট হারকিমারের দিকে।

'ওদিকে তাকিয়ে দেখুন,' অর্থপূর্ণভাবে বললো ক্যাপ্টেন। 'কিছুমহিলা এখন দুর্গের দিকেআসছে।'

মালপত্র, স্ত্রীলোক এবং ছেলেমেয়েদের গাদাগাদি করে নিয়ে একসারি গোশকট টলমল করতে করতে আসছিলো প্লাটভূমির ওপর দিয়ে। দক্ষিণের পাহাড়–অঞ্চল থেকে আসছিলো এরা।

শ্বাস ফেললেন মিসেস ম্যাকলেনার।

'গত দুদিন ধরে আমি তাদের দেখে আসছি। ক্লান্ত হয়ে পড়েছি দেখে দেখে। খরগোশের মতন আতকিংত হয়ে পড়েছে ওরা।'

www.pathagar.com

নিচের রাস্তা ধরে ক্যাপ্টেনকে চলে যেতে দেখলেন মিসেস ম্যাকলেনার। পরমুহূর্তেই বারান্দার ওপর দিয়ে লম্বা-লম্বা পা ফেলে সিঁড়িতে নেমে তিনি গেলেন গোলাঘরের দিকে। 'রেড ইন্ডিয়ানের গুষ্টি!' স্বগতোক্তি করলেন তিনি।

দুইহাতে একহাঁড়ি মাখন বয়ে নিয়ে ঝরনাঘর থেকে আসতে দেখলেন তিনি লানাকে।

'কতোখানি হবে মাখন?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন মিসেস ম্যাকলেনার।

'তিনপাউন্ডের কাছাকাছি হবে,' জবাব দিলো লানা। ওর মুখখানি শীতল এবং লালচে দেখাচ্ছিলো। কিন্তু চোখের দৃষ্টিটাকে কেমন যেনো অন্ধকার মনে হচ্ছিলো।

'এখানে এতোক্ষণ ছিলেন উনি কি ক্যাপ্টেন স্মল, মিসেস ম্যাকলেনার?'

'হ্যাঁ?'

'তিনি কোনো খবর নিয়ে এসেছিলেন?'

'লোকটা তার ব্লকহাউসে আমাদের যাওয়ার ব্যাপারে বোঝাতে এসেছিলো। আমাদের জন্যে একটা শেডে জায়গা রেখেছে সে। এখন ওখানে গোরু থাকে। কিন্তু সে দয়াপরবশ হয়ে পরামর্শ দিয়েছে, আমরা যেতে চাইলে আমাদের দাবিটা অগ্রগণ্য হবে তার কাছে।'

মৃদু হাসলো লানা। বিধবাটির কথার ধরনটা ওর কাছে একটা অভ্যস্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

মিসেস ম্যাকলেনার বললেন: 'হারকিমারের দুর্গের দিকে যাচ্ছিলো কিছু স্ত্রীলোক। লোকটা সেদিকে তাকাতে বললো আমায়। রেডইন্ডিয়ানরা মেয়েমানুষদের ওপর কী ধরনের অনাচার করে সে-বিষয়েও অনেক কথা বললো সে।'

একটু থেমে লানার দিকে তীক্ষ্ণচোখে তাকালেন তিনি। 'এ ব্যাপারটা নিয়ে কি ভাবছো তুমি, ম্যাগডেলানা? আতংকবোধ করছো?'

শান্তগলায় লানা বললো: 'না।' মিসেস ম্যাকলেনারের দিকে তাকাচ্ছিলো না ও। মাখনের হাঁড়িটা তেমনি ধরা ছিলো ওর হাতে। দৃষ্টিটা ওর নিবদ্ধ পশ্চিমে। 'গিল বলেছিলো, পশ্চিম থেকে খারাপ খবর না-পাওয়া পর্যন্ত আমি যেনো এখানে থাকি। ফিরে আসবার পর এখানেই সে আমাকে দেখতে পাবে বলে বোধকরি আশা করেছিলো।'

'এটা তোমার জন্যে ভালোই হয়েছে,' বললেন মিসেস ম্যাকলেনার। ঘোড়াগুলিকে গোসল দিতে তিনি হাঁটা দিলেন গোয়ালঘরের দিকে। এটা ছিলো তাঁর একটা শখের কাজ। দেশে কী ঘটতে যাচ্ছে সেবিষয়ে সামান্যতম ধারণাও ছিলো না মহিলাটির। তবে একটা খোঁয়াড়ে শুয়োরের মতন একপাল খামারু-স্ত্রীলোকের সাথে গাদাগাদি হয়ে

www.pathagar.com

থাকতে হবে এটা তিনি ভাবতেও পারছিলেন না। ওই স্ত্রীলোকগুলি সারাক্ষণ পিটপিটিয়ে তাকাবে তাঁর দিকে আর দেখতে চাইবে পোশাকের নিচে কীধরনের অন্তর্বাস পরেছেন তিনি।—এটা কেমন করে সহ্য করা যাবে?

পাথরের বাড়িটা থেকে রান্নাঘরে আসবার পথে লানা শুনতে পেলো মহিলার গলার হিসহিস শব্দ। যেনো গোটা আস্তাবলের জন্তুগুলি একত্রে ধ্বনি তুলছিলো তাঁর সাথে। উপত্যকার দিকে দৃষ্টি তুলে ধরবার জন্যে লানা ফের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালো।

দুদিন পার হলো কিন্তু কোনো খবরই এলো না ওদের কাছে। উপত্যকা ছিলো নীরব। ঠনঠন করছিলো শুকনো মাটি। অগভীর নদীটা তেমনি বয়ে চলেছে অলসভংগিতে। সেদিকে চোখ তুলে তাকাতে গেলেই লানার মনে হতো পাহাড়গুলি যেনো একাকার হয়ে ঘনিয়ে আসবে ওর কাছাকাছি। পিঠের কাছেই জংগলটার উপস্থিতি অনুভব করতো ও। যেনো চারপাশ থেকে একটা আরণ্যকতা ছেঁকে ধরে রয়েছে ওকে এবং একটা অদৃশ্য আত্মার মতো ওর গতিবিধির ওপর নজর রাখছে সারাবেলা।

গিলের চলে যাওয়ার পর খামারের সেই নিত্যদিনকার প্রবহমান জীবনটাও যেনো বিদায় নিয়ে গিয়েছিলো। মিসেস ম্যাকলেনারের শোরগোল সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে তিনটি মেয়েমানুষই গাছপালার সবুজ নৈঃশব্দের মাঝখানে বন্দী হয়ে পড়লো। সন্ধ্যাবেলা কাকের চেঁচামেচি ছাড়া তারা কিছুই তারা শুনতে পেতো না। শোনার মধ্যে কেবল শুনতে পেতো তাদের নিজেদের কন্ঠস্বর। এমনকি, কিংসরোডে পর্যন্ত কোনো মালবাহী–শকট চলতে দেখা গেলো না। নদীতে ছিলো না নৌকার আনাগোনা। গোটা উপত্যকাটাই যেনো রুদ্ধশ্বাস হয়ে পড়েছিলো। মনে হচ্ছিলো, মিলিশিয়ারা যাওয়ার সময় জীবন বলতে যা বোঝায় তার সবকিছুই এখান থেকে ধুয়েমুছে নিঃশেষ করে নিয়ে গেছে। শোনার অপ্রত্যাশিত কোনো তাড়না না থাকলে হঠাৎ বিনাকারণে একজন আরেকজনের কথার মাঝখানে বাদ সেধে বসতো। কেন শুনবে? এবং কীই–বা তাদের শোনার ছিলো? লানা তা জানতো না। কিন্তু তার বুকটা জ্বালা করে উঠতো।

বুকের ধুক্‌পুক শব্দের সাথে একটা ভাবনা ছেঁকে ধরতো ওকে। নিশ্চয় মরে গেছে গিল।

কোনো কোনো সময় আচমকা ওর মনে হতো, গত শরতের পর দুজনই ওরা মরে গিয়েছিলো। এমনকি, স্কুইলারের ছোটো কুঁড়েঘরখানায় থাকতে চারপাশের লোকজনের ভিড়ের মধ্যেও এই চিন্তাটা অষ্টপ্রহর ওর বুকের ভেতরটাকে বিদ্ধ করতো। কাছাকাছি থাকলেও অনেকটা শারীরিক কারণেই ওরা তখন পরস্পরের সান্নিধ্য থেকে দূরে সরে

www.pathagar.com

থাকতো। এরপর জীবনটা স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠলো শরতের শুরুতে। কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো গিল। কাজের মধ্যে থাকলেই ভালো থাকতো সে। এটাই ছিলো তার স্বভাবের ধাত। কিন্তু লানার জন্যে জীবনটা ছিলো কোনোরকমে শ্বাসফেলা এবং বেঁচে থাকা। যাকিছু ওরা করেছে এবং যেসব কথা বলেছে– সবই হারিয়েছে ওদের ব্যক্তিগত স্পর্শের তাৎপর্য।

এরপরই শুরু হয়েছিলো মিলিশিয়াদের প্রথম সমাবেশ। উনাডিলায় চলে গেলো গিল। সমাবেশ শেষে ফিরলো সে ঘরে। ওর নিঃসাড় শরীরটায় তখন প্রথম সাড়া জাগলেও দেখতে দেখতে তা উবে গেলো প্রজাপতির ডানাঝাপ্টানোর মতন। আগের চেয়ে স্বাস্থ্য অনেক খানি ভালো হলো ওর। কিন্তু সুখের হারানো অনুভূতি আর ফিরে এলোনা ওর মনে।

গিলকে কেমন অসাবধান, নির্লিপ্ত এবং হতচকিত মনে হতে লাগলো। প্রায়ই লানা শুনতে পেতো স্ত্রীলোকেরা অন্য স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে বলাবলি করছে, 'স্বামীদের সাথে কোনোরকমে দিন কাটাচ্ছে ওরা।' গিলের সাথেও ওর জীবনটা হয়তো এরকমই চলছে বলে মনে হতো ওর। অন্ধের মতন বিনাবাক্যব্যয়ে গিলের কাছে নিজেকে সমর্পণ করলো ও যেমনটা করেছিলো খামার বাড়িটা পুড়ে যাওয়ার পর। প্যালাটাইন রেজিমেন্টের ড্রামের তালেতালে ডেটন দুর্গের দিকে যাওয়ার সময় শেষবারের মতো রাস্তার মোড়ে গিলকে দেখতে পেয়েছিলো ও। তখনো ওর মধ্যে জেগেছিলো অন্ধ–সমর্পণের সেই অনুভূতিটি। কিন্তু অবরুদ্ধকান্না নিয়ে যখন ও ভাবলো গিলকে নির্ঘাত মরণে টানছে তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গিয়েছিলো।

পশ্চিমদিকে তাকাতেই স্কুইলার–হাউসটা চোখে পড়লো লানার। ছোটো কুঁড়ে ঘরটা তেমনি দাঁড়িয়েছিলো নদীর তীরঘেঁষে। জানলাগুলি বন্ধ, লোকজন ছিলো না। কিন্তু ওর মনে হলো পাটাতনের সরু বিছানাটার ওপর যেনো এই মুহূর্তেও শুয়ে আছে। আর দুর্বল শরীরটা ঠান্ডা হয়ে একদম কুঁকড়ে আছে কীএক অজানা ভয়ে, আতংকে এবং ক্ষোভে। স্মৃতির সংগে যুদ্ধ করছিলো ও। তারা দুজন যে তখন নিজেদের মধ্যে ছিলো না কথাটা গিলকে বুঝিয়ে বলবার জন্যে শব্দ হাতড়ে বেড়াতে লাগলো মনে মনে। বলতে চাইলো, ওই সময়টা ও পার হয়ে এসেছে। এবং তখনকার অবস্থাটার জন্যে গিল কিংবা ওর দুজনের কারোই কোনো দোষ ছিলো না। সময়টাই ওদের বাধ্য করেছিলো অমন একটা অবস্থার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতে যার সাথে দুজনের স্বভাব, মনের প্রকৃতি এবং চিন্তাভাবনার কোনো মিলই ছিলো না। কিন্তু শত চেষ্টা করেও করুণভাবে ব্যর্থ হলো লানা জুতসই

www.pathagar.com

শব্দ এবং যুক্তি খুঁজে বের করতে। ও আর তাকালো না বাইরের দিকে। রান্নাঘরে এসে ঢুকলো। এবং শুধু এইটুকু অনুভব করলো, দুজন মানুষের মধ্যে একবার কোনো কারণে ফাটল ধরলে মনের ক্ষমতা নেই আগের স্বাভাবিক সুখময় মুহূর্তগুলিকে ফিরিয়ে আনা। কিংবা ধরে রাখা।

গিলের বাড়ি–ফেরার খবরটা মিসেস ম্যাকলেনারই প্রথম শুনলেন। এর আগের রাত তাঁর, ডেইজি এবং লানার ঘুম ভাংলো ফিশারের পলাতক জানোয়ারগুলির শোরগোলের শব্দে। খামারঘরে নেমে এসে দরোজায় ধাক্কা দিচ্ছিলেন তিনি।

নৈশপোশাকেই দরোজা খোলার জন্যে সিঁড়িভেংগে নিচে নামলো লানা। চাঁদের আলোতে দাঁড়িয়েছিলেন মিসেস ম্যাকলেনার। সাদা টুপিটার কিনার দিয়ে বানরের মতন দুলছিলো তাঁর মাথার চুল।

'ওদের চেঁচামেচির শব্দ তুমি শুনতে পেয়েছো, ম্যাগডেলানা?'

'হ্যাঁ'।

'মনে হচ্ছে ব্যাপারটা গোলমেলে,' বললেন বিধবা। 'অবস্থাটা সত্যি কতোটা খারাপ দেখবার জন্যে আমি রাস্তার দিকে যাচ্ছি। কালো রংয়ের কিছু একটা দাও তো আমায় গায়ে দেয়ার জন্যে। আর দেখবে, ডেইজি যেনো ভয়ে কোথাও পালিয়ে না যায়।'

'আমি আপনার সাথে যেতে চাই,' বললো লানা।

'উঁহু, তোমার যাওয়া ঠিক হবে না। বলা তো যাচ্ছে না ওরা কারা। শোরগোল শুনে মনে হচ্ছে ওরা পর্যুদস্ত মিলিশিয়া। হয়তো কেউ ওদের পিছুতাড়া করে থাকতে পারে। এ–অবস্থায় শুধু নাইটগাউন পরে একটি সুন্দরী মেয়ের রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কোনো মানে হয় না।'

একখানি শাল এনে মহিলার গায়ে চড়িয়ে দিলো লানা।

'এতে চলবে?' বললো ও।

'বোকামি করো না!'

কিন্তু রাস্তায় নামবার সময় কেমন যেন ভয়ভয় করছিলো মিসেস ম্যাকলেনারের। স্বামী বার্নির কথাগুলি হঠাৎ মনে পড়লো তাঁর : 'রাতের বেলা কখনো মিলিশিয়া শিবিরের কাছ দিয়ে যাবে না। ওদের মনের তো কোনো ঠিকঠিকানা নেই। অন্ধকারে ওদের মধ্যে একটা খরগোশও সিংহ হয়ে দাঁড়াতে পারে।'

কিন্তু সে কবেকার কথা! তখন সবুজ সিল্কের নাইটগাউনে তাঁকে দেখতে ভালো লাগতো বার্নির। তাঁর চুল ছিলো লাল। এখন সেই শরীরটায় চিড় ধরেছে। মুখটা শুকিয়ে

www.pathagar.com

গ্রন্থিল হয়ে উঠেছে। সেই কোমরটাও আর নেই যাকে দুই হাতের বেষ্টনী দিয়ে তাঁকে কাছে টেনে রাখবার চেষ্টা করতো বার্নি। সেসব দিন হারিয়ে গেলেও কথা এবং স্মৃতি হারিয়ে যায়নি। আর স্মৃতিতে ধরেরাখা একটি কথা হলোঃ মিলিশিয়াদের মনোভাব সম্পর্কে আগে থেকে কিছুই বলা যায় না।

রাস্তার বেড়াটার ধারে দাঁড়িয়েছিলেন মিসেস ম্যাকলেনার। একটা লোককে জুতা খুলবার জন্যে থামতে দেখে দ্রুত তিনি তার পেছনে ছুটে গেলেন এবং তর্জনি দিয়ে খোঁচা মারলেন।

লোকটা লাফিয়ে উঠলো এবং চেঁচিয়ে বন্দুকটা ঘুরিয়ে ধরলো।

'আমি গোবেচারা একটি মেয়েমানুষমাত্র,' মিসেস ম্যাকলেনার বললেন। 'আর কামড় দেয়ার মতন বয়েসও আমার নেই।'

'ও, যীশু!' লোকটা বলে উঠলো। 'আমি ভাবলাম, রেডইণ্ডিয়ানরা বুঝি এখনো আমাদের পিছুতাড়া করছে।'

'কী হয়েছে তোমাদের?'

লোকটা তার সংগীদের ওপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো। অন্ধকারে এলোমেলো ছায়ামূর্তির মতন ঊর্ধ্বশ্বাসে ওরা ছুটছিলো রাস্তার ধুলা উড়িয়ে। 'গড। আমার যে তাড়াহুড়া আছে।'

'মিলিশিয়া বাহিনী কী পরাজিত হয়েছে?'

'আমি জানি না। তবে মনেহয় তাই। আমরা পেছনদিকে ছিলাম। হঠাৎ জংগলের ভেতর থেকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করলো রেডইণ্ডিয়ানরা। কিছুই আমরা দেখতে পেলাম না। আচমকা কোথা থেকে ছুটে এলো ফিশার এবং চেঁচিয়ে বললো সেনাবাহিনী ঘায়েল হয়েছে। এছাড়া আর কিছুই আমি জানি না। এরপর কাউকেই আমরা দেখিনি। শুধু জংগলে আমাদের পেছনে তাদের চিৎকারের শব্দ শুনেছি। সেসময় তাদের দুচারজনকে আমি দেখি। সবার মুখেই রংমাখা। শয়তানের মতন দেখতে মনে হচ্ছিলো তাদের।'

মিসেস ম্যাকলেনারের কাছ থেকে পাশ কেটে এরমধ্যেই রাস্তায় নেমে পড়েছিলো লোকটা। পরক্ষণেই হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়াতে শুরু করলো সে।

মিসেস ম্যাকলেনার নাক শিটকিয়ে বাড়ির দিকে ফিরলেন। রাস্তায় আর কোনো খবর জানার জন্যে অপেক্ষায় থাকার মানে ছিলো না। কারণ, লোকগুলি আগেই অদৃশ্য হয়েছে।

www.pathagar.com

রান্নাঘরে ঢুকতেই তিনি চমকে উঠলেন ডেইজির গলার আওয়াজে। ভয়ার্তস্বরে ডেইজি বলে উঠলো : 'ও মাই গড্, মিসি।' জানলার খড়খড়ি নামিয়ে দরোজাটা আগেই বন্ধ করে দিয়েছিলেন মিসেস ম্যাকলেনার।

'আজ রাতে আমাদের এখানে থাকাটাই ভালো। তুমিও থাকবে, ম্যাগডেলানা। আর আমি মনে করি, একটা মোমবাতি জ্বালানোও উচিত হবে না আমাদের।' জানলা গলিয়ে আসছিলো চাঁদের আলো। তার মাঝখান দিয়ে হেঁটে বসবার লম্বাটে আসনটায় গিয়ে বসলেন তিনি। ডেইজিকে লক্ষ্য করে বললেন : 'তোর তড়পানিটা থামা, কালা বেবুন।' মিলিশিয়া লোকটি যাকিছু বলছিলো আসনটায় জুত হয়ে বসে তিনি তার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন।

'ফিশার পালিয়ে এসেছে। এবং আমার মনেহয়, বাহিনীর বাদবাকি লোকজন ঘেরাও হয়ে পড়েছে রেডইণ্ডিয়ানদের হাতে। জন বাটলার আগাগোড়াই একটা ধূর্ত শয়তান।'

লানার স্বরটা ওর নিজেকেই বিস্মিত করলো। কেমন শান্তকণ্ঠে ও বললো: 'তারা সবাই মরবে।'

'তাদের কেউ কেউ। ম্যাগডেলানা লক্ষ্মীটি, এটাই যুদ্ধের নিয়ম।'

'গিল মরবে,' বললো লানা। গলাটা ওর শুকনো।

মিসেস ম্যাকলেনার তাঁর শালটাকে টান্‌টান করে গায়ে জড়িয়ে নিলেন।

'তোমার যাখুশি ভাবো এবং বলতে থাকো। বার্নি যখন বাইরে যেতো আমি ছিলাম তখন একটা কচিমেয়ে। বলতে পারো একরত্তি খুকি ছিলাম আমি সেসময়। কিন্তু তোমার মতন অমন ভেঙ্গে পড়িনি আমি কখনো। সত্যি, এরকম আবোলতাবোল বকবার কোনো মানে হয় না।' একটু নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন তিনি। 'আমি মনে করি, ভোর পর্যন্ত এখানে আমাদের চুপচাপ বসে থাকা ভালো। এরপর দেখা যাবে সত্যি সত্যি কী ঘটেছে। দরকার হলে কোনো দুর্গে গিয়ে উঠবো আমি। তোর ঘ্যানর ঘ্যানর থামা তো, ডেইজি।'

'আমি মাত্র প্রভুর নাম জপ্ করছিলাম।'

রাস্তা থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত কাউকে বাতি জ্বালাতে বারণ করলেন বিধবা। সূর্য ওঠার একটু পরেই তিনি নিচে নামলেন, কাপড়চোপড় পরলেন। ব্রাণ্ডির একটি ফ্লাস্ক দেখিয়ে রাস্তায় দাঁড় করালেন এক ঘোড়সওয়ারকে। ডেটন দুর্গের সংবাদবাহক অশ্বারোহী ছিলো লোকটি। জেনারেল স্কুইলারের শিবির থেকে আসছিলো সে। ফোর্ট এডওয়ার্ডের ধারেকাছে কোথাও অবস্থান করছিলো স্কুইলার। লোকটার খুব তাড়া

www.pathagar.com

ছিলো। কিন্তু হাজারহোক একজন মহিলাকে তো বাধিত না করে পারে না কোনো সৈনিক। বিশেষ করে যখন তাঁর হাতে থাকে সুরাভরতি ফ্লাক্স।

'না, ম্যাডাম। আমরা বলতে পারবো না কী ঘটেছে সেনাবাহিনীর,' বললো ঘোড়সওয়ার। 'এইমাত্র আমরা সংবাদ পেলাম, নদীর উজানে যুদ্ধ করতে হয়েছে তাদের। হারকিমারকে আনবার জন্যে নৌকা চেয়ে পাঠিয়েছে তারা। গুরুতররকমে নাকি আহত হয়েছেন হারকিমার। তবে বৃটিশরা রণাংগন ছেড়ে চলে গেছে বলে লোকজন বলাকওয়াকরছে।'

'বিধাতা তোমার মংগল করুন,' বললেন মিসেস ম্যাকলেনার। 'এই ফ্লাক্স তোমার সাথে রাখো।'

ঘোড়সওয়ার হাতে তুলে নিলো ফ্লাক্সটি। টুপি ছুঁয়ে অভিবাদন জানালো। এবং পরমুহূর্তেই ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটতে শুরু করলো। মিসেস ম্যাকলেনারের বুকখানা একটু কেঁপে উঠলো যখন তিনি দেখছিলেন লোকটার চলে যাওয়া। এই সুদর্শন তরুণ এক হতভাগ্য সৈনিক। বিধাতা জানেন, যখন নিয়মিত বৃটিশ সেনাবাহিনী এদের বিরুদ্ধে লড়তে আসবে তখন নাজানি কী ঘটে এই দেশটার ভাগ্যে । আপন মনে গজরগজর করতে করতে তিনি এসে ঢুকলেন পাথরের বাড়িটায়। 'ওখানে যুদ্ধ হয়েছে। তারা বৃটিশদের বাধ্য করেছে পিছু-হটতে। আমি বুঝতে পারছি না, কেন আমাদের এখুনি সরতে হবে এখান থেকে। ম্যাগডেলানা তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও। তোমাকে কেমন হতচ্ছিরি দেখাচ্ছে। হাতমুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নিয়ে আমি নিজেও শুয়ে পড়বো। আজ সকালবেলার দুধটা ডেইজি পারবে দুইয়ে নিতে।'

ওপরতলায় নিজের ঘরে গেলো লানা। গিলের জন্য প্রার্থনা করলো ও। এখন যুদ্ধ শেষ। এসময় প্রার্থনা করাটা হয়তো নিরর্থক বলে মনে হবে। কিন্তু এছাড়া আর কিছুই করবার ছিলো না লানার।

তখনো বিছানায় দুইজানু পেতে, মাথাটা হাতের ওপর রেখে প্রার্থনায় নিমগ্ন ছিলো ও। হঠাৎ শোনা গেলো মিসেস ম্যাকলেনারের গলার আওয়াজ। বাড়ির আঙিনা থেকে চেঁচাচ্ছিলেন তিনি।

'ম্যাগডেলানা, ম্যাগডেলানা। সে এসেছে!'

মুহূর্তের জন্যে লানার সমস্ত শরীরটা বরফ হয়ে গেলো। পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ালো ও এবং নিচে নামলো। আঙিনায় এসে দেখলো ঘোড়ার চৌবাচ্চাটার কাছে হাঁটু

www.pathagar.com

গেড়ে বসে পানি খাচ্ছে গিল আর মিসেস ম্যাকলেনার পাশে দাঁড়িয়ে দুইহাতের আঁজলায় ঠাণ্ডা পানি ঢালছেন তার মাথায়।

লানা যেন তাকে চিনতেই পারছিলো না। একদম বদলে গেছে সে। মুখে লেপ্টে আছে ময়লা। রোদের পোড়া পোড়া দাগ ললাট জুড়ে। ঘামে এবং হেমলকের কাঁটায় একাকার মাথার চুল। ছিঁড়েখুঁড়ে আছে গায়ের শার্ট এবং পাতলুন। কেমন বিচ্ছিরি আর কদাকার দেখাচ্ছিলো তার নাকমুখ এবং সমস্ত শরীরটা।

চৌবাচ্চার ওপাশ থেকে লানার দিকে মুখ তুলে তাকালো সে। লানার মনে হলো, আশ্চর্যরকমে বুড়িয়ে গেছে মানুষটা। অপলক কয়েক মুহূর্ত ওর পানে দৃষ্টি তুলে ধরবার পর পানিতে চুমুক দিলো সে।

মিসেস ম্যাকলেনার মাথা ঝাঁকালেন।

'এখানে এসো। প্রচুর পানি গিলে শীতল হয়েছে সে। এখন তাকে বিছানায় নিয়ে যাওয়া দরকার।'

লানা তার পাশে গেলো। শার্টের আস্তিনটা তার ছেঁড়া। বাহুর ওপরের দিকটায় ব্যান্ডেজের মতো জড়ানো একটুকরো ময়লা ন্যাকড়া। রক্ত জমে গিয়ে শক্ত হয়ে আছে ন্যাকড়াটা।

'গিল,' নরোমগলায় ডাকলো লানা।

কিন্তু মিসেস ম্যাকলেনার হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠলেন।

'ওঠো বাছা!'

উঠে দাঁড়ালো গিল। দুইমহিলা দুইহাত ধরলো তার। দুজনার কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে সে খামার বাড়িটার দিকে এগুতে লাগলো।

'তাকে কিছু ব্রাণ্ডি খাওয়ানো দরকার,' মিসেস ম্যাকলেনার বললেন। 'এটা যুদ্ধ কুড়ালের কোপের মতন কাজ করবে আর দ্রুত সে ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুমিয়ে গেলে পর আমরা তার সেবাযত্নে মনোযোগ দিতে পারবো।'

'আপনি মনে করেন ডাক্তার ডাকা উচিত আমাদের?'

'ডাক্তার?' চোখ কুঁচকে তাকালেন মিসেস ম্যাকলেনার। 'ওই বুড়ো ধাড়ি পেট্রি যা করবে তা আমি নিজেই করতে পারবো। আর এই আহত বাহুটা কোনো ব্যাপারই নয়। দেখলে না সে হেঁটে বাড়ি এসেছে? এখন তার সবচেয়ে বেশি দরকার একটু ঘুমের।'

'হ্যাঁ,' বললো গিল। গলাটা জড়িয়ে আসছিলো তার। 'আমি বড়ো ক্লান্ত।'

www.pathagar.com

২
গিল

ব্রাণ্ডি গেলার মিনিট দশেকের মধ্যেই বিভোর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো সে। মিসেস ম্যাকলেনার এমনভাবে তার ভারটা নিজের হাতে তুলে নিলেন যা মেনে নিতে হলো লানাকে চোখ বুঁজে। গিল ঘুমিয়ে পড়তেই তিনি তার সেলাইয়ের কাঁচি দিয়ে আলগোছে কাটতে শুরু করলেন ব্যাণ্ডেজটা। ময়লা ন্যাকড়ার টুকরাগুলি কাঁচির মাথায় জড়িয়ে নিয়ে তিনি গন্ধ শুঁকলেন নাক মেলে ধরে। 'এটা পচাগন্ধ নয়,' বললেন তিনি। 'যা-হোক, ক্ষতের জায়গাটা মুছে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।' বার্চগাছের একটা চিবানো কাঠি টুথব্রাশ হিসাবে ব্যবহার করতেন বিধবা। ওটা ব্রাণ্ডিতে ডুবিয়ে বুলেটের ক্ষতের ভেতরটা সাফ করতে শুরু করলেন তিনি। লানার কাছে ব্যাপারটাকে একটা নিষ্ঠুর ধরনের অস্ত্রোপচার বলে মনে হলো। 'বোকা কোথাকার,' বললেন মিসেস ম্যাকলেনার। 'সে যতোক্ষণ টের না পাচ্ছে আমাদের ভালোমতন পরিষ্কার করে নিতে হবে জখমের জায়গাটা।'

'সে জেগে উঠতে পারে।'

'নির্বোধের মতন কথা বলো না। এর আগে তুমি কখনো তাকে মাতাল হতে দেখেছো কিনা আমি জানি না। তবে একটা গর্তে পড়ে থাকলেও এর চাইতে বেশি মাতাল ও হতে পারতো না।'

নিপুণহাতে বাহুটা ব্যাণ্ডেজ করলেন তিনি।

'এখন তাকে স্নান করাতে হবে,' ঘোষণা করলেন মহিলা। 'জলদি করো, আমি সাহায্য করবো তোমায়। তুমি তার কাপড়চোপড় খুলতে থাকো। এ অবসরে গরম পানি যোগাড় করে নিয়ে আসছি আমি।'

মিসেস ম্যাকলেনার চলে গেলে দ্রুতহাতে কাজ করতে শুরু করলো লানা। একটা খুঁটির মতন পড়ে থাকলো গিল। কাত-চিৎ করলেও সে জাগবে না এটা বুঝলো লানা। তাকে অনাবৃত করার পর কেন জানি ভালো লাগলো ওর। তোয়ালে এবং একটা বালতি নিয়ে মিসেস ম্যাকলেনারের ফিরে আসবার আগেই গিলের নগ্নদেহটার ওপর একখানা কম্বল বিছিয়ে দিলো ও।

'কম্বলটা সরিয়ে ফ্যালো,' হুকুম করলেন বিধবা।

'ধন্যবাদ,' বললো লানা। 'বাদবাকি কাজ আমি নিজেই করতে পারবো।'

হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠলেন মিসেস ম্যাকলেনার।

www.pathagar.com

'তুমি ভাবছো আমি বুঝি কখনো উলংগ মানুষ দেখিনি, ম্যাগডেলানা? শোনো, তার মায়ের মতন বয়েস আমার। এমনকি, তার দাদীর বয়েসীও হতে পারি আমি। প্রভু, রক্ষা করো আমায়! আহা, এসো না এদিকে !'

ক্ষিপ্রহাতে তিনি কম্বলটা টেনে সরিয়ে নিলেন এবং দুইচোখে সরল কৌতূহল নিয়ে দেখলেন গিলের নিঃসাড় হয়ে পড়ে থাকা ঋজু দেহটা। এরপর তিনি তাকালেন লানার পানে।

'মুখটাকে অমন লজ্জাতুর করছো কেন, মেয়ে। তোমার লজ্জাবোধ করবার মতো কিছু নেই এর মধ্যে। বরং তোমার গর্বিত হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।'

কিন্তু লানা ব্যাপারটাকে সহজে মেনে নিতে পারলো না। গিলকে ওভাবে দলাইমলাই করা ওর এবং বিধবা মহিলাটির পক্ষে অশোভন হচ্ছে বলে ভাবলো ও। কিন্তু মুখে কিছু বললো না। মিসেস ম্যাকলেনার গিলের শরীরের যে অংশগুলি ধুয়ে পরিষ্কার করছিলেন, ও কেবল সেসব জায়গা মুছে শুকিয়ে নিলো।

বিধবা সময় ক্ষেপণ করলেন না।

'ঝটপট করো তো দেখি, মেয়ে,' বললেন তিনি। 'একখানা কম্বল এখন তার দরকার। বড্ড ক্লান্ত ছেলেটা। আর কিছু করতে গেলে জেগে যাবে সে।'

বালতি এবং ভেজা তোয়ালে হাতে নিয়ে বললেনঃ 'আমি এখন যাচ্ছি।'

'ধন্যবাদ, মিসেস ম্যাকলেনার।'

নাক দিয়ে একটা শব্দ করলেন বিধবা।

'ধন্যবাদ, না ঘোড়ার ডিম। তুমি হয়তো ভাবছিলে কখন এই আহম্মক বুড়িটা বিদায় নেবে এখান থেকে।' ইচ্ছা করেই পায়ের শব্দ তুলে সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে নামতে লাগলেন তিনি।

সারাদিন ঘুমে বিভোর হয়ে থাকলো গিল। সূর্য ডোবার পরও ঘুম ভাংলো না তার। অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠতে থাকলে কেমন যেনো একটা অস্থিরতায় পেয়ে বসলো তাকে। রাতের প্রথমদিকে বিড়বিড় করে কীসব বকতে শুরু করলো সে। লানার পেটটা তখন জ্বলছিলো ক্ষুধায়। ও দ্রুত ছুটে এলো গিলের শিয়রের পাশে। একইকথা বারবার আওড়াচ্ছিলো গিলঃ 'আমি দৌড়াতে পারছি না। হা বিধাতা, আমি দৌড়াতে পারছি না।' লানা হাত রাখলো তার কপালে। সে বিছানায় গড়াগড়ি দিতে দিতে চেঁচাতে লাগলোঃ 'প্রভুর দোহাই, পরের লোকটাকে হত্যা করো।'

www.pathagar.com

কাঁপতে শুরু করলো লানা। গিলের মুখটা বিকৃত না হলেও তার গলার স্বর ভয় পাইয়ে দিয়েছিলো ওকে।

কপালটা জ্বরজ্বর লাগছিলো গিলের। ঠাণ্ডা পানির জন্যে আবার নিচে নামতে হলো লানাকে। মাথাটা ধুয়ে দেয়ায় বিড়বিড়ানো বন্ধ হলো গিলের। ঘরে লণ্ঠন জ্বালালো লানা। এবং গিলের ওপর নজর রাখার জন্যে কাছেই একখানা চেয়ার পেতে বসলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শান্ত হলো গিল। তার মুখ থেকে আস্তে আস্তে উধাও হলো রুক্ষতার ছাপ। পাশ ফিরে সে ঘুমিয়ে পড়লো একটি বালকের মতন প্রশান্তির পূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে।

উপত্যকায় রাতটা গাঢ় হয়ে উঠতে লাগলো। মিসেস ম্যাকলেনার দুধ দুইয়ে গোরুগুলিকে আঙিনায় এনে রাখলেন। তাঁর ব্যস্ততার শব্দ কানে এলো লানার। একটু পরেই পাথরের বাড়িটার জানলার আলো নিভে যেতে দেখা গেলো। খাঁচার দাঁড়ে বসা মোরগগুলির শেষ ঘুম–ঘুম ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ শুনতে পেলো না লানা। গোটা খামারটাই আচ্ছন্ন ছিলো অন্ধকারে। কেবল ওদের ঘরের বাতিটাই তখনো জ্বলছিলো মিটমিটিয়ে। সারা পৃথিবীটা ওদের দুজনকে একজায়গায় রেখে যেনো সরে পড়েছে–এই আশ্চর্য অনুভূতিটা সঞ্চারিত হলো লানার মনে। ওরা এখন কেবল দুজন, আর কেউ কোথাও জেগে নেই। গিলের মুখের ওপর চোখ রেখে ঘন্টার পর ঘন্টা তাকিয়ে থাকলো লানা। তারপর একসময় বুঁজে এলো ওর দুইচোখ। বিশ্বচরাচরের আর কিছুই সাড়া জাগালো না ওর চৈতন্যে।

লণ্ঠনটাকে কাঁপিয়ে একঝটকা বাতাস আন্দোলিত করলো ঘরটাকে। হাতের পাতার ভেতর থেকে চোখ তুলতেই লানা দেখলো, অপলকে ওর দিকে তাকিয়ে আছে গিল। চেয়ার থেকে উঠে সংগে সংগে বিছানায় গেলো ও। গিলের চোখ অনুসরণ করলো ওকে। সামনের কম্বলটার ওপর পড়েছিলো তার হাত দুটি।

'মনে হচ্ছে যেনো অনেককাল পার হয়ে গেছে, লানা।'

'আমার কাছেও তাই মনে হচ্ছে।'

'তুমি আমায় দ্যাখোনি?'

'তোমাকে শুধু জাগতে দেখিনি আমি।'

'আমি তোমায় দেখছিলাম। শনের আঁটি পোড়ানোর সময় তোমাকে নিয়ে যে উদ্বেগের মধ্যে আমি ছিলাম ঠিক সেরকম একটা ভাবনা পেয়ে বসেছে আমায়। ফক্সেস মিলের কথা বলছি। মনে নেই তোমার? পাহাড়ের ধারের সেই যে জায়গাটা?'

www.pathagar.com

লানার স্বরটা মিইয়ে আসছিলো। 'আমিও সেকথাই ভাবছিলাম।'

'সত্যি?'

হঠাৎ গিলকে ছোঁয়ার জন্যে হাত বাড়ালো লানা। গিলও সংগে সংগে হাত বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরলো ওর হাতের কব্জি।

'তুমি এতক্ষণ বসেছিলে আমার শিয়রের পাশে?'

'হ্যাঁ।'

'কতোক্ষণ আমি ঘুমিয়েছিলাম?'

'বলতে পারবো না। জানি না, সময় এখন কতো?'

গিল কোনো মন্তব্য করলো না। কিন্তু ওর হাতের কব্জিতে জোরে চাপ দিতে লাগলো। ভয় পেলো লানা এবং বাধ্য হলো তার মুখের দিকে তাকাতে। ওর আঙুলগুলি গিলের হাতের চাপে আলগা এবং টানটান হয়ে উঠলো।

হাতটা ছেড়ে দিলো সে।

'দুঃখিত। ওরকম করতে চাইনি আমি।'

'আমার হাতে ব্যথা লাগেনি।'

'নিশ্চয়ই লেগেছে।'

'খুব সামান্য,' স্বীকার করলো লানা।

'আমি সত্যি দুঃখিত।'

'তুমি কী আবার ওরকম করতে চাও?' হঠাৎ ও জিজ্ঞেস করে বসলো।

'তুমি কী তাই চাও?'

'আমি জানি না।'

সমস্ত শরীরে কেমন যেনো একটা স্পন্দন অনুভব করলো লানা। অন্ধকারের জন্যেই হোক অথবা ওর হাতের মনিবন্ধে গিলের হাতের ছোঁয়ার জন্যেই হোক, রাত–জাগবার দীর্ঘ ক্লান্তিটা ওর হঠাৎ উধাও হলো। গিলকে আর ভয় না পেলেও তবু কেমন ভয় ভয় করছিলো ওর। ওর হাতটা তখনো ধরা ছিলো গিলের হাতে। ঠিক সেই মুহূর্তে গিলের কালো চোখ দুটি আচমকা থমকে গেলো।

www.pathagar.com

'বসো।'

গিল হাতের ইশারায় ওকে বসতে বললো তার পাশে। কিন্তু বসবার সময় লানা বুঝলো শরীরটা ওর কাঁপছে। গিল এটা টের পেলেও মুখে কিছু বললো না।

'কী দেখছিলে তুমি?' শুধালো গিল।

'একটা আলো,' বললো ও। 'দুর্গের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে, পশ্চিমের পাহাড়টার ওপরে।'

আগুনের শিখার একটা ম্লান আলো লতিয়ে উঠছিলো পাহাড়ের চূড়া থেকে। গিল উঠে বসলো বিছানায়। এবং লানার হাতটা ধরে রেখেই তাকালো শিখাটার দিকে। ওটা দ্রুত ওপরে উঠেই আবার অদৃশ্য হলো।

'রেডইন্ডিয়ান আগুন ওটা।'

'এর মানেটা কী?'

'বলতে পারবো না আমি। দুর্গের পতন ঘটেছে কিনা এর থেকে তা বুঝবার উপায় নেই। কিন্তু এটা ঠিক, যে-কোনো দিন ওরা আমাদের ওপর এসে চড়াও হতে পারে।'

'হ্যাঁ।'

'ভয় পেয়েছো তুমি?'

লানার জবাব দেবার আগেই আগুনটা নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিলো। ওটার কোনো আভাসই আর দেখা গেলো না। নিচু-সিলিংয়ের ঘরটায় এখন আগের মতোই ওরা দুজন পরস্পরের কাছাকাছি। চওড়া বিছানাটায় পালকের তুলতুলে নরোম গদির ছোঁয়া দুজনেরশরীরে।

'খুব ক্লান্ত, না?'

'ছিলাম।'

লানার মুখের কালো তিলটার দিকে তাকাচ্ছিলো গিল। লানা যখন কথা বলছিলো ওর চোখের পাতা বার বার বুঁজে আসছিলো। ঠোঁটের বাঁকগুলি নরোম হয়ে ভরে উঠছিলো রসের সৌরভে। সম্মোহিতের মতো ও বসে থাকলো গিলের পাশে।

রক্তের দাপাদাপির জন্যে ও নড়তে পারলো না। একটা অসহায় অবসন্নতা সঞ্চারিত হতে লাগলো ওর সমস্ত শরীরে, স্তনযুগলে, নিতম্বে এবং বাহুতে। হঠাৎ ওর হাতের

www.pathagar.com

মনিবন্ধটা ছেড়ে দিলো গিল। আর সংগে সংগে ও দুইহাত কপালে তুলে মাথার চুল পেছনে সরাতে লাগলো। এবং গিলের দিকে চোখ বাড়িয়ে ধরে তাকালো।

গিল দেখলো ওর চোখে কেমন একটা ভীরু চাহনি। অল্প অল্প কাঁপছিলো ও।

'লানা।'

'বলো, গিল।'

'ওখানে থাকতে তোমার কথা বার বার মনে পড়েছিলো আমার।'

'সত্যি?'

'মনে হচ্ছিলো যেনো তোমার কাছেই আছি আমি।'

ওর শরীরের অবসন্নতাটা কাটতে শুরু করলো। বুকের ভেতরটা ধুক ধুক করতে লাগলো।

শান্তকণ্ঠে গিল বললো, 'তুমি আসছো তো আমার কাছে?'

'যদি তুমি চাও।'

'হ্যাঁ, চাই।'

ধীরে ধীরে বিছানা থেকে উঠলো লানা। খাটো গাউনটার ফিতার ঝালর সরিয়ে নিচে নামবার সময় হাতের আঙুলগুলির পূর্ণতার স্পর্শ অনুভব করলো ও। গিলের চোখাচোখি হতেই মুখটা ওর আস্তে আস্তে লাল হয়ে উঠলো। সে ওর স্বামী এ নিয়ে ভেবে কোনো লাভ ছিলো না। এক আশ্চর্য পুরুষমানুষ হিসাবে লানার নারীত্বের ওপর ষোলোআনা অধিকার সে অর্জন করেছে, এটাই হলো আসল সত্য। তাকে প্রত্যাখ্যান করার কোনো শক্তিই ওর ছিলো না। কিন্তু তাহলেও ঘরের এককোণে সরে গেলো ও নিজের সহজাত বুদ্ধিতে।

'সরে যেয়ো না।'

তার গলার স্বরটা কেমন অপরিচিত মনে হচ্ছিলো ওর কাছে।

একটু ইতস্তত করছিলো লানা।

'ফিরে এসো।'

আবারো গিলের বশ মানলো ও। কিন্তু পরমুহূর্তেই ওর হাত দুটি মাথার চুল নাড়াতে শুরু করলো।

www.pathagar.com

'না,' বললো সে। তার ঠোঁটে এখন হাসি। দুই চোখে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি।

'চুল থেকে হাত নামাও।'

বাধা দেয়ার মতো একবিন্দু শক্তিও আর ওর শরীরে ছিলো না। আত্মসমর্পণ করার সময় ও প্রায়কঁকিয়ে উঠেছিলো। খাটো গাউনটার ফিতার ঝালর কাঁধের ওপর তুললো ও। ওর বাহু বেয়ে ঝুলতে লাগলো ঝালরগুলি।

ঘাড় নুইয়ে পেটিকোটটা খুলবার সময় লণ্ঠনের নরোম আলো একটা রহস্যময় শুভ্র দীপ্তি ছড়ালো লানার গায়ের নিরাভরণ ত্বকে। ওর শরীরের ভাঁজগুলিতে গোলাকার হয়ে পড়লো আলোর ঝলক। মুহূর্তের জন্যে আলোর বৃত্তটার মাঝখানে দেহটাকে আধখানা বাঁকিয়ে দাঁড়ালো ও। পরমুহূর্তেই লজ্জারুণ হয়ে বাইরে পা রাখতেই চোখাচোখি হলো গিলের। ওর মাথার চুলগুলিকে এলোমেলো করে দেয়ার জন্যে হাত বাড়িয়েছিলো গিল। তার আগ্রাসী কামনার কাছে ধরা দেয়া ছাড়া উপায় ছিলো না লানার। ওই মুহূর্তে ওর মনে হচ্ছিলো, সমর্পণের ভংগিতে যেনো অনন্তকাল ধরে গিলের দুই বাহুর নাগালের মাঝখানে ভীরু কপোতীর মতন ডানা মেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও।

গিল মাথা নেড়ে ইশারা করলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো লানা। ওর হাতের আঙুল তক্ষুণি চলে গেলো চুলের কাঁটায়। ওগুলি আলগা হতেই আপনভারে পিঠের ওপর ঝুলে পড়লো চুলের রাশি। কাঁপুনি তুলে ওর বুকের ভেতর থেকে একটা নিঃশ্বাস বেরুলে পর অমনি কাঁটাগুলি ঝুমঝুম শব্দে ছড়িয়ে পড়লো বিছানায়। দুপাশে হাত ঝুলিয়ে রেখে নিথর দাঁড়িয়ে থাকলো ও। শিশুরা যেমন করে হাত মেলে রাখে ঠিক সেরকম সামনের দিকে প্রসারিত ছিলো ওর হাত দুটির তালু।

একপলক ওকে দেখলো গিল। তার ঠোঁটে ফুটে উঠলো স্মিত হাসি। পরমুহূর্তেই হাত বাড়ালো সে। লণ্ঠনের ক্ষুদে শিখাটার ওপর দিয়ে ওকে টেনে নিলো বুকে। এবং পিষতে লাগলো ওর নারীদেহটাকে প্রচন্ড শক্তি দিয়ে।

www.pathagar.com

৩

হারকিমার দুর্গে

ওই দিন সন্ধ্যায় নদীর ওপারের হারকিমার দুর্গে রান্নাঘরের রোয়াকে বসে সারা দুনিয়ার চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলো এমা উইভার। এখানকার সৈনিক-জীবন তার বড়ো ছেলেটার মনে এর মধ্যেই গভীরভাবে দাগ কেটে বসেছে। এমার দুশ্চিন্তার প্রধান কারণ ছিলো এটাই। এ শীতে পনেরোতে পড়েছে জন এবং ক্রমেই লকলকিয়ে বেড়ে উঠছে। এখনি সে লম্বাতে প্রায় এমার মাথা ছুঁই-ছুঁই করছে। গ্যারিসন থেকে তাকে দেয়া হয়েছে একটি পুরনো ফরাসি গাদাবন্দুক। এবং একইসংগে নিয়মিত রক্ষী হিসাবে নিয়োগপত্রও পেয়েছে সে। এসব কারণে নিজেকে রীতিমতো একজন বয়স্ক পুরুষ বলে ভাবতে শুরু করেছে জন।

মায়ের প্রতি তার কর্তব্যবোধের অভাব ছিলো এটা কিন্তু বলা যাবে না। তবে তার গত কয়েক দিনের ভাবসাব থেকে এমা আঁচ করতে পারলো ব্যক্তিগত ব্যাপারে মায়ের কর্ত্রীত্ব সে আর মানতে নারাজ। খুঁটির পাঁচিলের পাশেকার চালাঘরটা থেকে এমা কেবল চেয়ে চেয়ে দেখে ছেলের ভাবভংগি এবং হাঁটাচলা। রাস্তাটার ওপর দিয়ে কেমন বেমানান ভংগিতে লম্বা-লম্বা পা ফেলে হেলেদুলে হাঁটে জন। এমা বোঝে, তার নাগালের বাইরে চলে গেছে ছেলেটা। রাতে ডিউটি থেকে ফিরে এসে খেতে বসলে ওর মুখে অস্থিরতা লক্ষ্য করে এমা। গোগ্রাসে খাবার গিলে সে ছুটে যায় পুবদিকের ব্লকহাউসটায়। ওখানে সৈন্যদের দলটা তখন আসর জমিয়ে ব্যস্ত থাকে গল্পগুজবে। এসব পুরুষালি কথাবার্তা শুনতে ভালো লাগে জনের। ওদের বাজে ইয়ার্কি এবং হাসিঠাট্টার শব্দ রোজ সন্ধ্যাবেলায় কান ঝালাপালা করে তোলে এপাশের ঘেরাও দেয়া চালাঘরগুলিতে। পুরুষমানুষের গল্পে কোনো আপত্তি ছিলো না এমার। একজায়গায় বসলে নিজেদের স্বভাবসুলভ রীতিতে ওরা গালগল্প এবং হাসিঠাট্টা করবেই। কিন্তু জন তো এখনো একটা কচিছেলে। এরকম বয়েসের ছেলেদের মাথায় একবার আজেবাজে চিন্তা চেপে বসলে আর রক্ষা নেই। তাছাড়া, জায়গাটা গিজ্‌গিজ করছে লোকে। পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষার কোনো উপায় নেই এখানে। এমার ভয়, এই পরিবেশে এমন কোনো মেয়ের সাথে জড়িয়ে পড়তে পারে জন যাকে হয়তো কিছুতেই পসন্দ করতে পারবে না এমা। এরকম মেয়ে এখানে অনেক। এবং অনেকবার জনকেও দেখা গেছে পুরুষত্বের প্রথম প্রদর্শনীর তাড়নায় ব্লকহাউসের সামনে রোদে দাঁড়িয়ে নিজেকে

www.pathagar.com

জাহির করতে। অন্য বয়স্ক লোকদের মতো শার্ট খুলে, শরীরটাকে উদাম করে বুক মেলে ধরে রাখে সে। এবং ঝিমোচ্ছে এমন একটা ভাব করে সশব্দে গভীর শ্বাস ফেলে বুকের ভেতর থেকে।

এমার ধারণা এপর্যন্ত বিশেষ কোনো মেয়ের মনে দাগ কাটতে পারেনি জন। তার মধ্যে এখন কেবল ঢেউ খেলছে উঠতি বয়েসের উচ্ছ্বাস। তবে মায়ের চোখ দিয়ে সে একটি কী দুটি মেয়েকে তার ছেলের ওপর নজর রাখতে দেখেছে। রিঅলদের বড়ো মেয়ে কিশোরী ম্যারি রিঅল এদের একজন। মেয়েটির বিরুদ্ধে বিশেষ কোনো অনুযোগ ছিলো না এমার। তার একটাই শুধু আপত্তি। আর তা হলো রিঅলদের হা-ভাতে স্বভাব। ওরা ছিলো অলস, উড়নচন্ডি এবং স্রোতের শেওলায় গা-ভাসিয়ে চলা গোছের মানুষ। অল্প বয়েসেই যদি জনকে বিয়ে করতে হয় তবে এমন মেয়েকে তার বিয়ে করা উচিত সাংসারিক জীবন সম্পর্কে যার বাস্তব জ্ঞানবুদ্ধি আছে। এমা ভাবলো, জর্জ ফিরে এলে ব্যাপারটা সে তার হাতেই ছেড়ে দেবে। যে কোনো ধরনের বাচালতাকে নিশ্চিত রুখতে পারবে জর্জ। সহজসরল খোশ মেজাজি মানুষ হলেও জর্জের নীতিবোধ টনটনে। এবং এমার বিশ্বাস, এই চারিত্রিক দৃঢ়তা দিয়ে ছেলেকে সে সংযত রাখতে পারবে। যেমন বিয়ের প্রথম দিনগুলিতে এমার নিজের ক্ষ্যাপাটে স্বভাবটাকে সে সংযত করেছিলো।

দুই বেড়ার পার্টিশনের ওদিকে থাকতো রিঅলরা। নির্দিষ্ট কোনো কাজকর্ম ছিলো না তাদের। গোরুঘোড়া পুষতো না তারা। প্রায় সারাদিন অলস বসে থাকতো মিসেস রিঅল। আর এখানে-ওখানে লাগামছাড়া ছুটে বেড়াতো তার একপাল ছেলেমেয়ে। গোটা কুচকাওয়াজ ময়দানটা কুকুর ছানার মতন হাতেপায়ে হামাগুড়ি দিয়ে চষে ফিরতো মহিলার কোলের ছেলে পীবল্স। সন্ধ্যাবেলায় বাচ্চাটাকে ধরে এনে তোলা হতো বিছানায়। কাজের এ ভারটা ছিলো ম্যারির ওপর। রান্নাবান্নার তাবৎ কাজও করতে হতো ম্যারিকে। তাছাড়া, কোথাও থেকে ঝাড়ু ধার করে আনতে পারলে ওদের আট বর্গফুটের থাকবার জায়গাটা পরিষ্কার করতো ও। হেমলকের বিছানাটার ধুলা সাফ করতো এবং রাতে বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ঠিকমতো বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেয়া হয়েছে কিনা সেদিকে নজর রাখতো। বালতি ভরে প্রতিরাতে নোংরা পানি এবং আবর্জনা খুঁটির পাঁচিলের বাইরের মাঠে বয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পালন করতো পরিবারের যেকোনো একটি ছেলে। মায়ের জন্যে সুখের হয় যদি শেষপর্যন্ত একটি সন্তান বড়ো হয় এবং সংসারের ভার তার নিজের হাতে তুলে নেয়। ম্যারির ওপর সব ভার

www.pathagar.com

দিয়ে মিসেস রিঅলও তাই আরামে গা-ছেড়ে দিয়ে থাকলো। তার পেটে এখন আরেকটি সন্তান এসেছে। সুতরাং অলস হওয়ার সুযোগটা তার আরো বাড়লো।

ম্যারি রিঅলের বয়েস এখন চৌদ্দ। একটি বিবর্ণ ধরনের সাদামাঠা মেয়ে ও। মাথার হাল্কা পিংগল রংয়ের চুলগুলি ওর পিঠের ওপর ঝুলে থাকে অযত্নে। বাপের ছিমছাম কিন্তু মেয়েলি ধরনের গড়নটা পেয়েছে ম্যারি। এরকম গড়ন অবশ্য মানানসই ছিলো ওর লম্বাটে মুখের জন্যে। হঠাৎ কখনো উত্তেজিত হলে, গরমে কাতর হলে কিংবা উদ্বেগবোধ করলেই শুধু ওর মুখের রং বদলাতো। তখন ওকে বেশ সুন্দরী বলে মনে হতো। যারা এটা জানতো হকচকিয়ে যেতো ওকে দেখে। লোকজনের হৈ-হল্লা আস্তে আস্তে থিতিয়ে যাওয়ার পরই ছেলেদের হাতে বন্দুক তুলে দেয়ার ব্যাপারটা লক্ষ্য করলো ম্যারি। দলে ছিলো তিরিশটি ছেলে। আর বন্দুক ছিলো কেবল সাতটি। চালাঘরটির দেয়ালে পিঠ রেখে অলসভংগিতে দাঁড়িয়ে ছেলেদের দেখছিলো ও। হঠাৎ ওর চোখ সবার মাঝখান থেকে খুঁজে বের করলো জন উইভারকে।

অন্য ছেলেদের মতোই উত্তেজিত এবং আবেগতাড়িত ছিলো জন। যুদ্ধ, যুদ্ধ-সৈনিক এবং বন্দুক সম্পর্কে যার অভিজ্ঞতা আছে সেনাবাহিনীর এরকম একজন সার্জেন্টের কাছ থেকে একটা গাদাবন্দুক পাওয়া কম সম্মানের ব্যাপার ছিলো না। সার্জেন্ট লোকটি ছিলো এক ধূসরকেশ বৃদ্ধ। তার লাল নাকটা ছিলো থ্যাবড়া, ঠোঁট দুটি রসসিক্ত কিন্তু চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। ছেলেদের সার দিয়ে সামনে দাঁড় করিয়ে একে একে সবার নাম জিজ্ঞেস করলো সে এবং চোখ তুলে সবাইকে দেখতে লাগলো। অন্যদের সাথে দাঁড়িয়ে জন উইভার তার দৃষ্টি সার্জেন্টের মুখের ওপর নিবদ্ধ রাখার চেষ্টা করলো। কিন্তু খুঁটির পাঁচিলটার চারদিকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিতেই ম্যারি রিঅলের চোখাচোখি হলো সে। ওকে চিনতে পেরেছে এমন কোনো ভাব দেখালো না জন। একপলক ম্যারির মুখটা দেখে নিয়ে সামনের দিকে তাকালো সে এবং মাথা চুলকাতে লাগলো। ম্যারিকে অমন দ্রুত বেড়ে উঠতে দেখে বিস্ময়বোধ করলো জন। রংচটা সুতির খাটো গাউনটা টানটান হয়ে লেপ্টেছিলো ম্যারির বুকে। ওর লম্বা পা দুটিকে কম মাংসল মনে হচ্ছিলো।

'এই, তুমি প্রথম,' বললো সার্জেন্ট। তর্জনির আগা দিয়ে জনের বুকে টোকা মারলো সে। জনের মুখটা কেমন সাদা হয়ে উঠলো। জড়িয়ে আসা পাদুখানি অবিশ্বাস্যরকমে সামনে টেনে নিয়ে মাস্কেট বন্দুকটা হাতে তুলে নিলো সে।

www.pathagar.com

কয়েকটি ছেলে বেশি বয়েসের হলেও বাছাইতে প্রথম হলো জন। ঈর্ষার দৃষ্টিতে সব কটি ছেলেই পেছন থেকে দেখছিলো তাকে যখন সার্জেন্টের ইংগিতে সে ব্লকহাউসের দরোজা গলিয়ে সামনে পা বাড়াতে শুরু করলো। অপ্রত্যাশিত এই কৃতিত্বে নিজেও কম বিস্মিত হলো না জন।

দেয়ালে ঠেস দিয়ে একই জায়গায় বেশ কিছুক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থেকে জনের কথা ভাবছিলো ম্যারি রিঅল। ডিয়ারফিল্ডে থাকতে প্রায় জনের সাথে দেখা হতো ওর। তখন আর দশটা ছেলের মতোই নোংরাময়লা মনে হতো ওকে। আর সেই ছেলে এখন কেমন উঁচু লম্বা হয়ে উঠেছে। বয়স্ক পুরুষদের মতোই বুকগর্দান ওর ভরাট হয়ে উঠতে শুরু করেছে। যৌবনের ঔজ্জ্বল্য এসেছে চোখে এবং মুখে। ওরা দুজন একসংগে বেড়ে উঠেছিলো কথাটা ভাবতেই শরীরে কেমন একটা চাঞ্চল্য অনুভব করলো ম্যারি। জনের জীবনের আজকের এই প্রথম কৃতিত্বে ওরও যেনো একটা ভাগ আছে এরকম একটা অনুভূতি হঠাৎ কেন জানি পেয়ে বসলো ওকে। কিশোরী মনটা ওর আশ্চর্য এক ভাবনার নদীতে সাঁতার কাটতে শুরু করলো।

কুঁড়েঘরটায় ঢুকতেই ও দেখলো রাতের খাবারে হাত লাগায়নি কেউ। সংকুচিত হয়ে পড়লো ও লজ্জায়। রক্ষী হিসাবে জনের পদোন্নতির ব্যাপারটা খুলে বলতেই মিসেস রিঅল নেকোশব্দ করে বললোঃ 'ওতে তোর কী রে?' ম্যারি নিজেও ঠিক বুঝতে পারলো না, জনের উন্নতি হলে সত্যি ওর কী আসে-যাবে। কিন্তু ভাসা ভাসা হলেও এটা ও বুঝলো, জন যদি পুরুষের ভূমিকা নিতে পারে তবে নারী হিসাবে কেন নিজের দায়িত্ব ও পালন করতে পারবে না। এখুনি তো সময় হয়েছে ওর সবকিছু বুঝে নেয়ার। ভাবনাটা মাথায় রেখে সংগে সংগে ও ব্যস্ত হয়ে পড়লো রাতের খাবারের যোগাড়যন্ত্রে। ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা জিনিসপত্রগুলি গোছগাছ করলো দ্রুতহাতে। ধুয়েমুছে পরিষ্কার করলো সমস্ত নোংরা বাসনকোসন। মেঝের ওপর ধুলায় লুটোপুটি খাচ্ছিলো ছেলেদের সবার শার্ট। সেগুলিকে ঝেড়ে তুলে রাখলো মাচার ওপর। পাশের ঘর থেকে একটা ঝাড়ু ধার করে এনে সাফ করলো মেঝে। ওর কাজ দেখে মুগ্ধ হলো মিসেস রিঅল। বললোঃ 'ঘরটাকে তুই সত্যি একটা ঘরের মতন করে তুললি রে, মেয়ে।'

একইসংগে গর্বিত এবং ক্লান্তবোধ করলেও কাজ সেরে রাস্তার ওপাশে রক্ষীদের পাহারার পথটায় জনকে দেখবার লোভ সংবরণ করতে পারলো না ম্যারি। দায়িত্ব

www.pathagar.com

পাওয়ার পর এই প্রথমবারের মতো বন্দুক কাঁধে নিয়ে সামনে পেছনে মার্চ করে টহল দিচ্ছিলো জন। গির্জার পেছনের দিকটা পাহারা দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো তাকে। জায়গাটা রিঅলদের কুঁড়েঘরটার সামনে থাকায় রাস্তার দুদিক থেকেই জনকে দেখা যাচ্ছিলো। ম্যারি মনে মনে আশা করছিলো, দোরগোড়ায় বসে জনের টহল দেয়া দেখবে এবং জন খুশি হবে ওর ঘর পরিপাটি করার কাজ দেখে। কিন্তু ঘরে আলো জ্বালানোর মতো সামান্য একটা কুপিবাতিও যে ওদের ছিলো না। অক্ষমতার লজ্জায় চেঁচিয়ে কাঁদতে ইচ্ছা করছিলো ম্যারির। জনের নজরে পড়বার জন্যে বাধ্য হয়ে ওকে গিয়ে দাঁড়াতে হলো অন্যের দরোজায়। যাদের বাতি ও ধার করে এনেছিলো বিশেষ প্রয়োজনের নাম করে তাদের দৃষ্টির আড়ালে থাকবার জন্যেও একইসংগে ওকে সতর্ক হতে হলো।

ওখানেই এমা প্রথম দেখলো ম্যারিকে। জনও ওখানটায় দ্বিতীয়বার দেখলো ওকে। কারণ, বাইরের অন্ধকারের চাইতে খুঁটির পাঁচিলের ভেতরটার দিকেই তার দৃষ্টি ঘুর ঘুর করছিলো বেশি। মনে সোয়াস্তি নিয়ে লম্বাপথ ঘুরে জন যখন ফের কুঁড়েঘরটার পাশ দিয়ে ব্লকহাউসটার দিকে যাচ্ছিলো তখনো ওকে দেখলো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে।

'হ্যালো,' অসতর্ককণ্ঠে জন বলে উঠলো, 'তুমি ম্যারি রিঅল, না?'

'হ্যালো,' বিস্ময় চেপে রাখবার চেষ্টা করলো ম্যারি। 'অনেকদিন তোমায় দেখিনি, জন। কেমন আছো তুমি?'

'দ্যাখোনি?' ওর কথার প্রতিবাদ না করে পারলো না সে। 'ওরা যখন নতুন রক্ষীদের হাতে গাদাবন্দুক তুলে দিচ্ছিলো, আমার মনে হয় তুমি তখন দাঁড়িয়ে দেখছিলে।'

'হ্যাঁ, আমি ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম,' বললো ম্যারি। 'তবে বিশেষ কাউকে আমি লক্ষ্য করিনি।'

মনে আঘাত পেলো জন। রক্ষী হিসেবে তাকে যে প্রথম নির্বাচন করা হয়েছিলো কথাটা সে বলতে চাইলো না। শুধু বললোঃ 'আশা করি, তোমরা সবাই ভালো আছো।'

'হ্যাঁ, বেশ ভালোই আছি আমরা,' জবাবে বললো ও। 'আর তোমরা?'

'আমরাও ভালো,' বললো জন। 'আশ্চর্য, তুমি আমাদের দেখতে পাওনি? আজ সকালে আমরা এসেছি।'

'এখানে লোকের যে ভিড়!' ম্যারি বললো। 'তুমি নিজেই তো দেখছো।'

www.pathagar.com

'হ্যাঁ,' বললো সে। 'লোকেলোকারণ্য হয়ে পড়েছে জায়গাটা।'

একমুহূর্ত চুপ করে থেকে অপ্রতিভের মতন বন্দুকটা কাঁধে তুলে নিলো সে।

'সার্জেন্টের কাছে রিপোর্ট করতে হবে আমায়,' বলেই সে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। 'তোমার সাথে হয়তো আবার দেখা হবে।'

জনকে চলে যেতে দেখলো ম্যারি। কিছুক্ষণ পরে দ্রুত নিজের ক্ষুদ্র জগতটায় ফিরে গেলো ও। পরিবারের ঘুমন্ত দেহগুলির ওপর দিয়ে হাত–পা গুটিয়ে ওর জন্যে বরাদ্দ করা কোনার জায়গাটায় গিয়ে শুয়ে পড়লো আলগোছে। ঘরে কোনো মোমবাতি ছিলো না দেখে খুশি হলো। অথচ এতক্ষণ এই বাতির জন্যেই হা–পিত্যেস করছিলো ও। জনের সংগে কেন অমন করে কথা বললো তার জন্যেও নিজের ওপর শোধ নিতে ইচ্ছা করছিলো ওর। ইচ্ছা করছিলো মাথার চুল ছিঁড়ে দুঃখের এই সংসারটার বিরুদ্ধে মনের ঝাল ঝাড়তে।

দুর্গটা ছিলো একটা শ্বাসরুদ্ধকর জায়গা। বারোফুট লম্বা খুঁটির পাঁচিলের ফোঁকর গলিয়ে খুব সামান্য বাতাসই আনাগোনা করতে পারতো ভেতরে। লোকের মাথার ওপরে মাত্র একফুট উঁচুতে ছিলো চালাঘরগুলির পাতলা তক্তার ছাদ। সূর্যের তেজ বাড়লে কাঁচের মতো গরম হয়ে উঠতো গাছের বাকলের এই ছাউনিগুলি। এমনকি পাথরের দেয়াল ঘেরা থাকায় গির্জার ভেতরটা মোটামুটি ঠান্ডা থাকলেও বাইরের গরম বাতাসের চাপে সেখানেও দম আটকে যাচ্ছিলো লোকের।

জীবনটা কেমন যেনো দুর্বিষহ হয়ে উঠলো। খুঁটির পাঁচিলের চারপাশের মাঠে হেঁটে বেড়ানো ছাড়া অন্যকোথাও যাওয়ার সুযোগ ছিলো না কারো। রেডইন্ডিয়ানরা ওঁত পেতে থাকতে পারে এই ভয়ে জংগল এমনকি ভুট্টার ক্ষেতগুলিরও ধারেকাছে কেউ যেতো না। সবাই চলাফেরা করতো একটা নিরাপদ দূরত্বে থেকে। দুর্গের চারদেয়ালের বাইরে রক্ষীদলটি কাউকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিতে পারেনি বলে লোকজন কাছাকাছি খামারগুলিতেই কেবল সাহস করে যেতো। দিন কয়েক তারা ব্যস্ত থাকলো ঘরদুয়ার সাজানোগোছানো এবং ধোয়ামোছার কাজ নিয়ে। এরপর করবার মতো আর কিছুই ছিলো না ,খাবার গেলা এবং গল্পগুজব করা ছাড়া।

শেষপর্যন্ত কথাবার্তাও তাদের কমে গিয়েছিলো। কেননা, সবকটি পরিবার থেকেই হয় বাবা, নয়তো ভাই কিংবা ছেলে সেনাবাহিনীতে নাম লিখিয়ে হারকিমারের সাথে

www.pathagar.com

যুদ্ধে গিয়েছিলো পশ্চিমে। এসব পারিবারিক খবর আদানপ্রদান এবং প্রথম দিকের চেনা পরিচয়ের পাটটা চুকে যাওয়ার পর কথা বলবার মতো তেমন কিছুই ছিলো না। শুধু ভ্যাপসা গরমটা নিয়েই যা দুএকটা কথাবার্তা হতো।

সেনাবাহিনী থেকে কোনো খবরই পেলো না দুর্গের এই শরণার্থীরা। ফোর্ট স্ট্যানউইক্স থেকেও কোনো খবর এলো না। পুবদিক থেকেও না। সুতরাং সবাইকে উৎকর্ণ হয়ে খবর শোনার অপেক্ষায় থাকতে হলো। একইসংগে তাদের সতর্কও থাকতে হলো শত্রুর গতিবিধির ওপর নজর রাখার ব্যাপরটা নিয়ে। কারণ, যেকোনো সময় রেডইন্ডিয়ানরা এখানে এসে চড়াও হতে পারে এমন একটা আশংকা ক্রমেই তাদের ছেঁকে ধরছিলো।

শুধু ব্লকহাউসে ম্যাসাচুসেটস্ সৈন্যদের দলটাই তাদের নেকো ইয়াংকি স্বরে কথাবার্তা বলতো নিজেদের মধ্যে। তারা প্যালাটাইনদের ভয় করতো এবং অপসন্দও করতো। প্যালাটাইনরাও তাদের দেখতে পারতো না। বেশির ভাগ সময়ই তাদের ক্যাপ্টেন নদীর ওপারে ডেটন দুর্গে গিয়ে সময় কাটাতো কর্নেল ওয়েসটনের সাথে। হারকিমার দুর্গের অধ্যক্ষ ছিলো এই ক্যাপ্টেন। রাতে নৈশভোজের শেষে দুর্গে ফিরতো সে। ডানেবাঁয়ে না তাকিয়ে সোজা গিয়ে উঠতো ব্লকহাউসে। এমন ভাব নিয়ে চলতো যেনো তার নাকে এসে ঢুকবে দুর্গন্ধ। গার্ডরুমের মাঝখান দিয়ে যাওয়ার সময় রুক্ষ গলায় 'গুডনাইট' শব্দটা উচ্চারণ করেই দোতলার সিঁড়িতে পা রাখতো সে। দোতলার ঘরটায় তার ছায়ার নড়াচড়া দেখতো শরণার্থীরা। কখনো বা তাকে ব্র্যান্ডির গ্লাসে চুমুক দিতে দেখা যেতো। কখনো জানলার দিকে ঝুঁকে পাইপে শেষ দম দিতো সে।

শরণার্থীদের জীবনের নিত্যঅনুষংগ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো এসব ঘটনা। মনে হচ্ছিলো যেনো কতোকাল ধরে তারা বাস করে আসছে এই দমআটকানো পাঁচিলঘেরা জায়গাটায়। তারা এখানে বিতৃষ্ণ, হতাশাগ্রস্ত এবং ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলো। সৈন্যদের কাছ থেকে প্রায়ই তারা কটূকাটব্য এবং অবমাননাকর মন্তব্য শুনতো জার্মান জাতি সম্পর্কে।

এসবের মধ্যেই গোপনে দেখাসাক্ষাৎ চলতো ম্যারি এবং জনের। ক্রমেই নিবিড় হয়ে উঠছিলো ওদের সম্পর্ক। চারপাশের জনারণ্য, হিংসাবিদ্বেষ এবং নোংরা দূষিত পরিবেশের মাঝখানে থেকেও নিজেদের স্বতন্ত্র জীবনের চৌহদ্দিতে ওরা ছিলো আপন

www.pathagar.com

বর্ণে গন্ধে আর আবেগে উজ্জ্বল। দুটি কিশোর প্রেমিক–প্রেমিকার পক্ষে যতোটা সম্ভব সেরকম একটা সতর্কতা নিয়েই ওরা মিলিত হতো অভিসারে।

মাঝরাতটা ছিলো ওদের দুজনের কাছেই রহস্যময় এবং দুজনেরই অন্তরঙ্গতায় উষ্ণ। ওই সময় ঘুম থেকে জেগে মাথার ওপরে রক্ষীর পদচারণা থামবার শব্দ শুনতে পেতো ম্যারি। ওটা যে জনের পায়ের শব্দ বুঝতে কষ্ট হতো না ওর। এবং এটাও বুঝতো ওর বুকের ধুকফুক শুনেই হঠাৎ অমন করে পায়চারি বন্ধ করে থমকে দাঁড়িয়েছে জন। পরের দিন কুয়ার পাড়ে দেখা হলে আনুষ্ঠানিক বিনয়ের সংগে দুজনই 'শুভ সকাল' কথাটা উচ্চারণ করে অভিবাদন বিনিময় করতো। দুজনের মুখেই ওরা দেখতো দুজনের প্রাণের অনুক্ত কথাকলির প্রতিচ্ছবি।

এমা উইভারের সংশয় সত্ত্বেও ওরা ছয়রাত নিভৃতে দেখাসাক্ষাৎ করেছে। এবং দুজনের যেকোনো একজন নদীর ওপারের ডেটন দুর্গ থেকে একটি নৌকা ছাড়বার খবর পেয়েছে ঠিক ছয় রাতের মাথায়। সূর্য ডোবার অনেক পরে ছাড়ে নৌকাটা এবং একইসংগে সেনাবাহিনীর পিছু হটে আসবার সংবাদটাও এসে পৌছে।

তিনঘন্টা পরে জেনারেল হারকিমারকে বয়ে নিয়ে এলো প্রথম ফিরতি দলটি। দুর্গে তাকে স্বাগত জানানোর জন্যে প্রস্তুতি নেয়া হলো। খুলে দেয়া হলো ফটক। এখানে ওখানে মশাল হাতে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা অপেক্ষমাণ লোকজনের মাঝখান দিয়ে জেনারেলকে দ্রুত নিয়ে যাওয়া হলো গির্জায়। ফটক বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সবাই গির্জার জানলাগুলির কাছে গিয়ে ভিড় করলো। গির্জার ভেতরে যারা থাকে তাদের কাছ থেকে জানা গেলো, আহত হয়েছেন জেনারেল। পায়ে চোট লেগেছে তাঁর। যে লোকগুলি তাঁকে বয়ে এনেছিলো তারা পশ্চিমের ব্লকহাউসটায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। তারা লোকজনের প্রশ্নের জবাব দিলো না। জন্তুর মতন ঘুমালো তারা।

বাদবাকি নৌকাগুলিও এসে পড়লো ঘন্টা কয়েকের মধ্যে। এই বহরের প্রথম একটি নৌকায় বয়ে আনা হলো জর্জ উইভারকে। একটি গ্যারিসনের সাথে জনকে পাঠানো হলো তাকে দুর্গে আনবার কাজে সাহায্য করতে। বাবাকে নিয়ে দুর্গে ঢুকতেই জন দেখলো, ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ম্যারি। নবাগতদের মুখে ঘুর ঘুর করছে ওর চোখ। সে বুঝলো, পরিবারের মধ্যে একমাত্র ম্যারিই খুঁজতে এসেছে ওর বাবা রিঅলকে।

www.pathagar.com

হেমলকের বিছানায় জর্জ উইভারকে শুইয়ে দিয়ে পাশে দাঁড়ালো জন। দ্রুতহাতে স্বামীর বুকের ব্যান্ডেজটা খুলতে লাগলো এমা।

'হ্যালো, জন,' বললো তার বাবা।

'হ্যালো,' জবাবে বললো জন।

এমা বললো ঃ 'আমি তোমার বাবাকে দেখছি। তুমি তোমার কাজে যাও। কোবাস সাহায্য করতে পারবে আমায়।'

'যাচ্ছি,' বললো জন। চিন্তিতমুখে বাবার প্রকান্ড শরীরটার দিকে একবার তাকালো সে।

'বন্দুকটা কেমন করে পেলে তুমি, খোকা?' জানতে চাইলো বাবা।

এমা বললো ঃ 'সে রক্ষীর কাজ পেয়েছে।' গর্বিত স্বর এমার।

'তুমি তাহলে এখন তোমার কাজের জায়গায় যাও,' বললো জর্জ। ব্যান্ডেজের কাপড়টা জোরে টেনে তুললো এমা। কষ্টে কঁকিয়ে উঠলো জর্জ। চোখ বন্ধ করলো সে। কিছুক্ষণ পর চোখ খুলে জনের দিকে তাকিয়ে বললো ঃ 'কী যেনো ভাবছো তুমি, খোকা?'

'ক্রিশ্চিয়ান রিঅলের কোনো খবর—?'

জন দেখলো তার মায়ের শিরদাঁড়াটা কঠিন হয়ে উঠেছে।

'আমি জানি না,' বললো তার বাবা। 'আমি তাকে দেখিনি। জিমস ম্যাকনড ফটকের ওদিকে আছে। সে রিঅলের খবব বলতে পারবে।' আবার চোখ বন্ধ করলো জর্জ। এবং চোখ না খুলেই সংকুচিত কন্ঠে বললো ঃ 'যুদ্ধের একেবারে শুরুতেই এ আঘাতটা আমি পেয়েছি খোকা।'

বাবা–মা দুজন হয়তো এখন একা থাকতে চাইবে এ কথাটা হঠাৎ মনে পড়তেই দোরগোড়ার দিকে পা বাড়ালো জন। দুর্গের ফটকে ফিরে গিয়ে দেখলো জবুথবু হয়ে বসে আছে স্কুলমাষ্টার জিমস ম্যাকনড। তার গায়ের কালো কোটটা ছেঁড়া। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মাথায় টুপি নেই। মুখে এখনো লেপ্টে আছে ঘৃণামিশ্রিত আতংকের ছায়া।

জনের প্রশ্নে মুখ তুলে তাকালো সে।

'কিটি রিঅল?' বললো সে। 'তুমি জানতে চাইছো, কোথায় আছে কিটি রিঅল?' বেশ, আমি বলছি তোমায়। একটা গাছের গুড়িতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে সে। মাথার

www.pathagar.com

খুলির চামড়াটা তার কেটে নেয়া হয়েছে। তার শরীরের অর্ধেকটাও আর দেখতে পাওয়া যাবে না।'

তীব্রস্বরে জন বললোঃ 'আপনি জানেন তিনি মারা গেছেন?'

'আমি তো তোমায় বলছি।—তুমি কী মনে করছো? লোককে হত্যা করেই শুধু খুশি হয় না রেডইন্ডিয়ানরা। এর আগে কখনো আমি ওদের দেখিনি। এটাকে যুদ্ধ বলে না। মাই গড!'

পাশ ফিরতেই জন দেখলো, গির্জার কোনার জায়গাটায় তেমনি দাঁড়িয়ে আছে ম্যারি রিঅল। জনের দিকে তাকিয়েছিলো ম্যারি। ফ্যাকাশে মুখখানা ওর কিঞ্চিৎ আনত। চোখের ভুরুর আড়াল থেকে জনকে দেখছিলো ও।

জনের সমস্ত শরীরটা নড়ে উঠলো এক অব্যক্ত বেদনায়। দ্রুতপায়ে ওর কাছে ছুটে গেলো সে। এবং কোনো কথা না বলেই ওর একটা হাত তুলে নিলো নিজের হাতে। কোনোরকম আপত্তি না করেই নিঃশব্দে জনের সাথে চলতে লাগলো ও। হাঁটতে হাঁটতে জন খুঁজছিলো একটা নির্জন জায়গা যেখানে ওরা দুজন কথা বলতে পারবে একান্তে। কিন্তু পাঁচিলের মাঝখানে এরকম একচিলতে জায়গাও খালি ছিলো না। শেষে দুর্গের ছাদের দিকে রক্ষীদের পাহারা পথের একটা কোনা বেছে নিলো সে।

লোকজন সবাই তখন ভিড় করছিলো ফটকের সামনে। তাদের চোখ ছিলো নদীর ঘাটে নোঙরকরা নৌকাগুলির দিকে।

'আমার পেছন পেছন এসো,' মই বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বললো জন। খুঁটির বেড়া এবং ব্লকহাউসের দেয়ালের মাঝখানে ছিলো দুজনের দাঁড়াবার মতো ওই কোনাকুনি জায়গাটা। ওখানে দাঁড়ালে নিচে থেকে কেউ ওদের দেখতে পাবে না।

অন্ধকারের দিকে চোখ রেখে ম্যারির জন্যে অপেক্ষা করছিলো জন। খালি পায়ে নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করে ওপরে উঠে এলো মেয়েটা। এবং দুজনই পাশাপাশি দাঁড়ালো ছুঁচলো খুঁটিগুলির গায়ে হেলান দিয়ে।

ম্যারির সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার পর এই প্রথম ওর এতোখানি নিকট সান্নিধ্যে এলো জন। ম্যারির কাপড়ের ছোঁয়া লাগছিলো তার পাঁজরে। ওর ছিপছিপে শরীরটার মাংসল স্পর্শ অনুভব করছিলো সে। ওর চুল এবং শরীর থেকে বেরুচ্ছিলো মসলার মতন কেমন একটা মিষ্টি সৌরভ।

www.pathagar.com

এ পর্যন্ত একটি কথাও বললো না ম্যারি। বুকের দুই স্তনের মাঝখানে একটি খুঁটি চেপে ধরে রেখে দেয়ালে ঠেস দিয়ে জনের কথা শুনবার জন্যে অপেক্ষা করছিলো ও। জন মুখ তুলে তাকালেও ও চুপ করে থাকলো। পাশ ফিরলো না।

'ম্যারি,' ডাকলো জন।

'বলো।' আবার চুপ হলো ও। কিন্তু সে যখন আর কিছু বলতে পারলো না ও তখন শান্তগলায় শুধালো : 'আমার বাবার কোনো খবর পেয়েছো তুমি? ওই লোকটা কিছু বলেনি তোমায়?'

'হ্যাঁ।'

কথাটা বলতে ভয় পাচ্ছিলো জন। যেনো নিজের মুখের শব্দ দিয়ে সে হত্যা করতে যাচ্ছে ক্রিশ্চিয়ান রিঅলকে এমন একটা আতংক ফুটে উঠলো তার মুখে।

'সে মৃত, না?'

ব্যাপারটা তার জন্যে সহজ করে দিলো ও।

'হ্যাঁ, ম্যারি।'

ও চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো না। এবং এমন কোনোকিছু করলো না যা জন আশা করতে পারতো। কিন্তু হঠাৎ ও জনের দিকে পাশ ফিরলো। ওর বিষণ্ন মুখটা দেখতে পেলো জন।

'কষ্ট করে খবরটা নিয়েছো তুমি, জন। আমি জানতামই না কাকে কী জিজ্ঞেস করতে হব।'

'এ এমন কিছু না। আমি তোমায় সাহায্য করতে চেয়েছি মাত্র।'

'তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

হঠাৎ শরীরে কেমন যেনো একটা রোমাঞ্চ অনুভব করলো জন। গলার স্বরটা তার জড়িয়ে এলো।

'অমন করে বলছো কেন। শোনো ম্যারি, সবসময় আমি তোমায় সাহায্য করতে চাই। তোমার যখন যা প্রয়োজন হয় আমাকে জানাবে। আমি মনে করি, এই জার্মান তল্লাটের সবচেয়ে ভালো মেয়ে হলে তুমি।'

বলবার জন্যে প্রস্তুত না থাকলেও আসলে এই কথাগুলিই বলতে চেয়েছিলো জন। এবং তার মতো ম্যারিও এখন আবেগে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো : 'আগাগোড়াই তুমি

www.pathagar.com

ছিলে খুব ভালো। তোমার কথা সবসময় আমি মনে রাখবো, জন। আমার প্রতি তোমার মমতার কথাও কখনো ভুলবো না।'

'আমি নিজে এ কথাগুলিই তোমায় বলতে চেয়েছিলাম।' হঠাৎ সে তার কাঁধের বন্দুটাকে নুইয়ে সামনের দিকে ঝুঁকলো। ম্যারিও একটু কাত হলো তার দিকে। চুমু খেলো দুজন।

তাড়াতাড়ি সরে এসে হাত বাড়িয়ে ধরলো জন। তার দিকে তাকিয়ে থেকে ম্যারিও হাত বাড়ালো। কিছুক্ষণ ওরা পরস্পরের হাত ধরে থাকলো। একটু পরেই জন বললোঃ 'ফটকের দিকে আমার যাওয়া দরকার।'

'তাইতো, জন।'

'তুমি এখান দিয়ে নেমে পড়ো। আমি পাহারাপথটা দিয়ে নামছি।' একমুহূর্ত তারা নিঃশব্দে দাঁড়ালো। জন বললোঃ 'এটা ভালো দেখাবে।'

'হ্যাঁ, জন।'

তার চোখের সামনেই দ্রুতপায়ে নিচে নেমে গেলো ম্যারি। ওকে কেমন লজ্জানত দেখাচ্ছিলো। জন তার বন্দুকটা কাঁধে ঝুলিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে হনহনিয়ে নেমে গেলো পাহারাপথ ঘুরে।

ম্যারি রিঅলের মতো একটি মেয়েকে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার বলে মনে করলো জন। গাদা বন্দুকটার মতোই নিজেকে নিরাপদ ভাবতে লাগলো সে। সার্জেন্ট যেনো এমন একটি ভালো মেয়েকে পাওয়ার জন্যেই তাকে মনোনীত করেছে রক্ষী হিসেবে। ম্যারি কেমন সহজে মেনে নিয়েছে তার মতামত। একজনের কথায় অমন করে আরেক জনের সায় দেয়া সত্যি একটা চমৎকার ব্যাপার। ওদের দুজনের বিয়েটাও হবে রোমাঞ্চকর, ভাবলো সে।

www.pathagar.com

৪

ম্যারিনাস উইলেট

আহতদের দুর্গে নিয়ে আসবার পরপরই প্যালাটাইন এবং কানাজোহারি কোম্পানির শেষ লোকটিও চলে গেলো তাদের নিজেদের বসতে। এই ঘটনায় একটা আতংকের ছায়া ছড়িয়ে পড়লো গোটা জার্মান সমতলে। দুই দুর্গের রক্ষীরা পর্যন্ত কঠোর ভাষায় জার্মান জাতিকে নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করতে লাগলো। যেকোনো সময় টোরি এবং রেডইন্ডিয়ানরা এসে হাজির হতে পারে বলে আশংকা জাগলো সবার মনে।

ডাক্তার পেট্রির চিকিৎসাধীন আহতদের একজনকে নিয়ে গুজব রটলো চারদিকে। লোকটার নাকি মাথার চামড়া খুলে নিয়েছিলো রেডইন্ডিয়ানরা। অনেকেই তাকে দেখবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠলো। লোকটার নাম জর্জ ওয়ান্টার, বলিষ্ঠদেহী জার্মান কৃষক একজন। ফলহিলের নিচের তল্লাটে তার বসত। ব্যঙ্গকৌতুকের জন্যে খ্যাতি ছিলো লোকটার। এখনো এই রসবোধ উধাও হয়নি তার মন থেকে। সে একান্তভাবেই চাইছিলো, লোকজন এসে তাকে দেখুক এবং ডাক্তারের চোখের আড়ালে মদ উপহার দিক।

কেউ তাকে দেখতে এলে সে বলতোঃ 'জা–জা।' জার্মান ভাষায় এর মানেটা হলো 'শোনো–শোনো।' তারপরেই সে ভাঙ্গাভাঙ্গা ইংরেজিতে বলতো ঃ 'আমি শুয়েছিলাম একটা গাছের পেছনে। একটা রেডইন্ডিয়ান আমায় দেখলো, গুলি করলো এবং তারপর তার ছোটো কুড়ালটা নিয়ে এসে কোপ মারলো। তারপর আমার মাথার খুলির চামড়াটা নিয়ে চলে গেলো। সে আমায় মরা বলে ভেবেছিলো।' দাঁত বের করে হাসবার জন্যে থামতো ওয়ান্টার। পরক্ষণেই বলতো ঃ 'আমি কিন্তু নিজেকে মরা বলে ভেবেছিলাম।'

তার বিকশিতদন্ত হাসিটাই বসতগুলিতে লোকের গালগল্পের বিষয় হয়ে উঠলো। যারা তাকে দেখে গিয়েছিলো বসতে ফিরে গিয়ে সবিস্তারে তার হাসির বর্ণনা দিতো তারা। হাসবার সময় গোটা মুখটাকে টানটান করে থুতনির কাছে নিয়ে আসতো সে। মুখের এই টানাটানিতে মাথার সবকটি সেলাই তার খুলে যায়। আবার নতুন সেলাই দিয়ে ডাক্তার তাকে আবদ্ধ করে রাখে ওপরতলার একটা ঘরে। এ অবস্থায়ও ছোটো ছেলেদের বারণ করে রাখা যেতো না। তারা রাস্তার ওপাশের মেপল গাছটায় উঠে জানালায় উঁকি দিয়ে দেখতো ওয়ান্টারকে।

www.pathagar.com

যুদ্ধের সময় টোরিরা যেসব কান্ড করেছে লোকজন তার বর্ণনা শুনেছে অন্য আহতদের কাছ থেকে। এসব কাহিনী পরে একমুখ থেকে ছড়ালো আরেকমুখে। এরকম একটি গল্প ছিলো রিটারকে নিয়ে। রিটারকে পিছুতাড়া করেছিলো দুজন রেডইন্ডিয়ান। রিটারের সাবেক প্রতিবেশী ক্যাসেলম্যান ওই রেডইন্ডিয়ানদের হটিয়ে দিয়ে নিজের হাতে গলা কাটলো রিটারের। স্যার জন জনসনের রেজিমেন্টের কয়েকজন পার্বত্য স্কচ সম্পর্কেও প্রচলিত ছিলো নানান ধরনের গল্প। তারা নাকি রেডইন্ডিয়ান কায়দায় খুলে নিয়েছিলো কয়েকজন মিলিশিয়ার মাথার চামড়া।

এসব আতংকের গুজব বন্ধ করার জন্যে এগিয়ে এলো দু–চারজন। কিন্তু তাদের এই চেষ্টায় তেমন কোনো ফল পাওয়া গেলো না। বাইবেল থেকে একানব্বই নম্বর স্তোত্র বেছে নিয়ে গির্জার প্রার্থনাসভায় পাঠ করলেন যাজক রোজেনক্রান্টিজ্। স্তোত্রটির ভাষ্য হলোঃ

'মহাপ্রভু তোমাকে আচ্ছাদিত করবেন তাঁর পালকরাশি দিয়ে। তাঁর ডানার আশ্রয়ের ওপর তুমি বিশ্বাস রাখো। তাঁর সত্যই হবে তোমার বর্ম এবং ঢাল। রাতের বিভীষিকায় তুমি ভীত হয়ো না এবং দিবসে নিক্ষিপ্ত তীরও যেনো শংকা না জাগায় তোমার মনে।'

কিন্তু গির্জায় প্রভুর উপস্থিতির চাইতে স্ট্যানউইক্স দুর্গের সামনে জন বাটলারের উপস্থিতির ব্যাপারটা নিয়ে অনেক বেশি মাথাঘামানো হলো। স্যার উইলিয়াম জনসনের ডানহাত হিসেবে এরমধ্যেই বাটলার ঘুষ দিয়ে এবং তোয়াজ করে দলে ভিড়িয়েছে রেডইন্ডিয়ানদের। সুতরাং যেকোনো লোক এখন স্বচ্ছন্দে দেশটা দখল করে নিতে পারে। আর প্রতিবেশী হিসাবে জোসেফ ব্রান্টের কিছু না করলেও চলবে। দুর্গের শরণার্থীরা এসব বিষয় নিয়ে বলাবলি শুরু করলো। শুধু দুএকজন লোক মনে মনে প্রার্থনা করলো যেনো ফিরে আসে পুরনো নিরাপদ দিনগুলি।

জার্মান ফ্লাট অঞ্চলের নিরাপত্তা কমিটির সদস্যরা লোকজনের মনোভাব সম্পর্কে বেশ সজাগ ছিলো বলে মনে হলো। নিজের জেলার মুখপাত্র হিসাবে পিটার টাইগার্ট আগস্টের নয় তারিখে সাহায্য চেয়ে চিঠি লিখলো আলবানি কমিটির কাছে।

ছয় তারিখ রাতে স্ট্যানউইক্স দুর্গ থেকে রওয়ানা দিয়েছিলো ডেমুথ, হেলমার এবং জো বোলিও। রেডইন্ডিয়ান গুপ্তচর দলের চোখ এড়িয়ে ঘোরাপথে আসতে হয়েছে বলে তাদের সময় লাগে তিনদিন। তারা রসদ এবং অস্ত্রশস্ত্রের তীব্র ঘাটতির সংবাদ বয়ে আনে জার্মান সমতলে। স্ট্যানউইক্স গ্যারিসনকে দৈনিক একবেলার রেশনে টিকিয়ে

www.pathagar.com

রাখছে কর্নেল জ্যানসভুর্ট। তাদের বর্ণনার একটি উজ্জ্বল দিক ছিলো লেঃ কর্নেল উইলেটের সাহসিকতার কাহিনী। যুদ্ধের দিন দুর্গে অবরুদ্ধ সৈন্যদের একটি দল নিয়ে টোরি শিবিরের ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো উইলেট। এই দুঃসাহসিক আক্রমণের ফল হিসাবে শত্রুশিবিরের সমস্ত রসদ এবং অস্ত্র দুর্গে নিয়ে আসা সম্ভব হয়। এসবের মধ্যে ছিলো বাটলার ও জনসনের কাগজপত্র এবং আধাডজন পতাকা। একজন ধীরস্থির এবং শীতলমস্তিষ্ক সেনাধ্যক্ষ হিসাবে তারা উইলেটের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের তারিফ করলো। কিন্তু একইসংগে তারা একথাও বললো, দুর্গের চারদিকে সুদৃঢ় অবরোধব্যূহ রচনা করেছে নিয়মিত বৃটিশ সেনাদল এবং রেডইন্ডিয়ানরা। তাদের প্রচন্ড চাপের মুখে বেশিদিন দুর্গ রক্ষা করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। বার্তাবাহকদের আরেকটি তথ্য হলো মাথার চামড়া সংক্রান্ত। বাটলারের কাগজপত্র থেকে জানা গেছে, খুলে নেয়া প্রতিটি মাথার চামড়া বিক্রি হয়েছে আট ডলারে। শত্রুশিবিরে চড়াও হয়েও শেষপর্যন্ত অল্পের জন্যে বিজয়ী হতে পারেনি দুর্গের এই অভিযানকারী সেনাদল। এটা ছিলো স্রেফ একটি দুর্ভাগ্য।

টাইগার্ট তার বিবরণে এসব কথা উল্লেখ করবার পর যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে লিখলোঃ

'জেনারেল হারকিমার আহত হয়েছেন। কর্নেল কক্স মরণাপন্ন। নিহতদের তালিকায় আছে বহু অফিসার। আমরা একশ লোকের একটি টোরি বাহিনীর দ্বারা ঘেরাও হয়ে পড়েছি। এরা এখন জংগলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসছে।— ভদ্রমহোদয়গণ, এই বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্যে আপনাদের কাছে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমাদের কমিটির অধিকাংশ সদস্য এবং সামরিক অফিসারদের মৃত্যুতে, একইসংগে জেনারেল হারকিমার আহত হওয়ায় এখানে সবকিছু বিশৃংখল হয়ে পড়েছে। হতাশায় একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে প্রতিটি মানুষ। আমাদের ইসোপাস কাউন্টিতে প্রতিনিধিত্ব করবার মতন কেউ নেই। আপনাদের সাহায্য ছাড়া আমরা আর অধিককাল টিকে থাকতে পারবো বলে আশা করতে পারছি না। আমাদের ক্ষেতখামারগুলির যে করুণ অবস্থা দাঁড়িয়েছে তার উল্লেখ নাইবা করলাম।'

দেশের প্রতি অনুগত আপনাদের
বিপন্ন ভ্রাতৃবর্গ–
এই কমিটির কয়েকজন সদস্য

www.pathagar.com

চিঠিটা হেলমারের হাতে পাঠানোর দুদিন পরেই একজন সীমান্তরক্ষী দুজন লোককে পাহারা দিয়ে নিয়ে এলো ডেটন দুর্গে। এদের একজন তরুণ লেফটেন্যান্ট স্টকওয়েল এবং অন্যজন লেঃ কর্নেল ম্যারিনাস উইলেট। পৌঁছবার সংগে সংগেই তাদের কর্নেল ওয়েসটনের বাসস্থানে নিয়ে যাওয়া হলো। একইসাথে খবর দেয়া হলো টাইগার্ট, ডেমুথ এবং ডাঃ পেট্রিকে।

কর্নেল উইলেটকে একনজর দেখেই স্বস্তিবোধ করলো এরা তিনজনই। চুল্লির সামনে দাঁড়িয়ে মদের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছিলো উইলেট। বড়শির মতো দেখতে বাঁকা নাকটা গ্লাস থেকে তুলে তিনজনের দিকেই স্থির দৃষ্টিতে তাকালো সে। তার নীল চোখদুটিতে ছিলো আশ্চর্য একটা প্রাখর্য। কমিটির তিন–সদস্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলে উইলেট কোনোরকম ভণিতা না করেই বললো ঃ 'মহোদয়গণ, স্কুইলারের দফতরে লেখা আপনাদের চিঠির বিষয়গুলি জানবার জন্যে আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে।'

আলবানি কমিটির কাছে চিঠিতে যা যা লেখা হয়েছিলো টাইগার্ট সংক্ষেপে তার পুনরুল্লেখ করলে উইলেট আবার মাথা নাড়লো।

'আপনারা বেশ শক্তভাবেই আপনাদের বক্তব্য তাদের কাছে তুলে ধরেছেন। কিন্তু তারা চিঠিটা পাঠাবে জেনারেল স্কুইলারের কাছে। আমি নিজে স্ট্যানউইক্সের ব্যাপার নিয়ে দেখা করতে যাচ্ছি জেনারেলের সাথে।' তাদের দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসি হাসলো উইলেটঃ 'কাউকে না কাউকে নাকের ময়লা সাফ করতে হবে। এবং জ্যানসভুর্ট মনে করছে, এ কাজটা নাকি আমি ভালো পারবো।'

প্রকান্ড নাকটা খিলানের মতো বাঁকিয়ে ধরলো সে।

'স্ট্যানউইক্সের পরিস্থিতি কি খুব খারাপ?' জানতে চাইলো ডাঃ পেট্রি।

'খারাপ বলতে খারাপ। ওখানে যে খাদ্য আছে তাতে মাত্র দিনকয়েক চলতে পারে আমাদের। গোলাবারুদের অবস্থা আরো শোচনীয়। আত্মসমর্পণ না করলে আমাদের এবং আপনাদের নিয়ে কী করা যাবে, সেটা নিয়ে এখন চিঠিপত্র লেখায় ব্যস্ত সেন্ট লেগার। কিন্তু আমাদের সৈন্যদের চমৎকার মনোবল রয়েছে। তারা শত্রুদের সাথে বেশ রসিকতা করে চলছে। এই কিছুদিন আগে নতুন কন্টিনেন্টাল প্যাটার্নে আমরা একটি পতাকা তৈরি করি। অতর্কিত হামলা চালিয়ে ওদের যেকটি পতাকা ছিনিয়ে আনা হয়েছিলো সেগুলির মাথায় তুলে দিই এই নতুন পতাকা। এতে খুব সুড়সুড়ি বোধ করে তারা। এরপর বাইবেলের 'জোয়েল' অধ্যায় থেকে একটি অংশ আমি তাদের পাঠ করে

www.pathagar.com

শোনাই। নীল চোখদুটিতে উজ্জ্বল দীপ্তি ফুটিয়ে বাইবেলের এই অংশটি আবৃত্তি করতে শুরু করলো সে ঃ

'কিন্তু উত্তরের সেনাবাহিনীকে তোমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবো আমি। এবং তাকে বিতাড়িত করবো একটি বিচ্ছিন্ন বিরান ভূমিতে। তার মুখমন্ডল থাকবে পুব সাগরের দিকে আর তার পশ্চাৎভাগ থাকবে দূরতম সাগরের দিকে। এবং তার শবের দুর্গন্ধ ভেসে আসবে বাতাসে।'

আবৃত্তিটা শেষ হতেই প্যারেডময়দান থেকে দাপাদাপির শব্দ শোনা গেলো। একজন অশ্বারোহী বার্তাবাহকের উপস্থিতির কথা ঘোষণা করলো আর্দালি। হাতে কাগজপত্র নিয়ে এসে ঢুকলো বার্তাবাহক।

'আপনি কর্নেল ওয়েস্টর্নন?'

'হ্যাঁ।'

'জেনারেল স্কুইলার এই কাগজগুলি পাঠিয়েছেন।'

ওয়েস্টন সংগে সংগেই খাম থেকে চিঠিটা বের করে পড়তে শুরু করলো। এরপর চোখ তুলে বললো ঃ

'জেনারেল আরনল্ড এবং লার্নেডকে পাঠাচ্ছেন স্কুইলার। তিনি ফার্স্ট নিউইয়র্ক লাইন সেনাবাহিনীকে তাঁদের বাহিনীর সাথে পাঠাতে পারবেন বলে আশা করছেন।'

কামরাটায় সবাই চুপ হয়ে থাকলো। মাঠে তখনো ঘনঘন হাঁপাচ্ছিলো বার্তবাহকের ঘোড়াটা। তারা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো। উইলেট তার ঠোঁট মুছে বললোঃ 'এই ছেলেটিকে কিছু পান করতে দেয়া উচিত।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বললো ওয়েস্টন। নিজের গ্লাসটা ভরলো সে। তারপর উইলেটের দিকে পাশ ফিরে বললোঃ 'আপনি এখুনি সদর দফতরের দিকে রওয়ানা হওয়ার কথা ভাবছেন?'

'প্রভুর দোহাই, হ্যাঁ। তারা যাতে সময় নষ্ট করার সুযোগ না পায় সেব্যাপারে আমি নিশ্চিত হতে চাই। যে ভালো ঘোড়াটার কথা আপনারা বলছিলেন ওটার শব্দই বুঝি শোনা যাচ্ছে?'

'ওটা বাইরে অপেক্ষায় আছে।'

www.pathagar.com

সবাই উইলেটের সাথে দরোজার বাইরে পা রাখলো। তাকে ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলো। ঘোড়ায় উঠে লাগাম হাতে নিলো সে।

'এই ঘোড়াটা মারা গেলে কাকে আমি ক্ষতিপূরণ দেবো?'

দাঁত বার করে হাসলো সে এবং জবাব শুনবার আগেই ঘোড়ার পিঠে লাথি মেরে ছুটলো উর্ধ্বশ্বাসে। রাস্তায় নেমে সোজা নদীর ঘাটের দিকে তাকে যেতে দেখলো তারা। মেপল গাছগুলির নিচু শাখার আড়ালে তার বিশাল কাঁধদুটি অদৃশ্য হয়ে গেলেও তাদের মনে গেঁথে থাকলো তার দুই নীল চোখের প্রখর দীপ্তি এবং তার উঁচু নাকটির ছবি।

'কানে আঙুল দিয়ে রাখলেও তার কথা শুনতে হবে সদর দফতরের কর্তাদের,' বললো ডাক্তার। 'কোন্ পতাকার কথা সে বলেছে, মার্ক? তুমি ওটা দেখেছো?'

মাথা নাড়লো মার্ক ডেমুথ।

'হ্যাঁ। লাল এবং সাদা মিলিয়ে মোট তেরোটি ডোরাকাটা রেখা আছে পতাকাটিতে। আর আছে এতে তেরোটি সাদা তারার একটি বলয় এবং ওপরকার কোনায় নীল রংয়ের একটি পেটি। বুলেট রাখার কয়েকটি শার্ট, একটি নীল আলখেল্লা এবং এক স্ত্রীলোকের একটি লাল পেটিকোটের কাপড় দিয়ে পতাকাটা বানিয়েছিলো তারা।' স্মিত হাসির একটি ক্ষীণরেখা ফুটলো ডেমুথের ঠোঁটে। 'ওখানকার সৈনিকদের নায়িকা ছিলো মেয়েমানুষটি। ওরা বলে, জীবনে প্রথমবার সে তার পেটিকোট খোলে একটি ভালো কাজের জন্যে।'

টাইগার্টকে গম্ভীর দেখালো।

'আগে কখনো আমি এরকম কথা শুনিনি। তবে একটি পতাকার জন্যে এটাকে বেশ শৌখিন নক্শা বলে মনে হয়।'

www.pathagar.com

৫

ন্যান্সি স্কুইলার

আলবানি কমিটির কাছে লেখা চিঠিতে একশ টোরির একটি দলের কথা উল্লেখ করেছিলো টাইগার্ট। কিন্তু শেষপর্যন্ত ওদের মাত্র পনেরো জনের একটি দলকে রুডলফে শুমেকারের বাড়িতে জমায়েত হতে দেখা গেলো।

শুমেকার ছিলো একটি বাতিকগ্রস্ত লোক। হানাহানি শুরু হওয়ার আগে রাজার অধীনে সে স্থানীয় শান্তিবিষয়ক শাসনকর্তার দায়িত্ব পালন করতো। '৭৫ সালে বিদ্রোহের বিরুদ্ধে প্রণীত রাজার অনুগতদের ঘোষণাপত্রে তাকে স্বাক্ষর করতে দেখা যায়। সেবছরই বসন্তে বাটলার এবং জনসনরা যখন দলবল নিয়ে পশ্চিমে পাড়ি জমালো শুমেকার কিন্তু তাদের সাথে গেলো না। নিকোলাস হারকিমারের সংগে ছিলো তার রক্তগত সম্পর্কের বন্ধন। এর ওপর ভরসা করে সে যোগ দিলো জার্মান সমতল অঞ্চলের নিরাপত্তা কমিটিতে। তখন থেকে তার সরকারি বাসভবনটি একটি নিরপেক্ষ স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসতে থাকে। সুতরাং তার বাড়িতে শত্রুপক্ষের লোকজনের আশ্রয় নেয়ার খবরটি উপত্যকার চারদিকে ছড়িয়ে পড়লেও এতে কেউ তেমন বিস্ময়বোধ করলো না।

রাতে খাবারটেবিলে ন্যান্সির কাছে বুড়ো ক্লেম কপারনলের খবর নিতে গিয়ে ব্যাপারটা প্রথম শুনলো ক্যাপ্টেন ডেমুথ। ক্যাপ্টেনের প্রশ্নে লজ্জায় মুখটা লাল করলো ন্যান্সি। ওকে সরাসরি ক্যাপ্টেন কোনোকিছু বললে সবসময় মুখটা ওরকম করতো ও।

'শুমেকারের ওখানে যাওয়ার কথা বলেছিলো সে।'

'কী করছে সে ওখানে বলতে পারো তুমি, ন্যান্সি?'

'সে বলেছে পশ্চিম থেকে নাকি কিছুলোক ও জায়গায় এসেছে।'

ক্যাপ্টেন ডেমুথ ভ্রূকুটি করলো। ন্যান্সি দেখলো মুখ নিচু করে প্লেটে হাত নাড়াচাড়া করছে ডেমুথ। কিছুক্ষণ পরে তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে উঠে পড়লো ক্যাপ্টেন এবং স্ত্রীকে বললোঃ 'এ বিষয়ে ওয়েস্টনকে আমি জিজ্ঞেস করবো, সারা। সে হয়তো কিছু শুনে থাকতে পারে।'

www.pathagar.com

মিসেস ডেমুথ বিরক্তি প্রকাশ করলো। কিন্তু ন্যান্সি সেদিকে তাকালো না। আর পাঁচটা খবরের মতো এই খবরটিরও কোনো গুরুত্ব ছিলো না ওর জীবনে। বাসনপত্র ধুয়ে পরিষ্কার করলো ও টেবিলটা মুছলো। তারপর মিসেস ডেমুথের বাতিটা জ্বালিয়ে শুতে গেলো নিজের চিলতেঘরটায়।

জার্মান তল্লাটে যে সুখের মুখ দেখবে বলে আশা করেছিলো ন্যান্সি স্কুইলার তা আজো খুঁজে পায়নি ও। এখানে দুটি দুর্গে ছিলো সেনাদল এবং খামারগুলিতে ছিলো যুবক কৃষকেরা। এরকম জায়গায় জীবন আনন্দময় হওয়াটাই ছিলো ওর দৃষ্টিতে স্বাভাবিক। অনন্ত অবিবাহিত যুবকদের কেউ না কেউ ওর প্রতি আগ্রহী হবে এটা মনে মনে ভেবে রেখেছিলো ও। কিন্তু ন্যান্সির জীবনে এরকম কোনো পুরুষের অস্তিত্ব ছিলো না। আশপাশে দুএকজন থেকে থাকলেও মিসেস ডেমুথের সতর্ক পাহারার জন্যে তাদের সাথে যোগাযোগের কোনো সুযোগই ছিলো না ওর। কেবল একটি উত্তেজনার মুহূর্তই এখনো দাগ কেটে আছে ওর স্মৃতিতে। প্রথমশীতের সেই রাতটির কথা কিছুতেই ভুলতে পারে না ও। হরিণমাংস নিয়ে গিলবার্ট মার্টিন হঠাৎ সেরাতে এসে হাজির হলো ওর কাছে। মার্টিনের জন্যে সেদিন খুব কষ্টবোধ করেছিলো ও। রাতটার কথা মনে হলেই সারাশরীরে কেমন একটা শিহরণ জাগে ওর। গিলবার্ট মার্টিনের সাথে ওই রাতে বোধকরি গভীর প্রেমে পড়েছিলো ন্যান্সি। এবং মন বলে, মার্টিনও পড়েছিলো ওর প্রেমে। ওই বলিষ্ঠদেহী পুরুষটির দুই বিশাল বাহুর মাঝখানে সংলগ্ন হয়ে থাকবার সময় এক অপারসুখে সাঁতার কাটছিলো ওর যৌবনতরংগিত দেহটি, ওর নারীত্ব পীড়িত তাবৎ অস্তিত্ব। একসময় হঠাৎ ও অবিষ্কার করলো, কোনো কারণ ছাড়াই ওকে ফেলে রেখে চলে গেছে মার্টিন।

এরপরেই মনে পড়লো, ওর ভাই হন ইয়স্টের কথা। বিবাহিত পুরুষদের সম্পর্কে ওকে সাবধান করে দিয়েছিলো হন। বলেছিলো, কোনো বিবাহিত পুরুষের ওপর যেনো ভরসা না করে ন্যান্সি। ও ভাবলো, বিয়ের জীবনটাই বোধকরি অসুবিধার কারণ ছিলো মার্টিনের।

কখনো কখনো হনের সাথে কথা বলতে মন চাইতো ওর। পরিবারের লোকজনদের মধ্যে একমাত্র হনই ওর কষ্ট বুঝতে পারতো। হন নিজেই বলেছে বোকা বলেই সে সবকিছু সহজভাবে নিতে পারে।

www.pathagar.com

আগের বছরের শেষদিকে ন্যান্সিকে দেখতে এবং ওর বছরকার মজুরি আদায় করতে এসেছিলো ওর মা। স্ত্রীলোকটি এসেই কিন্তু বললো মেয়েটা কতো বড়ো হয়েছে তা দেখবার জন্যেই এতোখানি পথ পাড়ি দিয়ে আসতে হলো তাকে। কালো শাল গায়ে জড়িয়ে যে ছিমছাম কায়দায় ক্যাপ্টেনের স্ত্রীর সামনে দাঁড়ালো মা তাতে গর্ববোধ করলো ন্যান্সি। চক্‌চক করছিলো ওর চোখ দুটি।

'আশা করি, ন্যান্সি আপনার মন যোগাতে পারছে, মিসেস ডেমুথ।'

'ও হ্যাঁ, ন্যান্সির সবকিছুই ভালো,' মিসেস ডেমুথ তার স্বভাবসুলভ শীতলগলায় বললো। কিন্তু মিসেস স্কুইলারের ওপর এর কোনো প্রভাব পড়েছে বলে মনে হলো না। তার কালো চোখ দুটিতে ছিলো হারকিমার বংশের ব্যক্তিত্বের ছাপ।

'ও কিন্তু কখনো অলস ছিলো না', বললো ওর মা মিসেস স্কুইলার। 'আমি নিশ্চিত, খাটুনি খেটেই ও রোজগার করছে প্রতিটি পেনি। এখন দয়া করে ওর মাইনের হিসেবটা আপনি বুঝিয়ে দিন, মিসেস ডেমুথ। আমাকে আবার আমার ভাই জেনারেল সাহেবের কাছে ফিরতে হবে।'

'আমার পকেট থলেটা নিয়ে আসবে কী, ন্যান্সি?' মিসেস স্কুইলারের কথায় কান না দিয়েই বললো মিসেস ডেমুথ। থলেটা নিয়ে এসে মিসেস ডেমুথের হাতে দিলো ন্যান্সি। তার ভেতর থেকে কাগজের তিনটি নোট বের করে দিতে দিতে ডেমুথ গিন্নি বললোঃ 'আপনি আসতে পারেন ভেবে ক্যাপ্টেন ডেমুথ এ নোটকটি রেখে গিয়েছেন।'

মিসেস স্কুইলার নোটগুলির দিকে তাকালো।

'এগুলি দেখছি পাউণ্ড নোট নয়।'

'ও, না,' মিসেস ডেমুথ বললো। 'এগুলি কন্টিনেন্টাল ডলার। পাঁচ ডলারের সমান এর দাম।'

'অনেকের কাছেই এগুলি ভালো লাগতে পারে,' বললো মিসেস স্কুইলার। 'কিন্তু আপনি কিছু মনে না করলে আমাকে বিলাতি পাউণ্ড নোট দিন।'

'আমি দুঃখিত, ঘরে এছাড়া অন্যকোনো মুদ্রা নেই। অবশ্য আপনি যদি চান এ ব্যাপারে আমি ক্যাপ্টেনের সাথে কথা বলতে পারি। তবে ক্যাপ্টেন বলেছে, এগুলি পাউন্ড নোটের সমান।'

www.pathagar.com

'চুক্তির শর্ত মতে বছরে তিনপাউন্ড দেবার কথা,' মিসেস স্কুইলার আপত্তি তুললো। 'এসব নতুন ডলার ব্যবহারে আমি অভ্যস্ত নই।'

'এগুলি বাজারে পাউন্ডের মতোই বিকায়, মিসেস স্কুইলার। ক্যাপ্টেন ডেমুথ বলছিলো, আসলে এই নোটে আপনি তিন পাউন্ডের বেশি পেতে যাচ্ছেন। আমাদের কাছে খুচরা না থাকায় আর তাছাড়া ন্যান্সি খুব ভালো মেয়ে হওয়ায় পুরো তিনটি নোটই আমরা আপনাকে দিচ্ছি। ক্যাপ্টেন বলেছে, বাড়তিটা নিতে না চাইলে আপনি হয়তো নোট ভাঙ্গিয়ে খুচরা পেনিগুলি উপহার হিসাবে দিতে পারেন ন্যান্সিকে।'

এটাই আসলে জানতে চেয়েছিলো ন্যান্সির মা।

'ধন্যবাদ আপনাকে,' বললো মহিলাটি। 'ওই খুচরা পয়সা দিয়ে ওর জন্যে আমি কোনোকিছু কিনে দিতে পারি। তবে আমি মনে করি, ওর হাতে টাকা-পয়সা না থাকাই ভালো।'

দুই মহিলা অভিবাদন বিনিময় করে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলো। ন্যান্সি রাস্তার মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিলো ওর মাকে।

'মিসেস ডেমুথ তোমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন, ন্যান্সি,' মুগ্ধকণ্ঠে বললো ওর মা। 'আমি খুব খুশি হলাম শুনে। তোমার মামাও খুশি হবেন। ভালো মেয়ে হওয়ার চেষ্টা করো।'

'হ্যাঁ, মা।'

'বাড়ির জন্যে তো তোমার কষ্ট হয় না, কি বলো?'

'না, তেমন একটা হয়না,' বললো ন্যান্সি।

'আচ্ছা চলি, মেয়ে।'

ওভাবেই সবসময় মেয়ের কাছ থেকে বিদায় নিতো মিসেস স্কুইলার। ন্যান্সিকে সে সংবোধন করতো 'মেয়ে' বলে। শব্দটা যেনো কাঁটা হয়ে খোঁচা মারতো তার বুকে। কিন্তু মা-মেয়ের এই সম্পর্কটার কোনো অর্থই ছিলো না। আসলে মায়ের কোনো ভালোবাসাই পায়নি ন্যান্সি। মহিলাটি একজন জেনারেলের বোন এ গর্ববোধটাই তাকে ঘিরে রাখতো সর্বক্ষণ। তার সবকথায় থাকতো জেনারেলের প্রসংগ। কখনো জেনারেলের প্রকান্ড বাড়িটা নিয়ে গল্প করতো সে, কখনো জাতির কাছে তার জেনারেল ভাইয়ের উচ্চমর্যাদার ব্যাপারটা নিয়ে গদগদ হতো। ন্যান্সির বাবার কথা

www.pathagar.com

ভুলেও কখনো উচ্চারণ করতো না মহিলাটি। লোকটি মারা যাওয়ার পর জেনারেলও চাইতো সবাই যেনো তাকে ভুলে যায়। ন্যান্সি এবং ওর ভাই হন ছিলো ওদের মায়ের নির্বুদ্ধিতার একমাত্র পীড়াদায়ক নিদর্শন। দ্বিতীয় ভাই নিকোলাস ছিলো ধীরস্থির এবং বুদ্ধিমান। মহিলার মৃত স্বামীর মতনই হাবাগোবা। ছেলে হনের কথা বড়োএকটা মুখে তুলতো না মিসেস স্কুইলার।

মাঝেমধ্যে ছোটো ঘরটার কোণে একান্তে বসে থেকে নিজের নিঃসঙ্গতার কথা ভাবতো ন্যান্সি। বুকটা ওর ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতো দুঃখে। বোকা ভাইটার জন্যে কাঁদতো ওর মন। বছরখানেক আগে হন্ বলে গিয়েছিলো ন্যান্সিকে ফের দেখতে আসবে সে। ন্যান্সি প্রার্থনা করতো, হন যদি একবার আসতো এই জার্মান তল্লাটে। কখনো কখনো হনের কাছ থেকে চিঠি আশা করতো ও। আর সেই চিঠি পড়তে পারলে ও বুঝতো, কেমন আছে সে এবং কী করছে। সরল আর হাসিখুশি ভাইটার একটা খবর পেলেই মনটা হাল্কা হতে পারতো ওর।

লিনেনের রুমালের টুকরাটা এখন চুপচাপ সেলাই করতে বসে হন ইয়স্টের স্মৃতি নিয়ে জাবর কেটে চলছিলো ন্যান্সি। ও জানতো, সেনাবাহিনীর নিয়মিত একটি রেজিমেন্টে যোগ দেয় হন। রেজিমেন্টের নামটাও মনে আছে ওর–'অষ্টম কিংস রেজিমেন্ট।' হনের পাঠানো শেষ খবরটার কথাও ভোলেনি ও। ডিয়ারফিল্ডে থাকতে একবার মিসেস মার্টিনের কাছে বলেছিলো কথাটা। সেদিনকার বলা কথার প্রতিটি শব্দ এখন আবার গুনগুন করতে শুরু করেছে ওর মনে। 'হন বলেছে একজন অফিসারের সাথে আমাকে বেঁধে দেয়ার চেষ্টা করবে সে।'

সেলাইয়ের ওপর ঝুলেথাকা ন্যান্সির মুখ এবং বাঁকা ঠোঁট দুটির দিকে তাকিয়ে কামরাটার ওপাশ থেকে মিসেস ডেমুথ ভাবছিলো, কতো অল্পতেই–না সুখী হওয়া সম্ভব এরকম একটা সহজসরল মেয়ের পক্ষে।

ঘরের বাইরে ক্যাপ্টেনের গলার আওয়াজ শুনে মিসেস ডেমুথ এবং ন্যান্সি দুজনই চমকে উঠলো। ক্লেমের সাথে কথা বলছিলো ক্যাপ্টেন।

'এতক্ষণ কোথায় ছিলে তুমি, ক্লেম?'

'শুমেকারেরওখানে।'

'কিসের জন্যে ওবাড়িতে গিয়েছিলে?' কঠিন হয়ে উঠছিলো ক্যাপ্টেনের স্বর।

www.pathagar.com

রুক্ষগলায় জবাব দিচ্ছিলো ক্লেম?।

'ওখানে কয়েকজন বৃটিশ এসেছে বলে শুনতে পেয়েছিলাম আমি। তারা কী করছে দেখার জন্যে আমি যাই ওখানে। ভেবেছি, এতে দোষের কিছু নেই।'

'কী করছিলো তারা?'

'তেমন কিছু না।'

'শোনো ক্লেম, আসল কথাটা আমাকে খুলে না বললে তোমাকে আমি দুর্গের পাহারাঘরে নিয়ে যেতে বাধ্য হবো।'

'ওখানে আপনি নিজেই যাচ্ছেন না কেন?' ওলন্দাজ বুড়োটির গলায় রূঢ়তা।

'তোমার হঠকারিতা বন্ধ করো।'

'তারা গোল হয়ে বসে মদ টানছিলো। এছাড়া আর কিছুই করছিলো না। এনসাইন বাটলার একটি কাগজ হাতে নিয়ে তাদের কীসব পড়ে শোনাচ্ছিলো।'

'বাটলার?'

'হ্যাঁ, বললামই তো।'

'জন বাটলার! সে তো একজন কর্নেল।'

'না, এ হলো একজন যুবক। চমৎকার কথা বলতে জানে। সে এনসাইন ওয়াল্টার বাটলার, অষ্টম কিংস রেজিমেন্টের লোক। নিজেই কথাটা সে বলেছে। পরনে ছিলো তার লালকোট। রেডইন্ডিয়ানরা ছাড়া সবাই তারা ছিলো লালকোটধারী।'

'সংখ্যায় তারা কজন হবে?'

'দশ কি বারোজন। আমি গুণে দেখিনি। কাগজটি পড়ে তারা বলাবলি করছিলো, তাদের পক্ষে যারা যাবে তাদের রক্ষা করা হবে। যারা যাবে না তাদের গলা কাটবে রেডইন্ডিয়ানরা। ওখানে কেবল চারটি রেডইন্ডিয়ান ছিলো। এর জন্যে আমি ওদের তেমন একটা আমল দেইনি।'

অষ্টম কিংস। ওটা তো হনের রেজিমেন্ট। কথাটা ভাবতেই চঞ্চল হয়ে উঠলো ন্যান্সি। ও ছুটে গেলো ক্যাপ্টেন ডেমুথ এবং ক্লেমের কাছে।

'ক্লেম,' রুদ্ধশ্বাসে বললো ও, 'তুমি কি হনকে দেখেছো?'

www.pathagar.com

'হন?' দুজনেরই দৃষ্টি ন্যান্সির ওপর। সুরার নেশার ঘোরের মধ্যেও অট্টহাস্য করে উঠলো ক্লেম। 'হ্যাঁ, প্রভুর দোহাই! আমি তাকে দেখেছি। কেন বলো তো?'

কোনো কথা না বলেই ন্যান্সি বাড়ির ভেতর ঢুকলো। বেপরোয়া কিছু-একটা করবার জন্যে এর মধ্যেই মন ঠিক করে নিয়েছে ও। যেমন করেই হোক নিজেই যাবে ও হনকে দেখতে। দুর্গের এতোখানি কাছে এসে ন্যান্সিকে দেখে যাওয়া হনের জন্যে নিরাপদ নাও হতে পারে। সুতরাং শুমেকারের বাড়ি গিয়ে ও ভাইকে দেখবে। মিসেস ডেমুথ যাখুশি বলুক তাতে ওর কিছু যায়-আসবে না। ব্যাপারটা ও ঘুণাক্ষরেও কাউকে জানতে দেবে না।

টুলে বসে সেলাইতে আবার মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করলেও বুকের কাঁপুনির জন্যে কিছুতেই ও সুঁচে সুতা লাগাতে পারছিলো না। মিসেস ডেমুথের সহানুভূতি-শূন্য চোখের সজাগ দৃষ্টির সামনে বার বার চেষ্টা করে শেষে এমন একটা ভান করলো যেনো সুতা লাগাতে পেরেছে। খালি সুঁচ দিয়ে হাত নাড়াচাড়া করে রুমালে কল্পনার চোখে চমৎকার একেকটি ফোঁড় বসাতে শুরু করলো ও।

মিসেস ডেমুথকে বোকা বানাতে পেরেছে বলে খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠলো ওর নরোম গালদুটি। এর আগে অমন চালাক হতে আর কখনো দেখা যায়নি ওকে। কোনো মঙ্গলের লক্ষণ এতে ছিলো বলে মনে হলো ওর। বাড়ির বাইরে তখন গাঢ় হয়ে উঠছিলো রাতের স্তব্ধতা। পা টিপে-টিপে গোলাঘরে নিজের বিছানায় শুতে গেলো ক্লেম। তড়িঘড়ি করে দুর্গের দিকে গেলো ক্যাপ্টেন। ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা গান বাজতে লাগলো চারপাশের ঝোপঝাড়ে এবং ঘাসবনে। পোকাগুলির মিলিত সুরের ঐকতান ন্যান্সির বুকের ধুকধুক শব্দের সাথে একাকার হয়ে কেমন যেনো একটা তোলপাড় সৃষ্টি করে চলছিলো। অন্ধকারটা ঘন হয়ে উঠলো ওর চোখে।

মিসেস ডেমুথের বিছানায় যাওয়ার অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকলো ও। মিসেস ডেমুথও এর মধ্যেই হাই তুলতে শুরু করেছিলো।

www.pathagar.com

৬

শুমেকারের বাড়িতে টোরিদল

প্রায় মাইল দুয়েক দূরে ছিলো শুমেকারের বাড়ি। সড়কটা ধরে দ্রুতপায়ে চলছিলো ন্যান্সি। পথটা ওর জানা থাকলেও অন্ধকারের জন্যে হোঁচট খেতে হচ্ছিলো। এর আগে আরো দু–একবার এপথে হাঁটাচলা করেছে ও। কিন্তু এখন অন্ধকারে রাস্তার ভালো জায়গাগুলিও ঠাওর করা যাচ্ছিলো না। বাধ্য হয়ে পথের পাশের রুক্ষঘাসের চাপড়ার ওপর দিয়ে হাঁটতে হচ্ছিলো ন্যান্সিকে।

আকাশে চাঁদ কিংবা তারা কিছুই দেখা গেলো না। ডেটন দুর্গের প্রধান ফটকে জ্বলছিলো কেবল দুটি মশাল। এছাড়া কোথাও ছিলো না জীবনের কোনো আভাস। ওই মশাল দুটিও পেছনে অনেক দূরে থাকায় আলোর ক্ষীণ রেখাটাই শুধু দেখা যাচ্ছিলো। কিন্তু ন্যান্সির প্রথম নজরে পড়বার কিছুক্ষণ পরই এইটুকু আলোও অদৃশ্য হলো গাছপালার আড়ালে। অন্ধকার মৃত্যুর মতো গ্রাস করলো চারপাশটাকে। এমনকি ঝিঁঝিঁ পোকাগুলিও হঠাৎ চুপ হয়ে গেলো। বোধকরি আসন্ন কোনো ঝড়ের সংকেত আঁচ করতে পারছিলো তারা।

নিজেকে আঁধারে লুকিয়ে রাখবার জন্যে আটপৌরে পোশাকের ওপর একখানি কালো শাল জড়িয়ে নিয়ে মাথাটা ঢাকলো ও। রাস্তার ওপাশে হঠাৎ একটা লোকের আবির্ভাব ঘটলেও অন্ধকারে ওকে মোটেও দেখতে পেলো না সে। একটি ভীরু হরিণীর মতন চুপিসারে ঘাসের ভেতরে শরীরটাকে গুটিয়ে নেবার সময় পেলো ও।

শুমেকারের বাড়ি থেকে আসছিলো লোকটা। ন্যান্সির মতোই তার তাড়া ছিলো এবং একইভাবে নিজেকে অন্যের দৃষ্টির অন্তরালে রাখবার জন্যে ব্যতিব্যস্ত ছিলো সে। ন্যান্সি বুঝতে পারলো না লোকটা কে। কিন্তু তার কাপড়চোপড় থেকে বেরুচ্ছিলো তামাকের গন্ধ। এবং চলে যাবার পরও তার নিঃশ্বাস থেকে ছড়ানো রামমদের উৎকট গন্ধ ভুরভুর করছিলো বাতাসে।

লোকটার পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করলো ন্যান্সি। মনে কোনো ভয় ছিলো না ওর। কিন্তু পরিচিত লোকজনের যাতে চোখে না পড়তে হয় সে ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে হচ্ছিলো ওকে। কারণ, গোপন অভিযানটার কথা ডেমুথের

www.pathagar.com

কানে গেলে ওর পেছনে লোক লাগাতে পারে মহিলা। হনকে দেখার তীব্র ইচ্ছার কাছে হার মেনেছিলো ওর মনের সমস্ত ভয়ভীতি।

আধঘন্টার মধ্যে শুমেকারের বাড়ির মাথায় পৌছলো ন্যান্সি। বাড়ির কাছাকাছি এলে আরো জনকয়েক লোককে বাড়ির ভেতর থেকে বেরুতে দেখলো ও। দু-একজন ওকে পেছনে ফেলে যাচ্ছিলো একই গন্তব্যের দিকে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, লোকগুলি কোনো কথা বলছিলো না। তারা পা টিপে-টিপে পথ চলছিলো। এমনকি, পরস্পরকে এড়িয়ে চলবার ব্যাপারেও তারা সাবধান ছিলো। প্রথমবার অন্ধকারে পথচারীটির মুখোমুখি হওয়ার পর থেকে ন্যান্সিও খুব সতর্ক হয়ে গিয়েছিলো। সময়মতো যাতে পাশে সরে যেতে পারে তার জন্যে রাস্তার প্রতিটি পায়ের শব্দের দিকেই ছিলো ওর কান। শব্দ শুনে কখনো ও পথের একধারে দাঁড়িয়ে পড়তো, কখনো নদীতীরের বুড়ো উইলো গাছগুলির কোনো একটিকে কাছে পেয়ে তার আড়ালে লুকিয়ে থাকতো।

শুমেকারের বাড়ি ছিলো রাস্তার একটু পেছনদিকে। ন্যান্সি যখন পৌছলো বাড়িটাকে তখন আকাশের নিচে একটি গোলাকার কালো ছায়ার মতন দেখাচ্ছিলো। সবক'টি জানালারই খড়খড়ি ছিলো বন্ধ। ভেতরের ক্ষীণ আলোর রেখায় সেগুলির তেমন কোনো আভাসই চোখে পড়ছিলো না। কেবল লোকজনের গলার ফিসফিস আওয়াজটাই এই নৈঃশব্দের মধ্যে তুলে ধরছিলো জীবনের কিছু অস্তিত্ব।

রাস্তার ওপাশে শুমেকারের ঘাসের জমির বেড়ার সাথে গাঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলো ন্যান্সি। এতখানি দূরে আসবার পর হঠাৎ এখন কেমন একটা সন্দেহ ওকে ছেঁকে ধরলো। হনের ব্যাপারেও সংকোচবোধ করতে লাগলো ও। লোকজনের ফিসফাস শুনে ওর মনে হলো সবাই বোধকরি জরুরি কোনো কাজে ব্যস্ত। প্রথমে ও ঠিক করেছিলো বাড়ির দরোজা পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে হনের খোঁজখবর নেবে। কিন্তু এখন দেখলো তা মোটেও সম্ভব হবে না। তাছাড়া, এতো লোকের সামনে হনকে বেকায়দায় ফেলতে কিছুতেই সায় দিচ্ছিলো না ওর মন। ওকে এ-অবস্থায় দেখে হন চটে যাবে সে ভয় অবশ্য ও করছিলো না। ওর ভয়টা ছিলো আসলে লোকজনকে নিয়ে। সারাজীবনই তো লোকের কাছে নিজেকে এক উপেক্ষিতা বালিকা হিসাবে দূরে সরিয়ে রেখেছে ও।

সামনের দরোজাটা খুলতেই হঠাৎ আলোর ঝলকানির মধ্যদিয়ে বাড়ির ভেতরটা একনজর দেখে নিলো ন্যান্সি। দেয়ালঘেঁষে দাঁড়ানো সবক'টি লোকই ছিলো কৃষক।

www.pathagar.com

তারা কিছুই বলছিলো না। তামাকের ধোঁয়ায় বোকা–বোকা মনে হচ্ছিলো তাদের মুখগুলিকে। শুমেকারের মদের ভাঁড়ারটার দিকে লোভাতুর চোখে তাকাচ্ছিলো তারা।

খোলা দরোজাটার ভেতর দিয়ে ন্যান্সির নজরে পড়লো লালকোটওয়ালা দু–একজন লোকের মুখ। তাদের পেছনের লোকটিকেও দেখা গেলো। সে একটি যুবক। মাথার চুল তার কালো, কিন্তু মুখটা কেমন ফ্যাকাশে। সমাবেশটার উদ্দেশে চড়াগলায় ভাষণ দিচ্ছিলো সে। দৃঢ়তার ছাপ ছিলো লোকটার মুখে।

এরপর যারা ঘর থেকে বেরুলো তারা দোরগোড়ায় নিচের সিঁড়িতে নেমেই দরোজাটা বন্ধ করে দিলো। আবার অন্ধকারে আচ্ছাদিত হলো চারপাশটা। লোকগুলি বাইরের দিকে পা বাড়াতেই ন্যান্সির মনে হলো, দুদিক থেকে কারা যেনো ওকে ঘিরে ফেলেছে। দুইবাহু টেনে ধরে সোজা দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো ওকে। চেঁচাতে যাচ্ছিলো ও। কিন্তু একটা হাত মুখ চেপে ধরলো ওর। যারা ওকে আটক করলো একই জায়গায় তারা দাঁড়িয়ে থাকলো। এর মধ্যে বাড়ি থেকে বেরুনো লোকগুলি নেমে এলো রাস্তায়।

কে একজন বললো, 'তুমি এখন আসো।'

ন্যান্সিকে ঝটপট বাড়ির দিকে টেনেহেঁচড়ে নিয়ে আসা হলো। কিন্তু এড়িয়ে যাওয়া হলো সামনের দরোজাটা। বাড়ির কোনা ঘুরে বাঁদিকে রান্নাঘরের বারান্দায় গিয়ে উঠলো লোকগুলি। সিঁড়ির ধাপ পেরুবার সময় সামান্য হোঁচট খেলো ন্যান্সি।

এখন আর ভয় ছিলো না ওর। কিন্তু এতো সাবধান থাকার চেষ্টা করেও লোকগুলির হাতে ধরা পড়ে যাওয়ায় বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলো ও। তাছাড়া, এমন একটা অবমাননাকর অবস্থায় হনের সামনে যেতে হবে ভেবে নিদারুণ একটা লজ্জাও বোধ করছিলো। লোকগুলি কেমন করে এতোখানি কাছাকাছি আসতে পারলো ও তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলো না। এমনকি দরোজাটা খোলার সময়ও লোকগুলিকে দেখা যায়নি। এখন বারান্দার পাটাতনের ওপরও তাদের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিলো না।

তাদের একজন কথা বললো আরেকজনের সংগে। পরমুহূর্তেই ন্যান্সি অনুভব করলো প্রথম লোকটার দুইহাত সাপ্টে ধরেছে ওকে। আর দ্বিতীয় লোকটি দরোজার দিকে পা–বাড়াতেই ওর নাসারন্ধ্র ভরে উঠলো চর্বির তীব্র সোঁদা গন্ধে। ন্যান্সি বুঝলো লোকদুটি নিশ্চয় রেডইন্ডিয়ান হবে। ওকে ধরে রেখেছিলো যে লোকটি দরোজা খোলার পর তার দিকে তাকালো ও।

www.pathagar.com

তাগড়াধরনের মোটাসোটা খর্বকায় লোক সে। মাথায় তার লালকাপড়ের পট্টি বাঁধা বামকানের ওপর থেকে ঝুলছিলো ঈগলের একটি পালক। কোমরপর্যন্ত নগ্ন ছিলো তার দেহ। আর চর্বিমাখানো পশমশূন্য বুক থেকে তার ফোঁটায় ফোঁটায় ঘাম ঝরছিলো মালার মতন। আলোর ঝলক লাগায় ব্রোঞ্জের দীপ্তি চমকাচ্ছিলো লোকটার গায়ের চামড়ায়। উৎসুক চোখ তুলে ন্যান্সিকে দেখছিলো সে। লাল এবং হলুদ রং–মাখা মুখের আড়ালে তার বিচ্ছুরিত দৃষ্টিতে ছিলো বোকামো আর বুদ্ধির এক অদ্ভুত সমাহার।

'চমৎকার দেখতে তুমি,' বললো সে। এবং পরক্ষণেই দুই হাতের চাপটা শিথিল করলো একটু। কিন্তু ওকে যেতে দিলো না।

দরোজাটা আবার খুলতেই দ্বিতীয় রেডইন্ডিয়ান এবং লালকোটপরা একজন সৈন্যকে দেখতে পেলো ন্যান্সি।

'তুমি ওকে ছেড়ে দিতে পারো,' দ্বিতীয় রেডইন্ডিয়ানকে লক্ষ্য করে বললো সৈন্যটি।

ন্যান্সির দিকে তাকালো সে। কোটের বোতামগুলি খোলা ছিলো তার। ভেতরের শার্টটা চুপসে উঠেছিলো ঘামে একাকার হয়ে। জোরে শ্বাস টানলো সৈনিকটি। 'গড! তাজাবাতাসে শ্বাস নিতে পারা সত্যি সুখকর। এতোক্ষণ ওলন্দাজ কবরখানার মতো লাগছিলো বাড়ির ভেতরটাকে। বেশ, বলো তো মিসি। কী চাও তুমি এখানে?'

গায়ে এবং মাথায় শালজড়ানো থাকলেও লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো ন্যান্সি। মুখে সহজে কথা যোগাচ্ছিলো না ওর।

'ঠিক আছে, মিসি,' সৈনিকটি বললো। 'এখানে কেউ তোমাকে কষ্ট দেবে না।'

'আমি জানি,' জবাবে বললো ন্যান্সি। ওর কোমল কচিকণ্ঠের স্বর শুনে আরো নিবিড়ভাবে ওর দিকে তাকালো সৈনিক যুবকটি।

'আমি কাউকে বিরক্ত করতে চাইনি,' ন্যান্সি বলতে লাগলো। 'কেবল কিছুক্ষণ আগে শুনেছি আমার ভাই হন এখানে আছে। দুবছর হলো আমি ওকে দেখিনি। ওর সাথে কিছু কথা ছিলো আমার।'

নরোমগলায় সৈনিকটি বললো, 'তোমার একটি ভাই আমাদের সাথে আছে?'

মাথা নাড়লো ন্যান্সি।

'তার কি নাম যেনো তুমি বললে?'

'হন ইয়স্ট।'

www.pathagar.com

'ওরকম নামের কেউ আমাদের মধ্যে নেই। তোমার নামটা যেনো কী?'

'ন্যান্সি স্কুইলার।'

'ন্যান্সি নামটা ভারি সুন্দর।' ইতস্তত করছিলো সে। তখনো তার দৃষ্টি ন্যান্সির ওপর। পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলাতে না পেরে বেল্ট থেকে হাতদুটি তুললো সে এবং ন্যান্সির মুখ থেকে শালটা সরালো। আলোর সামনে দাঁড়িয়েছিলো ন্যান্সি। ওর সংকুচিত মুখখানি লাল হয়ে উঠলো। লোকটার দিকে বড়ো বড়ো চোখ তুলে চাইলো ও। একটু কাঁপলো ওর পুরুষ্ট ঠোঁটদুটি।

বোধকরি ন্যান্সির দৃষ্টির সরলতা লোকটাকে স্পর্শ করতে পারলো না। ওর মুখ, স্নিগ্ধপেলব দুইঠোঁট, মাথার ঘন হলদে চুল এবং পাতলা কাপড়ের ভেতর থেকে দৃশ্যমান ওর দেহের দীর্ঘ কমনীয় ভাঁজগুলির ওপর ঘুরঘুর করতে লাগলো তার চোখ।

'জ্যাক স্কুইলার কি তোমার ভাই? কিছুটা তোমার মতন দেখতে সে। তুমি ঠিক জানো না? যীশু!' শ্বাস টানলো লোকটা। 'গত এপ্রিলে মন্ট্রিঅল ছেড়ে আসবার পর এরকম সুন্দরী মেয়ে একটিও আমি আর দেখিনি।' কথাটা স্মরণ করবার জন্যে যেনো কসরত করছিলো সে। 'তোমার মতোই হলুদ চুল জ্যাকের। তোমার কি মনে হয়, সে তোমার ভাই?'

সম্মোহিতের মতো তাকাচ্ছিলো ন্যান্সি। কিন্তু ওর চোখ ছিলো আসলে সার্জেন্টের প্রতীকখচিত লালকোটটির উজ্জ্বল ডোরাদার নকশা এবং সাদাপ্যান্টের ওপর। ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে আসবার সময় মাত্র কিছুক্ষণ আগে ময়লা দাগ পড়ে গিয়েছিলো তার প্যান্টে। সৈনিকটির মুখের ব্যাকুলতা কিংবা তার চোখের প্রখর উদগ্র দৃষ্টির প্রতি মোটেও নজর পড়ছিলো না ওর।

'আমি জানি না,' ভীরুকণ্ঠে বললো ন্যান্সি। 'ওর চুল হলদে ছিলো ঠিকই। কিন্তু আমি সবসময় ওকে হন নামে ডাকতাম।'

'ওটা জন-এর ওলন্দাজ নাম। অষ্টম কিংস রেজিমেন্টের প্রায় সব লোকজনই তো ইংরেজ। যাহোক আমি ওকে খুঁজে বের করবোই। আমি তোমার জন্যে অনেক কিছু করবো, মিসি।' ন্যান্সির দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে হাসলো সে। 'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকো।' বলেই ন্যান্সির কাঁধে হাত রাখলো সে এবং হাতটাকে ওর বাহুর ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে পা বাড়ালো খোলা দরোজার দিকে।

www.pathagar.com

'সেই আধানির্বোধ স্কুইলারটা কোথায়?' ন্যান্সি শুনতে পেলো আরেকটি লালকোটওয়ালাকে জিজ্ঞেস করছে সে।

'কেন ওর খোঁজ করছো তুমি?'

'ওর বোন বাইরে অপেক্ষা করছে। ওর সাথে দেখা করতে চাইছে মেয়েটি।'

'ওর বোন?' হো-হো করে হেসে উঠলো লোকটি।

লোকজনের ভিড়ের জন্যে আর দেখা গেলো না সৈন্যটিকে। রেডইন্ডিয়ানদের একজন দরোজাটা বন্ধ করে দিলো। ন্যান্সি এবং ওরা সবাই অন্ধকারে পড়ে থাকলো। বারান্দায় বেড়ালের মতন পা গুটিয়ে হাঁটছিলো রেডইন্ডিয়ানরা। একসংগে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পুবদিকে নজর রাখছিলো ওরা। অন্ধকারে ওদের মাথাগুলিকে কালো কালো ছায়ার মতন ভাসতে দেখলো ন্যান্সি।

দরোজাটা আবার খোলার আগে অনেকটা সময় অধীর অপেক্ষায় থাকতে হলো ন্যান্সিকে। কিন্তু দরোজা খুলে বেরিয়ে এলো যে-লোকটি সে হন ইয়স্ট ছিলো না। তার বদলে হনের সন্ধানে যাওয়া সৈন্যটিকে দেখতে পেলো ও।

'জ্যাক ঠিক এইমুহূর্তে বেরুতে পারছে না,' বললো সে।

'আমি যে এখানে অপেক্ষা করছি সেকথাটা কি তুমি ওকে বলেছো, মিস্টার?' ভীরুকণ্ঠে শুধালো ন্যান্সি।

'হ্যাঁ। ও বলেছে তোমাকে অপেক্ষা করতে। আমি ওকে বলেছি তোমাকে দেখাশোনা করবো আমি।' বাড়িটার দেয়ালে পিঠ রেখে ন্যান্সির দিকে তাকালো সে। ন্যান্সিকে যাতে দেখতে পারা যায় তার জন্যে দরোজাটার একটা ফাঁক সে খুলে রেখে এসেছিলো। কিন্তু ন্যান্সি বাইরে পা বাড়াতে যেতেই হাত দিয়ে ওকে আটকালো লোকটা।

'এখান থেকে নড়ো না। আমার অনুরোধ শোনো। তুমি জানো না, জংগলের হাল অবস্থাটা কেমন। গরমে আর মাছির উৎপাতে আধাপাগল হয়ে পড়বে তুমি। ওখানে গেলে তোমাকে ছেড়ে অন্যকিছুর দিকে কেউ তাকাবে না। একটি সুন্দরী মেয়ের পানে একটি পুরুষের তাকানোর অর্থ কী তুমি তা বুঝতে পারছো না।'

পাথরের মতন নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকলো ন্যান্সি। লোকটার মুখ দেখছিলো এখন ও। শুধু আলোর রেখাটা দিয়ে তার কানের ওপর ঝুলেথাকা তামাটে চুলগুলি দেখছিলো। অবশ্য লোকটার চোখদুটি কোথায় ছিলো তা ও স্পষ্ট আঁচ করতে পারছিলো।

www.pathagar.com

সে বললো, 'এই তল্লাটেই একসময় থাকতাম আমি। ডেটন দুর্গ ছাড়িয়ে যেখানে কানাডা খাড়ি তার ওপারে জায়গাটা। এক বুড়ি মেয়েমানুষের খামারে কাজ করতাম আমি। মহিলার নাম ম্যাকলেনার। আশ্চর্য, তোমার নাম কখনো আমি শুনিনি।'

কিছু বলবার মতো মনের অবস্থা ছিলো না ন্যান্সির। ও লোকটার কথা শুনছিলো আর চোখ তুলে ধরে দেখছিলো কখন হন আসবে। কিন্তু সৈন্যটির গলার স্বরের অস্থিরতা ওকে বাধ্য করলো তার দিকে মুখটা একটুখানি কাত করতে। স্বাভাবিক ক্ষীণ একটি হাসির রেখা অর্থহীন উষ্ণতা নিয়ে ফুটলো ওর ঠোঁটে।

সৈন্যটি বললো,' আমার নাম জুরি ম্যাকলোনিস।'

'আচ্ছা,মিঃ ম্যাকলোনিস।'

ফের ঠোঁটের রেখায় হাসলো ন্যান্সি। আর সৈন্যটি কিছুক্ষণের জন্যে চুপচাপ থাকলো। দরোজার ফাঁক দিয়ে ন্যান্সির কানে এলো সেই দৃঢ় কণ্ঠস্বরটি যা এখানে আসবার পর শুনেছিলো ও। একটি লোক শানানো গলায় পড়ে যাচ্ছিলোঃ

'...এসব কারণেই রেডইন্ডিয়ানরা ঘোষণা করছে, আর কোনোরকম বাধা সৃষ্টি ছাড়া গ্যারিসনটি যদি আত্মসমর্পণ না করে তাহলে তারা প্রতিটি লোককে হত্যা করবে। শুধু গ্যারিসনের লোকজনকেই নয়–গোটা দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা এবং বন্ধুপ্রতিবেশী নির্বিশেষে সবাইকে তারা নিক্ষেপ করবে মৃত্যুর দুয়ারে। একারণেই তোমাদের সবার অপরিহার্য দায়িত্ব হলো, এই ভয়াবহ পরিণাম থেকে বাঁচার জন্যে তোমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের কাছে অবিলম্বে তোমাদের অনুভূতি ব্যক্ত করে একটি স্বাক্ষরিত বার্তা পাঠানো। গ্যারিসনটিকে অল্প সময়ের মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে তারা যাতে বাধ্য করে তার জন্যে তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে তোমরা। রেডইন্ডিয়ানদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে তোমাদের প্রাণ এবং সম্পদ রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে এক্ষেত্রে তোমরা খৃষ্টীয় ধর্মের একাত্মতাবোধ নিয়ে অগ্রসর হবে।

'একটি বিজয়ী সেনাদল দ্বারা চারদিক থেকে তোমরা অবরুদ্ধ হয়ে আছো। অধিবাসীদের মধ্যে সরকারের যারা বন্ধু তাদের অর্ধেকের (বৃহত্তর অংশ যদি ও বা না হয়) কোনো সহায়সম্বল নেই। সুতরাং, এই পরিস্থিতিতে এদেশের বন্ধু ও শুভাকাংক্ষীদের প্রস্তাবিত শর্তাবলী মেনে নিতে একমুহূর্তও ইতস্তত করা নিশ্চয়ই তোমাদের উচিত হবে না।'

www.pathagar.com

কিছুক্ষণ পর গলা চড়িয়ে লোকটি ফের ঘোষণা করলো ঃ

'এই বিবৃতিটি স্বাক্ষর করেছেন জন জনসন, ডি,ডব্লিউ ক্লস এবং আমার পিতা জন বাটলার। এর মধ্যে রয়েছে সরল ঐকান্তিকতা। এবং আমি বলে রাখছি; তোমাদের মাথা রক্ষা করবার এটাই হলো শেষ সুযোগ। আগামী পরশু ফিরে যাচ্ছি আমি। যারা আমার সাথে যাবে তাদের প্রত্যেকে পাবে একটি করে ইউনিফরম-কোট, প্রয়োজনবোধে একটি গাদাবন্দুক এবং বিলাতি মুদ্রায় ভালো মাসোহারা। আর এই যুদ্ধ শেষ হলে পর জায়গির হিসেবে তাদের দান করা হবে ভূমি।'

ঘরের ভেতরে আবার স্তব্ধতা নামলো। শোনা গেলো আবার লোকজনের ফিসফিস কণ্ঠস্বর।

'গড! এই কথাগুলি শুনতে শুনতে আমি কাহিল হয়ে পড়েছি, ন্যান্সি। গত দুদিন ধরে চলছে এই একইরকমের ঘ্যানঘ্যানানি।' ওর বাহুর ওপর হাত রাখলো জুরি ম্যাকলোনিস। 'এখুনি বেরিয়ে আসতে পারবে না জ্যাক। কিছুক্ষণ ওকে থাকতে হবে ভেতরে। চলো একটা নির্জন এবং অন্ধকার জায়গায় গিয়ে বসি আমরা।'

বড়ো বড়ো চোখ তুলে ম্যাকলোনিসের দিকে তাকালো ন্যান্সি। ওর দৃষ্টিতে ছিলো জিজ্ঞাসা। এবং সেই সংগে বোকা-বোকা চাহনি আর সংকোচ।

'জানো, তোমার দিকে খেয়াল রাখবার জন্যে আমায় বার বার করে বলে দিয়েছে জ্যাক,' আবার বললো ম্যাকলোনিস।

'বেশ তো, মিস্টার। তোমার সাথে যেতে আমার আপত্তি নেই। বিশেষ করে হন যখন কাজে ব্যস্ত।' সংকুচিতকণ্ঠ ন্যান্সির।

ওর মাথাটাকে ঘুলিয়ে দিয়েছিলো বাটলারের গলার ঝাঁঝালো স্বর। এই মুহূর্তে ও আরামবোধ করছিলো ওর কোমর পেঁচিয়ে রাখা ম্যাকলোনিসের বাহুটির ওপর শরীরের ভর রাখতে। রেডইন্ডিয়ানরা পায়চারি করছিলো বারান্দার সিঁড়িতে। ওদের দিকে তাকিয়ে পেছনে সরে গেলো তারা।

ন্যান্সিকে নিয়ে বাইরের দিকে পা বাড়ালো ম্যাকলোনিস। অন্ধকারে ঠিকমতো হাঁটতে পারছিলো না দেখে আরো শক্ত করে ওর কোমর বাহুবদ্ধ করলো সে। এবং ওকে নিয়ে গিয়ে হাজির হলো শুমেকারের গোলাঘরের পেছনে। ন্যান্সিকে ছেড়ে দিয়ে সে কাঠের একটা পাঁচিলে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। ন্যান্সি কিন্তু কোথাও সরে গেলো না।

www.pathagar.com

একই জায়গায় নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থেকে হনের কথা ভাবছিলো ও। হনের জন্যে দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করতে হলেও শুমেকারের বাড়ি আর রেডইন্ডিয়ানদের নাগালের বাইরে আসতে পারায় ভালো লাগছিলো ওর। একটু দূরেই ছিলো ম্যাকলোনিস। তার ঘনঘন নিঃশ্বাসের শব্দ পাশ থেকেই শুনতে পাচ্ছিলো ও।

আচমকা ওকে আবার বাহু বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলো সে এবং কাছে টেনে নিলো। পেছনে হাত দিয়ে প্রচন্ডশক্তিতে সে ওকে তার শরীরের সংগে লেপ্টে ধরলো। তার শরীরের কঠিন স্পর্শের মধ্য দিয়ে পাঁচিলের খুঁটিগুলির মৃদুচাপ অনুভব করলো ন্যান্সি। একইসংগে নিজের মুখে, চিবুকে, গালে এবং ঠোঁটে ম্যাকলোনিসের মুখ, চিবুক, গাল আর ঠোঁটের উষ্ণমদির স্পর্শ অনুভব করলো ও। ওর ফ্রকের কাঁধের এবং বুকের দিকটা মথিত হলো তার চিবুকের আঘাতে। তার ঠোঁট দৃঢ়সংবদ্ধ হয়ে থাকলো ওর দুইঠোঁটে। মুহূর্তের মধ্যে কেমন হতচকিত এবং বিহবল হয়ে ম্যাকলোনিসের বুকের ওপর নিথর ঝুলে থাকলো ন্যান্সি। ওর শরীরের সমস্ত অনুভূতি যেনো বিবশ হয়ে গিয়েছিলো। একটু পরেই তার দুইবাহুর প্রবল পেষণে ওর মধ্যে জাগলো জীবনের অনির্বার, দুর্দমনীয় স্পন্দন। নিজের দুইবাহু দিয়ে তার কোমর জড়িয়ে ধরলো ন্যান্সি। এবং তার বুকের আরো সংলগ্ন হয়ে মুখ তুলে ধরে চাইলো তার পানে।

একটি জন্তুর মতন বোবা হয়ে পড়েছিলো ন্যান্সি। ম্যাকলোনিস হঠাৎ আবার ওকে ছেড়ে দিলো। কিন্তু ও তখন কাঁপছিলো তার সামনে দাঁড়িয়ে। একসময় ওর শিহরিত দেহটি নিথর হলো। ম্যাকলোনিস আবার হাত বাড়ালো। ও কিন্তু আর স্থির থাকতে পারলো না। প্রচন্ডবেগে ঝাঁপিয়ে পড়লো ম্যাকলোনিসের বুকে এবং নিজেকে পিষ্ট করতে লাগলো তার কঠিন আলিংগনে। ওর হাতদুটি আঁকড়ে ধরলো তার কোমর। শেষে গোঙানির মতো শব্দ করে একটা লম্বাশ্বাস ফেললো ও। চাপ খেয়ে ফুলে উঠলো ওর স্তনদুটি। হনের কথা আর মনে থাকলো না ওর। দেহ জুড়ে শুধু শিহরণ জাগাতে থাকলো ওর নিজের এবং ওর বাহুলগ্ন পুরুষটির একাকার হয়ে যাওয়া আসঙ্গলিপ্সার মোহময় অনুভূতি। অন্যকোনো শব্দ খুঁজে না পেয়ে ওর পুষ্পিত যৌবনের হ্রদে অবগাহন করা ওর লীলাসঙ্গীটি বার বার শুধু বলতে থাকলো ঃ 'ওগো, ওগো, তুমি-।'

লম্বাঘাসের ভেতর পড়ে থাকলো ন্যান্সি। ঝটপট উঠে দাঁড়ালো ম্যাকলোনিস। অন্ধকারে একটি স্তম্ভের মতো দেখাচ্ছিলো তাকে। হঠাৎ কেমন যেনো নির্বাক হয়ে পড়লো সে। বিদায়সম্ভাষণটি পর্যন্ত না জানিয়ে পরমুহূর্তেই সে গোলাঘর থেকে

www.pathagar.com

বেরিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে শুরু করলো। এলোমেলো ভাবনার মধ্যে ন্যান্সির কানে এলো ঝোপঝাড় ভেঙ্গে তার ছুটে–চলার শব্দ। আচমকা আওয়াজটা মিলিয়ে গেলে পর ন্যান্সির হুঁশ হলো এবং ও আঁচ করতে পারলো কী–একটা গোলমাল চলছে শুমেকারের বাড়িতে।

লোকজনের হল্লা চিৎকার এবং গোলাঘরের ওপাশ থেকে অনেক পায়ের ধুপধাপ শব্দ শুনতে পেলো ন্যান্সি। উদ্বিগ্ন হয়ে ঘাসের ওপর উঠে বসলো ও এবং হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে লাগলো শালটা। ঘাসের জঞ্জালে ভরতি হয়ে গিয়েছিলো ওর মাথার এলোমেলো চুল। আতংকের মধ্যে কোথায় উবে গিয়েছিলো হনের চিন্তা। এই মুহূর্তে বাড়ি ফিরে গিয়ে লুকিয়ে থাকার ভাবনাটাই কেবল ঘুরপাক খেতে লাগলো ওর মনে। শালটা খুঁজে পাওয়ার পরই রাস্তার দিকে মুখ করে ছুটতে থাকলো ও।

হুটোপুটি করে বাড়ির আঙিনার পাঁচিল পার হওয়ার সময় ওর কানে এলো একটি লোকের চিৎকার ঃ 'ওই যে পালাচ্ছে আরেকটি!' ওর মাথার পেছনেই গর্জে উঠলো একটি গাদাবন্দুক। বুলেটের শব্দটা কাঁপিয়ে তুললো ওকে। স্কার্টটা হাতে চেপে ধরে পাগলের মতন ছুটতে লাগলো ও। ফোঁপানোর শব্দ আসছিলো ওর বুকের ভেতর থেকে। একসময় মনে হলো লোকজন পিছু নিয়েছে ওর। সংগে সংগে রাস্তায় উঠে প্রাণপণ শক্তিতে শুরু করলো দৌড়াতে।

বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে থামলো ন্যান্সি। কিন্তু তখন এক পা–ও সামনে এগুবার শক্তি ছিলো না ওর। একটি আহত হরিণীর মতো রাস্তা থেকে হুমড়ি খেয়ে লম্বা হয়ে পড়ে থাকলো ও। এবং ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। ফোঁপানোর জন্যে কষ্ট হচ্ছিলো দম নিতে।

খুব কাছেই শোনা যাচ্ছিলো অনুসরণ করে আসা লোকগুলির পায়ের শব্দ। তখনো ও পড়েছিলো রাস্তার ধারে। একবার ভাবলো, শক্তি সঞ্চয় করে আবার উঠে দৌড়াতে শুরু করবে। কিন্তু পরক্ষণেই শরীরটাকে টেনে নিয়ে খরগোশের মতন লুকিয়ে থাকলো পাশের একটা ঝোপের আড়ালে এবং সেখান থেকে আতংকিত চোখে দেখতে লাগলো ধাবমান দলটাকে। তাদের কয়েকজনের হাতে ছিলো মশাল। আলো–আঁধারিতে ছায়ামূর্তির একটা মিছিলের মতন দেখাচ্ছিলো তাদের শরীরগুলিকে। মাথার ওপর তাদের বন্দুকের নলের অবয়ব নিয়ে ঝুলছিলো উইলোশাখা।

www.pathagar.com

দলবদ্ধ হয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছিলো লোকগুলি। সবার কাঁধে ছিলো মাস্কেট-বন্দুক। ডেটন দুর্গের সৈন্যরা ছিলো দলে এবং তাদের মাঝখানে ছিলো বন্দীরা।

ন্যান্সির বিস্মিতচোখ মিছিলের পুরোভাগে আবিষ্কার করলো ক্যাপ্টেন ডেমুথ আর গিলবার্ট মার্টিনকে। মার্টিনের বাহুতে তখনো বাঁধা ছিলো ব্যান্ডেজ। কর্নেল ব্রুক্স নামে দুর্গের আরেকজন অফিসার ছিলো তাদের সাথে। হার্টার-হাউসে মাঝেমধ্যে নৈশভোজে আসতো এই অফিসারটি। ন্যান্সির সামনে দিয়ে দলটি চলে যাওয়ার পর তাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে ও তাকালো বন্দীদের মুখের পানে। শুমেকারের বাড়িতে যেলোকটি বিবৃতি পড়ে শোনাচ্ছিলো তাকে দেখা গেলো সবার আগে। এনসাইন বাটলার নামে নিজের পরিচয় দিয়েছিলো সে। এই প্রথম ন্যান্সি দেখলো ওয়াল্টার বাটলারকে। আইনজীবীর গাম্ভীর্য ছিলো তার চেহারায়। মাথার চুল ছিলো তার ছোটো-করে ছাঁটা, চোখ দুটির রং কালো। তার পাতলা লম্বাটে ঠোঁটজোড়া ম্যাকলোনিসের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলো ন্যান্সিকে। কিন্তু ম্যাকলোনিসের মতো লোভাতুরতা ছিলো না সেই ঠোঁটে।

পদাতিক বাহিনীর নিম্নপদস্থ সেনাপতির প্রতীকচিহ্নখচিত ব্যাজ ছিলো বাটলারের লাল-কোটের দুই কাঁধে। ম্যাসাচুসেটস সেনাদলের পাহারায় যে লোকগুলি তার পেছন পেছন আসছিলো তারাও ছিলো একই রেজিমেন্টের। ন্যান্সির চোখ খুঁজছিলো ম্যাকলোনিসকে। কিন্তু তাকে দেখতে পাওয়া গেলো না। সে নিশ্চয় পালিয়ে যেতে পেরেছে। আতংকের মধ্যেও ন্যান্সির প্রাণটা আকুলিবিকুলি করছিলো তার ভাইকে দেখবার জন্যে। শ্বেতাঙ্গ বন্দীদলের শেষ লোকটির রাস্তা পেরিয়ে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে হন ইয়স্টকে দেখলো ওর উৎসুকচোখ।

ঝাপসা আলোতেও হনকে চিনতে পারলো ন্যান্সি। দুই কাঁধের ওপর ঝুলছিলো হনের হলুদাভ চুলের রাশি। তার কাটা-কাটা চেহারা, লালচে গাল এবং দুই নীলচোখ স্পষ্ট ভাসছিলো ন্যান্সির তীক্ষ্ণদৃষ্টির সামনে। কিন্তু এসবের মাঝখানেও আস্ত একটা নির্বোধের মতো দেখাচ্ছিলো হনকে। দুনিয়ার কাউকে পরোয়া নেই এমন একটা ভাব নিয়ে হাঁটছিলো হন। কিন্তু গ্যারিসনের সৈন্যদের মুখের দিকে তাকিয়ে ন্যান্সি ভয়ে একদম চুপসে গেলো এবং ঝোপের আরো ভেতরে গিয়ে লুকালো। বুক থেকে বেরিয়ে আসা উচ্চরোল কান্নাটা রোধ করবার জন্যে মুখে হাত চাপা দিলো ও। এবং কী করবে

www.pathagar.com

ভাববার আগেই শেষমশালটির আলোতে দেখতে পেলো চারজন বন্দী মোহক রেডইন্ডিয়ানকে। ওরা ছিলো মিছিলটির একেবারে পেছনে।

রেডইন্ডিয়ানদের রংমাখা মুখ, সামনের রেডইন্ডিয়ানটির বুকের ওপর আঁকা নেকড়ের মস্তক এবং তার মাথার কাপড়ের পট্টিতে খচিত ঈগলের পালকটি ঝলমল করছিলো মশালের আলোতে। তাদের তেলচকচকে চামড়া থেকে ছড়াচ্ছিলো একটা ম্লানঔজ্জ্বল্য।

নদীর অগভীর চড়াটার পানিতে মশালগুলির আলো প্রতিফলিত হতে দেখবার কিছুক্ষণ পরই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পা তুলে চলতে শুরু করলো ন্যান্সি। অন্ধকারের মধ্যেই হার্টার হাউসে পৌঁছলো ও। এবং অতি সন্তর্পণে গোলাঘরটার কোনায় গিয়ে ঢুকলো। তখনো অল্প–অল্প কান্নার শব্দ বেরুচ্ছিলো ওর বুকের ভেতর থেকে। বাড়ির আধাপথে যেতেই সামনে এসে দাঁড়ালো ক্লেম কপারনল। মদের বাষ্প বেরুচ্ছিলো তার মুখ থেকে।

'কে তুমি?' টলতে টলতে জিজ্ঞেস করলো ক্লেম। ন্যান্সি তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু তার আগেই সামনের দিকে ঝুঁকে ওর স্কার্টের একটা প্রান্ত ধরে ফেললো ক্লেম। হাঁটুদুটির টাল সামলানোর জন্যে স্কার্টটার ওপর ভর রাখলো সে।

'কোনোমতে ওটা টেনে ধরতে পারলাম,' বিড়বিড় করছিলো তার গলা।

'তুমি ন্যান্সি, কী বলো?'

'হ্যাঁ,' ফিসফিসিয়ে বললো ও।

'জানি, বাইরে ছিলে এতোক্ষণ। তোমাকে যেতে দেখেছি আমি। হ্যাঁ, তোমাকে দেখেছি আমি। মিথ্যা বললে লাভ হবে না।' মাথা ঝাঁকালো ক্লেম। শুমেকারের ওখানে ছিলে। হনের দেখা পেয়েছো তো?'

কেঁপে উঠলো ন্যান্সি। ওর দুচোখের পাতায় উদ্‌গত অশ্রুর বন্যা।

'না, না! আমি এখন শুতে যাচ্ছি।'

'কোনো লোকের সাথে তোমার নিশ্চয় সাক্ষাৎ হয়েছিলো। আমাকে খুলে বললে তোমায় যেতে দেবো আমি,' চাপাগলায় বললো ক্লেম।

'হ্যাঁ। একজন সৈনিকের সাথে দেখা হয়েছিলো আমার।'

ঠোঁট চাটলো ক্লেম।

www.pathagar.com

'লক্ষ্মী মেয়ে তুমি। আমার সাথে আচরণটা তোমার সাংঘাতিক রকমের ভালো, তাই না? একডলার বাজি রাখতে পারি, লোকটার সাথে শুয়েছো তুমি।'

'না,' ক্ষিপ্তগলায় বললো ন্যান্সি।

'নিশ্চয়ই শুয়েছো। নইলে এরকম ক্ষেপে উঠতে না। হন কোথায়?'

আবার ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলো ন্যান্সি।

'তারা ওকে পাকড়াও করেছে। ওকে দুর্গে নিয়ে গেছে তারা। কী করতে যাচ্ছে তারা, ক্লেম?'

'ভালোই তো দেখছি। ভালোকাজ একটা যাহোক।' এলোমেলো হাতে মাথা চুলকাতে শুরু করলো সে। 'বোধকরি ওকে ফাঁসিতে লটকাবে তারা। গোটা দলটাকেই লটকাবে। হ্যাঁ, স্যার।'

কান্না থামিয়ে ন্যান্সি ফিসফিসিয়ে বললো, 'দয়া করে আমায় যেতে দাও, ক্লেম।'

'আমি তোমায় যেতে দিতে পারি কিংবা নাও যেতে দিতে পারি। এখন আমার সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে তোমাকে। নইলে কিন্তু আমি সব ফাঁস করে দেবো।'

'আমি ভালো ব্যবহার করবো।'

'বোধকরি, এখনো একটু মাতাল আছি আমি।'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু যাকে পাঁড়মাতাল বলে আমি তা নই।' ঠোঁট মোছার জন্যে থামলো সে। 'তুমি ঠিকই একটি ভালোমেয়ে, ন্যান্সি। আমি তোমার পক্ষে দাঁড়াবো এবং সবকিছু করবো তোমার জন্যে। তুমি চাইলে তোমায় বিয়ে করবো আমি।'

ক্লেমের বাড়ানো হাতদুটির থাবা থেকে একঝটকায় সরে দাঁড়ালো ন্যান্সি এবং ছুটে পালালো বাড়ির ভেতরে। ওর পিছু নেয়ার চেষ্টা করলো না সে। এইমাত্র ওকে যাকিছু বলেছে তা মনে করবার জন্যে অন্ধকারে সে দাঁড়িয়ে থাকলো মুখ হাঁ-করে। ন্যান্সি যখন চুপিসারে বাড়িতে ঢুকলো তার অনেকক্ষণ পরে কথাগুলি স্মরণ হলো ক্লেমের।

'প্রভুর দোহাই!' গলা চড়িয়ে বললো সে। 'আমি সত্যি একটা মাতাল।'

www.pathagar.com

৭

একজন ব্রিগেডিয়ারের মৃত্যু

বাটলার এভাবে ধরা দেবে এবং অমন সহজে তাকে পাকড়াও করা যাবে এটা কেউ ভাবতে পারেনি। এই অপ্রত্যাশিত কৃতিত্বে উল্লাসবোধ করছিলো জার্মান তল্লাটের নিরাপত্তা কমিটির প্রায় সবসদস্যই। স্থানীয় অধিবাসীদের ওপরও তাৎক্ষণিক প্রভাব ফেললো ঘটনাটি। পাইকারিভাবে ঘরবাড়ি ছেড়ে সেন্টলেগারের ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়ার যে বিপজ্জনক প্রবণতা দেখা দিয়েছিলো লোকজনের মধ্যে তা অনেকটা প্রশমিত হলো। বন্দীদের প্যারেড করার অনুমতি দেয়ার খবরটি ছড়িয়ে পড়বার পর উৎসুক দর্শনার্থীদের ভিড় জমলো দুর্গের মাঝখানের ক্ষুদে কুচকাওয়াজ ময়দানটিতে। রেজিমেন্টাল পোশাকে এখানে মাঠের এমাথা থেকে ওমাথায় চক্কর দিচ্ছিলো বন্দীদের দলটি।

ঘটনাটা সবাইকে হতবাক করে দিয়েছিলো। তাদের মনে পড়ছিলো পুরনো কথা। বছর দুই আগে বসন্তের ঠিক এই দিনেই হারকিমার গির্জার সামনের স্বাধীনতার খুঁটিটি উপড়ে ফেলবার জন্যে শেরিফ হোয়াইটকে নিয়ে উপত্যকায় চড়াও হয়েছিলো ওয়াল্টার বাটলার। তখন আইন ছিলো তার মুঠোয় এবং আর সব জনসন এবং বাটলারের মতোই তাকে ভয় করতো সবাই। এখন তারা দেখলো হাল্কাপাতলা গড়নের এক আবেগপ্রবণ সামান্য লোক সে। প্যারেডে স্বেচ্ছায় তাকে অংশ নিতে দেখা গেলো। ডানেবাঁয়ে না তাকিয়ে দশবার করে মাঠ প্রদক্ষিণ করলো বাটলার। তারা গুণে দেখলো, প্রতি প্যারেডেই দশচক্কর হয়েছে তার। প্যারেড করবার সময় ফ্যাকাশে মুখখানা সামনের দিকে একটু নুইয়ে রাখছিলো সে। তার সৈন্যরা মাঠ প্রদক্ষিণ করবার ফাঁকে ফাঁকে একটু থেমে কথা বলতো কখনো পাশের রক্ষীর সাথে এবং কখনো প্যালাটাইনদের সাথে। হন ইয়স্টকে দেখা গেলো তার সাবেক চেনাশোনা লোকজনদের হাত-তুলে অভিবাদন জানাতে। তার পরিবারের খোঁজখবরও নিচ্ছিলো সে। কিন্তু ওয়াল্টার বাটলার ছিলো একবারে চুপচাপ। তার ভাবসাব অনেকটা চার রেডইণ্ডিয়ানের মতোই মনে হচ্ছিলো দর্শকদের কাছে। লোকজনের সংস্পর্শ থেকে দূরে সরে থাকতো তারা। এমনকি নিজেদের মধ্যেও তাদের কথাবার্তা হতো না।

www.pathagar.com

অন্যদের মতোই একদিন ভোরবেলা বন্দীদের প্যারেড দেখতে এলো গিলবার্ট মার্টিন। পরে সে দেখা করতে গেলো ক্যাপ্টেন ডেমুথের সাথে। হার্টার হাউসে ক্যাপ্টেনের সাক্ষাৎ পেয়ে সরাসরি সে জিজ্ঞেস করেছিলোঃ 'এই লোকগুলির বিচার কখন হবে?'

'তারা সামরিক আইনের আওতায় আছে, গিল,' ক্যাপ্টেন বললো। 'তাদের কোর্ট-মার্শাল হবে। এব্যাপারে জেনারেল আর্নল্ডের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে ওয়েস্টন। তুমি তো বুঝতেই পারছো আর্নল্ডের অধীনে কাজ করতে হচ্ছে তাকে।'

গিল বললো, 'আমি মনে করি ব্যাপারটার জলদি একটা কিনারা হওয়া দরকার। শুমেকারের ওখানকার কিছু লোক ধৈর্য হারাতে পারে যদি বিচারে আরো বিলম্ব ঘটে।'

মুচকে হাসলো ক্যাপ্টেন।

'আমি অনেক সাক্ষীকে জানি যাদের ধৈর্যচ্যুতি কখনো ঘটবে না। যেমন তুমি একজন। তার জন্যেই তো আগের রাতে তোমাকে খবর দিয়েছিলাম আমি।' ক্যাপ্টেনের মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠলো। 'এবং শোনো গিল, ব্যাপারটা সেনাবাহিনীর হাতে যাওয়ায় ব্যক্তিগতভাবে আমি খুব খুশি। বাটলারদের আমি ভালোভাবেই চিনি। তাদের অনেক প্রভাবশালী বন্ধু এবং লোকজন আছে। বিচারের দায়িত্বটা আমাদের ঘাড়ে থাকলে কমিটির কেউকেউ ভয় পেতো বাটলারকে সাজা দিতে।'

'তাকে নিয়ে এখন কি করবে তারা?'

'গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে বিচার হবে তার,' শুকনো মুখে বললো ক্যাপ্টেন।

'অন্যদের কি হবে?'

'তাদের কথা আমি ঠিক জানি না। তবে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। বোধকরি জেলখানায় পাঠানো হবে তাদের। অবশ্য হন ইয়স্ট স্কুইলারকে বাদ দিয়ে। হন দলত্যাগী সৈন্য। ট্রাইয়ন মিলিশিয়া বাহিনীর তৃতীয় কোম্পানির তালিকায় নাম ছিলো তার। আমরা তার অপরাধটা হাল্কা করে দেখতে পারি না।'

'ন্যান্সি দেখেছে তাকে? শুনেছি ভাইকে খুব ভালোবাসে ও।'

'মিসেস ডেমুথ ওকে নিয়ে খুব বিপদে আছে। হনের খবরটা শোনার পর ওকে তড়কা রোগে পেয়ে বসেছিলো। আমরা ভাবলাম, ভাইয়ের সাথে ওর দেখা না-হওয়াই ভালো। ওর মাও তাই মনে করেন।'

www.pathagar.com

'হাবাগোবা ছেলে হন,' বললো গিল। 'তাকে গুলি করে হত্যার কোনো যুক্তি থাকতে পারে না।'.

'ব্যাপারটা আমাদের হাতে নেই, গিল। আগেই আমি বলেছি, এরকম কিছু না-ঘটলে খুশি হবো আমি। তোমার বাহুর আঘাতটা এখন কেমন?'

'ওটা সেরে উঠছে। তবে এখনো কাজে লাগাতে পারছি না হাতটাকে। আপনার সাথে আমার দেখা করতে আসবার এটাও একটা কারণ। মিসেস ম্যাকলেনার একজন কামলা খুঁজে দেবার জন্যে আপনাকে অনুরোধ জানিয়েছেন। আমাদের ক্ষেতের গম এখন পাকতে শুরু করেছে।'

'সবারই একই অবস্থা। আগামী দুই হপ্তার মধ্যেই কাটা না-হলে ক্ষেতের অর্ধেকের বেশি গম নষ্ট হবে আমাদেরও।' মাথা নাড়লো ক্যাপ্টেন। 'আমি জানি না, কোথা থেকে কামলা যোগাড় করবে তুমি। দুর্গে প্রচুর বেকার লোক আছে। কিন্তু তারা কাজ করতে চায় না। আর্নল্ডের এখানে না-আসা পর্যন্ত কোনো কাজেই হাত দেবে না তারা।'

গিল বললোঃ 'হ্যাঁ। ইতস্তত করছিলো সে। 'মিসেস ম্যাকলেনার জানতে চেয়েছেন জেনারেল হারকিমারের কোনো খবর আপনি রাখেন কিনা। তিনি ভাবছেন, জেনারেলের একজন ক্রীতদাসকে সপ্তাহখানেকের জন্যে মজুরি দিয়ে হয়তো তাঁর কাজে খাটানো যেতো।'

'দিনকয়েক হলো হারকিমারের কাছ থেকে কোনো খবর আমি পাইনি। তাঁর পা'টা অবশ হয়ে গিয়েছে। পেট্রি তাঁকে দেখতে যাওয়ার সুযোগ করতে পারছে না বলে আমরা তাঁর বিষয়ে তেমন কিছু জানতে পারছি না।'

'জেনারেলকে দেখতে যাওয়া আমার জন্যে ঠিক হবে বলে আপনি মনে করেন?'

'হ্যাঁ, কেন নয়। কিছু খবর পেলে তিনি বরং খুশিই হবেন। তুমি আমার বরাত দিয়ে বলতে পারো, ফার্স্ট নিউইয়র্ক রেজিমেন্ট ক্লকের খামার পর্যন্ত পৌঁছেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।'

পরের দিন সকালে মাদীঘোড়াটায় চেপে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলো গিল। জীবনে এই প্রথম হারকিমারের বাড়ি গেলো সে। বাড়িটার বিশাল অবয়ব এবং সাজানো ক্ষেতখামার তাকে আকৃষ্ট করলো।

www.pathagar.com

দরোজার মুখে একটি বুক-উঁচু নিগ্রো যুবতী মেয়ের সংগে দেখা হলো তার। রুক্ষস্বরে মেয়েটি বললো : 'কারো সাথে দেখা করেন না জেনারেল।' গিল ফিরে যাওয়ার জন্যে পাবাড়াতে যাচ্ছিলো। ঠিক সেইমুহূর্তে হলঘরের ডানদিকের দরোজা খুলে বেরিয়ে এলো মিসেস হারকিমার।'

'কী হয়েছে-রে, ফ্রেইলটি?'

'এই লোকটা জেনারেল সাবের সাথে দেখা করতে চায়,' অবজ্ঞার সুরে বললো ফ্রেইলটি নামের নিগ্রো মেয়েটি। টুপি খুলে মিসেস হারকিমারকে অভিবাদন জানালো গিল।

'মিসেস ম্যাকলেনার আমাকে পাঠিয়েছেন, মাম। তাঁর ক্ষেতের গম কাটার জন্যে আপনাদের কাছ থেকে দিনকয়েকের জন্যে একটি ক্রীতদাসকে কামলা হিসেবে পেতে চাইছেন তিনি। আমি নিজে তাঁর খামারে কাজ করি। কিন্তু আমার হাতটা এখন সুস্থ নয়।'

গিলের আহত বাহুর দিকে তাকালো মহিলা।

'তুমি বুঝি যুদ্ধে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ', বললো গিল।

মিসেস হারকিমারের বিষণ্নদৃষ্টি গাঢ় হয়ে উঠলো। দরোজার ভেতরে পা বাড়ালো মহিলা।

'ভেতরে এসো। যুদ্ধে যারা সাথে ছিলো তাদের কাউকে দেখলে সবসময় খুশি হয় হনিকল।'

জেনারেলের প্রকান্ড বিছানাটা পাতা ছিলো উত্তরপশ্চিমের কামরাটায়। বিছানার শিয়র ছিলো চুল্লির দিকে।

ওখান থেকে জানলা দিয়ে নদীর দিকে তাকাতে পারতেন হারকিমার। গলাখোলা ফ্লানেলের একটি নাইটগাউন পরেছিলেন জেনারেল। তাঁর বুকের কালো পশমগুলি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো। বালিশে মাথা রেখে শুয়েছিলেন তিনি। গিলের মনে হলো, আগের চেয়ে বেশি মাংসল হয়ে উঠেছে তাঁর কাঁধদুটি।

হারকিমারের দুই চোয়াল বসে গিয়েছিলো। বোঝা যাচ্ছিলো বেশ ভুগেছেন তিনি। কিন্তু গিল তাঁকে 'শুভ সকাল' বলে অভিবাদন জানাতেই তাঁর কালো-চোখ জোড়ায়

www.pathagar.com

ফুটে উঠলো একটা তীক্ষ্ণ ঔজ্জ্বল্য। তাঁর পাইপের জন্যে একটা জ্বালানো মোমবাতি নিয়ে তাঁর স্ত্রী বিছানার কাছে আসতেই নলের গোড়াটায় ঠোঁট লাগিয়ে টানতে শুরু করলেন তিনি। কিন্তু তখনো তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো গিলের ওপর।

'একটা নিগারের ব্যাপারে তুমি আমার সাথে দেখা করতে চেয়েছিলে, তাই না? পরমুহূর্তেই আবার বললেন ঃ 'তোমার কথা আমি শুনেছি। কেমন আছেন মিসেস ম্যাকলেনার? তারা এখানে আমায় খাঁচায় আবদ্ধ করে রেখেছে। কোনো খবরই আমি পাই না। এমনকি, প্রতিবেশীদের খবরও না। বুড়ো হারকিমার এখন নিঃশেষ হয়ে পড়েছে। তার সেনাবাহিনীও নিঃশেষ—। এদিকে তাকাও! তুমি কি সেই ছেলে নও পিটার বেলিঞ্জারের সাথে যে আমাকে বগলদাবা করে নিয়ে তুলেছিলো পাহাড়ের টিলাটায়?'

ইটের মতন লাল হয়ে উঠলো গিলের মুখ। আহত হারকিমার যুদ্ধের সেই বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যেও তাকে মনে রেখেছেন ব্যাপারটা তার কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হলো। কারণ সেই একবারই কেবল হারকিমার তাকে দেখেছিলেন। তাঁর প্রশ্নের জবাবে মাথা নাড়লো গিল।

হারকিমারও কিছু বললেন না। তিনি তাঁর একখানা হাত বাড়ালেন। তখনো শক্ত ছিলো তাঁর হাতের থাবা।

'অবশ্যই,' হঠাৎ গাঢ়কণ্ঠে বললেন তিনি, 'তুমি একজন নিগার পাবে।' তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ট্রিপকে বলো, তাকে এর সাথে যেতে হবে। আচ্ছা, কী নাম তোমার, যুবক?'

'গিলবার্ট মার্টিন।'

'ম্যারিয়া, ওকে বলো মিঃ মার্টিনের সাথে যাবে সে। এবং একথাও বলে দিও, ঠিকমতো কাজ না–করলে আমি নিজহাতে ওকে ঠ্যাংগাবো সেরে ওঠার পর।' হাত তুলে ব্যাপারটার ইতি টানলেন তিনি আর একইসংগে গিলের পানেও তাকালেন।

তাঁর চোখ দুটিকে ক্লান্ত , বিষণ্ন এবং অদ্ভুতরকমের লাজুক লাজুক দেখাচ্ছিলো।

'একজন বৃদ্ধ মানুষের প্রতি তুমি কি একটু সহৃদয় হবে?' মিসেস হারকিমারের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন তিনি। মহিলা প্রতিবাদ জানাতে চাইলে তিনি মাথা নাড়লেন। বললেন ঃ 'জানি। আমি কেবল একান্নতে পা রেখেছি, ম্যারিয়া। যুবতী স্ত্রীলোকদের

www.pathagar.com

মনের কথা আমার ভালোই জানা আছে। তারা চায় না তাদের স্বামীরা কতোটা বুড়ো হয়েছে তা হাবেভাবে প্রকাশ করুক।' তাঁর বিষণ্নহাসিতে তাঁর দুঃখবোধটা গিলের কাছে আরো করুণ হয়ে উঠলো।

'কেউ এখানে আমার সাথে দেখাসাক্ষাৎ করতে আসে না। কেউ কিছু জানায়ও না আমাকে। এ কারণেই আমি আরো বুড়িয়ে যাচ্ছি।' কান্নার মতো শোনালো হারকিমারের স্বর। 'সৈনাবাহিনী পিছুহটে আসে এবং আমাকে একটি নৌকায় করে এনে এখানে ফেলে রাখা হয়। বুঝলে হে। এবার বলো মার্টিন, তারা কী বলছে আমার সম্পর্কে?'

গিল বুঝে উঠতে পারছিলো না কী জবাব দেবে তার প্রশ্নের। কিন্তু প্রায় সংগে সংগেই তিনি বললেন ঃ

'সত্যি কথা বলো। নইলে কিছুই বলো না।'

'তারা কিছুই বলছে না,' বললো গিল।

'তারা কী ভাবছে তাহলে?'

'আমি জানি না,' অসহায়কন্ঠ গিলের। পরক্ষণেই তার মনে পড়লো দ্বিতীয়-দফা হামলার আগে টিলার দৃশ্যটির কথা।

'কিন্তু প্রভুর দোহাই, ওখানে যারা ছিলো তাদের বেশির ভাগই আশা করছে আপনি আবার পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওদের মধ্যে ফিরে যাবেন, মিঃ হারকিমার।'

'পুরোপুরি সুস্থ!' তিনি তাঁর পায়ের দিকে তাকালেন। তারপর আবার দৃষ্টি তুলে ধরে পাইপ টানতে শুরু করলেন। 'আমি এক বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়েছি। নদীর ওদিককার ভদ্রলোকদের আরেকবার মোকাবিলা করবার মতন মনের জোর আর আমার নেই। খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারবো সেই ভরসাও খুঁজে পাচ্ছি না। আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে বলেই এই প্রকান্ড বাড়িটা আমি বানিয়েছি। তবে মনে হয় এটা আমার ভুল হয়েছে। তারা এটা পসন্দ করছে না।' হঠাৎ তিনি মূল প্রসংগে ফিরে গেলেন। 'হ্যাঁ, ওই যুদ্ধটা ভালোই হয়েছিলো। অবশ্য নির্বোধরাই কেবল মারা গিয়েছে কিংবা পালিয়েছে।'

কামরাটা ছিলো নিস্তব্ধ।

শেষে হারকিমার বালিশে মাথা রেখে বললেনঃ 'খবর কি বলো? বাটলারকে নিয়ে তারা কি করতে যাচ্ছে?'

'তারা জেনারেল আর্নল্ডের জন্যে অপেক্ষা করছে, স্যার।' বললো গিল।

www.pathagar.com

'বেনিডিক্ট আর্নল্ড। সে কুইবেক প্রায়বিজয় করে নিয়েছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওটা দখল করলো না।আমি শুনেছি সে আসছে। নদীর ওপারে ফ্রাংকের ওখানে খবরটা শুনে এসেছে টিপ, তিক্তস্বরে বললেন তিনি।

এবার কথা বললো তাঁর স্ত্রী। 'হনিকল, লোকজন যা ভাবছে বলে তুমি মনে করছো আসলে তারা সেরকম ভাবছে না।'

'তাই নাকি? আমার এখানে তো কেউই আসছে না। ওয়ার্নার আর পিটারই শুধু মাঝেমধ্যে এসে দেখা দেয়। আর জন রুফ আমার এখানে থাকে বলে তার সাথে সাক্ষাৎ হয়।' তিনি তাঁর কাঁধ পরিবর্তন করলেন। 'কখন আর্নল্ড আসছে?'

'ক্যাপ্টেন ডেমুথ আপনাকে জানাতে বলেছেন, গতরাতে ফার্স্ট নিউইয়র্ক রেজিমেন্ট ক্লকের ওখানে পৌছেছে। তারা আজ সকালে এখানে উপস্থিত হতে পারে,' বললো গিল।

হারকিমারের চোখদুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

'খুব ভালো খবর,' বললেন তিনি। 'শোনো, ম্যারিয়া, জানালাটা খুলে দাও। তারা আসলে যেনো আমি তাদের শব্দ শুনতে পাই।'

তাঁর মন থেকে হতাশার ভাবটা উধাও হলো। কিছুক্ষণের জন্যে শিশুর মতন চঞ্চল হয়ে উঠলেন তিনি। উপত্যকার প্রথম দিনগুলি নিয়ে গিলের সাথে জুড়লেন গল্প। ওরিস্কানির যুদ্ধ, লোকজন এবং যুদ্ধের সময় যা–যা তিনি দেখেছেন সবিস্তারে তার বর্ণনা করলেন। কতো লোক কতোভাবে এই যুদ্ধে ব্যক্তিগত ভূমিকা রেখেছে, সাহস দেখিয়েছে–সেসব তাঁর কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হলো। একটানা ছয়ঘন্টা ধরে ঘোড়ায় চেপে আসবার সময় সাদামাঠা চোখে এসব জায়গা দেখে এসেছে গিল। হারকিমার যখন বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছিলেন জায়গাগুলি ভাসছিলো তার চোখে।

তাঁর কথার মাঝখানেই সেনাবাহিনীর প্রথম শব্দ কানে এলো তাদের। শুরুতে নিথর বাতাসে বাদক–তিতিরের দূরাগত তীক্ষ্ণধ্বনির মতন মনে হচ্ছিলো শব্দটাকে। একটু পরেই হঠাৎ তিনজনই আঁচ করতে পারলো শব্দটা ড্রামের। বাড়ির কোণের দিকের ক্রীতদাসমহল থেকে খালিপায়ের ধুপধাপ আওয়াজ কানে এলো তাদের। একটি বাচ্চা–ছেলে চেঁচাচ্ছিলো নৌকা ঘাটা থেকে।

www.pathagar.com

'আমি তাদের দেখতে পাচ্ছি' বাঁশির মতন তীক্ষ্ম ছিলো স্বরটা। কয়েকটি নিগ্রো ছেলে তার গলার সাথে গলা মিলালো ঃ 'আমি তাদের দেখতে পাচ্ছি! আমি তাদের দেখতে পাচ্ছি!'

কামরাটার ভেতরে তিনজনই তাকালো পরস্পরের দিকে। হঠাৎ ড্রামগুলির শব্দ চাপা পড়ে গেলো তুমুল হৈ-চৈ এবং হল্লাচিৎকারের জন্যে। জানালাটার দিকে পা বাড়ালো মিসেস হারকিমার।

'না', ম্যারিয়া বললেন জেনারেল। ওদের বাধা দিয়োনা। ওরা হৈহল্লা করুক। ওদের মতোই ইচ্ছা করছে আমার লাফঝাঁপ দিতে, আনন্দ প্রকাশ করতে,' ঠোঁট থেকে সাবধানে পাইপটা নামিয়ে রাখলেন তিনি। 'কিন্তু আমি তো তাদের দেখতে পাচ্ছি না।।'

ম্যারিয়া হারকিমারের চোখদুটি অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। গিলের পানে তাকালো মহিলা। 'আমরা তার বিছানাটা জানালার কাছে টেনে নিয়ে যেতে পারি না? কী মনে করো তুমি?'

'না,' বললেন হারকিমার। 'কাজের লোকদের ডাকো তুমি। ট্রিপ, জোসেফ-ওরাই তো আছে। মার্টিনের হাতটা ভালো নয়।'

মিসেস হারকিমারের নীরব মিনতি সহজেই আঁচ করতে পারলো গিল। কামরাটায় অন্যকারো উপস্থিতি এইসময় অসহনীয় ছিলো তাঁর কাছে। 'নিশ্চয় আমরা তাঁকে টেনে নিয়ে যেতে পারবো', বললো গিল। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে তারা দুজন হারকিমারের খাটটা টেনে নিয়ে গেলো জানালার পাশে। গিল তার আহত হাতটাকে কাজে লাগালো। আর শীর্ণ শরীর নিয়েও ম্যারিয়া হারকিমার সাহায্য করলো তাকে। খাটটা টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে দেহটাকে উঁচিয়ে রেখেছিলেন হারকিমার।

নদীর ওপার থেকে এখন উচ্চনাদে ঝংকার তুলছিলো ড্রামগুলি। তার ধুমধড়াক্কায় তলিয়ে গেলো ছেলেদের শানানো গলার চিৎকার। 'এটা একটা বাজনার তাল,' বললেন হারকিমার। ড্রামের পিঠে দুইচাটির শব্দের সংগে সুরের ঝংকারটা থেমে থেমে ধ্বনিত হতেই কাঁপন জাগালো গিলের শিরদাঁড়ায়। এই ড্রামগুলির বাজনা মিলিশিয়াদের ড্রামের দ্রুততালের ঝনঝন শব্দের মতো ছিলো না। প্রতিটি চাটির মাঝখানে স্পন্দন তুলে তিন তিনবার ঝংকার তুললো বাজনার সুরটা। সাহসে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো গিল। একটু পরেই প্রচণ্ড আওয়াজে ড্রামগুলি 'রোজলিন ক্যাস্ল' সুরের উদ্বোধনী তালটি বাজাতে শুরু করলো।

www.pathagar.com

তালটি ঝংকৃত হতেই নিগ্রোদের গলা থেকে বেরুলো দীর্ঘশ্বাস। হারকিমারের হাতের আঙুলগুলি কম্বলের ভেতর শিহরণ জাগাতে শুরু করলো। 'বাঁশির সুর এটা,' হঠাৎ বলে উঠলেন তিনি। 'শোনো! এর নামই সেনাবাহিনী।'

একটা স্নিগ্ধশীতল বায়ুপ্রবাহের মতো নদীর বুকের ওপর দিয়ে ড্রামের বাজনার তালে তালে সঞ্চারিত হতে লাগলো সামরিক বাঁশিগুলির একটানা সুরলহরি। বাজনাটা ঘনিয়ে এলো রুক্ষ সবুজ পাহাড়টার কাছে। একটু পরেই কিংসরোডের ওপর দিয়ে মার্চ করে এগিয়ে যেতে দেখা গেলো সেনাদলটিকে।

রাস্তার রেলিংয়ের ওপর দিয়ে একটি গাঢ় নীল পাহাড়ি ঝরনাধারার মতো দেখা যাচ্ছিলো তাদের ইউনিফরমের সারিটাকে। তাদের কাঁধের নোয়ানো রাইফেলগুলি থেকে ঠিকরে পড়ছিলো ইস্পাত এবং কাঠের ঝকমকে আলো। মাথার ঝুঁটিওয়ালা টুপিগুলিও ছিলো দেখবার মতন। দীর্ঘপদক্ষেপ তুলে অগ্রসর হচ্ছিলো তারা। পিঠের সংগে কম্বল বাঁধা থাকায় সামনের দিকে মুখ তুলে একটু ঝুঁকে হাঁটছিলো সবাই। রাস্তার খোলা মোড়টায় এসে পৌছলে দুশ পঞ্চাশজন জোয়ানকে দেখা গেলো ড্রামবাদকদের সারির পেছনে। আস্তে আস্তে তারা অতিক্রম করলো জলপ্রপাতের পশ্চিমের প্রকান্ড বাঁকটা। একজায়গায় এসে থামলো দলটা। মালটানা গাড়িগুলি একই গতিতে চলতে লাগলো সামনের দিকে। গাড়োয়ানেরা তাদের ঘোড়াগুলি বাগে রাখবার জন্যে তৎপর হলো। আরেকবার যাত্রাবিরতি ঘটায় দুটি হাল্কা কামান গোত্তা খেলো কামানবাহী শকটের ওপর। এই শকটগুলির পেছনে ছিলো একদল ঘোড় সওয়ার অফিসার। তাদের ঘোড়াগুলি ধূলাওড়ানো রাস্তার কিনার দিয়ে মাথা নুইয়ে মন্তরতালে অগ্রসর হচ্ছিলো। এর পেছনে ছিলো পশ্চাৎরক্ষীদল। সংখ্যায় তারা ছিলো পঞ্চাশ।

এরমধ্যেই নদী তীরের উইলো ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলো ড্রামগুলি। কিন্তু তখনো পেছনে প্রতিধ্বনি তুলছিলো বাঁশির সুরের মূর্ছনা। এই শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরেও গিলের মনে হলো যেনো তার কানের কাছে বাজছে বাঁশি। হারকিমারের কথা শুনে হঠাৎ সে ঘাড় ফেরালো।

'শুনছো! এরা হলো একটা গোমপানি। আহা তারা যদি যুদ্ধের সময় আমার সাহায্যে কেবল এরকম একটা 'গোমপানি' পাঠাতো।' তাঁর মুখের ভাবের কোনো পরিবর্তন হলো না। তাঁর স্ত্রীর নিঃশব্দ কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলেন না তিনি।

www.pathagar.com

হারকিমারের বিছানাটা আগের জায়গায় সরিয়ে নিতে সাহায্য করলো গিল। এরপরেই সে বাড়ি ফেরার জন্যে পা বাড়ালো। জেনারেল কথা বলতে পারছিলেন না বলে আসবার সময় সে তাঁকে বিদায় জানালো না। কিন্তু ম্যারিয়া হারকিমার হলঘর পর্যন্ত এসে এগিয়ে দিলো তাকে। 'ট্রিপ তোমার সাথে যাচ্ছে, মিঃ মার্টিন। প্রভু তোমার মংগল করুন।' দুইহাত বাড়িয়ে গিলের মুখখানা কাছে টেনে নিলো ম্যারিয়া এবং চুমু খেলো।

বাড়ির বাইরে এসে নিগ্রো পরিচারকটিকে খুঁজতে লাগলো গিল। একজন অফিসারকে সাথে নিয়ে তাকে ফেরিঘাট থেকে আসতে দেখে অবাক হলো সে। লোকটিকে এইমাত্র নদী পার করে নিয়ে এলো ট্রিপ। লোকটির গায়ে নীল রেজিমেন্টাল ইউনিফরম। হাতে ছিলো একটি ব্যাগ। মুখে অল্পবয়েসের ছাপ। গিলকে দেখেই সে জিজ্ঞেস করলো ঃ 'এটা কি হারকিমার হাউস?'

মাথা নেড়ে সায় দিলো গিল। ঠিক সেইমুহূর্তেই আবার হলঘরে এসে দাঁড়ালো ম্যারিয়া।

'আমি ম্যারিয়া হারকিমার, স্যার।'

'জেনারেল আর্নল্ডের পক্ষ থেকে অভিবাদন গ্রহণ করুন। জেনারেল হারকিমারের সাথে দেখা করবার জন্যে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বলেছেন, আমি যদি তাঁর কোনো সাহায্যে আসতে পারি।' অফিসারটি টুপি খুলে অভিবাদন জানালো। 'আমার নাম রবার্ট জনসন, ম্যাডাম। নিউইয়র্ক লাইনের ফার্স্ট রেজিমেন্টের একজন সার্জন।'

কাপড়চোপড় নিয়ে আসবার জন্যে বাড়ির ভেতরে গিয়েছিলো ট্রিপ। তার জন্যে অপেক্ষা করবার সময় ওদের দুজনের কথাবার্তা শুনতে পেলো গিল।

'ভেতরে এসো, ডাক্তার। হ্যাঁ। আমার পাটা পরীক্ষা করে দেখতে পারো তুমি, বললেন হারকিমার।

এরপর কিছুক্ষণ নীরবতা।

'আর্নল্ড কি অনেক পেছনে আছে?'

'আজ রাতের মধ্যেই তিনি এসে পৌছতে পারেন, স্যার। তিনি সাংঘাতিক ব্যস্ততার মধ্যে রয়েছেন।'

'তোমাকে এখানে পাঠিয়ে আমার প্রতি সত্যি সে সহৃদয়তা দেখিয়েছে।'

www.pathagar.com

'তিনি আপনার প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল। বলেছেন, যুদ্ধে আপনার মতো ব্যক্তি সহজে পরাজিত হতে পারে না। আরো বলেছেন, ওই যুদ্ধটা নিশ্চয় একটা যুদ্ধের মতোই হয়েছিলো।'

আবেগে জড়িয়ে এসেছিলো হারকিমারের গলা।

'হ্যাঁ, ওখানে আর্নলন্ডের যাওয়া উচিত ছিলো।'

আবার একটু নীরবতা। ডাক্তার তার তরুণসুলভ কণ্ঠে বললোঃ 'আমি বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছি।'

'তুমি মনে করছো আমার পা'টা কেটে ফেলা উচিত, তাই না? প্রেট্রি বলছিলো, ওটা আমি রেখে দিতে পারি। কিন্তু অসুস্থ থাকায় সে আমাকে দেখতে আসতে পারছে না।'

'কেটে ফেলবার কথা বলছেন? বিধাতার দোহাই, স্যার, একসপ্তাহ আগেই ওটা আপনার কেটে ফেলা উচিত ছিলো। যে-কোনো বিবেচনাতেই তা করা ঠিক ছিলো। কিন্তু এই গ্রাম্য সার্জনরা মাঝেমধ্যে-'

'পেট্রি কিন্তু একজন ডাকসাইটে গ্রাম্য চিকিৎসক। ঘাবড়ে যেয়ো না, ম্যারিয়া। আমার কথা ভেবে আর লাভ নেই। কিছু রাম আর আমার পাইপটি দাও। বড়ো পাত্রটা ভরে দেবে। জা।'

গিল টের পেলো তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ট্রিপ। তার দিকে বড়ো বড়ো চোখে চাইলো নিগ্রোটি 'ইয়াসাহ্,' বললো সে।

কোনো কথা না বলে সোজা ফেরিঘাটের দিকে হাঁটতে শুরু করলো গিল।

উত্তর-পশ্চিমের কামরাটায় অস্ত্রোপচার হলো হারকিমারের ওপর। টুপিটা হাতে নিয়ে বিদায় অভিবাদন জানালো সার্জনঃ 'আজ রাতেই ডেটনে রিপোর্ট করতে হবে আমায়।'

শান্তদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছিলেন হারকিমার। পাইপের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিলো কামরাটি। নিগ্রো পরিচারিকা ফ্রেইল্‌টি অস্ত্রোপচার টেবিলের রক্তমাখা চাদরখানা সাবধানে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো।' একপাশে বসে অপেক্ষা করছিলো ম্যারিয়া হারকিমার। তার ফ্যাকাশে মুখখানা ফুলে উঠেছিলো। একটু দুলছিলো সে।

'তোমার মংগল হোক, ডাক্তার। জেনারেল আর্নল্ডকে আমার ধন্যবাদ জানাবে।'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

www.pathagar.com

'আমাকে একটা কথা বলো। আচ্ছা, এর আগে কখনো তুমি কারো পা কেটেছিলে?'

সার্জনের মুখখানা লাল হয়ে উঠলো।

'না,স্যার।'

'এতে লজ্জার কিছু নেই। প্রথম কোথাও থেকে তো শুরু করতেই হয়। প্রথম গুলি–করা হরিণটির কথা আমি ভুলিনি।' হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো হারকিমারের মুখ। 'ম্যারিয়া, ওয়ার্নারের ওখানে হয়তো বোলিও থাকতে পারে। কাজের ছেলেদের কাউকে পাঠাও তাকে ডেকে আনতে।' মোমবাতির আলোতে তিনি পাইপটি সরিয়ে রাখলেন একপাশে। রুমটির এককোণে রাখা কাটা–পায়ের ওপর চোখ পড়লো তাঁর।

'মাটিচাপা দেবার জন্যে ওটা জনি রুফকে দাও। কাজটা করতে আনন্দ পাবে ছেলেটা।'

আর কোনো কথা না বলে চোখদুটি বন্ধ করলেন তিনি। দাঁতের কড়মড় ছাড়া তাঁর কোনো শব্দই এরপর কেউ শুনতে পেলো না। একটু বাদেই রুমটির দেয়ালের গায়ে প্রবল ঝাপ্টার মতন বার বার আছড়ে পড়তে লাগলো তাঁর নাকডাকার বাতাস।

তিনি ঘুমে থাকতেই তাঁর কাটা–পা নিয়ে ফলবাগানটির দিকে রওয়ানা দিয়েছিলো দুটি ছেলে। কোন্ জায়গায় পা'টাকে কবর দেয়া উচিত তারা তা ঠিক করতে পারছিলো না। শেষে একটি ছেলে অক্সহার্ট চেরিগাছের তলাটাকে উপযুক্ত স্থান হিসেবে বেছে নেয়ার কথা ভাবলো। কারণ, এই গাছটা ছিলো জেনারেলের খুব প্রিয়। তারা গর্ত খুঁড়ে পুঁতে রাখলো পা–টা।

ওয়ার্নার ডাইজার্টের সরাইখানায় গিয়ে জেনারেলের অঙ্গচ্ছেদের খবরটি দিয়ে এলো নিগ্রো ছেলেদের একজন। তখনো বিভোর ঘুমের মধ্যে ছিলেন হারকিমার। খবরটি পাওয়ার পরই গম্ভীর হয়ে উঠলো জো বোলিও। যীশু! কী কারণে তারা এটা করলো? ঘরের এককোণ থেকে রাইফেলটা তুলে নিয়ে নিগ্রো ছেলেটির সাথে হাঁটা দিলো সে। তাকে টলতে দেখা গেলো। তখন অন্ধকার প্রায় ঘনিয়ে আসছিলো।

উত্তরপশ্চিম কামরাটায় কোনো আলো ছিলো না। অন্ধকারেই ঘুমিয়েছিলেন হারকিমার। ম্যারিয়াও ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলো চুল্লির পাশে রাখা চেয়ারটায়। গায়ের ওপর জো বোলিওর হাত পড়তেই ঘুম ভাংলো তাঁর।

'আমি জো।'

www.pathagar.com

'আহ্, জো! ঘুমভাঙ্গা গলায় ফিসফিসিয়ে বললো ম্যারিয়া।

'তার পা'টা সত্যি তারা কেটে ফেলেছে?'

'হ্যাঁ।'

'আমি ভেবেছিলাম নিগারটি মিথ্যে কথা বলছে।'

বোলিওর হাতের ছোঁয়া লাগায় একটু শিহরিত হয়ে উঠেছিলো ম্যারিয়া।

চেয়ার থেকে উঠে আবছা আলোতে হলঘরে গেলো সে এবং একটা মোমবাতি নিয়ে ফিরে এলো। দুজনই তারা বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখলো হারকিমারকে।

'বেচারা হনিকল!' বললো ম্যারিয়া। 'কখনো তাকে কোনো কাজে এরকম তড়িঘড়ি করতে দেখিনি।'

দম নিলো ম্যারিয়া। হারকিমারের সাদাটে মুখে তাঁর নাকটাকে অতিরিক্ত লম্বা বলে মনে হচ্ছিলো। কিন্তু সেদিকে না তাকিয়ে কম্বলটার দিকে আঙুল তুলে ইশারা করছিলো সে।

অবিরলধারায় রক্ত গড়িয়ে পড়ছিলো হারকিমারের পায়ের কাটা–জায়গা থেকে। জো একনজর দেখেই চেঁচামেচি শুরু করলো। সংগে সংগে বেরিয়ে পড়লো সে এবং নিগ্রো চাকরবাকরদের গোটা দলটাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুললো।

'এখুনি ডেটন দুর্গের পথে রওয়ানা হয়ে যাও,' হুকুম করলো জো। পেট্রিকে সাথে করে নিয়ে আসবে। ডাক্তার পেট্রির কথা বলছি, বুঝলে? ঘোড়ায় চড়ে আসতে না পারলে তাকে শালতি নৌকায় করে আনবে। বলবে, সেনাবাহিনীর এক নির্বোধ লোক হনিকলের পা কেটে ফেলেছে। এবং এখনো রক্ত ঝরছে ক্ষতস্থান থেকে।'

বাড়ির ভেতর ফিরে গেলো সে।

'হ্যালো, হনিকল?'

'কে, জো?'

'কথা বলো না,' বললো জো। পায়ের রক্তাক্ত গোড়ালিটায় একখানা তোয়ালে বেঁধে দিতে সাহায্য করলো সে ম্যারিয়াকে। 'ব্যান্ডেজটা খুলে ফেলাই ভালো। কারণ, এতে রক্ত জমে যেতে পারে।'

www.pathagar.com

'আমার তা মনে হয় না,' শান্তকণ্ঠে বললেন হারকিমার। 'আমার পাইপটা নিয়ে এসো ম্যারিয়া। জো'র জন্যেও একটা আনবে। আর আমাদের দুজনার জন্যে বিয়ার আনবে। আমাদের দুজনেরই এই মুহূর্তে বিয়ার দরকার। আমি পিপাসায় খুব কাতর। তোমার কী অবস্থা, জো?'

'হায় আমার যীশু, হনিকল। গত দুইহপ্তা ধরে কিছুই আমি গলায় ঢালিনি।'

গভীর রাত পর্যন্ত তারা দুজন একটানা ধূমপান করলো, বিয়ার টানলো। ফাঁকে ফাঁকে শিকারের পুরনো দিনগুলির স্মৃতিচারণ করলো হনিকল। দুজনই যোগ দিলো এই আলোচনায়। কিন্তু তারা যুদ্ধের কোনো প্রসংগ তুললো না।

'শেলস অন্তরীপে ট্রাউট মাছ শিকারের কথাটা মনে আছে তোমার?'

'নিশ্চয়,' বললো জো। 'নিশ্চয়, হনিকল।'

'আমি বুঝতে পারছি না জো, আজকাল কী হচ্ছে মাছ ধরার এসব জায়গায়?'

হারকিমার শেষে বিভোরে ঘুমিয়ে পড়লে রুম থেকে বেরিয়ে নদীর ধারে গেলো জো। হতাশ হয়ে ঘুরতে লাগলো সে। কিছুই দেখার ছিলো না সেখানে। ভোর হওয়ার আগে ডাক্তার পেট্রিকে নিয়ে আসতে পারলো না তারা। আর রক্ত ঝরাও বন্ধ করা গেলো না।

অস্থিরতা নিয়ে বাড়ির চারপাশে পায়চারি করবার সময় জনি রুফ আর তার সাথের ছেলেটির সাথে দেখা হলো জোর। ওরা দুটি কোদাল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলো ফলের বাগানে। 'তোমরা কী করছো এখানে?' বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলো জো। তারা বললো, হারকিমার মারা যাচ্ছেন বলে তারা শুনেছে। হারকিমারের একখানা পা তারা মাটিচাপা দিয়ে রেখেছিলো। এখন সেটি খুঁড়ে বের করবার কথা তারা চিন্তা করছে। 'বুঝতে পারলে না? জেনারেল মারা গেলে এই পা'টাকেও তাঁর সাথে কবর দিতে হবে।' জো দুজনকেই শাপান্ত করলো। হনিকলের কাছে ম্যারিয়াকে একা রেখে ঘন্টাখানেক ধরে অন্ধকারে হাঁটাহাঁটি করলো সে। স্বামীর অন্তিমকালে স্ত্রীলোকেরা স্বামীর কাছে একা থাকতে চায় এটা জানতো জো।

ভোরবেলা কোনো কথা বললেন না হারকিমার। নদীর ওপার থেকে দেখা করতে এসেছিলো কর্নেল উইলেট। জেনারেল আর্নল্ড উত্তর উপকূল ধরে এগিয়ে যাচ্ছেন,

www.pathagar.com

উইলেটের কাছে এই খবরটি শুনবার পরও তিনি চুপ করে থাকলেন। তাঁকে শুধু একবার চোখ তুলে তাকাতে দেখা গেলো।

সকাল নয়টার দিকে একটু চাঙ্গা হয়ে উঠেই পাইপটা চাইলেন তিনি। একটু একটু ধোঁয়া টানলেন। এই সময় তাঁর বাইবেলটার কথা মনে পড়তেই ওটা চেয়ে নিয়ে আটত্রিশ নম্বর স্তোত্রটির পাতা খুললেন। জোরে জোরে পড়তে শুরু করলেন। একটু পরেই তাঁর স্বর ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগলো। কিন্তু তিনি তা বুঝতে পারলেন না। আস্তে আস্তে ঠোঁট নেড়ে পড়ে যেতে লাগলেন। মাঝেমধ্যে স্বর মিইয়ে পড়ছিলো তাঁর। ভোরের সোনালি রোদ তখন জানলার শার্সিতে। তাঁর ঠোঁটের বিড়বিড় শব্দ শুনে তাঁর স্ত্রী ম্যারিয়া এবং উদ্বিগ্ন কাঠুরে ল্যাংক কান পাতলো জানলার দিকে। তারা শুনতে পেলো তাঁর ঠোঁট থেকে ছিটকেপড়া শেষ কথাগুলি ঃ

'প্রভু, তোমার ক্রোধে তিরস্কার করো না আমায়....'

৮

একজন মেজর জেনারেল

হারকিমারের মৃত্যু বিচলিত করলো জনগণকে। একথা সত্য তিনি ছিলেন একজন ধনাঢ্য ভূস্বামী। নিজের সঞ্চিত বিত্ত দিয়ে তিনি গড়েছিলেন এক বিশাল বাড়ি। স্যার উইলিয়াম জনসনের হলের সাথেই কেবল যার তুলনা চলে। কিন্তু লোকেরা এখন অনুভব করলো, তাদেরই একজন ছিলেন হারকিমার। শান্ত, ধীরস্থির মানুষ ছিলেন তিনি। কারো তোয়াক্কা না করেই নিজের আটপৌরে শার্ট গায়ে চড়িয়ে আসতেন ডিনারে। তাঁর সরলতার কথা ভুলতে পারলো না কেউ। তিনি কেমন করে পাইপ ধরাতেন সেকথা স্মরণ করলো যারা ওরিস্কানি যুদ্ধে তাঁর সাথে ছিলো। তিনি এখন চলে যাওয়ায় এমন কেউ আর রইলো না যার ওপর তারা ভরসা করতে পারে।

তিনদিন পরের কথা। বিশ তারিখ সকাল বেলা একটি ঘোষণাপত্র নিয়ে জার্মান তল্লাটে এলো একদল অফিসার। নিয়মিত সামরিক ফৌজের নীলকোট ছিলো তাদের সবার গায়ে। দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে চেপে গোটা এলাকাটি চুড়ে তারা পড়ে শোনালো নিচের ঘোষণাটিঃ

www.pathagar.com

মোহক নদী অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর মেজর–জেনারেল ও প্রধান সেনাপতি মাননীয় বেনিডিক্ট আর্নল্ড, এস্কোয়ারের পক্ষ থেকেঃ

'গ্রেটবৃটেনের রাজা জর্জের চাকুরিতে নিয়োজিত সেন্ট লেগার নামের একজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল একদল দস্যু, খুনে, বিশ্বাসঘাতক, আমেরিকার পার্বত্য বর্বর জাতি এবং এদের চেয়েও আরো বর্বর কয়েকজন ব্রিটনের (যাদের মধ্যে প্রধান হলো স্যার জন জনসন, জন বাটলার এবং জ্যানিয়েল ক্লস), নেতৃত্ব দিয়ে দিন কয়েক হলো এই রাষ্ট্রের সীমান্তে উপস্থিত হয়েছে—।'

ঘোষণাটিতে যা বলা হলো শুধু তাতেই আলোড়ন সৃষ্টি হলো না স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে। আসলে তাদের মনে বেশি দাগ কাটলো ঘোষণার বাছাই করা শব্দগুলি। আর্নল্ডের দৃঢ়তায় তারা মুগ্ধ হলো। কারণ, তিনি বদমাশদের নাম ধরে বদমাশ বলতে ভয় পাননি। তারা বুঝলো, এই লোকটি মুখে যা বলেন বাস্তবেও তাই করেন। এদিকে প্রতিশ্রুত সাধারণ ক্ষমার সুযোগ নেয়ার জন্যে টোরিদের মধ্যে খুব কম লোকই থাকলো জার্মান ফ্লাটস অঞ্চলে। এ ঘটনাও কম আলোড়িত করলো না স্থানীয় অধিবাসীদের।

মিলিশিয়াদের মধ্যে যারা দ্বিতীয়বার পশ্চিমে যাওয়ার কথা চিন্তা করেনি তারাও আর্নল্ডের বাহিনীর সাথে যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে কথাবার্তা বলতে শুরু করলো। আর্নলন্ডের কানাডা অভিযানের প্রসংগ উঠলো এসব আলোচনায়। মেইনের মধ্য দিয়ে স্থলপথে সৈন্য নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। হাঁটুতে সেই দুর্ভাগ্যজনক বুলেটটি না–লাগলে কুইবেক এবং গোটা কানাডাই তিনি জয় করে ফেলতে পারতেন। হারকিমারের মতো হাঁটুটাই তাঁর জখম হয়েছিলো। এ যেনো এক আশ্চর্যরকমের কাকতালীয় ঘটনা। সেন্ট লেগারের শিবিরের বিরুদ্ধে বিজয় অভিযানে শরিক হওয়ার জন্যে সর্বস্তরের সকল সক্ষম ব্যক্তির প্রতি তাঁর উদাত্ত আহবানের কথা কান পেতে শুনেছে তারা। মিলিশিয়া কিংবা মিলিশিয়ার দায়িত্ব থেকে যারা অব্যাহতি পেয়েছে কাউকেই তিনি বাদ দেননি তাঁর বাহিনীতে যোগদানের আমন্ত্রণ থেকে। কিন্তু তিনি কী করছেন তা দেখবার জন্যে লোকজন অপেক্ষা করতে লাগলো।

এর মধ্যে অনেক কিছুই তিনি করলেন। জার্মান ফ্লাটস অঞ্চলের, সবক'টি দুর্গ দেখলেন ঘুরেফিরে। সবখানে বক্তৃতা দিলেন তাঁর অভিযান সম্পর্কে। লোকজন যাতে তাদের গমফসলের যত্ন নেয় সেবিষয়েও আবেদন রাখলেন সবার কাছে। বললেনঃ

www.pathagar.com

'এই উপত্যকাকে কেবল তোমাদের খাদ্য যোগালেই চলবে না। জেনারেল ওয়াশিংটনের সেনাবাহিনীর জন্যেও আহার যোগাতে হবে। এর জন্যে সেনাবাহিনী তোমাদের দেবে উচ্চমূল্য। এই মুহূর্তে সাতশিলিং দামে কেনা হচ্ছে অপেষাগম।'

মনোয়োগ দিয়ে তারা শুনলো জেনারেল আর্নল্ডের কথাগুলি। তাঁকে দেখলো খুঁটে-খুঁটে। বাজপাখির মতন দেখতে তাঁর গড়ন। মুখটা কেমন কালচে, ঠোঁট মোটা, দুই গোলাকার চোখের দৃষ্টিতে ঔদ্ধত্য। 'এখানে যা তোমরা উৎপাদন করছো তোমাদের পরিবারের চাহিদার তুলনায় তা পর্যাপ্ত। সুতরাং সেনাবাহিনীর রুটির দায়িত্ব তোমাদেরই নিতে হবে। সেন্ট লেগার চায় তোমাদের খাদ্যশস্য এবং সবকিছু লুটে নিতে। স্ট্যানউইক্স দুর্গে ঝুলে থেকে জ্যান্সভূর্ট তার হামলা থেকে রক্ষা করেছে তোমাদের ফসল। আর তাই জ্যান্সভূর্টকে উদ্ধার করবার জন্যে আমরা যাচ্ছি সেখানে।' তাঁর মুখখানা অতিমাত্রায় লাল হয়ে উঠেছিলো। গলার আওয়াজ তাঁর স্বভাবমাফিক নিয়মের বাইরে উঁচুগ্রামে উঠেছিলো। কিন্তু তাদের কাছে ভালো লাগলো উপত্যকার একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে তাঁর দ্রুতপায়ে ছুটে বেড়ানো। গতিবিধি দেখে বোঝা যাচ্ছিলো, জংগলে চলাফেরার ব্যাপারে দক্ষ একজন অরণ্যচারীর মতোই অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। স্পষ্ট উচ্চারণে তিনি আরো বললেনঃ

'শোনো। ভারমন্টের বেনিংটনের কর্নেল স্টার্ক এবং একদল জাঁহাবাজ 'মিনিটম্যান তথা বিপ্লবী মিলিশিয়ার হাতে পাকড়াও হয়েছে পাঁচশ হেসিয়ান অশ্বারোহী সৈন্য। ওদের নাকাল করে ছেড়েছে মিলিশিয়ারা। হেসিয়ানরা কেন ওখানে গিয়েছিলো তা তোমরা বুঝতে পারছো? তার কারণ বারগোইনের শিবিরে খাদ্যঘাটতি দেখা দেয়। জেনারেল স্কুইলার তাকে বোতলে ছিপি আঁটার মতন অবরুদ্ধ করে রাখে। বারগোইনের রেডইন্ডিয়ান ঘাতকদলের সবাই তখন ঘরে ফিরে গিয়েছিলো। কারণ, জেনি ম্যাকরের মতো কোনো মেয়ে আর ওই তল্লাটে ছিলো না ওদের খুনের নেশা মেটানোর জন্যে। বারগোইন এখন চুপচাপ বসে থেকে সেন্ট লেগারের সাহায্যের আশায় দিন গুণছে। আর আমরা এখানে এসেছি তাকে দেখে নেবার জন্যে। সেন্ট লেগারকে উৎখাত করতে পারলে তোমরা বারগোইনকেও খতম করতে পারবে। আমি জানি, তোমাদের সে-ক্ষমতা আছে। তোমরা এর মধ্যে অনেকটাই তাদের কাবু করে ফেলেছো। তোমরা যাতে আরেক দফা এগিয়ে গিয়ে ওদের মার দিতে পারো, সেই

www.pathagar.com

নিয়ে আমি এসেছি তোমাদের সাহায্য করতে। এখান থেকে একযোগে অগ্রসর হলে আমরা অবশ্যই জয়ী হবো এযুদ্ধে।'

পেট্রির ক্ষেতে লার্নেডের গোলন্দাজ বাহিনীর মহড়ার ব্যবস্থা করলেন তিনি। সবক'টি দুর্গ এবং খুঁটির বেড়ার ছাউনি থেকে লোকজন এসে ভিড় করলো যখন কামানগুলি টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো শকটে করে। গোলন্দাজ সৈন্যরা একেকটি কামানের পাশে লাইন বেঁধে দাঁড়ালো এবং নদীর দিকে মুখ করে গোলাবর্ষণ করতে লাগলো। ভয়চকিত দৃষ্টিতে লোকজন দেখলো, ধোঁয়ার স্তম্ভ তুলে নদীর ভাটির দিকে তিনশগজ দূরে গিয়ে পড়ছে বড়ো বড়ো ভারি গোলা। ওরিস্কানি যুদ্ধে এরকম গোলা দিয়েই রেডইন্ডিয়ানদের ঘায়েল করা হয়ে থাকবে বলে তারা ভাবলো। সত্যি, কাজে লাগাবার মতো একটা কামানবহর আছে আর্নল্ডের। বলাবলি করলো সবাই।

'যীশুর দোহাই!' বললো জো বোলিও। 'আমার ইচ্ছা করছে একবার গিয়ে দেখে আসি কামানের গোলাবর্ষণটা। ওরকম একটা গোলা যদি আমি সিলিংগারের ওপর ছুঁড়তে পারতাম নিজের হাতে!' হারকিমারের শোক কাটিয়ে উঠবার পর এই প্রথম কথা বললো জো।

আর্নল্ডের পরের কাজ হলো ওয়ান্টার বাটলারকে সামরিক আদালতে সমর্পণ। এ উদ্দেশ্যে উইলেটকে জজ–এডভোকেট নিয়োগ করা হলো। এধরনের ব্যবস্থা নেয়ায় সবাই বুঝলো, খুব শিগগিরই চূড়ান্ত দন্ডাজ্ঞা ঘোষিত হবে। সর্বস্তরের দর্শকের জন্যে আদালতের দরোজা খোলা থাকায় সবাই গিয়ে দলে দলে ভিড় করলো ডাক্তার পেট্রির স্টোরে। যারা দেরিতে এলো তাদের জনাকীর্ণ আদালত কক্ষের বাইরে ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে মোতায়েন করতে হলো একজন পাহারাদার।

অভিযুক্তদের সারিতে একজন অফিসারের সামনে বাটলারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অদ্ভুতধরনের একটা রোমাঞ্চ অনুভব করলো দর্শকের দল। কেননা, এলোকটাকেই তারা একদিন দেখেছে উপত্যকা চষে বেড়াতে। বাটলারকে কিন্তু কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর পরও উদ্ধত এবং আত্মতৃপ্ত বলে মনে হচ্ছিলো। অবজ্ঞার ভাব ফুটে উঠেছিলো তার চোখেমুখে। আদালতে জেরার সময় আইনজীবীসুলভ স্পষ্ট বাচনভংগিতে আত্মপক্ষ সমর্থন করে সে জানালো, জার্মান সমতলের অধিবাসীদের সাথে আলোচনা করবার উদ্দেশ্যে একটি পতাকা নিয়ে সে এখানে এসেছে। নতুন আইন সম্পর্কে কোনো কিছুই তার জানা নেই। কেবলমাত্র রাজার আইনের বিষয়েই সে ওয়াকিবহাল। কর্নেল

www.pathagar.com

ওয়েস্টনের কাছে নিজের উপস্থিতি সম্পর্কে কোনোকিছু জানানোর প্রয়োজন ছিলো বলে সে মনে করে না। কারণ, কোনো কর্নেল ওয়েস্টন কিংবা ডেটন দুর্গের অন্য কাউকে তার জানবার কথা নয়। তাকে যখন আবার আদালতে হাজির করা হলো এবং মৃত্যুদন্ডের রায় ঘোষণা করা হলো তখনো তার মুখের স্বাভাবিক পান্ডুরতায় কোনো পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়নি। যে-নতুন আইনের প্রতি অবজ্ঞা দেখালো বাটলার সেই আইন দিয়েই তাকে ধরাশায়ী করলো উইলেট এবং আর্নল্ড। ব্যাপারটা চিন্তাক্লিষ্ট করে তুললো সবাইকে।

এরপরে বিচার হলো হন ইয়স্ট স্কুইলারের। ট্রাইয়ন কাউন্টি মিলিশিয়া বাহিনীর দলছুট সদস্য হিসেবে অভিযোগ আনা হয়েছিলো তার বিরুদ্ধে। কিন্তু বিচারে যে-শাস্তি তাকে দেয়া হলো তা বাটলারের সাজার তুলনায় লঘুক্রিয়ার নামান্তর ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। তবে এর থেকে এটাও বোঝা গেলো, জেনারেল আর্নল্ড চাতুর্যের ব্যাপারে খুবই সিদ্ধহস্ত।

সামরিক আদালতে বাটলারের বিচার করার কোনো এখতিয়ারই ছিলো না আর্নল্ডের। গেটস এবং স্কুইলার উভয়ই বন্দীদের আলবানিতে স্থানান্তরের স্পষ্ট নির্দেশ আগেই দিয়েছিলেন। কিন্তু আর্নল্ড এবং উইলেট নানা ছুঁতা দেখিয়ে ব্যাপারটা এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। মিলিশিয়ারা আশানুরূপভাবে আসছে না, সেনাবাহিনীর রসদবাহী শকটবহর ঠিক কোথায় আটকা পড়ে আছে কেউ বলতে পারছে না-ইত্যাকার ওজর দিচ্ছিলেন তাঁরা।

ওই রাতে সেনাবাহিনীর সদর দফতরের তাঁবুতে পাশাপাশি বসে নতুন ফন্দিফিকির খুঁজে বের করবার জন্যে সলাপরামর্শ করছিলেন আর্নল্ড এবং উইলেট। ওপরের হুকুম অমান্য করে বাটলারের মৃত্যুদন্ডাদেশ কার্যকর করার সাহস দেখানো উচিত হবে কিনা সে বিষয়েও আলোচনা হচ্ছিলো দুজনার মধ্যে। ঠিক এ সময়ে গার্ড এসে জানালো, দুজন মেয়েমানুষ এসেছে জেনারেলের সাথে দেখা করতে। মিসেস স্কুইলার এবং তার মেয়ে ন্যান্সি ছিলো এই দুই মহিলা।

এদের সরাসরি আবেদন দুই পুরুষ অফিসারকে স্বাভাবিক কারণেই অভিভূত করলো। মিসেস স্কুইলার তার লজ্জার কথা তুলে সময় নষ্ট না করে মূল প্রসংগ উত্থাপন করতে দেরি করলো না। অফিসাররা যাতে তার সামাজিক অবস্থান আঁচ করতে পারে তার জন্যে শুরুতেই হারকিমারের বোন হিসাবে নিজের পরিচয় তুলে ধরলো মহিলা।

www.pathagar.com

ছেলের পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাবও নিয়ে আসতে দেখা গেলো তাকে। প্রস্তাবের সার কথা হলোঃ আর্নল্ড তাকে মুক্তি দিয়ে সিলিংগারের শিবিরে যেতে দিলে সেখানে গিয়ে সে আমেরিকান বাহিনীর কব্জা থেকে পালিয়ে এসেছে বলে ভান করবে। আর ওখানে একবার যেতে পারলে রেডইন্ডিয়ানদের মধ্যে মরণভয়ও ঢোকাতে পারবে সে। মায়ের মুখ দিয়ে সে আরো জানালো, এনসাইন বাটলারের সাথে আসবার সময় তার চোখে পড়েছে রেডইন্ডিয়ানদের অস্থিরতা। তার বিশ্বাস, রেডইন্ডিয়ানরা আতংকিত হয়ে চলে গেলে একদম ভেঙ্গে পড়বে টোরিরা। আর সিলিংগারও তখন মনোবল হারিয়ে ফেলবে।

শেষের এই কথাগুলি বেশ দাগ কাটলো আর্নল্ড এবং উইলেটের মনে। দুজনকেই প্রস্তাবে রাজি হতে দেখা গেলো। কিন্তু আর্নল্ড নিশ্চিত হওয়ার জন্যে জিজ্ঞেস করলেনঃ 'আপনার ছেলের বিশ্বাসযোগ্যতার পক্ষে কী গ্যারান্টি আপনি আমাদের দিতে পারেন?'

'আমার মেয়েকে সাথে নিয়ে এসেছি,' বললো মিসেস স্কুইলার। 'আপনি তাকে জিম্মি হিসাবে রাখতে পারেন।'

মিসেস স্কুইলারকে খতিয়ে দেখলেন আর্নল্ড এবং পরমুহূর্তেই তাকালেন ন্যান্সির দিকে। ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিলো ন্যান্সিকে। আবেগে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিলো ওর চোখ দুটি। জেনারেলের চোখাচোখি হওয়ার সময় কেমন একটু ফাঁক হলো ওর ঠোঁটজোড়া। হনের পক্ষে সাজাভোগের প্রস্তাবটা ন্যান্সি নিজেই রেখেছিলো মায়ের কাছে। ভাইয়ের কিছু ঘটলে ও মাথা পেতে নেবে যেকোনো রকম সাজা। তার জন্যে প্রস্তুত ছিলো ও। গম্ভীরমুখে হাসলেন আর্নল্ড।

'মিসেস স্কুইলার, আপনি কেমন করে ভাবতে পারলেন একটি মেয়েকে আমি জিম্মি হিসাবে গ্রহণ করতে পারবো? লোকেরা আমার সম্পর্কে কী ভাববে যদি আমি মেয়েটির খালি পিঠে একশ ঘা চাবুক মারার জন্যে হুকুম করি আমার সার্জেন্টকে?'

মিসেস স্কুইলার হাঁপ ছাড়লো।

'আমিও কথাটা ভেবেছিলাম। বেশ, হন ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার ছেলে নিকোলাস আপনাদের হাতে আটক থাকতে রাজি।'

একটু লাল হয়ে উঠেই আবার রক্তশূন্য হলো ন্যান্সির মুখ। ওখানে দাঁড়িয়ে কাঁপছিলো ও। দুই অফিসারের হাসিতেই ছিলো সহানুভূতি। ওর জন্যে স্বাভাবিক ছিলো এটা। ওর সাহসের তারিফ করলেন দুজনই। ন্যান্সির মা বললো ঃ 'স্থির হও, মেয়ে।'

www.pathagar.com

ন্যান্সি কিন্তু নড়লো না এবং কোনো কথাও বললো না।

৯
স্ট্যানউইক্সের সাহায্য

আগস্টের একুশ তারিখে ডেটন দুর্গে এসে জমায়েত হতে লাগলো মিলিশিয়া জোয়ানেরা। কোথায় ক্লক তল্লাট সেখান থেকেও এলো তারা। প্রথম কয়েকটি দলের উপস্থিতির পর জার্মান সমতলের লোকজন আসতে শুরু করলো। সন্ধ্যার মধ্যেই সব মিলিয়ে সংখ্যায় তিনশ হলো তারা। উইলেট এবং স্থানীয় সব মিলিশিয়া অফিসারকে যুদ্ধবিষয়ক আলোচনার জন্যে নিজের তাঁবুতে ডেকে পাঠালো আর্নল্ড।

'ভদ্রমহোদয়গণ, কালই আমরা রওয়ানা দিচ্ছি।'

সবার মুখের ওপর ঘুরছিলো তাঁর দৃষ্টি। যারা ইতস্তত করছিলো তাদের পানে স্থিরচোখে চাইলেন তিনি। পিটার টাইগার্ট বিড়বিড় করে বললো, 'আর একটাদিন সময় পেলে আপনার জন্যে আমার হয়তো আরো একশটা রাইফেল যোগাড় করতে পারতাম।'

আর্নল্ড বললেন ঃ 'এই একদিনে কর্নেল জ্যাঙ্গভুর্ট হয়তো বাধ্য হবে পথ করে নিয়ে স্ট্যানউইক্স দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসতে। আমার মতে এখানকার চাইতে ওখানটাতেই আমরা বেশি কাজে লাগবো। আগামীকালের মধ্যে আরো একশ মিলিশিয়া তোমরা বোধকরি পেয়ে যেতে পারো।' তাঁর চোখ নিবদ্ধ হলো তাদের প্রতি। 'শৌখিন নীতির জন্যেই নষ্ট হলো এই দেশটা। কিন্তু এখুনি সময় কারো-না-কারো সামনে এসে দাঁড়াবার। সময়ের এ-ডাকে সাড়া দিতে যাচ্ছি আমি। ওই মিলিশিয়াদের অবস্থা কেমন? তারা ভালোভাবে সংগঠিত আছে তো?'

ক্যাপ্টেন ডেমুথ শান্তকণ্ঠে বললো ঃ 'তারা অত্যন্ত বিশৃংখল অবস্থার মধ্যে রয়েছে। তাদের বহু অফিসার নিহত কিংবা বন্দী হয়েছে। এদের বেশির ভাগই ছিলো প্রথম দুই কোম্পানির লোক।'

আর্নল্ড মাথা নাড়লেন।

www.pathagar.com

'খুব ভালো কথা। জীবিত অফিসারদের নেতৃত্বে একত্রিত হয়ে এই মিলিশিয়ারা একটি অনিয়মিত ব্রিগেড গড়ে তুলুক এ পরামর্শ দিচ্ছি আমি। সেনাবাহিনীর পশ্চাৎভাগে মোতায়েন করো তাদের। আমাদের মার্চ করতে দেখলে তাদের মনোবল ফিরে আসবে। আগামীকাল বেলা উঠবার পরেপরেই অগ্রসর হয়ে যাবো আমরা।'

তখনো ভোর বেলা। আবহাওয়াটা ছিলো অন্যদিনের তুলনায় বেশ খানিকটা শীতল। চিড়ধরা জায়গাগুলির মাঝখানে কাচের পাতের মতো পড়েছিলো নদীটা। একটা পাতাও নড়ছিলো না গাছের।

সূর্য ওঠার সময়ও বাতাস নিথর হয়ে থাকায় লিটলস্টোন অ্যারাবিয়া দুর্গ থেকে এন্ডরিজ ব্লকহাউস পর্যন্ত গোটা তল্লাট জুড়ে স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যাচ্ছিলো সামরিক ড্রামগুলির বাজনার শব্দ। সেনাদলের এই অভিযানে অংশ নিয়েছিলো গিল মার্টিন। স্কুইলার কোম্পানির যে কজন লোককে একত্র করতে পেরেছিলো সে, তাদের অস্থায়ী সার্জেন্টের দায়িত্বে নিয়োগ করা হলো তাকে। পঁচিশজন মিলিশিয়ার মধ্যে পাওয়া গেলো মাত্র এগারো জনকে। রিঅল নিহত হয়েছে। আহত হয়ে পড়ে আছে উইবার এবং কাস্ট। বাদবাকি এগারো জনের মধ্যে একজন মারা গিয়েছে বলে জানা গেছে। এছাড়া দুজন বন্দী, তিনজন আহত এবং অন্যরা নিখোঁজ।

অন্য কোম্পানিগুলির জীবিতদের অবস্থা ছিলো আরো দুর্ভাগ্যজনক। এদের মধ্যে ছিলো জো বোলিও এবং অ্যাডাম হেলমার। ডেমুথের কোম্পানির সাথে তাদের সংযুক্ত থাকতে বলা হলো। তারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো যখন ডেমুথ ঘোড়ার পিঠ থেকে তাদের গুণে দেখছিলো। 'ভালো কাজ করেছো, মার্টিন' বলেই ঘোড়াটাকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে জেনারেল আর্নল্ডকে রাস্তা ছেড়ে দিলো ডেমুথ।

কিন্তু জেনারেল তাঁর নিজের ঘোড়ার বল্গা চেপেধরে পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

'এটা তোমার কোম্পানি, ক্যাপ্টেন?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'তারা সবাই বুঝি সুস্থ নয়।'

'আমার মনে হয় ভালোরকম সুস্থই আছে তারা,' বললো ক্যাপ্টেন।

www.pathagar.com

হঠাৎ হাসলেন আর্নল্ড।

'প্রভুর দোহাই, তাহলে তাদের সামনে এগিয়ে যেতে বলো। জংগলের পথঘাট জানা আছে তো তাদের ? বেশ। অগ্রবর্তী রক্ষী হিসাবে তারা কাজ করুক তাহলে।' গিলের পানে তাকালেন তিনি। 'আমাদের সামনে সিকিমাইল ব্যবধান রেখে এগিয়ে যেতে থাকবে তোমরা।'

তাঁর কথার ধরনে গর্বিতবোধ করছিলো গিল। 'হ্যাঁ, স্যার।' পরমুহূর্তেই জিজ্ঞেস করলো সেঃ 'এ দিনের মার্চ কতো দূর যাবে, স্যার?'

'আমরা যতোখানি যেতে পারি ঠিক ততো দূরে।' দাঁত বের করে হাসলেন আর্নল্ড। 'তোমরা জংগলটা তন্ন-তন্ন করে দেখে এগিয়ে যেতে পারলে আমার বিশ্বাস আমরা অনেকখানি পথ পাড়ি দিতে পারবো।'

তারা সড়ক ধরে অগ্রসর হলো। তাদের পেছনে বাজছিলো ড্রাম। বাঁশিগুলি ড্রামের তালে তালে বাজতে শুরু করলে মাথার তালুতে খোঁচা খেতে লাগলো তারা। কিছুক্ষণ পরই পড়লো জংগল। শ্যামল নৈঃশব্দ নিয়ে জংগলটা যেনো ছেঁকে ধরলো তাদের। তারা দ্রুতপায়ে এগিয়ে চললো পশ্চিম পানে। গিলের বুকটা কেমন যেনো তোলপাড় শুরু করছিলো। স্কুইলার পার হয়ে যাওয়ার পর জো বোলিও এবং হেলমার কোম্পানির পথপ্রদর্শনের ভার নিলো। জংগলের পথ পেরুবার ব্যাপারে জো বোলিও ছিলো একজন বিশেষজ্ঞ।

'হেলমার আর আমার মতন একটা গেছোজন্তু হতে পারবে না তুমি, মার্টিন। আমরা দুজনই জংগলটা ছেঁকে ফেলতে পারবো। বাদবাকি লোকজন নিয়ে সড়ক ধরে একটু মন্থরগতিতে যাও তুমি। কোনোকিছু নজরে পড়লে তক্ষুণি তোমাকে জানাবো আমরা। নদীর ঘাটে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করো।'

তারা দুজন আলাদা হয়ে সামনের বাঁক ঘুরে জংগলে ঢুকলো। এবং সড়কের দুপাশ দিয়ে দুজন জংগলের ভেতর গিয়ে তল্লাশি চালাতে লাগলো। তাদের হরিণচামড়ার জুতায় ঢাকা পা থেকে কোনো শব্দ বেরুচ্ছিলো না। গিল এবং বাদবাকি সবাই এগিয়ে যেতে লাগলো রাস্তা ধরে।

www.pathagar.com

স্ট্যানউইক্স অভিমুখে প্রথমবারের যাত্রার বেশকিছু চিহ্ন নজরে পড়লো। একটা গোশকট যেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলো তার গভীর দাগ তখনো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো রাস্তার একধারে। একটু দূরেই ছিলো একখানি জীর্ণ কম্বল এবং একটি বেয়োনেট। এর মধ্যেই ঝোপ গজিয়ে উঠে জিনিসগুলোকে আড়াল দিতে শুরু করেছিলো। কম্বলটার একটি ফোকরের ভেতর লতিয়ে উঠছিলো বুনোঘাস। একটি হরিণ ছুটে রাস্তা পার হতে গিয়ে মুছে ফেলেছিলো গাড়ির চাকার দাগ।

দুপুরের বেশ আগেই তারা ডিয়ারফিল্ড পার হলো এবং নদীর দিকে মোড় ঘুরলো। নদীর তীরে কিছুক্ষণ বসে তারা বিশ্রাম নিলো এবং খাওয়া–দাওয়া করলো। খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই নদীর ওপারে জংগলের দিক থেকে চড়াগলার আনন্দধ্বনি শুনতে পেলো গিল। হাত তুলে নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করলো হেলমার। একমুহূর্ত পরেই নদীর চড়ায় নেমে পানি ভেংগে অগ্রসর হলো সে। তার প্রকান্ড সুশ্রী মুখখানার দিকে একনজর তাকাতেই বোঝা গেলো কোনো ভালো সংবাদ আছে তার কাছে।

রাস্তার ওদিকে জ্যাসভুর্টের একদল জোয়ানের সাথে দেখা হয়েছিলো জো'র। তারা বলেছে ঃ 'সিলিংগার লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে,' বললো হেলমার।

'সত্যি,পালিয়েছে?'

'হ্যাঁ, পালিয়েছে তল্পিতল্পা গুটিয়ে। রেডইন্ডিয়ানরা সরে গেছে গতকাল। তাদের সবাই জায়গাটা ছেড়ে গেছে। বাদবাকি লোকজন নিয়ে পাততাড়ি গুটিয়েছে সিলিংগার। যা কিছু ছিলো সব ফেলে রেখে গেছে তারা।' হাসিতে ফেটে পড়ছিলো হেলমার।

অন্য জোয়ানেরাও আচমকা যোগ দিলো তার হাসিতে।

'যীশুর দোহাই!' একজন বৃটিশ ব্রিগেডিয়ার পড়ি কি মরি করে উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া হাঁকিয়ে রেডইন্ডিয়ান তল্লাট ধরে পালিয়েছে ওনিডার দিকে। তারা নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছিলো এর সমস্ত নিদর্শন। বিছানাপত্র, তাঁবু, লেখার টেবিল, মদের বাক্স, রান্নার হাঁড়িপাতিল সবকিছুই পড়েছিলো স্তূপাকার হয়ে। একজায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়েছিলো রূপার কাঁটা, তরবারি, জুতার নাল, সামরিক পদমর্যাদার প্রতীক চিহ্নাদি এবং হলফনামাসমূহ। গোটা পরিত্যক্ত শিবিরটা চোখে পড়েছিলো তাদের। 'সবকিছু ছেড়েছুড়ে পালিয়েছে বৃটিশরা,' বলাবলি করলো তারা। তাদের কাছে একটা মহাকৌতুক মনে বলে হচ্ছিলো ব্যাপারটাকে।

www.pathagar.com

মিনিটকয়েক পর একদম চুপ হয়ে গিয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে শুরু করলো সবাই।

'কোথায় তোমরা তাদের দেখতে পেলে?' জিজ্ঞেস করলো গিল।

'নদীর পাড়ে যেখানে হনিকল তাঁবু পেতেছিলেন তার কাছাকাছি জায়গায়।'

'কী করছিলো তারা সেখানে?'

'খাচ্ছিলো,' বললো অ্যাডাম। 'দুপুরের খানা খাচ্ছিলো। জো তাদের দিকে এগিয়ে যেতেই তারা তাকে আমন্ত্রণ জানালো তাদের সাথে বসে খেতে।'

অ্যাডামের কথা মুখে থাকতেই আবার তারা একযোগে ফেটে পড়লো হাসিতে। বাকি পথটুকু তারা এগিয়ে গেলো দ্রুতগতিতে। আর্নল্ড সেনাদল নিয়ে একাই সামনে আগ বাড়িয়ে গেলো। কামানের বহর এবং মালপত্রটানা শকটগুলি নিজস্বগতিতে পেছনে পেছনে চলতে লাগলো। পরের দিন খুব ভোরবেলা মোহক নদী পার হলো সেনাবাহিনী। দুঘন্টা বাদে পানি ভেংগে তারা অতিক্রম করলো ওরিস্কানি নদীর চড়া।

গিল এবং তার ক্ষুদে কোম্পানিটি ছিলো সবার সামনে। মার্চ করে এগিয়ে যাওয়ার সময় এখানকার মাটি, পথঘাট সবই তাদের কাছে পরিচিত মনে হতে লাগলো। তাদের কথাবার্তাও আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেলো। জো বোলিও'র নাকেই প্রথম লেগেছিলো দুর্গন্ধটা। পথের মাঝখানে হঠাৎ থেমে নাক বাড়িয়ে ধরলো সে। অন্যরা ভিড় জমালো তারপেছনে।

'কী ব্যাপার জো?' জিজ্ঞেস করলো গিল।

'নিজেই শুঁকে দ্যাখো, ছোকরা।'

আবার সামনে পা বাড়ালো সে। রাস্তাটা এখন বেশ চেনা-চেনা ঠেকলো। নদীর দুধারে হেমলক অরণ্য। তার ভেতর দিয়ে, নদী পেরিয়ে চলে গেছে সড়ক। যতোই তারা সামনে এগিয়ে যাচ্ছিলো, লাশপচা গন্ধটা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছিলো। গন্ধের জন্যে তারা আর এগুতে পারছিলো না। মনে হচ্ছিলো একটা দেয়াল যেনো পথের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নদীর খাদটার কিনারে আসবার পর চোখে পড়লো কাঠের পুলটা। সবাই একসংগে থামলো ওখানে। হেলমার বলে উঠলোঃ 'গড্! কী হলো তোমাদের? চলো সামনে পা বাড়াই।' সবাই ঢালুতে নামলো এবং কিছুক্ষণ পর চড়াই বেয়ে ওপরে উঠে নদীর তীর ধরে চলতে লাগলো।

www.pathagar.com

জোয়ানদের কয়েকজন উৎসুখ চোখে ডানেবাঁয়ে তাকাতে শুরু করছিলো। কিন্তু গিল একনজর তাকানোর পরই পথের ওপর চোখ রেখে হাঁটতে লাগলো। এরপরও তাকে সাবধানে পা চালাতে হলো। কারণ পথের দুপাশেই ছড়িয়ে ছিটিয়েছিলো মৃতদেহের নাড়ীভুঁড়ি, ছিন্নভিন্ন অংশ। শবভুক শেয়াল, নেকড়ে এবং রেডইণ্ডিয়ান কুকুরগুলি টানা হেঁচড়া করে অমন হাল করেছে সমস্ত লাশেরই। ঘোড়া হোক আর মানুষ হোক, রেডইণ্ডিয়ান কিংবা শ্বেতাংগই হোক সবক'টি মৃতদেহকেই নির্বিশেষে ঘিরে ফেলেছে বুনো ঘাস এবং জংলি উদ্ভিদ। আধা–খোলা কংকালগুলিকে আবর্জনার স্তূপে গজানো তৃণগুল্মের সাদা শেকড়ের মতো দেখতে মনে হচ্ছিলো।

নদীর উঁচ পাড়ের ওপর লাশের সংখ্যা ছিলো কম। বাতাস এখানে হাল্কা থাকায় পরস্পরের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলো তারা। এরপরেই মালভূমি। এখানে আবার বাড়তে শুরু করছিলো লাশের সংখ্যা। নদীর খাদটির বাঁকপর্যন্ত সবটুকু জায়গা ছিলো লাশে লাশে একাকার। একটার সাথে একটা লেগে থাকায় সবক'টি লাশকে নিয়ে এখানে টানাটানি করতে পারেনি শবভুক জন্তুর দল। অনেক মৃতদেহ তাই মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তের ভংগিটি নিয়ে পড়েছিলো। যুদ্ধের কায়দা কসরতের ভংগিও ছিলো কারো কারো মধ্যে। অনেকে মাটি আঁকড়ে ধরে রেখেছিলো দুইহাতে। পচে ফুলে উঠেছিলো হাতগুলি।

সামনে রণাঙ্গনের শেষ মাথাটার দিকে চোখ পড়বার পর জীবিত লোকদের ক্ষুদে দলটি দ্রুতপায়ে হাঁটতে শুরু করলো। একরকম ছুটতে ছুটতেই তারা গিয়ে পৌছলো নদীর খাদের দূরতম প্রান্তে।

ওখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবার সময় অনেক পেছন থেকে তারা শুনতে পেলো মৃতদেহগুলির নৈঃশব্দের মাঝখান দিয়ে মার্চ করে এগিয়ে আসা সেনাদলের পদধ্বনি। তাদের কানে ভেসে আসছিলো লোকের পায়ের আওয়াজ, চাকার ক্যাঁচক্যাঁচ, কামান এবং গোলাবারুদবাহী শকটগুলির হুড়মুড় শব্দ। হঠাৎ ঠেলাধাক্কায় বিশৃংখলা লেগে যাওযায় কিছুক্ষণের জন্যে থমকে গেলো শকটের বহর। এই সময় বিদ্রূপের সুরে জো বোলিওকে বলতে শোনা গেলোঃ 'আমি বুঝতে পারছি না, এত হাঙ্গামাহুজ্জত কেন করছে মিঃ বেনেডিক্ট আর্নল্ড?' এই প্রথম শোনা গেলো একটা কণ্ঠস্বর। তারা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো। এবং ঢোক গিলে ঠোঁট চাটতে লাগলো।

www.pathagar.com

একটু পরেই প্রথম নীল কোটগুলির ছায়া ভাসতে দেখা গেলো সড়কের ওপর। দুই সারিতে আসছিলো সেনাদলটি। তাদের সাদা পাতলুন এবং বোতাম-আঁটা কোটগুলি সুবিন্যস্তভাবে দুলছিলো রুক্ষ মাটির ওপর তাদের ভারি বুটের পদক্ষেপ পড়বার তালে-তালে। সামনে সতর্ক চোখ রেখে, ডানকাঁধে মাস্কেট বন্দুক ঝুলিয়ে মার্চ করছিলো তারা। প্রথম কোম্পানির জোয়ানদের মাথার ওপর দিয়ে ওঠানামা করতে দেখা যাচ্ছিলো বেনেডিক্ট আর্নল্ডের চওড়া কাঁধদুটিকে। গাছের নোয়ানো ডালপাতার ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছিলো তার আরক্ত মুখখানি। এমনভাবে সে ঠোঁট নাড়াতে লাগলো যেনো কথা বলে চলছিলো নিজের সংগে। উন্মাদের চোখের মতন ধক্‌ধক্‌ করে জ্বলছিলো তার চোখদুটি। ডেমুথের পঁচিশ মিলিশিয়ার কোম্পানিটি একটি দেহের মতন একাকার হয়ে মুখ ফেরালো এবং ফের মার্চ করে চলতে লাগলো দুর্গের দিকে।

বেলা তিনটায় মোহক নদীর বিশাল বাঁকের তৃণভূমিতে এসে পৌঁছলো অগ্রগামী সেনাদলগুলি। চৌকোণো দুর্গটাকে ঘাসের বনের ওপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলো আধা-মাইল সামনের দিকে। চারপাশের চারটি দালানের নিচু ছাদ তামাটে রং ছড়িয়ে ঝুলছিলো আকাশের নীল চাঁদোয়ার তলায়। পশ্চিমে হেলে-পড়া সূর্যের আলো ঝলমল করছিলো সেনাদলের দিকে মুখকরা দুর্গের দক্ষিণ দেয়ালের খুঁটির বেড়ার মাথায়। সূর্যের ছায়ার জন্যে আড়াল হয়ে পড়েছিলো নদীবন্দরটি।

কিন্তু ছায়ার ওপরে, উত্তর-পুবের মূল পতাকাদণ্ডের মাথায় উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটায় শোভা পাচ্ছিলো নতুন পতাকা। নীল জমিনের ওপর পতাকার লাল এবং সাদা ডোরা রেখাগুলি এত দূর থেকেও স্পষ্ট আঁচ করতে পারছিলো জোয়ানেরা। বাতাস নিথর থাকায় দোলাতে পারছিলো না পতাকাটিকে।

দুর্গের ফটকের বাইরে মাঠের ওদিকে চলাফেরা করছিলো লোকজন। উত্তরের উচ্চভূমির কোনো পরিত্যক্ত তাঁবু থেকে একটি মালটানা ঘোড়ার গাড়ি হামাগুড়ি দিতে দিতে আসছিলো নদীবন্দরের দিকে। যুদ্ধের কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছিলো না কোথাও।

পা-চালিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো গিল। সামরিক ড্রামগুলির বাজনা গভীর ঝংকার তুলে কাঁপন ধরাচ্ছিলো তার মাথার ওপরকার বাতাসে। রক্ষীদের পাহারা-পথের ওপর একটা লোককে লাফিয়ে উঠতে দেখলো সে। মাঠের লোকগুলি ছুটতে শুরু করলো হুড়মুড় করে। আচমকা থমকে দাঁড়ালো মালটানা গাড়িটা। মাথা তুলে তাকালো ঘোড়াগুলি। লোকজনের চলার গতিকে দ্রুততর করে তুললো ড্রামের

বাজনার তীব্রতা। খুঁটির পাঁচিলগুলির পাশে ভিড় জমতে থাকলো দর্শনার্থীর। বরফের মতন শীতল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলো তাদের। কয়েক মুহূর্ত পরেই টুপি তুলে ধরলো সবাই। দক্ষিণ–পুব কোণের তোপখানা থেকে কমলারংয়ের শিখা উদগার করে গর্জন তুললো চারটি কামান। কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো গোটা দুর্গটি। ড্রামের বাজনা তলিয়ে গেলো কামানের বজ্রনাদে। কিছুক্ষণ পরেই আবার বাতাস কাঁপিয়ে উল্লাসধ্বনি তুললো ড্রামগুলি। সংকেত পাওয়ার পর বংশীবাদকরাও একসংগে দুই গাল স্ফীত করে বোল ফোটালো তাদের বাঁশিতে। উপত্যকার বুক ফুঁড়ে জেগে উঠলো তীব্র–তীক্ষ্ণ ধ্বনি।

এগিয়ে যাওয়ার সময় গিল দেখলো কামানের কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলিটা খুঁটির উঁচু পাঁচিল ছাপিয়ে পতাকা দন্ডটাকেও আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এরপর আস্তে–আস্তে ওটা সরে যেতে থাকলো উত্তরে। ধোঁয়াটা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর আকাশের অনেক উঁচুতে ঝুলতে দেখলো সে পতাকাটাকে। কিন্তু এখন এটি তার মধ্যে সঞ্চার করলো এক আশ্চর্য অনুভূতি। সে বুঝলো, এ তার একান্ত আপন পতাকা। বিজয়ে এবং শান্তিতে চিরকাল উড্ডীন থাকবে এই ঝান্ডাটি তার।

১০
ডাঃ পেট্রির দুই রোগী

দক্ষিণ–পশ্চিম পাহাড়ের মাথায় নিচু হয়ে ঝুলছিলো মধ্য–অক্টোবরের সূর্য। বুড়ো ঘোড়াটাকে দাবড়িয়ে, হারকিমার গির্জার পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরছিলো ডাঃ পেট্রি। প্রায় জনশূন্য দেখাচ্ছিলো দুর্গটাকে। জর্জ উইভারের পরিবার এবং রিঅলরাই শুধু ছিলো এখন দুর্গের বাসিন্দা। এছাড়া ছিলো গ্যারিসনের অবশিষ্ট জনকয়েক রক্ষী। জর্জ উইভার আর ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজনবোধ করছিলো না। কারণ, এমা উইভার তার ছেলে জন এবং রিঅলদের একটি মেয়েকে নিয়ে উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছে। নারীসুলভ ঈর্ষা সবপুরুষের প্রতিই বীতশ্রদ্ধ করে তুলছে তাকে। কারো সান্নিধ্যই আজকাল আর ভালো লাগছিলো না এমার। কথাটা ভাবতে ভাবতে যাচ্ছিলো ডাক্তার। কেমন একটা ক্লান্তি ছেঁকে ধরেছিলো তাকে।

www.pathagar.com

ঘোড়ার গদির পেছনের থলের ভেতর জর্জ বেলের কদাকার মুরগিটা কর্কশস্বরে চেঁচামেচি না-জুড়লে অনায়াসে আরাম করে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে যেতে পারতো ডাক্তার। ঘোড়ার পিঠে ঘুমানোর কায়দাটা আগেই রপ্ত করে নিয়েছিলো পেট্রি। তার কারণ এই বুড়ো ঘোড়াটা চলতো আয়েশি-ঢংয়ে। একটা টেবিল পাতার মতন জায়গা ছিলো তার নেতিয়ে পড়া প্রশস্ত পিঠে। ট্রায়ন কাউন্টির পশ্চিমের আধাতল্লাটের প্রতিটি সড়ক, সেতু, নদীর চড়া এবং পায়েচলা পথ জানা ছিলো জন্তুটার। লোকে বলাবলি করতো, ডাক্তারের প্রতিটি রোগীকে চিনতো তার এই চিমসে বুড়ো ঘোড়া। তাদের কী রোগ হয়েছে এবং কোন্ ধরনের দাওয়াই দিতে হবে সেবিষয়েও নাকি ঘোড়ার জ্ঞান ছিলো টনটনে।

মাথার হ্যাটটা দিয়ে পেছনের থলেটায় জোরে আঘাত করলো ডাক্তার। দেখা গেলো, বারকয়েক পাখা ঝাপ্টানোর পর মুরগিটা আর কোনো সাড়াশব্দ করলো না। হ্যাটটা ফের মাথায় চড়িয়ে চোখ বন্ধ করে ঢুলতে থাকলো ডাক্তার। যাহোক, বাড়িতে ফিরে গিয়ে চুল্লির সামনে আরাম করে চুমুক দেয়া যাবে মদের পেয়ালায়। আর সেইসংগে আগুনের উষ্ণতায় ফুরফুরে করে নেয়া যাবে শরীরটাকে। ঠান্ডায় এখন বরফের মতন প্রায় জমে উঠছিলো তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। টন্‌টন করতে শুরু করেছিলো তার আহত পা-টা। এবারকার ফসলের কথা ভেবে মনটা কিছুটা হাল্কা হলো তার। এখন মওসুমের শেষ ভুট্টা ঘরে তুলছে লোকে। এন্ড্রুজটাউনে সব ফসলই কাটা হয়ে গেছে। পরের সপ্তাহে শস্য মাড়াই-বাছাই করবে সেখানকার কৃষকরা। তারা খবরটা লোকজনের কাছে পৌঁছে দিতে বলেছে ডাক্তারকে।

'তোর নিকুচি করি বজ্জাত মুরগি,' বিরক্ত হয়ে বললো ডাক্তার। ঠোঁট দিয়ে ক্ষীণ স্বরে কাতরধ্বনি তুলছিলো প্রাণীটা। এটাকে নিতে চায়নি ডাক্তার। কারণ, নিজের বাড়ির মোরগ-মুরগির জ্বালাতনেই সে অতিষ্ঠ। কিন্তু জর্জ বেলকে শেষ পর্যন্ত না-করা গেলো না। বেল শপথ করে বলেছে, ওটা নাকি একটা ডিমপাড়া মুরগি। এবং ওটার একটা তাজা ডিম আছে এখন তার মদের ঝোলায়। —যাহোক, লোকের আব্দার তো উপেক্ষা করা যায় না। তাছাড়া, ডাক্তারকে দেয়ার মতন আর কিছুই ছিলো না মানুষটার কাছে। তিরিশ মাইল পথ ঘোড়ার পিঠে চক্কর দিয়ে সম্মানী হিসাবে এই একটি মুরগিই কেবল জুটেছে তার ভাগ্যে। ভোর চারটায় সে বেরিয়েছে। আর এখন এখানটায় সন্ধ্যা পাঁচটা।

www.pathagar.com

লোকজনের বিরুদ্ধে কোনো ক্ষোভ কিংবা অনুযোগ নেই ডাক্তারের। গেলোবার সময়টা খারাপ গেছে তাদের। তবে এবছর ফসলের লক্ষণ অনেক ভালো। গমের দাম তো হু-হু করে বেড়ে চলেছে। এই শীতে পেছনের বেশ কিছু বাকি-বকেয়া আদায় করতে পারবে পেট্রি। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, যুদ্ধ শেষ হয়েছে। কারণ, সেন্ট লেগার এখন দলবল নিয়ে পালিয়েছে কানাডায়। হন ইয়স্ট স্কুইলারের নির্জলা মিথ্যার ফাঁকিতে পড়ে লেজ গোটাতে হয়েছে হাড়বজ্জাত লোকটাকে।

ঘটনার নায়ক বনেছে হন। সে তার আমেরিকান মিত্রপক্ষের কাছে ফিরে আসবে বলে মনে হচ্ছে। স্ট্যানউইক্স দুর্গ এখন সবদিক থেকেই সুরক্ষিত। এর নেতৃত্বে ফিরে এসেছে ধীরস্থির এবং আত্মপ্রত্যয়ী ডাচ্‌ম্যান জ্যান্সভুর্ট। আর সবচেয়ে ভালো খবর হলো তিনসপ্তাহ আগের ফ্রিম্যান্‌স ফার্মের যুদ্ধটা। এখানে বৃটিশ সেনাপতি বারগোইনকে আচ্ছা একটা মার দিয়েছে আমেরিকান সেনাবাহিনী। লোকজন বলাবলি করছে, কুড়িহাজার পর্যন্ত নাকি উঠেছিলো আমেরিকান বাহিনীর জনবল এবং বারগোইন পালানোরও সময় পায়নি। ইংল্যাণ্ডের রাজার কানে খবরটা নিশ্চয় সুখবর ঠেকবে না। বারগোইনকে তারা হাতের নাগালে পেয়েছে এবং যে কোনদিন তাকে শায়েস্তা করবে। তবে এটাও ঠিক, গ্রেটবৃটেন সহজে মাথা নোয়াবে না। এবং আমেরিকার স্বাধীনতাকেও স্বীকার করবে না।......

অনেক কথাই গিজ্‌গিজ্‌ করছিলো ডাক্তারের মাথায়। মুরগিটাও ফের কট্‌ কট্‌ শব্দ করতে শুরু করছিলো। দাঁত বের করে একটু হাসলো ডাক্তার। আর ঘোড়াটা কান খাড়া করে ছুটলো নদীর ঘাটের দিকে। আধঘন্টার মধ্যে তারা পৌছলো বাড়িতে। আহত পা'টাকে টেনে নিচে নামালো ডাক্তার। ঘোড়াটা গদাইলশ্‌করি চালে গিয়ে ঢুকলো গোলাঘরে। ব্যাগটা হাতে নিয়ে ডাক্তার সোজা এলো রান্নাঘরে। এবং উনুনে চড়ানো একটা হাঁড়ির দিকে তাকিয়ে বাড়িয়ে ধরলো নাক।

'ওটা কি?' নিগ্রো মেয়েমানুষটিকে জিজ্ঞেস করলো ডাক্তার।

'খরগোশের মাংস,' বললো সে। শালগম, আপেলের সিরকা আর ছাতুর গুঁড়া মিশিয়ে পাকানো হচ্ছিলো মাংসটা।

'আমার জন্যে একগ্লাস কিংসটন রাম নিয়ে এসো,' বললো ডাক্তার। 'আর এই যে তোমার জন্যে একটা মুরগি।'

www.pathagar.com

নিগ্রো–পরিচারিকাটি মুখ দিয়ে মিষ্টি শব্দ করে থলেটি খুললো সতর্কতার সংগে।

'হ্যাঁগা ডক্, তুমি বুঝি সামলে আনতে পারোনি এটাকে? ক্যামন মড়ার মতন পড়ে আছে, দ্যাখো। মাই লর্ড, বেচারি পক্ষি। মাই লর্ড! একবার দ্যাখোনাগো। আমার রান্নাঘরে এরকম রোগাপটকা জিনিস চালান করবে তুমি। আর চাইবে কিনা ভালো খাবার!' কৃষ্ণকলি হাতে ঘাড় ধরে মুরগিটাকে থলে থেকে টেনে বের করে আনলো সে।

মুচকে হেসে দোকান ঘরের ভেতর ঢুকলো ডাক্তার। এবং হিসাবের খাতাটা খুলে একটা মন্তব্য লিখতে বসলো সরকারের বিরুদ্ধে। সতর্কহাতে নিচের কথাগুলি লিপিবদ্ধ করলো সেঃ

'১৭৭৭। চৌদ্দই অক্টোবর। উরুতে ছুরিকাহত এবং মাথার চামড়া খুলে–নেয়া জর্জ বেলকে দেখলাম। দিনে দুবার মাথার খুলিটা ব্যান্ডেজ করা হচ্ছিলো। আমার একটানা যত্নে ছয় সপ্তাহ ছিলো সে। আজ শেষবারের মতো তাকে পরীক্ষা করে ছেড়ে দিলাম। সম্পূর্ণ সেরে উঠেছে।– চিকিৎসা ব্যয় ধরা হলো ষোলো ডলার।'

দরোজায় হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দ শুনে হকচকিয়ে উঠলো ডাক্তার। বাইরে তখন ঘনিয়ে আসছিলো অন্ধকার। একটা ভীরুহাত মৃদু ধ্বনি তুলছিলো কড়ায়।

'ভেতরে এসো,' বললো ডাক্তার।

দরোজাটা খুলেই আবার দ্রুত বন্ধ হয়ে গেলো। গম্ভীরগলায় ডাক্তার বললো ঃ 'দিনের এ–বেলায় কোনো রোগী দেখি না আমি।'

স্ত্রীলোকটি জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো দোরগোড়ার কাছে। তীক্ষ্ণচোখে তাকে দেখছিলো ডাক্তার। মাথাপর্যন্ত সারাশরীর শাল দিয়ে মুড়ে রেখেছিলো মেয়ে মানুষটি।

'কে তুমি ভূতের মতন চেহারা নিয়ে এসেছো?'

'আমি ন্যান্সি স্কুইলার।' প্রায় দম বন্ধ করে, চাপাকন্ঠে কথা বলছিলো ন্যান্সি। 'আমি জানি, এ–সময় আপনার সাথে দেখা করতে আসা উচিত নয়। কিন্তু রাতের খাবার সেরেই ক্যাপ্টেনকে দুর্গে যেতে হয়েছে। আর তাঁর সাথে একটু হাওয়া খেতে গিয়েছেন কর্তাগিন্নি।'

'বেশ। কিন্তু তাতে তোমার কি, মেয়ে?'

'আমি তাঁদের জানতে দিতে চাই না আমি এখানে এসেছি।'

www.pathagar.com

'ও,' বললো ডাক্তার। এবং কিছুক্ষণ গাঁইগুই করলো। 'আচ্ছা, এবার খুলে বলো ব্যাপারখানা কী?' চড়াগলা ডাক্তারের।

শালের ভেতর ঘামছিলো ন্যান্সি। কিন্তু এবার ডাক্তারের প্রশ্ন শুনে একদম শুকিয়ে গেলো ওর মুখ।

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না,' ঢোক গিলে বললো ও। 'শরীর কেমন দুর্বল লাগছে আমার। কোনো কোনো দিন ভোরবেলা কাজের জন্যে বিছানা ছেড়ে উঠতেও কষ্ট হয়। কিন্তু এর কারণ বুঝতে পারছি না আমি।'

নাক দিয়ে জোরে শব্দ করে চেয়ার ছেড়ে উঠলো ডাক্তার। জানলাগুলির কাছে গিয়ে সবক'টির খড়খড়ি বন্ধ করলো। কড়া টেনে এঁটে দিলো দোকানের দরোজা। এরপর গন্ধকের একটা শলতে নিয়ে রান্নাঘরে গেলো, আগুন ধরালো শলতের মাথায়। ফিরে এসে কাউন্টারের ওপর রাখা বাতিটা জ্বালালো। সরিয়ে রাখলো ভালুকের চর্বির একটা বোতল, শিমবীচির একটা পাত্র, কিছু রেডইন্ডিয়ান পুঁতির মালা এবং খানকয়েক কম্বল।

'আচ্ছা, এবার এটায় উঠে শুয়ে পড়ো,' রুক্ষস্বরে বললো ডাক্তার।

কাঁপুনির জন্যে কাউন্টারে উঠতে কষ্ট হচ্ছিলো ন্যান্সির। গোটা দেহটা ওর খিঁচুনি দিয়ে উঠেছিলো যখন ওকে স্পর্শ করলো পেট্রি।

'হ্যাঁ, সব দেখা হয়ে গেলো,' কাউন্টারের পেছনে রাখা বালতি থেকে পানি নিয়ে হাত ধুতে-ধুতে বললো সে। ততক্ষণে নিচে নেমে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো ন্যান্সি।

'কখন ঘটলো এটা?'

'আগস্ট মাসে,' চাপাগলায় বললো ন্যান্সি?'

'কখন? আমি জিজ্ঞেস করছি।'

'বলতে পারছি না। হনকে যেদিন ওরা গ্রেফতার করলো ঠিক সেদিন তারিখটা কী ছিলো, জানি না।'

'লোকটা ওদেরই কেউ ছিলো, না?'

মাথা নাড়লো ন্যান্সি। চোখের লোমশ ভুরুর ভেতর দিয়ে তীক্ষ্ণচোখে ওকে একপলক দেখে নিলো ডাঃ পেট্রি। বেশ সুন্দরী মনে হচ্ছিলো ওকে। আবার মাঝেমধ্যে

www.pathagar.com

বুদ্ধিমতীও মনে হচ্ছিলো। এই মুহূর্তে উদ্বিগ্নদৃষ্টিতে চিবুক তুলে এবং ঠোঁট চেটে তার দিকে তাকানোর সময় বুদ্ধির দীপ্তি খেলতে দেখা গেলো ওর চোখে।

'বিধাতার দোহাই কেমন করে ডেমুথের বাড়িতে তোমার নাগাল পেলো লোকটা?'

'ওই রাতে আমি গিয়েছিলাম শুমেকারের ওখানে?'

'আমরা যখন ওজায়গায় যাই তুমি তখন ছিলে কোথায়?'

'গোলাঘরেরপেছনে।'

'আমি বাজি ধরতে পারি।'

ন্যান্সি কথাটা খেয়াল করলো না।

'সে ওখান থেকে উঠে চলে গিয়েছিলো। তারা তার পায়ের শব্দ শুনতে পায়নি। কিন্তু তারা আমায় পিছুতাড়া করেছিলো।'

'মাঠের ওপর দিয়ে যাকে তারা তাড়া করেছিলো তাহলে তুমিই সেই লোক? তোমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিলো তারা, না?'

ন্যান্সি মাথা নাড়লো। এবং ডাক্তার শ্বাস টানলো নাক দিয়ে। 'তারা বলছিলো, লোকটা নাকি প্রায় ছফুট লম্বা একটা তাগড়া জোয়ানের মতন দেখতে ছিলো এবং মাথাভরতি ছিলো তার লম্বা কালো চুল। তুমি বোধকরি অন্ধের মতন দিশেহারা হয়ে ছুটছিলে।'

'আমি আতংকিত হয়ে পড়েছিলাম।'

'এই ব্যাপারটা নিয়ে তুমি এখন কী করতে চাও, ন্যান্সি?'

চুপ করে থাকলো ও।

'তুমি চাইছো আমি এর একটা কিনারা করি, কী বলো? বেশ, কোন্ লোক কান্ডটা বাধালো?'

'জুরি ম্যাকলোনিস,' ফিসফিসানো গলায় বললো ও।

ডাক্তার মুখখিস্তি করে উঠলো।

'সেই কালোপানা মিক ছোঁড়াটা, না?'

'হ্যাঁ। আমার সাথে ভালো ব্যবহার করেছে সে,' ন্যান্সি বললো।

www.pathagar.com

'ওরকম করবে বলেই তো মনে হয়। কিন্তু তাকে খুঁজে বের করবার উপায় এই মুহূর্তে আমি দেখছি না। বোধকরি এখন সে ওসউইগোর নায়াগ্রাতে আছে। এ নিয়ে তুমি ঘাঁটাঘাঁটি করতে যেয়ো না। যদি তুমি চাও আমি একবার ক্যাপ্টেন ডেমুথের সাথে দেখা করতে পারি। এটা তো ঠিক তুমি হনকে খুঁজতে ওখানে গিয়েছিলে। আর এই লোকটা তোমাকে একা পেয়ে সুযোগ নিয়েছিলো।' ডাক্তারের স্বরে বিদ্রূপ।

অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছিলো ন্যান্সির দুই চোখ।

'আমি এর জন্যে দায়ী। ওকে দোষ দেবেন না, ডাক্তার। ব্যাপারটা কেমন করে যেনো হঠাৎ ঘটে গেলো।'

'তাকে যদি আমি ধরে আনতে পারি বিয়ে করবে তুমি তাকে?'

'হ্যাঁ, ডাক্তার।'

'বেশ, দেখবো কী করতে পারি আমি। এখন তুমি যাও। আমার একটু বিশ্রামের দরকার। আজ তিরিশ মাইল পথ ঘোড়ার পিঠে চড়ে এসেছি আমি।' ন্যান্সির কাঁধে হাত রাখলো সে এবং ওর সাথে দরোজা পর্যন্ত গেলো।

'কিন্তু ডাক্তার?'

'বলো—..।

'আপনি তো বললেন না আমার পেটে সন্তান এসেছে কিনা?'

'এতোক্ষণ তাহলে কী নিয়ে কথা হলো তোমার সাথে? কী বুঝলে তুমি? .... হ্যাঁ। হ্যাঁ। হ্যাঁ।'

'ধন্যবাদ, ডাক্তার। কখন এটা আসবে?'

'নয় মাস পরে।' ওর মুখের সামনেই আঙুলে গুণে দেখালো পেটি। 'মাসটা হবে মে।'

'এর আগে হবে না?' উৎসুককণ্ঠে বললো ও।

'বলছি তো, না। তোমার মতন একটা মেয়ের ভেতরটা হলো ঠিক একটা ঘড়ির মতো। এবং আমি বলতে পারি সময়টা হবে ঃ মে মাসের তেরো তারিখ রাত সাড়ে বারোটা।'

ন্যান্সিকে বাইরে ঠেলে দিয়ে দড়াম করে দরোজাটা বন্ধ করে দিলো ডাঃ পেটি। চেয়ারে ফিরে গিয়ে ডাকলো তার নিগ্রো পরিচারিকা ক্লোকে। 'ক্লো, ওই রামের গ্লাসটা

www.pathagar.com

নিয়ে এসো। এরপর আরেকটা গ্লাস তৈরি করে রাখবে। আমি ওখানে চাখবো দ্বিতীয় গ্লাসটা।'

'ইয়েস, স্যার,' বললো ক্লো।

দ্রুতপায়ে এসে ডাক্তারের সামনে গ্লাসটা কাঁপাকাঁপা হাতে বাড়িয়ে ধরলো ক্লো। 'কর্তাগিন্নি বলেছে, তোমার রাতের খাবার সাজানো আছে। সময় হলে যেনো খেয়ে নাও তুমি।'

দুনিয়ার তাবৎ ডাক্তারের বুঝি এই একই হাল। বিধাতা মঙ্গল করুন তাদের।

'হ্যাঁ, ক্লো। আমি পয়লা এখানে একটু বসে জিরিয়ে নেবো। তারপর যাবো চুল্লির ধারে। খাওয়ার রুচিটা বাড়াতে চাই আমি।'

'ইয়েস, স্যার।' বিশাল দেহটা টেনে নিয়ে নিঃশব্দে চলে গেলো ক্লো। গ্লাসে চুমুক দিতে লাগলো ডাক্তার। যাওয়ার সময় দরোজাটা লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিলো নিগ্রো মেয়েটি।

আবার কড়া নড়ে উঠলো বাইরে।

'কে?' ডাক্তারের গলায় গর্জন।

সাড়া দিলো একটি মেয়েলি কণ্ঠ। স্বরটা চিনতে পারছিলো না ডাঃ পেট্রি। 'চলে যাও,' চেঁচিয়ে উঠলো সে। পরমুহূর্তেই লজ্জিত হলো। ক্লান্ত নাহলে অমন ধৈর্যচ্যুতি ঘটতো না তার। কারণ, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাকে তো কাজ করেই যেতে হবে।

'একটু অপেক্ষা করো,' চড়াগলায় বললো সে। বাড়ির ভেতরের দরোজাটা বন্ধ করে দিয়ে দ্রুতহাতে খুললো দোকান ঘরের দরোজা।

'আপনাকে বিরক্ত করতে চাই না, ডাক্তার।'

অন্ধকারে মুখ বাড়ালো পেট্রি : 'কে?'

'ম্যাগডেলানা মার্টিন, ডাক্তার।'

হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ডাঃ পেট্রির মুখ। সত্যি, একটি সুন্দরী মেয়ে মার্টিনের বউ। ওই আধাজন্তু আধানির্বোধ মেয়েটির সাথে কথা বলে আনন্দ পাওয়া যাবে, মনে মনে ভাবলো সে। 'ভেতরে এসো, মিসেস মার্টিন। আমার গজরানিতে কিছু মনে করো না তুমি। তোমার নিজের ব্যাপার নিয়ে নিশ্চয় দেখা করতে এসেছো আমার সাথে?'

www.pathagar.com

'হ্যাঁ, ডাক্তার। তবে বেশি সময় নেবো না আমি।'

'বেশ, ভেতরে এসে বসো। কী খাবে তুমি? ডিম, না রাম্? রাম্‌মদ ছোঁওনি কখনো? কোথায় তুমি মানুষ হয়েছো? আমার গ্লাস থেকে একটু চেখে দেখলে পারতে।'

অনুগতের মতো তার হাতের দিকে মুখ বাড়ালো লানা। ওর ঠোঁটের সামনে গ্লাসটা তুলে ধরতে আনন্দবোধ করলো সে। পাখির মতন গ্লাসে চুমুক দিলো ও। আবেগপ্রবণ হয়ে উঠলো ডাক্তার।

'ভালো লাগছে?'

মাথা নাড়লো লানা।

'ক্লো, দুই নম্বর গ্লাসটা নিয়ে এসো।'

'না, আর না, ডাক্তার। ধন্যবাদ।'

'শরীরটা তো বেশ সুস্থ দেখছি তোমার।'

'এখন থেকে শরীর আর ভালো যাবে বলে মনে হয় না। তার জন্যেই তো আপনার সাথে দেখা করতে এলাম।' নিঃসংকোচে ডাক্তারের পানে চাইলো ও।

'আমি গর্ভবতী, ডাক্তার। সেবার যা ঘটেছে তা তো আপনার জানা। এবার আমাকে বিশেষ সাবধান হতে হবে কিনা ভালো করে দেখে বলুন।'

'প্রভু, না। সন্তান ধারণ করবার মতন পুরোপুরি সুস্থ তুমি এখন। অবশ্য যদি ওটা চাও তুমি।'

'হ্যাঁ, আমি চাই।'

'চমৎকার। ভারি খুশি হলাম তোমার কথায়। আমার দুঃখ ছিলো তোমার জন্যে। সন্তান ধারণ করবার মতন ভালো জিনিস আর কিছু হতে পারে না। এটা নারীর স্বাভাবিক ধর্ম, মিসেস মার্টিন। আর তুমি তো একটি সুঠাম স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। কখন বাচ্চা হবে বলে আশা করছো তুমি?'

একটু চিন্তা করলো লানা। মুখে ক্ষীণ লজ্জার আভাস ফুটলো ওর। কিন্তু একইসংঙ্গে হাসি চমকালো ঠোঁটে।

'মে মাসের প্রথম হপ্তার পর কোনো একসময়ে।'

www.pathagar.com

ডাক্তার তার স্বভাবসুলভ নিয়মে কোনোকিছুর দোহাই পাড়লো না। শুধু চোখ দুটি ছানাবড়া করে তাকিয়ে থাকলো ওর দিকে।

তাকে অমন হাঁ করে চাইতে দেখে হাসতে শুরু করলো লানা।

'আমাকে বোধকরি ভূতের মতন দেখাচ্ছে?'

'ও, না। তা হবে কেন।' গলা পরিষ্কার করে নিলো ডাক্তার। 'আমি অবাক হলাম আরেকটি মেয়ের কথা ভেবে। প্রায় একইসময়ে তারও বাচ্চা হতে যাচ্ছে। তোমার আসবার একটু আগেই সে এখানে এসেছিলো। আমি ভাবছি এ–কী হচ্ছে আমার সব রোগীর।' লানার পানে চোখ তুলে চাইলো সে। 'ওই সময়ে তুমি কী থাকবে এ তল্লাটে?'

'হ্যাঁ। গিল বলছিলো, বাচ্চা হওয়ার সময় পর্যন্ত এখানে থাকবে সে। খুব খুশি মনে হচ্ছিলো তাকে।'

ঠোঁট দুটি কাঁপছিলো লানার। 'জানেন ডাক্তার, কী মনে হচ্ছে আমার? মনে হচ্ছে যেনো নতুন জীবন ফিরে পেয়েছি আমি। এবং শুরু করেছি নতুন করে বাঁচতে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' ক্লো করাঘাত করছে দরোজায়। তাকে ভেতরে ডাকলো ডাক্তার। 'মিসেস মার্টিনকে গ্লাসটা দাও। এটা পান করো মেয়ে। উৎসবের জন্যে উত্তম অনুষংগ এটি। ছেলে হোক কিংবা মেয়ে হোক উভয়ের স্বাস্থ্য কামনা করেই পান করছি। একজন গিল আসছে অথবা দ্বিতীয় ম্যাগডেলানা।' হো–হো করে হাসলো সে।

লানাও হাসলো এবং ডাক্তারের সাথে চুমুক দিলো গ্লাসে।

'বাচ্চা হওয়ার পর ডিয়ারফিল্ডে আমাদের ফিরে যাওয়ার কথা বলেছে গিল,' লানার কণ্ঠে উল্লাস। 'বসন্তে যাতে ভুট্টা ফলানো যায় তার জন্যে সময় হাতে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছে সে। উইভাররাও যাবে আমাদের সাথে।'

'ভালো,' বললো ডাক্তার। 'খুব ভালো কথা। আচ্ছা, তোমার স্বামীর শরীর এখন কেমন? আহত হাতটা কষ্ট দিচ্ছে নাতো তাকে?'

'মোটেও না। ওটা এখন সেরে গেছে পুরোপুরি। ক্যাপ্টেন ডেমুথের সাথে দেখা করবার জন্যে দুর্গে এসেছিলো সে। বারগোইনকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তারা হয়তো কথাবার্তা বলে থাকবে। এই সুযোগে আপনার সাথে দেখা করতে এলাম আমি।'

'আমরা হয়তো ওদিককার খবরবার্তা পেয়ে যাবো।'

www.pathagar.com

লানাকে দরোজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসে চেয়ারে বসলো ডাক্তার। চমৎকার মেয়ে ম্যাগডেলানা, মনে মনে ভাবলো সে। বেশ ভালো লাগছিলো এখন তার। এবারকার বসন্তে ব্যস্ত থাকতে হবে তাকে। অনেক ব্যস্ত। হ্যাঁ, এখন রাতের খাওয়াটা সেরে নেয়া দরকার।

ভেতরে ঢুকলো সে এবং কর্তব্যপরায়ণ স্বামী হিসেবে চুমু খেলো স্ত্রীকে। ক্লো তাদের দুজনকে পরিবেশন করলো খাবার। খরগোশের ঝোলটায় চুমুক দিচ্ছিলো সে আরাম করে। ঠিক এসময় এসে হাজির হলো ডেমুথ।

'ডক,' বললো ক্যাপ্টেন। 'প্রপাতের ওখানে এলিসের বাড়িটায় একবার আসতে পারবে তুমি? এক্ষুণি আমার ঘোড়ায় চাপিয়ে পৌছে দেবো আমি তোমায়। কথা দিচ্ছি।'

'কী ব্যাপার, মার্ক?'

'জার্সিফিল্ডে গোলমাল দেখা দিয়েছে। জর্জ মাউন্ট লোকটাকে তো তুমি জানো। সেন্ট লেগার ওরিস্কানিতে থাকতে সে তার বাড়ি ছেড়ে যায়নি। মনে নেই তোমার?'

পেট্রি মাথা নাড়লো এবং গোগ্রাসে গিললো মুখভরতি খাদ্য।

'হ্যাঁ, দিন কয়েক আগে এলিসের ওখানে আমি তাকে দেখেছি। প্যারিসের দোকান থেকে জিনিসপত্র কেনাকাটা করার জন্যে সাথে নিয়ে এসেছিলো তার স্ত্রীকে। এক সপ্তাহের জন্যে নিগ্রো পরিচারকের সাথে দুই ছেলেকে রেখে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলো তারা। কিন্তু ফিরে গিয়ে সে দেখলো, বাড়িটাকে মাটির সংগে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে এবং চামড়া খুলে নেয়া হয়েছে ছেলে দুটির মাথা থেকে। ওদের একজন এখনো জীবিত। নিগ্রো এবং এই ছেলেটিকে উদ্ধার করে সাথে নিয়ে এসেছে মাউন্ট। হারমাদরা নিগ্রোটিকে ছোঁয়নি। ছেলেটির বয়েস কেবল সাত এবং তার বাঁচার ভরসা খুবই কম। মাউন্ট ভাবছে তুমি যদি ছেলেটিকে একবার দেখতে?' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বললো ডেমুথ।

খরগোশের একটুকরা মাংসে কামড় দিতে গিয়ে মুখ থেকে রেখে দিলো পেট্রি। গোল গোল চোখ করে তাকালো মাছের মতন। এরপর মুখ মুছে আস্তে বললো ঃ 'দেখছি, গোলমালটা শেষ হলো না।'

বিতৃষ্ণায় ভরে উঠলো ডেমুথের মুখখানি।

www.pathagar.com

'মাউন্টের সাথে থাকতো দুজন রেডইন্ডিয়ান। ক্যাডেরোস্ এবং হেস। তারাই ঘটিয়েছে কাণ্ডটা। দুজনকেই চিনতে পেরেছিলো নিগ্রোটি। একইদলে ছিলো কয়েকজন শ্বেতাংগ। তারা ছেলে দুটির মাথার চামড়া খুলে নেয়ার সাথে জড়িত ছিলো না। তারা শুধু গুলি করেছিলো প্রথম ছেলেটিকে।'

'তাদের কাউকে চিনতে পেরেছে নিগারটি?'

'সাফরেনিস ক্যাসেলম্যানকে চিনেছে সে। এবং বলেছে, হামলাবাজদের দলপতির নাম নাকি ক্যান্ডওয়েল।'

www.pathagar.com

পাঁচ

পাঁচ জন উলফের ভ্রমণ

১৭৭৭

১

অন্ধকার গহবর

নিউগেট জেলে এক বছরের বেশি ছিলো জন উল্‌ফ। কিন্তু এব্যাপারে তার নিজের কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিলো না। মনে হচ্ছিলো সময়জ্ঞান খুইয়ে বসেছে সে। এমন অনেকদিন গেছে যখন হঠাৎ করে তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলতে পারতো না দিনটা 'আজ' কিংবা 'গতকাল'। দিনগুলি ছিলো তার হিসাবের বাইরে।

কখনো কখনো সপ্তাহের দিনগুলি সে মুখস্থ বলার চেষ্টা করতো এবং একনাগাড়ে আওড়াতে থাকতো 'সোম, মঙ্গল, বুধ' ইত্যাদি। বছরের মাসগুলিও সে একইভাবে আবৃত্তি করে যেতো। কখনো ছড়া কেটে বলতোঃ 'লুসি লকেট, হারালো পকেট।'— মাঝেমধ্যে পাশের বিছানার বন্দীদের ঘুম ভাংগাতো সে। আর বন্দীরা ক্ষেপে গিয়ে ছোটো বড়ো নানান ধরনের পাথরের টুকরা ছুঁড়ে মারতো তার বিছানায় এবং একটানা চেঁচাতে থাকতো। লোকগুলির চিৎকারের শব্দ সত্তরফুট উঁচুতে উঠে ছাদের তলায় বাতাসের পাইপটায় ঘুরপাক খেয়ে জাগিয়ে তুলতো এক বিকটধ্বনি এবং প্রতিধ্বনি। জেলখানার সুড়ঙ্গস্তম্ভের তলা থেকে পাইপটা নাকি পঞ্চাশফুট ওপরে ছিলো। কিন্তু এর একটা অংশ পানিতে ডুবে থাকায় তা সহজে আঁচ করা সম্ভব ছিলো না। ছাদের দিকে পাথরের সংগে লাগানো লোহার ঝাঁঝরি থেকে কিন্তু পাইপটার ব্যবধান ছিলো মাত্র চার ফুট। কাঠকয়লার পাত্রগুলির ধোঁয়ার জন্যে দুপুর ছাড়া অন্য কোনোসময় বোঝাই যেতো না আকাশে কোথায় সূর্য রয়েছে। তবে গ্রীষ্মকালে উত্তর অয়নান্তের কিছুক্ষণ আগে কিংবা পরে সুড়ঙ্গের পানিতে নামলে সূর্যটাকে সোজা দেখা যেতো লোহার ঝাঁঝরিটার ওপরে। ওই সময়টায় সামান্য গরমও অনুভব করা যেতো। জন উলফ্ পানিতে নেমে এই গরমটাই অনুভব করছিলো। এবং তার পরের যে লোকটি পানিতে পা ডুবিয়ে হাঁটছিলো সেও তা অনুভব করলো। কিন্তু উল্‌ফের শরীরে খিচুনি শুরু হওয়ায় সে ডুবে

www.pathagar.com

যেতে পারে বলে ভয় পেলো তারা। এবং সবাই মিলে তাকে ধরে টেনে তুললো পানি থেকে।

কিন্তু লোকগুলি চিৎকার করতে শুরু করলে এবং তার থেকে একনাগাড়ে প্রতিধ্বনি জাগতে থাকলে জন উল্‌ফ কেমন যেনো অসুস্থ হয়ে ওঠে। ওদের একজনের কণ্ঠস্বর আরেকজনের কণ্ঠস্বরকে অনুসরণ করে ওঠানামা করতে থাকে। এবং একসময় প্রতিটি স্বরই আলাদা হয়ে নিজস্ব স্বরের প্রতিধ্বনির রূপ নেয়। আর সেই প্রতিধ্বনি থেকে নতুন প্রতিধ্বনি জন্ম নিয়ে একটানা তোলপাড় তুলতে থাকে বাতাসের বুকে। লোহার মইটার ওপরকার ছাদের দরোজা খুলে নিচের দিকে তাকিয়ে ক্ষেপে গিয়ে কারারক্ষীও চিৎকার জুড়তে থাকে গলা ফাটিয়ে। কিন্তু তারপরও কোলাহল থামে না। প্রতিধ্বনির মাঝখানেই লোকগুলি অদ্ভুতগলায় একযোগে গানের কলি ভাঁজতে শুরু করে। তারা সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়লেও কারাগারের অন্ধকার গহ্বরটায় বাজতে থাকে প্রতিধ্বনির ক্ষান্তহীন তরংগ।

এটা অনেকটা কারাগারের সুড়ংগটার পাথরের দেয়াল বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় চুঁইয়ে পড়া পানির টুপটাপ ধ্বনির মতন। এ ধ্বনিরও কোনো শেষ নেই। বন্দীরা নীরব হয়ে থাকলেও পানির বিন্দু বিন্দু টুপটাপ চলতেই থাকবে। জন উল্‌ফের শয্যার পাশের ডানদিকের দেয়াল থেকে প্রথম শোনা যাবে পানির ফোঁটা পড়বার শব্দ। একটা পড়েই মাঝখানে এক মুহূর্তের বিরতি। তারপর আরেকটি ফোঁটা এবং একটি বিরতি। আস্তে আস্তে এই একটি বিন্দুর নরোম ধ্বনি কিছু দূরের আরো অনেক বিন্দুর ধ্বনির সাথে একত্র হয়ে বাজতে শোনা যাবে। কিছুক্ষণের মধ্যে গহ্বরটার দূরতম দেয়াল থেকে ঝরে পড়া ফোঁটাগুলির শব্দও অভ্যস্ত করে তুলবে কানটাকে। এরপর একসময় ক্রমেই বাড়তে থাকা দূরাগত কোলাহলের মতন গুঞ্জন তুলতে শুরু করবে তাদের মিলিত ধ্বনি। এবং আচমকা ঘন্টার নিয়মিত টুংটাং ধ্বনির মতো বাজতে থাকবে প্রথম দেখা ফোঁটাটি। হাজার চেষ্টা করেও তাকে আর ফিরিয়ে নেয়া যাবে না তার সঠিক ধ্বনিগত ভারসাম্যের মাত্রায়।

মাঝেমধ্যে পানির এ ধরনের একটি ফোঁটার গতি পরিবর্তনের জন্যে খড়ের ভেজা বিছানা থেকে উঠে ঘন্টার পর ঘন্টা পাথরের ফাটলের জায়গাটায় কাজ করতে দেখা যাবে বন্দীদের কাউকে না কাউকে। পানির ফোঁটার শব্দটা যাতে ঠিক মাত্রার মধ্যে থাকে এবং কান ঝালাপালা করতে না পারে তার জন্যেই এই কঠিন শ্রম।

www.pathagar.com

কিন্তু একরাতে বন্দীরা সবাই মিলে যখন গান জুড়লো কারারক্ষীটি সে সমটায় মদ গিলে মাতাল হয়েছিলো। ওদের কোলাহল শুনে কারাগারের ছাদের দরোজাটি খুললো সে এবং তার মাস্কেট বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়লো। পঞ্চাশফুট ওপরে খোলা দরোজার আলোয় তার ক্রুদ্ধ লালমুখটা এবং তাদের দিকে তাক করা মাস্কেটটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো তারা সবাই। তাদের চিৎকারের জন্যে বুলেটের শব্দ শোনা গেলো না। সমস্বরে দুবার চিৎকার দিয়েছিলো তারা। এমনকি, জন উল্‌ফও চেঁচিয়েছিলো সে রাতে। বন্দীদের এই তুমুল হল্লায় মাথা একদম খারাপ হয়ে গিয়েছিলো রক্ষীটির। বারবার সে গুলি ছুঁড়তে লাগলো। শেষে একটি বুলেট তীব্রগতিতে ছিটকে পড়ে বন্দীদের একজনকে ধরাশায়ী করলো। জন উল্‌ফের সাথে এই কারাগারে ঢুকেছিলো গুলি খাওয়া লোকটা। এই লোকই তার স্ত্রীর শ্লীলতাহানির জন্যে পিটিয়েছিলো একজন সৈন্যকে। কিন্তু লোকটা যে মরে পড়ে আছে পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে না ওঠা পর্যন্ত তারা কেউ তা লক্ষ্য করেনি।

লোহার শেকল খোলার জন্যে নিহত বন্দীর লাশটাকে তারা দড়িতে ঝুলিয়ে ছাদের ওপরকার কামারশালায় পাঠালো। এরপর কবর দেয়া হলো তাকে। এদিকে কারাধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন ভিয়েটস্‌ ক্রুদ্ধ হয়ে বন্দীদের দুজনকে বেত্রাঘাত করলো এবং যে বন্দীটি কারারক্ষীদের কাছ থেকে তিনশিলিং ধার নিয়েছিলো তাকে দেড়ঘন্টা যাবত পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখলো। কারারক্ষীকে ক্ষেপিয়ে তুলে গুলি ছুঁড়তে বাধ্য করার জন্যেই এই শাস্তিভোগ করতে হলো বন্দীদের। ঘাতকরক্ষীটাই এদের দেখিয়ে দিয়েছিলো। দুদিন ধরে কোনো বন্দীকেই খেতে দেয়া হলো না। অথচ কারারক্ষী এ দুদিন ভূরি ভোজন করলো। কারণ, এখানকার নিয়ম ছিলো কারাধ্যক্ষকে নিয়মিত জেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ভাতা পেতে হলে কারাগারের জন্যে বরাদ্দ করা গোরুর মাংসের রেশনের পুরোটাই খরচ করতে হবে।

এই ঘটনার পর মৃত লোকটি সম্পর্কে সহজে কেউ ভাবতে চাইতো না। কারাগারের আঙিনায় সমাহিত করা হয়েছিলো লোকটাকে। তার যে কোনো সহবন্দীর মাথা থেকে ষাটফুট ওপরে ছিলো জায়গাটা। ওখানকার মাটির নিচে কোথাও পড়ে থেকে ফুলে ফেঁপে উঠছিলো তার লাশ। কিন্তু তারা ছিলো মাটির আরো অনেক গভীর তলদেশে। তার নিচে নামার অপেক্ষায় থেকে বন্দীদের একজন প্রার্থনার সুরে বললোঃ 'পানির ফোঁটা হয়ে নিচে নেমে এসো তুমি।' ভূগর্ভের অতোখানি নিচে বন্দীদের খড়ের

www.pathagar.com

শয্যাগুলির সমতলে পানির প্রথম ফোঁটাটির এসে পৌছতে কী পরিমাণ সময় লাগবে সেই সূক্ষ্ম হিসেব কষতে বসলো লোকটি। জন উলৃফ তার শয্যার পাশের পাথরটির ওপর মনোযোগ দিয়ে দেখতে শুরু করলো কেমন করে বিলম্বিত লয়ে এসে পড়ছে একটার পর একটা পানির স্বচ্ছ বিন্দু।

বৃটিশ সেনাবাহিনীর অগ্রাভিযানের ব্যাপার নিয়ে প্রায়ই উত্তপ্ত আলোচনা চলতো বন্দীদের মধ্যে। তারা সবাই জানতো অনেকখানি এগিয়ে এসেছে অন্তত একটি সেনাদল। কিন্তু কারারক্ষীর কাছ থেকে কোনো খবরই পেতো না তারা। কেউ এ-বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তাকে কিলচড় মারতো রক্ষী। এতে তারা অনুমান করতো, নিশ্চয়ই ভালোভাবে এগুচ্ছে বৃটিশ বাহিনী। কিন্তু একরাতে কারাধ্যক্ষ স্বয়ং খুলে ধরলো ছাদের দরোজাটা। নিচ থেকে তার উবু হয়ে বসা খালি পাদুটি এবং গায়ের নাইট শার্টটাকে ঝুলতে দেখলো তারা। তাদের দিকে দৃষ্টি তুলে ধরে চেঁচিয়ে সে জিজ্ঞেস করলোঃ 'জেনারেল বারগোইন সম্পর্কে তোমরা কিছু জানতে চাও?' তারা চুপচাপ থেকে পানির ফোঁটাগুলিকে সাড়া দেয়ার সুযোগ দিলো। কিন্তু ক্যাপ্টেন ভিয়েটস থামলো নাঃ 'গোটা সেনাবাহিনী নিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে জেনারেল। সাত হাজার সৈন্য ছিলো তার দলে।' চিৎকার করে বললো ক্যাপ্টেন। 'এবং ভারমন্টের বেনিংটনে উৎখাত হয়েছে হেসিয়ানরা। বেনেডিক্ট আর্নল্ড স্ট্যানউইক্স দুর্গের সীমানা থেকে লেজ গুটিয়ে পালাতে বাধ্য করেছেন সিলিংগারকে। খবরটা কেমন লাগছে তোমাদের, হে?'

অভ্যাস মাফিক তারা একযোগে সুর মিলিয়ে গানের তাল ঠুকতে শুরু করলো। এবং ক্যাপ্টেন বাধ্য হলো দরোজা বন্ধ করতে। সারারাত তারা গান গেয়ে কাটালো। তারা বুঝলো, এই পাতাল বন্দীশালা থেকে তাদের উদ্ধার পাওয়ার সবআশা নিশ্চয়ই এখন সুদূরপরাহত হয়ে পড়বে। এমনকি, আদৌ তারা এখান থেকে বেরুতে পারবে কিনা তাও এখন একটা বিরাট প্রশ্ন। তাদের বেশির ভাগই কোথায় আছে লোকজন জানে না। তারা নিজেরাও সঠিকভাবে নিজেদের খবর রাখে না। তাদের মাথার ওপরে পাথরের যে বিশাল কাঠামোটি আছে কেবল তার সম্পর্কেই তারা সচেতন। তাদের চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে বহুটন ওজনের একেকটা কালো শিলাখণ্ড। একটা আস্ত পাহাড়ের এতখানি গভীর সুড়ংগের তলায় একটা লোককে খুঁজতে যাওয়ার কথা কেউ চিন্তা করতে পারবে না।

www.pathagar.com

জেনারেল বারগোইনকে নিয়ে জল্পনাকল্পনা করে প্রসন্ন মনে পরের একটা সপ্তাহ কাটিয়ে দিলো তারা। জেনারেলকে তাদের সংগে রাখা হলে কেমন হবে সে ব্যাপারে বেশ মাথা ঘামালো সবাই। ভাবলো, সত্যি জেনারেল এখানে আসলে কেমন হবে। তবে জেনারেল বারগোইনের মতন একজন লোককে কখনো এরকম জায়গায় রাখা হয় না। বিশেষ করে তাঁর মতন একজন জেনারেল যিনি যুদ্ধ পরিচালনা করেন, রেডইন্ডিয়ানদের সাথে নিয়ে চলেন, সামরিক ব্যাজ কাঁধে ঝুলিয়ে রাখেন এবং নিজস্ব হুইস্কির ভাঁড়ার সঙ্গে বয়ে নিয়ে বেড়ান। কেবলমাত্র তারাই জঘন্য অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে এই অন্ধকার গহবরে নিক্ষিপ্ত হয় যাদের দেখা যায় গির্জার মঞ্চে দাঁড়িয়ে রাজার পক্ষে প্রচার চালাতে কিংবা প্রকাশ্যে রাজানুগ বলে দাবি করতে, কিংবা নতুন ইয়াংকি বিচারকের কাছে কিছু কড়ি ধারতে কিংবা স্ত্রীকে ধর্ষণ করেছে বলে কোনো সৈন্যকে দুচার ঘা লাগাতে।

২

কাঠের ভেলা

বন্দীদের বেশিরভাগই মনে করলো জন উল্‌ফের মাথা খারাপ হয়েছে। আসলে নিজের ব্যাপারে মোটেও সজাগ ছিলো না উলফ। যাকিছু সে জানতো তোতা পাখির মতন কেবল আওড়ে যেতো। প্রতি সপ্তাহে স্ত্রীর কাছে লেখা চিঠিগুলি সে নিজের মুখে আবৃত্তি করতে থাকতো। কিন্তু চিঠি লেখার ক্ষমতা তার থাকলেও এগুলি ঘুষ দিয়ে বাইরে পাচার করবার মতো সংগতি তার ছিলো না। স্ত্রী ঘরে কি করছে সে তা লিখে জানাতে বলতো তাকে এবং এরপর এই কারাগারে যা–যা ঘটেছে তার সবিস্তার বর্ণনা দিতো সে। বারগোইনের আত্মসমর্পণের খবরটি যেদিন বন্দীদের জানিয়েছিলো ক্যাপ্টেন, তার পরের দিনই সে ঘটনাটার বর্ণনা দিয়ে চিঠি লিখলো তার স্ত্রী এলিকে। কিন্তু এরপর আর কোনো কিছু লিখবার কথা সে ভাবতে পারলো না। এই সময় কাছেই ছিলেন বুড়ো রাজবন্দী মিঃ হেনরি। এই লোকটাই পাতাল কারাগারে প্রথম অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন উল্‌ফকে। তিনি যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন তার অসুবিবধাটা কোথায় সংগে সংগে সে জবাব দিলো ঃ 'আমার স্ত্রী এলিসের কাছে চিঠি লিখছি আমি। কিন্তু তাকে নতুন কিছু লেখার কথা আমার মাথায় আসছে না।'

www.pathagar.com

'তুমি কি তোমার লেখায় আমাদের এই মনোরম বাড়িটার বর্ণনা দিয়েছো?' বললেন হেনরি।

'না,দেইনি।'

'কেন দিলে না।? চারপাশে একবার তাকাও এবং দ্যাখো কী দেখবার আছে এখানে।' হেসে উঠলো বন্দীদের কয়েকজন। কিন্তু এতে কিছু মনে করলো না জন উল্‌ফ। কথাটা সত্যি ভেবে দেখবার মতো। চারপাশে সে তাকাতে শুরু করলো এবং বাতাস চলাচলের পাইপ, বন্দীদের খড়ের বিছানা, বালুর অদ্ভুত ধরনের সৈকত, পানি ইত্যাদির বর্ণনা দিয়ে শেষ করলো চিঠি। 'পানিটা অদ্ভুত লাগছে আমার কাছে,' বললো সে। 'সবক'টি দেয়াল বেয়ে সারাক্ষণ ফোঁটায় ফোঁটায় নিচে গড়িয়ে পড়ছে পানি। কিন্তু কখনো পানি বাড়ছে না এবং কমছেও না।' সে বুঝলো, এমনকিছু সে বলছে যা কেউ নজরে আনেনি।

হঠাৎ আচ্ছন্নতার ভাবটা কাটিয়ে উঠে শরীরটাকে খিঁচাতে শুরু করলো উলফ। ঠান্ডায় এখানে সবাই যেমন ঠকঠকিয়ে কাঁপে, তার এই কাঁপুনিটা সেরকম ছিলো না। আসলে সে কাঁপছিলো উত্তেজনায়। এগিয়ে গিয়ে গভীর দৃষ্টিতে পানির দিকে তাকালো সে।

বললো : 'কেউ তোমরা ওখানে গিয়ে পানি ভাঙ্গার চেষ্টা করেছো?'

'অনেক গভীর পানি ওখানে,' তাদের একজন বললো।

'কেউ সাঁতার কেটে দেখেছো?' জিজ্ঞেস করলো জন উল্‌ফ।

হাসির তুবড়ি ফাটালো তারা। একজন তার পায়ের গোড়ালি এবং হাতের কব্জির সাথে বাঁধা শেকলে ঝনঝন শব্দ তুলে কাছে ঘনিয়ে এসে বললো : 'চল্লিশ পাউন্ড ওজনের এই লোহা নিয়ে একবার চেষ্টা করে দ্যাখো দেখি সাঁতরাতে পারো কিনা?' বন্দীদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাদের মুখের দিকে তাকালো জন উল্‌ফ। পাথরের ধুলায় আর কাঠকয়লার ধোঁয়ায় নোংরা এবং কদাকার দেখাচ্ছিলো তাদের পাংশুটে মুখগুলি। অপরিচ্ছন্ন দাড়িতে ভরতি ছিলো সবক'টি মুখ। সে আঁচ করলো তার নিজের চেহারাটাও নিশ্চয় এরকমই দেখাচ্ছে। এর আগে কখনো তার মুখে দাড়ি গজাতে পারেনি। বরাবর সে নিয়মিত দাড়ি কামাতো। একটু পরেই তার চোখ দুটিতে চতুরতার আভাস ফুটে উঠতে শুরু করলো। অন্যরা যাতে এটা ধরতে না–পারে তার জন্যে

www.pathagar.com

চোখের পাতা বন্ধ করে সে বিছানায় গিয়ে গা এলিয়ে দিলো। লোকগুলি তখনো পরিহাস করছিলো তাকে নিয়ে। ঠিক এসময়েই ছাদের দরোজা খুলে বন্দীদের শরীরচর্চায় যোগ দেয়ার জন্যে কারারক্ষী হাঁক ছাড়লো ঃ 'ওপরে উঠে এসো তোমরা।'

বন্দীদের হুড়াহুড়ি করে মই বেয়ে ওপরে উঠতে দেখলো জন উল্‌ফ। কষ্ট হচ্ছিলো তাদের উঠতে। একহাতে মই এবং অন্যহাতে বালতি ধরে ওঠার সময় লোহার কড়ার সাথে বার বার জড়িয়ে যাচ্ছিলো পায়ের শেকল। ঝনঝন শব্দ হচ্ছিলো শেকল থেকে। কাঠকয়লার পাত্রগুলির ধোঁয়া ঢুকতে শুরু করলো কারারক্ষীর কক্ষে। দরোজার মুখ থেকে সরে দাঁড়ালো রক্ষী। সবাই ওপরে উঠে যাওয়ার পরও বিছানায় পড়ে থাকলো জন উল্‌ফ।

'ওহে, তুমি!' চেঁচিয়ে উঠলো রক্ষী। 'কি নাম তোমার? উল্‌ফ, না?'

জন উল্‌ফ কোনো জবাব দিলো না।

'শিগগির উঠে এসো।'

জীবনে যতো অশ্লীল গালিগালাজ শুনেছিলো জন উল্‌ফ সবই ছুঁড়ে মারলো রক্ষীর উদ্দেশে। হো-হো করে হাসলো রক্ষী। 'ঠিক আছে,' বললো সে। 'নিচেই থাকো। একসপ্তাহ ধরে পড়ে থাকো নিচে।' উল্‌ফ একটা নিরীহ ধরনের লোক, ভাবলো কারারক্ষী। লোকটাকে বেত্রাঘাত করার জন্যে নিচে নামা নিরর্থক। জোরে ধাক্কা দিয়ে ছাদের দরোজার কপাট বন্ধ করলো সে।

জন উল্‌ফ বিছানা থেকে উঠে আস্তে আস্তে সুড়ঙ্গের জলাশয়টার কিনারে গিয়ে পানির দিকে তাকালো। পরমুহূর্তেই সে বন্দীদের খড়ের বিছানাগুলি উল্টেপাল্টে তন্নতন্ন করে খুঁজে পেতে দেখতে শুরু করলো। কয়েকজন বন্দী খড়ের নিচে পাতার জন্যে কাঠের কিছু তক্তা কিনেছিলো রক্ষীর কাছ থেকে। প্রতিফুট তক্তার জন্যে একশিলিং করে দিতে হওয়ায় সে নিজে এগুলি যোগাড় করতে পারেনি। শেকল-বাঁধা পায়ে প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে তক্তাগুলি টেনে বের করে নিয়ে পানিতে রাখলো সে। সবক'টি তক্তাই ভাসতে লাগলো। আরো কয়েকটি জড়ো করে একটার ওপর একটা রাখলো পাশাপাশি। এরপর পানিতে নেমে দুইপা দুদিকে ফাঁক করে তক্তার ওপর চেপে বসতেই তার ভারে সেগুলি ডুবলো। এরপর অনেকগুলি তক্তা খুঁজে এনে তার কম্বলের ছেঁড়া ফালি দিয়ে সবক'টিকে একসংগে বেঁধে একটা ভেলা বানালো এবং পরখ করে দেখলো অনায়াসে এটার ওপর ভাসতে পারা যায়।

www.pathagar.com

ভেলাটার ওপর বসে পায়ের ধাক্কা দিলো সে এবং হাত দিয়ে দাঁড় টেনে এগুতে লাগলো। বেশ সাবধান হলেও লোহার কড়ার ভারের জন্যে হাতের আঘাতে সশব্দে ছলকে উঠছিলো পানি। কাঠকয়লার আলোর চৌহদ্দি পার হয়ে যাওয়াই ছিলো এই মুহূর্তে তার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। মাত্র কিছুদূর গেলেই সে চলে যেতে পারে এর আড়ালে।

পানির সমতলপর্যন্ত ঝোলানো ছিলো বাতাস চলাচলের কয়েকটি চওড়া পাইপ। অনেকক্ষণ পর্যন্ত ভেবেচিন্তে সবচেয়ে দূরের পাইপটার দিকে যাওয়াই ঠিক করলো জন উল্ফ। ওটার ভেতরে ঢুকবার পর তার হাতের পানি ছলকানোর শব্দ ক্ষীণ হয়ে উঠলো। তার পেছনের আলোটা পাইপের নিচু ছাদ আর পানির সমতলের চারদিকে ঝুলে থাকলো কুয়াশার আবছা রেখার মতন। পেছনে ফিরে তাকানোর পর মনে হলো অনেকখানি পথ পেরিয়ে এসেছে সে। পাইপটা বাঁক নেয়ায় সামনে বেশিদূর যেতে পারলো না তার দৃষ্টি। আস্তে আস্তে হাতে দাঁড় টেনে বাঁকটা ঘুরবার সময় হঠাৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো তার চোখ এবং সে বুঝলো পাহাড়ের সংগে ধাক্কা খেয়েছে তার ভেলার সামনের দিকটা। আঘাতটা সামান্য হলেও অল্পের জন্যে হুমড়ি খেয়ে সে নিচে পড়ে যায়নি। হাত দুটি ওপরে তুলে পাহাড়ের দেয়াল চেপে ধরে কোনো মতে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হলো তার পক্ষে। সে বুঝলো, পাইপের সিলিংপর্যন্ত টইটম্বুর হয়ে আছে পানির বন্যায় এবং এখান থেকে সামনের দিকে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। চারদিকে পানির উচ্চতা একইরকম দেখবার পর ভেলাটাকে ঘুরিয়ে নেবার চেষ্টা করলো সে। অন্ধকারে এগুতে না পেরে বাধ্য হয়ে সে পেছনদিকে সরতে লাগলো। কাজটা ছিলো খুবই পীড়াদায়ক। তার হাত এবং পা ঠান্ডায় অবশ হয়ে পড়লো। ব্যথায় টনটন করতে লাগলো পায়ের গোড়ালির ক্ষতস্থান। শেকলের ঘষায় ঘা হয়ে গিয়েছিলো তার দুই পায়ের গোছায়। বালুর পাড়, ধোঁয়াওঠা কাঠকয়লার পাত্র এবং খড়ের ছত্রখান বিছানাগুলি চোখের সামনে আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠার পর হতাশায় আর অবসাদে কাঁদতে শুরু করলো সে। অভ্যাসমাফিক কল্পনায় এলির কাছে চিঠি মুসাবিদা করে গুনগুনিয়ে আবৃত্তি করতে লাগলো।

'ডানদিকের বাঁকটা পানিতে ভরা থাকায় আমি ওদিকে বেরুতে পারছি না। আমাকে এখন বাঁকটা ঘুরে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। হাতে দাঁড়টানা খুবই কঠিন।'

www.pathagar.com

এরপরেই সে ভাবলো আর একটা দিন কিছুতেই অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। এখন তীরে ফিরে যেতে তাকে পঞ্চাশ ফুট জায়গা পার হতে হবে। পরের বাঁকটায় যেতেও লাগবে একই সময়। সুতরাং, কোনো অবস্থাতেই তক্তাগুলির সবক'টি বিছানার তলায় ঠিকমতন গুছিয়ে রাখবার সময় সে পাবে না। অন্যের বিছানাপত্র অগোছালো করবার জন্যে তাকে পানিতে দাঁড় করিয়ে রেখে সাজা দেয়া হবে। এটাই এখানকার নিয়ম। আর কম করে হলেও তার ভেজা কাপড়চোপড় শুকাতে লাগবে দুইসপ্তাহ। হাত দিয়ে দাঁড় টেনে পানির পরের ধারাটায় যাবে বলে ঠিক করলো জন উল্‌ফ।

তার হাতের ছলকানো পানি বাতাসের পাইপটার ওপরদিককার দেয়ালগুলিতে আছাড় খেয়ে পড়লো বলে মনে হলো। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে যখন স্রোতের দ্বিতীয় ধারাটায় গিয়ে প্রবেশ করলো সবশব্দ আবারো ক্ষীণ হতে লাগলো। একঘন্টা সময় নিলো সে একশ ফুটের মতো জায়গা পার হতে। তার ভয় হলো হয়তো লোকগুলি শিগগিরই নিচে নামতে শুরু করবে। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে থাকলো সে। পানির ওপর প্রতিফলিত আলোর শেষরশ্মিটা একসময় তার আড়ালে চলে গেলো। একটা ছোটো বাঁক পড়লো তার সামনে। ওটার চারপাশ ঘুরবার পর থামলো

হঠাৎ সে অনুভব করলো তার শরীর থেকে ঘাম বেরুচ্ছে। গত কয়েক মাসের মধ্যে এই প্রথম ঘাম ঝরলো তার। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে এরকম শ্রমের কাজ করতে হওয়ায় ক্লান্তিবোধ করলেও তার মনের জোর বাড়লো বহুগুণে। সে বুঝলো, শরীর যখন ঘাম ঝরাতে পারছে তখন সব কাজই হবে তাকে দিয়ে।

দুই হাতে জোরে পানি ভেঙ্গে এগুতে লাগলো উল্‌ফ। তার পেছনে এবং সামনে অনেক দূর পর্যন্ত পাহাড়ের প্রাচীর। তার কানে ভেসে এলো মই বেয়ে নামতে থাকা লোকগুলির পায়ে এবং হাতেবাঁধা শেকলের অস্পষ্ট ঝনঝন শব্দ। সে আরো দ্রুত ভেলা নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে লাগলো। চারপাশে এখন গাঢ় অন্ধকার। স্রোতের কিনার ঘেঁষে যাচ্ছিলো উল্‌ফ। পেছন থেকে তার নামের প্রতিধ্বনি শুনতে পেলো সে।'জন উল্‌ফ, জন উল্‌ফ' বলে ডাকছিলো লোকগুলি। তাদের স্বরটাকে দূরাগত ফিসফিসানো শব্দের মতো মনে হচ্ছিলো। পৃথিবী থেকে বিদায়ের মুহূর্তে অন্তিমের যাত্রীকে লোকে যেমন করে অনুচ্চস্বরে ডাকে ঠিক সেরকমই একটা ক্ষীণ গুঞ্জনের মতন তার কানের কাছে ভেসে আসছিলো তাদের গলার আওয়াজ।

www.pathagar.com

ভেলা ভাসিয়ে একটানা দুই হাতে পানি ঠেলে অনেক দূর এগিয়ে গেলো সে। এসময় তার তেমন কোনো বোধশোধ ছিলো না। সে যেনো চলার জন্যেই কেবল চলছিলো। আচমকা পাহাড়ের দেয়ালের একটা কানাচে ধাক্কা খেলো ভেলাটা। সংগে সংগে একপাশে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো সে পানিতে। এর জন্যে মোটেও প্রস্তুত ছিলো না সে। বাঁধন খুলে আলগা হয়ে পড়লো ভেলার সবকটি তক্তা। পানিতে ডুবে যাবে বলে মনে হলো তার। একটু পরেই তলার নাগাল পেয়ে পানির ওপর মাথা ভাসিয়ে দাঁড়ালো সে। অন্ধকারে তার ভেজামুখে লাগলো বাতাসের শীতল ছোঁয়া।

পানি ভেঙ্গে অগ্রসর হতে লাগলো উল্‌ফ। তলার দিকটা বেশ সমতল হলেও ক্রমেই গভীর হতে লাগলো পানি। কোনোরকমে চিবুকটা ভাসিয়ে রাখতে পারলো সে। বাতাসের ছোঁয়াটা আগের মতোই লাগতে থাকায় বোঝা গেলো, ঠিক পথ ধরেই সে চলছে।

স্রোতের টানে ভাসতে ভাসতে তার নাগালের বাইরে চলে গেলো তক্তাগুলি। অন্ধকারে কিছুই সে ঠাওর করতে পারছিলো না। পানিতে দাঁড়িয়েই সে তখন একান্ত মনে কথা বলছিলো এলির সাথে। গলা চড়িয়ে বলছিলো ঃ 'এলি প্রিয়তমা আমার, পানি এখন আমার মুখের ওপর উঠে এসেছে। এটা গভীর হচ্ছে ক্রমেই। কিন্তু স্রোতের এই ধারাটা বরাবর বাতাস আসছে, আমি অনুভব করতে পারছি। এখান থেকে আর পেছনে ফেরা যাবে না। সুতরাং সামনের দিকে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে। এভাবে পানিতে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকার চাইতে বোধকরি ডুবে যাওয়াই ভালো। পানিটা খুব ঠান্ডা না-হলেও আমার শরীর একটু একটু কাঁপছে। এই কষ্টটুকু ছাড়া মোটামুটি ভালোই আছি আমি। আশা করি, তুমিও ভালো আছো।' একটা গভীর শ্বাস ফেলে সামনের দিকে জোরে পা বাড়ালো সে। আস্তে আস্তে পানি সরে গেলো তার চিবুক এবং গলার সীমানা থেকে। বুকের হাড়ে শীতল বাতাসের স্পর্শ অনুভব করলো সে। আরেকবার দম টেনে নিয়ে সামনে পা বাড়াতেই তার কোমরের অর্ধেকটা উঠে এলো পানির ওপরে। খুশিতে চেঁচিয়ে উঠলো সে।

পানিতে আকস্মিক দাপাদাপির জন্যে তার গলার আওয়াজটা ক্ষীণ শোনা গেলো। পায়ের গোড়ালির শেকল শক্ত করে ধরে পা বাড়াতেই হঠাৎ সে হাঁটুপানির নাগাল পেলো। এবং অবাক হয়ে দেখলো, একটা ছোটো পাহাড়ি নদী ধরে এগিয়ে যাচ্ছে সে। ঠান্ডা বাতাস এখন পুরাদমে ছেঁকে ধরেছে তাকে। ছয়গজ এগিয়ে যাওয়ার পর আবার

www.pathagar.com

চেঁচিয়ে উঠলো সে আনন্দে। তার ডানদিকের দেয়ালটার ওপর আলো এসে পড়ছে। ক্ষীণ হলেও এটা সত্যিকারের আলো। দিনের আলো। বাঁদিকের কোনাটা ঘুরতেই পানির ওপরকার ঝলকানিটা চোখে পড়লো তার। এটা এখন খরবেগে একটা ছোটো সুড়ঙ্গের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলছে পাহাড়ের নিচের দিকে। একটা বড়োধরনের কালভার্টের কাছে এসে সুড়ঙ্গটা সংকীর্ণ হয়ে গেছে বলে মনে হলো। হাঁটু ভেংগে ওটা পার হতে হলো তাকে। পানির ভেতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে আরেকটা বাঁক ঘুরতেই সামনে জংগল দেখতে পেলো সে। অক্টোবরের শীতে ধূসর দেখাচ্ছিলো গাছপালাগুলিকে। তার এবং জংগলটার মাঝখানে ছিলো কাঠের একটা পাঁচিল। নাকানি চুবানি খেয়ে এতোখানি পথ পাড়ি দিয়ে আসবার পর এই পাঁচিলটা দেখে দমে গেলো সে। এবং একই সংগে হতচকিত হয়ে পড়লো। মানুষের ভেতরকার চরম শয়তানির এক বিদ্বেষপ্রসূত নিদর্শন বলে মনে হলো তার এ দেয়ালটাকে। মনে হলো একে ঘিরে রয়েছে এক অন্তহীন ঘৃণা এবং দুষ্টবুদ্ধি। যে–বিচারের প্রহসন দেখিয়ে তাকে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো কারাগারের অন্ধকারগুহায়, তার চেয়েও এই পাঁচিলটা তার কাছে নিষ্ঠুর ঠেকলো।

কোনোমতে শরীরটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে পাঁচিলটার নিচের বরগা কাঠটায় হাত রাখলো উল্‌ফ এবং মাথাটা ন্যস্ত করলো দুই হাতের ওপর। শরীরটা আবার কাঁপতে শুরু করলো তার। চোখদুটি বন্ধ করে শরীরটাকে ছেড়ে দিলো সে। তার কাঁপুনির সাথে পাঁচিলটাও কাঁপতে থাকলে চোখ খুলে বুঝবার চেষ্টা করলো ব্যাপারটা। ভালোমতন তাকিয়ে দেখলো বরগার কাঠটা অনেক পুরনো এবং পাঁচিলের মূল কাঠামোর জোড়গুলিও একবারে জীর্ণ হয়ে পড়েছে। একটা পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে পাঁচিলের গায়ে সমস্ত শরীরের ভর রেখে খুব জোরে চাপ দিলো সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আলগা হয়ে গিয়ে খাড়া পাহাড়টার পাশে হুমড়ি খেয়ে পড়লো কাঠের জীর্ণ পাঁচিলটা। সেও তার সাথে বুক চিতিয়ে পড়লো মাটিতে। তার পায়ের শেকলটা শেষবারের মতো ঝনঝন শব্দ তুলে ঝুলতে থাকলো পাহাড়ের ঢালের ওপর। আকাশের নিচে নিস্পন্দ পড়ে থেকে কাঁদতে লাগলো সে।

হিমহিম বাতাসে বৃষ্টি নামলো মুষলধারায়।

www.pathagar.com

৩

হাতুড়ি

জংগলের ভেতর দিয়ে দুইঘন্টায় দেড়মাইল পথ পার হলো জন উলফ। সূর্যাস্তের পরেই পাহাড়ি পথ ধরে একটা তৃণভূমিতে এসে পড়লো সে। পাহাড়ের ঢালুতে নেমে তৃণভূমিটা ছুঁয়েছে একটা উপত্যকা। ওখান থেকে চলে গেছে একটি সড়ক। সড়কটার ধারেই একটি ছোটো বাড়ি। কাছে বাড়িসংলগ্ন একটি গোলাঘর, একটি কাঠের চালা এবং চিমনিওয়ালা একটি দালান। দালানটাকে কামারশালার মতন দেখতে মনে হচ্ছিলো। বাড়ির জানালা গলিয়ে আসা আলোতে আবছা দেখা যাচ্ছিলো ভেজা ইটের রং।

হুল-ফোটানো বৃষ্টির মধ্যেই থমকে দাঁড়ালো জন উল্‌ফ। রান্নাঘরের জানালা থেকে দেখা যাচ্ছিলো ভেতরের জ্বলন্ত আগুনের শিখা। সেদিকে ঘুরঘুর করছিলো উল্‌ফের চোখ। বৃষ্টিতে এবং ঠান্ডায় কাহিল হয়ে পড়েছিলো সে।

একটা লোক বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে গোলাঘরের দিকে গেলো। সেখান থেকে একটা ঘোড়ার লাগাম চেপে ধরে লোকটা রওয়ানা দিলো বাড়ির সামনের দরোজার দিকে। লোকটাকে দেখে জন উল্‌ফ তার ভাগ্যটাকে প্রসন্ন বলে ভাবতে পারলো না। একজন মহিলা শাল মুড়ি দিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই ঘর থেকে বেরুলো এবং দরোজার মাথায় এসে দাঁড়ালো। লোকটা তাকে হাত দিয়ে ধরে ঘোড়ায় ওঠালো এবং এরপর নিজে গিয়ে বসলো তার সামনে। ঘোড়ার পিঠ থেকেই সে একজনকে লক্ষ্য করে হাঁক ছাড়লো। তারা ফিরে না-আসা পর্যন্ত দরোজাটা বন্ধ রাখতে হুকুম দিলো তাকে।

ভেতর থেকে সাড়া দিয়েছিলো একটি নিগ্রোকন্ঠ। ওটা মেয়েমানুষের গলার মতো লাগছিলো উল্‌ফের কাছে। লোকটা বললো তারা দুঘন্টার মধ্যেই ফিরছে। পরমুহূর্তেই ঘোড়ার পিঠে লাথি হাঁকিয়ে সে চলতে শুরু করলো বৃষ্টি মাথায় নিয়ে। লোকটি চলে যাওয়ার পর জন উল্‌ফ পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচে নামতে শুরু করলো। যে-দালানটায় কামারশালা রয়েছে বলে সে ভাবছিলো প্রথমে সেখানটায় গিয়ে দরোজা খুললো সে। আগুনের শিখার আলোতে তার চোখে পড়লো লোহা পেটানোর নেহাই, কয়েকটি হাতুড়ি এবং লোহা সমান করার উখা।

উল্‌ফের মনটা আবেগগ্রস্ত লোকের মতো উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলো। শান্ত থাকবার কোনোরকম চেষ্টা নাকরে একখানা হাতুড়ি তুলে নিয়ে প্রায় সংগে সংগেই সে তার

www.pathagar.com

হাতের কব্জিতে বাঁধা লোহার কড়ার জোড়াগুলির ওপর আঘাত হানতে শুরু করলো। ঠান্ডায় শরীরটা অবশ হয়ে থাকায় হাতুড়ির আঘাত প্রথমদিকে এলোমেলো হয়ে পড়লেও শেষপর্যন্ত শব্দ করে খুলে গেলো লোহার জোড়াগুলি। একমিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে সে দেখলো তার হাতের কব্জিতে লোহার মরচেপড়া দাগ। আস্তে আস্তে হাতটাকে নেড়েচেড়ে মাথার ওপর তুললো সে। তার বাহুটা এখন আকাশের অনেক উঁচুতে উঠে আঘাত হানতে পারবে বলে মনে হলো তার।

অন্যহাতের কড়াটা অনায়াসে খুলে নিয়ে এবার পায়ের গোড়ালির শেকলটার দিকে মনোযোগ দিলো সে। নেহাইয়ের ওপর পা রেখে বাহু তুলে লাগসই মতন শেকলের জোড়ায় হাতুড়ির আঘাত বসানো প্রায়অসম্ভব মনে হলো তার কাছে। শেষে শরীরের সমস্ত শক্তি এককরে নেহাইটাকে কাত করার চেষ্টা করলো সে। প্রচন্ড শব্দে ওটা কাত হয়ে পড়লেও জন উল্‌ফ সেদিকে তেমন একটা খেয়াল করলো না। হঠাৎ বাড়ির ভেতর থেকে নিগ্রো মেয়েটির আর্তচিৎকারের শব্দ কানে ভেসে এলো তার। সংগে সংগে সেও যন্ত্রচালিতের মতো চিবুক তুলে মেয়েটার গলার সাথে সুর মিলিয়ে জুড়ে দিলো চিৎকার। কারাগারের অন্ধকার গহবরে বন্দীদের গলামেলানো সমবেত গানের সুরের প্রতিধ্বনির মতন শোনা যাচ্ছিলো তাদের দুজনের কন্ঠস্বর।

ব্যাপারটা আঁচ করবার পরই সে তার পায়ের গোড়ালিটা নেহাইয়ের ওপর রেখে দুই হাতে জোরে ঘোরালো হাতুড়িটা। শেকলের জোড়াগুলি টুকরা টুকরা হয়ে ভেঙ্গে পড়লো। অন্যপায়ের শেকলটা সে বিচ্ছিন্ন করলো হাতুড়ির প্রথম আঘাতেই।

নিগ্রো মেয়েটির চিৎকার তখনো শোনা যাচ্ছিলো বাড়ির ভেতর থেকে। সেদিকে কান পেতে রেখে মাথাটা একটু তুললো জন উল্‌ফ। তার হাতের হাতুড়িটা ছোটো ছোটো কাঁপুনি তুলে দুলতে শুরু করলো। হঠাৎ সে আঁচ করতে পারলো তার হাতের ভাবভংগি এবং সংগে সংগেই হাতুড়িটা নামিয়ে রাখলো। চোখেমুখে সাংঘাতিক একটা উত্তেজনা নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলো সে। দ্রুত হয়ে উঠেছিলো তার শ্বাস-প্রশ্বাস।

একটু পরেই দরোজা গলিয়ে ভেতরে ঢুকতে শুরু করলো জন। খুব সাবধানে পেছন থেকে বন্ধ করলো দরোজার কপাট। বাড়ির দিকে মাথা তুলে রেখে থামলো একমুহূর্ত। যেনো কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েটির চিৎকারে ভয় কতোটা আছে তা খতিয়ে দেখবার চেষ্টা করলো। যে-হাতে ধরা ছিলো হাতুড়িটা সেটা আবার নিসপিস করতে শুরু করলো। এর মধ্যেই

www.pathagar.com

বাড়ির ভেতরে ঢুকবার জন্যে পা বাড়ালো সে। খোঁড়াতে লাগলো তার পাদুটি। অনেকদিন পায়ে শেকল বাঁধা থাকায় খোঁড়ানোর অভ্যাসটা তার ধাতসওয়া হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু এখন শেকলের ভার মুক্ত হওয়ায় পাদুটি আর টাল সামলাতে পারছিলো না। সামনের দিকে ঝুঁকে বৃষ্টিভেজা আঙিনার মধ্যদিয়ে টলতে টলতে সে গিয়ে উঠলো বারান্দায়। দরোজায় ধাক্কা দিতেই চিৎকার থামালো মেয়েটি।

কিছুক্ষণ পর আরেকবার আস্তে ধাক্কা দিলো সে দরোজায়। মেয়েটি তার ফোঁপানো বন্ধ করলো। কপাটের খোঁপে কান পেতে রাখলো জন উল্‌ফ। মেয়েটি চুপ হয়ে গেলে মৃতপুরীর মতন নিথর হয়ে পড়লো বাড়িটা। ঘরের ছাদের কানাচ থেকে বেয়েপড়া বৃষ্টির শব্দই কেবল ভেসে আসছিলো কানে। আবার গোঙাতে শুরু করেছিলো মেয়েটি। কিন্তু বৃষ্টির জন্যে শুনতে পায়নি উল্‌ফ। একটু পরেই পেছন থেকে শোনা গেলো তার পায়ের শব্দ। বোধকরি পালানোর চেষ্টা করছিলো মেয়েটি।

ক্ষেপে গেলো উল্‌ফ। হাতুড়িটা দুইহাতে চেপে ধরে দরোজার ওপর প্রচন্ড বেগে আঘাত হানলো সে। বার ছয়েক আটপাউন্ড ওজনের লোহার হাতুড়িটার ঘা খেয়ে ভাংলো দরোজার একটা খোঁপ। দরোজাটাকে ধ্বংস করবার নেশায় পেয়ে বসায় মেয়েটির কথা ভুলে গেলো সে। খোঁপগুলিতে একটার পর একটা আঘাত হেনে, আড়কাঠ এবং কাঠের সব জোড়া আলগা করে কিছুক্ষণের মধ্যেই দরোজা খুলে সে ঢুকলো ভেতরের আলোকিত কামরাটায়।

চুল্লির গনগনে আগুনের ওপর রাখা একটি কেতলি থেকে বেরুচ্ছিলো ধোঁয়া। একবছরের বেশি হবে তার চোখে পড়েনি কোনো নলওয়ালা কেতলি। হাতুড়িটা তার হাত থেকে পড়ে গিয়ে শব্দ করলো চুল্লির পাথরের ওপর। ওটা আর তুললো না সে। শরীরটা ক্লান্ত হয়ে পড়ায় পাদুটি টলছিলো তার। এদিকে সে কী করছে দেখবার জন্যে নিগ্রো মেয়েটি পা টিপে-টিপে নিচের তলায় নেমে এলো সিঁড়িভেঙ্গে। গোলগোল চোখদুটি তুলে এবং ঠোঁট ফাঁক করে হতবাক কৃষ্ণাঙ্গিনী একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো বিধ্বস্ত উল্‌ফের দিকে। কিন্তু এসবের কোনো খেয়ালই ছিলো না উল্‌ফের।

তার কংকালসার চেহারাটা দেখে তাকে প্রথমে মানুষ বলেই ভাবতে পারছিলো না নিগ্রো মেয়েটি। কাঁধের ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছিলো তার মাথার পীতসাদায় মেশানো এলামেলো রুক্ষ চুলের রাশি। মুখভরতি ময়লা ঝাঁকড়া দাড়ি। টুটাফাটা গায়ের শার্ট, ভিজে একাকার হয়ে আছে পরনের জীর্ণ পাতলুনটা, পাদুটি খালি। রক্ত ঝরছে পা

www.pathagar.com

থেকে। চুল্লির পাথরে রক্তের ছোপ দেখলো নিগ্রো মেয়েটি। উল্‌ফের হাতের কব্জি এবং পায়ের গোড়ালিতে গভীর হয়ে বসা লোহার কড়ার দাগগুলিও দৃষ্টি এড়ালো না তার।

'প্রভুর দোহাই!' দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। 'তুমি নিশ্চয় কোনো ভূতটুত নও, কী বলো?' কথাগুলি বললো সে ভাঙ্গাভাঙ্গা ইংরেজিতে।

চিবুকটা তুললো উল্‌ফ। কেতলির ওপর থেকে সরছিলো না তার দুই জ্বলজ্বলে লোভাতুর চোখের দৃষ্টি। 'যদি এককাপ চা খেতে পারতাম—।' উলফ বসে পড়লো শরীরটাকে অতিকষ্টে টেনে নিয়ে।

নিগ্রো মেয়েমানুষটি ছিলো একটি সুঠামদেহী তরুণী। উল্‌ফের করুণ অবস্থাটা দেখবার পর গভীর হয়ে উঠলো তার আগ্রহ এবং সহানুভূতি। 'তুমি নিশ্চয় কারাবন্দীদের একজন,' বললো সে। উল্‌ফ তার কথায় কোনোরকম আপত্তি না করায় সে আবার বললো ঃ 'তোমাকে দেখেই আমি মনে মনে ভেবেছি, যাদের কারাগারে আটকে রাখা হয়েছে এ তাদেরই একজন হবে। বুড়ো নাসাকেও অমন করে তারা কারাগারে আটক করে রাখে। সেও তোমার মতোই আচরণ করতো।' সামনে এগিয়ে এলো মেয়েটি। 'অবশ্যই চা খেতে পাবে তুমি। এক্ষুণি আমি চায়ের সাথে কিছু খাবারও নিয়ে আসছি।'

চায়ের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়লো সে। এবং বক বক করতে করতে বললোঃ 'সৎ লোকগুলিকেই তারা পাকড়াও করে। আমাকেও তারা আমার পরিবারের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। মিস্টার ফেলপস নিরাপত্তা কমিটিতে যোগ দেয়ার পর একজন প্রভাবশালী লোক হয়ে উঠেছেন। তারা যখন আমার পরিবারের সবাইকে জেলখানায় নিয়ে গেলো তিনি আমাকে রাখলেন তাঁর সংগে। আজ রাতে কমিটির সভায় যোগ দিতে গেলেন তিনি। সাধারণত একাই তিনি বাইরে যান। আজ ঘোড়া বের করায় কর্তাগিন্নি তাঁকে খুশি করার জন্যেই শুধু সাথে গেলেন। আজকাল অনেক মেয়েমানুষই নিজেদের খুশিমাফিক ঘুরে বেড়ায়। তারা নিজেদের দলবল নিয়ে আড্ডা জমায়। পুরুষরাও আসর বসায় নিজেদের পেয়ারের লোক নিয়ে।'

চায়ের উষ্ণআমেজ সমস্ত শরীরে শিহরণ জাগালো জন উল্‌ফের। কাপ থেকে ঠোঁট নামাতে ইচ্ছা করছিলো না তার। একটার পর একটা চুমুক দিয়ে চললো সে। তার শীতল শিরা-উপশিরাগুলিতে সঞ্চারিত হলো উত্তাপের প্রবাহ। নিগ্রো মেয়েটি কাছে

দাঁড়িয়ে থেকে তাকে এগিয়ে দিলো শুয়োরের কিমাকরা কিছু মাংস এবং একখন্ড মোটা রুটি। চোখেমুখে গর্বের একটা ভাব নিয়ে উল্‌ফের খাওয়া দেখছিলো সে।

'কোথায় যাবে বলে ঠিক করেছো তুমি?' নরোম গলায় জিজ্ঞেস করলো কৃষ্ণাঙ্গিনী। 'এখানে তোমার থাকা তো সম্ভব নয়।'

'না,' বললো জন উল্‌ফ। 'কানাডায় যাচ্ছি আমি।'

'এ-অবস্থায় তুমি ওদিকে যেতে পারবে না।' সাহসে ফুলে উঠলো তার বুক। 'শোনো,' বললো মেয়েটি। 'আমি তোমার যাওয়ার ব্যবস্থা করবো। জানো, দাড়ি কামিয়ে বুড়ো মাসাকে আমি ঠিকঠাক করে দিয়েছিলাম।'

সুবোধ বালকের মতন চুপচাপ বসে থেকে নিগ্রো তরুণীর পরিচর্যা গ্রহণ করছিলো উলফ। বাড়ির কর্তার ক্ষুর দিয়ে উল্‌ফের দাড়ি কামালো সে। কেটে ছোটো করলো তার মাথার লম্বাচুল। এরপর ওপরতলায় গিয়ে খুঁজে পেতে আনলো একজোড়া পুরনো জুতা, একটি কোট আর একজোড়া পাতলুন।

'এই পোশাকে এখন চমৎকার লাগছে তোমাকে,' বললো মেয়েটি। 'কিন্তু লোহার কড়ার ক্ষতগুলি ঢেকে রাখতে হবে তোমায়।'

নিজের কাজের নিপুণতায় মুগ্ধতার ভাব ফুটে উঠলো তার মুখমন্ডলে। বেশ ছিমছাম এবং পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছিলো তার লাবণ্যঘেরা কৃষ্ণকলি দেহটিকে।

'ধন্যবাদ,' বললো জন উল্‌ফ। 'আমার এখন যাওয়াই বোধকরি উচিত হবে।'

'আমাকে তোমার সাথে নেবে?' উল্‌ফের দিকে জিজ্ঞাসুচোখ তুলে ধরে জানতে চাইলো মেয়েটি।

'এলিকে আমার খুঁজে বের করতে হবে,' বললো উল্‌ফ।

'আমি সাহায্য করবো তোমায়।'

'না,' বললো সে। 'অনেক দূরের পথ ওটা। নায়াগ্রা যাচ্ছি আমি।'

আত্মবিশ্বাস প্রবল হয়ে উঠতে লাগলো উল্‌ফের মনে। এর আগে কখনো সে নায়াগ্রা যাওয়ার কথা চিন্তা করেনি। কিন্তু এখন ভাবলো, এলির খোঁজখবর রাখে এমন কারো সাথে হয়তো ওখানে দেখা হয়ে যেতে পারে তার।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো নিগ্রো মেয়েটি।

www.pathagar.com

'আমি বুঝতে পারছি তুমি কিছুতেই তোমার সাথে নেবে না আমায়। বুঝতে পারছি, এখানেই আমাকে পচে মরতে হবে।'

আড়চোখে দেখছিলো সে তাকে।

'আমাকে এই বৃষ্টির মধ্যেই ছুটে বেরিয়ে যেতে হবে,' বললো সে। উল্‌ফ তার কথা শুনছিলো না দেখে ফের বললো ঃ 'এই হাতুড়িটা দিয়ে যদি তুমি দুবার আমাকে ঘা না-মারো!'

শিউরে উঠলো উলফ।

'না।'

'তাহলে আমাকে বলতে হবে, জোর করে বাড়িতে ঢুকে এসব জিনিস তুমি হাতিয়ে নিয়ে গেছো। বাড়ির কর্তা মিঃ ফেলপস এ-নিয়ে গোলমাল বাধাবেন আমার সাথে। তবে অতো চালাক তিনি নন। এখানকার কেউই তেমন চালাক নয়।'

হাতুড়ি থেকে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে বৃষ্টিতে নামলো জন উল্‌ফ এবং সামনের দিকে পা বাড়ালো। নিগ্রো মেয়েটি পেছন থেকে চেঁচিয়ে বললো ঃ ' বাঁদিকের পথটা ধরে যাও তুমি। ওই পথটা গেছে কানানের দিকে।'

একটা কথাও না-বলে চলতে থাকলো উল্‌ফ।

৪

নায়াগ্রা

নবেম্বরের শেষ। হাল্কা তুষার পড়তে শুরু করলো সন্ধ্যার আগে আগে। বাতাসের জোর ছাড়াই নিচের দিকে গড়িয়ে পড়ছিলো তুষারকণা। উত্তর-পশ্চিম আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখে বোঝা যাচ্ছিলো ঝড় আসবে।

দুর্গের দেয়ালগুলিকে তামাটে এবং মাটির খুব সংলগ্ন বলে মনে হচ্ছিলো। এমনকি, পাথরের মেস-হাউস ভবন এবং তার দুপাশের স্তম্ভ দুটিকে কেমন গাদাগাদি দেখা যাচ্ছিলো হ্রদ আর আকাশের সমান্তরাল বিস্তারের মাঝখানে। শীতের কুয়াশায় ধূসর দেখা যাচ্ছিলো নদী এবং মাটির সমতলটাকে। নিচের দিকে গড়িয়ে পড়া তুষারকণার ভেতর দিয়ে হাল্কা রেখায় উঠছিলো সেনাছাউনি আর অফিসার্স মেসের ধোঁয়া। দুর্গ-

www.pathagar.com

ফটকের ওপাশে ছিলো একটি ছোটো রেডইন্ডিয়ান আস্তানা এবং শিকারী, ব্যবসায়ী আর অশ্বারোহী রেঞ্জারদের কুঁড়েঘরগুলি। একটি এলোমেলো গ্রামের মতন মনে হচ্ছিলো এই বসতটাকে। ধোঁয়া উঠছিলো এখানকার ঘরগুলি থেকেও। এবং সেই ধোঁয়া মিশে যাচ্ছিলো সেনাছাউনির ধোঁয়ার সাথে।

নদীর ঘাটের দিকে যাচ্ছিলো লোকজন। কেমন যেনো কাহিল লাগছিলো তাদের। তেমন কথাবার্তা বলছিলো না কেউ। ঘাটে ভিড়তে যাচ্ছিলো একটা ক্ষুদে মালগুজারি জাহাজ। সেদিকেও কেমন একটা অনাগ্রহের ভাব নিয়ে তাকাচ্ছিলো তারা। এখন যে-কোনোদিন বরফ জমতে পারে হ্রদে। এই মালগুজারিটাই ঘাটমুখো শেষ জাহাজ। আগামী এপ্রিল পর্যন্ত আর কোনো নৌযান আসবে না এদিকে।

লালকোটধারী একদল সৈন্য দুর্গ থেকে মার্চ করে আসছিলো রেডইন্ডিয়ান এবং শ্বেতাংগদের ভিড়ের মধ্য দিয়ে। তারা এসে আস্তানা গাড়লো অস্থায়ী ডকটার মাথায়। মাস্কেট বন্দুকগুলি নিচে নামিয়ে রেখে সবাই দাঁড়িয়ে থাকলো শীতলদৃষ্টি মেলে ধরে। বেশি লোকের ভার বইবার মতো ক্ষমতা ছিলো না ডক্‌টির। এই শেষজাহাজটা আসবার আগেই ভেঙ্গে গিয়েছিলো ওটার বাইরের দিকের মাথা। এবং একটা অংশ নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিলো পানির তলায়। কিন্তু এই জাহাজ থেকে তেমন কিছুই আশা করলো না কেউ।–

জাহাজের গলুইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে নদীর তীরের দিকে তাকিয়েছিলো জন উল্‌ফ। তার চোখ আস্তে আস্তে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো লোকগুলির মুখের ওপর। নায়াগ্রা আসতে ছয় সপ্তাহ লাগলো উল্‌ফের। পথের শ্রমে শরীরটা দুর্বল হয়ে পড়েছিলো তার। ঘা হয়ে গিয়েছিলো পায়ে। তবে উধাও হতে শুরু করেছিলো মুখের পাণ্ডুরতা।

হুসিক নদীর মুখে হাডসন ছেড়ে এসেছিলো উল্‌ফ। সেখান থেকে বল্‌সটন গ্রামে এসে ভাগ্যক্রমে সাক্ষাৎ পেয়েছিলো কেনেডি এবং মিলারের। এরা দুজন সেন্টজনের ওখান থেকে এসেছিলো পরিবারের লোকজনের সাথে মিলিত হতে। চ্যাম্পলেইন হ্রদ পার হওয়ার সময় তাদের ব্যবহার করতে হলো ছাড়পত্র। সেখানে শত্রুদেশের ওপর দিয়ে হেঁটে আসে তারা প্রায় ষাটমাইল পথ। জন উল্‌ফ যেদিন এসে পৌঁছলো সেদিন ছিলো তাদের ফিরে যাওয়ার তারিখ। উল্‌ফকে তারা সাথে নিলো। সেন্টজনের ওখানে উল্‌ফ শুনতে পায় মেজর জন বাটলার আছে নায়াগ্রা গ্যারিসনে। বাটলার তার নিজের রেজিমেন্টের জন্যে লোক সংগ্রহ করেছে বলে ওখানেই জানতে পারে সে। বিষয়টা খুব

www.pathagar.com

কম লোকেরই জানা ছিলো। তবে জন বাটলারের মতন ভালো লোকের অধীনে চাকরি করা যায়। তার রেজিমেন্টে যোগ দিলে সীমান্ত এলাকায় কাজ করতে হবে উল্‌ফকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব কথা ভাবছিলো সে।

জাহাজটা ঘাটের কাছাকাছি এলে ঘনিয়ে এলো তীরের লোকজন। হাঁকডাক শুরু করলো ডেকের খালাসিরা। আরোহীদের সাথে বিশেষ কোনো কথা হলো না তাদের। আসলে বিশেষ কিছু ছিলো না বলবার মতন।

ডকের পাশ বরাবর নোঙ্গর করলো জাহাজটা। কোনোরকম আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই শুরু হলো মালপত্র নামানো। কেননা, খুব তাড়া ছিলো কাপ্তানের। বরফ জমবার আগেই তাকে ফিরে যেতে হবে হ্রদের ওপারে।

জন উল্‌ফের পাশে দাঁড়িয়ে ঠোঁটে ধরে রাখা ছোটো পাইপটা থেকে ধোঁয়া ছাড়ছিলো জাহাজের কাপ্তান। গালের ওপর দোল খাচ্ছিলো তার মাথার লাল টুপির ঝালর।

'এই শোনো, নামবে কোথায় তুমি?' কৌতুক করতে চাইলেও বিদ্রূপের মতো শোনাচ্ছিলো কাপ্তানের কথাগুলি।

'মিঃ বাটলারের সাথে দেখা করতে চাই আমি। আমাকে কিছু টাকা ধার দেবেন তিনি,' বললো জন উল্‌ফ।

'সামনের বসন্তে টাকাটা আমি সংগ্রহ করে রাখবো।' 'তাড়াহুড়া করার কী দরকার তোমার?' পাইপের গোড়ায় টান দিয়ে নদীর ওপারে পশ্চিমদিকে তাকালো কাপ্তান। 'বোধকরি ওখানটায় থাকবে তুমি।'

'ওখানে? আমি ওটাকে দুর্গ ভেবেছিলাম।'

'হ্যাঁ, দুর্গ তো বটেই। তবে তারা এখন ওখানে সেনাছাউনি বানাচ্ছে। কিন্তু পেরেক যোগাড় করতে পারছে না। কিছু পেরেক দিতে না পারা পর্যন্ত মেজর বাটলারের সাথে আমি দেখা করতে চাই না। হয়তো আগামী বসন্তে আমি পেরেকের একটা চালান নিয়ে আসতে পারবো।'

পশ্চিমদিকে চোখ তুলে ধরলো জন উল্‌ফ। নদীর তীরের বেশ কিছুটা পেছনে খোলা আকাশের নিচে দেখা যাচ্ছিলো কাঠের একসার নিচু ব্যারাক। গাছের বাকলের ছাউনি ঘরগুলির। দুর্গের দালানের চাইতেও বরফের মাঝখানে বেশি রুক্ষ এবং গাদাগাদি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলো ব্যারাকের সারটাকে।

www.pathagar.com

'প্রভু!' বললো জাহাজের কাপ্তান। 'আমি বুঝতে পারছি না কেমন করে অমন জায়গায় থাকতে পারে মানুষ। তারা বোধকরি বদ্ধপাগল হবে। রেডইন্ডিয়ানরা ছাড়া গোটা তল্লাটে আশিটির বেশি মেয়েমানুষ নেই। এবং আমি দেখেছি তাদের বেশিরভাগই খরগোশের ছানার মতন কুঁকড়ে আছে।' সহানুভূতির চোখ তুলে জন উল্‌ফের দিকে তাকালো সে। 'তোমার স্ত্রীকে খুঁজে পাচ্ছো না তুমি, তাই বললে না?'

'হ্যাঁ।'

'ব্যাপারটা এরকমই,' মাথা নাড়লো সে। 'মেয়েমানুষকে হারানোর মানেই হলো কিছু একটা হারানো।' পাইপ তুলে ইশারা করলো সে। 'কিন্তু এখানে মেয়েমানুষ বলতে কাউকে তুমি চোখেও দেখতে পাবে না। আমি বুঝতে পারছি না কেন তুমি দুনিয়ায় এতো জায়গা থাকতে এখানে এলে।'

মাথাটা খাড়া করলো কাপ্তান।

'প্রভুর দোহাই!' বললো সে। 'জলপ্রপাতের শব্দ শুনতে পাচ্ছো তো? এরকম শব্দ শুনলে বুঝবে বরফ জমবার আর বেশি বাকি নেই। আচ্ছা, এখন তুমি নেমে পড়ো। এখানে আমি আর সময় নষ্ট করতে পারছি না।'

বাক্স এবং পিপায় বোঝাই হয়ে উঠলো ডক। 'পাঁচমিশালি জিনিস ছিলো এতে। যেমন– জুতা, ময়দা, রাম এবং বারুদের কৌটা। সাথে ছিলো শুয়োরের মাংস, নোনা গোরুর মাংস এবং কম্বল।'

'ওখানে যদি কিছু পেরেক থাকতো,' বললো কাপ্তান। করমর্দন করলো সে। 'নতুন একজোড়া রেঞ্জারকে আসতে দেখতে পাচ্ছি হে। বোধকরি বাটলার হবে। আমাকে নিচে নামতে হচ্ছে।'

নদীর ওপারে সবুজকোটধারী তিনজন লোককে আসতে দেখলো উল্‌ফ। একটি ডিঙ্গি নৌকায় উঠে দাঁড় ঠেলে নদী পার হচ্ছিলো তারা। হালের গোড়ায় বসা ছিলো সাদাচুলের একটি খাটোমতন লোক। লালচে মুখ তার। চোখদুটি কালো এবং আইরিশ ধরনের লম্বা দুটি ঠোঁট।

'গ্র্যানজি!' চেঁচিয়ে ডাকলো লোকটি। 'মিঃ গ্র্যানজি। আমার জন্যে পেরেক এনেছো তুমি?'

'না, আনিনি।' মাথায় টুপি চড়িয়ে ক্যাবিন থেকে বেরুলো কাপ্তান।

www.pathagar.com

'কেন আনলে না?'

'যোগাড় করতে পারিনি, তাই!'

'আমার যাচনপত্র অর্থাৎ রিকুইজিশনটি কি ওদের দিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, দিয়েছিলাম।'

চাপাক্রোধে কালো হয়ে উঠেছিলো মেজর বাটলারের মুখ।

'তারা কিছু বলেনি?'

'বলেছে পেরেকের নাকি দুর্ঘট চলছে।'

'ওটা মিথ্যা কথা।'

'আমি কী তাই বলেছি?'

'তারা কী বলেছে আসলে?'

'যীশুর দোহাই দিয়ে তারা বলেছে, বুড়োবজ্জাতটা একবাক্স পেরেক দিয়ে যুদ্ধে জিতবে বলে ভাবছো তোমরা?'

লম্বা একটা শ্বাস ছাড়লো মেজর। হতাশা দেখা দিলো তার দুই চোখে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দাঁত বের করে হাসলো সে।

'প্রথমেই কথাটা বললে না কেন তুমি?'

কপ্তানও হাসলো দাঁত দেখিয়ে।

'আমি তোমাকে শুরুতেই ক্রুশবিদ্ধ করতে চাইনি, মেজর।' একটু হাঁপছেড়ে জন উল্‌ফকে পাশে টেনে আনলো সে। 'এই লোকটা তোমার সাথে যোগ দিতে চায়, মেজর। কানেকটিকাটের কোথায় সিমস্‌বারি জেল। সেখান থেকে এতোটা পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে সে। আমি ভাবছি একবাক্স পেরেকের কাজ হতে পারে তাকে দিয়ে। পেরেকের মতোই তো তার শরীরের গড়ন, কী বলো?'

মেজর সরাসরি চোখ তুলে তাকাতেই কেমন যেনো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো উল্‌ফ। শেষে দম টেনে নিয়ে ফিরে চাইলো সে।

'কী নাম তোমার?' নিচুস্বরে জিজ্ঞেস করলো বাটলার।

'জন উল্‌ফ।'

www.pathagar.com

'উল্‌ফ? উল্‌ফ? নামটা যেনো শুনেছি আমি কোথায়।'

'কস্‌বি তালুকের ওখানে একটা দোকান ছিলো আমার।'

'হ্যাঁ, তোমার কথা এখন মনে পড়ছে। বাটলারের রেঞ্জার বাহিনীতে যোগ দিতে চাও তুমি?' নামটা উচ্চারণ করতে কেমন একটা তৃপ্তিবোধ করছিলো সে।

'হ্যাঁ, স্যার।'

'তুমি জেলখানায় ছিলে, না?'

'হ্যাঁ, স্যার। একবছর আগে আগস্টমাসে আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছিলো।'

'অনেকদিন হলো দেখছি।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ফের বললো মেজর : 'আচ্ছা, ডিঙ্গিতে ওঠো এখন এবং আমাদের সংগে চলো। এ হলো সার্জেন্ট ম্যাকলোনিস। তোমাদ্রের উপত্যকার ওদিক থেকেই এসেছে সে। তুমি হয়তো চিনবে তাকে?' জাহাজে উঠতে উঠতে যুবক সার্জেন্টের সাথে করমর্দন করলো জন উল্‌ফ। সংকোচবোধ করছিলো সে। ম্যাকলোনিসের মতো গরম ইউনিফরম কোট পেলে বেশ আরামবোধ করা যেতো বলে মনে হলো তার। ইউনিফরমটা সে খুঁটেখুঁটে দেখলো। সবুজকোটের বুকের দিকটায় আড়াআড়িভাবে বাঁধা চামড়ার পেটি। কোটের আস্তরটার রং লাল। মাথার হ্যাটটা কালো চামড়ার। হ্যাটের বাঁদিকে চামড়ার ফুল এবং কপালের ওপরে পেতলের ফলক। ফতুয়াকোটটা মোটা সবুজপশমের এবং রেডইন্ডিয়ানদের হাতে পাকাকরা হরিণচামড়ার পুরো লেগিং। বনজংগলে চলাফেরার উপযোগী ইউনিফরমই বটে, ভাবলো উল্‌ফ।

'বসো,' বললো মেজর বাটলার। 'শোনো ছেলেরা, দাঁড় ঠেলে আবার ফিরতে হচ্ছে আমাদের। আজ বোল্টনের সাথে দেখা করবার ইচ্ছা নেই আমার।' উল্‌ফের পানে তাকিয়ে বললোঃ'টমসন হাউস এবং তোমার দোকানটা বিদ্রোহীরা পুড়িয়ে দিয়েছে খবরটা আমি শুনেছি, উল্‌ফ। এটা খুবই খারাপ। ওখানে ফিরে যেতে বেশ সময় লাগবে তোমার মনে হচ্ছে। সেন্ট লেগার এবং বারগোইনই সবনষ্টের গোড়া। আমরা এখন কোনো বড়ো ধরনের অভিযানের জন্যে সরকারের কোনোরকম সমর্থন কিংবা সাহায্য কিছুই পাবো না। প্রভুর দোহাই! তাদের কাছ থেকে পেরেকপর্যন্ত পাচ্ছি না আমরা।'

ছোটো ছোটো ঢেউয়ের মাথায় দোল খেয়ে চলছিলো ছোট্ট ডিঙ্গিটা। দাঁড়ের গা থেকে ভেসে আসছিলো ছলাৎ–ছলাৎ শব্দ। গায়ে হুল ফোটাচ্ছিলো হিমেল বাতাস।

www.pathagar.com

'আমাদের নিজেদেরই এখন সাধ্যমতো সবকিছু করতে হবে,' বললো বাটলার। 'আচ্ছা। তোমার বয়েস কতো হবে, উল্‌ফ?'

'পঞ্চাশের কাছাকাছি।'

প্রশ্নটা করবার জন্যে এতোক্ষণ সুযোগ খুঁজছিলো বাটলার।

'শরীরস্বাস্থ্য ভালো থাকলে ওটা তেমন কোনো বয়েসই নয়। তবে কাজটা কঠিন। জংগলের মধ্যদিয়ে অভিযান চালাতে হবে। সেটা করতে না-চাইলে এখানেই আমি তোমাকে কাজ দিতে পারি।'

'ধন্যবাদ, স্যার। এখন আমার শরীরটা কিছু দুর্বল। কিন্তু শিগগিরই সেরে উঠবো আমি। একসময়ে কিন্তু খুব ভালো স্বাস্থ্য ছিলো আমার।'

অন্যলোকগুলি তীক্ষ্ণচোখে দেখছিলো তাকে। উল্‌ফ লক্ষ্য করলো বাটলারের চোখও এখন তার দিকে। সে খেয়াল করে দেখলো, শার্টের আস্তিনটা সরে যাওয়ায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো তার হাতের কব্জির লোহার কড়ার ক্ষতগুলি।

'একটা কঠিন সময় গেছে তোমার, দেখতে পাচ্ছি,' বললো বাটলার। 'হয়তো কোনোদিনই তুমি এটা ভুলতে পারবে না। তবে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করাটা ভালো, উল্‌ফ।' ডিঙ্গিটা তীরে ভিড়লে কঠিন দেখালো বাটলারের মুখ। 'তারা আমার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েকে আটক করে রেখেছে। আমি তাদের বিনিময় করতে পারছি না।'

'হ্যাঁ, স্যার।' উল্‌ফের মুখে বোল ফুটতে শুরু করলো। হঠাৎ বোকার মতন বলে উঠলো সে: 'উপত্যকা থেকে কোনো মেয়েমানুষ কি এদিকে আসে, স্যার?'

'দু-একজন এসেছে।' সংক্ষিপ্ত জবাব বাটলারের। 'কেন, বলো তো?'

'আমার স্ত্রীকে দেখেননি আপনি? এলিস উল্‌ফ যার নাম? এলি নামে ডাকে সবাই। মুখটা যার বিষণ্ন দেখতে? আমার চেয়ে বয়েসে একটু ছোটো হবে। দেখেননি আপনারা কেউ তাকে?'

মাথা নাড়লো বাটলার এবং বাইরের দিকে দৃষ্টি সরিয়ে রাখলো। লোকগুলিও মাথা ঝাঁকালো। ম্যাকলোনিস বললো: 'এখানে সে আসলে আমরা জানতে পারতাম। অবশ্যই জানতে পারতাম।' সহানুভূতিতে নরোম হয়ে উঠেছিলো তার স্বর।

'আপনারা কখনো ওদিকে চিঠি পাঠিয়েছেন এখান থেকে?' শুধালো উল্‌ফ।

www.pathagar.com

'ওখানে আলোচনার জন্যে কেউ পতাকা নিয়ে গেলে সেই পতাকার সাথে একটা করে চিঠি পাঠাতে পারি আমি,' বললো বাটলার। 'কিন্তু ঠিকানা জানা না থাকলে তোমার পাঠানো চিঠি তোমার স্ত্রীর কাছে না-পৌঁছারই সম্ভাবনা বেশি।'

কাঠের নিচু ব্যারাকগুলির দিকে যাচ্ছিলো তারা। বাটলারের পেছনে ছিলো জন উল্‌ফ। অনুচ্চগলায় সে বললো ঃ 'হ্যাঁ, স্যার। ভুলে গিয়েছিলাম আমি। দোকানটা আমার পুড়িয়ে দিয়েছিলো ওরা, না?'

বাতাসের প্রথম দমকার আগেই অল্পঅল্প করে জমতে শুরু করেছিলো বরফ।

www.pathagar.com

ছয়
জার্মান ফ্লাটস
১৭৭৭–১৭৭৮

১
মিলিশিয়াদের বেতন

নবেম্বরের শুরুতে জার্মান ফ্লাটস অঞ্চলে কয়েকটি হাল্কা হিমবাহ নামলেও স্থায়ী হলো না বরফ। কিন্তু লানা এখন মিসেস ম্যাকলেনারের রান্নাঘরের জানালা থেকে তাকিয়ে দেখলো খুব শিগগিরই আবার পড়বে বরফ। কখন তুষার বৃষ্টি হবে এবং বরফ জমবে তার জন্যে মনে মনে প্রার্থনা করছিলো ও। জার্সিফিল্ডে অশ্বারোহী সীমান্ত রক্ষীদের হত্যাকান্ডের পর থেকে একই প্রার্থনা করছিলো গোটা উপত্যকাবাসীরা। কেননা, গভীর হয়ে পড়া বরফই কেবল জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে তাদের বসত এবং কানাডার মাঝখানের এই অরণ্যগুলিতে। গুটিকয়েক দুর্গ আছে এ অঞ্চলে। কিন্তু এগুলির নিকট–সান্নিধ্যের বাইরে বাস করছে যেসব পরিবার, বরফ না পড়া পর্যন্ত নিজেদের নিরাপত্তার ব্যাপারে শংকিত ছিলো তারা। তাদের অনেকেই দ্বিতীয় বারের মতো সরে এসেছে জার্মান ফ্লাটস ভূমিতে। লানা এবং গিল উঠে এসেছে মিসেস ম্যাকলেনারের পাথরের বাড়িটায়। তাদের এতোদিনকার কাঠের ঘরটা তারা ছেড়ে দিয়েছে জো বোলিও এবং অ্যাডাম হেলমারকে। এরা দুজন ছিলো ঘরছাড়া মানুষ। কিন্তু গিল বলছিলো, একটা দুর্গে মিসেস ম্যাকলেনার যেমন নিরাপত্তাবোধ করতেন ঠিক সেরকম যেকোনো হামলার সময় সে এবং এদুজন মিলে তারা পাথরের বাড়িটাকে রক্ষা করতে পারবে।

দু'দিন ধরে উত্তর–পশ্চিম আকাশে নড়াচড়া করতে শুরু করছিলো ইস্পাতের মতন দেখতে গাঢ় মেঘের দীর্ঘসারিগুলি। উপত্যকার লোকজন বাতাসের কোনো আভাস পাচ্ছিলো না কোথাও। মেঘের আনাগোনাটাই কেবল পড়ছিলো চোখে। মাঝেমধ্যে হঠাৎ করে উঁচু পাহাড়গুলির কোনো কোনোটায় দুলতে দেখা যেতো গাছের শাখা।

www.pathagar.com

জানালার ভেতর দিয়ে তাকাতে গিয়ে জো বোলিওকে খামার বাড়িটা থেকে বেরুতে দেখলো লানা। নোংরা পাইপটা ঠোঁটে ধরে রেখে আকাশের হালচাল পরখ করছিলো জো। বাড়ির আঙিনায় গিয়ে তার সাথে কথা বলবার আগ্রহ চেপে রাখতে পারছিলো না লানা।

'আপনার কী মনে হয়, বরফ পড়তে শুরু করবে?' শুধালো লানা।

ঘাড় না-ফিরিয়ে একইভাবে আকাশের দিকে চোখ তুলে ধরে রাখলো জো। তার আধাটাক মাথার হাল্কা চুলগুলি যেনো শিরশির করছিলো ঠান্ডায়। 'মেয়েরা হলো শয়তান,' অবশেষে জবাব দিলো সে।

'কেন, মিঃ বোলিও। আমি তো শুধু একটা কথা জানতে চেয়েছিলাম?'

গম্ভীরমুখে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো সে লানার পানে।

'হ্যাঁ, তাই,' বললো জো। তার স্বরে বিস্ময়।

লজ্জারুণ হয়ে হাসলো লানা। শীতের গাছপালার ধূসরতার পটভূমিতে আশ্চর্যরকম উজ্জ্বল লাগছিলো ওর দুই গালের লালচে আভাটাকে। চমকাচ্ছিলো ওর চোখ দুটি। গা থেকে কাঁচাচামড়ার গন্ধের মতো আঁশটে গন্ধ বেরুলেও এই উদ্ভট লোকটার কথাবার্তা এবং ভাবভংগি উপভোগ করছিলো ও। গলার স্বরে তাই অনুনয় ফুটিয়ে তুলে বললোঃ 'আচ্ছা, মিঃ বোলিও। দয়া করে বলুন না সত্যি বরফ পড়তে যাচ্ছে কিনা?'

নিজের মনে দাঁত বের করে হাসতে লাগলো জো। অ্যাডাম হেলমারের মতন খুঁতখুঁতে ছিলো না সে। পেটে বাচ্চা আছে এমন কোনো সুন্দরী মেয়েকে চোখের দেখা দেখলেও গা জ্বলে উঠতো হেলমারের। কারণ তার ধারণা, ওতে নাকি নিঃশেষ হয়ে যায় মেয়েদের সৌন্দর্য। জোর কাছে কিন্তু সবসুন্দর মুখই ছিলো আকর্ষণীয় । তবে লানাকে সে বিশেষভাবে পসন্দ করতো।

'অবশ্যই,' জবাব দিলো জো। 'সাংঘাতিক বরফ পড়বে। সত্যিকারের একটা ঝড়ই আসছে। ঠান্ডাটা নিশ্চয় অনুভব করছো তুমি। তবে চামড়ার ভেতরে এটা টের পাওয়া যাবে না। টের পাওয়া যাবে নাকে। ঝড়টা আসবার আগেই বড়োরকমের বরফ পড়বার আভাস দেখতে পাবে তুমি। ওদেকি তাকাও!' ঘুরপাক খেতে-থাকা মেঘের কুন্ডলিগুলির মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গার দিকে তর্জনি তুলে দেখাচ্ছিলো জো। 'শুধু একটা মিনিট ওখানটায় দৃষ্টিটাকে ঝুলিয়ে রাখো, বাপু।'

www.pathagar.com

তার তর্জনিটার কাছে ঘনিয়ে এসে লানা কপালটা উঁচিয়ে ধরতেই আড়চোখে তাকালো জো। বেশ হাসিখুশি দেখাচ্ছে আজ লানাকে, ভাবলো সে। তার এবং অ্যাডামের ঘরখানা ঝেড়েমুছে পরিষ্কার করে ওদের দুজনের সামনেই ঘন্টাকয়েক আগে খাবার এনে হাজির করেছিলো লানা। সত্যি একটি লক্ষ্মী মেয়ে ও। মনে-মনে ওর তারিফ করছিলো সে।

'তুমি দেখতে থাকো,' বললো জো। তার কাঁধ স্পর্শ করলো লানার কাঁধ। ওর গ্রীবার কোমল ছোঁয়া অনুভব করলো সে। এমনকি, ওর নিঃশ্বাসও লাগছিলো জোর মুখে।

'মাগো, এ-যে দেখছি একঝাঁক হাঁস। যাকে বলে হংসী।'

'হ্যাঁ, হংসী,' মাথা নাড়লো জো। 'সারাদিন ধরে ঝাঁকে ঝাঁকে যাচ্ছে ওরা সোজা দক্ষিণমুখো হয়ে। দেখলে, আকাশের কতখানি উঁচু দিয়ে চক্কর দিচ্ছে ঝাঁকটা।'

লানা অবাক চোখ তুলে দেখলো হাঁসের এই আনাগোনা। মেঘপুঞ্জকে যাত্রাপথের বাইরে রেখে একটি তরংগিত রেখায় উড়ে যাচ্ছিলো হাঁসের সুদীর্ঘ সারিটা।

'আরো কিছু একটা এখুনি আঁচ করতে পারবে,' বললো জো। 'কথা না-বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে কান পেতে রাখো। শ্বাস ফেলবে না কিন্তু।'

লানা যখন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো দমবন্ধ করে, জো উৎসুক চোখ তুলে চাইলো ওর পানে। 'গানের গুনগুন শব্দের মতন একটা আওয়াজ ভেসে আসছে, তাই না? কিসের শব্দ ওটা?'

'ঝড়ের গুঞ্জন। এখান থেকে ওরকম শোনা যাচ্ছে। আসলে পশ্চিমের সমতল ভূমিতে এখন পুরোদমে বইছে ঝড়। এখানে বাতাসের ঝাপ্টা শুরু হলে আমরা তা টের পাবো।'

দুইঠোঁট ফাঁক করে ঠান্ডা বাতাসে দম টেনে নিলো লানা। লাল হয়ে উঠেছিলো ওর মুখখানা।

'এখন তোমার ঘরের ভেতরে যাওয়াই ভালো,' বললো জো। 'তোমার মতো একটি মেয়ের দায়দায়িত্ব তো কম নয়। তাছাড়া, গিল এখন ক্ষুধার্ত। তার রাতের খাবারের যোগাড়যন্ত্র করা দরকার তোমার। খাওয়া সেরেই আবার বেরিয়ে পড়বে গিল।'

'ও, হ্যাঁ,' বিস্ময় ঝরে পড়লো লানার কণ্ঠ থেকে। 'কেমন ভুলো মন আমার। আজই তো খাজানচির আসবার কথা।'

'হ্যাঁ' বললো জো। 'মিলিশিয়াদের বেতন দেয়া হচ্ছে। মাইনে পাবো আজ আমরা। প্রভুর দোহাই, টাকাওয়ালা হয়ে যাচ্ছি আমরা সবাই। হাতে প্রচুর কড়ি এলে তোমাকে একটা উপহারের জিনিস দেবো বলে ভাবছি আমি।' আড়চোখে তাকালো সে লানার পানে।

'ধন্যবাদ, মিঃ বোলিও। কিন্তু আমি চাই আপনি টাকা বাঁচান।'

'টাকা জমানোর অভ্যাস আমার নেই। জানো, একবার তিরিশ পাউন্ড এসেছিলো আমার হাতে। আর তার সবটাই আমি আলবানিতে উড়িয়ে দিয়েছিলাম দুইদানে অর্থাৎ দুই ওড়নার পেছনে।'

'ওড়না?'

'হ্যাঁ, মেয়েদের সঙ্গ পেলে কেমন যেনো একটু উচাটন হয়ে ওঠে আমার মন। গর্বের সংগে কথাটা বললো সে। 'ওই তল্লাটের মেয়েরা কেন জানি আমার মতো লোককেও ভারি পসন্দ করে। কাছে পেলে ছেঁকে ধরে ওরা আমায়। এ অবস্থায় কী করবার থাকে আমার বলো?' বিস্ফারিত হলো জো'র ভাঁজপড়া মুখটা। 'প্রভু, এই বয়সেও কতো অনাচার যে সইতে হয়েছে আমায়!'

'কেন, মিঃ বোলিও!' খুশিতে তরংগিত হচ্ছিলো লানা।

'বুঝতে পারছি, তোমার সাথে এভাবে কথা বলা উচিত হয়নি আমার।'

'আমি নিশ্চিত, কোনো মেয়ে আপনাকে লুট করে নেবে না। অন্তত এখানকার কোনো মেয়ে তো নয়ই।'

জো'র দুই চোখে ফুটে উঠলো হতাশা।

'বিপদ তো এখানেই। আসলেই মেয়েরা শয়তান।'

দুপুরবেলা ফিরে এলো গিল এবং অ্যাডাম। গাড়ি বোঝাই করে জ্বালানি কাঠ নিয়ে এসেছিলো গিল। আর অ্যাডাম কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে এনেছিলো শিকার-করা একটা মর্দাহরিণ। কাঠের চালায় হরিণটাকে টাঙিয়ে রেখে তারা তিনজনই রাতের খাবার খেতে এলো পাথরের বাড়িতে। সবাই একটেবিলে বসলো মিসেস ম্যাকলেনারের পাশে। জো'র গল্প শুনে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন মহিলা। অ্যাডাম হেলমারকেও ভালো লাগলো তাঁর। আসলে যে কোনো সুঠাম সুন্দর এবং দীর্ঘদেহী যুবা পুরুষই তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারতো। অ্যাডামের গোলগাল সুন্দর মুখ এবং লম্বা হলদে চুল মুগ্ধ

www.pathagar.com

করলো তাঁকে। তাদের কাপড়চোপড়ে লেপ্টেথাকা তামাকের গন্ধ ভুরভুর করছিলো রান্নাঘরের বাতাসে। রক্তের ভেজা দাগটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো অ্যাডামের হরিণচামড়ার শার্টটার কাঁধে। জো এবং অ্যাডামের পাশে থাকলে গিলকেই সমসময় পরিচ্ছন্ন মনে হতো লানার এবং ও এতে মনে-মনে বেশ গর্ববোধ করতো। কিন্তু আজ গিলও উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিলো তাদের মতোই। নগদ টাকা হাতে আসবার সম্ভাবনায় তিনজনই তারা ডগমগ হয়ে উঠেছিলো আনন্দে। টাকা দিয়ে তারা কী করবে এখনো তা ঠিক করতে পারেনি। তবে গিল এর আগে লানাকে বলেছিলো টাকা তাদের দরকার হবে। যে সামান্য নগদ টাকা গিলের হাতে ছিলো তার সবটাই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে আস্তে আস্তে। এদিকে এপ্রিলের আগে সে পাবে না তার বছরের পাওনা বেতন একশ বারো ডলার। মিলিশিয়া হিসাবে খাটুনির টাকাটা পেলে কেনা যাবে কাপড়, জুতা এবং ফ্লানেলের মতো টুকিটাকি অনেক দরকারি জিনিস। এসব দিয়ে শীতকালে বাচ্চার সাজপোশাক তৈরি করতে পারবে লানা। এদিকে তাদের বারুদও ফুরিয়ে আসছে। আজকাল যা দাম বারুদের। লানা এবং নিগ্রো পরিচারিকা ডেইজি খাওয়ার টেবিলে তাদের পরিবেশন করলো শুয়োরের মাংসের ঝোল, চর্বি আর ময়দা দিয়ে ভাজা লাউয়ের শুকনা ফালি, মেপল চিনির সেঁকা আপেল। মিষ্টি খাওয়ার পাট শুরু হতেই মিসেস ম্যাকলেনার হঠাৎ উঠে গিয়ে ভাঁড়ার থেকে নিয়ে এলেন এক বোতল স্যাকমদ এবং সবক'টি গ্লাসেই ঢালতে লাগলেন।

'মাইনের দিনে সবসময় এরকম পানোৎসবের আয়োজন করতেন আমার স্বামী,' বললেন তিনি। 'আমিও এ উপলক্ষে সামান্য আয়োজন করলাম তোমাদের জন্যে।'

জো বোলিও তার গলায় ঢাললো সোমরস।

'আপনার স্বামীর সাথে দেখা হলে ভালো হতো আমার, মাম। নিশ্চয়ই বড়ো খোশ মেজাজের লোক ছিলেন তিনি।' কিন্তু দরোজার বাইরে পা রেখেই অ্যাডামের কানে-কানে সে বললোঃ 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি ওই আইরিশ লোকটা বুঁদ হয়ে থাকতো রাম গিলে।'

সড়ক ধরে তাদের এগিয়ে যেতে দেখলেন মিসেস ম্যাকলেনার। লানাকে তিনি বললেনঃ 'চেয়ে দ্যাখো, বরফ পড়তে শুরু করেছে।'

www.pathagar.com

সাদা–সাদা তুষারকণা ঝরে পড়ছিলো উপত্যকার বুকে। এর মধ্যেই হাল্কা একটা স্তর জমে উঠলো মাটিতে। ডেটন দুর্গের দিকে যাওয়ার পথে তাদের তিনজনেরই কাদামাখা পায়ের দাগ পড়লো বরফের এই সাদাটে চাদরের ওপর।

'প্রভু,' বিধবাটি বললেন, 'তিনজনই এরা চমৎকার ছেলে।' এরপর হাত বাড়িয়ে লানার দুইকাঁধ জড়িয়ে ধরে নরোমগলায় বললেনঃ 'ওপরতলায় এসো। আমি চিলেঘরটায় ছিলাম নৈশভোজের আগে। ওখানে কিছু জিনিস দেখেছি যা তুমি বাচ্চার জন্যে ব্যবহার করতে পারবে বলে ভেবেছি আমি।' তারা যখন ওপরতলায় যাচ্ছিলো বাড়িটা ছিলো বেশ উষ্ণ। কিন্তু ছাদের দরোজার ভেতর দিয়ে চিলেকোঠায় ঢুকতেই বাতাস আবার ঠান্ডা হয়ে উঠলো। ছাদের তেকোণো দেয়ালঘেরা ছোটো জানলাটার বাইরে বরফ পড়তে থাকায় অন্ধকার হয়ে এলো চিলেকোঠাটা। মিসেস ম্যাকলেনারের পায়ের তলায় ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুললো কাঠের পাটাতনের আলগা তক্তাগুলি। হঠাৎ নিচু হলেন তিনি। এবং পরমুহূর্তেই বললেনঃ 'এই জিনিসগুলি আমাকে বের করতে হবে।' লানা তাকিয়ে দেখলো তাঁর হাতের কাছে একটা দোলনা, খানকয়েক কম্বল, একটা ক্ষুদে প্লেট এবং রূপার একটা চামচ। জোরে শব্দ করে শ্বাস ফেললেন মিসেস ম্যাকলেনার। দুটি উজ্জ্বল টোল ফুটলো তাঁর চিমসে মুখে।

'দোলনাটা তৈরি করেছিলো বার্নির সৈন্যদের একজন। অন্যজিনিসগুলি বার্নি নিজেই যোগাড় করে এনেছিলো। মজা করবার জন্যে আমাদের বাসররাতে জিনিসগুলি দেখিয়েছিলো সে আমায়। হেসে কুটিকুটি হয়েছিলাম দুজনই। কথাটা প্রায়ই মনে পড়ে আমার। কিন্তু জিনিসগুলি কখনো আমরা ব্যবহার করিনি। জানি না, কেন। কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে চেষ্টার কোনো ত্রুটি হয়নি।'

স্নিগ্ধস্বরে লানা বললো ঃ 'জিনিসগুলি আপনি আমাকে দিয়ে দিলেন। কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো।'

'বোকা মেয়ে কোথাকার', নাক দিয়ে একটা শব্দ করে বললেন মিসেস ম্যাকলেনার। 'এতে আবেগপ্রবণ হওয়ার কী আছে?'

তিনি ওর নাকটা নেড়ে দিলেন।

'তোমার কামরায় জিনিসগুলি নিয়ে রাখো। না, আমি নিজেই ওগুলি বয়ে নিয়ে যাবো। এরকম ভারি জিনিস তোমার টানাটানি না–করাই ভালো।'

www.pathagar.com

পশ্চিম কানাডা ক্রিক্ পার হয়ে তারা তিনজন যখন দুর্গের কাছাকাছি এলো তুষার কণা তখন জোরে ছিটকে পড়তে শুরু করেছিলো তাদের মুখে। সড়কে পায়ের দাগের সংখ্যা দেখে হাসলো অ্যাডাম।

'আমি বাজি ধরতে পারি, এতো মিলিশিয়া এর আগে কখনো একজায়গায় জড়ো হয়নি।'

দাঁত বের করে হাসলো জো বোলিও।

''কতো বেতন পাওয়া যাবে বলে ভাবছো তুমি?' জিজ্ঞেস করলো গিল।

'অনেক', উত্তরে বললো অ্যাডাম। 'আমি জানি না হিসেবটা কেমন করে করবে তারা। কিন্তু কাজটা শুরু হয় আমাদের জুন মাসে। এরপর উনাডিলায় অভিযানে যেতে হয় আমাদের। আর্নল্ড যখন বাড়ি ফিরে গেলেন তার আগে পর্যন্ত একটানা ব্যস্ত থাকি আমরা সবাই। এখানেই প্রায় তিনমাস কাজ করতে হয়। পুবের অভিযানের সময়টা ছিলো আরো দীর্ঘ। বোধকরি পুরো অভিযানের জন্যেই তারা বেতন দেবে আমাদের।'

ফটকের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় জর্জ উইভারের সাথে দেখা হলো তাদের। কেমন যেনো গম্ভীর এবং হতচকিত দেখাচ্ছিলো উইভারকে। তারা কারণটা জানতে চাইলো তার কাছে।

'শোনো বলছি', বললো উইভার। 'কিটির বকেয়া বেতন আদায় করবার জন্যে আসতে চেয়েছিলো মিসেস রিঅল। মহিলা জানতে চেয়েছিলো আমার সাথে আসতে পারবে কিনা সে। কিন্তু এমা তা পসন্দ করলো না। জন আর ম্যারি রিঅলের ব্যাপারটা নিয়ে ওদের ওপর বিগড়ে আছে এমা। কিন্তু আমি বললাম প্রতিবেশী হিসাবে মিসেস রিঅলকে সংগে না নিয়ে আসাটা অনুচিত হবে আমার পক্ষে। দ্যাখো সামনেই আছে সে।'

আশ্চর্যরকমের উৎফুল্ল দেখাচ্ছিলো মিসেস রিঅলকে। তাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে ফিরে দাঁড়ালো সে। সাথে ছিলো তার মেয়ে ম্যারি। গিল তাকিয়ে দেখলো, এর মধ্যেই বেশ বড়োসড়ো হয়ে উঠেছে মেয়েটা। দেখতে খুব শ্রীময়ী মনে হচ্ছিলো ওকে। ওর চোখে যে ঐকান্তিকতার আভাস ফুটে উঠছিলো রিঅলদের কারো মধ্যে তার সাক্ষাৎ পাবে বলে সে আশা করেনি। এতগুলি লোককে ওর এবং ওর মায়ের চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কেমন যেনো বিব্রতবোধ করছিলো ম্যারি। ওর মায়ের এভাবে

www.pathagar.com

এখানে আসার ব্যাপারটাও বোধকরি ওকে লজ্জিত করে থাকবে। গিল হাত তুলে তার দুই সঙ্গীর সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দিলো।

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো অ্যাডাম এবং ওর মাকে লক্ষ্য করে বললোঃ 'আমাদের সাথে চলুন, মাম। আমরা সবাই যাবো একসাথে।'

মিলিশিয়াদের বেতন দেয়ার জন্যে সৈন্যদের মেসটাকে পেমাস্টারের অফিসে রূপান্তরিত করা হলো এই পড়ন্ত বেলায়। গেট পাহারায় মোতায়েন রাখা হলো গ্যারিসনের দুজন সৈন্যকে। ভিড়ের মধ্যে সঙ্গীদের জন্যে জায়গা করে নিয়ে অ্যাডাম যখন অগ্রসর হচ্ছিলো সৈন্যরা তার পথ আগলে দাঁড়ালো।

'বেতন দেয়ার কাজটা শুরু হবে কখন?' জিজ্ঞেস করলো অ্যাডাম।

'যখন তিনি ওটা দেয়ার হুকুম করবেন।' দরোজার দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো একজন সৈন্য। তারা ওখানটায় দাঁড়িয়ে থেকে কথাবার্তা বলতে লাগলো আশপাশের লোকজনের সংগে। কৌতূহলের চোখে কেউ কেউ তাকালো মিসেস রিঅল এবং ম্যারির পানে। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে 'ভালো তো' এইটুকু ছাড়া তেমন কিছু বললো না কেউই।

কিছুক্ষণ পরে মেসরুম থেকে শোনা গেলো একটা গম্ভীরগলার চড়া আওয়াজঃ 'হেই ছেলেরা, এবার তাদের ঢুকতে দিতে পারো।'

পাহারাদার সৈন্যদের একজন ঘাড় তুললো এবং চেঁচিয়ে বললো ঃ 'সবাইকে কী একসংগে ঢুকতে দেবো, মিস্টার?'

'না। কুড়িজন করে ছাড়তে পারো। এর বেশি হলে জায়গায় কুলাবে না কামরায়। এদের বেতন দেয়া না হওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে রাখো দরোজা। এরপর পাঠাবে আরেকটা দল। আমরা এখানেই লোকের চাপে পিষে মরতে চাই না, বুঝলে।'

অ্যাডাম তার দুই চওড়া কাঁধ দিয়ে পথ করে নিয়ে এগিয়ে গেলো সামনে। তাকে অনুসরণ করে সবার আগে কামরাটায় প্রবেশ করলো গিল, উইভার, জো এবং রিঅল পরিবারের দুই মহিলা।

বাইরে সাদা-সাদা বৃষ্টির মতো তুষারকণা ছিটকে পড়তে থাকায় অন্ধকার দেখাচ্ছিলো কামরাটাকে। চুল্লিতে প্রচুর কয়লা উদ্‌গার করে জ্বলছিলো একটি মোটা গাছের গুঁড়ি। সেদিকে পিঠ দিয়ে বসেছিলো খাজানচি। লোকটার পরনে কালোকোট,

www.pathagar.com

ভেতরে লাল রংয়ের ফতুয়া এবং গলায় বাঁধা একটা ময়লা সাদাটাই। কর্নেল বেলিঞ্জারের অনুরোধে পিউকিপসি থেকে এসেছে সে। তার সামনে রাখা ছিলো রেজিমেন্টের লোকের নামের তালিকা এবং কর্নেলের লোকজনের ফর্দ। দুটি তালিকাই মিলিয়ে পরখ করে দেখছিলো সে। লোকজন ভেতরে ঢুকতেই কাগজপত্র দেখার কাজ সেরে গলা খেঁকিয়ে সে বললো ঃ 'লাইন বেঁধে দাঁড়াও। টেবিলের পাশে লাইন দাও। একসাথে সবাইকে বেতন দিতে পারবো না আমি।' লোকটা টেবিলের দিকে পা বাড়াতেই কামরাটার ভেতরে কর্নেল বেলিঞ্জারকে দেখতে পেলো গিল। গম্ভীর দেখাচ্ছিলো কর্নেলকে। কারণটা বোধগম্য হলো না গিলের।

'ওই যে, ওখানে', বললো পেমাস্টার। এ জায়গায় কী করবার আছে মেয়ে মানুষের?'

পুরুষদের লাইনের তিননম্বরে ছিলো মিসেস রিঅল। লাইন ভেঙ্গে এগিয়ে এলো সে এবং পেমাস্টারের সামনে এসে দাঁড়ালো।

'আমার স্বামীর পাওনা বেতন তুলতে এসেছি আমি।'

'ষাট, ষাট, ষাট!' বললো ক্ষুদে লোকটি। 'এখানে মেয়েমানুষদের ঢুকতে দেয়া হয় না, মাম।' সে একটানা 'হাক্, হাক্' করছিলো।

'কিন্তু আমি কেন এসেছি তাতো বললামই।'

'তার নাম কি? কেন সে নিজে এলো না?'

'ক্রিশ্চিয়ান রিঅল তার নাম,' বললো মিসেস রিঅল। 'সে জীবিত নেই।'

তালিকা পরখ করে দেখতে লাগলো পেমাস্টার।

'এখানে তার নাম নেই। দয়া করে এখন তুমি বাইরে যাবে, মাম?'

'একমিনিট অপেক্ষা করো,' এগিয়ে এলো কর্নেল বেলিঞ্জার। 'আমি বুঝতে পারছি না কেন মৃত হিসেবে এই তালিকায় ক্রিশ্চিয়ান রিঅলের নাম লেখা হলো না? যুদ্ধে সে নিহত হয়েছে এবং তার মাথার চামড়া কেটে নিয়েছে রেডইন্ডিয়ানরা। আমি নিজে তার এ-হাল দেখেছি। আমি মনে করি, তার স্ত্রী তার পাওনা বেতন পেতে পারে।'

ক্ষুদে লোকটি ক্ষুব্ধদৃষ্টি তুলে তাকালো কর্নেলের পানে।

www.pathagar.com

'আমি দুঃখিত,' বললো সে। 'নিজের পদমর্যাদার অহংকারে যেনো ফুলে উঠেছিলো লোকটা। 'মিলিশিয়াদের বেতন দেয়ার জন্যে আমাকে নিয়োগ করা হয়েছে। মৃতব্যক্তিদের বেতন দেয়ার জন্যে নয়।' গলায় কাশি তুলে খাঁকারি দিলো সে।

'কিন্তু কোথা থেকে আমি তার বেতন তুলতে পারবো? তার বেতন পাওয়ার অধিকার আমার আছে। আমি তার বৈধ বিবাহিতা বিধবা স্ত্রী,' বললো মিসেস রিঅল।

'রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করো। এব্যাপারে হলফনামা পেশ করো একজন বিচারকের সামনে। উপস্থাপন করো তোমার দাবি। হ্যক, হাক্।'

'কিন্তু আমার হাতে কোনো টাকা নেই। টাকার খুব দরকার আমার। আমার ছেলেমেয়ে আছে, মিস্টার।'

'ওটা আমার দেখবার বিষয় নয়।'

'এদিকে তাকান', বললো কর্নেল। 'অন্য যেকোনো লোকের মতো নিশ্চয়ই বেতন পাওনা হয়েছে রিঅলের। আমি শপথ করে বলতে পারি, মৃত্যুর আগে যে-সময়টা পর্যন্ত সে কাজ করেছে তার জন্যে অবশ্যই তাকে বেতন দিতে হবে। এবং তার স্ত্রী হিসাবে মিসেস রিঅল এর হকদার। আপনি কী তার কাজের সময় হিসাব করে মিসেস রিঅলকে বেতনটা চুকিয়ে দিতে পারেন না?'

'প্রিয় মহোদয়,' বললো পেমাস্টার। 'আমরা ওভাবে কাজ করি না। এর নিয়মটা কী তা আমি বাতলে দিয়েছি। অডিটর-জেনারেলের কাছে এব্যাপারে দাবি পেশ করতে হবে। এবং তা পাশ করিয়ে নিতে হবে কংগ্রেসের একটি আইনের মাধ্যমে।'

'যীশু খ্রীস্ট! শুনলে তো ছারপোকা পক্ষির কথা।' এটা বোধকরি জো'র কণ্ঠস্বর।

কথাটা শুনে প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলো অ্যাডাম হেলমারের গলা।

'স্যার?'

সাড়া দিলো না কেউ।

মিসেস রিঅলের বাহুতে হাত রাখলো কর্নেল বেলিঞ্জার। 'আমি দেখবো আপনি যাতে টাকাটা পান। আপনার নিজের বাবদও যাতে কিছু পান সে-ব্যবস্থাও আমি করবো।' মিসেস রিঅলকে দরোজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলো কর্নেল।

www.pathagar.com

গলাটা পরিষ্কার করে নিচ্ছিলো পেমাস্টার। লোকজন তার দিকে মুখ বাড়িয়ে ধরতেই সে বললো ঃ 'তোমাদের নাম বলো। সবার হিসাবের টাকা আছে আমার কাছে।'

হেস এবং স্টুফন্যাগল নামের দুই লোক তাদের বেতন বুঝে নিলো। এরপর এলো গিলের পালা।

'গিলবার্ট মার্টিন।' নিজের নাম বললো সে।

'কোম্পানি?'

'মার্ক ডেমুথের কোম্পানি।'

'ও, হ্যাঁ। ক্যাপ্টেন ডেমুথের মিলিশিয়াদল। অন্য কোম্পানির চেয়ে তোমাদের কোম্পানির হিসাব আলাদা। জেনারেল আর্নল্ডের সাথে যে পাঁচদিন তোমরা কাজ করেছো তার জন্যে কোনো বেতন পাবে না। কন্টিনেন্টাল সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী রক্ষী হিসাবে তোমাকে কাজ করার অনুরোধ জানানো হয়েছিলো। সুতরাং, এ বাবদ তোমার খরচ বহন করবে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস। সময়মতো তা তুমি পাবে। এটা বাদ দিয়ে তোমার বেতন দাঁড়াচ্ছে চার ডলার সাতাশ সেন্ট। আর গত গ্রীষ্মে এই রেজিমেন্টের মিলিশিয়া সার্ভিসে নিয়মিত প্রাইভেট সৈন্য হিসাবে যারা কাজ করেছে তাদের মাথাপিছু বেতন হয়েছে পাঁচ ডলার বায়ান্ন সেন্ট।'

হতবাক-হওয়া একটা নীরবতা ছড়িয়ে পড়লো গোটা কামরাটায়। যে-দুটি লোক আগে বেতন পেয়েছিলো তারা ফের মিলিয়ে দেখতে শুরু করলো তাদের হিসাব। গিল তার হাতের ডলারগুলির দিকে তাকালো। চার ডলার সাতাশ সেন্ট। তার গলার শিরাগুলি হঠাৎ ফুলে উঠলো। ওরিস্কানির কথা ভাবলো সে। অন্যদের জন্যে অপেক্ষা করবার মতো মনের অবস্থা ছিলো না তার। দরোজার দিকে পা বাড়ালো সে।

বোধকরি অস্বস্তিবোধ করছিলো পেমাস্টার। কারণ, জো বোলিও তার নামটা বলবার পরই সে আবার কাশতে শুরু করলো। নোংরা বুনো লোকটা ঝুঁকে পড়লো তার দিকে।

'ধন্যবাদ,' বললো জো। 'বৃটিশকে ঘায়েল করা বোধকরি একটা তামাশা।।

বেঁটেখাটো পেমাস্টার লোকটা কেশে পরিষ্কার করলো গলা।

'নিউইয়র্ক কংগ্রেসের বিধি মোতাবেক এটা হলো নির্ধারিত বেতন। নিজেদের এলাকার সীমানার মধ্যে কাজ করবে যেসব মিলিশিয়া তারা তাদের প্রকৃত ডিউটির

www.pathagar.com

ভিত্তিতে বেতন পাবে। তোমার বেলায় দেখা যাচ্ছে উনাডিলা অভিযানে তোমার ডিউটি ধরা হয়েছে চৌদ্দদিন। স্ট্যানউইক্স দুর্গের সাহায্যে–পাঠানো ব্যর্থ অভিযানের জন্যে পাঁচদিন। এরপর তোমাকে আবার ছুটি দেয়া হয়। জেনারেল আর্নল্ডের অধীনে পরিচালিত সফল অভিযানের জন্যে পাঁচদিন। তোমার ডিউটির সময় হলো মোট চব্বিশদিন। প্রতিদিন তেইশ সেন্ট করে হলে চব্বিশ দিনের জন্যে তোমার মোট পাওনা বেতন হলো ঃ পাঁচ ডলার বায়ান্ন সেন্ট। আমার কাছে এটা পানির মতো পরিষ্কার।।'

'ছারপোকা পক্ষি কথাটা তুমিই তাহলে বলেছিলে?' একটু দম নিয়ে বললো পেমাস্টার। কোনো জবাব না দিয়ে জো সোজা গিলকে অনুসরণ করে নামলো বরফ ঢাকা রাস্তায়। সাদা দেখাচ্ছিলো দালানগুলির ছাদ। ধীরে ধীরে হীমশিতল হয়ে উঠেছিলো বাতাস। ছাদে পাহারারত সৈন্যদের মুখ থেকে বেরুচ্ছিলো বাষ্পের ধোঁয়া।

লম্বাপায়ে এগিয়ে এসে তাদের দুজনকেই ধরলো অ্যাডাম হেলমার।গলা চড়িয়ে হাসছিলো সে। 'টাকার থলেটা আমার সাথে নিয়ে আসা উচিত ছিলো।'

কিছুই বললো না গিল। দুর্গের ফটক দিয়ে বেরিয়ে বাঁদিক ঘুরে সোজা বাড়িমুখো রওয়ানা হলো সে। তুষারপাত হচ্ছিলো একনাগাড়ে। তার পায়ের দাগ অনুসরণ করে চলছিলো অন্যদুজন। সবশেষে আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে আসছিলো জো।

'কী বলছো তুমি?' জিজ্ঞেস করলো অ্যাডাম।

'আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম ওই বজ্জাতরা কেমন করে অমনধারা হিসেব করে।'

'কোন্ বজ্জাতদের কথা বলছো তুমি, জো?'

'ওই কংগ্রেস–ওয়ালাদের কথা।'

২

বরফ

তুষারঝড় থেমে যাওয়ার পর দেখা গেলো দুইফুট গভীর হয়ে জমেছে বরফ। এরপরও বেশ ঠান্ডা ছিলো আবহাওয়া। স্বামীর ভালুক থাবার জুতাজোড়া পায়ে চড়িয়ে হাঁটবার সময় এমা ভাবছিলো, শীতটা তাহলে জেঁকেই বসলো। চারপাশে বরফ দেখে স্বস্তিবোধ করছিলো সে।

www.pathagar.com

স্বামী এবং দুই ছেলের কাউকেই এমা বলেনি কোথায় যাচ্ছে সে। শুধু দুপুরে খেতে বসে একবার বলেছিলো বাড়িতে মনটা একদম হাঁপিয়ে উঠেছে। সুতরাং, বরফে হাঁটা চলা করতে পারলে ভালো লাগবে তার। চারজন বয়স্ক লোকের জন্যে তাদের কেঠো কুঁড়েঘরটা ছিলো খুবই ছোটো। সে এবং জর্জ তো আছেই। এদিকে দুই ছেলেও গায়ে-গতরে বড়ো হয়ে উঠেছে। জন তো প্রায় বয়স্কই। এখন কোবাস ওর সমান হতে চলেছে। তিনজনই প্লেটের ওপর থেকে মুখ তুলে তাকালো এমার পানে। ঠোঁটে পুরুষসুলভ হাসি ফুটিয়ে তিনজনেই তারা বললোঃ 'বেশ তো, মা।' পরিবারের এই বেটাছেলেদের জন্যে গর্বিত ছিলো এমা। এবং তার দৃঢ় বিশ্বাস, তারাও গর্ববোধ করতো তাকে নিয়ে। মায়ের প্রতি জনেরও ভালোবাসার অভাব ছিলো না যদিও গত কমাস ধরে রিঅলদের মেয়েকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত ছিলো সে। ম্যারি রিঅলের সাথে কথা বলবার অদম্য ইচ্ছায় তাড়িত হয়ে এমা এখন যাচ্ছে হারকিমার দুর্গে। এ বিষয়ে কিছুই যে আঁচ করতে পারেনি জন, এমা তা জানে।

বেশ কিছুদিন হলো হারকিমার দুর্গ ছেড়ে পিটার উইভারের খামার বাড়ির একটা কুঁড়েঘরে পরিবার পরিজন নিয়ে উঠেছে জর্জ। সে এবং তার দুই ছেলে রাজি হয়েছিলো খামারে কাজ করতে। ছেলেরা তাদের খাটুনির বিনিময়ে পাবে ফসলের তেভাগার একভাগা। এই নতুন জায়গায় আসবার পর থেকে ম্যারি রিঅলের সাথে আর দেখা হয়নি এমার। মেয়েটিকে দেখবার সামান্য ইচ্ছাও ছিলো না তার। কিন্তু জর্জ যেদিন বললো বেতন আনতে যেতে মিসেস রিঅলকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে সে, এমা খুব আঘাত পেয়েছিলো সেদিন। এমার ধারণা হয়েছিলো তার মতের বিরুদ্ধে জন এবং ম্যারির পক্ষ নিচ্ছে জর্জ। কিন্তু মিসেস রিঅলের প্রতি পেমাস্টারের আচরণের কথা জর্জের মুখে শুনবার পর থেকে এমার মনের সমস্ত ক্ষোভ শুরু করলো ফুঁসে উঠতে।

'আমি ভাবছি যদি আমি তোমাদের সংগে ওখানে থাকতে পারতাম,' বলছিলো এমা।

'আমিও ভাবছি তুমি যদি থাকতে ভালোই হতো, এমা,' জবাবে বলছিলো জর্জ। 'কী বলবো তোমাকে, খুব আঘাত পেয়েছিলো মেয়েটা। ওর মাকে অমন অপদস্থ হতে দেখে লজ্জায় যেনো মাটির সংগে মিশে গিয়েছিলো বেচারি।'

'আশ্চর্য, তোমরা পুরুষরা দাঁড়ালে না ওদের পক্ষে।'

'আমাদের আসলে করবার কিছুই ছিলো না। বেলিঙ্গার ছিলো ওখানে। সেও কিছু করতে পারলো না। অথচ সে একজন কর্নেল।'

ব্যাপারটা নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করলো না এমা। কিন্তু তার মনে হলো রিঅলদের সংগে এখন একটা রফা হওয়া দরকার। বিশেষ করে মেয়েটির সাথে সরাসরি কথা বলে ওকে একটা সঠিক ধারণা দেয়া উচিত তার। বিয়েটা যাতে তাড়াতাড়ি না হয় সেটা যেমন মেয়েটার জন্যে মঙ্গলজনক তেমনি তার ছেলে জনের জন্যেও ভালো।

পুরুষদের মতো লম্বা-লম্বা পা ফেলে বরফের ওপর দিয়ে হাঁটছিলো এমা। শীতে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলো তার মুখের রং। বরফজুতার ভারে পা টেনে টেনে হাঁটতে হচ্ছিলো তাকে। পাতলুন পরে আসলেই ভালো হতো তার। আলগা বরফপিণ্ড মাড়িয়ে এগুচ্ছিলো সে। তার পায়ের চাপে গুঁড়ো হয়ে ছিটকে পড়বার সময় ঝকমক করছিলো বরফের ক্ষুদেকণাগুলি। হাঁটুর ওপর চাপ দিয়ে সামনে পা ফেলছিলো এমা। আর অনবরত প্যাচ-প্যাচ শব্দ উঠছিলো তার জুতার তলা থেকে।

বিধাতা এমাকে রূপ না দিলেও দুইহাতে ঢেলে দিয়েছিলো স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যের এই প্রাচুর্য এবং শক্তি সে দেহের পরতে পরতে অনুভব করতো হাঁটবার সময়। এরমধ্যে পেশীর চাঞ্চল্য থাকলেও তার ভেতরকার নারীত্বকে কিছুতেই সে লুকিয়ে রাখতে পারতো না। চশমাপরিহিতা সুন্দরী মহিলারা যেখানে নিজেদের নগ্নতা জাহির করে চিত্তসুখ অনুভব করতো এমা সেখানে তার ভাষায় 'হাঁটা চলার' মধ্যদিয়ে নতুন করে নিজেকে আবিষ্কার করতে চাইলো।

দুর্গের ফটকের ভেতর দিয়ে পা দোলাতে দোলাতে এমাকে আসতে দেখলো ম্যারি রিঅল। ওর কাছে এমার স্বাস্থ্যের উচ্ছলতার অর্থ ছিলো নিষ্ঠুরতার একটা বিদঘুটে বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তার ব্যাপারে কেমন একটা ভীতি ছিলো মেয়েটার। সহজেই ও বুঝে নিলো, জনের মা আসলে ওর সংগেই কথা বলতে এসেছে যদিও মিসেস রিঅলের সংগে সাক্ষাৎ করবার ভান দেখালো এমা।

উত্তর-পশ্চিম ব্লকহাউসটার কোনার দিকে থাকতো রিঅলরা। জায়গাটা তারা ভাগাভাগি করে নিয়েছিলো অ্যান্ড্রুজ টাউনের দুই পরিবারের সাথে। একসময় গ্যারিসনের জন্যে নির্মিত একটি ব্যাংকের ওপর শুয়েছিলো ম্যারির মা। তিনটি পরিবারেরই আগুনের অভাব দূর করতো মেঝের মাঝামঝি জায়গায় বসানো চুল্লিটি। ঘরের ছাদের ঢালু আড়া এবং সিলিংয়ের তক্তাগুলি কালো হয়ে উঠেছিলো ধোঁয়ায়। বাতাসের চাপে ওপরদিকে উঠে ছাদের দরোজা গলিয়ে চিলেকোঠা দিয়ে বেরিয়ে যেতো ধোঁয়ার কুন্ডলি। জায়গাটা ছিলো প্রকৃতঅর্থেই শ্বাসরুদ্ধকর।

www.pathagar.com

'আমাদের খোঁজ নিতে এসেছো দেখে খুশি হলাম, এমা,' বললো মিসেস রিঅল। 'এ সত্যি তোমার বদান্যতা।'

'এমনি হাঁটতে হাঁটতে এলাম তোমাদের এদিকে', এমা বললো। চারপাশে চোখ বুলালো সে। বুঝলো, ম্যারির সাথে কথা বলবার সুযোগ এখানে নেই। 'তারপর কেমন চলছে তোমাদের বলো?'

মিসেস রিঅল এ-প্রসংগে কর্নেল বেলিঞ্জারের কথা পাড়লো। বললো, নিজের তহবিল থেকে তাকে টাকা ধার দিয়েছে কর্নেল। বড়ো ভালো মানুষ লোকটা। খাঁটি ভদ্রলোক একজন।'

'হ্যাঁ,' জোর করে সম্মতিসূচক মন্তব্য প্রকাশ করলো এমা। 'কিন্তু এভাবে তো সারা জনম চলতে পারবে না তোমরা। সামনের বছর কেমন করে চালাবে, ভাবছো?'

বিরক্তিবোধ করলো না মিসেস রিঅল।

'নিহত হওয়ার আগে কিটির পাওনা বেতনের জন্যে ক্ষতিপূরণ দাবি করে দরখাস্ত পাঠিয়েছি আমি। আশা করি, খুব শিগগিরই এ বিষয়ে জানতে পারবো। মিঃ রিবাস হোয়াইটকে দরখাস্তটা আমি দেখিয়েছিলাম। তিনি বলেছেন দাবিটা সরকারের মেনে নেয়া উচিত।' গুরুত্ব দিয়ে কথাগুলি বলছিলো মিসেস রিঅল।

'মিঃ হোয়াইট লোকটা কে?' জানতে চাইলো এমা।

'এখানকার করপোরাল। ম্যাসাচুসেটসের লোক। ভারি চমৎকার মানুষ মিঃ হোয়াইট, এমা। বলেছেন, এখানে হয়তো স্থায়ীভাবে থেকে যেতে পারেন। তাঁর ঘরদোর দেখাশোনার ভারটা আমার ওপর ছেড়ে দেয়ার কথা বলেছেন তিনি।'

শব্দ করে নেকোশ্বাস ছাড়লো এমা। 'তোমাদের দাবির কথা জর্জও আমায় বলেছিলো। আচ্ছা, কতো হতে পারে দাবির পরিমাণ?'

মিসেস রিঅল উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলো তার বিছানাটা। 'আমি কোথাও রেখেছি ওটা। দরখাস্তের কপিটার কথা বলছি। এই যে, পেয়ে গেছি। হ্যাঁ, মোট দাবির অংক হলো : দুশ একাত্তর পাউন্ড পনেরো শেলিং।'

'দুশ পাউন্ড! কেমন করে হিসাবটা তুমি করলে?'

'কিটির পক্ষে ক্ষতিপূরণ দাবির দরখাস্তটা লিখেছে জিমস ম্যাকনড। বসতঘর বাবদ

www.pathagar.com

সে ধরেছে একশ পাউন্ড। একটি শস্যমাড়াই কল বাবদ পঁচিশপাউন্ড। শোবার খাট এবং বিছানার জন্যে চৌদ্দপাউন্ড। হল্যান্ডের তৈরি একটি আলমারির জন্যে সাতপাউন্ড।' গড় গড় করে মুখস্থ বলে যাচ্ছিলো সে জিনিসপত্রের নাম এবং তালিকা।

মুখ হাঁ-করে তাকালো এমা।

'কিছুতেই নগদ মুদ্রায় অতো হতে পারে না এসবের দাম। ওরকম দামি খাট তোমাদের ছিলোই না। আর হল্যান্ডের আলমারি? কখনো তো তোমরা এ জিনিস ব্যবহার করোনি।'

এমার কথায় মোটেও বিরক্ত হলো না মিসেস রিঅল।

'না থাকলেও আমি তা সবসময় পাওয়ার আশা করেছি। মিঃ ম্যাকনড বলেছে প্রতিটি দরকারি জিনিসের উল্লেখ থাকা ভালো দরখাস্তে। কারণ, অনেকসময় তালিকা থেকে এটাওটা ছাঁটাই করে তারা।'

এমা চোখ তুলে তাকালো।

'যাক গে,' হঠাৎ সে বলে উঠলো। 'এটা আমার দেখবার বিষয় নয়।' ম্যারির পানে চাইলো সে। মেয়েটিও দেখছিলো তাকে।

গাঢ় লাল হয়ে উঠলো ওর কৃশমুখখানা। 'প্রভু!' মনে মনে জপলো এমা : 'মেয়েটি দেখছি লজ্জাবোধ করছে।'

'দ্যাখো,' কথা বলতে শুরু করলো মিসেস রিঅল। 'এখন আমরা নিজেদের একটা সরকার পেয়েছি। নিজেদের কল্যাণেই আমাদের উচিত এটাকে কাজে লাগানো। মিঃ হোয়াইটও একথাই বলছেন।'

'তুমি বোধকরি এই দৃষ্টিকোণ থেকেই ব্যাপারটাকে দেখছো।' নিজের মনের কথাটা লুকিয়ে রাখলো এমা। কারণ, রিঅলদের কোনোকালেই সে বিশ্বাস করতে পারতো না। তাই অন্যপ্রসংগ তুলে বললো, 'এই শীতটা কেমন করে পাড়ি দেবে, ভেবেছো?'

হাসলো মিসেস রিঅল।

'ভাবছি একরকম করে কাটিয়ে দেয়া যাবে সময়টা। তারা আমাদের জন্যে খাদ্য পাঠাচ্ছে। এবং আমরা সবাই এখানে তা ভাগ করে নিচ্ছি। তবে জুতা না-থাকায় খুব কষ্ট হচ্ছে ছোটো ছেলেমেয়েদের। এ বছরের শুরু থেকে হাতপায়ের হাজারোগে ভুগছে তারা। এই অসুবিধাটুকু ছাড়া কোনোসময় কিন্তু খাদ্যের অভাববোধ করিনি আমরা।'

www.pathagar.com

লজ্জা পেয়ে এমা বললো : 'কোবাসের কয়েক জোড়া জুতা এখন আর তার পায়ে লাগছে না। আমি সেগুলি পাঠিয়ে দেবো তোমাদের এখানে।'

উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় অভিবাদন জানালো সে। দুইমাইল হেঁটে বাড়ি ফিরতে হবে ভেবে ভালো লাগলো তার। কারণ, পথে পাওয়া যাবে তাজা বাতাসের স্বাদ।

'গুড বাই', বললো মিসেস রিঅল।

বরফজুতা জোড়া পায়ে দেবার জন্যে দোরগোড়ার বাইরে থামতে হলো এমাকে।

'আপনাকে সাহায্য করতে পারি, মিসেস উইভার?' বললো ম্যারি। এমাকে এগিয়ে দিতে বের হয়েছিলো ও।

এমা বললোঃ 'নিজের হাতে জুতা পরবার মতো বয়েস বোধকরি এখনো আমার আছে।'

গালে যেনো চড় খেলো মেয়েটি। পিছিয়ে এলো ও। একেবারে সাদা হয়ে উঠলো ওর মুখ। বিস্ফারিত হলো চোখদুটি।

'মিসেস উইভার' শান্তকণ্ঠে বললো ও। কিন্তু ওর স্বরে ছিলো শিশুসুলভ আবেগ। সাধারণ আটপৌরে পেটিকোটে শিশুর মতনই দেখাচ্ছিলো ওকে। বাড়িতে বোনা মোটা সুতার মোজা জোড়ার ভেতর থেকেও ওর পাদুটিকে কেমন যেনো লিকলিকে মনে হচ্ছিলো। রোগাটে মানুষ কিংবা প্রাণীকে লোকে যেরকম সহানুভূতি দেখায় এই ক্ষীণাঙ্গী দরিদ্র মেয়েটির প্রতি ঠিক সেরকম একটা করুণা বোধ করছিলো এমা।

বরফজুতা জোড়া পায়ে গলিয়ে দিয়ে ফিতা বেঁধে উঠে দাঁড়িয়েছিলো সে।

'কী যেনো বলতে চেয়েছিলো, ম্যারি?'

মেয়েটির মুখের পানে তাকালো এমা। ঠিকমতো খেতে না পাওয়ায় বয়েস অনুপাতে ওর স্বাস্থ্য অর্ধেকও পুষ্ট হয়নি। অথচ এই পড়ন্ত বয়েসেও এমার বুকে এবং কাঁধে ভরাট স্বাস্থ্য। একটা শ্বাস টেনে কাঁপা কাঁপা গলায় মেয়েটি বললোঃ

'আমার মা সম্পর্কে এতোখানি খারাপ ধারণা করা উচিত নয় আপনার। তালিকায় বাড়তি জিনিসের নাম লেখানো যে একটা ফাঁকি তা সে মনে করে না। আসলে তার চিন্তাধারাটাই এমনি।'

আন্তরিকতার সুরে এমা বললোঃ 'আমি জানি। এছাড়া যে তার উপায়ও ছিলো না। তাছাড়া অভ্যাস সহজে কী ছাড়তে পারে মানুষ?'

www.pathagar.com

মেয়েটির চোখাচোখি হলো সে। সোজাসুজি তার দিকে তাকিয়েছিলো ম্যারি। এমা বুঝলো, যে ধারণাই ওর সম্পর্কে করুক না সে আসলেই একটা সাহসী মেয়ে ও। মৃত্যুকে ভয় করলেও তার মুখোমুখি দাঁড়ানোর মতো সৎসাহস আছে ওর। এমার ভালো লাগলো ওর এই মনোভাব।

'আপনি ভাবছেন আমরা সবাই একরকম, তাই না? আমি এবং জন পরস্পরকে ভালোবাসি। তার জন্যেই আসলে ব্যাপারটাকে এভাবে দেখছেন আপনি।'

'ভালোবাসা!' কথাটা ছিটকে পড়লো এমার ঠোঁট থেকে। 'তোমাদের মতন দুই দুধের বাচ্চা কী জানে ভালোবাসার?'

'আপনার বয়েস যখন পনেরো ছিলো, মিসেস উইভার তখন কী করেছিলেন আপনি?'

'কিছুই না,' দৃঢ়কণ্ঠে বললো এমা।

'কিন্তু আপনারা তো বিয়ে করেছিলেন, নাকি?'

সাহসে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলো ম্যারি। মুখের তুলনায় অনেক প্রশস্ত দেখাচ্ছিলো ওর কপালটি। একটু একটু নড়ছিলো ওর নিচের ঠোঁট। তীক্ষ্ণচোখ দুটি নিবদ্ধ ছিলো এমার চোখে। রাগ করার বদলে শান্তদৃষ্টি তুলে এমা দেখছিলো ওকে। মেয়েটা তাকে মুগ্ধ করেছে–কথাটা ভাবতে নিজেরই অবাক লাগলো এমার।

'আপনি কখনো মনে কষ্ট পেয়েছেন?'

'সচরাচর মেয়েরা যেরকম কষ্ট পায় তার বেশি নয়, ম্যারি।'

'মিঃ উইভার কখনো দুঃখবোধ করেছেন?'

হঠাৎ হেসে উঠলো এমা। 'এরকম কথা তো কখনো বলতে শুনিনি তাকে।' গভীর একটা শ্বাস ফেললো সে। 'তুমি কী গেট পর্যন্ত যাবে আমার সাথে?'

নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করলো ম্যারি। বরফ হুল ফোটাচ্ছিলো ওর দুই পায়ের গোড়ালিতে। দুর্গের খুঁটির পাঁচিলের বাইরে এমার পাশে দাঁড়িয়েছিলো ও। হাতদুটি বুকের ওপর রেখে ও উৎকর্ণ হয়েছিলো এমা কী বলবে তা শোনার জন্যে।

বেশ কয়েকমুহূর্ত ভেবেচিন্তে শেষে এমা বললো : 'মাঝেমধ্যেই বুঝি তোমার এবং জনের দেখাসাক্ষাৎ হয়?'

www.pathagar.com

'সময় করতে পারলে এদিকে আসে সে।' একটা আবেগ ঝলকে উঠলো ম্যারির কৃশমুখে। 'অবশ্য যখনতখন নয়।'

'জন সত্যি একটি ভালো ছেলে,' বললো এমা। সঙ্গে সঙ্গে ভাবলো, বিধাতা জানে এরকম একটা হতচ্ছাড়া জায়গায় কেমন করে ভালোবাসতে পারে ওরা।

'ম্যারি, তোমার ওপর আমি রূঢ় হতে চাইনি। জনের ওপরও না। কিন্তু বিয়ের ব্যাপাটার কোনো ধারণাই তোমাদের নেই।'

তার ঠোঁটে আবার ফুটলো হাসির ক্ষীণ একটি রেখা।

'আমি জানি,' তক্ষুণি বললো এমা। 'যে কোনো মেয়েকে একজায়গা থেকে শুরু করতে হয়। তোমার কথাও ভাবছি আমি। আচ্ছা, কেমন করে তুমি বুঝলে জনকে ভালোবাসো তুমি? আর জন ভালোবাসে তোমাকে? আমি চাই না তোমরা যেকোনো একজন অসুখী হও।'

'আমরা পরখ করে দেখতে ভয় পাচ্ছি না, মিসেস উইভার।'

'আমি জানি। আমি জানি। তোমাদের মতন বয়েসে কখনো কেউ ভয় পায় না। অন্তত খুব বেশি একটা ভয় পায় না। তোমার কী মনে হয়, একজন ভালো স্ত্রী হতে পারবে তুমি? ব্যাপারটাকে এদিক থেকে একটু ভেবে দেখো।'

চোখ দুটি নিচের দিকে নামালো ম্যারি।

'আমি বুঝতে পারছি না। তবে আমি চেষ্টা করবো। এসব বিষয়ে জানবার সুযোগ তো তেমন একটা পাইনি আমি কখনো।'

'তাই হবে হয়তো।' তীব্র শ্লেষ ছিলো এমার কণ্ঠে। 'তোমার মা যেভাবে চাইছে সেদিক থেকে সুযোগ তোমার না হবারই কথা।'

মেয়েটিকে আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে দেখলো এমা। আবার ও তার চোখাচোখি হলো।

'আমি আপনাকে স্পষ্ট করে বলতে চাই মিসেস উইভার, আমি এবং জন ভালোবাসি পরস্পরকে। এবং আমরা বিয়ে করবো বলে ঠিক করেছি। জন তার মতে স্থির থাকলে যেকোনো উপায়ে হোক আমরা এটা করবো।' উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠলো ম্যারির মুখ। 'খুন না করে এর থেকে আপনি আমায় পিছু হটাতে পারবেন না, মিসেস উইভার।'

www.pathagar.com

'দ্যাখো,' বললো এমা। 'তোমাদের পথে বাদ সাধতে যাচ্ছি না আমি, ম্যারি। কিন্তু আমি চাই দুজনই তোমরা আগে নিশ্চিত হও এ ব্যাপারে। তুমি কি আমাকে কথা দেবে, অন্তত একবছরের আগে বিয়ে করবে না?' আবার ওর চোখে চোখ রেখে বললোঃ 'কিংবা আমার সাথে প্রথমে কথা না বলে এ কাজে নামবে না? আর তুমি তো জানো, গির্জার অনুমতি ছাড়া এখানে কাজটা করা খুব সহজ হবে না।' শেষের কথাগুলি বলবার সময় বিকৃত দেখাচ্ছিলো এমার মুখ।

কোনোমতে কথাগুলি হজম করছিলো ম্যারি।

'আমরা তা করতে যাচ্ছি না।'

ওর কথা বিশ্বাস করলো এমা। 'আবার যেনো কাঁদতে শুরু করো না,' কোনোকিছু না ভেবে হঠাৎ বলে ফেললো সে।

দ্রুতপায়ে বাড়ির পথে হাঁটতে শুরু করলো এমা। কোনো দিকে তাকাচ্ছিলো না সে। সান্ধ্য খাবারের আগে আগে রুদ্ধশ্বাসে এসে পৌছলো বাড়ি। বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছিলো তাকে। জনের মুখের দিকে তাকালো এমা।

'আমি কোথায় গিয়েছিলাম তুমি বোধকরি তা আঁচ করতে পারছো না,' একগাল হেসে বললো সে। 'জানি, তুমি পারবে না বলতে। হারকিমার দুর্গে গিয়েছিলাম আমি রিঅলদের দেখতে।'

লজ্জারুণ হয়ে উঠলো জনের মুখ।

'কোবাসের কিছু পুরোনো জুতা ওদের ওখানে পাঠাবো বলে আমি কথা দিয়ে এসেছি। আমি চাই জন আমার হয়ে যেনো ওগুলি নিয়ে ওখানে যায়। আর একই সংগে ম্যারিকেও যেনো নিমন্ত্রণ দিয়ে আসে আমাদের এখানে বড়োদিনের নৈশভোজে শামিল হতে।'

আকর্ণ ইটের মতো লাল হয়ে উঠলো জনের মুখ। জর্জ আড়চোখে দেখলো এমাকে। তার ভালো জানা ছিলো এমার মতিগতি। কিন্তু কোনো কোনো সময় তারও তালগোল পাকিয়ে যায় স্ত্রীর ক্রিয়াকলাপে। যেমন এইমাত্র অদ্ভুত একটা কান্ড করে এলো সে বরফে হাঁটতে যাওয়ার নাম করে।

www.pathagar.com

৩

মার্চের বরফগলা দিন

তেমন কোনো ঘটনা ছাড়াই শীত ঋতুটা বিদায় নিয়ে গেলো জার্মান ফ্লাটস ভূমি থেকে। তবে হিমেল বাতাস বয়ে চলছিলো তখনো এবং বরফও ছিলো জমাট বেঁধে। লিটল ফল্‌স-এর ওদিকে প্রতি বুশেল আভাঙ্গা গম বিক্রি হচ্ছিলো সাত শিলিং করে। সেনাবাহিনীর জন্যে গম ভাংছিলো ওখানকার এলিসের মিল। প্রায় প্রতি সপ্তাহে মিল থেকে ময়দার চালান পাঠানো হচ্ছিলো আলবানিতে। ভ্যালি ফোর্জ নামক একটি শহরে কন্টিনেন্টাল সেনাবাহিনী অভুক্ত আছে বলে গুজব ছড়িয়ে পড়ছিলো চারদিকে। কিন্তু লোকজন এসব কাহিনী বিশ্বাস করতে পারছিলো না। তারা বলাবলি করছিলো, তাহলে ময়দা যাচ্ছে কোথায়?

মাঝেমধ্যে কিংসরোড ধরে যাচ্ছিলো স্লেজগাড়ির বহর। বরফের তুষারশুভ্র রাজ্যে লিলিপুটিয়ানের মতো মনে হতন এই ক্ষুদে শকটগুলিকে। এদের যাওয়া আসা দেখে স্থানীয় অধিবাসীরা বুঝলো, পশ্চিমের স্ট্যানউইক্স দুর্গে এখনো বহাল তবিয়তে আছে সেনাবাহিনীর গ্যারিসনটি। রাতে ফোর্ট ডেটনে যাত্রাবিরতি করতো স্লেজগুলি এবং পরদিন ভোরবেলা তারা রওয়ানা হয়ে যেতো নদীর উজানের দুর্গের পথে। একটি স্বাভাবিক সড়কে রূপ নিয়েছিলো নদী। স্লেজ গাড়িগুলি বরফের স্তূপের ওপর দিয়ে অগ্রসর হতে থাকতো নদীর রেখা অনুসরণ করে। রক্ষীর দরকার হতো না তাদের। তার কারণ শত্রুপক্ষের আক্রমণের ব্যাপারে আশংকামুক্ত ছিলো সেনাবাহিনী। এতে জনগণের মনেও নিরাপত্তাবোধ গভীর হয়ে উঠেছিলো। কেউ কেউ এ প্রসংগে অশ্বারোহী সীমান্ত রক্ষীদের হত্যাকান্ডের ব্যাপারটাকে হাল্কা করে দেখতে শুরু করেছিলো। তাদের ধারণা, এটা নেশাখোর রেডইণ্ডিয়ানদের একটা কুকাণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। সীমান্তে শ্বেতাংগ বৃটিশদের উপস্থিতির ঘটনাটাকেও তারা গুজব বলে মনে করছিলো। কারণ, একটি নিগ্রো ছেলে নাকি ছড়িয়েছিলো খবরটা।

ম্যাকলেনারদের বাড়ি থেকে ওদিকে অনেকদূর পর্যন্ত তুষার বুড়ির কাঁথা মুড়ি দিয়ে এখনো ঘাপটি মেরে পড়েছিলো শীত। এই গোটা তল্লাটে শীতের তীব্রতার সাথে পাল্লা দিয়েই যেনো ছড়িয়েছে গুজবটা। কথাটা বলছিলো জো বোলিও। জংগলে শিকারে বেরিয়েছিলো সে, অ্যাডাম এবং গিল। শিকারের সময় সীমান্তের ওপারের পাহাড়গুলির

www.pathagar.com

চূড়ায় উঠে টহল দিতো সে এবং কোথাও শত্রুর কোনোরকম গতিবিধির আভাস পাওয়া যায় কিনা তা জানবার জন্যে গুপ্তচরবৃত্তি করে বেড়াতো। চারপাশে আধামাইল কিংবা তারও বেশি জায়গা তন্ন-তন্ন করে পরখ না করে সে কিছুতেই কোনো পাহাড়ি নদীর ধারেকাছে আসতো না। 'রেডইণ্ডিয়ানরা সবসময় থাকে পানি আঁকড়ে,' বলতো সে। বরফখচিত তৃণগুল্ম আর পার্বত্য দোপাটির চারার মাঝখান দিয়ে হাঁটবার সময় তার বিদ্‌ঘুটে চেহারাটার দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতো গিল এবং অ্যাডাম হেলমার। সামনের দিকে তার লম্বা ঘাড় ঝুঁকিয়ে, বরফজুতা পরা পাদুটিকে টেনে পিঠ বাঁকিয়ে হাঁটতো জো। ' যতো খুশি হাসো তোমরা, দুই চামচিকে,' বলতো সে। 'কিন্তু মজা টের পাবে যখন নামতে শুরু করবে বরফ।' এরপর সে পা চালিয়ে ওদের দুজনকে সাথে নিয়ে গিয়ে হাজির হতো হরিণের আস্তানায়। এবং সে আর অ্যাডাম বন্দুক বাগিয়ে একনাগাড়ে মারতে থাকতো হরিণ।

জো'র হরিণ শিকারের কৌশল দেখে ঈর্ষাবোধ করতো অ্যাডাম। নিজের শরীরের অদম্য শক্তির তেজে বেপরোয়া হয়ে অ্যাডাম ছুটে যেতো সীমান্ত পেরিয়ে মাইলের পর মাইল। কিন্তু জো সামনের দিকে চোখ রেখে হাঁটতে থাকতো নিঃশব্দে এবং সাধারণত তার চোখেই ধরা পড়তো হরিণ। বরফের ওপর উবু হয়ে বসে পড়তো সে এবং ওদের দুজনের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকতো। সে নির্নিমেষে তৃণভূমির শেষপ্রান্তে বিচরণরত হরিণের পালটার দিকে চোখ তুলে ধরে রাখতো। হরিণগুলিও তাদের ভীরু এবং নরোম-কোমল কাঁপা কাঁপা দৃষ্টি মেলে দেখতো তাকে। জো তখন করুণগলায় ওদের ডাকতে থাকতো 'আহা, বেচারা সুদর্শন , বেচারা সুদর্শন' বলে। অ্যাডাম তার এ ডাকটাকে বুড়ো মাদী কাঠঠোকরার আওয়াজের সাথে তুলনা করে ঠাট্টায় ভেঙ্গে পড়তো। এরপর অ্যাডাম কাছে ঘনিয়ে এলে শুরু হতো শিকারের পালা। কখনো কখনো নিশানা ঠিক করে দমাদম তিনচারটি হরিণকে ধরাশায়ী করতো তারা দুজন। গিল ছুটে এসে থামিয়ে দিতো তাদের এই নির্বিচার হত্যাকাণ্ড।

'দুত্তুর,' বলছিলো জো, 'আমাদের চোখ সরানো উচিত নয়।'

'গাছে গুলি ছোঁড়ো,' পরামর্শ দিয়েছিলো গিল।

শুনে রেগে গিয়েছিলো অ্যাডাম।

'গাছের ওপর খামাকা গুলি ছুঁড়ে বারুদ এবং বুলেট নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।'

www.pathagar.com

এরপর তারা পালের একটা মোটাসোটা মাদীহরিণ বেছে নিয়ে গুলি করতো এবং বাদবাকি গুলিবিদ্ধ হরিণগুলিকে ফেলে রেখে দিতো ঝোপের পাশে। তাদের কল্যাণে কখনো মাংসের অভাব হতো না ম্যাকলেনার পরিবারে। এমনকি প্রায়ই তারা হরিণের পর হরিণ বয়ে নিয়ে যেতো বসতে এবং দুর্গগুলিতে। কখনো মাংস বেচতো এবং কখনো এমনিতেই বিলিয়ে দিতো। এটা নির্ভর করতো তাদের মনের ভাবগতির ওপর।

রোজ সন্ধ্যাবেলায় খামার বাড়ির চুল্লিতে বিরাট আকারে তারা জ্বালাতো আগুন। এবং চুল্লির সামনে জুত হয়ে শুয়ে কিংবা বসে থেকে পান করতো গুড়ের তৈরি রামমদ। কখনো কখনো খেতো চিটাগুড়। এদিকে পাথরের বাড়িটায় তখন স্ত্রীলোকেরা ব্যস্ত থাকতো সেলাইফোঁড়াই এবং চরকা কাটায়। লানার অনাগত শিশুটার জন্যে কাঁথাবালিশ এবং এটাওটা তৈরি করাটাই ছিলো তাদের এই সময়কার সবচেয়ে বড়ো কাজ। মিসেস ম্যাকলেনার তাঁর বড়ো চরকাটা সামনে নিয়ে ভালোবাসতেন সুতা কাটতে। তাঁর প্রকাণ্ড পা চরকার পাদানিতে রেখে ঘোরাতেন তিনি চাকাটা। ভোঁ–ভোঁ শব্দ উঠতো চাকা থেকে। একসাথে বসে নানান বিষয় নিয়ে গল্প করতো তিন মহিলা। কামরার এককোনায় বসে কাঠের একটি কুরুশকাঠি এবং কাপড়ের কিছুটুকরা নিয়ে বাচ্চার জন্যে একখানা কম্বল তৈরি করেছিলো নিগ্রোমেয়ে ডেইজি। সেলাই করতে পারতো না বলে উস্‌খুস করছিলো ও। শেষে কম্বল তৈরির কাজটা দিয়ে ওকে ব্যস্ত রাখলেন মিসেস ম্যাকলেনার। প্রথমে পাঁচফুট লম্বা একটা কম্বল বানানোর পরিকল্পনা নিয়ে কাজে নেমেছিলো ডেইজি। এতোবড়ো একখানা কম্বল শিশুর কী উপকারে লাগবে এটা কেউই ভেবে দেখেনি। শেষে ডেইজি নিজেই ভুলটা ধরতে পারলো। কম্বলের রংয়ের কারুকাজ নিয়ে বেশ মেতে উঠছিলো ও। কখনো ওর মনে জেঁকে বসছিলো লাল রং, কখনো বাদামি। বাদামির নীলনকশা নিয়ে দুরাত কাটিয়েছিলো ডেইজি। যেনো এসব ছিলো ওর মনেরই রং। মেয়েলি কল্পনার এ রাজ্যে পুরুষের কোনো স্থান ছিলো না।

খামার বাড়িটার আবহাওয়া ছিলো আরেকরকম। সেখানে আগুনের কুণ্ডের সামনে মেঝের ওপর গড়াগড়ি দিতে দিতে দুই বুনো নিজেদের মধ্যে গল্প করতো। কখনো উপত্যকার খবর নিয়ে জাবর কাটতো আরামে।

হারকিমার হাউসের হালবৃত্তান্তের ব্যাপারে গভীর আগ্রহ ছিলো জো'র। জেনারেল হারকিমারের নামে একটা স্মৃতিস্তম্ভ করার কথা শুনেছিলো সে। বাড়িটার একপাশে

www.pathagar.com

কুয়ার পাড়ে ওটা নির্মাণের প্রস্তাব ওঠে আলবানির এক বৈঠকে। খরচ ধরা হয়েছিলো পাঁচশ ডলার। স্মৃতিস্তম্ভটা কতোখানি সুন্দর হয়েছে দেখবার জন্যে একদিন গিয়েছিলো সে ওখানে। কিন্তু ভাবনাটা মাথায় রেখেই ফিরে আসতে হলো তাকে।

ডেটন এবং হারকিমার দুর্গে মোতায়েন ম্যাসাচুসেটস সেনাবাহিনীর গ্যারিসনগুলির চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় তারা বাড়ি ফিরছে বলে কিছু কথাবার্তা শোনা গেলো ফেব্রুয়ারিতে। খবর রটলো মার্চে তারা দুর্গ ছেড়ে চলে যাবে। তাদের জায়গায় অন্যকোনো সেনাবাহিনী মোতায়েনের ব্যবস্থা করা হলো না। প্রতিবাদের আয়োজন করবার জন্যে প্ল্যাটাইনে কর্নেল ক্লকের ওখানে গেলো ডেমুথ এবং বেলিঙ্গার। এই তিনজনই চেষ্টা করছিলো স্ট্যানউইক্স দুর্গ থেকে সৈন্য সরিয়ে এনে জার্মান সমতলের দুর্গগুলিকে সুরক্ষিত করে তুলতে। কিন্তু তাদের যুক্তি শুনতে রাজি হলো না কংগ্রেস। স্ট্যানউইক্সই উপত্যকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক রক্ষাব্যূহ— কংগ্রেস অনড় হয়ে থাকলো এই ধারণায়। চেরিভ্যালিতে কিছু সৈন্য পাঠানো হতে পারে বলে জানিয়ে দেয়া হলো কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। ব্যাস্ এপর্যন্তই।

প্রসংগটা উঠতেই মাথা নাড়লো জো।

'তারা এমন ভাব দেখাচ্ছে যেনো তারা আমাদের কেউ না। বরফটা সরে গেলেই কিন্তু সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। দেখবে তখন তোমরা।'

'কী দেখবো?' প্রশ্ন করলো গিল।

'রেডইণ্ডিয়ানদের টিকি।' নাক দিয়ে শব্দ করলো জো।

'ওরিস্কানিতে আচ্ছামতন দাওয়াই খাওয়ার পরও টিকি নাড়াতে আসবে তারা?' সংশয়ের সুরে বললো অ্যাডাম।

'বিপদ তো এখানেই। অমন বেদম মার না খেলে তারা হয়তো আরো অপেক্ষা করতো এবং আসতো পরের সেনাবাহিনীর সাথে। কিন্তু এখন আর তারা তা করবে না। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে তারা হানা দেবে এবং মাথার খুলির ফিকিরে থাকবে। পরোয়াও করবে না খুলে নিলো কার মাথার চাম। নির্বিচারে কুকাণ্ডটা করে মনের সাধ মেটাবে তারা। শোনো বেটাছেলে, আমি সেনেকাদের সাথে ছিলাম। এবং আমি জানি তাদের মন মর্জি।'

'তুমি সত্যি ছিলে তাদের সাথে, জো?' শুধালো গিল।

www.pathagar.com

মেঝের ওপর শুয়ে থেকে পায়ের গোড়ালি দিয়ে একখণ্ড চেলাকাঠ চুল্লিতে ঠেলে দিলো জো। তার ঘর্মাক্ত শরীরে লালচে আভা ছড়াচ্ছিলো আগুনের শিখা। তামাক, রাম এবং তাদের শরীরের ভাপসা গন্ধে ভরে উঠেছিলো কামরাটি। দম-আটকানো গরমে চোখ ঢুলু-ঢুলু করছিলো সবারই। তার মাঝখানে ফিসফিসানো শব্দের মতো শোনা যাচ্ছিলো জো'র গলার স্বর।

'ও, হ্যাঁ। আমি তখন তোমাদের মতন কাঁচাবয়সের যুবক ছিলাম। চিনিসি তল্লাট পর্যন্ত যেতাম শিকারের সন্ধানে। একটা আন্তরিক সম্পর্ক আমার গড়ে উঠেছিলো সেনেকা রেডইণ্ডিয়ানদের সাথে। তাদের একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিলাম আমি। খুব ভালোমেয়ে ছিলো সে।' অলসভংগিতে শরীরটা নাচাচ্ছিলো জো। 'মোহক মেয়েদের মতন অতোটা ছিপছিপে না হলেও বেশ হাল্কাপাতলাই সেনেকা মেয়েরা।'

একচুমুক রাম গলায় ঢেলে গিল এবং অ্যাডামের দিকে তাকালো সে। একটা আবেগ খেলা করছিলো তার মুখে। বাইরে অন্ধকার নামায় থিতিয়ে এসেছিলো বাতাস। চুল্লিতে দাউ দাউ করে জ্বলছিলো আগুন।

'তুমি বিয়ে করেছিলে এটা আমি জানতাম না, জো।'

'হ্যাঁ', বললো জো। 'দিব্যি একটা সংসার করেছি আমি। বউয়ের সাথে ছিলাম একটানা চারবছর। বাইরে পা বাড়ানোর উপায় ছিলো না তখন আমার।' অতীত স্মৃতিচারণের আনন্দ আশ্চর্য এক স্নিগ্ধতায় ঝলমলিয়ে তুললো তার মনের আকাশটাকে। মুখে ফুটে উঠলো সেই মুগ্ধতার ছাপ। 'মাই গড! মেয়েটি আমাকে বেঁধে ফেলেছিলোআষ্টেপৃষ্ঠে।'

জো'র সামনে লম্বা হয়ে শুয়েছিলো অ্যাডাম। তার দীর্ঘ হলদে চুলে আলোর ফুলঝুরি ছড়াচ্ছিলো আগুন। দুই হাতে গ্লাসটা ধরে রেখেছিলো সে। ওপাশের দেয়াল জুড়ে ছিলো তার দুই প্রকাণ্ড কাঁধের ছায়া। কৌতুকভরা চোখ তুলে সে তাকালো গিলের পানে। দাঁত বের করে হাসলো গিল।

কিন্তু জো আঁচ করতে পারলো তাদের দুজনের মনের ভাব। গম্ভীর হয়ে সে বললোঃ 'আমার সাথে থাকলে তুমিও আকৃষ্ট না হয়ে পারতে না, অ্যাডাম। তবে গিলের কথা আলাদা। সে এখন পুরাদস্তুর একজন সংসারী মানুষ।' আস্তে আস্তে শ্বাস টেনে ঢেকুর তুললো জো। 'জানো, ওই দিনগুলিতে একজন শ্বেতাংগ পুরুষ ছিলো একটি রেডইণ্ডিয়ান মেয়ের সবথেকে আরাধ্য বস্তু। শ্বেতাংগের সাথে সম্পর্ক মেয়েটিকে

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতো তার সমাজে। ওখানে প্রথম যাওয়ার পর আমি লক্ষ্য করি, রেডইণ্ডিয়ানরা যেকোনো শ্বেতাংগকেই তাদের সর্দারের মতন মান্যগণ্য করতো। যেনো কোনো রাজা কিংবা কোনো কেউকেটা লোক তাদের তল্লাটে এসেছে এমন একটা অনুভূতি নিয়ে তারা পাড়াভেংগে দলে দলে দেখতে আসতো তাকে। তারা তাদের শহরে একটি বাড়ি দিতো তাকে এবং এরপরই তাদের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েদের পাঠাতো তার কাছে। অবস্থানের দিনগুলি আরামে কাটাবার জন্যে এদের মধ্যে থেকে সে বেছে নিতো মনের মতো একজনকে। ব্যবস্থাটা সত্যি চমৎকার। কিন্তু বাছাই করাটাই ছিলো কঠিন। কারণ, মেয়েদের মধ্যে রূপসীর সংখ্যা খুব একটা কম থাকতো না।'

গ্লাসে আরো কিছু রাম ঢাললো জো। এবং আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো চিটাগুড়। 'শোনো', কথার রেশ টেনে বলতে শুরু করলো সে। 'কিছু কিছু শিকারী ওখানে অবস্থানের আনন্দটা উপভোগ করতো কানায় কানায়। তারা একদিনের জন্যে হয়তো বাইরে যেতো এবং আবার ফিরে আসতো পরদিন। এভাবে চলতে থাকতো তাদের ওখানে যাওয়া-আসা। ব্যাপারটায় খারাপ কিছু ছিলো না। তাছাড়া, বিয়ের আগে একটা মেয়ে কেমন করে জীবন কাটালো তাতে কিছু যায় আসে না, বুঝলে হে ছোকরারা? কিন্তু আমার বেলায় এমনটা ঘটেনি। আমাকে তারা চিনিসি দুর্গে অতিথি হিসেবে থাকতে দিয়েছিলো। আর আমার পসন্দমতো একজনকে বাছাই করবার জন্যে পাঠিয়েছিলো আঠারোটি সুদর্শনা মেয়েকে। এই দুর্গটাকে এখন তারা বলে লিটল বিয়ার্ডস টাউন অর্থাৎ ক্ষুদে দাড়িওয়ালার শহর। কিন্তু সুন্দরীদের দলের ভেতর থেকে প্রায় সংগে সংগেই আমি খুঁজে পেয়েছিলাম আমার প্রিয়ংবদা নারীটিকে। আমি জানতাম একমাত্র সে-ই হতে পারবে আমার দোসর। আমি তখন ছিলাম এক উচ্ছল নবযুবা। চোখে ধরবার মতন ছিলো আমার চেহারা। মেয়েটিও আমাকে একনজরে দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলো। হাসবে না বলছি, জংলিরা। এটি জলজ্যান্ত সত্য ঘটনা। সবকটি মেয়ে মাটির দিকে চোখ রেখে দাঁড়িয়েছিলো আমার সামনে। এটাই ছিলো নিয়ম। আমার প্রেয়সী ছিলো ওদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। আমার পানে একটিবার তাকাবার পরই ও পসন্দ করলো আমাকে। অন্যরা তখন চোখ নামিয়ে রাখলো। হ্যাঁ বেটাচ্ছেলে, ওভাবে তোমার পানেও তাকাতে পারতো ও। আর তুমি মুহূর্তেই বাধা পড়ে যেতে ওর দৃষ্টির ফাঁদে।'

'আমি বিশ্বাস করছি তোমায়,' বললো অ্যাডাম।

www.pathagar.com

'জাহান্নামে যাও। শোনো ছোঁড়া, কী হলো এরপর। আমি মেয়েটির কাছে গেলাম এবং বললাম ঃ 'এই যে, আমাকে 'ফাইন' মনে করছো তুমি?' তখন ওদের ভাষা আমি বুঝতাম না। কিন্তু ও ঠিকই আমার কথা আঁচ করতে পারলো। ওকে আমার কাছে একা রেখে চলে গেল অন্যমেয়েরা। ওরা বেরিয়ে যেতেই আমার পানে ফের তাকালো ও। দৃষ্টিতে ছিলো ওর কেমন একটা ভয় এবং সংকোচ। আমার ধারণা, এক সুকান্ত যুবক ছিলাম আমি। আর ওর এই চাহনি মুহূর্তেই আত্মশ্লাঘায় উদ্দীপ্ত করে তুললোআমায়।'

'শুধু আমার কাঁধ সমানই উঁচু ছিলো না ও। মাথার কালো চুলের বেনী দুটি ঝুলছিলো ওর হাঁটু ছুঁয়ে। গায়ের রং ছিলো ওর হাল্কা শ্যামল এবং মানানসই সুন্দর পোশাকে অপূর্ব লাগছিলো ওকে। লাল রংয়ের একটি পোশাক ছিলো ওর গায়ে। এই আলগা অংগাবরণটিকে রেডইন্ডিয়ানরা বলে ' আহ্-দি-আ-দা-উই-সা।' এর ওপর ছিলো পুঁতিবসানো ওর নীল স্কার্টটি। পুঁতির কাজে অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল ওর। এর জন্যে বিয়েতে ওর পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছিলো মূল্যবান যৌতুক। মাদীহরিণের চামড়ায় তৈরি ওর পায়জামার নিচের পাড়ে ছিলো প্রচুর পুঁতির কাজ।'

'তাহলে বিয়েতে খুব বেশি পণ দিতে হয়েছিলো তোমায়?' শুধালো অ্যাডাম।

'আমি বুঝতে পারছিলাম না কেমন করে ওর মাকে পরিশোধ করবো পণের টাকা,' গম্ভীরকণ্ঠে বললো জো। 'আমার কাছে তখন একটা পেনিও ছিলো না। ব্যবসা করবার মতো কোনো পুঁতির মালাও ছিলো না হাতে। যাকিছু আমার ছিলো সবদিয়েও আমি চেয়েছিলাম যদি বিয়েটা হয়, বুঝলে? মেয়ের মা ছিলো একজন অভিজাত মহিলা। এক রেডইন্ডিয়ান সর্দারের পরিবারের মেয়ে সে। তাছাড়া, রেডইন্ডিয়ান সমাজ হলো মাতৃপ্রধান সমাজ। তাদের মেয়েরাই পরিবারের কর্ত্রী। ছেলেমেয়েদের দায়িত্বও সরাসরি বর্তায় মায়েদের ওপর।- আমি একটু পরে ঘরে এসে ঢুকলাম। আমরা একা হতেই ও আমাকে ইশারা করলো অগ্নিকুন্ডটার পাশে এসে বসতে এবং শার্টটা খুলে ফেলতে। কোমরের বেল্ট থেকে হাড়ের একখানা চিরুনি বের করে আমার মাথা আঁচড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো ও। চুলে চর্বি মেখে খুঁজে খুঁজে বের করতে লাগলো মরাচাম। চুলের কোঁকড়ানো জায়গা থেকে ওগুলি টেনে বের করতে বেশ কষ্ট হচ্ছিলো ওর। কোঁকড়ানো চুল পসন্দ করতো ও। জানো, সেসময় আমার মাথায় চমৎকার কোঁকড়ানো চুল ছিলো'।

www.pathagar.com

জোকে গম্ভীর দেখালেও না–হেসে পারলো না অ্যাডাম এবং গিল। তারা জো'র চকচকে টাক্‌টার দিকে তাকালো। তার বিগত সৌন্দর্যের নিদর্শন হিসেবে মাথার চারপাশে তখনো অবশিষ্ট ছিলো কিছু হালকা কুঁচোচুল। রাম খাওয়া পেটে যাতে আগুনের আঁচ লাগে তার জন্যে শার্টটা খুলে চুল্লির দিকে পাশ ফিরলো জো।' প্রভু!' বললো সে। ' আমি যখন ওকে নিয়ে শুতে গেলাম রাত তখন গাঢ় হয়ে উঠেছে। ওর রূপ দেখবার অবকাশ ছিলো না আমার। ভোরবেলা ওকে বললাম আমি ওকে বিয়ে করতেচাই।'

' তুমি না বলেছিলে ওদের ভাষা তুমি জানতে না?' বলে বসলো অ্যাডাম।

আঘাত পেয়েছে বলে মনে হচ্ছিলো জো'কে। ' শোনো,'বললো সে। ' একটি মেয়ের সাথে রাত কাটালে ওর ভাষা জানবার দরকার হয় না। আমি কথাটা বললাম এবং ও তা বুঝতে পারলো। লজ্জায় কিছুটা রাঙা হয়ে উঠলো ওর মুখ। এবং টোল ফুটলো ওর দুই গালে। খুব কম রেডইন্ডিয়ান মেয়েকেই লজ্জারুণ হতে দেখেছি আমি। কিন্তু ও ছিলো ওদের মধ্যে এক ব্যতিক্রমী মেয়ে। ওকে চুমু খেতে শিখিয়েছি আমি এবং সংগে সংগে অসাধারণ নিপুণতার সংগে ওটা সে আয়ত্ত করে ফেললো। ইচ্ছা করলে এখান থেকে আলবানি পর্যন্ত গোটা মুলুকের সমস্ত রেডইন্ডিয়ান যুবতীকে তুমি বোকা বানাতে পারো। কিন্তু একটি জংলি–মেয়েকে চুমু শেখানোটা যে কী তা তুমি বুঝতে পারবে না। যাহোক, ও বললো আমার বিয়ের প্রস্তাবটি 'ফাইন।' অর্থাৎ এতে ওর মত আছে। আমিও বললাম 'ফাইন।' এরপরেই ও বললো, কী দিয়ে আমি কিনবো ওকে? আমি আমার গাঁটরিটা খুলতে লাগলাম। কুকুর যেমন একটা খরগোশের পেছনে ছোটে তমনি ছুটে এসে আমার গাঁটরির জিনিসগুলি খুঁটে খুঁটে দেখলো লো। মাথা নেড়ে ও জানালো, এতে যা আছে তা দিয়ে বিয়ের যৌতুক হবে না। আমার খারাপ লাগলো শুনে। ওর মুখে ফুটে উঠলো বিষণ্নতা। কিন্তু একটু পরেই হাততালি দিয়ে উঠলো ও।

' হ্যাঁ, বুঝলাম,' অ্যাডাম বললো, 'ও হাততালি দিলো।'

'জাহান্নামে যাও তুমি, অ্যাডাম! সত্যি বলছি, ও হাততালি দিয়েছিলো।' অপ্রস্তুত হতে দেখা গেলো জো'কে। ' কিছুক্ষণ পরেই আমি কাপড়চোপড় পরে নিলাম। ও আমার কাছে এলো এবং কোমরে হাত রাখলো আমার। ইশারা করে বললো, যেনো অন্তর্বাসগুলি খুলে নেই আমি। লাল ফ্লানেলের কয়েকটি আণ্ডার প্যান্ট ছিলো আমার।'

অ্যাডাম এবং গিল দুজনই হেসে উঠলো হো হো করে।

www.pathagar.com

'দিব্যি খেয়ে বলছি, বিশ্বাস করো আমাকে,' বললো জো। 'ওদের সর্দারের কাছে আমার মনের কথা খুলে বললাম আমি। তাকে অনুরোধ করলাম বুড়ো মহিলা অর্থাৎ লো'র মায়ের কাছে অর্ন্তবাস কটি নিয়ে যেতে। জিনিসগুলি নাকি লুফে নিয়েছিলো বুড়ি। পরে শুনেছি, সংগে সংগেই সবক'টাই পরখ করে দেখেছিলো সে। একটু আঁটোসাঁটো হলেও ওগুলি অনেকখানি বাড়িয়ে নেয়া যেতো। রেডইণ্ডিয়ানদের কচ্ছপ নাচের উৎসবের সময় একধরনের ফিতা সামনে ঝুলিয়ে অন্তর্বাসগুলি পরতো মহিলা। কাঠের ছোটো একটি বাক্স বানিয়ে তার ভেতর রাখতো সে ওগুলি। বাক্সটা ঝোলানো থাকতো তার বিছানার কাছে। চারবছর পর লো'র জন্যে আয়োজিত 'ওকিয়া' উৎসব পরিচালনা করছিলো যখন বুড়ি তখনো বেশ ভালো ছিলো সবক'টা অন্তর্বাসই।'

'ওকিয়া কী, জো?'

'এটা হলো মৃত মেয়েমানুষের জন্যে শোকসংগীতের অনুষ্ঠান। সারারাত ধরে চলে এটা।

'তোমার বউ মারা গিয়েছিলো?'

'হ্যাঁ,' বললো জো। একগাল ধোঁয়া ছাড়লো সে জ্বালানি কাঠের দিকে এবং আগুনের শিখাগুলিকে দেখলো চিমনির পানে লকলকিয়ে উঠতে। 'বিয়ের পর আমি এবং লো গেলাম চিনিসিতে। বীবর এবং মাছের দেশ ওটা। মাছ শিকারীরা পাগল হয়ে যেতো চিনিসির হ্রদে এবং নদীতে মাছের জোয়ার দেখে। লো ছিলো একজন পুরুষের সত্যিকারের নর্মসংগিনী। ও জানতো কেমন করে স্বামীর সেবাযত্ন করতে হয়। জীবনে এই একটিমাত্র নারীকে আমি দেখলাম যার সান্নিধ্য প্রশান্তিতে ভরে তুলতো মন। কখনো ও জ্বালাতন করেনি আমায়। আমি যখন হাসতাম প্রাণখুলে ও সাড়া দিতো তাতে। সবসময় হাসিখুশি থাকতো লো। আজপর্যন্ত এরকম কোনো সুখী মেয়ে নজরে পড়েনি আমার। আমাকে জো বলে ডাকতো না লো। শুধু বলতো বোলিও। 'ব' শব্দটি উচ্চারণ করতে পারতো না বলে বোলিওকে ও বলতো ডো-লি-ও।' গভীর একটা আন্তরিকতার ছাপ ফুটে উঠেছিলো জো'র মুখে।

'শোনো, বলছি তোমাদের', সে বলতে লাগলো। 'ফাঁদে যখন তেমন শিকার আটকা পড়তো না, ও চুপচাপ থাকতো। ওই সময়টায় কখনো ওকে বাজে কথার খৈ ফোটাতে দেখিনি। এরকম ক্ষেত্রে শ্বেতাংগ মেয়েরা কী করতো তা-তো তোমরা জানোই। হেন কথা নেই যা বলে ওরা তোমাদের মাথার চুল খাড়া করতো না। কিন্তু লো ব্যস্ত

www.pathagar.com

থাকতো ওর কাজ নিয়ে। আমি জানতাম ও কাছেই আছে–ব্যাস্ এপর্যন্তই। আমার আশেপাশে থাকতে ভালো বাসতো লো। কখনো ওকে নিঃসঙ্গবোধ করতে দেখিনি। যেনো আমার সান্নিধ্যই ছিলো ওর জন্যে যথেষ্ট। তবে বছরে আমরা দুএকবার যেতাম দুর্গে। আমি তখন চামড়ার ব্যবসা করতাম, বুঝলে?—জীবনটা তখন ভালোই কাটছিলো আমার। স্বাস্থ্যও ছিলো ভালো। আমার স্বাস্থ্যের দিকে সবসময় খেয়াল রাখতো লো। ও আমাকে হেমলক রসের চা বানিয়ে খাওয়াতো যাতে মোলায়েম থাকে আমার শরীরের চামড়া। ওর রান্নাটা ছিলো রেডইণ্ডিয়ান রান্না। অবশ্য আমাকে খুশি রাখার জন্যে বাড়তি দুএকটা জিনিস শিখে নিয়েছিলো লো। যেমন ও শিখেছিলো চুমু খেতে। কিন্তু আশ্চর্য, ও কখনো শ্বেতাংগ মেয়েদের মতন আচরণ করতো না। আমার সাথে চালচলনে একটা স্বভাবসুলভ লজ্জা নিয়ে থাকতো ও। নদীতে আমার সাথে ওকে স্নানে নিতে পারিনি সাধ্যসাধনা করেও। এতে মাঝেমধ্যে সাংঘাতিক রাগ হতো আমার। খোলামেলা আলোতে কখনো ওকে আমি আদুল গা হতে অর্থাৎ নগ্ন হতে দেখিনি। রান্না করবার সময় একটি ভালুকের অতর্কিত আক্রমণে মারা গিয়েছিলো লো।' গ্লাসে আরেক চুমুক দিলো জো এবং লম্বা একটা শ্বাস ফেললো। 'অদ্ভুত ব্যাপার হলো, আমাদের কোনো ছেলেমেয়ে হয়নি।'

'এই অদ্ভুত ব্যাপারের রহস্যটা কোথায়?' জানতে চাইলো গিল।

'কোনো রহস্যই এর পেছনে নেই। যে কোনো রেডইণ্ডিয়ান মেয়েই সেরকম মর্দা পুরুষের সংস্পর্শে এলে অনেক ছেলেমেয়ের মা হতে পারে। জন ও, বিলের কথাটাই ধরো। সে ওখানে ব্যবসা উপলক্ষে আসা–যাওয়া করতো। আমার কাছ থেকে লোমশ পশুচামড়া কিনতো জন। একটি রেডইণ্ডিয়ান মেয়েকে সেও বিয়ে করেছিলো এবং একপাল ছেলেমেয়ের বাবা হয়েছিলো। তার সন্তানদের একজন গোত্রপতি হতে যাচ্ছে। ছেলেটির নামকরণ করা হয় প্ল্যান্টার।

'কী বললে, জন ও, 'বিল?' শুধালো অ্যাডাম।

'হ্যাঁ। তখন তারও বয়েস ছিলো একেবারে কাঁচা। কিন্তু বয়েসটাকেই পুঁজি করে নিয়েছিলো সে। পরে ফিরে আসে জন। উপত্যকার কোথায় যেনো বাস করছে এখন।'

'ফোর্ট প্লেইনের কাছে, তাই না?' বললো অ্যাডাম।

'ঠিক বলেছো, ওই লোকটাই। বেশ কিছুদিন হলো তার সাথে আমার দেখাসাক্ষাৎ নেই।'

www.pathagar.com

এককাত হয়ে সটান শুয়ে থেকে গ্লাসটা নিঃশেষ করছিলো জো বোলিও।

গিল জিজ্ঞেস করলোঃ 'তোমার বউয়ের নামটা যেনো কী বলছিলে, জো?'

'ও, হ্যাঁ। রেডইণ্ডিয়ান নাম ছিলো ওর 'সাহানো'। ওদের ভাষায় এর মানে হলো ঝুলন্ত ফুল। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, ওকে আমি লো বলে ডাকতাম। সেসময়টায় ওখানে যদি তুমি থাকতে পারতে, অ্যাডাম! আমি জানি, দিনগুলি তোমার মনের আনন্দেই কেটে যেতো। কিন্তু আজকাল আর শ্বেতাংদের তেমন একটা ভালো চোখে দেখে না তারা। তবে হ্যাঁ, ইচ্ছা করলে যেকোনো রেডইণ্ডিয়ান মেয়ে বিয়ে করতে পারো তুমি। কিন্তু বেছে নেয়ার জন্যে একঝাঁক মেয়ে ওরা আর হাজির করবে না তোমার সামনে। লো মারা যাওয়ার পর আমি নিজেই ছেড়ে এসেছি ওদেশ।....

'তবে শিকারী জীবনের ধারাটাই ছিলো অমন। ফাঁদ পাতার জায়গায় ছুটে বেড়াতে হলেও একটা ছিমছাম কাঠের ঘরে ফিরে এসে আরাম করতে পারো তুমি। এসে দেখবে তোমার রাতের খাবার রান্না হয়ে আছে। তোমার কাপড়চোপড় ধুয়ে পরিষ্কার করে, গোছগাছ করে রেখেছে একটি যত্নশীলা রমণী। তোমার কেবল সাজানো একখানা বিছানায় গা এলিয়ে দিলেই হলো। ভোরবেলা যখন ঘুম থেকে উঠবে, দেখবে শরীরটা বেশ উষ্ণ এবং ফুরফুরে। এর জন্য একটা সেন্টও খরচ করতে হবে না তোমার।'

অ্যাডাম এবং গিলের পানে ফের তাকালো জো। 'আরেকটা কথা বলছি, শোনো। শিকারীদের বেশিরভাগই ফিরে আসতো গরমের মওসুমে। তারা তাদের শিকার করা পশুর লোমশ চামড়া একেবারে উজাড় করে বেচে দিয়ে আসতো। জমানো সব টাকা কড়িও খরচ করে ফেলতো। কোনো শিকারী চলে গেলে তার মেয়েমানুষটি তখন নিজের দায়দায়িত্ব নিজের কাঁধেই তুলে নিতো। কোনো কোনো শিকারী পুষতো দুই পরিবার। কিন্তু ওই জংলি মোষরা কখনো আমার মতো গ্রীষ্ম কাটাতে যেতো না। বউ নিয়ে আমি বেরুতাম ভ্রমণে। মাছ শিকারের জায়গায় ঘুরে বেড়াতাম। যেখানে লোকজনের নামগন্ধ ছিলো না এরকম নির্জন স্থান বেছে নিয়ে আস্তানা পাততাম আমরা। তিন তিনটা মাস কাটিয়ে দিতাম মনের সুখে ডানা মেলে দিয়ে। গ্রীষ্মকালীন একটি কুঁড়েঘর বানিয়ে নিতাম আমরা অস্থায়ী সংসার করবার জন্যে। ঘরের পাশেই ভুট্টা ফলাতো লো। আর আমি নদীতে ছিপ ফেলে শুয়ে থাকতাম ঘরে। কান্ পেতে রাখতাম কখন বঁড়শিতে গেঁথে লাফায় একটা বড়ো মাছ।।'

www.pathagar.com

একটা আড়মোড়া ভাংলো জো। এবার শোনো লো'র কথা। আমাদের অবকাশের দিনগুলিতে ওর কিন্তু বিরাম ছিলো না কাজের। সব কাঁচা-চামড়া ও রোদে শুকিয়ে তুলে রাখতো ঘরে। শীতকালের জন্যে শুঁটকি করে রাখতো মাংস। কেক বানানোর জন্যে একদিন আমি একটু আব্দার করেছিলাম ওর কাছে। খুশিতে ও ডগমগ হয়ে উঠেছিলো। শুকনা-মাংস পিষে চর্বিতে মেখে কেক বানিয়ে ভাজতে গিয়েছিলো ও রান্নাঘরে। ঠিক সে-সময় দুই বাচ্চাওয়ালা মাদী ভালুকটা হঠাৎ আক্রমণ করলো ওকে। পিছুতাড়া করে সবক'টিকেই গুলি করে হত্যা করি আমি।'

হঠাৎ থামলো জো এবং থুথু ফেললো। 'যাক্‌গে,' বললো সে। 'আমি কিন্তু এসব কথা শোনাতে চাইনি তোমাদের। রেডইন্ডিয়ানদের নিয়ে কথা উঠেছিলো। আসলে কিন্তু লোক ভালো নয় ওরা। দেশটা অনেক ভালো চলবে ওরা না থাকলে। এখন থেকেই ব্যাপারটা আমাদের ভেবে দেখা দরকার। ছাদ থেকে বরফ-চুয়ানো পানির টুপটাপ শুনবার জন্যে আমি আর এখানে পড়ে থাকতে চাই না হে।'

ভেতরে ভেতরে এতোক্ষণ ধরে কেমন একটা শিহরণবোধ করছিলো অ্যাডাম হেলমার। সে কল্পনা করছিলো সভ্যতার ওই শুভলগ্নটিতে যদি তার জন্ম হতো এবং রেডইণ্ডিয়ান তল্লাটটায় সে বিচরণ করতে পারতো! কথাটা ভেবে রসসিক্ত হয়ে উঠেছিলো তার দুই ঠোঁট। জো'র বউ লো'র মতো একটি কোমল লবংগলতা মেয়েকে এইমুহূর্তে পেলেও বর্তে যেতো সে। ভাবনার মধ্যেই বলে উঠলো অ্যাডাম : 'টুপটাপ শব্দের কথা বলছো?'

'হ্যাঁ,' জো'র স্বরে বিরক্তি। 'ফোঁটায় ফোঁটায় পানি পড়ছে। শুরু হয়েছে বরফগলা বুঝলে?'

শোয়া থেকে উঠলো গিল। লম্বাপায়ে হেঁটে গিয়ে দরোজা খুলে দাঁড়ালো কিছুক্ষণ। তারপর বাইরের দিকে ঝুঁকে চোখ বুলাতে লাগলো চারপাশে।

দক্ষিণ দিকে মোড় নিয়েছিলো বাতাস। মুখে শীতল একটা ছোঁয়া অনুভব করলো সে। রান্নাঘর থেকে আসা গরম বাতাসের ঝাপ্টার মধ্যেও ঠান্ডাটা হাড়ে গিয়ে লাগলো গিলের।

'তুমি ঠিকই বলছো, জো,' কাঁধ তুলে বললো গিল। 'সত্যি শুরু হলো বরফগলা। এ বছর চিনির মওসুমটাও আগাম শুরু হবে দেখছি।'

www.pathagar.com

খিল এঁটে দাও,' চেঁচিয়ে বললো জো। 'তুমি বুঝি চাও ঠান্ডায় জমে যাই

৪
ফেয়ারফিল্ড

মাসের শেষদিকে পুরাদমে শুরু হয়েছিলো চিনিগাছের রস আহরণ। পাহাড়গুলির ওপাশে হাল্কা নীল রিবনের মতো টলমল করে পাক খেয়ে উঠছিলো গাছের ঝোপ থেকে রস জ্বালদেয়া আগুনের ধোঁয়া। স্নাইডার্সবুশ দুর্গ থেকে এসময় জোরে ঘোড়া হাঁকিয়ে আসতে দেখা গেলো একজন অশ্বারোহীকে। জলপ্রপাতগুলির দক্ষিণে একনাগাড়ে আটমাইল উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে তারপর পশ্চিমে মোড় নিয়ে কিংসরোড ধরে এগুতে লাগলো লোকটা। বরফগলা পানি এবং কাদায় থক্ থক্ করছিলো রাস্তা। তার মধ্যেদিয়ে পা তুলে তুলে যতোখানি সম্ভব দ্রুততালে ছুটে আসছিলো ঘোড়াটা।

মিসেস ম্যাকলেনারের চিনিগাছের ঝোপটা রাস্তা থেকে অনেক উঁচুতে হলেও ঘোড়ার খুরের খট্ খট্ শব্দ শুনতে পাচ্ছিলো লোকজন। গত চারদিন ধরে এখানে জ্বাল দেয়া হচ্ছিলো গাছ থেকে আহরণ করা চিনির রস। অ্যান্ডরিজ তল্লাটের স্মল, ক্যাসনার এবং হেলমার পরিবারের জনকয়েক পুরুষ আর মহিলা তদারক করছিলো কাজটা। এদের মধ্যে ছিলো অ্যাডামের চাচাতো ভাই ফিল, তার স্ত্রী ক্যাথারিন এবং ছেলে জর্জ। স্ত্রীলোকেরা চুলায় কেতলি চড়িয়ে পাশে বসে সেলাই করছিলো। নিজের উদ্যোগেই আগুনে দেয়ার জন্যে কাঠ এনে স্তূপাকার করে রাখছিলো অ্যাডাম। যতোটা সম্ভব মেয়েদের কাছে ঘুরঘুর করছিলো সে। গায়ে ছিলো তার একটা নতুন শিকারের শার্ট। মর্গানের রাইফেলম্যানদের শার্টের মতন দেখতে এটার রং। সাদা লিনেনের মোটা সুতায় বোনা শার্টটার আস্তিনে ছিলো সবুজের লম্বাপাড়। নিচের দিকটা মুড়িসেলাই করা। এই পোশাকে অপূর্ব সুন্দর লাগছিলো অ্যাডামকে। নিখুঁতভাবে আঁচড়ানো ছিলো তার মাথার চুল। দাড়ি কামিয়ে এসেছিলো সে। হাতেটানা স্লেজ গাড়িতে উঠে ছোটো ছোটো হাঁড়িতে করে গাছগুলি থেকে রসসংগ্রহ করছিলো গিল, ক্যাপ্টেন জ্যাকব এবং জর্জ হেলমার। ছেলেরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো রসভরতি হাঁড়ি। দিনটা ছিলো রোদেলা, নির্বাতাস

www.pathagar.com

এবং বেশ উষ্ণ। খোলা জায়গায় বসে কাজ করবার সময় স্নিগ্ধতায় ফুরফুর করছিলো শরীর এবং মন। ঘড়ির টিক্‌টিক্‌ শব্দের মতন ধ্বনি তুলে ফোঁটায় ফোঁটায় রস ঝরে পড়ছিলো হাঁড়িতে। মনে হচ্ছিলো যেন সবক'টি গাছই একযোগে পাল্লা দিয়ে চলছে সময়ের সাথে। দূরে যারা ছিলো তাদের কানে কেমন একটা বিস্ময় মিশ্রিত শিহরণ জাগাচ্ছিলো হাঁড়িতে রসপড়ার এই টুপটাপ ধ্বনি। মেয়েদের কন্ঠস্বর ছাপিয়েও শোনা যাচ্ছিলো সেই শব্দ।

সংগে বন্দুক নিয়ে এসেছিলো কেবল ক্যাপ্টেন স্মল, অ্যাডাম এবং জো বোলিও। অন্য সবাইকে গাছের বাকলের ছোটো কুঁড়েঘরটার সামনে ছেড়ে এলো অ্যাডাম এবং স্মল। জো ঘুরে বেড়াচ্ছিলো জংগলে। উত্তর আর পশ্চিমে তিন থেকে চারমাইল জায়গা সে টহল দিয়েছিলো। এটা তারা জানতো না। জানলে হয়তো হাসতো একচোট। জংগলে তখন পাঁচফুট গভীর হয়েছিলো বরফের স্তূপ। বরফজুতা পায়ে দিয়েও এর মধ্যদিয়ে কষ্ট হচ্ছিলো হাঁটাচলা করতে।

রাস্তা ধরে অশ্বারোহী লোকটির এগিয়ে আসবার খবর শুনে গিল এবং ক্যাপ্টেন স্মল স্লেজগাড়ি ছেড়ে পাহাড়ের খাড়া ঢালটার ধারে এসে দাঁড়ালো। ওখান থেকে ভালো মতন দেখা যাচ্ছিলো লোকটাকে। তার ঘোড়াটা এলোমেলোভাবে চলছিলো ক্লান্ত পদক্ষেপে। লোকটাও হাঁপিয়ে উঠেছিলো ঘোড়াকে বাগে রাখতে গিয়ে। একপলক তাকে দেখলো জ্যাকব স্মল।

'ও হলো কোবাস মাবি,' বললো জ্যাকব। 'কেমন যেন ভীতসন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে তাকে।' হ্যাটটা তুলে তেল চকচকে মাথাটা চুলকালো সে এবং সংশয়পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো গিলের দিকে।

তাদের দুজনকে ঝোপের ধারে যেতে দেখে স্ত্রীলোকদের ছেড়ে হাঁটা দিলো অ্যাডাম। গিল এবং স্মলের কাছে এসে দাঁড়ালো সে।

'ব্যাপারটা কী?' জিজ্ঞেস করলো অ্যাডাম।

'এইমাত্র ডেটনের দিকে ঘোড়া হাঁকিয়ে গেলো কোবাস মাবি।' বললো স্মল।

হাসলো অ্যাডাম।

'বোধকরি ডাক্তারের তালাশে গেছে সে।'

'তাকে দেখে সেরকম মনে হলো না আমার। তোমার কি তাই মনে হয়েছে গিল?'

www.pathagar.com

'ঘোড়াটাকে সে আধামরা করে ফেলেছে,' গিল বললো।

গম্ভীর হয়ে উঠলো অ্যাডামের মুখ।

'ব্যাপারটা গুরুতর কিছু একটা হবে।'

পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো তারা।

'তুমি কি মনে করো জংগল থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা উচিত?'

অ্যাডাম বললো: 'না। জো জংগলের ভেতরে রয়েছে।'

'কী ঘটেছে আমাদের যেকোনো একজনের তার খোঁজ নেয়া দরকার। গিল, জংগলের ওদিকে আছে জর্জ হেলমার। তুমি তাকে গিয়ে বলো যেনো এখুনি সে তোমার ঘোড়ায় উঠে খবরটা নিয়ে আসে কোবাসের কাছ থেকে। স্ত্রীলোকদের শুধু শুধু আতংকগ্রস্ত করে তুলবার কোনো মানে হয় না। এ বছর এই প্রথম তারা চিনির রস সংগ্রহ করতে এলো এখানে।'

অ্যাডাম ফিরে গেলো কুঁড়েঘরে। বন্দুকটা তুলে নিয়ে সে বললোঃ 'দেখি, কোনো তিতির পাখি শিকার করতে পারি কিনা। তোমরা নিশ্চয়ই অনেক কাঠ সংগ্রহ করেছো, কী বলো মহিলারা?'

'ও, হ্যাঁ, অ্যাডাম।' তার দিকে তাকিয়ে হাসলো সবাই। তারা আবার মনোযোগ দিলো গল্পে। শুধু চুপচাপ থাকলো লানা। হঠাৎ গিল দেখলো তার পানে চোখ তুলে তাকিয়ে আছে ও। জোর করে হাসলো গিল। মাথা নেড়ে ঠোঁটে হাত রাখলো সে।

লানার মুখখানা দেখবার পর কেমন যেনো ভেতর থেকে সংকুচিত হয়ে পড়লো সে। মনে মনে ভাবলোঃ 'কী হয়েছে ওর?' মড়ার মতন সাদা দেখাচ্ছিলো লানার মুখ। কয়েকমুহূর্ত পরেই হঠাৎ চিবুক তুললো লানা এবং তড়বড় করে কী যেনো বললো মিসেস স্মলকে। ওর কথা শুনে হাসলো মিসেস স্মল এবং আদর করে হাত বুলালো ওর মাথার লালচে চুলে। মাথা দোলালেন মিসেস ম্যাকলেনার এবং হাসলেন গিলের দিকে তাকিয়ে। এধরনের জিনিস আভাসেই বুঝবার মতো সহজাত একটা ক্ষমতা ছিলো মিসেস ম্যাকলেনারের। কথাটা অনুমান করলো গিল।

স্লেজের কাছে গিয়ে ওটাকে টেনে আনলো সে কেতলিটার পাশে। ফিরে এলো জর্জ হেলমার। চলতে লাগলো চিনি তৈরির কাজ। কিন্তু সবার অলক্ষ্যে ক্যাপ্টেন স্মল সুকৌশলে ছেলেদের নিয়ে এলো চুল্লির পাশের গাছগুলির কাছে। সেখান থেকে তারা

www.pathagar.com

নজর রাখলো জংগলের দিকে। ওখানে কোনো অঘটন ঘটলে অর্থাৎ শত্রুপক্ষের সাক্ষাৎ পেলে নিশ্চয় তারা শুনতে পাবে অ্যাডামের গুলির আওয়াজ। আর জো'র বন্দুকের শব্দ কানে আসবে স্মলের। সবাই চুপ হয়ে যাওয়ায় গাছ থেকে রস পড়বার টুপটাপ শব্দ আগের চেয়ে অনেক বেশি স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিলো।

দুই ঘন্টা হলো ফিরে এসেছে জর্জ হেলমার। টু শব্দটিও না–করে স্মল এবং গিলের পাশে তার নিজের গাছগুলির সামনে এসে দাঁড়ালো সে। এবং সংগে সংগে তাদের কাছে ঘটনাটা বর্ণনা করলো ঃ

'সন্ত্রাসীদলটি গিয়েছিলো ফেয়ারফিল্ডে। রেডইণ্ডিয়ান এবং টোরিরা ছিলো দলে। শ্বেতাংগদের সবাই ছিলো ফেয়ারফিল্ডের অধিবাসী। গত আগস্টের আগে এরা দেশ ছেড়ে গিয়েছিলো সীমান্তের ওপারে। সাফরেনিস্ ক্যাসেলম্যান, কান্ট্রিম্যান এবং এম্পিস ছিলো এদের নেতা। কোবাস মাবির ছেলে জন মাবিকে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা। পলি ছাড়া আর সবাইকে বন্দী করে নিয়ে গেছে লুটেরার দল। রেডইণ্ডিয়ানদের হাত থেকে পালিয়ে গিয়ে বেঁচেছে পলি। কিন্তু ধ্বংসযজ্ঞের সবকিছু দেখতে পায় মেয়েটি। শহরের প্রতিটি বাড়ি এবং গোলাঘর আগুনে পুড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে বর্বরেরা। ধ্বংস স্তূপ ছাড়া কিছুই আর নেই জায়গাটায়।'

অল্পবয়েসী যুবক জর্জ হেলমার। স্বাভাবিক কারণেই আতংকিত হয়ে পড়েছিলো সে।

ক্যাপ্টেন স্মল জিজ্ঞেস করলোঃ 'তারা কোন্ পথ দিয়ে গেছে, কেউ কী তা দেখেছে?'

'জার্সিফিল্ডের রাস্তা ধরে গেছে তারা,' বললো জর্জ। 'রেডইন্ডিয়ান ক্যাসেলে থাকে কোবাস মাবির চাচা। স্ত্রী এবং কোলের একটা বাচ্চাকে আগেই সে ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলো। এরপর পলি, ছেলে জন এবং দুধের গোরুটাকে আনতে যাচ্ছিলো সে। পথে স্নাইডারের ওখানে ডিনার খায় কোবাস। এরপর ফেয়ারফিল্ডে পৌছে দেখে আগুন তখনো জ্বলছে। কেউ কিছু আঁচ করবার আগেই ঘটে গেলো এতোবড়ো একটা কাণ্ড।' দ্রুত শ্বাস টানলো জর্জ এবং কুঁড়েঘরটার দিকে তাকালো।

'তোমরা কী এখানে আরো থাকবে বলে ভাবছো, জেক্?'

জ্যাকব স্মল বললোঃ 'হ্যাঁ। জো এবং অ্যাডামের ফিরে না আসা পর্যন্ত কোনো মানে হয় না এখান থেকে সরে যাওয়ার। তুমি ভয় পেয়েছো এমন ভাব দেখাবে না, জর্জ।

www.pathagar.com

আমাদের চিনির দরকার। সামনের শীতপর্যন্ত চিনি মওজুত করে রাখতে হবে সবাইকে। একই সাথে গাছও লাগাতে হবে।'

'মাই গড, জেক!' ফ্যাকাশে দেখা গেলো যুবকটির মুখ। 'এরকম আতংককর অবস্থায় কেমন করে একটা লোক বেরুবে এবং জংগলের ভেতর জমি চাষ করে গাছ লাগাবে?'

'আমি বলতে পারবো না,' জবাবে বললো স্মল। 'কিন্তু কথা হলো ঃ হয় তোমাকে ক্ষুধায় মরতে হবে, নয়তো ফলাতে হবে খাদ্য।'

বিচলিতকণ্ঠে জর্জ বললো ঃ 'কথাটা ঠিক।' কিন্তু তার চোখজোড়া নিবদ্ধ ছিলো জংগলের দিকে। জো এবং অ্যাডামকে সে-ই প্রথম দেখলো পাশাপাশি হেঁটে আসতে। ঘামে এবং বরফে ভিজে একাকার হয়ে গিয়েছিলো জো। গিল এবং স্মলের কাছে এসে একপায়ের বরফজুতার ওপর ঠেস দিয়ে রাখলো সে বন্দুকের বাঁটটা।

'এতোক্ষণ কোথায় ছিলে, জর্জ?' জিজ্ঞেস করলো জো। জর্জের পাতলুন-পরা পায়ের বেল্টে বাঁধা ঘোড়ার চাবুকটার দিকে ছিলো তার চোখ।

ব্যাপারটা তারা খুলে বললো তাকে।

'ভালোই তো,' বললো জো।

'ভালো?' চেঁচিয়ে উঠলো জর্জ হেলমার।

'ঠিকই বলেছি আমি। সন্ত্রাসীরা ওদিকে না-গেলে সোজা চলে আসতো আমাদের এদিকে। এই জংগলটার ছয় মাইল পেছনে একটা খোলা জায়গায় তারা আস্তানা গেঁড়েছে। দুর্গের এতোখানি কাছে আঘাত করার আগে তারা ফেয়ারফিল্ডে হানা দিয়ে বোধকরি আমাদের অবস্থাটা বুঝতে চেয়েছিলো।' পেঁচার মতন তীক্ষ্ম হয়ে উঠেছিলো জো'র চোখ দুটি। বিশ জনের মতো লোক ছিলো হানাদার দলটায়। এদের মধ্যে ছিলো নয়জন রেডইন্ডিয়ান। উত্তরপুবে আঘাত হানার জন্যে গতকাল কোনো একসময় রওয়ানা হয়ে যায় তারা।'

মুহূর্তে পাঁচজনই তারা উঠে দাঁড়ালো একসংগে।

জো জিজ্ঞেস করলো ঃ 'আর কতোটা রস জ্বাল দেয়ার বাকি আছে তোমাদের?'

'ঘন্টাদুয়েকের মধ্যেই কাজটা শেষ করতে পারবো আমরা।'

'আশা করি, সময়মতো তোমরা এটা সেরে ফেলবে,' বললো জো।

www.pathagar.com

'তুমি ভাবছো এদিকে আসবে হানাদাররা?'

ঠোঁটদুটি সংকুচিত করলো জো।

'ওই দলটা নাও আসতে পারে। তবে ঠিক করে কিছুই বলা যায় না। আমি জংগলের ওদিকে অনেকখানি জায়গা ঘুরে দেখেছি। ওদের গতিবিধির কোনো আলামত আমার চোখে পড়েনি। জানো, বছরের এই সময়টায় বড়ো বেশি চেঁচামেচি করে জো পাখির ঝাঁক।

৫
ডেমুথের বাড়ি

ফেয়ারফিল্ডের সংবাদটি ক্যাপ্টেন ডেমুথের কাছে বয়ে এনেছিলো দুর্গের একজন সৈন্য। ওই সময় বাড়ির ভেতরে ছিলো ন্যান্সি। দুপুরের খাবার টেবিলের এঁটো বাসনপত্র ধোয়ামোছার কাজটা সবেমাত্র শেষ করেছিলো ও। ক্যাপ্টেনের পায়ের শব্দ কানে এলো ওর। বাড়ির রোদেলা আঙিনার দিকে বেরিয়ে গিয়েছিলো ক্যাপ্টেন। ওখানে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলো সৈন্যটি। লোকটা তাকে যাকিছু বললো তার প্রতিটি শব্দ শুনতে পেয়েছিলো ন্যান্সি। বাড়ির ভেতরে এলে ক্যাপ্টেনের মুখে কেমন যেনো একটা আতংকের ছায়া লেপ্টে থাকতে দেখলো ও। ন্যান্সিকে সামনে দেখে প্রায় আঁতকে উঠেছিলো ক্যাপ্টেন।

'কোথায় যাত্রা করলে তুমি?' শানানো গলায় জিজ্ঞেস করলো ক্যাপ্টেন।

'এই এঁটো খাবারটা শুয়োরগুলিকে দিতে যাচ্ছি স্যার।'

একটা উচ্ছিষ্ট খাবারভরতি থালা ধরা ছিলো ন্যান্সির হাতে। দুই অবাক নীল চোখ তুলে ধরে ও তাকিয়েছিলো ক্যাপ্টেনের পানে।

'শুয়োরের জন্যে বেশ উপাদেয় খাদ্যই বটে।' তিক্ত স্বরে বললো ক্যাপ্টেন। কিন্তু ন্যান্সি এই কটুকথার জন্যে ক্ষমা করলো তাকে। তার কারণ মিসেস ডেমুথের বিরুদ্ধে ডাক্তার পেট্রির সাথে ওর পক্ষে দাঁড়িয়েছিলো ক্যাপ্টেন। তা নাহলে অমন কথা হয়তো সহ্য করতে পারতো না ও। মিসেস ডেমুথ তো সারাদিনই লেগে থাকে ওর পেছনে। এবং ছোটো ছোটো মন্তব্যের বিষ মেখে অনবরত হুল ফোটাতে থাকে ওর

www.pathagar.com

গায়ে। এর বেশির ভাগই বিচ্ছিরি নোংরা উক্তি যা একজন মহিলার মুখে শোভা পায় না। ওর শরীরের গঠন এবং পেটের আয়তনটা নিয়ে খোঁচা মারে মহিলা। ওর পেটটা কতোখানি উঁচু হয়েছে এবং জারজ সন্তানরা সবসময় বেশি বেশি কেমন করে নিজেদের জাহির করে– ইত্যাকার কথার ফোঁড়ন কাটতে একটুও বাধে না তার। না–শুনলে ন্যান্সি কখনো বিশ্বাস করতে পারতো না এরকম কথা বলতে পারে মিসেস ডেমুথ।

'পুরুষজাতটাই হলো নির্বোধের জাত' বলছিলো মিসেস ডেমুথ। 'আমার ক্ষমতা থাকলে এ বাড়িতে পা রাখতে পারতে না তুমি। তোমার মতো মেয়েকে সারা শহরের লোকের সামনে ঝাঁটাপেটা করা উচিত ছিলো। কিন্তু তোমার মা কাউকে ছুঁতে দেবে না তোমায়। তার দোষ আমি দিচ্ছি না। এদিকে পুরুষেরাও বলছে তোম... না খাইয়ে রাখা যাবে না। কোনো কুমারী মেয়ের পেট–বাঁধলে একধরনের বিকৃত আনন্দ পায় পুরুষরা। আমার এখান থেকে দূর হয়ে যাও। আমার বাড়ি থেকে না–গেলেও আমার ঘরে তোমাকে আর দেখতে চাই না আমি।'

ন্যান্সি জানতো, পেটটা ওর বড়ো হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রথমদিকে এটা স্বাভাবিক মনে হতো। কেননা সৈনিকটি যেমন বয়স্ক স্বাস্থ্যবান পুরুষ ছিলো, সেও তেমনি একটি বয়স্কা স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। মাঝেমাঝে ও ভাবতো, পেটের বাচ্চাটি ওর বৈধ হলেও নিশ্চয় বেশ মোটাসোটাই হতো। কিন্তু দিন যতোই পার হতে লাগলো দেখা গেলো ক্যাপ্টেনের দৃষ্টি ওর দিকে বেশি নিবদ্ধ হচ্ছে। ওর চেহারার পরিবর্তনটা ওর প্রতি কেমন যেনো বিতৃষ্ণ করে তুলছিলো ক্যাপ্টেনকে।

ন্যান্সি ভাবতে শুরু করলো, কর্তাগিন্নি যা বলছে তাহলে নিশ্চয় তা সত্যি হবে।

ব্যাপারটা নিয়ে হাসতো হন ইয়স্ট। ন্যান্সির পেটে এমনভাবে হাত বুলাতো সে যেনো আদর করছে ওর পেটের বাচ্চাটাকে।

'আমি বাজি ধরে বলতে পারি, এটা হবে একটা নাদুস–নুদুস খোকা। ঠিক তোমার এবং আমার মতন, ন্যান্সি।'

শীতের প্রথমটা বেশ আরামে কাটিয়েছে হন ইয়স্ট। জীবনে কখনো কম কৃতিত্ব দেখায়নি সে। এমন অনেক সময় গেছে যখন প্রায় প্রতিটি লোকই তার সাথে কথা বলতে আনন্দ পেতো। যেখানেই সে যেতো লোকজন তাকে ছেঁকে ধরতো। পিঠচাপড়াতো এবং দাঁড় করাতো মদ খাওয়ার জন্যে। সে ছিলো একজন জননন্দিত নায়ক এবং প্রায়ই তাকে মাতাল হতে দেখা যেতো মদেচুর হয়ে। তবে নেশাগ্রস্ত হলেও

www.pathagar.com

কোনো অঘটন ঘটাতো না হন। রোজ রাতে বাড়ি ফিরে সে ডেমুথের ঘোড়ার সাথে জায়গা ভাগ করে নিয়ে ঘুমাতো আস্তাবলে। যেটুকু উচ্ছিষ্ট ন্যান্সি চুরি করে সরিয়ে রাখতে পারতো তা খেতে দিতো তাকে। উচ্ছিষ্টভরতি থালাটা শুয়োরের নাম করে কিছুক্ষণ আগে হনের জন্যেই আসলে নিয়ে যাচ্ছিলো ও।

কিন্তু শেষের দিকে কেউ আর তেমন পাত্তা দিতো না হনকে। প্রথম-প্রথম এতে খুব খারাপ লাগতো তার। তা সত্ত্বেও লোকের সান্নিধ্যের লোভে এখানে ওখানে ঘুর ঘুর করে বেড়াতো সে। কখনো ঢুঁ মারতো শুমেকারের সরাইখানায়। কখনো যেতো নদীর ওপারের কোনো বসতে। কারো সাথে দেখা হলে নিজের থেকেই 'হ্যালো' বলতো এবং কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করতো। একবার নিজেই বলতে শুরু করলো কেমন করে আর্নল্ডের সেনাবাহিনী সম্পর্কে আজবগল্প ফেঁদে সিলিংগারকে সে নাকানি-চুবানি খাইয়েছে। রেডইন্ডিয়ানদের তখন নাকি সে বলেছিলো : 'জংগলের সবগাছের কতো পাতা হবে তা তোমরা গুণতে পারবে?' কথাটা দিয়ে সে বোঝাতে চেয়েছিলো আর্নল্ডের সৈন্যসংখ্যার কোনো হিসাব-কিতাব নেই। বিধাতার সৃষ্ট জীবের মতোই অগুনতি তারা। শোনা যায়, রেডইন্ডিয়ানরা নাকি তাদের দোরগোড়া থেকে লাথি মেরে ফেলে দিয়েছিলো হনকে।

আজকাল কেউ তাকে মদ খেতে ডাকে না। একসময় সে ভাবলো, মিলিশিয়া বাহিনীতে নাম লেখালে হয়তো আবার সে জনপ্রিয় হতে পারবে। এ-ব্যাপারে কথা বলবার জন্যে দেখা করলো ক্যাপ্টেন ডেমুথের সংগে। কিন্তু তখন মিলিশিয়ারা ছিলো ছত্রভঙ্গ। ক্যাপ্টেন জানালো, কর্নেল বেলিঞ্জার নতুন কয়েকটি মিলিশিয়া কোম্পানি গড়ে তুলবার চেষ্টা করছে। এসব কোম্পানির জন্যে নতুন অফিসার দরকার। কারণ, পুরনো অফিসারদের অর্ধেকই মারা গেছে যুদ্ধে। এইমুহূর্তে হনকে মিলিশিয়ায় নিতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করলো ক্যাপ্টেন ডেমুথ। তবে সান্ত্বনা দিয়ে বললো হনের দেশাত্মবোধের প্রশংসা করে সে এবং নতুন মিলিশিয়া বাহিনী গড়ে-ওঠা মাত্রই তার নিজের কোম্পানিতে তাকে ভর্তি করে নেবে। আর হনকে পেলে সে সত্যি গর্ব বোধ করবে।

ন্যান্সি প্রথমে খুব খুশি হয়েছিলো কথাটা শুনে। হন যখন জনপ্রিয় ছিলো তখন তার দেখাই পেতো না ন্যান্সি। কিন্তু আজকাল অন্য কেউ আর তার পাশ মাড়াচ্ছে না দেখে ডেমুথের বাড়িটা আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে হন। ন্যান্সির সাথে কথা বলতে পারলেও

www.pathagar.com

বর্তে যায় সে। সংকুচিত স্বরে ন্যান্সি যখন তার কাছে ম্যাকলোনিসের কথা জানতে চাইলো বেশ খুশি দেখা গেলো তাকে। বললো ঃ 'বাটলাররের খুব উঁচু ধারণা ম্যাকলোনিস সম্পর্কে। কেউ কেউ বলে একদিন কমিশন্ড অফিসার হবে ম্যাকলোনিস।

'হ্যাঁ, হন। কিন্তু আসলে লোক হিসেবে কেমন সে?' জিজ্ঞেস করলো ন্যান্সি।

ওর গায়ে খোঁচা দিয়েছিলো হন।

'কী বলছো, তোমারই তো তা ভালো জানা উচিত।' হাসিতে ফেটে পড়লো হন। আস্তাবলের খড়ের গাদায় গড়াগড়ি খেলো সে। ন্যান্সির মতন বোকাটে হলেও হনের গলার স্বরটা ছিলো ভারি মিষ্টি। তাকে হাসতে দেখলে খুশি হতো ন্যান্সি। ও নিজেও একটু হাসলো। গোলাঘরের জানলার পাশে বসা ছিলো ন্যান্সি। বাইরে থেকে গলিয়ে আসা শীতল স্নিগ্ধ আলোতে উর্বরতার দেবীর মতন দেখাচ্ছিলো সেদিন ওকে। মাথার মিহি হলুদাভ কেশরাশি লোটাচ্ছিলো ওর পিঠে এবং ঝকমক করছিলো ওর দুই নীল চোখের তারা। আধখোলা ঠোঁটে লেপ্টেছিলো হাসির বিলীয়মান রেখা। পৃথিবীর আদি জননীর ছায়া ভাসছিলো ওর মুখে। হন ওকে সবসময় বোঝাতো, দুর্ঘটনাটা একদিন ওর জন্যে বয়ে আনবে মাতৃত্বের গৌরব।

কিন্তু এখন ম্যাকলোনিস সরাসরি আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠায় হন প্রমাণ করতে চাইলো লোকটার সাথে তার বেশ জানাশোনা এবং অন্তরঙ্গতা ছিলো।

'জুরি একটা চমৎকার কিন্তু কঠিন লোক,' বললো হন। ম্যাকলোনিসের পুরা নাম জুরি ম্যাকলোনিস।

'হ্যাঁ, তার সম্পর্কে এটাই হলো খাঁটি কথা। মেজর বাটলার তাকে জুরি বলেই ডাকতেন। আমি ছিলাম মেজরের খুব পেয়ারের লোক। এদিকে আসবার সময় রাতের বেলা আমরা ক্যাম্প করেছিলাম রয়্যাল ব্লকহাউসে।' গদগদ কণ্ঠ হনের।

'তোমার কী মনে হয় আমরা কখনো তার দেখা পাবো?'

'আমি পাবো,' বললো হন।

'কিন্তু তার সংগে যে আমার দেখা হওয়া দরকার।'

'বুঝলাম, হয়তো দেখা হতেও পারে তোমার।'

'তোমার মনে হয় সে এখন পসন্দ করবে আমায়?'

www.pathagar.com

'কী–যে বলছো!' বললো হন। 'কখনো যদি তুমি একবার নায়াগ্রা গিয়ে পৌছতে পারো তুমি হবে সেখানকার ৫· ·পানির খাস রানী, ন্যান্সি।'

'বুঝলাম না, খুলে বলো।' রুদ্ধস্বর ন্যান্সির।

'তার কারণ তোমাকে যেরকম দেখায় তার আধাআধি সুশ্রী একটি শ্বেতাংগ মেয়েও নেই সেখানে।'

'ও! সেখানে গেলেই তবে সে বিয়ে করতে পারে আমায়?'

হঠাৎ চুপ করে গেলো হন।

'কী, কথা বলছো না কেন, হন? বিয়ে করবে না সে আমায়?'

'শোনো,' বুদ্ধিমানের মতন মাথা নাড়লো হন। 'অফিসারের পদে উঠলে তোমায় বিয়ে নাও করতে পারে সে।'

'কিন্তু তুমি বলছিলে সে করবে।'

'তখন সে করপোরাল ছিলো।'

'কিন্তু আমি তো আমার মতনই আছি, নয়?'

'হ্যাঁ, তাই,' বললো হন। এ ব্যাপারে হনের ধারণাটা মোটামুটি স্পষ্ট ছিলো। সে জানতো, কোনো উচ্চাভিলাষী লোক তার বোনের মতো একটা মেয়েকে বিয়ে করতে চাইবে না। ন্যান্সিকে নিয়ে মুশকিলটা হলো একজন উচ্চাভিলাষী লোকের সাথে ঘটনাটা ঘটিয়ে ফেলেছে ও। জুরিকে পসন্দ করতো হন এবং সে চাইছে লোকটার সাথে তার বন্ধুত্ব বজায় থাকুক। ন্যান্সির বিয়ের ব্যাপারটা এর তুলনায় তার কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো না।

'কিন্তু আমার বিয়েটা অবশ্যই হওয়া উচিত,' জোর দিয়ে বললো ন্যান্সি। 'মিসেস ডেমুথ বলছেন আমি নাকি একটা জলজ্যান্ত পাপ।'

'বুড়ো ক্লেম বলছে সে বিয়ে করবে তোমায়।'

কেঁপে উঠলো ন্যান্সি। 'আমি ক্লেমকে বিয়ে করতে পারবো না। রোজ ভোরবেলা বদগন্ধ বেরোয় লোকটার শরীর থেকে।'

'শোনো, ন্যান্সি। আমি সবসময় তোমায় বিয়ে করতে বলে এসেছি। কিন্তু এখন এ ব্যাপারে আমি আর নিশ্চিত নই। নায়াগ্রায় ভূরিভূরি মেয়ে আছে যারা বিয়ে করেনি।

www.pathagar.com

তাদের অনেকেই সুন্দরী। ওই মেয়েদের কেউ কেউ থাকে অফিসারদের ব্যারাকে। তুমিও হয়তো অফিসারদের ব্যারাকে ঠাঁই পেতে পারো।'

'তুমি আমাকে ওখানে নিয়ে যেতে পারবে না, হন?' ন্যান্সির কণ্ঠে অনুনয়।

ফের ওর পেটে চাটি মারলো হন।

'এরকম একটা বোঝা সাথে নিয়ে, ন্যান্সি?'

'আমি এটা নিয়ে ঠিকই হাঁটতে পারবো।'

'এটা তোমার পিঠে থাকলেই বোধকরি ভালো হতো!' হন হাসলো তার নিজেরই কৌতুকে। কিন্তু ন্যান্সির চেহারাটা এমন দেখালো যেনো এখুনি কেঁদে ফেলবে ও।

'মাঝেমাঝে আমার ভয় হয় তুমি আমায় ছেড়ে চলে যাবে।'

'কেন একথা বলছো?'

'আমি সাংঘাতিক ভয়ের মধ্যে আছি, হন। মিসেস ডেমুথ প্রায় প্রতিদিনই আমায় এটাওটা বলেন। পেটে এরকম বাচ্চা আসলে নাকি মেয়েরা নিদারুণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তিনি বলেন প্রায়ই এ অবস্থায় মারা যায় বদমেয়েরা। বৈধ সন্তানের মায়েদের বেলায় নাকি এরকম ঘটনা তেমন একটা ঘটে না।'

আচমকা হকচকিয়ে গেলো হন। ন্যান্সিকে একরকম ভালোই বাসতো সে। দু-এক মিনিট বাদে সে বললো ঃ 'তুমি মারা যাবে এটা আমি বিশ্বাস করি না।'

এসময় ক্যাপ্টেনের বেলটা বাজিয়ে বাড়ির ভেতরে ডাকা হলো ন্যান্সিকে। স্বস্তিবোধ করলো হন। কারণ যুক্তি দিয়ে কোনোকিছুই বোঝানো যায় না ওকে। ন্যান্সি ফিরে আসবার আগেই গোলাঘর থেকে সরে পড়লো সে।

কিছুদিন হলো কেমন যেনো অস্থির হয়ে উঠেছে হন এটা বেশ বুঝতে পারলো ন্যান্সি। মার্চের শেষদিকে যখন বরফ নরোম হতে শুরু করলো এবং উপত্যকায় দিন দিন গাঢ় হয়ে পড়তে থাকলো কুয়াশা, হনের অস্বস্তিটাও যেনো তার সাথে তাল মিলিয়ে বেড়ে উঠছিলো। ঘনঘন জংগলের দিকে যেতে শুরু করলো সে। শেষে একরাত সে বাইরে কাটালো। আতংকিত হয়ে উঠলো ন্যান্সি। কিন্তু পরদিনই সন্ধ্যা-বেলায় ফিরে আসতে দেখা গেলো তাকে। রাতের খাবারের সময় গোলাঘরে ছিলো হন। আর ন্যান্সি তার জন্যে প্লেটে করে বয়ে নিয়ে এসেছিলো টেবিলের এঁটো খাবার। ঘোড়ার আস্তাবল থেকে কুড়িয়ে আনা খড়ের ওপর বসেছিলো হন। বুটজুতার সোলে শান

www.pathagar.com

দিচ্ছিলো সে তার শিকারের ছুরিখানা। উত্তেজিত দেখাচ্ছিলো তাকে। 'পশ্চিম কানাডা ক্রিকের ওপারে একটা দলের অবস্থানের চিহ্ন দেখেছি আমি,' বললো হন। 'তিন কি চারদিন আগে ওখানে ছিলো তারা।'

'একটা দল?'

'কুড়িজনের মতো লোক ছিলো দলটায়। তারা আমাদেরই কোনো দল হবে বলে মনে হয়।'

'আমাদের, হন?'

ন্যান্সির প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠেছিলো সে। 'নিশ্চয়। তোমার কী মনে হয়? নায়াগ্রার লোক হবে তারা, হয়তো।'

'ও, হন। তুমি তো ওদের সাথে যেতে চাইছো, না?'

মুহূর্তেই সাবধান হয়ে উঠলো হন।

'কেমন করে যাবো আমি তাদের সাথে? এর মধ্যে নিশ্চয়ই তারা অনেক দূরে চলে গেছে। কোথায় তারা গেছে তা জানবার খুব ইচ্ছা ছিলো আমার।'

স্বস্তির একটা শ্বাস ফেললো ন্যান্সি। হনকে খুশি করবার জন্যে ও খুলে বললো যা–যা সৈন্যটি বলেছিলো ক্যাপ্টেন ডেমুথকে। কিন্তু কথাগুলি বলবার পরই ন্যান্সির মনে হলো ওর মাথায় আসলেই কোনো বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। চুপ করে থাকলো হন। কোনো কথাই বললো না সে। যেনো কুকুরের মতন তাকে পোষমানানো হচ্ছিলো। খোলা দরোজা দিয়ে জংগলের দিকে তাকাচ্ছিলো সে।

'এখান থেকে যেয়ো না তুমি, হন। মিনতি করছি আমি। আগে আমি সেরে উঠি, তারপর যা হয় করো।'

হন কোনো জবাব না দেয়ায় আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলো ন্যান্সি। ও ভাবলো, হন চলে গেলে নির্ঘাৎ মারা যাবে ও।

ভোরবেলা চলে গিয়েছিলো হন। কথাটা ওকে বললো ক্লেম। খুশিতে আটখানা হয়ে উঠেছিলো বুড়ো। মাস কয়েক যাবত সে ভাবছিলো অবস্থা একদিন–না–একদিন তার অনুকূলে আসবেই। নির্বোধটা দূরে সরে যাওয়ায় ন্যান্সির মনের ওপর নিশ্চয় এখন প্রভাব খাটাতে পারবে সে।

www.pathagar.com

ভোরবেলার মিষ্টিরোদে গোলাঘরের দরোজায় তার সামনেই ন্যান্সিকে কেঁদে লুটিয়ে পড়তে দেখে ভেতরে ভেতরে সে উল্লসিত হয়ে উঠেছিলো কামাতুরতায়। কিন্তু একটা কামান্ধ লোকের মতো কখনো নিজেকে জাহির করার ইচ্ছা ছিলো না তার। হনকে যখন গ্রেফতার করা হলো সেই রাতটার কথা ভাবলো ক্লেম। বোকার মতন মদ খেয়ে তখন মাতাল না–হলে ন্যান্সিকে নিশ্চয় বাগে আনা যেতো।

'কেঁদো না, ন্যান্স। তোমার পাশে সবসময় দেখতে পাবে আমায়।'

শূন্যদৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো ন্যান্সি।

'তুমি ঠিক জানো সে চলে গেছে, ক্লেম?'

'হ্যাঁ। হন তোমাকে তার বিদায়ের কথাটা জানাতে বলেছে আমায়।' জংগলের দিকে ওকে পাগলের মতন তাকাতে দেখে হেসে উঠলো ক্লেম। 'উত্তরদিকে যায়নি হন। উনাডিলার পথে গেছে সে। রেডইন্ডিয়ান গ্রামগুলিতে তার খাবারের অভাব হবে না। ওদের সাথে তার ভালো সম্পর্ক। সে আরামেই থাকবে।'

'এর জন্যেই বোধকরি আমার কাছে কিছু চায়নি সে।' করুণভাবে মাথা নাড়লো ন্যান্সি।

রুক্ষস্বরে ক্লেম বললো ঃ 'তাকে নিয়ে শুধু–শুধু তোমার দুশ্চিন্তা করবার কোনো মানে হয় না। বুনো শুয়োরের মতন সে পৌঁছে যাবে তার গন্তব্যে। তুমি কখনো তার নাগাল পাবে না, মেয়ে।'

'কেন?' শিশুর মতন বললো ন্যান্সি।

'সে চায় না কেউ তার নাগাল পাক্। কারণ, বোকা হলেও হন এটা বোঝে আরেকবার ধরা পড়লে কী দশা হবে তার।' ক্লেম ভাবলো এই কথাগুলি বললে হয়তো কিছুটা বোধোদয় ঘটবে ন্যান্সির।

www.pathagar.com

৬

মিসেস ডেমুথ

এ–ঘটনার একসপ্তাহের কিছুদিন পরে দ্বিতীয় আক্রমণ হলো স্নাইডারবুশে। এপ্রিলের পাঁচ তারিখে খবরটা এলো জার্মান তল্লাটে। এবারকার খবরটায় ছিলো বিশদ তথ্য। পঞ্চাশজন লোক ছিলো হামলাবাজদের দলে। এদের মধ্যে অর্ধেক শ্বেতাংগ আর বাকি অর্ধেক রেডইন্ডিয়ান। পাঁচিলের ভেতরকার লোকজনের কাছে ছিলো একটি ছোটো সুইভেল কামান। শত্রুর দলটা প্রথম রাস্তায় এসে দেখা দিতেই কামানটা দাগাতে শুরু করলো তারা। হামলাবাজরা দুর্গ থেকে দূরে সরে থাকলো কামানের প্রথম গর্জন শুনবার পরই। রাস্তার শেষমাথাটায় অবস্থান নিয়েছিলো তারা।

সন্ত্রাসীরা গার্টারকে ধরে নিয়ে গেলো তার মিল থেকে এবং যাওয়ার সময় আগুন লাগিয়ে দিলো মিলে। দুর্গে যারা ছিলো তাদের চোখের সামনেই ঘটলো কান্ডটা। উইন্ডেকারের ওখানে শস্য মাড়াই করতে এসেছিলো চারজন বয়স্ক লোক এবং দুটি ছেলে। তাদের সবাইকে বন্দী করলো হানাদার দল। শহরের উপকণ্ঠ থেকে চারজন বসতকারকে তুলে আনবার জন্যে রেডইন্ডিয়ান গুপ্তচরদের অগ্রসেনা হিসেবে পাঠিয়েছিলো তারা। এই চারবন্দী ছিলো সাইফার, হেলমার, ইউহার এবং এটলি। ত্বরিতগতিতে এবং শৃংখলার সাথে এই হামলা চালিয়েছিলো তারা। হামলাকালে সন্ত্রাসীরা ভস্মসাৎ করলো লোকের খামার, ঘরবাড়ি, গোলাঘর এবং ব্যারাক। এমন কি, এটলির নতুনতোলা খিড়কিঘরটাও তাদের আগুনের লেলিহান শিখা থেকে রক্ষা পেলো না। কচুকাটা করা হলো পথের পাশের সমস্ত ঘোড়া এবং গোরু। স্যালিসবারির দিকে অগ্রসর হয়ে সন্ধ্যায় হানা দেয় তারা বসতে। সেখানে মাত্র তিনজনকে বন্দী করা সম্ভব হলো। বাদবাকি লোকেরা কাজকর্মে মোহক উপত্যকার ওদিকে ক্লক এবং ফক্সেস মিলের আশপাশের তল্লাটে যাওয়ায় তাদের নাগাল পাওয়া যায়নি। কিন্তু শহরটাকে ছারখার করে মিশিয়ে দেয়া হলো মাটির সাথে। এরপর উত্তর–পশ্চিমে পুরনো জার্সিফিল্ড সড়ক ধরে মাউন্ট তল্লাট পার হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায় দলটা। মাউন্ট বসতটাই ছিলো তাদের ধ্বংসলীলার প্রথম দৃশ্যপট।

সন্ত্রাসীদের দলপতি তার ইউনিফরমটির জন্যে স্নাইডারবুশে প্রায় সবারই দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিলো। এটি ছিলো অদ্ভুতধরনের। এরকম জিনিস নাকি এর আগে কেউই দ্যাখেনি।

www.pathagar.com

লোকটার গায়ে ছিলো সবুজকোট, পরনে হরিণচামড়ার পায়জামা এবং মাথায় কালো চামড়ার টুপি। পেতলের একটা ব্যাজ লাগানো ছিলো টুপিটার সামনের দিকে। কয়েকজন বুড়ো কৃষক বললো, সতেরোশ আটান্ন সালে ফরাসি সেনাপতি বেলের্তরকে এরকম বিচিত্র ইউনিফরমই পরতে দেখেছিলো তারা। মাসখানেকেরও কিছু আগে বাটলারের অশ্বারোহী সীমান্তরক্ষীদের সম্পর্কে নায়াগ্রার পাশের একটা জায়গা থেকে এখানকার অধিবাসীদের কাছে একটা রিপোর্ট পাঠিয়েছিলো জেমস ডীন। খুঁটিনাটি অনেক তথ্যের সংগে এই নতুন ইউনিফরমটারও একটা বিবরণ দিয়েছিলো সে। জার্মান ফ্লাটস নামক এই সমতলটাকে জন বাটলার বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে বলে লোকজনের মনে একটা আশংকা ক্রমেই দানাবেঁধে উঠতে লাগলো। তারা জানতো জার্মানদের ঘৃণা করে বাটলার এবং তাদের উর্বর ভূমিটাও ছিলো তার চক্ষুশূল। তারা আরো লক্ষ্য করলো, প্রতিটি হানাদার দলকে সাজানো হয়েছিলো আক্রমণস্থলগুলির জনসংখ্যার সাথে মিল রেখে। প্রতিটি দলই অতর্কিতে জংগল থেকে বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়তো জনবসতের ওপর। এবং নির্বিচারে চালাতো লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, খুনজখম আর ধরপাকড়। হামলাবাজির পরই তারা পালিয়ে যেতো কানাডায়। তাদের মোকাবিলা করবার জন্যে মিলিশিয়া তলবের কোনো সুযোগ ছিলো না। লোকজন নিজেদের থেকেই যতোটা পারতো চেষ্টা করতো তাদের পিছুতাড়া করতে। উত্তর-পশ্চিমের গোটা অরণ্য অঞ্চলটাকে বিভীষিকার রাজ্যে পরিণত করলো সন্ত্রাসীরা।

ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে পড়েছিলো মিসেস ডেমুথ। তাকে অন্য কোথাও পাঠাতে রাজি হলো না ক্যাপ্টেন। সুতরাং, সারাদিন একা বাড়িতে পড়ে থাকতে হলো মহিলাকে। সন্তানসম্ভাবা ন্যান্সি ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ ছিলো না তাকে সাহায্য করবার। এদিকে ন্যান্সির উপস্থিতিও সহ্য হতো না তার। আজকাল পেটটা ভারি হয়ে ওঠায় একদম রোগা হয়ে পড়েছে ন্যান্সি। প্রতিদিনই এটাওটা লেগে থাকে ওর। আর তাকিয়ে থাকে বোকা-বোকা চোখ তুলে। ন্যান্সিকে দেখলে কিছু না কিছু বলবেই মিসেস ডেমুথ। আবার ন্যান্সিকে চোখের সামনে থেকে দূর করে দেবার পর নিজের বলা কথাগুলি নিয়ে ভাবতে বসে মনে মনে কষ্ট পায় মহিলা।

বোকা মেয়েটার ওপর অবশ্য সবসময় অনাচার করতো না মহিলা। একজন কর্তব্যপরায়ণা স্ত্রী হিসেবে নিজের ঘরসংসারের সম্ভ্রম এবং আবরু রক্ষা করবার তাগিদেই কেবল বাধ্য হচ্ছিলো সে একটু রূঢ় হতে। অবৈধ যৌনমিলনের দ্বারা কতোবড়ো একটা অন্যায় ন্যান্সি করেছে তা যাতে ও বুঝতে পারে শুধু সেই চেষ্টাই সে

www.pathagar.com

করছে। তার বেশিকিছু নয়। একান্ত মনে প্রায়ই কথাগুলি নিয়ে জাবর কাটতো মিসেস ডেমুথ। প্রথমদিকে ক্যাপ্টেনের সামনেই জিভের ডগা দিয়ে ন্যান্সিকে খোঁচা মারতো সে। কিন্তু ক্যাপ্টেন পসন্দ করতো না স্ত্রীর এই বাড়াবাড়ি। আজকাল স্বামী বাড়ির বাইরে না গেলে ন্যান্সির সাথে মোটেও কথা বলতো না মিসেস ডেমুথ।

কর্নেল জ্যাকব ক্লকের সাথে দেখা করবার জন্যে প্যালাটাইনে গিয়েছিলো ক্যাপ্টেন। প্রায় সারাদিন বাইরে ছিলো সে। কখন ক্লকের ওখানে যেতো ডেমুথ তা বুঝতে কষ্ট হতো না তার স্ত্রীর। কারণ, বাড়ি ফিরলে গোবরের গন্ধ পাওয়া যেতো ক্যাপ্টেনের পোশাকে।। মহিলা ভাবতো ক্লকরা নিশ্চয় গোরু পোষে তাদের রান্নাঘরে।

মিলিশিয়া বাহিনীটাকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর জন্যে চেষ্টা করছিলো লোকজন। আলবানি থেকে নিয়মিত একটা সেনাদল আনবারও চেষ্টা করছিলো তারা। জেনারেল স্টার্কের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলবার জন্যে ডেমুথ স্বয়ং গিয়েছিলো আলবানি। কিন্তু বেনিংটন যুদ্ধের নায়ক এই জেনারেলটি যাকিছু বললেন তার সার কথা হলো, মহাদেশীয় ভূখন্ড এবং উত্তর-দক্ষিণে গোটা হাডসন উপত্যকাটার প্রতিরক্ষার জন্যে তাঁর সেনাবহিনীতে যতো লোক আছে সবাইকে তাঁর প্রয়োজন। এসব হামলা যে একটি বিরাট পরিকল্পনার অংশ তা মানতে চাইলেন না তিনি। সন্ত্রাসী কার্যকলাপকে তিনি দাঙ্গা-হাঙ্গামা ধরনের কাজ বলে গণ্য করলেন। অকেজো মিলিশিয়াদের উদ্দেশে মুখখিস্তি করলেন জেনারেল। এবং বললেন অন্য সীমান্তগুলির মতো জার্মান সমতল এবং মোহক উপত্যকার অধিবাসীরা নিজেদের দায়িত্ব নিতে না পারলে শুয়ে-শুয়ে মারা পড়ুক। ফিলিপ স্কুইলারও ঠিক একইভাষায় কথা বললেন। আলবানির কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা এই জেনারেলদের সবাইকে যেনো খাঁটি দেশপ্রেমিক বানিয়ে তুলেছিলো। সৈন্য-সাহায্য চেয়ে ক্লক যে-রিপোর্ট দিয়েছিলো জেনারেল ওয়াশিংটনের কাছ থেকে পাওয়া তার জবাবটা ডেমুথকে দেখালেন স্কুইলার। ওয়াশিংটনও ঠিক একই কথা বললেন। অন্যসব সীমান্তের মতো তাদের রক্ষার দায়িত্ব তাদের নিজেদেরই নিতে হবে। এই যুক্তিটা খুবই ঠুনকো মনে হলো ডেমুথের কাছে। ভার্জিনিয়া সীমান্তে সৈন্য পাঠানো হয়েছে এই দৃষ্টান্তটা জেনারেলদের চোখের সামনে তুলে ধরেও বরফ গলাতে পারলো না সে।

দুঃখে-ক্ষোভে এবং হতাশায় জর্জরিত হয়ে ফিরে এলো ডেমুথ। মাসের শেষদিকে একটা লোকদেখানো ব্যাপার হিসেবে চেরিভ্যালিতে ম্যাসাচুসেটস সেনাবাহিনীর

www.pathagar.com

অ্যালডেন কোম্পানি মোতায়েন করা হবে বলে ঘোষণা করা হলো। বলা হলো, এই ঘাঁটি থেকে শত্রুর বড়োধরনের হামলা রুখতে পারবে তারা। কথাটা শুনে হাসলো সবাই।

মাসের শেষেই হামলা হলো স্টোন অ্যারাবিয়া দুর্গের উত্তরে ইফরাতা বসতে। সন্ত্রাসী দলটি ছিলো কলেবরের দিক থেকে ছোটো এবং দলের সবাই ছিলো রেডইন্ডিয়ান। তারা হার্টের বাড়িটা পুড়লো। হত্যা করলো কনরাড হার্টকে এবং ধরে নিয়ে গেলো তার ছেলেকে। চার বছরের একটি বাচ্চাও খুন হলো বর্বরদের হাতে। কিন্তু একদিন পরে জানা গেলো যে–লোকটি শিশুটিকে হত্যা করে, মিসেস রেখটর দেখেছে তাকে। লোকটা নাকি নীলচোখো এবং তার হাতের কব্জির চামড়া ছিলো সাদা।

ডেমুথের বাড়ির রান্নাঘরে ডেমুথ আর ডাক্তার পেট্রির সাথে বসেছিলো কর্নেল বেলিঞ্জার। শুনে মাথা নাড়লো কর্নেল। বললো ঃ

'একদিন শত্রুর বিরাট আক্রমণটা শুরু হবেই। এটা একটা নিয়মিত হামলা না–হলেও এখন থেকে এরকম ঘটনা বার বার ঘটবে। কারণ তারা বুঝতে পেরেছে অতি সহজেই আমাদের ওপর হামলা চালানো যায়।'

মাথা নাড়লো ডাঃ পেট্রিও। বললো ঃ 'ছোটোখাটো সবকটি বসতই বেছে নিয়ে হামলা চালাবে তারা। এখন চাষের সময়। উইভারের জমিতে এর মধ্যেই লাঙল পড়েছে। এ–অবস্থায় কেমন করে চাষবাস করবে লোকজন?'

তেতোগলায় ডেমুথ বললো ঃ 'স্কুইলার আমাকে বলেছেন রেডইন্ডিয়ানরা যুদ্ধে কখনো তেমন সফল হতে পারেনি। তাঁর কথা, ওরিস্কানির যুদ্ধে যখন আমরা বীরত্ব দেখাতে পেরেছি তাহলে কেন ঐক্যবদ্ধভাবে এই হামলাবাজদের মোকাবিলা করতে পারা যাবে না?'

'আমাদের ডানা থাকলে না হয় হতো,' গম্ভীরকন্ঠে বললো ডাক্তার।

'আমার এই ভারি পা নিয়ে তো আর ওদের পিছুধাওয়া করা সম্ভব নয়।'

ডাক্তারের কথা শুনে সামান্য দাঁত বের করেও হাসলো না কেউ। কারণ, এই ভয়টা ছিলো তাদের সবার জন্যেই সমান সত্য। নিজেদের জায়গাটাকে অনিরাপদ রেখে আসলে কারো পক্ষেই সম্ভব ছিলো না হামলাবাজদের পেছনে ছোটা। উপত্যকাটা যে দৈর্ঘ্যে নব্বই মাইল এবং এখানকার সমস্ত বনজংগলে অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারে

www.pathagar.com

টোরিরা, ওপরওয়ালাদের কাউকেই এ-বাস্তব সত্যটা বোঝাতে পারেনি তারা। এ অবস্থায় মিলিশিয়াদের পক্ষে যা করা সম্ভব চোখ দিয়ে তাকালেই তা বুঝতে পারা যায়। ব্যাপারটা এতোখানি পরিষ্কার যেনো গাছের প্রতিটি পাতারই চোখ আছে এবং তারা সেই চোখ দিয়ে দেখতে পারছে।

'আমরা একটা কাজ করতে পারি,' বললো ডাক্তার। দুর্গগুলির চৌহদ্দির বাইরে যারা আছে তাদের প্রত্যেককে আমরা দুর্গের ভেতরে এসে বাস করতে বলতে পারি। তারা চাইলে দুর্গে থেকেও নিজেদের ক্ষেতখামারে চাষবাস করতে পারে।'

সবাই সায় দিলো তার কথায়।

ডেমুথ রাখলো নতুন একটি প্রস্তাব।

'আমাদের নিজেদের একটি টহলদার সীমান্তরক্ষী রেঞ্জার কোম্পানি থাকা উচিত। এরা শত্রুদের গতিবিধির ওপর নজর রাখবে। তাছাড়া দক্ষিণ অঞ্চলটা পাহারা দেয়ার জন্যেই বিশেষভাবে এদের দরকার। মনে রাখা উচিত উনাডিলা কিংবা টিওগা থেকে যে-কোনো বড়ো দল আমাদের ওপর এসে চড়াও হতে পারে।'

'কী করতে পারবে এই রক্ষীরা?' জানতে চাইলো ডাক্তার।

'আমাদের আগাম সতর্ক করে দেবে তারা। হামলাবাজরা সংখ্যায় যতোই হোক দুর্গের ভেতরে একবার অবস্থান নিতে পারলে কামান দাগিয়ে আমরা তাদের হটাতে পারবো। বাইরে কামান বয়ে নিয়ে যাওয়া একটা কঠিন কাজ। অ্যাডাম হেলমার এবং জো বোলিও'র মতো লোকও এরকম ঝুঁকি নেবার সাহস করবে না।' একটু থামলো ক্যাপ্টেন। 'এরাও কিন্তু পারে শত্রুদের মতো কয়েকটা পাল্টা হামলাবাজ দল গড়ে তুলতে।'

'এই রক্ষীদের বেতন দেয়া হবে কোথা থেকে?'

'মিলিশিয়া-তহবিল থেকে। বিভিন্ন মিলিশিয়া কোম্পানির অন্তর্ভুক্ত করবো আমরা এদের। এবং সবার দায়িত্বও ঠিক করে দেবো।'

'এটা আইনসিদ্ধ হবে না। কংগ্রেসে এ-নিয়ে অনেকেই ঘাঁটাঘাটি করতে পারে।'

'আমি এর দায়িত্ব নিচ্ছি,' বললো বেলিঞ্জার। 'যারা ঘাঁটাঘাঁটি করবে তাদের মোকাবিলা করবো আমি।'

www.pathagar.com

উঠে দাঁড়ালো ডাক্তার। 'এখানে যখন এসেছি ন্যান্সির সাথে অন্তত একবার দেখা করে যাওয়া দরকার। কেমন আছে মেয়েটা?'

'বেশ তো, দেখা করে যাও। পেছনের ঘরটায় বোধকরি ওর দেখা পাবে তুমি,' বললো ডেমুথ।

জোরে পা ফেলে পেছনের ছোটো কামরাটায় গিয়ে ঢুকলো ডাক্তার পেট্রি। একখানা চেয়ারে ন্যান্সিকে সোজা হয়ে বসে থাকতে দেখা গেলো। মুখখানা ছিলো ওর ফ্যাকাশে, হাঁটুর ওপর রাখা ছিলো হাতদুটি।

ওকে দেখেই কুঁচকে উঠলো ডাক্তারের চোখের ভুরুজোড়া।

'কী হয়েছে তোমার?' কর্কশগলায় শুধালো ডাক্তার।

ঠোঁট কাঁপলো ন্যান্সির।

'ব্যভিচার জিনিসটা কি, ডাক্তার?'

'কী বললে!' বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলো ডাক্তার পেট্রি।

'কর্তাগিন্নি বলেছেন এই ব্যভিচারই নাকি আমার মরণ ডেকে আনবে।'

জার্মান ভাষায় গালিগালাজ করতে শুরু করলো পেট্রি। 'কর্তাগিন্নি! অর্থাৎ সেই স্ত্রীলোকটি? ও একটা পাগল।'

উত্তেজনায় কাঁপছিলো ডাক্তারের গলা। 'এরা সবাই পাগল।' ন্যান্সির দিকে তাকিয়ে বললো ঃ 'আজেবাজে কথা আমাকে বলবে না, বলছি।'

ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলো ন্যান্সি।

'আমি মরতে চাই না।'

'তুমি মরবে না,' চেঁচিয়ে উঠলো ডাক্তার। 'আমি তোমায় বলছি। বিশ্বাস করো আমার কথা। তুমি মরবে না।'

নাক দিয়ে শব্দ করে ওর দিকে যেভাবে তাকালো ডাঃ পেট্রি তাতে ভয়ে কেঁপে উঠলো মেয়েটা।

'মিসেস ডেমুথ বুঝি তাই বলেছে?'

মাথা নাড়লো ন্যান্সি।

www.pathagar.com

আর একটা কথাও না-বলে পায়ের শব্দ তুলে বেরিয়ে গেলো পেটি। নিজেই এখন যুদ্ধে নামলো সে। এবং প্রথম বিস্ফোরণটা ঘটালো ডেমুথের ওপর। সবকিছুই শুনতে পেলো ন্যান্সি। ওর আতংকটা বাড়লো আরো। ভয় হলো, মিসেস ডেমুথ নিশ্চয় এরপর চাইবেন ওকে মেরে ফেলতে। ওর মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মালো মিসেস ডেমুথ এ-বিষয়ে অনেক ভালো জ্ঞান রাখেন ডাক্তারের চেয়ে। মৃত্যুর আগে ও চাইলো যেনো ওর সামনে থাকে হন, ম্যাকলোনিস কিংবা ওর যেকোনো শুভাকাংক্ষী।

মিসেস ডেমুথকে কাঁদিয়ে ছাড়লো ডাক্তার। আর সংগে সংগে ক্যাপ্টেনের ওপরও একচোট নিয়ে বললো, আসলে ক্যাপ্টেনই তার স্ত্রীকে লেলিয়ে দিয়েছে এই দরিদ্র অসহায় মেয়েটার প্রতি অমন রূঢ় আচরণ করতে। ডাক্তারের প্রকান্ড মুখটা আগুনের মতন লাল হয়ে উঠলো ক্রোধে। এবং এমনভাবে সে স্বামী-স্ত্রী দুজনের দিকে তাকাতে লাগলো যেনো তার চোখের তারাদুটি ছিটকে বেরিয়ে পড়বে। কিছুতেই থামছিলো না ডাক্তার। তার বকাবাদ্যের মধ্যেই হঠাৎ জোরে হাসতে শুরু করলো মিসেস ডেমুথ। হাসির সাথে উঠলো একটার পর একটা খিঁচুনি। এবং সেই সাথে বুক ফাটানো আর্তনাদ।

মহিলার পানে একনজর তাকিয়েই ভাঁড়ার-ঘরে গেলো ডাক্তার। সেখান থেকে পানি-ভরতি একটা বালতি টেনে এনে হাতের আঁজলায় পানির ছাঁট দিতে লাগলো মহিলার চোখে এবং মুখে। কিছুক্ষণ পর শূন্য বালতিটা মেঝের ওপর আছাড় দিয়ে রাখলো এবং আরেকবার বকাবকি শুরু করলো। শেষে মিসেস ডেমুথকে বললো ঘরে গিয়ে যেনো ভেজামুখটা সে মুছে আসে। এরপরই ঝড়ের মতন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে চেপে বসলো তার বুড়ো ঘোড়ার পিঠে।

ডাক্তার চলে যাওয়ার পর মিসেস ডেমুথকে তার শোবার ঘরে টেনে নিয়ে গেলো ক্যাপ্টেন। ন্যান্সি বসা ছিলো একই জায়গায়। একটুও নড়লো-চড়লো না ও। রাতের খাবারটাও খেলো না। কিন্তু কানপেতে শুনতে লাগলো শোবার ঘর থেকে আসা কান্নার বিরামহীন শব্দ। মিসেস ডেমুথ গোঙাতে-গোঙাতে একনাগাড়ে বলে চলছিলোঃ 'আমি খুব ভয় পেয়েছি, মার্ক। সাংঘাতিক ভয়। ঘুমাতে পারছি না আমি। বুঝি না কেমন করে ঘুমাও তুমি। স্বপ্নে রেডইন্ডিয়ানদের চেহারা দেখি আমি। তারা কেড়ে নিয়েছে আমার চোখের ঘুম।'

www.pathagar.com

কিছুক্ষণ পরই ডুবলো সূর্যটা। গোধূলির আলো ছড়ালো ছোটো ঘরটায়। বাতাসে ভেসে আসতে লাগলো ভেজামাটির ঠান্ডা সোঁদাগন্ধ। প্রায় উবে গেছে বরফ। শুধু এখানে ওখানে ছিটেফোঁটা কিছু টুকরো লেপ্টেছিলো মাটির ভাঁজে। অন্ধকারে সেগুলি ঝকমক করছিলো রূপার কণার মতন।

আস্তে আস্তে নীরব হয়ে পড়লো বাড়িটা। অনেকক্ষণ পরে রান্নাঘরে এসে ঢুকলো ক্যাপ্টেন। তার নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেলো ন্যান্সি। দরোজার ফাঁক গলিয়ে আসা আলোটা চোখে পড়লো ওর। নিজেকে কোনোরকমে টেনে তুলে দরোজা পর্যন্ত এলো ও।

কান্নায় ফুলে উঠেছিলো ওর মুখ। এমনভাবে জ্বালা করছিলো চোখদুটি যেনো রক্ত জমেছে চোখের গর্তে। দরোজা খুলতেই ক্যাপ্টেনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো টেবিলটার পাশে।

ঘাড় তুলে ওর দিকে তাকালো ক্যাপ্টেন।

'বলো, ন্যান্সি?'

'আপনাকে কিছু খেতে দেবো?'

গম্ভীরদৃষ্টিতে ওর পানে চাইলো ডেমুথ।

'না,ধন্যবাদ।'

গিন্নিমা'র কোনো কিছু লাগবে না?'

'তার কিছু লাগবে বলে তো আমার মনে হয় না। তার কাছে না-যাওয়াই তোমার ভালো। আমার বিশ্বাস, এখন ঘুমোচ্ছে সে।'

ঢোক গিললো ন্যান্সি। শুকনো গলাটা ভিজিয়ে নিলো ও।

'আমি দুঃখিত, স্যার।'

ক্যাপ্টেনের মুখে না-ছিলো সহানুভূতি, না নির্মমতা। ভয়ে চুপসে গেলো ন্যান্সি। এর চেয়ে ভালো ছিলো যদি ডাক্তারের মতন তিনি ওকে বকতেন।

'তোমার নিজের ঘরে থাকাটাই তোমার জন্যে এখন ভালো হবে, ন্যান্সি। কিছুদিনের জন্যে হয়তো তোমায় ভিন্নজায়গায় রাখার দরকার হবে আমার। তবে তোমার বাচ্চাটার জন্ম না-হওয়া পর্যন্ত তোমার সবরকম যত্ন আমি নেবো।'

'হ্যাঁ, স্যার।'

www.pathagar.com

'আধঘন্টার জন্যে দুর্গে যেতে হচ্ছে আমায়। এর মধ্যে গিন্নি বোধকরি সেরে উঠবে। এখন ঘুমোচ্ছে সে।'

ক্যাপ্টেনকে দরোজা গলিয়ে বাইরে পা বাড়াতে দেখে বড়ো বড়ো হয়ে উঠলো ন্যান্সির চোখদুটি। কেননা ও ভালো করেই জানতো, মিসেস ডেমুথ ঘুমের ভান করে আছেন। ক্যাপ্টেন চলে গেলে ন্যান্সিকে একা পাওয়া যাবে তার জন্যেই মহিলার এই পাঁয়তারা। ডেমুথ দরোজাটা বন্ধ করে দিতেই অনুচ্চস্বরে কঁকিয়ে উঠলো ন্যান্সি। তাকে ফিরিয়ে আনার জন্যে চিৎকার করে ডাকতে চেয়েছিলো ও। কিন্তু শুকনো গলাটা ওর চড়লো না। মাথাটাকে গলার কাছে নিয়ে আসবার অবিরাম চেষ্টা করেও কিছু করতে পারলো না। ঠিক সেই মুহূর্তে শোবার ঘরের দরোজাটা খুলে গেলো।

'কোনোরকম শব্দ করবার সাহস দেখাবে না বলছি।'

দরোজার সামনে এসে দাঁড়ালো মিসেস ডেমুথ। তার মাথায় আলুথালু হয়েছিলো ভেজা চুলের রাশি। কিন্তু ন্যান্সির দিকে তাকিয়ে থাকা তার চোখদুটি জ্বলছিলো ধক্‌ধক্ করে। চিৎকার দেয়ায় তার গলার স্বরটা মোটা এবং নেকো শোনাচ্ছিলো।

নিথর ন্যান্সি আতংকের চোখে তাকালো মহিলার দিকে। তারা দুজনই শুনতে পেলো কাদায় একাকার রাস্তায় ডেমুথের মিলিয়ে যাওয়া পায়ের আওয়াজ। দুজনই চুপচাপ থাকলো গোটা একটা মিনিট।

'সে বলে গেলো আমি যেনো ঘর ছেড়ে বাইরে না আসি।'

গলা চড়ালো না মিসেস ডেমুথ। কিন্তু মুহূর্তের জন্যে চোখদুটি কাঁপলো তার। যেনো ভয় করছিলো ক্যাপ্টেন হয়তো শুনতে পাবে তার গলার আওয়াজ। ন্যান্সির হৃৎপিন্ডের ধুক্‌ধুক্ শব্দ ছাড়া কিছুক্ষণের জন্যে কোনো শব্দেরই যেনো অস্তিত্ব ছিলো না জায়গাটায়। একটু পরেই চিবুক তুললো মিসেস ডেমুথ।

'আমি তোমাকে বেতন দিয়ে রাখিনি। ক্যাপ্টেনই তোমাকে চাকরি দিয়ে পরে কথাটা আমাকে বলেছে। প্রথম থেকেই তোমাকে আমি কাজে রাখতে চাইনি।'

হঠাৎ সারাশরীর কাঁপতে শুরু করলো ন্যান্সির। কাঁপুনির জন্যে জন্তুর মতন কেমন একটা চাপা শব্দ বেরুতে লাগলো ওর গলা দিয়ে। কী যেনো বলবার চেষ্টা করছিলো ও। 'থামো!' চেঁচিয়ে বললো মিসেস ডেমুথ। মুখ বন্ধ করে ঢোক গিললো ন্যান্সি। হাত দিয়ে ঠোঁট মুছলো এবং হাতটা মুছলো ওর অ্যাপ্রনের আঁচল দিয়ে।

www.pathagar.com

'তুমি একটা নোংরা মেয়ে,' ওর দিকে তাকিয়ে বললো মিসেস ডেমুথ। 'বেশ্যাই শুধু নও তুমি–বিচ্ছিরি নোংরাও।' মাথা নাড়লো সে। 'একটা পাও নড়বে না বলছি।' আমাকে ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করে গেছে ডেমুথ। তার সাথে যখন আমার বিয়ে হয়, তোমার চেয়েও তখন ছোটো ছিলাম আমি। স্কিনেকটাডিতে একটা চমৎকার বাড়িতে থাকতাম আমরা। আমাদের চাকর–বাকররা কেউ নির্বোধ ছিলো না। ওই তল্লাটে রেডইন্ডিয়ানদেরও কোনো নামগন্ধ ছিলো না। শহরটার চারদিক দেয়ালঘেরা ছিলো। বিয়ের পর তার সাথে এলাম আমি। এই ভয়ংকর ঝোপ–জংগলের মধ্যদিয়ে আসতে হলো আমায় এবং থাকতে হলো একটা কাঠের কুঁড়েঘরে। সে যা চেয়েছে তার ওপর কখনো 'না' বলিনি আমি। একসময় সে কাজে রাখলো তোমাকে। তুমি কী জানো, আমি সবসময় ঘৃণা করতাম তোমায়? জানো, তোমায় খুন করতেও চেয়েছিলাম আমি? জবাব দাও, জবাব দাও বলছি। দেবে না?'

শুধু একটুখানি নড়লো ন্যান্সি। নড়বার জন্যে ঠোঁটদুটি সামান্য ফাঁক হলো ওর।

'তুমি নোংরা। আস্ত একটা নোংরা। কিন্তু তুমি এখান থেকে যেতে পারবে না। আমিও পারবো না। কথাটা বুঝতে পেরেছো? এটাই চায় ডেমুথ। এটা তার হুকুম। এটাই বিধাতার ইচ্ছা। তুমি এখান থেকে নড়তে পারবে না। আমাকেও এখানে থাকতে হবে। কথা আদায় করে নিয়েছে সে আমার কাছ থেকে। কখনো তাকে আমি না বলতে পারিনি। কিন্তু আমি তোমায় খুন করবো, ন্যান্সি। তুমি বুঝতে পারছো, তোমায় খুন করতে যাচ্ছি? আমি জানি খুব শিগ্গিরই আমার হাতে খুন হতে যাচ্ছো তুমি। রেডইন্ডিয়ানরা আসছে আমায় খুন করতে। কিন্তু প্রথম আমি খুন করবো তোমাকে। এর জন্যে প্রভু আমায় অনেক দীর্ঘজীবী করবেন। তোমাকে এবং তোমার পেটের ওই ঘৃণ্য জীবটাকে শেষ করতে পারলে প্রভুর দয়া পাবো আমি। এখান থেকে নড়বে না। আমি জানি, নড়তে পারবে না তুমি।'

জোরে হেসে উঠলো মিসেস ডেমুথ। এর আগে কেউ কখনো অমন বিকারগ্রস্তের মতন হাসতে দ্যাখেনি তাকে। ফের গলা–চড়িয়ে হাসলো মহিলা। নিজের হাসির শব্দটা তাকে আরো সম্মোহিত করে তুললো। 'প্রভু আমাকে তাঁর হাতের যন্ত্র হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর গড়া দুনিয়া থেকে সমস্ত নোংরা আবর্জনা সরিয়ে ফ্যালেন। কাজটা নিজে করার জন্যে তিনি পৃথিবীতে আসেন, এখানে পদচারণা করেন কিংবা আমার

www.pathagar.com

মতন কাউকে তাঁর কাজটা করার যন্ত্র বানান। তিনি পৃথিবীতে হেঁটে বেড়ান। তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো?'

ন্যান্সির চোখে শূন্যতা নেমে এলো। নিজেকে সামলানোর জন্যে হঠাৎ তলপেটে হাতদুটি রাখলো ও।

হাসতে শুরু করলো মিসেস ডেমুথ।

'ওটা মরতে যাচ্ছে। আমি তোমায় বলেছি, আমি ওটাকে মেরে ফেলবো।'

আর্তনাদ করে উঠলো ন্যান্সি।

'তুমি জানতে আমি তোমায় ঘৃণা করি। কিন্তু তারপরও তুমি বিদায় হলে না। আমি জানি, তা তুমি পারবে না। ডেমুথ চায় না তুমি চলে যাও। কারণ, সে চায় আমি তোমায় হত্যা করি। এখন প্রভু স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন এবং এখানে পদচারণা শুরু করেছেন। তোমার মরণ নিজের চোখে দেখবেন তিনি। তোমার এবং তোমার ভেতরে এখন মরতে যাচ্ছে যে, দুজনের মৃত্যুই দেখবেন প্রভু।'

দুইহাঁটু একহলো ন্যান্সির। মিসেস ডেমুথের সামনেই মূর্ছা খেয়ে লুটিয়ে পড়লো মেয়েটা।

অপলক চোখে ওকে দেখছিলো মহিলা। ল্যাম্প বাতিটার শিখায় কোনো কাঁপন জাগলো না। ন্যান্সির দেহটা ছিলো নিস্পন্দ। হাসলো মিসেস ডেমুথ। উৎকর্ণ হয়ে ডানে-বাঁয়ে দেখছিলো সে। হাসিটা গভীর হলো তার। মুখটা আরো ফ্যাকাশে দেখালো। ফুলে উঠলো তার নাসারন্ধ্রের দুইপাশের মাংস। নিজের কামরাটার দোরগোড়ার ওপর আস্তে আস্তে একটা পা বাড়িয়ে আবার থামলো সে এবং আবার কান পেতে রেখে তাকালো ডানে-বাঁয়ে। ন্যান্সি যেখানে লুটিয়ে পড়েছিলো সেদিকে এগিয়ে এলো সে এবং ওর কাঁধটা তুলে ধরলো। একপাশে খানিকটা গড়ালো ন্যান্সি। ওর শরীরটা কাত হয়ে থাকলো। কাঁধটা ছেড়ে দিয়ে ওকে লম্বা করে শুইয়ে দিলো মিসেস ডেমুথ। তারপর লাথি মারলো ওর গায়ে। নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়ে একমুহূর্ত পেছন ফিরে থমকে দাঁড়ালো মহিলা। এবং চিৎ হয়ে পড়েথাকা দেহটাকে একনজর দেখলো গর্বিতদৃষ্টি তুলে। তারপর দরোজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লো বিছানায়।

www.pathagar.com

ন্যান্সির মুখের ওপাশে জানলাটার বাইরের ঘনায়মান অন্ধকারে সঞ্চারিত হতে লাগলো সন্ধ্যার কুয়াশা। একটু–একটু করে কাঁপতে থাকলো ওর চোখের পাতা। এবং আস্তে আস্তে চোখ মেললো ও। চারপাশে জমাট হয়েছিলো নৈঃশব্দ। ওর দৃষ্টিটা ঘুরতে ঘুরতে শোবার ঘরটার দরোজায় গিয়ে স্থির হলো। দেখলো ওটা বন্ধ। অশ্রুতে ভরে উঠলো ওর চোখ এবং মুখের ওপর গড়িয়ে পড়তে লাগলো অবিরলধারায়।

হঠাৎ ভয়ে শিঁটিয়ে উঠলো ন্যান্সির সারাশরীর। পেটে হাত রাখলো ও এবং শরীরের ওপর ভর দেয়ার চেষ্টা করলো। নিঃশব্দে উঠে বসবার কসরতের ফলে টান পড়লো মুখে। খুব সতর্কতার সাথে পাদুটি তুলে খুলে রাখলো জুতাজোড়া এবং আঙুল টিপে–টিপে এটাওটা খুঁজে বেড়াতে লাগলো কামরায়। আতংক গ্রাস করেছিলো ওকে। আর আতংকের এই শিহরণের মধ্যেই একজায়গায় জড়ো করলো ওর সব কাপড়চোপড়, মাথার চিরুনি, নাইট–গাউন এবং জুতাজোড়া। গায়ের শালটা বিছিয়ে সবকটি জিনিস বেঁধে নিয়ে একটা বোচকা বানালো। এরপর রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে চুপিসারে বেরিয়ে এলো অন্ধকারে। এবং পরমুহূর্তে ছুটতে শুরু করলো প্রাণপণে।

ক্যাপ্টেন ডেমুথ ফিরে এসে দেখলো বিছানায় লম্বা হয়ে পড়ে আছে তার স্ত্রী। মুখের দুপাশে তার লেপ্টেছিলো শুকিয়ে যাওয়া গাঁজলা। তাকে ঘুম থেকে জাগানো ঠিক হবে না মনে করে ডেমুথ ডাকলো ন্যান্সিকে। ওর কোনো সাড়া না পেয়ে রান্নাঘরে গেলো সে এবং বেল বাজালো। এরপর ন্যান্সির ঘরে গিয়ে বুঝলো চলে গেছে ও।

লন্ঠনবাতিটা হাতে নিয়ে আঙিনায় গেলো ডেমুথ এবং চেঁচিয়ে ডাকলো ক্লেমকে। বুড়ো ওলন্দাজটাকে সাথে নিয়ে আঁতিপাতি করে খুঁজলো আঙিনা। কাঠের বেড়ার পাশে দেখলো ন্যান্সির পায়ের তাজা দাগ। বেড়া বেয়ে মাঠে নেমে দক্ষিণ দিকে গিয়েছিলো ও। ওর পায়ের দাগ অনুসরণ করে জংগলের ধার পর্যন্ত গিয়ে থামতে হলো তাদের।

'আর খুঁজে কোনো লাভ নেই।'

বুড়ো ক্লেম মাথা নেড়ে বললো : 'ঝোপঝাড়ে একজন রেডইন্ডিয়ানই কেবল ওর খোঁজ পেতে পারে।'

'তুমি মোটেও কিছু শুনতে পাওনি?'

'বিভোরে ঘুমিয়েছিলাম আমি। খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, তাই।'

www.pathagar.com

'স্ত্রীর কাছে একবার যাওয়া দরকার আমার।'

'তার শরীর কি খারাপ?'

'আমার মনে হয় ফিটের ব্যামো আছে ওর। ছোটো বেলায় নাকি প্রায়ই মূর্ছা যেতো। কথাটা শুনেছি আমি ওর মায়ের কাছে। তুমি একবার ডাক্তার পেট্রিকে ডেকে আনবে, ক্লেম?'

ক্লেম চমৎকার ওলন্দাজ উচ্চারণে বললো : 'টিক্লে, টিক্লে।' অর্থাৎ নিশ্চয়, নিশ্চয়।

'জলদি করো, ক্লেম। মনে হচ্ছে, বুঝি পাগল হয়ে যাবো আমি। আলবানি থেকে এইমাত্র একটা জরুরি বার্তা পেয়েছি আমরা। ওয়ান্টার বাটলার পালিয়েছে।'

'প্রভু আমাদের সহায় হোন,' গম্ভীরকণ্ঠে বললো ক্লেম। কিন্তু একইসংগে নদী পার হওয়ার কথা ভাবছিলো সে। কারণ, নদীতে এখন অনেক পানি।

৭
রেডইন্ডিয়ান লোকটি

ঘন্টাকয়েক পরে জংগলের সীমানা পেরিয়ে পাহাড়ের ধারের একটা খোলা তৃণভূমিতে এসে পৌছলো ন্যান্সি। পেছন ফিরে দেখলো, নিচের উপত্যকাটা ঢেকে আছে কুয়াশায়। অনেকখানি পথ পাড়ি দিয়ে আসতে হয়েছে ওকে।

কুয়াশায় ভিজে জবজবে হয়ে গিয়েছিলো ওর শালে–বাঁধা পুটুলিটা। ছিঁড়ে গিয়ে কাঁধের ওপর থেকে ঝুলছিলো খাটো গাউনের একটা অংশ। ভেজা পেটিকোটটা লেপ্টে গিয়েছিলো পায়ের সংগে। ঝড়ের কাকের মতন দেখাচ্ছিলো ওকে। ঘামে এবং গাছের ডালপালা থেকে ঝরেপড়া শিশিরে একাকার হয়ে গিয়েছিলো ওর সমস্ত শরীর। মুখের ওপর এসে লোটাচ্ছিলো মাথার চুল। গালের একপাশের একটা কাটাজায়গা থেকে বয়ে চলছিলো রক্তের ক্ষীণধারা।

অনেক কষ্টে দম নিয়ে উপত্যকার দিকে ফিরে দাঁড়ালো ন্যান্সি এবং চোখদুটি তুলে ধরলো দূরাকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের পানে। টিমটিম করে জ্বলা সেই তারার মালার আলোয় দেখতে পেলো ও পাহাড়ের কালো কাঁধ। দিকটা ঠিক করে নিয়েই আবার চলতে শুরু

www.pathagar.com

করলো। কিন্তু সারা শরীর অবসন্ন হয়ে আসায় কোনোরকমে হাঁটুজোড়ার ওপর ভর রেখে হাঁটতে হচ্ছিলো ওকে।

হঠাৎ পেছনের কুয়াশা–ঢাকা একটা বাড়ি থেকে তেড়ে এলো একটা কুকুর। সামনে–পেছনে ছোটাছুটি করে শানানো গলায় ঘেউঘেউ করছিলো জন্তুটা। একসময় গভীর হলো ওটার গলার আওয়াজ। ন্যান্সি আঁচ করলো নিশ্চয় কুকুরটা ওর শরীরের গন্ধ ধরতে পেরেছে।

ঠিক ওই মুহূর্তেই কুয়াশা ভেদ করে কাপাঁ–কাপাঁ ধ্বনিতে বেজে উঠলো একটা হুইসেল। সংগে সংগে শোনা গেলো একটা লোকের চড়াগলার চিৎকারঃ 'প্রিন্স! ফিরে আয়। ফিরে আয়, প্রিন্স!' কুকুরটি থামলো। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই আবার চেঁচাতে শুরু করলো। রাত তখন নিশুতি। একটা কাঁপা–কাঁপা দীর্ঘশ্বাস বেরুলো ন্যান্সির বুকের ভেতর থেকে। ক্লান্তিতে একদম বিধ্বস্ত হয়ে পড়লেও ভাগ্যের সংগে যুদ্ধ করে ও চলতে লাগলো পাহাড়ের সব টিলাটংগর পার হয়ে।

আধঘন্টা পর পাহাড়ের চূড়ায় এলোমেলোভাবে গজানো একটা মেপলকুঞ্জের মাঝখানে এসে থামলো ন্যান্সি। স্বস্তির শ্বাস ফেললো। কেউ আর অনুসরণ করতে পারবে না জেনেও কিন্তু ও সাহস পেলো না বেশিক্ষণ একজায়গায় বসে থাকতে। মিসেস ডেমুথ যা বলেছিলো সেটা নির্ঘাৎ ঘটবে বলে ওর ধারণা হলো। যে–ব্যথাটা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলো ওটা অনেকটা প্রশমিত হলেও আবার যেকোনো সময় চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারে। এখুনি তার আগাম তোলপাড় শুরু হলো ওর সমস্ত শরীর জুড়ে।

প্রায় সারারাত একটানা পা চালিয়েছে ন্যান্সি। পাহাড়ের ঢালটার বেশির ভাগই এঁকেবেঁকে নেমে গিয়েছিলো নিচের দিকে। কিন্তু মাঝেমধ্যেই ছিলো বেশকিছু চড়াই। ভোর হওয়ার অল্প কিছুক্ষণ আগে পথের দিশা হারিয়ে ফেললো ও। চোখে পড়লো না আর আকাশের একটা তারাও। কেমন একঘেঁয়ে ধূসর দেখা যাচ্ছিলো আকাশটাকে। আলোছায়ার কোনো আভাসই ছিলো না সেখানে। যে–গিরিখাতটার মধ্যদিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ও চলছিলো সেটাও ছিলো আকাশের মতনই ধূসর। ওর মুখে এবং বুকে লাগছিলো গাছের ডালপাতার ঠান্ডা ছোঁয়া।

পথ দেখতে না পাওয়ায় হঠাৎ একটা ছোটো পাহাড়ি ঝোরায় হোঁচট খেয়ে পড়লো ও। পানিতে ডুবলো ওর দুইহাঁটু। পিপাসায় তখন কাতর হয়ে পড়েছিলো ন্যান্সি। হাতের

www.pathagar.com

হাতের চেটোতে কিছুপানি তুলে নিয়ে ঠোঁটে ছোঁয়াতেই ঠোঁটদুটি ফুলে-ফেঁপে উঠলো। ফলে আর পানি খাওয়াই হলো না।

মিনিটখানেক পরে নেতিয়ে পড়া শরীরটাকে পানি থেকে টেনে তুলবার চেষ্টা করলো। কিন্তু কিছুতেই পাদুটিকে ওঠাতে পারলো না ঝোরার পাড়ে। শেষে হাত-পা ছড়িয়ে পানি ভেঙ্গে ওঠার শেষ চেষ্টা করতে গিয়ে মুখথুবড়ে পড়লো মরা-ঘাসের ভেজা চাপড়ার ওপর। ওখানেই লম্বা হয়ে পড়ে থাকলো ও।

ঠিক এ-সময় নতুন করে শুরু হলো ব্যথাটা। কান্নাভেজা ফোলা-ফোলা ফ্যাকাশে মুখটা তুলে কঁকিয়ে উঠলো ন্যান্সি। ওর গলার অনুচ্চ স্বরটা ছিলো হতাশায় একেবারে মিইয়েপড়া। একটু দূরেই ছিলো রেডইন্ডিয়ানটি। সে ভাবলো, বুঝি কোনো ফাঁদে আটকা পড়ে কঁকাচ্ছে একটা খরগোশ।

পাহাড়ের ওপাশের সমতল ভূমিটার দিকে চুপিসারে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিলো রেডইন্ডিয়ান লোকটি। তার আভাস পেয়েই আসলে কিছুক্ষণ আগে চিৎকার জুড়েছিলো কুকুরটা। অনায়াসে একটা মাথার চামড়া হাতানো যায় কিনা প্রথমত এ-উদ্দেশ্য নিয়েই লোকটা ওঁত পেতেছিলো বাড়ির গোলাঘরটার কোনায়। মাথার চামড়া বেচে একটা নতুন বন্দুক কেনার টাকা জোগাড় করবার চেষ্টায় ছিলো সে। বাপের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রেপাওয়া ফরাসি ট্রেড্ মার্কাওয়ালা তার পুরনো মাস্কেট বন্দুকটা আজকাল আর তেমন কাজে আসছিলো না। শিকারের জন্যে বাধ্য হয়ে তাকে সংগে রাখতে হচ্ছিলো তীরধনুক। ওই মাসে সে সংগ্রহ করেছিলো মাথার খুলির দুটি চামড়া। একটা সংগ্রহ করেছিলো ইফ্রাতা থেকে এবং অন্যটা এডমেস্টন আর ক্ষুদে হ্রদগুলির মাঝামাঝি একজায়গা থেকে। দ্বিতীয় মাথার খুলির চামড়া ছিলো একজন নিঃসঙ্গ শিকারীর। ইফরাতা'র চামড়াটা খুব একটা উঁচুমানের ছিলো না। এবং নায়াগ্রায় ওটা আট ডলারে বেচা যাবে কিনা সে-ব্যাপারে সন্দেহ ছিলো তার মনে। সুতরাং নিশ্চিত হওয়ার জন্যে আরেকটির ফিকিরে ছিলো সে।

কুকুরটা ঠিকমতো তাকে আঁচ করতে পারায় বাধ্য হলো সে সুযোগ হাতছাড়া করতে। পাহাড় পর্যন্ত তার পিছুতাড়া করেছিলো কুকুর। ঠিক তখুনি নাম ধরে ওটাকে ডাকলো লোকটা। রেডইন্ডিয়ানটি গা-ঢাকা দিয়েছিলো পাহাড়ে। ওখান থেকেই সে শুনতে পেলো কে যেনো পায়ের থপ্ থপ্ শব্দ তুলে হেঁটে যাচ্ছে তার মাথার ওপরকার ভেজাপথ মাড়িয়ে। তৃণভূমিটায় পা রাখতেই সাদামাঠা পায়ের চিহ্ন এবং একটা

www.pathagar.com

জুনিপার ফুল গাছের পাশে একখন্ড জড়ানো ছেঁড়ান্যাকড়া দেখতে পেলো রেডইন্ডিয়ানটি। ব্যাপারটা বুঝতে পারলো না সে। গাঢ় অন্ধকারের জন্যে পায়ের দাগগুলি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিলো না। স্রেফ ভাগ্যের ওপর নির্ভর করেই সে হাঁটাপথটা অনুসরণ করে চললো। এবং একসময় পথে আকাশের একটু হাল্কা আলো এসে পড়তেই সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলো পায়ের দাগটা একটি মেয়েমানুষের। বেল্টের নিচের থলেটায় হাত রাখলো সে। ওখানে রাখা ছিলো তার 'ওকি' অর্থাৎ লালচুলো শিকারীটির মাথার চামড়া। সে বুঝলো, অবশেষে তার ভাগ্য প্রসন্ন হয়েছে এবং আরেকটি মাথার চামড়া আয়ত্তে আসতে যাচ্ছে তার। পুরুষের হোক কিংবা স্ত্রীলোকেরই হোক যে-কোনো মাথার চামড়ার জন্যেই পাওয়া যাবে আট-ডলার। এই মাথার চামড়াটা খুলে নিতে তেমন ঝামেলাও পোহাতে হবে না তাকে। কারণ, স্ত্রীলোকটি এখানে একেবারে একা।

পায়ের চিহ্নটা একটানা অনুসরণ করে সে এসে পৌছলো পাহাড়ের খাড়াপথটার ধারে এবং দেখতে পেলো ন্যান্সিকে। ছোটো ঝোরাখালটার পাড়ের ওপর সামনের দিকে মুখ নিচু করে পড়েছিলো ও।

ওকে দেখামাত্রই ছুটে গেলো রেডইন্ডিয়ান এবং একলাফে ঝোরা পার হয়ে ন্যান্সির পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। সংগে সংগেই আঙ্গুল দিয়ে পরখ করে দেখলো হাতকুড়ালটা। তার মাথায় খেলতে লাগলো নানারকম বুদ্ধি। প্রথমে ভাবছিলো বন্দুক বাগিয়ে ওকে গুলি করবে কিনা। পরমুহূর্তেই চিন্তা করলো শুধু শুধু বারুদ খরচ করবার কোনো মানে হয় না। এর চেয়ে বরং ভালো মাথায় আঘাত করে চামড়াটা কেটে নেয়া। ঠিক এসময় ন্যান্সি তার দিকে তাকালো এবং আর্তনাদ করতে শুরু করলো। রেডইন্ডিয়ানটি ভালো করে দেখে বুঝলো মেয়েটি মোটেও দেখছে না তাকে। এবং আরো বুঝলো অচেতন হয়ে পড়ে আছে ও। ন্যান্সির একটা বাহু সাপ্টে ধরে পানি থেকে ওকে টেনে তুললো সে এবং চোখ বড়ো বড়ো করে তাকালো। এবং স্পষ্ট আঁচ করলো সন্তান প্রসব করতে যাচ্ছে মেয়েটা।

হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো রেডইন্ডিয়ান। সে কল্পনাও করতে পারেনি ওর মতন একটি মেয়েকে এই নির্জন অরণ্যে একা দেখতে পাবে অমন বিপন্ন অবস্থায়। ব্যাপারটা তাকে অস্বস্তির মধ্যে ফেললো। মেয়েটাকে হত্যা করবার আগে সবকিছু একবার খতিয়ে দেখবার কথা চিন্তা করলো সে এবং প্রায় সংগে সংগেই ন্যান্সির নিস্পন্দ দেহটাকে

www.pathagar.com

মাটির ওপর দিয়ে টেনে-হেঁচড়ে হেমলক তরুর একটা ঝাড়ের কাছে এনে রাখলো। আগুন ধরালো গাছের শুকনা ডালপাতা দিয়ে। একটা ঢালু জায়গায় ন্যান্সির পা-দুটি নিচমুখো করে সে বসলো ওর দিকে পেছন ফিরে।

রেডইন্ডিয়ানটি যখন আগুনের কুন্ডটার সামনে এসে বসলো ভোরের আলো তখন ফুটফুটে হয়ে উঠতে শুরু করেছে। গাছের শাখায় নড়াচড়া করতে আরম্ভ করলো পাখিরা। সারা অরণ্য মুখর হয়ে উঠলো তাদের কলরবে। গাছের একটা ভাসমান গুঁড়ির ওপর দিয়ে বয়ে-চলা পানির সংগীতময় কলধ্বনি শুনতে পেলো লোকটা। পাখির ঝাঁকের দিকে চোখ রেখে আস্তে আস্তে সে তার থলে থেকে বের করলো চর্বির পুর-দেয়া একটুকরা শুকনা মাংস এবং আপনমনে ওটা চিবাতে লাগলো। নিজের স্ত্রীর স্মৃতি ছায়াপাত করলো লোকটার মনে। ওই শীতেই মারা গিয়েছিলো মেয়েমানুষটি। কোনো ছেলেমেয়ে হয়নি তাদের। তার থলের ভেতরে গুঁজে রাখা মাথার ছেঁড়া চামড়াটি বেচে হয়তো আটডলার পাওয়া যেতে পারে। কথাটা ভাবলেও নিশ্চিত হতে পারছিলো না সে।

তার পেছনে অবলীলায় যে-ঘটনাটি ঘটছিলো সেব্যাপারে কেমন যেনো উদাসীন মনে হচ্ছিলো তাকে। হঠাৎ উড়ে যাওয়া একটি কাঠঠোকরার ডানার ঝলকানি আকৃষ্ট করলো তার কালো চোখের দৃষ্টিটাকে। কালোসাদায় মেশানো পাখিটার ডানা, আগুনের ফুলকির মতন লাল মাথা। একটা গাছের ডালে শুরু হলো তুমুল কিচির-মিচির এবং ডানা-ঝাপ্টানো। একমুহূর্ত পরেই পুরুষ কাঠঠোকরাটি প্রচন্ড বেগে মাদীটির পিছুধাওয়া করতে লাগলো। নাক দিয়ে শব্দ করে শ্বাস টানলো রেডইন্ডিয়ান। একটু আড়মোড়া ভাংলো। এবং পরক্ষণেই মাংসের টুকরাটা চিবাতে চিবাতে এগিয়ে গেলো সামনে।

ন্যান্সির সুঠাম দেহটার পানে তাকালো সে। ভাবলো, নিশ্চয় শরীরে প্রচুর শক্তি আছে ওর। নইলে এতোটা পথ কিছুতেই হেঁটে আসতে পারতো না। ওর মাথার মিহি লম্বা চুলের রাশি এবং নীল চোখদুটি মুগ্ধ করলো তাকে। রেডইন্ডিয়ান জনপদে সে ছিলো এক ব্যতিক্রমী ধরনের লোক। অন্যসবার থেকে আলাদা হয়ে বাস করতে চাইতো সে। ডিওডিসোটি শহরের উপকন্ঠে একটা ছোট কাঠের বাড়ি ছিলো তার। যুদ্ধে তেমন কৃতিত্ব কখনোই দেখাতে পারেনি সে। দুটি মাথার খুলির চামড়া এবং এই বন্দী স্ত্রীলোকটি হয়তো কিছুটা খ্যাতিমান করবে তাকে। আর তাছাড়া এই স্ত্রী লোকটিকে বিয়ে করতে চাইলে কোনো যৌতুক দেয়ারও প্রয়োজন হবে না তার।

www.pathagar.com

স্ত্রীলোকটির প্রসব কাজটা সাঙ্গ হওয়ার অপেক্ষায় বসে থেকে আপন মনে প্রত্যাশার নতুন একটা জাল বুনে চলছিলো সে।

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এলে চোখ খুললো ন্যান্সি। এবং সামনের দিকে দৃষ্টি মেলে ধরতেই দেখলো রোদের ঝলকানো আলোতে অগ্নিকুন্ডটার পাশে বসে আছে রেডইণ্ডিয়ানটি। তার কাঁধে জড়ানো ছিলো কম্বল। মাস্কেট বন্দুকটা ঠেস দিয়ে রাখা ছিলো হেমলকের একটা মরাডালের গোড়ার সাথে। পাশেই ঝোলানো ছিলো তার তীর ধনুক।

মাথার চারধারে চুল কামানো ছিলো রেডইণ্ডিয়ানটির। মাঝখানে বাঁধা খোঁপাটাকে উদ্ভট একটা হাতলের মতন দেখাচ্ছিলো। দুমড়ানো একটা পালক গোঁজা ছিলো খোঁপায়। ন্যান্সির কাছে কেমন যেনো সঙ্‌-সঙ্‌ লাগছিলো লোকটাকে। দুঃখবোধ হলো ওর মানুষটার জন্যে। চেহারাটা ছিলো লোকটার গাঢ় তামাটে এবং কদাকার। সাদা এবং সিঁদুরে রংয়ের ডোরাকাটা দাগে ভরতি ছিলো মুখ। কথা বলবার জন্যে সে যখন মুখ তুলে চাইলো, না হেসে পারলো না ন্যান্সি। ছোটো পাহাড়ি ঝোরাখালটার পাড়ে এই মুখটা দেখে বেশ কিছুক্ষণ আগে ভয়ে কেমন শিউরে উঠেছিলো, সেই স্মৃতিটা জ্বলজ্বল করে উঠলো ওর সামনে। মনে হয়েছিলো যেনো একটা ভয়ংকর বীভৎস প্রেত গ্রাস করতে এসেছে ওকে। কিন্তু এখন বুঝলো, প্রাণের স্পন্দনটা ঠিক আগের মতনই আছে।

ওর জাগর অনুভূতিতে রেখাপাত করলো ঝরনার কলনাদ, পাখির কূজন এবং রেডইণ্ডিয়ানের জ্বালানো আগুনের ধোয়াটে গন্ধ। শরীরটা ওর ব্যথায়, অবসাদে এবং ক্লান্তিতে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিলো। তবু অবশিষ্ট ছিলো প্রাণের শিখা। রেডইণ্ডিয়ানটির ভাবলেশহীন চোখদুটির পানে তাকালো ও ঠোঁটে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়ে। পরমুহূর্তেই উঠে বসলো অতিকষ্টে।

রেডইণ্ডিয়ানটিও সংগেসংগে উঠে দাঁড়ালো। গিরিপথটা ধরে কিছুদূর হেঁটে একটা উঁচু জায়গায় গিয়ে উঠলো সে। প্রকাণ্ড একটা হেমলক গাছ ছিলো সেখানে। হাত-কুড়াল এবং মাথার খুলির চামড়া কাটার ছুরি দিয়ে ছাড়িয়ে নিতে শুরু করলো সে গাছটার বাকল। ন্যান্সি চোখ তুলে একপলক দেখলো বাকল আর ডালপাতা দিয়ে একটা ছোটো কুঁড়েঘর খাড়া করেছে লোকটা। একটু পরেই নিচুমুখো হয়ে নিজের দিকে তাকালো এবং দেখলো ওর সদ্যপ্রসূত একরত্তি শিশু ছেলেটিকে। হঠাৎ পুরোনো ভয়টা ছেঁকে ধরলো ওকে। ওর নড়াচড়ায় বাচ্চাটা আতংকিত হয়ে গড়িয়ে পড়লো ওর

দুইহাঁটুর ওপর। পরমুহূর্তেই ক্ষুদে ঠোঁটদুটি ফাঁক করে চিৎকার দিয়ে উঠলো নবজাতক।

শিশুটিকে জীবিত দেখে হাসলো ন্যান্সি। ওটাকে কোলে তুলে নিয়ে রোদে শুইয়ে দিলো ও। একটু পরেই টলতে টলতে গেলো ঝোরার দিকে এবং পানিতে নেমে সাধ্যমতো ধুয়ে সাফসুতরো করলো শরীরটা। ঝোরার কিনারে পুটুলিটা দেখতে পেয়ে ওটা কুড়িয়ে নিয়ে এলো এবং বাঁধন খুলে বের করলো ওর ফ্লানেলের পুরোনো নাইট গাউনটা। ছিঁড়ে কয়েক টুকরা করলো গাউনটাকে। একটা খন্ড দিয়ে ভালোমতন মুছে পরিষ্কার করলো বাচ্চাকে। এরপর সবথেকে শুকনা টুকরাটা বেছে নিয়ে ঢাকলো বাচ্চার শরীর।

কাজটা সারবার পরই রেডইণ্ডিয়ানটি ফিরে এলো ওর কাছে এবং কীএকটা কথা বললো যা ন্যান্সি মোটেও বুঝতে পারলো না। লোকটা ছিলো বেঁটেখাটো, ন্যান্সির কাঁধ সমানও উঁচু ছিলো না। ন্যান্সির পানে চেয়ে চালাঘরটার দিকে ইশারা করলো রেডইন্ডিয়ান।

'ও, হ্যাঁ। অনেক ধন্যবাদ তোমায়।'

পান্ডুরমুখে হাসলো ন্যান্সি এবং শরীরটাকে কোনোরকমে তুলে নিয়ে অনুসরণ করলো তাকে। ওর কোলে ছিলো বাচ্চা এবং একহাতে ধরা ছিলো ওর কাপড়চোপড়। বাচ্চাটাকে নিতে ওকে সাহায্য করলো না লোকটা। তবে তার গায়ের কম্বলটা বিছিয়ে দিয়েছিলো যাতে ন্যান্সি বসতে পারে।

একটু পরেই নিজের বুকে চাটি মারলো রেডইণ্ডিয়ান।

'গাহোটা,' বললো সে। 'গাহোটা।'

পরক্ষণেই তর্জনি দিয়ে ন্যান্সির বুকে ঠোনা মারলো সে এবং বড়ো বড়ো চোখে ওর পানে তাকালো। মুখচেপে হাসলো ন্যান্সি। ফের ঠোনা মারলো সে। তার ইংগিতটা এবার বুঝতে পারলো ও।

'ও, হ্যাঁ। আমার নাম ন্যান্সি।'

লোকটা বার কয়েক উচ্চারণ করলো 'ন্যান্সি' নামটা। শেষে বললো ঃ 'গাহোটা।'

ন্যান্সি বললো ঃ 'গাহোটা।'

হাসির রেখা ফুটলো রেডইন্ডিয়ানের মুখে। তার গালের কিছু রং ফেঁসে গিয়েছিলো। কম্বলটার ওপর ন্যান্সিকে বসতে দেখলো সে। এরপর আগুনে কিছু কাঠ ঠেসে দিয়ে

www.pathagar.com

হাতে তুলে নিলো তার তীরধনুক এবং মাস্কেট বন্দুকটা। পরমুহূর্তেই জংগলের ভেতর অদৃশ্য হতে দেখা গেলো তাকে।

বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলো ন্যান্সি। শেষে ওকে বুকের পাশে রেখে ঘুমিয়ে পড়লো বিভোরে।

রান্নার গন্ধ পেয়ে ন্যান্সি যখন আবার ঘুম থেকে জাগলো তখন প্রায় সন্ধ্যা হতে শুরু করেছে। আগুনের সামনে আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছিলো লোকটা। গাছের বাকল দিয়ে একটা পাত্র তৈরি করে নিয়ে সেদ্ধ করছিলো সে পাখির মাংস। এবং একটু পরপরই বার্চ গাছের কাঠ দিয়ে বানানো ছোটো একটি হাতা নেড়েচেড়ে ছাড়িয়ে নিচ্ছিলো পাখির ডানায় লেগে থাকা পালকগুলি। ন্যান্সিকে ঘুম থেকে জাগতে দেখে সে সরে এলো আগুনের কাছ থেকে এবং হাতাটা তুলে দিলো ওর হাতে। এবং ইংগিতে ওকে বুঝিয়ে দিলো, রান্নার বাকি কাজটা মেয়েমানুষ হিসেবে এখন ন্যান্সিকেই সারতে হবে।

একটা ঝাঁঝালো গন্ধ আসছিলো দুটি তিতিরের সেদ্ধঝোলের। কারণ, ওতে ছিলো পাখির পালক, নাড়ীভুঁড়ি এবং অন্য সবকিছু। সাংঘাতিক ক্ষুধার্ত থাকায় গন্ধটা ন্যান্সির তেমন খারাপ লাগছিলো না। বরং, প্রফুল্ল মনেই রান্নার কাজটা করে যাচ্ছিলো ও। পাখি দুটি পুরোপুরি সেদ্ধ হলে পরে পাথরখণ্ড দিয়ে বানানো উনুনের ওপর থেকে পাত্রটা তুলে নিয়ে রাখলো ওর এবং গাহোটার মাঝখানে। হাতাটা ঝোলের মধ্যে ডোবাতে গেলে গাহোটা ওটা তুলে নিলো ওর হাত থেকে।

ধীরেসুস্থে বসে খেতে লাগলো গাহোটা। ঝোলটা অর্ধেক শেষ হতেই পাত্রটা সে ঠেলে দিলো ন্যান্সির দিকে। এবং হাতাটাও বাড়িয়ে দিলো ওকে। ন্যান্সি খেতে শুরু করলে কান্না জুড়লো বাচ্চাটা। কিন্তু সেদিকে কান না দিয়ে খাওয়া শেষ করলো ও। ন্যান্সি বার দুয়েক লক্ষ্য করলো বাচ্চাটার দিকে গাহোটাকে চোখ বড়ো বড়ো করে তাকাতে। তৃতীয়বারের সময় সে শিশুর দিকে হাত বাড়িয়ে ওকে তুলে দিলো ন্যান্সির কোলে।

সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরেই ন্যান্সি অনুভব করলো ওর স্তনদুটি ভরে উঠেছে দুধে। বাচ্চাটাকে অনভ্যস্ত হাতে বুকে তুলে নিয়ে স্তনের বোঁটা চুষতে দিলো ও। সকৌতূহলে ওর দিকে তাকালো গাহোটা। তাকে এখন বেশতৃপ্ত এবং কিছুটা অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিলো। শার্ট খুলে আস্তে আস্তে পেটটা মালিশ করতে শুরু করলো সে।

www.pathagar.com

এই দয়ালু লোকটার প্রতি কেমন যেনো একটা গভীর অন্তরংগতা অনুভব করলো ন্যান্সি।

'আমার ভাইটাকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে তুমি?' শুধালো ও।

মাথা তুললো না গাহোটা এবং কোনো জবাবও দিলো না।

'আমার ভাই হনের কথা বলছি? হন ইয়স্ট স্কুইলার।'

এবারও কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না মানুষটার কাছ থেকে।

'ওকে আমার খুঁজে পেতেই হবে,' বললো ন্যান্সি। আতংকের ক্ষীণ একটা রেশ ছিলো ওর স্বরে। কিন্তু রেডইণ্ডিয়ানটা আগের মতনই চুপচাপ থাকলো। কথাটা আর তুললো না ন্যান্সি। কারণ, ও আঁচ করলো লক্ষ্মীছাড়া জংলিটা ইংরেজি ভাষা বুঝতে অক্ষম। তাছাড়া, শিশুটি ওর স্তন চুষতে থাকায় উষ্ণতার আমেজের সংগে মাতৃত্বের গভীর একটা প্রশান্তিও বোধ করছিলো ন্যান্সি। একটু ভেবেচিন্তে শেষে সহানুভূতির সুরে বললোঃ 'জানো, নায়াগ্রায় থাকে আমার ভাই।'

রেডইণ্ডিয়ান ভাষায় গাহোটা শব্দটির মানে হলো 'পানিতে ভাসমান কাঠ।' এতোক্ষণ ভদ্রভাবে গাহোটা উপেক্ষা করছিলো ওর সাথে ন্যান্সির কথা বলবার এবং ওকে সংবোধন করবার অমার্জিত ভাবভংগি। কিন্তু এখন সে নাক দিয়ে ঘোঁতঘোঁত শব্দ করলো।

'ডিওডিসোটি,' বিরসকণ্ঠে বললো গাহোটা।

ন্যান্সির পানে তাকালো না সে। কিন্তু মাথা নাড়লো ন্যান্সি। অনেক মাস পরে এই প্রথম স্বস্তিতে ভরে উঠলো ওর প্রাণ। নিজেকে পরিপূর্ণ সুখী মনে করলো ও।

'ডিওডিসোটি,' কথাটার পুনরাবৃত্তি করলো ন্যান্সি নরোমগলায় আর এক অপার আনুগত্য মিশিয়ে।

ভোর হওয়ার সাথে সাথেই যাত্রা করলো তারা দুজন।

www.pathagar.com

৮

ধোঁয়া

মে মাসের দিনগুলি পার হচ্ছিলো দ্রুততালে। এদিকে জার্মান তল্লাটের বসতকাররাও সতর্ক হয়ে উঠতে শুরু করছিলো সন্ত্রাসীদের দিন দিন বাড়তে থাকা তৎপরতার ব্যাপারে। সীমান্তের এখানে ওখানে এসে অবস্থান নিচ্ছিলো হামলাবাজ দলগুলি। সীমান্ত রক্ষীদের সহায়তা করবার জন্যে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের চেষ্টা করছিলো ক্যাপ্টেন ডেমুথ। কিন্তু কেবলমাত্র দশজন লোক যোগাড় করা সম্ভব হলো তার পক্ষে যারা রাজি ছিলো জংগলে নিয়মিত পাহারার কাজে লেগে থাকতে। শুরুতে অবশ্য জনত্রিশেক লোক পাওয়া গিয়েছিলো। কিন্তু প্রতিদিন সূর্যের তেজ বাড়তে থাকায় এবং জমি ঠনঠনে হয়ে ওঠায় এদের অনেকেই ফিরে গেলো ক্ষেতখামারের কাজে।

যারা শেষপর্যন্ত জংগল আঁকড়ে ছিলো তাদের একজন হলো গিল। সে অবশ্য জানতো তাকে কাছে না পেলে আরেকজন লোক খুঁজবেন মিসেস ম্যাকলেনার এবং বিপাকে পেয়ে দরকষাকষি করবেন লানার সাথে। তবে জংগলে এলেও আসলে খামারেই মন পড়ে রয়েছিলো গিলের। ভুট্টার চাষটা নিজের হাতেই করতে চেয়েছিলো সে। জো এবং অ্যাডামের সাথে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব নিয়ে বেরুবার দুদিন বাদেই গমের চারাগুলি কতোখানি বেড়েছে দেখবার জন্যে খচখচ করতে শুরু করলো তার মন।

'কৃষিকাজ ছাড়া গিলকে দিয়ে আর কিছুই হবে না,' বিরক্ত হয়ে বলতো জো। এডমেস্টনের মাইল কয়েক উত্তরে একটা ছোটো আস্তানা বানিয়ে নিয়েছিলো তারা। জায়গাটায় তখনো বাস করছিলো গুটিকয়েক টোরি পরিবার। পাহাড়ের ধার থেকে নিচের দিকে তাকালেই গিলের চোখে পড়তো তাদের আবাদ করা জমি। সে চেয়ে চেয়ে দেখতো কেমন করে ছোটো ছোটো ক্ষেতগুলি লাঙলে চষে পরিপাটি করা হচ্ছে। দেখতো পাহাড়ের ভেতরের জমিতে ভুট্টা, লাউ এবং শিমের চারা লাগাচ্ছে স্ত্রীলোকেরা। সন্ধ্যায় এবং ভোরবেলায় গোরুঘোড়ার পাল নিয়ে আসাযাওয়া করতে দেখতে পেতো ছেলেমেয়েদের। তবে ছেলেদের ব্যাপারে বেশি সতর্ক থাকতে হতো এই সীমান্ত রক্ষীদের। কারণ, ওদের তাড়া খেয়ে মাঝেমধ্যে গোরুঘোড়াগুলি চলে আসতো রক্ষীদের কুঁড়েঘরটার কাছে। তবে এরকম ঘটনা দু-একবারই ঘটতে দেখা গেছে।

www.pathagar.com

জানোয়ারগুলিকে খেদিয়ে দেয়ার আগে গিল কিন্তু সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়তো না। তাদের বাঁট থেকে তাজা দুধ দুইয়ে নিয়ে কেতলি ভরতি করে রাখতো সে।

জো এবং হেলমার আলাদা আলাদা হয়ে সপ্তাহে একদিন দক্ষিণ দিকে টহলে যেতো শত্রুর গতিবিধির ওপর নজর রাখতে। কিন্তু একাজটা তারা গিলকে করতে দিতো না। তাদের কথা, বনজংগলের কোনো ধারণাই নেই গিলের। নির্বোধের মতন একা বেরুলে নির্ঘাৎ মারা পড়বে গিল। একটি রেডইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোকও আধামাইল দূর থেকে শুনতে পাবে তার পায়ের শব্দ। গিলকে তারা বাধ্য করলো আস্তানায় থাকতে। কারণ, শত্রুর গতিবিধির কোনো সংবাদ পেলে গিলকে পেছনে পনেরো মাইল ছুটে গিয়ে পরবর্তী ঘাঁটিতে হাজির হতে হবে। খবরটা পাচার করবার জন্যে সেখানে সর্বক্ষণ মোতায়েন থাকতো একটি লোক। এরকম ঝুঁকির কাজ গিলকে দিয়ে হবে না এটা তারা ধরে নিয়েছিলো।

কিন্তু জো এবং অ্যাডাম অমনটা মনে করলেও জংগলে চলাফেরায় খুবএকটা আনাড়ি ছিলো না গিল। আস্তে আস্তে সে বেশ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলো চুপিসারে হাঁটাচলা করতে। গিল একজন ভালো দৌড়বাজ হয়ে উঠেছে শেষপর্যন্ত এটা স্বীকার করলো দুজনই। তবে হেলমারের সমকক্ষ হতে না পারলেও মাঝারি গোছের দৌড়িয়ের চেয়ে ভালো এ সত্যটাও মানতে বাধ্য হলো তারা। কিন্তু একটা বিষয়ে সে আনাড়ি থেকে গেলো। জংগলে গুপ্তচরের কাজ করতে হলে পাখির বুলি শিখতে হয়। গিল কিছুতেই রপ্ত করতে পারলো না কাক, জে পাখি কিংবা মাছরাঙার ডাক। জো এবং অ্যাডাম দুজনই বলাবলি করলো, এ অনুকরণের কাজটা কোনোদিনই হবে না গিলকে দিয়ে। কখনো কখনো এমন সময় আসতো যখন অলসতায় গা ঢেলে দিতো গিল। যখন দিনের পর দিন পাহাড়ের চূড়ায় পড়ে থেকে তারা তাকিয়ে থাকতো দক্ষিণের গাছপালার মাথার দিকে। পুবের পানেও রাখতে হতো বিশেষ নজর। ওই সময়টায় বাড়তো সূর্যের তেজ এবং আকাশটাকে কেমন কাঠফাটা মনে হতো।

একবার বুড়ো নীলপিঠ ঘুরতে ঘুরতে এলো তাদের ক্যাম্পে। বসন্তের অবকাশে স্ত্রীকে সাথে নিয়ে উনাডিলা ভ্রমণে বেরিয়েছিলো সে। ফসল বোনার কাজটা সারবার পরই টুসকারোরা রেডইন্ডিয়ান গোত্রের একটা পরিবারের বাড়িতে বেড়াতে আসে তার স্ত্রী। বউকে ওখানে রেখে উত্তরে যাত্রা করলো সে তাদের তিনজনের কাছে তার সংগ্রহ করা খবর পৌঁছে দেয়ার জন্যে।

www.pathagar.com

এদিক–ওদিক চোখ রেখে পাহাড়ের ওপর দিয়ে হেলেদুলে আসতে দেখা গেলো তাকে। জো বিড়বিড় করে বললোঃ 'বুড়ো ধাড়িটা একশ গজ দূর থেকে আমাদের দেখতে পেয়েছে। আমার পানে কেমন চোখ পিটপিটিয়ে তাকাচ্ছিলো সে। এখন আমাদের সে হতবাক করে ছাড়বে।' আসলেও তাকলাগানোর মতন কান্ডই করলো নীলপিঠ।

চারপাশটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সবাইকে সে 'কেমন আছো' বলে কুশল বিনিময় করলো। করমর্দন করলো তিনজনের সাথেই এবং প্রতিবারই টুপি উঁচিয়ে অভিবাদন জানালো তাদের প্রত্যেককে। মাথাটা কামানো ছিলো না তার। তাকে কেমন কালচে তামাটে এবং নোংরা দেখাচ্ছিলো। গা থেকে তার বেরুচ্ছিলো মাছের আঁশটে গন্ধ। বললো, গত তিনদিন ধরে তার বন্ধুর বাড়িতে তারা স্বামী–স্ত্রী দুজন ষাঁড়ের মাথা শুকিয়ে রাখার কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলো। ধোঁয়া যাতে ঘরের বাইরে বেরুতে না পারে তার জন্যে সব দরোজা–জানালা বন্ধ রাখতে হয়েছিলো তাদের। গরমে কাহিল হয়ে পড়ছিলো সে। তাই গায়ে একটু বাতাস লাগানোর জন্যে দেখতে এসেছে জো বোলিও এবং তার বন্ধু গিল মার্টিনকে। আরো বললো, উনাডিলা এবং ওগকাওয়াগায় মদের আকালে পড়েছে রেডইন্ডিয়ানরা। সমস্ত মদই শ্বেতাংগরা তাদের কব্জায় নিয়ে রেখেছে। সে ভাবলো উত্তরে কারো না কারো কাছে পাওয়া যাবে চুমুক দেয়ার মতন কিছু সোমরস। দীর্ঘদিন মদ খেতে না পাওয়ায় কেমন একটা ফিক ব্যথা শুরু হয়েছে তার ডানপায়ে। জিজ্ঞেস করলো, জো'র কাছে পান করবার মতন কিছু কী নেই? নিঃশব্দে পেয়ালা থেকে ঢেলে একচুমুক মদ তার দিকে বাড়িয়ে দিলো জো। আসনপিঁড়ি হয়ে বসলো নীলপিঠ। কথা প্রসংগে বললো, তার একটা নতুন হ্যাট দরকার।

'জাহান্নামে যাও!' বললো জো। 'আমারটা তোমায় দেয়া যাবে না।'

'ওটা অনেক বড়ো,' বললো নীলপিঠ।

'তোমার হ্যাটটাও আমার মাথার তুলনায় প্রকান্ড।' হেলমারের দিকে ইংগিত করলো সে।

'তুমি কি করবে, গিল?'

দাঁত বের করে হেসে গিল বললো, তার হ্যাটটা তার নিজেরই দরকার।

'আমাদের মধ্যে বিনিময় হোক,' প্রস্তাব করলো নীলপিঠ।

'না, ধন্যবাদ,' বললো গিল।

www.pathagar.com

'তোমার মনের আসল ভাবখানা কী?' জিজ্ঞেস করলো জো।

বুড়ো ওনিডা রেডইন্ডিয়ান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো : জোসেফ ব্রান্ট উনাডিলায় আছে। রেডইন্ডিয়ানদের জড়ো করছে সে। এরমধ্যেই ক্যাপ্টেন ক্যান্ডওয়েলের অধীনে একত্রিত হয়েছে পঞ্চাশজনের মতো শ্বেতাংগ এবং অনেক পলাতক নিগ্রো। ক্যাপ্টেন ক্যান্ডওয়েলের সাথে নিজে কথা বলেনি নীলপিঠ। কারণ, সে ভেবেছে তারা বন্ধুসুলভ আচরণ নাও করতে পারে তার সাথে। লোকটা মদ খায় প্রচুর। আসলে সব শ্বেতাংগেরই একই হাল। মাঝেমাঝে নীলপিঠের মনে হয়, বনজংগলের ব্যাপারে কেমন যেনো একটা ভীতি আছে ওদের।

'ব্রান্ট এখনো আছে ওজায়গায়?'

নীলপিঠ বললো : শ-দুয়েক লোকের একটি দল নিয়ে পুবদিকে বেরিয়েছে ব্রান্ট। কিন্তু শিগ্‌গিরই ফিরবে সে। জুনের শেষে উনাডিলায় জন বাটলারের সাথে দেখা করবার কথা তার।

নাক দিয়ে শিস দেয়ার মতন জোরে শ্বাস টানলো বোলিও।

'অ্যাডাম, স্প্রিংফিল্ডের ভেতর দিয়ে গিয়ে ওদের সাবধান করে দিয়ে এসো তুমি। অবশ্য আমি জানি, ব্যাপারটাকে ওরা তেমন একটা আমল দেবে বলে মনে হয় না।'

'না,' বললো নীলপিঠ। সে বলতে চাইছিলো, নিজে সে ওখানে ছিলো। লোকজন সোজা তাকে ঘাড় ধরে বের করে দিয়েছে। একচুমুক মদও কেউ তাকে খেতে দেয়নি। শুধু একজোড়া শুয়োর ছানা চুরি করে নিয়ে আসতে পেরেছিলো সে।

'ওগুলি দিয়ে কী করলে তুমি?' লোভাতুর দৃষ্টি তুলে জিজ্ঞেস করলো অ্যাডাম।

নীলপিঠের ইংগিত থেকে বোঝা গেলো, দুটি ক্ষুদে জীবই খেয়ে সাবাড় করেছে সে। জো বললো: 'উনাডিলা থেকে কখন বেরিয়েছে ব্রান্ট?'

'একসপ্তাহ আগে,' বললো নীলপিঠ।

মুখখিস্তি করলো জো। 'বুড়ো জংলি! কেন সোজাসুজি তুমি এদিকে এলে না?'

'নো গুড,' বললো নীলপিঠ।

গিল ভাবলো, ঠিকই বলেছে নীলপিঠ। কারণ জমিতে ফসল থাকায় কোথাও এখন এক-পা নড়তে নারাজ লোকজন। তাছাড়া, সন্ত্রাসীদের হামলা রুখবার জন্যে সীমান্তে

www.pathagar.com

পাঠাবার মতন বাড়তি সৈন্যও ছিলো না। জো'র পানে তাকালো নীলপিঠ। দাঁড়িয়ে পড়েছিলো জো। চোখ ছিলো তার পুবদিকে।

'প্রভুর দোহাই!' বললো সে। 'ব্রান্ট তার লুটেরা দল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওদিককার বসতগুলিতে।'

অনেকক্ষণ ধোঁয়াটা চোখ দিয়ে পুরাপুরি মালুম করতে পারেনি গিল। বসতগুলি অনেক দূরে থাকায় কুয়াশার মতন তার ক্ষীণ রেখার ম্লান আভাসমাত্র দেখা যাচ্ছিলো আকাশে।

'তুমি বরং বাড়ির পথে রওয়ানা হয়ে যাও, গিল। ওদের বলবে, স্প্রিংফিল্ডে জ্বালাও পোড়াও শুরু করে দিয়েছে ব্রান্ট। আমি এবং অ্যাডাম হানাদারদের গতিবিধির ওপর নজর রাখতে যাচ্ছি। অ্যাডাম ফিরে আসবে এখানে। আর আমি হারকিমার দুর্গে পৌঁছে দেবো খবরটা।'

নতুন পথ নিয়ে সামনের দিকে চলতে শুরু করলো তারা। ইরোকুই রেডইন্ডিয়ানদের পুরনো পার্বত্যপথটা তারা এড়িয়ে গেলো। কখনো পাহাড়ের ঢাল বেয়ে এবং কখনো চূড়ায় উঠে হরিণচলা পথ অনুসরণ করে চলতে হচ্ছিলো তাদের।

দুর্গগুলি যেদিকে ছিলো সোজাসুজি সেদিকে যাচ্ছিলো গিল। কোথাও থামলো না সে। তার একটাই মাত্র চিন্তা যেনো হানাদারদের হাতে ধরা না পড়ে। কারণ, এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো তখন বর্বরগুলি। অ্যাডাম সাথে থাকলে অবশ্য অমন দুশ্চিন্তায় পড়তে হতো না তাকে। এবং এই দীর্ঘপথেও স্বচ্ছন্দে যাত্রাবিরতি ঘটিয়ে খুনসুটি করতে পারতো সে বাওয়ার্স গোত্রের রেডইন্ডিয়ান যুবতীদের সাথে। রাতে আগুনের সামনে শুয়ে থাকবার সময় ওদের দিয়ে একাধিকবার গিলকে নাকানি-চুবানি খাইয়ে ছেড়েছিলো অ্যাডাম। পথ চলতে চলতে কথাটা এখন মনে পড়ছিলো গিলের।

শুমেকারের পাহাড়টার চূড়ায় এসে যখন পৌঁছলো গিল, অস্তযাওয়া সূর্যের আলো তখন ফিকে হয়ে উঠেছে। নিচে নদীর তীরে নামবার আগে দম নেবার জন্যে শেষবারের মতন একটু দাঁড়ালো সে। কারণ, আর মাইল কয়েক গেলেই পৌঁছে যাবে সে তার গন্তব্যে।

পৃথিবীজোড়া প্রকান্ড একটি রেশমি চন্দ্রাতপের মতন দেখাচ্ছিলো আকাশটাকে। উত্তরপ্রান্ত এর ঢাকা ছিলো কুয়াশায়। তবে পশ্চিমের অস্তগামী সূর্য আলোর একটা রেখা টেনে দিয়েছিলো কুয়াশার চাদরটার বুকে। এর নিচে দাঁড়িয়ে উত্তরে যতোদূর চোখ যায়

www.pathagar.com

দৃষ্টি মেলে ধরে দেখলো গিল। মাইলের পর মাইল জুড়ে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। চূড়ার পর চূড়া। দিগন্তরেখার যে জায়গায় পাহাড়ের এই ধু-ধু তরংগিত বিস্তার শেষ হয়েছে সেখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলো সুউচ্চ পর্বতশিখরগুলি। বসন্তের এই শেষ দিনগুলিতে জলতরংগের মতন ধূসর-সবুজ দেখতে মনে হচ্ছিলো পাহাড়ের রং। যেসব দীর্ঘ শৈলশিরায় চিরহরিৎ দৃশ্যপট রচনা করেছিলো পাইন বৃক্ষকুঞ্জ কিংবা জলজ উদ্ভিদ সেখানে রংটার ওপর পড়তে দেখা গেলো একটা গাঢ় ছায়া। বুনো চেরিগাছের ঝাড়গুলিতে ফুল ফোটায় পাহাড়ের এই আদিগন্ত বিস্তারের কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছিলো শুভ্রতার ছোপ। গোধূলির আলো ম্লান হয়ে পড়বার সংগে সংগে গিলের মনে হলো যেনো গোটা দৃশ্যপটটা গতিময় হয়ে উঠেছে। পাহাড়ের ঢাল এবং টিলাগুলি যেনো উঁচু থেকে আরো উঁচুতে উঠে যাচ্ছে। আর তৃণগুল্মখচিত জলাশয়গুলি গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে।

তার পায়ের নিচের উপত্যকাটাকে মনে হলো স্ফটিকের মতন স্বচ্ছ। শিল্পীর তুলিতে আঁকা একটা মিনিয়েচার ছবির মতন নিচের দৃশ্যটাকে দেখা গেলো এর ভেতর দিয়ে। সূর্যের বিলীয়মান অস্তরশ্মির আভায় স্পষ্ট লক্ষ্যগোচর হচ্ছিলো নদীর রূপালি রেখাটা। দুর্গদুটিকে মনে হলো যেনো জড়াজড়ি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফসলবোনা মাঠগুলির এখানে ওখানে ছিলো নানান বর্ণের ছোপ। তার মাঝখানে অতোখানি ওপর থেকে জ্যামিতিক আকৃতির মতন দেখা যাচ্ছিলো দুই দুর্গকে। সেলাইয়ের ছোটো ছোটো ফোঁড়ের মতন ক্ষেতের চারপাশের বেড়াগুলির ছবিটা ভাসছিলো গিলের চোখে। নিচের সমতলের অমসৃণ বুকটাকে জোড়া দেয়ার এযেনো ছিলো একটা কষ্টকল্প প্রয়াস। কিন্তু পাহাড় আর অরণ্যের এই দুর্গমতার মাঝখানে দূরের বাড়ি এবং গোলাঘরগুলিকে দেখতে মনে হচ্ছিলো যেনো একসার ক্ষুদে উইঢিবি।

পাহাড়ের ন্যাড়া ঢালু বেয়ে নামবার সময় নদীর ওপারে চোখ বুলিয়ে নিয়ে কিংসরোডের রেখাটা খুঁজে বের করে নিলো গিল। তার ওপাশেই ম্যাকলেনার খামার। বাড়ি এবং গোলাঘরটা দেখতে পাচ্ছিলো সে। পুষ্পিত আপেল গাছটার পেছনে দেখা যাচ্ছিলো পাথরের দালানটা। ডুবে-যাওয়া সূর্যের শেষ লালচে আভা পাথরের গায়ে এসে ঠিকরে পড়ায় গিলের চোখ ঝলসে উঠলো বাড়ির জানালাগুলির দিকে তাকাতে গিয়ে। কিন্তু জায়গাটার বাদবাকি অংশ পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছিলো। এমনকি, তরুণ জনকেও দেখতে পেলো সে। গোরুর পালটাকে আঙিনার দিকে খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো জন। গিল জানতো গোরুর দুধ-দোয়ানোর কাজটা এখন করতে যাবে না লানা। কারণ,

তার সন্তান হওয়ার সময়টা উৎরে গেছে হপ্তাদুই আগেই। নানারকম চিন্তা মাথায় নিয়ে আস্তে আস্তে নিচে নামতে লাগলো গিল। রাস্তা ধরে ধূসর রংয়ের ঘোড়া হাঁকিয়ে চেনা-চেনা একজন লোককে এগিয়ে যেতে দেখলো সে। গায়ে ছিলো তার কালো কোট। জার্মান তল্লাট থেকে বেরুচ্ছিলো লোকটা। একনজর দেখেই তাকে চিনতে পারলো গিল। ম্যাকলেনার-হাউসের দিকে যাচ্ছিলো সে। বাড়ির মাথায় মোড় ঘুরতেই জন উইভারের ছোটো কুকুরটা ঘেউ-ঘেউ করে তেড়ে এলো তার পানে।

লোকটা ডাক্তার পেট্রি। তাকে দেখে হঠাৎ কেন জানি মিসেস ম্যাকলেনারের কথাটা মনে পড়ে গেলো গিলের। ওই ধূসর ঘোড়ায় চেপে ডাক্তারকে একদিন রাস্তা ধরে যেতে দেখে কথাটা বলেছিলেন মহিলাটি। বলেছিলেন, 'ফ্যাকাশে ঘোড়ার ওপর যেন বসে আছে এক যমদূত।'

৯
খামার বাড়ির রাত

উত্তেজনা, কৌতূহল এবং ভয় একসংগে ছেঁকে ধরেছিলো তরুণ জন উইভারকে। ডেইজির গলার স্বর শুনেই সে আঁচ করতে পারলো, কী ঘটতে যাচ্ছে পাথরের বাড়িটায়। সবেমাত্র দুধ দোয়ানোর কাজটা শেষ করেছিলো জন। চিত্রা গাইটার বাঁট থেকে দুধ বের করতে বেশি সময় লেগেছিলো তার। কারণ, ওইদিন সকালেই বাচ্চা প্রসব করেছিলো গাভীটা।

ক্যালিকো কাপড়ের রুমালে মোড়া মাথাটা গোলাঘরের দুয়ারের ভেতর গলিয়ে নিগ্রো-পরিচারিকাটি হাঁক ছাড়লো : 'এই যে ছেলে, শুনছো!' কিসের জন্যে ডেইজি তাকে ডাকছে তা বুঝতে পারছিলো জন। কিন্তু একটি নিগ্রেস 'এই ছেলে' বলে সংবোধন করবে এটা মেনে নিতে পারছিলো না সে। যদিও ওর মতোই এবাড়িতে মজুরিখাটা ছেলে হিসেবে কাজ করতে হচ্ছিলো তাকে। ডেইজির ডাকে সাড়া দিলো না জন। এবার ভেতরে ঢুকে ডেইজি বললো: 'এই যে, শ্বেতাংগ ছেলে?'

'ব্যাপারটা কী?' গম্ভীরকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো জন।

সংগেসংগেই ডেইজি ফলালো নিজের কর্ত্রীত্ব।

'আমার জন্যে কিছু ভালো শুকনো কাঠ এখুনি নিয়ে এসো।'

www.pathagar.com

'গোরু দুইতে যাওয়ার আগেই তো কাঠ চেরাই করে দিয়ে এসেছিলাম।'

'ওটা বাজে কাঠ। বার্চ-কাঠের দরকার আমার। প্রচুর কাঠ চাই আমি। পানি গরম করবার জন্যে ওটার প্রয়োজন। নইলে ডেইজির কী গরজ পড়েছে তোমার এখানে নাক গলানোর? বুড়ো গিন্নিমা কোনো কিছু চাইলে সংগেসংগেই তা এনে দিতে হয়। এক মুহূর্তও দেরি করার উপায় নেই। আমার কাছে বার্চ গাছের বেশ কয়েকটি টুকরা আছে। ওগুলি চেরাই করে পানি গরম করবার প্রথম ধকলটা সামলাবো আমি। তুমি এখন দুধের ভাণ্ডটা আমার হাতে দিয়ে ঘোড়াটায় চেপে বসো এবং ডাক্তার পেট্রিকে ডেকে নিয়ে এসো। আর হ্যাঁ, হিকোরি গাছের কাঠগুলি শুধু-শুধু নষ্ট করতে যেয়ো না যেনো।'

ঘোড়াটাকে বের করে এনে ওটার পিঠে গদি চাপিয়ে উঠে বসলো জন। এবং সংগেসংগেই লাগাম হাতে তুলে নিয়ে ছুটতে শুরু করলো উর্ধ্বশ্বাসে। মনে মনে ভাবছিলো সে ঃ 'সময় মতন পৌঁছতে পারবো তো?'

ডাক্তারের বাড়ির দরোজার কাছে এসে থামলো জন এবং জানালায় মুখ বাড়িয়ে ডাকলো তাকে।

'তাঁরা এখুনি আপনাকে সাথে করে নিয়ে যেতে বলেছেন আমায়।'

বেদনাকাতর চোখদুটি তুলে ধরে ডাক্তারের দিকে তাকালো জন। শুকনো আঙুরের একচামচ জেলি মুখে দিয়ে ঠোঁটদুটি তড়িঘড়ি করে মুছে নিলো ডাক্তার। 'আমি জানতাম, আজ রাতেই ঠিক শুরু হবে প্রসবব্যথাটা। ভালো, ভালো। একটা কাজ করো তুমি। আমার ঘোড়াটাকে বাঁধন খুলে এখানে নিয়ে এসো। জিন লাগানোই আছে ওটার পিঠে।'

জন লাফ দিয়ে নামলো ঘামে নেয়ে ওঠা তার ঘোড়াটার পিঠ থেকে। ডাক্তারের বুড়ো জন্তুটাকে টেনে আনতে গায়ের অনেক জোর খাটাতে হলো তাকে। ডাক্তারের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকলো সে। কিছুক্ষণ পরেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঘোড়ায় চাপলো ডাক্তার এবং 'এই চল্-চল্' বলে হাঁক ছাড়লো। কিন্তু দুর্বল পাগুলিকে চালু করতে বেশ সময় নিলো পটকা জানোয়ারটা। মিনিটখানেক পরে বোঝা গেলো ওটা সত্যি হাঁটতে শুরু করেছে। জন তার ঘোড়াটার পিঠে ডাক্তারের পাশঘেঁষে চলতে লাগলো। জনের জোয়ান মাদীঘোড়াটা জোরকদমে ছুটতে চাইছিলো।

www.pathagar.com

'ক্ষমা করবেন, স্যার,' ডাক্তারকে লক্ষ্য করে বললো জন। 'একটু আগে গিয়ে পৌছতে পারলেই ভালো হয় আমার জন্যে। আরো কিছু কাঠ চেরাই করে রাখতে বলেছেন তাঁরা আমায়।'

ভরাপেট নিয়ে ঘোড়ায় ওঠায় হিক্কা উঠছিলো ডাক্তারের। মুখে হাতচাপা দিয়ে জনের পানে তাকালো সে।

'ও, হ্যাঁ,' বললো ডাক্তার। 'এ–সময় চেরাকাঠ খুব কাজে লাগবে আমাদের।'

চল্লিশটা খরগোশের পিঠের মতন দেখাচ্ছিলো তুরন্তবেগে চলা জনের মাদীঘোড়ার পেছন দিকটাকে। রাস্তায় ঝড় তুলে কিছুক্ষণের মধ্যেই খামারে গিয়ে পৌছলো ওটা। আস্তাবলে তক্ষুণি ঘোড়াটাকে রেখে কুড়াল নিয়ে এসে কাঠ কাটতে শুরু করলো জন। তিনচার মুঠো কাটা হওয়ার সংগেসংগেই সেগুলি চালান করে দিতে গেলো রান্নাঘরে। সামনের কামরাটায় মিসেস ম্যাকলেনারের পায়চারি এবং কথাবার্তার শব্দ কানে আসছিলো তার। অতিব্যস্ততা দেখিয়ে ছুটে এলো ডেইজি। 'এখনকার মতন এই কাঠেই চলবে,' বললো ও। কিন্তু জন তখনো দাঁড়িয়েছিলো ওখানটায়। কাঠের ফালি–করা টুকরাগুলি দিয়ে পানি সত্যি গরম করা যাবে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারছিলো না সে। তার কানে এলো একটা পরিচিত গলার আওয়াজ। হ্যাঁ, এটা মিসেস মার্টিনের স্বর। কথা বলছে মিসেস মার্টিন। প্রভুকে ধন্যবাদ, এখনো বেঁচে আছে মেয়েমানুষটি।

কাঠের গাদাটার কাছে ফিরে গিয়ে আবার কাজে মনোযোগ দিলো জন। এবার প্রচুর কাঠ ফাঁড়লো সে। চীন মুলুকের এদিকে যতো শিশু জন্ম নিয়েছে তাদের সবার জন্যেই পানি গরম করা চলতো জনের এই ফাঁড়ানো কাঠে। কিন্তু জন ভাবছিলো অন্যকথা। তার মনে ছায়াপাত করছিলো সন্ত্রাসীদের হামলার ব্যাপারটা। এই সময় যদি ওরা এখানে এসে হানা দেয়? শিশুর জন্মের এই লগ্নটাকে একটা দুঃসময় বলে মনে হলো তার কাছে। অবশ্য সীমান্তের ওদিকটা আছে রক্ষীদলের পাহারায়। তাছাড়া, হানাদার এসে হাজির হবার আগেই হয়তো পাওয়া যাবে একটা আগাম সতর্ক সংকেত। কিন্তু এ–অবস্থায় কেমন করে নিরাপদ জায়গায় সরানো যাবে প্রসূতিকে? এইমুহূর্তে তাকে নড়ানো চড়ানো! এ–যে অসম্ভব। অনেক দেরি হয়ে গেছে এখন।

দুর্গের কাছাকাছি কোনো বাড়িতে কেনো সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো না তাকে? অবশ্য ডাক্তার এসে পৌছলে শিশুসমেত দুজন হবে তারা। কাঠ ফাঁড়ানো মুলতবি রেখে মাস্কেট বন্দুকটা বের করে নিয়ে এলো জন। বারুদ ঠাসলো ওতে। এ–সময় গিল ফিরে

www.pathagar.com

আসলে ভালো হতো। কথাটা মনে মনে ভাবলো সে। বুঝলো, মস্তবড়ো একটা দায়িত্ব এখন বর্তেছে তার ওপর। কিন্তু ডাক্তার যাতে তাড়াতাড়ি এসে পৌছে এইমুহূর্তে সেটাই ব্যাকুল হয়ে প্রত্যাশা করছিলো সে। হঠাৎ তার মনে পড়লো গোরুগুলিকে আঙিনায় রেখে আসেনি সে। সাততাড়াতাড়ি সারলো কাজটা। এরপরেই এসে পৌছলো ডাক্তার।

'কাঠ ফেঁড়েছো?' গম্ভীরকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো ডাক্তার। ডাক্তারের ঘোড়াটার রাশ টেনে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলো জন।

'হ্যাঁ, স্যার,' বললো সে।

বাড়ির ভেতরে ঢুকলো ডাক্তার। একটু পরে বারান্দায় ফিরে এলো জন এবং হাঁটুর ওপর মাস্কেট বন্দুকটাকে ঠেস দিয়ে রেখে বসলো। মিসেস ম্যাকলেনারের সাথে ডাক্তারের গম্ভীর গলার সংলাপ, হাসি এবং লানার গলার আওয়াজও শুনতে পাচ্ছিলো সে। তাদের সাথে আলাপচারিতায় যোগ দিয়েছিলো লানা। মাঝেমধ্যে কথা বন্ধ করে দম নিচ্ছিলোতারা।

উত্তেজনায় জনের সারাশরীরে শুরু হয়েছিলো রক্তের দাপাদাপি। মনে মনে সে জপ করছিলোঃ 'প্রভু, সত্যি বড়ো সাহসী মেয়েরা!'

ম্যারি এবং তার বিয়ে হলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াবে সেনিয়েও ভাবনা হাঁটাহাঁটি শুরু করলো তার মাথায়। মিসেস মার্টিনের মতো ম্যারিরও যদি বাচ্চা পেটে আসে এবং এরকম প্রসবব্যথা আরম্ভ হয় তাহলে কেমন দাঁড়াবে অবস্থাটা? জনের কাছে ভীতিকর মনে হলো গোটা কান্ডটাকেই।

মিসেস মার্টিনের চেয়ে অনেক হাল্কা–পাতলা এবং রোগাটে ম্যারি। কিন্তু স্ত্রী হতে গেলে সন্তান প্রসবের কান্ডটা ঘটবেই। এবং এরকম পরিস্থিতি এড়ানোও সম্ভব নয় কোনো পুরুষের পক্ষে। এটা যেমন বাস্তব তেমনি প্রত্যাশিতও। কামরাটা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ পরে গভীরভাবে শ্বাস টেনে জোরে একটা হাই তুললো মিসেস মার্টিন। সংগেসংগেই ডাক্তারকে বলতে শোনা গেলোঃ 'সবই ঠিকমতন চলছে, তাই না?'

'প্রভুর দোহাই! তুমি এখানে কেন, জন উইভার?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই জন দেখলো তার দিকে তাকিয়ে আছেন মিসেস ম্যাকলেনার। তাঁর লম্বাটে মুখখানায় রক্ত ঝলকে উঠেছিলো উত্তেজনায়। কিন্তু জনের মনে হলো নিজের ভেতরে কী একটা নিয়ে যেনো লড়াই করছেন মহিলা।

'আচ্ছা বলো তো, সত্যি সত্যি তুমি কী করছো এখানে, জন?'

ব্যাপারটা তাকে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করলো ছেলেটি। কিন্তু তার আগেই মিসেস ম্যাকলেনার ওটা আঁচ করতে পারলেন বলে মনে হলো। 'তোমার পরিকল্পনাটা সত্যি ভালো। হ্যাঁ, তাই! কিন্তু আমার মনে হয় জায়গাটার চারদিকে তোমার টহল দেয়া উচিত। এমনও হতে পারে ঘরগুলির পেছন দিয়ে ঢুকে পড়লো একজন রেডইন্ডিয়ান?'

নির্বোধ ছিলো না জন। মুখটা তার লাল হয়ে উঠলো লজ্জায়। মিসেস ম্যাকলেনার বোঝাতে চাইছিলেন জান্‌লাটার সাথে পিঠ ঠেকিয়ে অমনভাবে বাইরে বসে থাকাটা উচিত নয় জনের। আর এটা ভালোও দেখায় না।কারণ, ভেতরে সন্তান প্রসব করতে যাচ্ছে লানা। জন ভেবে উঠতে পারছিলো না কেমন করে ওখানটায় এসে বসতে পারলো সে।

'হ্যাঁ,মাম।'

এরপরেই সে বারান্দা থেকে নেমে টহল দিতে শুরু করলো বাড়ির আঙিনার চারপাশে। রাস্তায় বেরিয়ে দেখতে লাগলো কেউ এদিকে আসছে কিনা। আর রেলিংটায় হেলান দিয়ে জাবর কাটতে শুরু করলো নিজের ভাবনা নিয়ে। মনে মনে বললো : 'এই গ্রীষ্মে যদি আমাদের বিয়েটা হয়ও কিন্তু বেশ সময় লাগবে ম্যারির ছেলেপুলে হতে।'

ঠিক কখন বিয়ে হবে সেটা নির্ভর করছে তার এবং ম্যারির সিদ্ধান্তের ওপর। গেলো শীতে দুজনই ওরা বুঝলো, জনের মা চায় না বিয়েটা তাড়াতাড়ি হোক। ম্যারির যে সাংসারিক জ্ঞানবুদ্ধি হয়েছে এটাই স্বীকার করতে রাজি হলো না মিসেস উইভার। মার্চে ম্যারির সাথে আর কোনো কথাবার্তাই বললো না মহিলা।

জর্জ উইভার কিন্তু অনেক বেশি সহানুভূতিশীল ওদের দুজনের সম্পর্কটার ব্যাপারে। ছেলের সাথে কথা বলতে গিয়ে জর্জ বলেছিলো : 'তোমার মায়ের মেজাজ মর্জিটাই অমন। সে যেরকম ঠিক সেভাবেই তোমার মানিয়ে নিতে হবে, জন। আমি নিজেও মানিয়ে নিয়েছি বলে আগাগোড়া একজন অসাধারণ ভালো স্ত্রী হিসেবে পেয়েছি তাকে। মা হিসেবেও খুব ভালো সে। আমাদের সময়টা আগের মতো থাকলে মোটামুটি কিছু

www.pathagar.com

টাকাকড়ির যোগান দিতে পারতাম আমি তোমাদের বিয়েতে। কিন্তু এখন নিজেকেই তোমার সবকিছু সামাল দিতে হবে খায়খাটুনি করে। বিয়ে করবার মতো পয়সা তোমার হাতে জমলে আমি নিজেই সায় দেবো ওতে। তোমার রোজগারে ভাগ বসাতে যাবো না। নিজের ব্যবস্থা আমি নিজেই করে নেবো। তোমার পরিকল্পনাটা নিয়ে এখন সামনে পা বাড়াও তুমি। এবং যখন মনে করবে সময় হয়েছে, বিয়েটা করে ফেলবে। ম্যারি একটি চমৎকার মেয়ে। ওর সম্পর্কে তোমার মায়ের ধারণাটা স্রেফ একটা মনগড়া ব্যাপার। বিয়েটা একবার হয়ে গেলে দেখবে সে আর দূরে সরে থাকবে না।'

বাপের সাথে এরকম দীর্ঘ আলোচনা আর কখনো করেনি জন। পরের সপ্তাহেই সে গেলো ম্যারির সংগে দেখা করতে। সেদিনই সে শুনলো, করপোরাল রিবাস হোয়াইটের সাথে ম্যাসাচুসেটস্ যাচ্ছে মিসেস রিঅল। বাচ্চা-কাচ্চারাও থাকবে মহিলার সাথে। কিন্তু ম্যারি কিছুতেই রাজি হলো না যেতে। ব্যাপারটাকে লজ্জাজনক বলে মনে করছে ম্যারি। মিসেস রিঅল নিজের থেকেই এসব কথা বললো জনকে। সংগেসংগে একথাও খুলে বললো, সরকারের কাছ থেকে বিধবা হিসেবে তার দাবির টাকা আদায় না-হওয়া অব্দি মিঃ হোয়াইটকে বিয়ে করবে না সে। সমস্ত ব্যাপারটাই অবমাননাকর মনে হলো জনেরকাছে।

এখানেই থেকে গেলো ম্যারি। মার্চ থেকে এপ্রিল পর্যন্ত গ্যারিসনের লোকজনের কাজকর্ম করে কোনোমতে পেটের আহারটা জোটালো ও। কিন্তু ক্রমেই খারাপ হয়ে আসছিলো দিনকাল। কষ্ট বাড়লো ওদের দুজনেরই। পয়লা কোনো কাজ পেলো না জন। এরপর বসন্ত এলে কাজের অভাব ঘটলো না মিসেস ম্যাকলেনারের খামারে। কিন্তু নগদ টাকার টানাটানি ছিলো বিধবা মহিলাটির। বলতে গেলে তল্লাটের কারো হাতেই এমন বাড়তি টাকা ছিলো না যা তারা খরচ করতে পারতো খামার মজুরদের পেছনে।

কিন্তু এপ্রিলের শেষদিকে হঠাৎ ভাগ্য খুলে গেলো দুজনার। কাজের মেয়েটি পালিয়ে যাওয়ার পর ক্যাপ্টেন ডেমুথ রাজি হলো ম্যারিকে তার ওখানে কাজ দিতে। এরপর ছুটি নিয়ে কিছুদিনের জন্যে সীমান্ত রক্ষীদলে যোগ দিলো গিলবার্ট মার্টিন। যাওয়ার আগে ম্যাকলেনারদের খামার এবং বাড়িঘর দেখাশোনা করবার জন্যে সে কাজে লাগিয়ে গেলো জনকে। মজুরি হিসেবে গিল রোজ আধা-শিলিং করে দিতো তাকে। এতে মোটামুটি কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য এলো জন এবং ম্যারির জীবনে। একবার তারা বিয়ে করবে বলে কথাবার্তা প্রায় পাকাপাকি করে ফেলেছিলো। কিন্তু দুজনই শেষে চিন্তা করে

www.pathagar.com

দেখলো এ–সময় হঠাৎ বিয়ে করে বসলে ম্যারির কাজটায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে। সুতরাং আরো কমাস অপেক্ষা করবে বলে তারা ঠিক করলো। তাছাড়া, মাঝখানের এ–সময়টায় বাঁচানো যাবে বারো থেকে পনেরো ডলারের মতো।

সীমান্ত রক্ষীদলে যোগ দিতে চেয়েছিলো জন। কিন্তু বয়েস কম বলে নেয়া হলো না তাকে। তবে মিলিশিয়া বাহিনীটা নতুন করে ঢেলে সাজিয়ে গড়ে তোলা হলে ওখানে তাকে ভর্তি করে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলো ওপরওয়ালারা। কথাটা সে জানালো ম্যারিকে।

ম্যারির ব্যাপারে কোনো কথাই বলতো না জনের মা মিসেস উইভার। কাজের অবকাশে জন বাড়ি ফিরলে ছেলের পসন্দমাফিক ভালো খাবারদাবার তৈরি করে রাখতো মহিলা। কিন্তু জন মেয়েটির প্রসংগ তুললে হাঁড়িতেই ঠান্ডা হয়ে পড়ে থাকতো সেসব। মিসস উইভারকে ভীষণ বিতৃষ্ণ এবং অসুখী মনে হতো তখন। জন এইমুহূর্তে ভাবছিলো ম্যারির সামনের দিনগুলির কথা। মিসেস মার্টিনের মতন একদিন নিশ্চয় অমন হাল হবে ম্যারিরও। কিন্তু জন যখন পৃথিবীতে এলো সেসময় তার মাকেও যে অমন একটা দুঃসময় পার হয়ে আসতে হয়েছে অর্থাৎ সন্তান–প্রসবের যন্ত্রণাটা ভুগতে হয়েছে একবারও কথাটা ভাবলো না সে।

ম্যারিকে নিয়েই আজকাল যতো ভাবনা জনের। কাজটা পাওয়ার পর থেকে মাথার চারপাশটা পেঁচিয়ে বেনী বাঁধতে শুরু করলো ম্যারি। বড়োবেশি ক্ষীণ এবং ঝোলানো দেখাতো ওর গ্রীবাটাকে। কোনো কোনো সময় এমন একটা মর্যাদাবোধ এবং আন্তরিক উষ্ণতা নিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাতো ম্যারি যখন অমন রোগা পটকা শরীরেও অপূর্ব লাগতো ওকে। দুজনই তখন কথা হারিয়ে ফেলতো আবেগে উতরোল হয়ে। ম্যারি যে যুবতী হতে যাচ্ছে ওর চেহারায় তার ছাপ দেখতে পেতো জন। এবং অনুভব করতো ক্রমেই তার আয়ত্তের মধ্যে আসছে ও। নিজেকে জনের উপযোগী করে তুলবার জন্যে আসলে চেষ্টার কোনো ত্রুটিই করতো না ম্যারি। জন এবং ওর মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জনের মা। এব্যাপারে সর্বক্ষণ সজাগ ছিলো ও। ফলে জনকে খুশি করবার জন্যে সবকিছু করতে চাইতো মেয়েটা।

জন অবশ্য নিজেও ম্যারিকে সুন্দরী মনে করতো না। তবে খুব মোটাসোটা নয় অমন মেয়েকে সুন্দরী বলা হলে ভিন্নকথা। ওর সাথে কেনো প্রেমে পড়েছে জন তা বলতে পারবে না। ম্যারির পা–দুখানি সরু এবং ওর হাঁটাটাও কেমন একটু বেঢপ ধরনের।

www.pathagar.com

কিন্তু কখনো কখনো ওর দৃষ্টির মধ্যে এমন একটা স্নিগ্ধতার বিচ্ছুরণ ঘটে যা মুহূর্তেই অভিভূত করে তোলে জনকে।

ম্যারির ভালোমন্দ সবকটি দিক বিচারবিশ্লেষণ করে দেখছিলো জন। ওকে কখনো কারো প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হতে দেখেনি সে। আগাগোড়াই ও একটি সৎ মেয়ে। কিন্তু কেমন যেনো লাজুক লাজুক। ও-যে একটা লক্ষ্মী মেয়ে অস্পষ্টভাবে হলেও তা বুঝতে পারতো জন। কিন্তু ওর বাবা-মা এবং যে পরিবেশে ও মানুষ হয়েছে সেদিকটা চিন্তা করলে ওকে বোঝা কঠিন হয়ে দাঁড়াতো তার পক্ষে। সবকিছু সত্ত্বেও মনে মনে সে এখন বললো, 'আদতেই ও একটা চমৎকার মেয়ে। ভারি লক্ষ্মী এবং সৎ।'

জনের মতন অল্পবয়েসী একটা কিশোর ছেলের পক্ষে এভাবে একটা মেয়েকে বিচার করতে পারা সত্যি এক অনুপম আবিষ্কার।

বিয়ের পর সংসারটা কেমন হবে, তাদের কামরাটা হবে কী-রকম এবং ম্যারি কেমন করে ঘরদোর গোছাবে ইত্যাকার অনেককিছু কল্পনায় পায়চারি করছিলো জনের। ওই সময়ের মধ্যে মুখে তার দাড়ি গজাবে কিনা এবং মুখটা কী তখন কামাতে শুরু করবে-এ চিন্তাটাও কিলবিল করলো মাথায়। ম্যারি একবার বলেছিলো তার মুখে কিছুতেই দাড়ি বাড়তে দেবে না ও। কম্বলের তলায় লম্বা হয়ে শুয়ে আছে ম্যারি আর খাবার টেবিলের গামলাটা সামনে রেখে দাড়ি কামাচ্ছে জন, এ-ছবিটাও কল্পনা করলো সে।

মাস্কেট বন্দুকটা কাঁধে নিয়ে ফের রাস্তায় টহল দিতে শুরু করলো জন। শেয়ালের মতন তার আগে আগে চলছিলো বাদামি রংয়ের ক্ষুদে কুকুরটা। ওটা কখন থেকে তার সাথে আছে এবং কখন রাস্তা থেকে সে সরে এসেছে, এসবের কোনো খেয়ালই ছিলো না তার। অবাক হয়ে সে দেখলো গাঢ় হয়ে উঠতে শুরু করেছে অন্ধকার। স্তব্ধ কালো একটি রাত। অনেক দূরের শব্দও শোনা যাচ্ছিলো স্পষ্ট। একটা উইপ-পুর-উইল পাখি ডাকাডাকি করছিলো ভুট্টার ক্ষেতে। কিন্তু মনে হলো যেনো ডাকটা আসছে তার পাশের রাস্তার ধার থেকে। নদীর ওদিক থেকে শোনা যাচ্ছিলো পীপার পাখিদের রাতের প্রথম প্রহরের গান। আঁতকে উঠে পেছনে পাথরের বাড়িটার দিকে তাকালো জন।

ভেতরে আলোয় ঝলমল করছিলো শোবার ঘরটার জানলাগুলি। পর্দার আড়াল থেকে ছায়ামূর্তির মতন দেখা যাচ্ছিলো ডাক্তার এবং বিধবা মহিলাটিকে। ভালুকের মতন

www.pathagar.com

মাথা–নুইয়ে কী যেনো ঘাটাঘাটি করছিলো ডাক্তার। অসম্ভবরকম ব্যস্ত মনে হচ্ছিলো বিধবাকে।

'প্রভু!' মনে মনে জপলো জন। 'শিশুটা তাহলে এখন পৃথিবীতে আসছে।'

জ্বর–ছাড়বার মতন বিগলিত ধারায় ঘামের নদী বইতে শুরু করলো জনের সারা শরীরে। একটু পরেই শোনা গেলো একটা তীব্র আর্তচিৎকার। মিসেস মার্টিন অমন করে চেঁচাতে পারে, না শুনলে কিছুতেই সে বিশ্বাস করতে পারতো না। মাথা–নিচু করতেই দেখা গেলো ডাক্তারকে। সামনের দিকে ঝুঁকলো মিসেস ম্যাকলেনার। তাদের দু'জনকেই প্রাণহীন কলের পুতুলের মতন দেখতে মনে হচ্ছিলো।

এরপরই ডাক্তারকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে দেখে প্রাণটা হঠাৎ স্বস্তিতে ভরে উঠলো জনের। রাস্তার রেলিংয়ে হেলান দিয়ে ক্লান্তি দূর করবার চেষ্টা করলো সে। এই মুহূর্তে বাইরের কোনো কিছুই স্পর্শ করতে পারলো না তাকে। হানাদার বাহিনী, রেডইন্ডিয়ান, যুদ্ধ, কোনোকিছুই না। এমনকি ম্যারি, তার মা এবং নিজের কথাও বিস্মৃত হলো সে। ব্যাপারটা এখন শেষ হয়েছে। কিন্তু কী ঘটেছে দেখবার জন্যে সে অস্থির হয়ে উঠলো।

আবার ঘেউ–ঘেউ হাঁক ছাড়তে শুরু করলো কুকুরটা।

'মুখ বন্ধ কর তোর,' চেঁচিয়ে বললো জন। ঘুসি বাগিয়ে ধরছিলো সে কুকুরটার দিকে। কিন্তু জন্তুটা তার কাছ থেকে সট্‌কে গিয়ে নিচের রাস্তায় নেমে আরো তারস্বরে চেঁচাতে লাগলো। এসময় অন্ধকারে একটা লোকের পায়ের শব্দ শুনতে পেলো সে। লোকটা হন্ হন্ করে দৌড়ে আসছিলো তার দিকে।

'হ্যালো! হ্যালো! তুমি নিশ্চয় জন?'

'আপনি মিঃ মার্টিন, না?'

'হ্যাঁ। ডাঃ পেট্রিকে এদিকে আসতে দেখলাম। আমি তখন পাহাড়ে ছিলাম। কী ঘটেছে, বলো তো?'

জন আশ্চর্যরকম শান্তগলায় বললো : 'এইমাত্র জন্মগ্রহণ করলো শিশু।'

'সবকিছু তো ঠিক আছে?'

'আমি এখুনি যাচ্ছিলাম দেখতে,' বললো জন। 'আপনার পায়ের শব্দ শুনে থামলাম।'

www.pathagar.com

তারা দুজন একসাথে রওয়ানা হলো বাড়ির পানে। খোলা দরোজা দিয়ে বাড়ির নিচেকার ঢালু জায়গাটার ওপর বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো আলো। মিসেস ম্যাকলেনার কাপড়ের একটা পুঁটলি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ওপরকার বারান্দার একপাশে।

'জন! জন উইভার!'

'হ্যাঁ, মাম।'

'সবই ভালোয় ভালোয় শেষ হলো। আমি ভাবছিলাম তুমি বোধকরি জানবার জন্যে উৎসুক হয়ে আছো।'

জনের গলাটা ভরাট হয়ে উঠলো।

হ্যাঁ, মাম। আমার সাথে মিঃ মার্টিন রয়েছেন। এইমাত্র ফিরলেন তিনি।'

বাহুতে গিলের হাতের স্পর্শ অনুভব করলো জন। দ্রুতপায়ে হেঁটে বারান্দায় গিয়ে উঠলো তারা দুজন। মিসেস ম্যাকলেনার দাঁড়িয়েছিলেন তাদের অপেক্ষায়। তাঁর নাকের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিলো চোখের পানি। কিন্তু তাঁর সারামুখে ছিলো হাসি। কুকুরের মতন ঘন–ঘন শ্বাস টানছিলেন তিনি এবং নাক দিয়ে শব্দ করছিলেন।

তাঁকে পাশ কাটিয়ে সোজা ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকলো গিল। পেছনে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগলো জন। ঔৎসুক্যটা দমাতে পারছিলো না সে। মিসেস মার্টিনের উদাম শরীরটা তখন ঢাকতে ব্যস্ত ছিলো ডাঃ পেট্রি। কিন্তু জনের সবচেয়ে অবাক লাগলো মিসেস মার্টিনের চোখদুটি খোলা দেখে। তার ঠোঁটের কোণে একটুকুরো হাসি ফুটলো গিলের পানে চোখ তুলে তাকাতে গিয়ে।

নাক দিয়ে শব্দ করলো ডাক্তার।

'ওহে যুবক, সবকিছুই নিখুঁতভাবে হয়েছে।'

মিসেস ম্যাকলেনারের বুকের ওপর লেপ্টেছিলো শিশুটা। ঢাকা দেয়া কাপড়খানা সরিয়ে জনের দিকে তুলে ধরলেন তিনি ক্ষুদে লালচে মুখটি। সেইমুখে ঝলমল করছিলো মানবসন্তানের একটি পূর্ণ প্রতিকৃতি।

জোরে শ্বাস ফেললো জন।

'একটি ফুটফুটে সুন্দর ছেলে!' বললেন মিসেস ম্যাকলেনার।

www.pathagar.com

১০

এণ্ড্রুজটাউন

সবরকম ব্যস্ততার মধ্যেও ভোরবেলার সূর্যের মতন হাসিতে ঝলমল করতো মিসেস ম্যাকলেনারের মুখখানি। বাচ্চার শরীর ধোয়ামোছা এবং গায়ের তোয়ালে পাল্টানো ছাড়া আর কোনোকাজই করতে দিতেন না তিনি লানাকে। একদিন লানা যখন গোসলখানায় স্নানে ব্যস্ত ছিলো ওর কানে এলো বাচ্চার কান্না। গোসলখানা থেকেই মিসেস ম্যাকলেনারকে বাচ্চার কাপড় বদলে দেবার জন্যে অনুরোধ জানালো ও। কাজটা তক্ষুণি করলেন বিধবা। কিন্তু ময়লা কাপড়গুলি সরানোর সময় বললেন ঃ 'দ্যাখো, কী নোংরার হদ্দ একটা। এখুনি শুরু করেছে সে বেটাছেলের মতন কাপড়চোপড় ইচ্ছা মাফিক কদাকার করে তুলতে।'

ওইদিন সন্ধ্যায় বিদায় নিতে এসেছিলো জন। ঘর থেকে সবচেয়ে ঝকঝকে একটি শিলিং বেছে নিয়ে তার হাতে গুঁজে দিলেন তিনি। বললেন ঃ 'শিলিংটা জমিয়ে রেখো না। পেটির দোকানে যাও এবং এটা দিয়ে তোমার বান্ধবী মেয়েটিকে সুন্দর দেখে কিনে দিয়ো একটি চুলের ফিতা।' তাঁর কথা শুনে অবাক হলো জন। হাতের তালুতে রাখা শিলিংটার দিকে একনজর তাকালো সে এবং পরমুহূর্তেই মিসেস ম্যাকলেনারের পানেও তাকালো। তাঁর মুখে ঝিকমিক করছিলো হাসি। কারণ, শিশুর নোংরা কাপড়চোপড় বদলানোর জন্যে মাত্রকিছুক্ষণ আগে তাঁকে অনুরোধ জানিয়েছিলো লানা। শিশুর সেবা করবার সুযোগ পেয়ে যেনো একেবারে বর্তে গেলেন নিঃসন্তান বিধবা।

মার্টিনের সংগে দেখা করবার জন্যে ঘাসের ক্ষেতটায় গেলো জন। এর মধ্যেই মজুরি শোধ করে দেয়া হয়েছে তাকে। তার পকেটে এখন তিন ডলারের মতন জমেছে। খামারটা ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছিলো না জনের। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিদায় নিতে হলো তাকে। ম্যারির সাথে ঘরবাঁধবার চিন্তাটা দোল খাচ্ছিলো ছেলেটার মনে। আরো কিছু ডলার হাতে জমলেই বাঁধবে তারা সংসার। এই খামার বাড়ির মতন একটা নিটোল সুন্দর জায়গায় দুজনে মিলে তারা নীড় রচনা করেছে এমন একটা কল্পনা শেষের দিকে পেয়ে বসেছিলো জনকে।

www.pathagar.com

মাঠের কোনার দিকের জমিতে ঘাস কাটছিলো গিল। জনকে আসতে দেখে কাস্তেটা শানপাথরের ওপর রেখে ঘষতে বসলো সে।

'কী খবর, জন। তুমি সত্যি চলে যাচ্ছো?'

'হ্যাঁ, মিঃ মার্টিন।'

'তোমায় যেতে দিতে মন চাইছে না আমার।'

'আমারও যেতে ইচ্ছা করছে না, মিঃ মার্টিন।'

'আমার সংগতি থাকলে তোমায় আমি এখানেই রাখতাম। এবার প্রচুর ফলন হয়েছে ঘাসের। অনেক কাজের চাপ আসছে আমার ওপর। আগে আমার স্ত্রী ঘাসের আঁটিবাঁধা এবং গাড়ি বোঝাই করার কাজে সাহায্য করতো। কিন্তু এখন তো আর ও তা করতে পারবে না।'

দুজনেই তারা গম্ভীরভাবে মেনে নিলো জীবনের এই বাস্তব সত্যটা। বাড়তি কাজ করতে হবে ভেবে মনে মনে অবশ্য আত্মতৃপ্তিবোধ করছিলো গিল।

'হ্যাঁ, স্যার,' বললো জন।

'অন্যকোথাও কাজ পেয়েছো তুমি ?'

'ঘাসকাটার ব্যাপারে মিঃ লেপার্ডকে সাহায্য করবার জন্যে তাঁর সাথে এন্ড্রুজ টাউন যাবো বলে কথা দিয়েছিলাম।'

গিল একটু ভেবে বললো, 'আমার তো মনে হয় ঠিকই করেছো তুমি।'

'তারা ওখানে কেবল দুরাত থাকবে বলে ঠিক করেছে। ওদিককার কোনো খবর জানা নেই আমার। আপনি কিছু বলতে পারবেন?'

'আমি আসলে কোনো খবরই রাখি না,' বললো গিল। 'জায়গাটা কিন্তু বেশ দূরে।'

'বোধকরি ওখানে কোনো অসুবিধা হবে না আমাদের।'

'জো বোলিও এখন ঠিক এডমেস্টনের ওদিকে আছে। আচ্ছা, তোমাদের সাথে আর কে-কে যাচ্ছে?'

'আমাদের দলটিতে থাকবে বেলরা বাপবেটা দুজন, হইয়্যার এবং স্টারিং। আর সেইসাথে থাকবে বেলের বউ, মিসেস হইয়্যার এবং মিসেস স্টারিং। স্ত্রীলোকেরা যাচ্ছে

www.pathagar.com

আঁটিবাঁধার কাজ করতে। তারা আমাদের রান্না করেও খাওয়াবে। কথাটা আমাকে বলেছেন মিঃ লেপার্ড,' বললো জন।

'স্ত্রীলোকদের সাথে নেয়া উচিত হবে না তাদের।'

'আমার মনে হয় সবকিছু স্বাভাবিকই থাকবে ওখানে। তেমন কোনো অসুবিধার কারণ বোধকরি ঘটবে না,' আবার বললো জন।

'বেশ। তোমার কল্যাণ কামনা করি, জন। ভালোয়-ভালোয় যেনো ফেরো তুমি।'

হাত তুলে গিলকে বিদায়-অভিবাদন জানালো ছেলেটা। 'আপনি সত্যি ভালো ব্যবহার করেছেন আমার সাথে। ধন্য হয়েছি আমি আপনার সঙ্গ পেয়ে। এণ্ড্রুজটাউন থেকে ফিরে এলে এখানে একবার আসবো। অন্য কোনো কাজ না পেলে হয়তো দিন দুয়েক আপনাকে সাহায্য করতে পারবো।'

কাস্তেটার ওপর ঝুঁকে ছেলেটার চলে যাওয়া দেখলো গিল। জন সত্যি একটা ভালো শ্রমিক, মনে মনে ভাবলো সে। খামারে ওকে রাখতে পারলে ভালোই হতো। লানার প্রসবকাজের জন্যে ডাঃ পেট্রিকে ফি দিতে না-হলে নিজের পকেটের পয়সা দিয়েই জনকে রাখতে পারতো সে। খামারটার দেখা শোনা আর ফাইফরমাশের জন্যেই প্রয়োজন ছিলো ছেলেটাকে। জমির দিকে তাকিয়ে সে ভাবলো আরেকটি নিড়ানিতে ক্ষতি হবে না ভুট্টা-ফসলের। তাছাড়া, প্রচুর ফলন হবে ঘাসের। এদিকে গমের চারাগুলিকেও বেশ তেজিয়ান দেখা যাচ্ছে। সীমান্তের এপাশের সবকটি খামারেই অন্য যে-কোনো বারের চাইতে এবার অনেক ভালো ফসল হওয়ার স্পষ্ট লক্ষণ দেখতে পাচ্ছে সে।

কিন্তু ঘাসে পোঁচ দেয়ার ফাঁকে-ফাঁকে বাড়িটার দিকে না তাকিয়ে পারছিলো না গিল। সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে চোখ চলে যাচ্ছিলো আবার উপত্যকা ছাড়িয়ে দিগন্তরেখাটার পানে। এভরিজ ব্লকহাউস থেকে ডেটন দুর্গ পর্যন্ত যেখানে ঝুলছিলো আকাশটা। চোখ ঘুরিয়ে এনে আবার সে তাকালো বাড়িটার দিকে।

বাড়িটার চালচিত্র ছিলো একইরকম। মিসেস ম্যাকলেনার এবং ডেইজিকে তাদের কাজে ব্যস্ত দেখতে পেতো সে প্রতিদিনকার মতোই। আজকাল বাড়ির বারান্দায় লানাকেও অতিমাত্রায় ব্যস্ত থাকতে দেখা যেতো। শিশুর যত্নআত্তি নিয়েই সময় কাটাতো লানা। কিন্তু খামার বাড়ির সাবেক ঘরটায় ওদের ফিরে যাবার কথা যদি লানা কখনো তুলতো কিছুতেই তাতে কান দিতে চাইতেন না মিসেস ম্যাকলেনার। দুর্গগুলির

www.pathagar.com

কোনো একটিতে তাঁর নিজের সরে যাবার কথা উঠলে তিনি যেমন না–না করতেন, এব্যাপারেও তেমনি সায় দিতেন না। পাল্টা প্রশ্ন তুলে বলতেন, 'কী–যে আক্কেল তোমাদের। অমন দম–আটকানো একটা কেঠোঘরে থাকতে চাইছো? এরকম হাওয়া খেলানো ঠান্ডাঘরে বাচ্চাকে না–রাখলে খারাপ হয়ে পড়তে পারে ওর শরীর।'

দুর্গের ব্যাপারেও তাঁর ধারণাটা ছিলো বাস্তবের খুব কাছাকাছি। সবকটি দুর্গই গিজ–গিজ করছে লোকে। গত সপ্তাহের শেষদিকে ওয়াইওমিংয়ে বাটলারের আক্রমণের খবরটা ছড়িয়ে পড়বার পর স্কুইলার বসতের প্রায় সবাই সরে এসেছে দুর্গে। স্থানীয় পরিবারগুলির সবার স্থান সংকুলান হলো না লিটল স্টোন অ্যারাবিয়া সেনাছাউনির চারদেয়ালের ভেতর। এখন ক্রিক্‌–উপত্যকা এবং দক্ষিণে এণ্ড্রুজটাউনের আশপাশের লোকজন এসে আরো ভিড়াক্রান্ত করে তুলেছে দুর্গগুলিকে। 'দুর্গে বাস করবো আমি?' খেঁকিয়ে উঠেছিলেন মিসেস ম্যাকলেনার। 'ওখানে যারা থাকে তাদের গায়ের বিচ্ছিরি গন্ধ নাকে শুঁকে দেখেছো তোমরা? মাছির ভন্‌ভনানি শুনেছো? এর চেয়ে ঢের ভালো রেডইন্ডিয়ানদের হাতে পড়ে খুন হওয়া। ওরা যদি আমার মাথার খুলির চামড়া কেটে নেয় তাতেও আপত্তি করবো না আমি। কিন্তু ওরকম নরকে যেতে কিছুতেই আমায় রাজি করাতে পারবে না তোমরা। বলে রাখলাম।'

আসলে দুর্গের বাইরে থাকতে কেউই সাহস পাচ্ছিলো না। এমনকি, আশপাশের কিছু পরিবারও ওয়াইওমিংয়ের ঘটনার খবর শুনবার পর থেকে রাতের বেলায় এসে আশ্রয় নিতো দুর্গে। বাটলারের হানাদার বাহিনীতে ছিলো ওয়াইওমিংয়ের টোরিরা। এরা ছিলো পলাতক ঠ্যাঙ্গাড়ে। তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে নিজেরা সটকে থাকতো নিরাপদ দূরত্বে। জলাজায়গায় আটকা পড়ে না খেয়ে থাকতে হতো অসহায় নারী এবং শিশুদের। মওসুমের এই সময়টাতে বইচি জাতীয় এমন কোনো পাকা ফল ছিলো না জলায় যা খেয়ে বেঁচে থাকতে পারতো এই আটকে পড়ারা। এ অবস্থায় অনেকেই মারা পড়লো খাদ্যাভাবে। শেষপর্যন্ত যারা নাকের ডগায় শ্বাস নিয়ে কোনোরকমে ফিরে আসতে পেরেছিলো উইলকেসবার বসতে তাদের অর্ধেকেরও বেশি ছিলো বিবস্ত্র, মাছিমশার কামড়ে ক্ষতবিক্ষত এবং পালাজ্বরে আক্রান্ত। বাঁচবার ভরসা তাদের বড়ো একটা ছিলো না। উনাডিলার টুসকারোরা গোত্রের এক রেডইন্ডিয়ান বন্ধুর কাছে তাদের এ দুঃসহ যন্ত্রণার কাহিনীটা শুনেছে নীলপিঠ। রেডইন্ডিয়ানরা নাকি ওই জলাটার নাম দিয়েছিলো 'মৃত্যুর ছায়া।' বোধকরি যুদ্ধকালেও এরকম বর্বরতার আশ্রয় নেয়া সম্ভব নয় কোনো সভ্য মানুষের পক্ষে।

www.pathagar.com

পুবদিকে নদীর ওপার থেকে আসছিলো একটি কুকুরের চিৎকার। ঘাসে কাস্তের পোঁচ দিতে দিতে থামলো গিল। জংগলের দিক থেকে আসা পঙ্গপালের একঘেঁয়ে ঝাঁ-ঝাঁ আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছিলো না সে। এর জন্যে মনে মনে অভিসম্পাত দিচ্ছিলো সে পোকাগুলিকে। কারণ, দূরের শব্দ তার কানে আসতে পারছিলো না তাদের হল্লার জন্যে। নদীর দিকে দৃষ্টি তুলে ধরে সে দেখলো, ওপারের মাঠে ঘাসকাটায় ব্যস্ত লোকগুলিও হঠাৎ কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। যেখানে তারা রাইফেল রেখেছিলো তাদের জন কয়েককে সেদিকে অলসভংগিতে এগিয়ে যেতে দেখা গেলো। গোটা উপত্যকাটা কেমন যেনো স্তব্ধ হয়ে পড়েছে মনে হলো। বার বারই এরকম ঘটনা ঘটতে দেখেছে গিল। লোকজন ঠিক এভাবেই হঠাৎ কাজ বন্ধ করেছে এবং সবাই একইদিকে তাকিয়ে থেকেছে। বাড়িটার পানে আবার দৃষ্টি তুলে ধরলো সে। সবকিছুই স্বাভাবিক ছিলো সেখানে। শুধু বাচ্চাটা যেন কিসের এক অজানা ভয়ে কঁকিয়ে উঠেছিলো। কিন্তু বাড়ির কেউ খেয়ালও করেনি সেদিকে।

ঠিক এ-সময় কুকুরটা আবার গলা চড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলো এবং তীরবেগে পাহাড়ের চড়াই বেয়ে ছুটে গেলো পাশের জংগলে। সবাই বুঝলো একটা খরগোশের পিছু নিয়েছে জন্তুটা। এই মুহূর্তে অমন আকাশফাটানো ঘেউ ঘেউ গর্জন এবং ছোটাছুটির নমুনা দেখে মনে হলো যেনো গোটা সৃষ্টির লক্ষ্য হলো একটি খরগোশ আর তার পিছু ধাওয়া-করা একটি কুকুর। যন্ত্রচালিতের মতন আবার ঘাসের ডাঁটায় পোঁচ বসাতে শুরু করলো গিলের হাতের কাস্তেটা।

এদিকে বাড়িতে দ্বিতীয় দফায় বুকের ব্লাউজটা খুলে বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে বসেছিলো লানা। রোজ দুবার স্তন দিতো ও বাচ্চাকে। বিবাহিত জীবনের প্রথম দিনগুলির পর এরকম প্রশান্তি আর কখনো বোধ করেনি লানা। নিজের জন্যে এবং গিলের জন্যে এখন আর কোনো দুশ্চিন্তা ছিলো না ওর।

শিশুটি ছিলো ওদের দুজনেরই মিলিত জাগতিক সাফল্যের এক কোমল পেলব সুকান্ত নিদর্শন। একইসংগে সে ছিলো লানার জন্যে এই চলমান জাগ্রত সংসার আর গিলের বিপক্ষে এক শক্তিমান রক্ষাকবচ। ছেলেটা ধীরে ধীরে একদিন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ হয়ে উঠবে এই ভাবনাটা অস্পষ্টভাবে রেখাপাত করতো লানার মনে। এছাড়া ভবিষ্যৎ নিয়ে তেমন কোনো চিন্তাই ছিলো না ওর। আপন হৃদয় জুড়ে পরিপ্লুত মাতৃস্নেহ এবং

www.pathagar.com

সন্তানকে বুকের স্তন দেয়ার মধ্যে যে অনাবিল প্রশান্তি, তার বাইরে আর কোনো কিছুই স্পর্শ করতে পারছিলো না ওকে। ছেলেকে স্বচ্ছন্দে পেটপুরে দুধ খাওয়াতে পারবে এটা যখন ও বুঝলো, আপনা থেকেই প্রাণটা ওর ভরে উঠলো গর্বে। ক্ষীণাঙ্গী মেয়ে হলেও ফল্গুধারার মতন দুধের সুপ্রচুর প্রবাহ ছিলো ওর স্তনে। আর ছেলেটাও ছিলো রীতিমতো একটা পেটুক। ডাক্তারের হিসেব অনুসারে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় ওর ওজন ছিলো দশ পাউন্ড। লানার চেয়ে অনেক বেশি স্বাস্থ্যবতী এবং সুডৌল মেয়েও ঈর্ষাবোধ করতো এরকম ফুটফুটে নদরকান্তি ছেলে জন্ম দিতে পারলে।

মিসেস ম্যাকলেনার প্রায়ই লক্ষ্য করতেন বাচ্চাকে দুধ দেয়ার সময় হলে কেমন আত্মনিমগ্ন হয়ে পড়তো লানা। অন্য অনেক মেয়ের মতন এটা ওর কাছে একটা ছক-বাঁধা নিয়মমাত্র ছিলো না। বলতে গেলে ওর সারাদিনটাই উন্মুখ অপেক্ষায় কাটতো এই নির্দিষ্ট সময়টার জন্যে। মিসেস ম্যাকলেনারের মতে, স্বাভাবিক একটি মাতৃত্ব ছিলো লানার মধ্যে। তাঁর নিজের যদি এ সময় এরকম একটি ছেলে হতো তাহলেও তিনি অমনটা সন্তান সোহাগকাতর হতে পারতেন না। এখন থেকে গিলকেও গুণে গুণে পা ফেলতে হবে পারিবারিক শকটার পেছন পেছন, তার চাকার সাথে তাল রেখে। সে এখন কেবল মেয়েটার স্বামী নয়, তার পরিবারেরও পিতা। লানার প্যালাটাইন রক্তের মধ্যেই নিহিত ছিলো পরিবারের কর্তা হিসেবে স্বামীর প্রতি পিতৃত্ব আরোপের এই সহজাত অনুভূতিটি। বিয়ের আগেই ওই অঞ্চলের কিছু কিছু মেয়ে পারিবারিক প্রতিবেশে থেকে সঞ্চয় করে জীবনের এই বিচিত্র দুর্লভ অভিজ্ঞতা। এরপর দাম্পত্য জীবন শুরু হলে সেই শিক্ষা নিয়ে তারা হয় খাঁটি জননী। 'প্রয়োজন না-হলে নিজের এবং ছেলের জীবনের চার দেয়ালের বাইরে রাখবে ও স্বামীকে,' মনে মনে বলতেন মিসেস ম্যাকলেনার। একজন আইরিশ মহিলার কাছে ব্যাপারটা ছিলো সত্যি অভাবনীয়।

কিন্তু আসলে এর সবটুকু একরকম ছিলো না। একটা আত্মতৃপ্তিবোধ নিয়েই সবসময় গিলকে অভ্যর্থনা জানাতো লানা। স্বামীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন দেখা যেতো ওকে। গিল যা চাইতো যথানিয়মে তা পেতো লানার কাছ থেকে। এতে সুখীই ছিলো গিল। কিন্তু তা-সত্ত্বেও সে ছিলো একজন বাবা এবং এ দায়িত্ববোধটা তাকে বিশেষভাবে ঘিরে রেখেছিলো। গিল কেমন করে এরকম একটা মানসিক প্রবণতার মধ্যে বাস করতে পারে ভেবে অবাক হতেন মিসেস ম্যাকলেনার।

www.pathagar.com

দিনতিনেক পর খুব ভোরে নাস্তা খাওয়ার জন্যে বাড়িটায় এসে হাজির হলো জো বোলিও। আগের দিন অনেকরাতে উপত্যকায় পৌছে ডেমুথের গোলাঘরে গিয়ে ঘুমিয়েছিলো সে। এখন বাড়িতে ঢুকেই সে একটু ভালো খাবার, স্নান, দাড়িকামানো এবং পালকের নরোম বিছানায় শোবার চাহিদার কথা তুললো। দক্ষিণ দেশে কোথাও এসবের বালাই নেই বলে জানালো জো। এদিকে কোনো খবরও সেই তল্লাট থেকে সে উদ্ধার করতে পারেনি। ডেইজির হাতের ভুট্টার কেক তার খুব পসন্দ একথাও জোর দিয়ে বললো সে। যদিও অ্যাডাম হেলমারের মতে কেকের কোনো জাতই নয় এগুলি। খাওয়াটা সেরে গিলের সাথে মিনিটকয়েক গল্প করে কাটানোর জন্যে ঘাসের জমিতে গেলো জো।

'ছেলেটা দেখতে বেশ নাদুসনুদুস হয়েছে,' গম্ভীরকণ্ঠে বললো সে। 'এর আগেরবার আমি যখন এখানে ছিলাম তখুনি দেখেছি ওকে ধাঁইধাঁই করে বেড়ে উঠতে।'

জো'র কথা শুনে দাঁত বের করে হাসলো গিল।

'প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্য পাচ্ছে সে।'

'প্রভুর দোহাই, তাই নাকি!' জো'র স্বরে উল্লাস।

'পাহাড়ের ওদিককার আস্তানাটায় কে বাস করছে এখন?' জিজ্ঞেস করলো গিল।

'কেউ না,' বললো জো। 'ওখানে একা থাকতে থাকতে বিরক্তি ধরে গিয়েছিলো আমার। তবে অ্যাডামের ফিরে আসবার কথা আগামীকাল।'

'কোথায় এখন অ্যাডাম?'

'জন বাটলার নায়াগ্রার দিকে ফিরে যাচ্ছে। অ্যাডাম অনুসরণ করতে গেছে তাকে। সীমান্তের এদিকে এখন নজর রাখবার কোনো মানে হয় না। কারণ, উনাডিলা থেকে দলবল নিয়ে সরে গেছে হানাদারেরা।'

'শোনো, জো। এড্রুজটাউনবাসীদের কাউকে কী দেখেছো তুমি?'

'না, দেখিনি। এণ্ড্রুজটাউন হয়ে তো আসিনি আমি। বসতটার পশ্চিমের পাহাড়ের বাঁক ঘুরে আসতে হয়েছে আমায়। আচ্ছা, কেনো বলো তো?'

'ওখানে আমাদের কিছুলোক গিয়েছিলো ঘাস কাটতে।'

মুখখিস্তি করে উঠলো জন। 'ব্যাটারা কেনো আমায় কথাটা আগে থাকতে বলেনি?'

www.pathagar.com

'তারা মনে করেছিলো তুমি দক্ষিণের ওদিকটায় আছো।'

'শোনো, ওখানে সবসময় থাকা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। হানাদারদের ওপর নজর রাখতে গিয়ে সপ্তাহদুয়েক তো জংগল থেকেই বেরুতে পারিনি। সবাই দেখছি দিব্যি ঘাসকাটা নিয়ে ব্যস্ত। এই হতভাগা বুনো জন্তুটার কথা ভাববার অবকাশ তাদের কোথায়। দ্বিতীয় পাহারাঘরটাও এখন খালি। ডিংম্যান লোকটি ওখানে নেই।' ক্ষেতের বেড়াটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো জো। 'দূর ছাই, কিছুই ঘটতে যাচ্ছে না।'

'মিসেস রিটারের জমিতে এখন ঘাস কাটার কাজ করছে ডিংম্যান। গেলো রাতটা ওখানে কাটিয়েছে তারা।'

'আচ্ছা?, বললো জো।

'স্ত্রীলোকেরাও গিয়েছে তাদের সাথে।'

বিস্ময়ে মুখ হাঁ করলো জো। 'ওখানে কী করবে ভেবেছিলো তারা?'

'ঘাস কাটবার কথা ভেবেছিলো। ঠিক আমার মতন। অন্যপাঁচজন যা করছে সে রকম। তারা ভেবেছে সীমান্ত রক্ষীরা তো আশপাশেই আছে।'

'শোনো বলছি,' বললো জো। 'সবাই ঘাস কাটবার জন্যে পাগল। কিন্তু আমাকে কিংবা অ্যাডামকে একটিবারও জিজ্ঞেস করলো না। আমাদের তো এসময়ে এদিক-ওদিক যাবার প্রয়োজন আছে। নাকি নেই? বুঝে দ্যাখো তুমি ব্যাপারটা।'

গিল বললোঃ 'চলো, ডেমুথের সাথে একবার দেখা করি গিয়ে। তারপর দু'জনই যাবো তাদের খোঁজখবর নিতে।' কাস্তেটাকে খাপের ভেতর ভরে বাহুতে বেঁধে নিলো সে এবং রাইফেলটা তুলে কাঁধে ঝুলিয়ে রাখলো।

হাঁটা দিলো জো।

'প্রভুর দোহাই! তুমি সত্যি একজন খাঁটি দায়িত্বশীল লোক, গিল।'

কোনো জবাব দিলো না গিল।

ডেমুথের সাথে কথা বলে সন্ধ্যা সাতটা বাজবার আগেই তারা রওয়ানা হয়ে গেলো। সড়কটা ধরে এগুতে লাগলো দুজন। দুটি মালটানা গাড়ির চাকার দাগ ছিলো রাস্তায়। সেদিকে ঘৃণার দৃষ্টি তুলে ধরে জো বললোঃ 'তারা বুঝি ভাবছে এটা একটা প্রমোদ বিহার?'

www.pathagar.com

'কী বোঝাতে চাইছো তুমি?'

'তাকিয়ে দ্যাখো, সবাই তারা মালটানা গাড়িতে করে গেছে। হয়তো গলায় গানও চড়িয়েছিলো। এবং বোধকরি মেয়েদের জন্যে কিছু আপেলের সুরাও সাথে নিয়েছিলো।'

'তারা নিশ্চয় গান গাইতে গাইতে যায়নি,' গম্ভীর হয়ে ভাবছিলো গিল। কিন্তু এটা সত্য জায়গাটার খোঁজখবর নেয়ার জন্যে যাত্রার আগে কাউকে ওদিকে পাঠায়নি তারা। একটা পায়ের চিহ্নও ছিলো না রাস্তায়। তেমনি হানাদারদেরও কোনো চিহ্ন কিংবা আভাস দেখা যাচ্ছিলো না পথের আশপাশে। জুলাই মাসের গরমে স্তব্ধ এবং রুদ্ধশ্বাস ছিলো অরণ্যভূমি। কেবল কানে ভেসে আসছিলো পঙ্গপালের গুঞ্জন। তারা দুজন ছাড়া গোটা সড়কটার দুধারে নড়াচড়া করছিলো না কিছুই।

এখান থেকে সড়ক পথে সোজা আধমাইল দক্ষিণে এণ্ড্রুজটাউন। মোহক উপত্যকাটাকে পেছনে রেখে পাহাড়ের ভেতর দিয়ে পথ কেটে যাচ্ছিলো তারা। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো জো। 'কান পাতো' উৎকর্ণ হয়ে বললো সে। তার পেছনে থামলো গিল। বন্দুকের গুলির আওয়াজের মতন কীএকটা শব্দ শোনা যাচ্ছিলো বলে মনে হলো জো'র। মুহূর্তকয়েক পরেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো তাদের দুজনের কাছেই। পর পর শোনা গেলো দ্রুতলয়ের আধাডজন গুলির শব্দ।

'প্রভু!' বললো জো। 'আমি ভাবছি ওরা তার নাগাল পেলো কিনা?'

'কার নাগাল পাওয়ার কথা বলছো?' গিলের মাথাটা ঘুরতে শুরু করলো।

'হ্যা।' কর্কশ শোনালো জো'র গলা। 'কে একজন পালিয়ে যাচ্ছিলো। ওই গুলি ছোঁড়া হয়েছে তাকে লক্ষ্য করে। সম্ভবত লোকটা জংগলের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছিলো। সন্ত্রাসীরা নিশ্চয় লাইনবেঁধে এগিয়ে আসছে।'

ছুটতে শুরু করলো জো। 'দৌড়াও,' বললো সে।

মাথা তুলে কুকুরের মতন এমনভাবে দৌড়াচ্ছিলো জো যেনো বাতাসে কিসের গন্ধ পেয়েছে। টলতে টলতে ছুটলেও তার প্রতিটি পদক্ষেপ বিস্ময়কররকম সমান তালে পড়ছিলো মাটিতে। বেশ শান্ত এবং ধীরস্থির দেখাচ্ছিলো জো'কে। দৌড়াতে দৌড়াতেই গিলের সাথে কথা বলছিলো সে।

'ওরা সবাই বসতের বাড়িগুলির দিকে নজর রেখেই গুলি ছুঁড়ছে,' বললো জো। 'মানুষগুলিকে নিশ্চয় ওরা ঘরের ভেতরেই পেয়েছে।'

www.pathagar.com

মিনিটবিশেক পর ছোটার গতিটা মন্থর করলো জো। আরো দুটি গুলির আওয়াজ কানে এলো তাদের। এরপর অখন্ড একটা নিস্তব্ধতা। তিনমাইলের কিছু বেশি পথ অতিক্রম করেছিলো সে এবং গিল।

'দৌড়াতে দৌড়াতে সোজা হানাদারদের কোলের ওপর গিয়ে পড়ার কোনো মানে হয়না,' বললো জো। 'তাছাড়া বাতাসটাও এখন থিতিয়ে এসেছে।' আস্তে আস্তে গভীরভাবে শ্বাস টেনে দম নিচ্ছিলো সে। ঘামের বড়ো বড়ো ফোঁটা চকচক করছিলো তার কপালের বলিরেখায়। 'পাহাড়ের আরো একটু ওপরে উঠলে গা-ঢাকা দেয়ার জায়গা পাবো আমরা। আর সেখান থেকে লক্ষ্য করা যাবে সন্ত্রাসী দলটার গতিবিধি।'

পাহাড়ের ঢালটায় ওঠার জন্যে পশ্চিমের টিলার চারদিকে চক্কর দিতে হলো তাকে। কারো নজরে পড়ার এবং পিছু ধাওয়ার ভয় থাকলে শুরুতে পাহাড়ের চড়াইয়ের অর্ধেক পথ দৌড়ে দৌড়ে পার হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ, পিছুনেয়া লোকটি পাহাড়ের কাছে এসে প্রথমেই থমকে দাঁড়াবে। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গোটা পাহাড়টা চোখ দিয়ে জরিপ করবার জন্যে বেশ কিছুক্ষণ সময় নেবে। এই অবসরে গুলি ছুঁড়বার সঠিক দূরত্ব বেছে নেবার আগেই তাকে সহজে ঘায়েল করা যায়।

জো এবং গিল পাহাড়ের চড়াইতে উঠে চারদিকে বেশ কয়েক পাক ঘুরে বেছে নিলো একটা ঘনঝোপ। সেখান থেকে গাছপালার ফাঁক দিয়ে তারা দেখতে পেলো নিচের ক্ষুদে বসতটা। সাতটা বাড়ি, কাঠের পাঁচটা ছোটো গোলাঘর এবং ফসল রাখবার গুটিকয়েক ছাউনি ছিলো জায়গাটায়। দুজনেরই পরিচিত বসত এটি। মাঠের প্রায় চার একর জমির ঘাস কাটা হয়েছিলো। কখন কাজটা করা হয়েছে তারা তা জানতো না। কিন্তু তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো না ঘাসের ওপর।

তারা দেখছিলো রাস্তায় কিলবিল করা লোকগুলিকে। দলটায় ছিলো ষাটজনের মতো রেডইন্ডিয়ান। মাথায় পালক এবং মুখে রং-মাখা ছিলো তাদের সবারই। একটা কাঠের বাড়ির চারপাশটা ঘেরাও করে দাঁড়িয়েছিলো এই হানাদাররা। মাত্র কিছুক্ষণ হলো আগুন লাগায় তারা বাড়িটায়। ঘনকালো ধোঁয়া উঠছিলো ফিকে-লাল এবং হলদেটে শিখাগুলির মাঝখান থেকে। পাহাড়ের গাছগুলির মাথাছুঁয়ে আকাশে পাক খাচ্ছিলো ধোঁয়ার কুন্ডলিটা। হঠাৎ গোটা বাড়িটাকে বেষ্টন করলো দাউ-দাউ আগুন। এত দ্রুত একটা বাড়ি পুড়ে ছাই হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাসই করা যেতো না।

হঠাৎ রুদ্ধশ্বাসে জো বললো, 'ওই বাড়িটার ভেতরে নিশ্চয় কেউ ছিলো।'

www.pathagar.com

'কেমন করে বুঝলে তুমি?'

'তা না-হলে ওভাবে বাড়িটা ঘিরে রাখতো না তারা। লক্ষ্য করে দ্যাখো, অন্যসব বাড়ি থেকে সবকিছুই তারা সাধ্যমতো বের করে এনেছে লুটে নেয়ার জন্যে'।

পোড়া-বাড়িটা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে গিল তার তীক্ষ্ণ চোখদুটি তুলে ধরলো রেডইন্ডিয়ান দলটার ওপর। তাদের মাঝখানে তিনজন স্ত্রীলোককে সে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেলো। পাথরের মতন বোবা এবং নিথর দেখাচ্ছিলো তিনজনকেই। বাড়িটার পুড়ে-যাওয়া দেখছিলো তারা বিষণ্ন চোখে। ভয়ংকর কোনোকিছু দেখলে মেষ শাবকেরা যেমন করে তাকায় তাদের দৃষ্টিতে ছিলো অবিকল সেরকমেরই একটা আতংক। একটু পরেই বাড়ির ছাদটা ধসে পড়লো তাদের চোখের সামনে। কিন্তু বাড়ির ভেতর কেউ থেকে থাকলেও কোনো শব্দ শোনা গেলো না। জো বললো ঃ 'কেউ যদি এতক্ষণ ভয়ে ভেতরে লুকিয়ে থাকে এবার সে নির্ঘাৎ মারা পড়বে।' একটু পরেই সে আবার বললো ঃ 'চেয়ে দ্যাখো, ওখানে কাকে যেনো পাকড়াও করেছে ওরা।'

বেড়ার ওপর একটা লাশ ঝুলে থাকতে দেখলো গিল। বুড়ো বেলের লাশ ওটা। তার একটা পা বেড়ার খুঁটির ভেতর দিয়ে গলিয়ে দুইহাত এবং মাথাটা নিচের দিকে টেনে রেখে খুলির চামড়া কেটে নিয়েছে বর্বরেরা। রক্তাক্ত মাথাটার একটা গর্তে কালো হয়ে বসেছিলো একঝাঁক মাছি।

আরো কোথায় কী ঘটছে দেখবার জন্যে একগাছ থেকে আরেক গাছে অবস্থান বদল করতে লাগলো জো। তাকে অনুসরণ করছিলো গিল। জংগলের বেশ দূরের একটা গাছের মাথার দিকের ডালে উঠলে পর পোড়া-বাড়িটার অন্যপাশটা নজরে পড়লো দুজনেরই। সেখানে তারা দুটি লোককে রাস্তার দিকে মুখ-করে পড়ে থাকতে দেখলো। এদের একজন বুড়ো বেলের ছেলে ছোটো বেল। নিজের ঘরের দরোজার সামনে মুখ থুবড়ে পড়েছিলো সে। দ্বিতীয় লোকটিকে অতো দূর থেকে ঠিকমতন চেনা যাচ্ছিলো না। তবে তারা ধরে নিয়েছিলো স্টারিংয়ের ছেলে হবে সে। জো শাপান্ত করতে শুরু করলো।

একটা রেডইন্ডিয়ানকে তাক করে গুলি ছুঁড়বার জন্যে প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিলো গিল। গোটা দলের মাঝখান থেকে যে-কোনো একজনকে ধরাশায়ী করতে চাইলো সে। ব্যাপারটার পরিণাম চিন্তা করে আঁতকে উঠলো জো। ফিসফিসিয়ে বললো ঃ 'গুলি ছুঁড়ো না যেনো। ওদের এতো লোকের মধ্যে কিছুই করার উপায় নেই আমাদের। লেপার্ড, হইয়্যার কিংবা জন উইভার কাউকেই তো দেখতে পাচ্ছি না এখানে। হয়তো

www.pathagar.com

তারা আগেই সরে পড়েছে।' বন্দুকের নলটা ঝুলছিলো তার হাতের ভেতর থেকে। 'এই দলটার সবকটি লোকই রেডইন্ডিয়ান নয়, গিল। ওদিকে তাকিয়ে দ্যাখো।'

লেপার্ডের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেলো সবুজকোটওয়ালা একটি লোককে। ঘটনাটার ব্যাপারে কেমন যেনো নির্বিকার মনে হচ্ছিলো লোকটাকে। রেডইন্ডিয়ানদের কাছে গিয়ে তাদের সাথে দাঁড়িয়ে সে দেখছিলো পোড়াবাড়িটা। সে কী-একটা বলতেই কাঠের জ্বলন্ত ফালিগুলি হাতে হাতে তুলে নিতে শুরু করলো রেডইন্ডিয়ানরা।

'বাটলারের রেঞ্জার বাহিনীর লোক সে,' বললো জো। 'তোমার কী মনে হয়, লেপার্ড এবং জন উইভার দুর্গে ফিরে যাওয়ার সময় পেয়েছে?'

কোনোরকম সাড়া দিলো না গিল। তার মন জুড়ে বসেছিলো পুরোনো বাড়িটার স্মৃতি। রেডইন্ডিয়ানদের আগুনে পুড়বার পর তার বাড়িটার চেহারা নিশ্চয় এরকমই হয়েছিলো।

বাটলারের লোকটা ঘাড় তুলে স্ত্রীলোকদের ওপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো। তার মুখ ছিলো গিলের দিকে।

'জো!'

'অমন চেঁচিয়ে কথা বলো না,' বললো জো।

'ও-লোকটা ক্যাল্ডওয়েল!'

একসপ্তাহ আগের বাসর রাতের স্মৃতি যেমন লোকের মনে জ্বলজ্বল করে ঠিক সেরকম ক্যাল্ডওয়েলের ছবিটা গাঁথা ছিলো গিলের মনে। চোখের ওপর সেই ছদ্মবেশী পট্টিটা না-থাকলেও লোকটাকে চিনতে এতটুকু কষ্ট হলো না তার।

রাস্তা ধরে উত্তরদিকে হেঁটে যাওয়ার জন্যে স্ত্রীলোকদের ইশারা করলো ক্যাল্ডওয়েল। তাদের লক্ষ্য করে কী যেনো বলছিলো সে। স্ত্রীলোকেরা প্রায় নির্বোধের চেহারা নিয়ে তার দিকে ফিরে তাকালো। আর লোকটাকে দেখা গেলো বাতাসে হাত ছুঁড়তে। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে রাস্তা বরাবর চলতে লাগলো মহিলাদের দলটা। আশপাশের বাড়ি এবং গোলাঘরগুলিতে আগুন লাগাচ্ছিলো রেডইন্ডিয়ানরা। কিছুক্ষণ পর-পরই মাথা তুলে তারা দেখছিলো সেসব নারকীয় দৃশ্য। দেখতে দেখতে মাছির ঝাঁকের মতন

www.pathagar.com

গোটা বসতটাকে ঘিরে ফেললো হানাদার বাহিনীটা। এমনকি, তাদের মধ্যে দুজনকে দেখা গেলো ঘাসের মাঠের ভেতর দিয়ে তল্লাশি চালিয়ে এগিয়ে যেতে।

স্ত্রীলোকদের একজন দৌড়াতে শুরু করলো। অন্য দুজন মনের তেমন জোর না পেয়ে গুটিগুটি পায়ে তাকে অনুসরণ করে চললো। তারা পালাচ্ছে ভেবে আধাডজন রেডইন্ডিয়ান আগুন লাগানো বন্ধ করে চেঁচিয়ে উঠে পিছুতাড়া করলো তাদের। স্ত্রীলোকগুলি এবার উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে লাগলো। চিৎকারের শব্দ শুনে বাদবাকি রেডইন্ডিয়ানরাও তাদের হাতের জ্বলন্তকাঠি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একযোগে চেঁচিয়ে উঠলো এবং সদলে ছুটে এলো রাস্তায়।

কুকুরের মতন ঠকঠকিয়ে কাঁপছিলো গিল। কেমন যেনো হিম হয়ে উঠলো তার সমস্ত শরীর। জো'র পানে তাকিয়ে চিৎকার দিতে শুরু করলো সে ঃ 'আমাদের একটা কিছু করতেই হবে।'

জো তার দিকে কাত হয়ে হাতের থাবা মারলো তার মুখে। 'মুখ বন্ধ করো, আহম্মক। বন্ধ করো, বলছি।' ওদের গতিবিধির ওপর নজর রাখবার জন্যে ঘাড় ফেরালো সে।

কী ঘটতে যাচ্ছে দেখবার জন্যে কৌতূহলে ঝকমক করছিলো জো'র চোখদুটি। শান্ত থাকবার জন্যে বার বার সে বলছিলো গিলকে, 'রেডইন্ডিয়ানদের নিরস্ত করতে পারবো না আমরা। গুলি করলেও না।'

জো'র ধারণাটাই যে ঠিক গিল এখন চোখের সামনে তা স্পষ্ট দেখতে পেলো। স্ত্রীলোকদের সহজেই কাবু করে ফেললো রেডইন্ডিয়ান হানাদার দলটা। পিছুধাওয়া করলেও এ–ব্যাপারে তেমন কোনো তাড়াহুড়া ছিলো না তাদের। ঘটনাটা আঁচ করতে পেরে আতংকিত হয়ে পড়েছিলো সবকটি মেয়েমানুষ। তারা তখনো সড়কটা ধরে দৌড়াচ্ছিলো দিশেহারা হয়ে। মেয়েমানুষ দৌড়াতে গেলে যেমন হয় সেরকম একটা উদ্ভট এলামেলোভাবে তাদের পা পড়ছিলো মাটিতে। জংগলের কাছাকাছি এসে তাদের ধরে ফেললো রেডইন্ডিয়ানরা। আরেকবার গলা উঁচিয়ে তীব্রস্বরে হুংকার ছেড়ে ঘিরে ফেললো তারা তিনটি মেয়েমানুষকে।

ছয়সাতটি রেডইন্ডিয়ান পুরুষ ঘাড় চেপে ধরে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলো স্ত্রীলোকদের এবং সংগেসংগে হুমড়ি খেয়ে পড়লো তাদের গায়ের ওপর। অন্যরা তাদের

www.pathagar.com

চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থেকে হাঁক ছাড়তে লাগলো। তবে দুচারজন হাসছিলো মুখ টিপে।

জো হঠাৎ বললো ঃ 'আমার মনে হয় ওরা হত্যা করবে না মেয়েমানুষগুলিকে।'

গিল দেখলো রাস্তায় দাঁড়িয়ে রেডইন্ডিয়ানদের দিকে দৃষ্টি তুলে ধরে রেখেছে শ্বেতাংগ অফিসারটি। তাদের নিরস্ত হওয়ার জন্যে কোনোরকম ইংগিতই করলো না সে। বরং দূরে দাঁড়িয়ে থেকে সে উপভোগ করছিলো দৃশ্যটা। এরপর পেছন ফিরে ধীরেসুস্থে হাঁটা দিলো লোকটা আগুন লাগানোর কাজটা তদারক করতে। তিনটি মেয়েমানুষ এবং রেডইন্ডিয়ান হানাদার দলটির দিকে ফিরে তাকালো গিল। একটু পেছনে সরতে দেখা গেলো চারপাশের ভিড়টাকে। প্রায় সংগেসংগেই আবার তীব্র হুংকারধ্বনি উঠলো। একটি রেডইণ্ডিয়ান নিচু হয়ে একজন স্ত্রীলোকের পেটিকোট খুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো এবং ওটা বাতাসে দোলাতে লাগলো। এবার সবকটি রেডইন্ডিয়ানই একযোগে হাঁক ছাড়লো। আরেকটি রেডইন্ডিয়ান নিচু হয়ে একটি খাটো গাউন খুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দুইডজন রেডইন্ডিয়ান স্ত্রীলোকদের বিভিন্নধরনের বস্ত্রখন্ড খুলে নিয়ে দোলাতে লাগলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। একটু পরেই তারা সবাই সরে গেলো পেছনের দিকে। জো এবং গিল পাহাড়ের ওপরকার জংগলটার ভেতর থেকে এবার তিনটি মেয়েমানুষকে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলো রাস্তার উদাম জায়গাটায়।

রেডইন্ডিয়ানরা সরে গিয়ে যেখানে দাঁড়িয়েছিলো সেখান থেকে তারা একনজর দেখলো মেয়েমানুষগুলিকে এবং তাদের সব পেটিকোট, গাউন আর অন্য কাপড়চোপড় নাড়তে লাগলো তাদের দেখিয়ে দেখিয়ে। ঠিক এই সময় সবুজকোটওয়ালা শ্বেতাংগ অফিসারটির ঠোঁটের হুইসেল বেজে উঠলো তীক্ষ্ণধ্বনি তুলে। রেডইন্ডিয়ানরা এলোমেলো পায়ে ছুটে গেলো লোকটার দিকে।

পর্যুদস্ত এবং হতচকিত হয়ে একই জায়গায় পড়ে থাকলো বিবস্ত্র মেয়েমানুষগুলি। রেডইন্ডিয়ানরা বেশ দূরে চলে যাওয়ার পর তারা আস্তে আস্তে একজন–একজন করে উঠে দাঁড়ালো। নিজেদের অগ্নিদগ্ধ ঘরবাড়ি, রেডইন্ডিয়ান হানাদার দল এবং মৃতদেহ তিনটির পানে তারা একপলক তাকালো ওই বেআবরু অবস্থায়। একটু পরেই তারা হাঁটতে শুরু করলো জংগলের দিকে। দূর থেকে তাদের লক্ষ্য করে বারকয়েক হাঁক ছাড়লো রেডইন্ডিয়ানরা। প্রতিটি চিৎকারের শব্দে তাদের কেঁপে উঠতে দেখা গেলো।

www.pathagar.com

প্রাণপণে তারা দৌড়াতে লাগলো। নগ্নতার জন্যে তাদের আর মেয়েমানুষ বলে মনে হচ্ছিলো না। কেমন একধরনের জন্তুর মতন দেখতে লাগছিলো তাদের। আগের চেয়েও অনেক উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছিলো তারা।

জো ফিসফিসিয়ে বললো : 'চলো গিল, আমরা নেমে পড়ি। ওদের আগে গিয়ে আমাদের পৌছতে হবে।'

দ্রুতপায়ে জংগলের ভেতর দিয়ে হেঁটে তারাদুজন রাস্তায় গিয়ে উঠলো। তাদের পায়ের শব্দ শুনে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে শুরু করলো মেয়েমানুষগুলি। তাদের ডাকবার সাহস পেলো না গিল এবং জো। ভয়ে পেছন ফিরে তাকাতে পারছিলো না দিগম্বরীরা। দুই শ্বেতাংগ চাইছিলো তাদের নাগালে যেতে। কিন্তু ছুটতে গিয়ে স্ত্রীলোকদের দুজন হুমড়ি খেয়ে পড়বার পরই কেবল গিল এবং জো তাদের সামনে এসে পৌছতে পারলো।

এই তিন মহিলা হলো মিসেস লেপার্ড, মিসেস হইয়্যার এবং মিঃ বেলের ছেলের বউ। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণা মিসেস লেপার্ডই প্রথম হুশ পেলো কথা বলতে। তার কাছ থেকে জানা গেলো, ঘাস কাটবার জন্যে পুরুষদের মাঠে যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে এসে হানা দিয়েছিলো রেডইন্ডিয়ানরা। তারা বেলের জোয়ান ছেলেটাকে পাকড়াও করলো এবং গুলি করে মারলো তার বাবা মিঃ বেলকে। লোকটা তখন যাচ্ছিলো একটা ঘোড়ার খোঁজে। শেষমুহূর্তে দলের সাথে মাঠে ঘাস কাটতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো যুবক–ছেলে ক্রিম। সে তার ঘরে ঢুকবার পর আর বেরুতে চাইছিলো না। রেডইন্ডিয়ানরা তাকে পুড়িয়ে মারলো ঘরে আগুন লাগিয়ে। যে–তিনজন লোক ঘাসের মাঠে ছিলো তারা সরে পড়লো জংগলের দিকে। জন উইভার ছিলো পাহাড়ের ঝরনাটার কাছে এবং সেও ওখান থেকে সরে পড়লো নিরাপদে।

যুবতী মিসেস স্টারিং ছিলো এদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী। তাকে মাটি থেকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলো গিল। তারা যখন কথাবার্তা বলছিলো ঠিক সেসময় পাহাড় থেকে নেমে তাদের সাথে এসে যোগ দিলো জন। বন্দুক ছিলো না তার সংগে। মুখটা কেমন রক্তশূন্য দেখাচ্ছিলো তার। এবং সাংঘাতিক ভীতসন্ত্রস্ত দেখাচ্ছিলো তাকে। কিন্তু চারপাশে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে সে বললো, প্রয়োজন হলে যেকোনো কাজে লাগতে পারে সে।

তার পানে তাকিয়ে হাসলো জো।

www.pathagar.com

'লেপার্ড এবং অন্যদের দেখেছো তুমি?'

'তারা দুর্গের দিকে গেছে।'

'তুমি মহিলাদের সাথে নিয়ে দুর্গে যাও। ওদের বলবে, আমি এবং গিল এদিকে কিছুক্ষণ থাকবো হানাদারদের গতিবিধির ওপর নজর রাখবার জন্যে।'

নিজেদের শার্টগুলি দিয়ে মহিলাদের আবরু রক্ষা করলো পুরুষরা। জন তাদের নিয়ে রওয়ানা দিলো হারকিমার দুর্গের দিকে। গিল এবং জো পাহাড়ের কিনারে ফিরে গিয়ে দেখলো, রেডইন্ডিয়ানরা বসতের বাদবাকি বাড়িগুলি ছারখার করছে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে। প্রায় একঘন্টা তারা মত্ত থাকলো এই ধ্বংসতান্ডবে। শ্বেতাংগ অফিসারটিকে বেশ খুশি দেখা গেলো তার লেলিয়ে দেয়া বাহিনীর কৃতিত্বে। সবকিছু নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর রেডইন্ডিয়ানরা তাদের লুটের মাল কুড়িয়ে নিয়ে বোচকা বাঁধলো। আয়না এবং চিনামাটির বাসনের মতন টুকটাকি জিনিস ছিলো রেডইন্ডিয়ানদের কাছে তুলনামূলকভাবে দামি আর লোভনীয়। তবে স্ত্রীলোকদের পোশাকগুলিই তাদের বেশি আকৃষ্ট করছিলো বলে মনে হলো। কেউ কেউ তাদের মাথার সাথে জড়িয়ে নিয়েছিলো মহিলাদের শরীর থেকে খুলে নেয়া কাপড়চোপড়। দুটি ঘোড়াও তারা পাকড়াও করে সাথে নিলো। যে-গাড়িটায় করে ঘাস কাটবার জন্যে এসেছিলো লোকজন এই জুড়িঘোড়া ছিলো সেটির বাহন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সড়ক ধরে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করলো তারা। একটা গোটা বাহিনীকে একসংগে নড়ে উঠতে দেখা গেলো। পরমুহূর্তেই তারা জোরকদমে ছুটতে শুরু করলো। হিংস্র বন্যকুকুর যেমন মেষপাল তাড়িয়ে নিয়ে ছোটে ঠিক সেরকম ছুটতে দেখলো তাদের গিল। বিশৃংখলভাবে পা ফেলে চললেও হত্যার এক দুর্দমনীয় নেশা একত্র করেছিলো এই হানাদার রেডইন্ডিয়ান দলটাকে।

২

অ্যাডাম হেলমারের দৌড়

এণ্ড্রুজটাউনের ধ্বংসতান্ডবের মতো অমন একটি মর্মান্তিক ঘটনা নজর এড়িয়ে গেলো অ্যাডাম হেলমারের। তার কারণ সে তখন পশ্চিমের দীর্ঘপথ ধরে বুড়ো

www.pathagar.com

নীলপিঠকে সাথে নিয়ে অনুসরণে ব্যস্ত ছিলো জন বাটলার আর তার একহাজার অনুচরকে। বাটলার তার এই বিরাট হানাদার বাহিনীটাকে নিয়ে ফিরে যাচ্ছিলো ওয়াইওমিংয়ে। শিমাং পর্যন্ত হেলমার গেলো বাহিনীটাকে অনুসরণ করে। টিওগায় কিছু লোক রেখে গিয়েছিলো বাটলার। কিন্তু সে নিজে নিশ্চিন্ত হয়ে ধরলো নায়াগ্রার পথ। হেলমার এবং নীলপিঠ আগেই খবর পেয়েছিলো শিমাংয়ে ব্রান্ট দেখা করেছে বাটলারের সাথে। সেখান থেকে সে টিওগা ফিরে গেছে ওখানটায় রেখে–যাওয়া রেঞ্জারদের সাথে নেয়ার জন্যে। তারপর উনাডিলা গেছে তার বাহিনীর রেডইন্ডিয়ানদের একত্র করে দলের শক্তি বাড়াতে। খবরটা পাওয়ার পর হেলমার পেছনদিক দিয়ে তাদের অনুসরণ করতে এগিয়ে গিয়েছিলো। চেরিভ্যালি আক্রমণের একটা গুজব শুনেছিলো হেলমার। সে তা বিশ্বাস করলো। জার্মান তল্লাটে হামলা চালাবে ব্রান্ট এ খবরটার সত্যতার ব্যাপারে কোনোরকম সন্দেহ ছিলো না নীলপিঠের।

এভ্‌জটাউনের খবরটা আসবার পর হানাদারদের উনাডিলা পর্যন্ত পিছুধাওয়া করবার কথাই প্রথমে ভাবলো সবাই। কর্নেল ক্লকের কাছে থেকে সাহায্য পাওয়ার ভরসা পেয়ে সংগে সংগেই কুড়িজন স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলো কনরাড ফ্রাংক। মিলিশিয়া ব্যাটালিয়নগুলির প্রধান হিসেবে কর্নেল ক্লককে নিয়োগ করেছিলো কংগ্রেস। কথা ছিলো প্যালাটাইন অঞ্চলের মিলিশিয়া কোম্পানিগুলিকে নিয়ে বেলিঞ্জারের বাহিনীর সাথে একত্র হবে সে এবং তারপর মিলিত বাহিনী পিছুধাওয়া করবে শত্রুর। কিন্তু এভ্‌জটাউনের কাছাকাছি এসেই আর সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারলো না জ্যাকব ক্লক। এসময় লিটন স্টোন অ্যারাবিয়া সেনাছাউনি থেকে একজন অশ্বারোহী সংবাদবাহক এসে তাকে শত্রুর নতুন হামলার খবর দিলো। স্কুইলারে হানাদাররা ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেছে, দুজনকে বন্দী করে নিয়ে গেছে আর চারজনকে হত্যা করেছে বলে জানালো লোকটা। বন্দীদের একজন হলো জর্জ উইভার। খবরটা পাওয়ার পর বেলিঞ্জারের প্রতিবাদে কান দিলো না জ্যাকব ক্লক। বেলিঞ্জারকে হারকিমার দুর্গে ফিরে যাওয়ার জন্যে হুকুম করলো ক্লক এবং সে নিজে জলপ্রপাত অঞ্চলের দিকে গেলো মিলিশিয়া কোম্পানিগুলি নিয়ে। ওখানে পৌঁছবার পরই সে গবর্ণর ক্লিনটনের কাছে বসলো চিঠি লিখতে। বিচলিত থাকায় চিঠি লিখতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছিলো বুড়ো কর্নেল। এমনকি, বাইশে জুলাইয়ের বদলে চিঠিতে তারিখ লিখলো বাইশে জুন। চিঠির ভাষ্যটা হলো এরকম ঃ

'স্যার, ট্রাইয়ন কাউন্টি আরেকবার দুর্ধর্ষ শত্রুর নিষ্ঠুরতার শিকার হলো। গত শনিবার একসংগে অতর্কিত হামলা চালিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে স্প্রিংফিল্ড, এণ্ড্রুজটাউন এবং লেক ওসিনোর তীরবর্তী বসতগুলি। বাড়ি, গোলাঘর, মালটানা গাড়ি, লাঙল –এমনকি মাঠে রাখা ঘাসের গাদা পর্যন্ত পুড়ে ছাই হয়েছে হানাদারদের লাগানো আগুনে। – খবর পাওয়ার সংগেসংগেই শত্রুর অগ্রগতি প্রতিহত করবার জন্যে আমি মিলিশিয়াদের মার্চ করার আদেশ দেই। ঠিক একইসময়ে জার্মান ফ্লাটস–এর কর্নেল পিটার বেলিঞ্জারের কাছ থেকে একটি জরুরি চিঠি পাই। ফ্লাটস–এর চারমাইলের মধ্যে হানাদাররা লোকজনের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে বলে তিনি আমাকে জানান এবং আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। আমি প্যালাটাইনের পাঁচটি মিলিশিয়া কোম্পানি এবং কানাজোহারি ব্যাটালিয়নকে নির্দেশ দেই কর্নেলের সাহায্যে এগিয়ে যেতে। বাহিনীর বাদবাকি লোকজন নিয়ে আমি সরাসরি এণ্ড্রুজটাউন অভিমুখে যাত্রা করি। এর আগে কর্নেল বেলিঞ্জারকে তাঁর বাহিনী নিয়ে আমার সাথে যোগ দেয়ার জন্যে হুকুম করি যাতে দরকার হলে শত্রুকে যেনো বাধা দেয়া যায়। কিন্তু ঘটনাস্থলে পৌছবার পর জানতে পারি শত্রু চলে গেছে। বসতের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারবে এমন কোনো কিছুই রক্ষা পায়নি তাদের ধ্বংসতাণ্ডব থেকে। আমি খবর পেলাম, সন্ত্রাসী তৎপরতা চালানোর জন্যে হানাদাররা এই অঞ্চলে রেখে গেছে তাদের একটি শক্তিশালী দল। জার্মান ফ্লাটস–এর মিলিশিয়া বাহিনী যখন জংগলের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলো ঠিক সেইসময় এই হানাদারদল ঝাঁপিয়ে পড়ে ফ্লাটস ভূমিতে এবং বন্দী করে নিয়ে যায় দুজনকে। – আমরা আরো জানতে পারলাম, ব্রান্ট প্রকাশ্যে বলাবলি করছে সে 'উনাটেলিতে' বাটলারের সাথে যোগ দেবে এবং আটদিনের মধ্যে ফিরে এসে গোটা দেশটাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করবে।

'এখন ফসল তোলার সময়। এসময় কৃষকদের কাছ থেকে তাৎক্ষণিক সহযোগিতা পাওয়ার ভরসা কম। – গত শনিবার সকালে আমি জেনারেল টেন ব্রোয়েকের কাছে একটি জরুরি বার্তা পাঠিয়ে তাঁকে আমাদের কাউন্টির পরিস্থিতির ব্যাপারে মহোদয়ের সমীপে এবং জেনারেল স্টার্কস–এর কাছে সুপারিশ করবার জন্যে অনুরোধ জানাই। কিন্তু তিনি কোনো জবাব দিলেন না। মহামহিম, আপনি হলেন এই রাজ্যের সৎ জনগণের পিতৃতুল্য এবং তাদের সকলের অভিভাবক। আপনার পিতৃসুলভ কর্তব্যবোধের প্রতি এই কাউন্টির জনসাধারণের গভীর আস্থা রয়েছে। এ–কারণেই বিপুলসংখ্যক দরিদ্র ব্যক্তি, অনেক বিধবা এবং পিতৃহীন এখনো আশায় বুক বেঁধে আছে। তাদের বিশ্বাস,

www.pathagar.com

আপনি অচিরেই তাদের সাহায্যের প্রার্থনা মঞ্জুর করবেন। আমাদের নিবেদন, আপনি আপনার সদয় বিবেচনা এবং জ্ঞানবুদ্ধিমতো জনসাধারণের দুর্গতি মোচনের জন্যে যা ভালো মনে করবেন সেভাবেই সহায়তার হাত বাড়াবেন। আর এটা যদি সম্ভব নাও হয় তাহলে অন্তত রক্ষীদের পাহারায় যাতে আমাদের স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা নিরাপদে অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে পারে এবং বর্বর শত্রুর হামলা থেকে বাঁচতে পারে এইটুকু ব্যবস্থা আপনি নেবেন। এই পত্রের মাধ্যমে মহাত্মনকে পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান এবং সেইসংগে জনসাধারণের অনুভূতি তুলে ধরার সুযোগ আমি গ্রহণ করলাম। আপনার একান্ত বাধ্যগত, কর্তব্যপরায়ণ ও বিনয়াবনত সেবক– জ্যাকব ক্লক।'

এই চিঠিতে বুড়ো কর্নেল উনাডিলাকে লিখেছে 'উনাটেলি,' জেনারেল জন ব্রুককে লিখেছে 'জেনারেল টৈন ব্রোয়েক' এবং একজায়গায় এক্সিলেন্সিকে লিখেছে 'এক্সসেলসি।' এছাড়াও অনেক নামের বানান ভুল হয়েছে তার।

জ্যাকব ক্লক যখন এই চিঠি লেখার কসরতে ব্যস্ত ঠিক সেসময় কর্নেল পিটার বেলিঞ্জার আরেকবার তার দলবল নিয়ে দ্রুতগতিতে অতিক্রম করছিলো উত্তরের পাহাড়। একইসময়ে এডমেস্টন বসতের ওপরকার পাহাড়টায় জো বোলিওর আস্তানায় বেলিঞ্জার এবং ক্লকের জন্যে অপেক্ষা করছিলো কনরাড ফ্রাংক আর তার সাথের তিরিশজন স্বেচ্ছাসেবক। পথে ব্রান্টের হানাদার বাহিনীর মূল অংশটির হাতে প্রায় ধরা পড়তে যাওয়ার আগের মুহূর্তে তাদের বাধা দিয়েছিলো গিল এবং জো। ওই সময় ক্ষুদে হ্রদঅঞ্চল থেকে ফিরছিলো সন্ত্রাসী দলটা। এডমেস্টনের ঠিক মাথার দিকের পাহাড়টায় একত্র হয়েছিলো ব্রান্ট এবং ক্যান্ডওয়েল। তাদের দুই হানাদার বাহিনীর লোকসংখ্যা মোটমাট শ–তিনেক হবে। সিকিমাইল উত্তরে জংগলে লুকিয়ে থেকে তাদের পথচলা লক্ষ্য করছিলো জার্মান তল্লাটের তিরিশজন কৃষক। তাদের মনে হয়েছিলো তিন শ লোকের গোটা বাহিনীটাই আবার ফিরে আসবে সন্ধ্যানাগাদ। কিন্তু দেখা গেলো এডমেস্টন পার হয়ে দক্ষিণে বাঁক ঘুরে জংগলের ভেতর ঢুকেছে তারা। একটা সেনাবহিনীর ভগ্নাংশের মতো দেখাচ্ছিলো হানাদার দলটাকে। এদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলো কেউগা, সেনেকা, মোহক এবং ইরি রেডইন্ডিয়ান। ইরিদের মাথায় ছিলো জন্তুর মস্তকের শুকনা চামড়া আর শিংয়ের তৈরি আবরণ। সবুজ কোটধারী টোরি সৈন্যরা পরেছিলো কালো টুপি। পায়ের গোড়ালি থেকে হাঁটুপর্যন্ত ছিলো তাদের চামড়ার পট্টি।

www.pathagar.com

এ–ছাড়া দলে ছিলো ফোর্ট জনসনের পুরনো হাইল্যান্ডার গার্ড বাহিনীর জীবিত প্রতিনিধিদের কিছু বিক্ষিপ্ত অংশ। এই তামাটে স্কটিশ পার্বত্য লোকগুলির পরনে ছিলো রঙিন ডোরাকাটা ঘাঘরা এবং পায়ে হরিণচামড়ার লেগিং। লম্বা নলওয়ালা রাইফেল আর রেডইন্ডিয়ানদের যুদ্ধলাঠি ছিলো তাদের হাতিয়ার। জংলি লোকদের মতন এলোমেলো লম্বাপা ফেলে পাহাড় থেকে নেমে এসে এই গোটা হানাদার দলটা এগিয়ে যাচ্ছিলো বনের হাঁটাপথ ধরে। গলাউঁচিয়ে এমনভাবে তারা কথা বলছিলো যেনো এই বিশাল অরণ্যে আর কোনো জনমানবের অস্তিত্ব ছিলো না। সামনে এবং পেছনে ঘাড় তুলে তারা চেঁচিয়ে কথা বলছিলো পরস্পরের নাম ধরে। মাঝেমধ্যে বেল্ট থেকে মাথার খুলির নতুন চামড়া বের করে হাঁকডাক দিয়ে জানতে চাইছিলো নায়াগ্রায় প্রতিটি চামড়া এখনো আটডলারে বিকাবে কিনা।

গিল, জো বোলিও এবং কনরাড ফ্রাংক তাদের আস্তানায় ওঁত পেতে থেকে স্পষ্ট দেখতে পেলো ক্যান্ডওয়েল কথা বলছে ব্রান্টের সাথে। সংবাদ আদান–প্রদান করছিলো দুজন। রেডইন্ডিয়ান ব্রান্টের চাইতে মাথায় সামান্য উঁচু ছিলো রুক্ষ চেহারার শ্বেতাংগ ক্যান্ডওয়েল। আবেগপ্রবণতার ছাপ ছিলো ব্রান্টের মুখে। তার দিকে তাকিয়ে তেরোমাস আগেকার দৃশ্যটা মনে পড়লো গিলের। উনাডিলায় সেদিন জেনারেল হারকিমারের সাথে দেখা করতে এসেছিলো ব্রান্ট। হারকিমারের চাইতে অনেক লম্বা দেখা যাচ্ছিলো লোকটাকে। হারকিমার এখন বেঁচে নেই। কিন্তু তিনি ভালোভাবেই জানতেন, ব্রান্টকে তার সশস্ত্র লোকজনসমেত জংগলে নির্বাধে বিচরণ করতে দেয়া হলে তার পরিণাম কী দাঁড়াবে। যুদ্ধের কলাকৌশল সম্পর্কে গিলের কোনো ধারণা ছিলো না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে এখন পরিষ্কার বুঝতে পারলো জার্মান ফ্লাটস অঞ্চলে অভিযানের মূলনায়কই হলো ব্রান্ট। তার সামরিক পরিকল্পনা অনুসারেই গোটা তল্লাটটাকে ক্রমান্বয়ে ঘেরাও করছে হানাদার বাহিনী। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্যান্ডওয়েলের সাথে কথা বলছিলো ব্রান্ট। হঠাৎ গিলের মনে হলো আস্তানা থেকে গুলি ছুঁড়লে ব্রান্টকে তার দাঁড়ানোর জায়গাটায় ধরাশায়ী করা যাবে কিনা। ব্রান্টের কাঁধে ছিলো লালকম্বল, মাথায় হলুদ ফিতার ঝুঁটিওয়ালা টুপি এবং বুকে রূপার যুদ্ধবর্ম। এই পোশাকে অনায়াসেই বন্দুক তাক করে ঘায়েল করা যায় লোকটাকে। ব্যাপারটা নিয়ে গিল যখন ভাবছিলো ঠিক সেইমুহূর্তে জো বোলিও তার হাত চেপে ধরলো এবং মাথা নাড়তে নাড়তে ফিসফিসিয়ে বললো ঃ 'এ–জায়গায় কোনো রেডইন্ডিয়ানকে হত্যা করা মোটেও নিরাপদ নয়।' গিল তার মনস্থির করবার আগেই থমকে দাঁড়ালো। এদিকে হানাদার বাহিনীটা আবার চলতে শুরু করলো।

যেরকম দ্রুতগতিতে তারা এসেছিলো ঠিক সেরকমই ঝটপট রাস্তায় নেমে অদৃশ্য হয়ে গেলো। বাহিনীটার সামনে ছিলো কিছুসংখ্যক সেনেকা। পেছনের দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অলসভংগিতে হাঁটছিলো কিছু মোহক। বেশ সামনে এগিয়ে গিয়েছিলো বাহিনীর মূল অংশটা। গিল যেখানে ওঁত পেতেছিলো তার এক শ গজের মধ্যে এসে পৌছলো একটি লোক। লোকটার রংমাখা মুখের রেখা, চওড়া নাক, ডানকানের ছোটো রূপার চাকতির সাথে বাঁধা ঈগলের পালক এবং যুদ্ধকুড়ালের হাতলটির খাঁজগুলি পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো গিল।

একঘন্টারও বেশিসময় ধরে একই জায়গায় অবস্থান করছিলো জার্মান তল্লাটের তিরিশজন স্বেচ্ছাসেবক। কিন্তু পুব কিংবা উত্তর থেকে সাহায্যকারীদের কাউকে আসতে না-দেখে তারা জো বোলিওর আস্তানায় গেলো পরামর্শ করবার জন্যে। সূর্যাস্ত পর্যন্ত তারা বেলিঞ্জার এবং ক্লকের অপেক্ষায় ছিলো। গিল লক্ষ্য করলো তাদের কয়েকজন তার মতোই ব্রান্টকে গুলি করবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু ব্রান্টের বিরাট বাহিনীর চেহারা দেখবার পর মনে তাদের সাহস যোগালো না মুখোমুখি যুদ্ধে যেতে।

করবার কিছুই ছিলো না এই ত্রিশজনের। বাড়ি ফিরে যাওয়ারই আসলে প্রয়োজন ছিলো তাদের। কিন্তু জো'র কথায় লোকগুলি এখন বসে থেকে সময় পার করতে লাগলো। ইয়াংয়ের বসতটার প্রসংগ তুললো জো বেশ শান্তকণ্ঠে। এডমেস্টন থেকে মাইলদুয়েক পুবে বাটারনাট ক্রিকের একটা শাখার তীরে ছিলো জায়গাটা। অধিবাসীদের সবাই ছিলো রাজার গোঁড়া সমর্থক।

কোনোরকম আপত্তি নাতুলে রাত নামার সাথেসাথেই রওয়ানা দিলো দলের সবাই। একঘন্টার মধ্যে ক্রিকের পাড়ে পৌছে তারা দেখলো একটা শকটের দাগ চলে গেছে বসতের দিকে। পরের একঘন্টার মধ্যে নিজেদের কাজ শেষ করলো দলটা। তাদের পেছনে জ্বলতে দেখা যাচ্ছিলো বসতের খামারগুলি। এর মধ্যে তিনটি খামার ছিলো ইয়াং, বলিয়ার এবং বেটি নামের আরেকটি লোকের। শুধুমাত্র স্ত্রীলোক এবং শিশুদের তারা দেখতে পেলো ঘরবাড়িতে। টোরিরা বোধকরি এই দুর্গম অরণ্যে তাদের পরিবার পরিজনদের এরকম অনিরাপদ অবস্থায় রেখে যাওয়াটাকে নিরাপদ মনে করেছিলো। জার্মান তল্লাটের দলটি বসতের স্ত্রীলোক এবং ছেলেমেয়েদের ঘুম থেকে তুলে খেদিয়ে দিলো পার্বত্য পথের দিকে। এরপর তারা আগুন লাগিয়ে ছারখার করলো প্রতিটি বাড়ি, এবং পাঁচিল। হত্যা করলো গোরু, ভেড়া এবং ঘোড়ার পাল। আগুনের চারপাশে ছুটে

www.pathagar.com

বেড়ানো শুয়োরগুলিকে খতম করলো বুলেটের আঘাতে। একজন স্ত্রীলোক তার অতিকষ্টে বাঁচানো তিনটি পাউন্ড ঘরে রেখে গিয়েছিলো। সে ওগুলি নেয়ার জন্যে ফিরে এলে তারা তাকে ঘিরে ধরলো। মহিলার দিকে তাকিয়ে হাসলো এবং পাউন্ডগুলি ছিনিয়ে নিয়ে নিজেরা ভাগ করে নিলো। যাওয়ার সময় বলে গেলো সে যেনো ব্যাপারটা জানায় ক্যাপ্টেন ক্যান্ডওয়েলকে।

এসব নাটকীয় ঘটনা দেখবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় মনে মনে দুঃখ বোধ করেছিলো অ্যাডাম হেলমার। সে তখন দুর্গম পাহাড় এবং বনজংগলের ভেতর দিয়ে পাড়ি দিচ্ছিলো দীর্ঘ এক শ পঞ্চাশ মাইল পথ। পরের মাস দেড়েকের মধ্যে কিছুই আর ঘটলো না। প্রতিবারই হানাদারদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ শেষে জার্মান তল্লাটে ফিরে আসতে–না–আসতেই তাকে ফের অরণ্যে পাড়ি জমাতে হতো ডেমুথ কিংবা বেলিঞ্জারের নির্দেশে। এই ছোটাছুটির কারণে প্রেমিকা পলি বাওয়ার্সের সাথে বার দুয়েকের বেশি সাক্ষাতের সময় করে উঠতে পারলো না সে। ম্যাকলেনারদের ওখানে যেতে পারলো না একটু ভালো খাবারের স্বাদ চাখতে। গিলের সাথেও দেখা হলো না। কারণ, গিল তখন ব্যস্ত ছিলো গমকাটায়। এখন মাঠের সবগমই কাটা হয়ে গেছে। সুতরাং, পরের অভিযানে অনেক লোক পাওয়া যাবে বলে আশা করলো হেলমার। স্কুইলার বসতে সন্ত্রাসীদলের হামলার পর থেকে পশ্চিম সীমান্তে শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত ছিলো জো বোলিও। স্কুইলারে চড়াও হওয়ার সময় জর্জ উইভারকে ধরে নিয়ে গেছে হানাদাররা। উনাডিলার পাহাড়ি পথে শত্রুর গতিবিধির ওপর নজর রাখবার জন্যে হেলমারের সাথে তিনজন লোকের থাকবার কথা। শেষপর্যন্ত তাদের পাওয়া না–গেলে একাই তাকে দায়িত্বটা নিজের কাঁধে তুলে নিতে হবে। লোকগুলি বোধকরি এখন পাশের জংগলে একসাথে বসে পাশা খেলায় মশগুল।

সবুজ লতাপাতা গলিয়ে আসা সূর্যের আলোতে ওঁত পেতে থেকে চুল আঁচড়াচ্ছিলো অ্যাডাম। সেপ্টেম্বরের কুয়াশার জন্যে কেমন আবছা আবছা দেখাচ্ছিলো অরণ্যটাকে। আগস্টের উষ্ণতা তখনো নিঃশেষ হয়ে যায়নি। বৃষ্টিতে পড়ে থাকবার চাইতে গরমই ভালো লাগছিলো তার।

হঠাৎ একদল রেডইন্ডিয়ানকে এগিয়ে আসতে দেখতে পেলো অ্যাডাম। পেছনের লোকগুলিকে তখন সতর্ক করে দেবার মতো সময় ছিলো না তার। চল্লিশটি রেডইন্ডিয়ান ছিলো দলটায়। এদের মধ্যে কিছু মোহকও ছিলো। কুকুরের মতন লম্বাপা

ফেলে আসছিলো তারা। এতগুলি লোকের একসংগে সামনে এগিয়ে আসার ধরন থেকে বোঝা যাচ্ছিলো তাদের দুপাশে এবং পেছনে আরো লোক রয়েছে। এখন স্পষ্ট কানে এলো তাদের পায়ের আওয়াজ। সংখ্যায় যতোই হোক না কেন খুব দ্রুতগতিতেই আসছিলোতারা।

শেষনাগাদ গোটা দলটাই এসে পড়লো সামনে। পনেরো বছর বয়েসে টহলদার সন্ধানীর কাজটা শুরু করবার প্রথম দিনটির মতন একটা উত্তেজনা ছেঁকে ধরলো অ্যাডামকে। সে বুঝলো তার পেছনের তিন নির্বোধকে বিপদ থেকে বাঁচানোর একটি মাত্র সুযোগই কেবল এখন আছে। তাছাড়া, জার্মান তল্লাটের লোকজনকে সময়মতন সতর্ক করে দিতে হলে এখান থেকে কাউকে না কাউকে বেরিয়ে পড়তে হবে। একমুহূর্ত আর ইতস্তত করলো না অ্যাডাম। হাঁটুর ওপর ভর রেখে গুলি ছুঁড়লো সে দলের পুরোভাগের রেডইন্ডিয়ানটিকে লক্ষ্য করে। লোকটার ঠিক কন্ঠার হাড়ের নিচে গিয়ে লাগলো গুলিটা। রেডইন্ডিয়ানরা একসাথে জটলা পাকাতে শুরু করলে সে পর-পর গুলি ছুঁড়লো সোজাসুজি পাহাড়ের ঢালুতে, পাহাড়ি পথে এবং নদীর ওপারে উজানের দিকে। তার ক্ষিপ্রগতি আক্রমণে হতচকিত হয়ে পড়েছিলো রেডইন্ডিয়ানরা। ঘন ঝোপের দিকে সরতে সরতে সে গুলি ছুঁড়ছিলো। ফলে, তাকে লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত রেডইন্ডিয়ানদের প্রথম বুলেটগুলি ছিটকে পড়লো জংগলের এদিক ওদিক।

শুকনা কাঠির মতো মটমট শব্দ হচ্ছিলো গাদাবন্দুকের গুলির। দৌড়ে যাওয়ার সময় তার নাকে লাগলো বারুদের কালো ধোঁয়ার উৎকট গন্ধ। পেছন থেকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে যুদ্ধ হুংকার ছাড়ছিলো রেডইন্ডিয়ানরা। কিন্তু সেদিকে কান না দিয়ে সে আরো গভীর জংগলে ঢুকলো এবং ফের নদীর তীরে এসে নামলো। নিজের চলার পথটা ঠিক করে নিয়ে একটা বাঁকের কাছে ছোটো নদীটা পার হওয়ার সময় আবার পেছন দিকে গুলি ছুঁড়লো সে। রেডইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে তার দূরত্ব ছিলো তখন তিন শ গজের মতন।

রেডইন্ডিয়ানদের চেঁচামেচি শুনতে শুনতে লঘুপায়ে ছুটছিলো সে সামনের দিকে। হঠাৎ আস্তানাটার দিক থেকে গুলির তিনটি ক্ষীণশব্দ কানে ভেসে এলো তার। একইসংগে শোনা গেলো রেডইন্ডিয়ানদের তুমুল হল্লার ধ্বনি। অ্যাডাম বুঝলো তার গুলি ছোঁড়ার সতর্ক সংকেত সত্ত্বেও তার তিন নির্বোধ সহচরের মাথায় পথকেটে পালিয়ে যাওয়ার মতো বুদ্ধি যোগালো না। রেডইন্ডিয়ানদের গুলিতে ওরা ধরাশায়ী

www.pathagar.com

হয়েছে এ–ব্যাপারে এখন পুরাপুরি নিশ্চিত হলো অ্যাডাম। তাকে এবার একাই জার্মান তল্লাটের দিকে ছুটতে হবে লোকজনকে হুঁশিয়ার করে দেবার জন্যে।

এই অরণ্যের দেশ থেকে ছাব্বিশমাইল উত্তরে জার্মান সমতল অঞ্চলটা। এবং অ্যাডাম পরিষ্কার বুঝতে পারলো তাকে অনুসরণ করছে ব্রান্টের বাহিনীর দক্ষ দৌড়বাজ রেডইন্ডিয়ানরা। এই দলটায় হয়তো এমন লোক আছে যারা জংগলের ভেতর দিয়ে দৌড়ে আশিমাইল পথ পার হতে পারে সূর্য ওঠার পর থেকে দুপুরের মাঝামাঝি সময়ের ব্যবধানে। কিন্তু অ্যাডাম জানতো সে নিজেও একজন দৌড়ুয়ে। এবং সে এটাও জানতো তাকে একটা খোলা হাঁটাপথ ধরে দৌড়াতে হবে। আর রেডইন্ডিয়ানরা একবার এটা আঁচ করতে পারলে বুঝে নেবে অন্যকোনো পথ ধরবার উপায় থাকবে না তার। সুতরাং নিশ্চিন্তে তারা তাকে অনুসরণ করতে পারবে।

রেডইন্ডিয়ানদের হল্লার শব্দ পেছন থেকে একটানা কানে এসে বাজলেও নিজেকে কিছুটা সুস্থির করে নিলো অ্যাডাম। তাদের প্রথম হুংকার ধ্বনিটা পুবদিকের পাহাড়ের চূড়ায় ধাক্কা খেয়ে এখন ফিরে আসতে শুরু করলো। এই রণহুংকারে মাত্র মিনিট খানেক আগে তার পায়ের দাগ চিহ্নিত করে তারা নেমেছিলো পাহাড়ি পথটায়। পাহাড়ের পরের বাঁকটা পার হওয়ার সময় শরীরের ওপর খানিকটা চাপ দিতে লাগলো সে। কিন্তু ওটা ঘুরবার ঠিক আগের মুহূর্তেই আসুরিক মত্ততায় ফেটে পড়লো রেডইন্ডিয়ানদের যুদ্ধনিনাদ এবং তার মাথার ওপরকার বাতাস কেটে দূরে ছিটকে পড়লো একটা বেপরোয়া বুলেট।

পাহাড়ের টিলাগুলির ওপর এবং নিচ থেকে প্রথম মাতাল রণহুংকারটা আসবার পরই দম টেনে শরীরটাকে চাঙ্গা করে নিলো অ্যাডাম এবং পা বাড়িয়ে ছুটতে শুরু করলো। ক্ষুদে ঝোলাকম্বলের মতন কাঁধের ওপর ঝাপ্টা মারছিলো সদ্য 'আঁচড়ানো তার মাথার সুন্দর হলুদাভ চুলের রাশি। মর্দাহরিণের মতন উদ্দামগতিতে ছুটবার সময় আপনা থেকেই ফাঁক হয়ে গিয়েছিলো তার ঠোঁটদুটি।

রেডইন্ডিয়ানরা এখন থামালো তাদের হাঁকডাক। পরের হাঁটাপথটার শেষপ্রান্তে এসে ঘাড় ফিরিয়ে অ্যাডাম দেখলো একটি রেডইন্ডিয়ান নিঃশব্দে দ্রুততালে অনুসরণ করে চলছিলো তাকে। লোকটার চলার গতি ছিলো স্বচ্ছন্দ। অ্যাডাম তাকে দেখতে পেয়েছে বুঝবার পরও বন্দুক ওঠালো না সে। আসলে কোনো বন্দুকই ছিলো না লোকটার কাছে। একখানা যুদ্ধকুড়ালই ছিলো তার একমাত্র হাতিয়ার। কিন্তু চল্লিশ ফুট দূর থেকে ছুঁড়ে

www.pathagar.com

মারতে পারলে বন্দুকের চাইতেও মারাত্মকভাবে শত্রুকে ঘায়েল করা যায় এই কুড়াল দিয়ে।

পিছুনেয়া লোকটিকে রেডইন্ডিয়ান হানাদার দলের একজন সর্দার মনে করলো অ্যাডাম। পলায়নপর শত্রুকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে বাধ্য করার জন্যে সাবেককালে মোহক রেডইন্ডিয়ানরা দৌড় প্রতিযোগিতার যে কৌশল সচরাচর অবলম্বন করতো লোকটা হুবহু তাই করছিলো। কৌশলটা হলো দলের অন্যরা সুস্থিরভাবে এগুতে থাকবে এবং দলনায়ক যে-মুহূর্তে ক্লান্ত হয়ে পড়বে অমনি আরেকজন দখল করবে তার স্থান। এভাবে পলাতকের ওপর ধারাবাহিক চাপ সৃষ্টি করে চার থেকে পাঁচ ঘন্টার ব্যবধানে যে-কোনো লোককে তারা পরাস্ত করতে পারে দৌড়ের পাল্লায়। সুতরাং অ্যাডামকে শুধু রেডইন্ডিয়ান দৌড়বাজদের সামনে থাকলেই চলবে না- তাকে এমনভাবে দৌড়াতে হবে যাতে লোকগুলির প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে।

রীতিমতন এখন দৌড়ের পাল্লায় নামলো অ্যাডাম। অন্ধের মতন দিশাহারা হয়ে ছুটলো না সে। আগে থেকেই সে ঠিক করে নিয়েছিলো কোনদিকে গেলে স্বচ্ছন্দে চলতে পারা যাবে। এডমেস্টন থেকে জার্মান তল্লাট পর্যন্ত এই পথটার সবকিছুই ছিলো তার নখদর্পণে। এখানকার প্রতিটি পাথর, প্রতিটি তৃণলতা এবং পথের সমস্ত অন্ধিসন্ধি ছিলো তার জানা। যেমন করে সে জানতো যুবতী পলি বাওয়ার্সকে। লিকিং ব্রুকের ওপরকার চড়াটা বেছে নিয়েছিলো সে স্বচ্ছন্দে চলবার জন্যে। জায়গাটা ছিলো লম্বাতে আধা মাইল।

অ্যাডামের দৌড় দেখতে পারাটা ছিলো যেকোনো সময়ই একটা চিত্তাকর্ষক ব্যাপার। গোটা তল্লাটের দীর্ঘতম ব্যক্তি ছিলো সে। হরিণচামড়ার জুতাসমেত তার উচ্চতা ছিলো ছয়ফুট পাঁচইঞ্চি। ঝাঁকড়া হলুদচুলের অরণ্যের জন্যে তাকে আরও লম্বা দেখাতো। তার ওজন ছিলো দু শ পাউন্ডের মতন। এর মধ্যে একআউন্সও মেদ ছিলো না।

পুরামাত্রায় দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু করবার পর ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো তার এবং রেডইন্ডিয়ানটির মাঝখানের দূরত্ব। পেছনদিকে আরেকবার তাকিয়ে সে দেখলো রেডইন্ডিয়ানটির শিরদাঁড়া কেমন যেনো একটু সোজা হয়ে উঠেছে। লোকটির মুখে বিস্ময় জেগে উঠেছিলো বলে মনে হলো তার। হয়তো লোকটা তাকে একজন খাঁটি দৌড়ুয়ে বলে ভেবেছে। এবং হয়তো রেডইন্ডিয়ানটি স্থানীয় অনেক দৌড়ের পাল্লায় চ্যাম্পিয়নের শিরোপা পেয়ে থাকবে। মনে মনে হাসলো অ্যাডাম। মাথাটা ঠিকমতো কাজ করছিলো তার। এবং বেশ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছিলো সে। পাহাড়ি নদীটার তীরে

www.pathagar.com

পৌঁছবার পর তার মনে হলো রেডইন্ডিয়ানটির নাগাল থেকে সে তিরিশ গজ সামনে এগিয়ে রয়েছে।

নদীর চড়ায় ঝাঁপ দিয়ে পড়লো অ্যাডাম। পানি কেটে যাওয়ার সময় রাইফেলটা ছুঁড়ে ফেললো সে চড়ার নিচের জলাশয়ে। এরপর ভারমুক্ত হাতদুটি দিয়ে খুলে ফেললো গায়ের হান্টিং শার্টটা। সামনের বড়ো কাঠবাদাম গাছটার কাছে আসতে আসতে বারুদ এবং বুলেটের থলেটা মুড়ে নিয়ে জোরে ছুঁড়লো একটা ছোটো ঝোপের ওপর। পরমুহূর্তেই কোমরের বেল্টটাকে টান্‌টান্‌ করে ওটার পেছনদিকে গুঁজে রাখলো হাত কুড়ালটা।

কোমরের ওপর থেকে গোটা উদাম শরীরটা নিয়ে এখন দৌড়াচ্ছিলো অ্যাডাম। তার মাথার চুল বেয়ে ঝরেপড়া ঘামের ধারাটাকে শীতল করছিলো বুকের ওপর ঝাপ্টা লাগানো মেঠোবাতাস। অপূর্ব দেখতে লাগছিলো অ্যাডামকে। রোদেপোড়া টান্‌টান্‌ হাতদুটি এবং মুখখানা ছাড়া মেয়েদের মতন কোমলপেলব এবং শুভ্র ছিলো তার শরীরের চামড়া। অমন দুর্বারগতিতে ছুটে চলতে বেশ ভালোই লাগছিলো তার। চমৎকার এই অনুভূতির মধ্যে একসময় তার মনে হলো পিছুনেয়া রেডইন্ডিয়ানটিকে সে শুধু দৌড়ে কাবুই করতে পারবে না, হয়তো তার দিকে হাতকুড়ালটি ছুঁড়ে মারারও সুযোগ পাবে। একটুখানি থেমে রেডইন্ডিয়ানটিকে ভালোমতন দেখে নিলো অ্যাডাম। মর্দাটা কাছাকাছি এলে দেখা গেলো নতুন লোক সে। দলের অন্য রেডইন্ডিয়ানদের মুখে ছিলো লাল এবং হলুদ রং। কিন্তু এই লম্বাটে লোকটি তার বদলে মুখে মেখে এসেছে কালো এবং সাদা রং। অ্যাডাম তার অভিজ্ঞচোখে পরখ করে দেখলো খুব জোরে না দৌড়ালেও লোকটার টিকে থাকবার ভালো ক্ষমতা রয়েছে। ক্ষিপ্রগতিতে লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার সমস্ত ভাবনা তক্ষুণি সে ঝেড়ে ফেললো মন থেকে। কেননা, রেডইন্ডিয়ানরা প্রতিযোগিতায় কখনো পিছু হটবার পাত্র নয়।

পরের চারমাইল বেশ জোরকদমেই অ্যাডামের পেছনে ধাওয়া করলো লোকটা। কখনো অনেকটা কাছাকাছি এসে পড়েছিলো সে। কখনো আবার সামান্য পিছু হটেছে। লোকটার পায়ের তালের সাথে সংগতি রেখে চলছিলো অ্যাডাম। পেছনের চাপটা অনুভব করতে শুরু করলেও অনেক বেশি সুস্থিরতা নিয়ে দৌড়াচ্ছিলো সে। পথের ওপর ছিলো তার সতর্কদৃষ্টি। ভুল জায়গায় পা–ফেলবার ঝুঁকি নিতে সাহস পাচ্ছিলো না সে মোটেও। গড়ানো পাথর এবং পিচ্ছিল শেওলা, তৃণমূল ইত্যাদির দিকে চোখ রেখে প্রতিটি

www.pathagar.com

পদক্ষেপ ফেলতে হচ্ছিলো তাকে অতিসাবধানে। কারণ, পা হড়কে গেলেই ছিলো বিপদের ভয়। দৌড়ের পাল্লাটা ক্রমেই একটা চূড়ান্ত পরিণতির দিকে যাচ্ছিলো এটা সে নিশ্চিতভাবে আঁচ করতে পারলো। এখন প্রতিমিনিটে সে পার হচ্ছিলো এক শ গজ। তার গায়ে যে-শক্তি ছিলো এবং যে প্রচন্ডগতিতে সে দৌড়াচ্ছিলো তাতে জার্মান তল্লাটের যেকোনো লোকই ঘায়েল হয়ে পড়তো তালপাতার সিপাইর মতন। কিন্তু সে জানতো রেডইন্ডিয়ানরা পাকাদৌড়বাজ। তাছাড়া, দৌড়ের পাল্লার ব্যাপারে তারা নাছোড়বান্দাওবটে।

অ্যাডামের দম নেবার ক্ষমতা ছিলো এখনো সুপ্রচুর। পিছু হটবার কোনোরকম ভয় ছিলো না তার। সূর্যাস্ত পর্যন্ত এরকম সমানতালে দৌড়াতে পারবে বলে ভাবলো সে। পরমুহূর্তে আবার তার মনে হলো রেডইন্ডিয়ানদের পিছুধাওয়া থেকে হটিয়ে দিতে পারলে সূর্য ডোবার আগে আগে সে পৌছতে পারবে জার্মান তল্লাটে। দৌড়ের মধ্যেই ব্রান্টের পরিকল্পনাটা কিলবিল করতে লাগলো তার মাথায়। ব্রান্ট নিশ্চয়ই রাতের অন্ধকারে উপত্যকায় পৌছে ভোরবেলায় হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত ঠিক করে রেখেছে। কিন্তু ব্রান্ট যখন জানতে পারবে তার হামলা-পরিকল্পনার খবরটা আগেই উপত্যকায় পৌছে গেছে তখন কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ব্যাপারটা। সূর্যাস্তের আগে হানাদার বাহিনীর মূল অংশের সাথে ব্রান্টের যোগাযোগ নাও হতে পারে বলে সন্দেহ ছিলো অ্যাডামের। কিন্তু এতে তেমন কিছু যায় আসছিলো না। তার একমাত্র ভাবনা ছিলো সময়মতন জার্মান তল্লাটে গিয়ে পৌছানো। ওখানে আগে যেতে পারলে অন্তত বেশকিছু লোককে সে সাহায্য করতে পারবে নিরাপদে দুর্গগুলিতে আশ্রয় নিতে।

আশপাশের মাটি এবং দৃশ্যপটের ওপর চোখ রেখে অ্যাডাম বুঝতে পারলো মাত্র একমাইল কিংবা তার সামান্য কিছু দূরে হবে এন্ড্রুজটাউন। প্রথম পিছুধাওয়াটা শুরু হবার পর বেশিরভাগ রেডইন্ডিয়ানকেই অনেক পেছনে ফেলে এগিয়ে এসেছে সে। এখন এতোটা দূরত্বে আসবার পর আধাডজনের বেশিলোক তাকে অনুসরণ করবে বলে মনে হলো না তার। এবং এরাও নিশ্চয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তার ধারণাটা ঠিক হলে খুব শিগগিরই তারা অবশ্য আরেকটি লোককে পাঠাবে তার পিছু ধাওয়া করবার জন্যে। আর একইসংগে বাদবাকিরাও দ্রুতবেগে দৌড়াতে শুরু করবে।

www.pathagar.com

এভ্ভুজটাউন এসে পৌছতে পারলে জংগলের পথ ধরে এগিয়ে যাওয়াটাই ভালো হবে বলে মনে করলো অ্যাডাম। কারণ, এতে হানাদার বাহিনীর মূল অংশের যে-কোনো লোকের চাইতে অনেকবেশি সময় বাঁচিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে পারবে সে।

একফাঁকে পেছন ফিরে অ্যাডাম দেখলো তাকে ধরবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছে রেডইন্ডিয়ানরা। তাদের সামনে ছিলো নতুন আরেকটা লোক এবং স্পষ্ট বোঝা গেলো তাদের সবচেয়ে সেরা দৌড়ুয়ে সে। নাতিদীর্ঘ এবং ছিপছিপে লোকটার দেহের গড়ন। পা-দুখানি ছিলো খাটো এবং সরু। পায়ের গোড়ালিতে হরিণচামড়ার জুতা এবং কোমরের নিচে একফালি নেংটি ছাড়া গোটা শরীরটাই ছিলো তার উদাম। চর্বি এবং রং মাখা ছিলো মুখে। গায়ের বর্ণ হাল্কা তামাটে। মোহক রেডইন্ডিয়ানের মতন দেখাচ্ছিলো তাকে। তিনটি পালক বাঁধা ছিলো তার মাথার চুলে। প্রথম দেখে মনে হয়েছিলো অ্যাডামের পিছুনেয়া অন্য লোকগুলির সাথে দৌড়ে কুলিয়ে ওঠা কিছুতেই সম্ভব হবে না লোকটার পক্ষে। কারণ, ভুড়ি ছিলো তার পেটে। কিন্তু আশ্চর্য, ভূড়িটা মোটেও দোল খাচ্ছিলো না লোকটার। বোধকরি ওখানে কোথাও বাড়তি জায়গা ছিলো যেখান থেকে সহজে দম নিতে পারছিলো সে।

রেডইন্ডিয়ানটির পা-দুখানি বিস্ময়কররকম ক্ষিপ্রগতিতে ওঠানামা করছিলো। শ্বেতাংগ অ্যাডামকে যে-কোনো মুহূর্তে এখন কাবু করা যাবে এ ব্যাপারে আশ্বস্ত হয়ে সে তার যুদ্ধকুড়ালটি বেল্ট থেকে বের করে নিয়েছিলো আগেই। ঘটনাটা অনুমান করতে পেরে আরো চাঙ্গা হয়ে উঠলো অ্যাডাম এবং শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে দৌড়াতে শুরু করলো। রেডইন্ডিয়ানটি যখন এভ্ভুজটাউন বসতে এসে পৌছলো তার আগেই অগ্নিদগ্ধ বাড়িঘরগুলির ধ্বংসস্তূপ ছাড়িয়ে সামনে অনেকদূর এগিয়ে গেছে অ্যাডাম। জীবনে এই প্রথমবার এক অনন্য এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দৌড় দেখলো রেডইন্ডিয়ান লোকটা। কাবু হয়েছে বুঝতে পেরে সে আস্তে আস্তে মন্থর করতে লাগলা তার চলার গতি। অ্যাডাম যখন জংগলে গিয়ে ঢুকলো লোকটা তার পিছুধাওয়া থামিয়ে বসে পড়লো রাস্তার ধারে।

অ্যাডাম জংগল থেকে ফিরে তাকালেও লোকটা মোটেও তার দিকে চোখ তুলে চাইলো না। বসতের খোলা জায়গায় নিঃসঙ্গ বসে থেকে যুদ্ধকুড়ালটা দিয়ে সে তার দু-পায়ের মাঝখানের মাটিতে ঠুকঠুক শব্দ তুলে কোপ মারছিলো ব্যর্থতার গ্লানিটা হজম করবার জন্যে।

www.pathagar.com

অ্যাডাম জানতো সে দৌড়ে জিতে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও হাঁটার গতি কমালো না সে। কারণ, তাকে এখন সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে ছুটতে হচ্ছে। একটু দম ফেলতে যদি পারতো ব্যাপারটা নিয়ে হাসতো অ্যাডাম। সময়? সময় চুলোয় যাক! মনে মনে জপলো সে।

লম্বাটে পাহাড়টা বেয়ে বার্তাবাহককে দ্রুতপায়ে নিচে নেমে আসতে দেখলো বসতের লোকজন। গোল হয়ে তখন অস্ত যাচ্ছিলো সূর্য। অ্যাডামের ঘামে নেয়েওঠা শরীরটা ঝকমক করছিলো অস্তরশ্মির লালচে আভায়। হারকিমার দুর্গের ছাদের ওপরকার পাহারাকুঠরি থেকে রক্ষীটি লক্ষ্য করলো, লোকেরা তাদের ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়েছে বার্তাবাহককে দৌড়ে আসতে দেখে। কিছুক্ষণ পর তারা ফের ছুটে গেলো নিজেদের ঘরবাড়িতে। প্রথম যে–বাড়িটা অতিক্রম করে এসেছিলো অ্যাডাম দেখা গেলো দরোজার সামনে তড়িঘড়ি পারিবারিক শকটে ঘোড়া জুতে বাড়ির লোকজন জিনিসপত্র বোঝাই করছে। ছেলেমেয়েদেরও ঠেসে দিচ্ছে গাড়ির ভেতর। অ্যাডাম তখনো সমতলের অর্ধেক পথও পার হয়নি।

রক্ষীটি ছাদের ওপর থেকে হাঁক ছাড়লোঃ

'এ নিশ্চয় হেলমার হবে!'

বাইরে বেরুতে গিয়ে দুর্গের আঙিনায় থামলো একজন সামরিক অফিসার।

'হেলমার?'

'হ্যাঁ, অ্যাডাম হেলমার। রুদ্ধশ্বাসে দৌড়াচ্ছে সে। তার সাথে বন্দুক নেই। গায়ে শার্টও নেই তার।' একটু থেমে আবার নজর বুলিয়ে নিলো রক্ষী এবং চেঁচিয়ে বললোঃ 'দেখে মনে হচ্ছে অল্পের জন্যে ধরা পড়বার হাত থেকে বেঁচে গেছে সে। আমার বিশ্বাস, ব্রান্ট পাকড়াও করতে চেয়েছিলো তাকে।'

'তোমার বিশ্বাসের হেতুটা?'

'লোকজন তার পিছুধাওয়া করে ছুটে আসছে।'

আর একটা কথাও না বলে ব্লকহাউসের কোনার দিকটা ঘুরে গির্জার দিকে ছুটলো অফিসারটি। লোকটা কর্নেল বেলিঞ্জার। গির্জার ঘন্টাঘরের মইয়ের ধাপে তার পায়ের শব্দ শুনতে পেলো রক্ষী।

www.pathagar.com

গির্জার চূড়ায় উঠলো বেলিঞ্জার। একঝটকায় খুলে ফেললো কামানের মুখের ঢাকনাটা। অস্তগামী সূর্যের আলোয় ঝলমলিয়ে উঠলো পেতলের নল। পেছনে একটু সরে জ্বলন্ত কাঠি দিয়ে বারুদে আগুন ধরালো বেলিঞ্জার।

গর্জে উঠলো কামান। তীরগতিতে ছুটলো একটা গোলা।

গোটা উপত্যকার লোকজন কামানের আওয়াজ শুনে দরোজার বাইরে এসে দাঁড়ালো। তাদের চোখ ছিলো গির্জার বুরুজের দিকে। অন্ধকার ঘাড় হয়ে নামবার আগেই তারা সড়ক এবং নদী পথে ছুটলো দুর্গগুলিতে আশ্রয় নেয়ার জন্যে। যারা আগেই হারকিমার দুর্গে এসে পৌছেছে তারা গির্জার সামনে এসে জটলা পাকালো এবং গভীর কৌতূহল নিয়ে দেখতে লাগলো গাছের ডালের খোঁচায় ছড়েযাওয়া আর ঘামে-নেয়ে ওঠা অ্যাডাম হেলমারের রক্তাক্ত সাদা চামড়ার উদাম শরীরটা। কিন্তু হেলমার বেশ স্বচ্ছন্দেই শ্বাস ফেলছিলো। জীবনে এরকম একটা স্বস্তি আর কখনো অনুভব করেনি সে। তার সারাটা প্রাণ জুড়ে লেপ্টেছিলো আত্মতৃপ্তির আমেজ।

১২

একটি রাত এবং একটি সকাল

মিসেস ম্যাকলেনারের গোলাঘরটি ছিলো দুধ দোওয়ার জন্যে বেশ আরামদায়ক একটা জায়গা। ঘরটার চারদিকে ছিলো কেবল খুঁটির পাঁচিল এবং মাথার ওপরে কাঠের সিলিং। একটাও জানালা ছিলো না। তক্তার উঁচুনিচু পাটাতনের ওপর দাঁড়ানো ছিলো চারটি দুধের গাই। গোটা জায়গাটার বাতাস ভুরভুর করছিলো ধুলা, শুকনামাটি আর গোবরের গন্ধে। গোরুগুলির নরোম শ্বাসপ্রশ্বাস এবং বাঁট থেকে দুধ-দোওয়ার হিস্‌হিস্ শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ ছিলো না গোলাঘরে। মিসেস ম্যাকলেনার এবং গিল গামলা সামনে রেখে একসংগে কাছাকাছি বসে দুইছিলো দুধ। কথাবার্তা বলছিলো না দুজনের কেউই। গমের গাদাগুলির ওপর কাঠের চালার ছাদটা চাপাতে গিয়ে দুজনই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো। এবার ভালো ফসল হয়েছিলো খামারের জমিতে। গমের এরকম ফলন আর কোনোবারই হয়নি। তারা দুজনই এর জন্যে গর্ববোধ করছিলো। খামার মালিক হিসেবে স্বাভাবিক কারণেই মিসেস ম্যাকলেনারের আনন্দটা ছিলো একটু বেশি। এদিকে গিল

www.pathagar.com

জানতো তার কঠোর শ্রমের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। আসলে দুজনই তারা একপায়া টুলে বসে বোধ করছিলো গভীর একটা আত্মতৃপ্তি। ঠিক এসময় তাদের কানে ভেসে এলো কামানের গর্জন।

প্রথমে তারা বিশ্বাসই করতে পারছিলো না ওটা কামানের আওয়াজ। ঠিক সেসময় বাড়ির ভেতর থেকে শোনা গেলো ডেইজির চড়া গলার চিৎকার। 'শুনছেন, মিসি ম্যাকলেনার! দুর্গ থেকে কামানের গর্জন শোনা যাচ্ছে। আমি গোলা ছুটতে দেখেছি! আহ্, মিসি!'

গিলের সাথে উঠে দাঁড়ালেন বিধবা। তাঁর লম্বাটে মুখখানা কঠিন দেখালো। তিনি দেখলেন, গিলের মুখ কী রকম সাদা হয়ে গেছে।

'ওটা কামানের হুঁশিয়ারি আওয়াজ,' বললো গিল। 'হামলার সংকেত এটা।'

'একবারমাত্র কামানটা গর্জালো।' মহিলার ঠোঁটদুটি সংকুচিত হয়ে উঠেছিলো। মাথা নাড়লেন তিনি।

'দুর্গে গিয়ে আমাদের আশ্রয় নিতে হবে।'

আবার মাথা নাড়লেন মহিলা। এরমধ্যেই গোয়ালঘর থেকে বেরিয়ে পাথরের বাড়িটার দিকে যাত্রা করলো তারা। 'দৌড়াচ্ছো কেন,' বললেন মিসেস ম্যাকলেনার। 'দৌড়িয়ে ওখানে যেতে পারবো না আমরা। তোমার বউ তো সুস্থই আছে।'

কিন্তু লানার সাথে দেখা করা দরকার গিলের। লানা বোধকরি এখন শিশু গিলিকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে। বাড়ির কর্ত্রী মিসেস ম্যাকলেনারের নামের সাথে যোগ করে শিশুর নাম রাখা হয়েছে গিলবার্ট ম্যাকলেনার মার্টিন। গিলির মুখে স্তন গুঁজে দিয়ে রান্না ঘরে চুপচাপ বসেছিলো লানা। ভয় মেশানো শান্তদৃষ্টিতে গিলের চোখের পানে তাকালোও। কিন্তু একটা স্থিরতা ছিলো ওর চোখে। এখনো লানা সাহস হারায়নি দেখে মনে মনে বিধাতাকে ধন্যবাদ জানালো গিল।

'আচ্ছা, আমাদের কোথায় যাওয়া তুমি ভালো মনে করো, গিল?'

'আমরা সড়কপথে ডেটন দুর্গে যেতে পারি। তবে নদী পেরিয়ে হারকিমার দুর্গে যাওয়াই বোধহয় ভালো হবে। এই পথে তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে। শকটে করে সরাসরি নদীর তীর পর্যন্ত আমরা যেতে পারবো।'

মাথা নাড়লেন মিসেস ম্যাকেলনার।

www.pathagar.com

'বেশি জিনিসপত্র সাথে না–নেয়াই উচিত হবে আমাদের। আমি কেবল আমার বাঁচানো টাকা এবং কিছু ব্র্যান্ডি সাথে নেবো। ডেইজি, তুমি গিলের হাত থেকে বালতিটা নিয়ে একটা পাথরের জগে দুধ ভরে নাও। অনেকসময় খুব কাজ দেয় দুধে। নতুন সেঁকা রুটি এবং শুয়োরের উরুর মাংসের দলাদুটিও নাও। চেঁচামেচি করবে না কিন্তু। নিগারের মাথার খুলির চামড়ার জন্যে ওরা পয়সা ঢালে না।'

'হ্যাঁ,মাম্।'

দুধের বালতিটা এখনো তার হাতে আছে দেখে অবাক হলো গিল। কড়িকাঠের নিচের আংটা থেকে রাইফেলটা তুলে নিয়ে ঘরের দরোজা–জানালাগুলি বন্ধ করলো সে। এবং পরক্ষণেই হাঁটা দিলো। মিসেস ম্যাকলেনার তাঁর টাকা, ব্র্যান্ডি, তাঁর নিজের এবং লানার কাপড়চোপড় রান্নাঘরের মেঝের ওপর জড়ো করলেন। একটা বোচকা বানিয়ে তার ভেতর রাখলেন ব্র্যান্ডি এবং টাকা। খাবারের জিনিসপত্র একটা ঝুড়িভরতি করে আনলো ডেইজি। গর্বের সংগে বললোঃ 'আমি নতুন বানানো ফলের আচার এবং শুয়োরের উরুর তাজা মাংস ঝুড়িতে বেঁধে এনেছি। আচার দিয়ে মাংস খেতে মজাই লাগবে।'

গিল আগেই বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলো। শুয়োরগুলিকে তাড়িয়ে জংগলের দিকে ঠেলে দিলো সে। সবকটি গোরুর গলা থেকে ঘন্টা খুলে নিয়ে সেগুলিকেও বের করে দিলো। এরপর ঘোড়াটাকে টেনে এনে গাড়িতে জুতলো। বাড়ির ফটকের সামনে গাড়িটা এনে রাখতেই মিসেস ম্যাকলেনার তাঁর বোচকা–বুচকি চাপালেন ওটার ওপর। খাটো গাউনটার বোতাম আঁটবার সময় গিলের চোখাচোখি হলো লানা। বিষণ্ন মুখে ও বললোঃ 'গিলিকে বুকের দুধ খাইয়ে নিতে যা একটু দেরি হলো আমার। ভাবলাম, দুধ পেটে থাকলে শান্ত থাকবে বাচ্চা।'

'লক্ষ্মী মেয়ে।' বললেন মিসেস ম্যাকলেনার।

লানাকে গাড়িতে উঠতে সাহায্য করলো গিল। ডেইজি এবং মিসেস ম্যাকলেনার গাদাগাদি হয়ে বসলেন গাড়ির পেছন দিককার তক্তার ওপর। দরোজা বন্ধ করে হুড়কাটা এঁটে দিলো গিল। এরপর ঘোড়ার মাথায় বল্গার চাপ দিয়ে রাস্তার দিকে হাঁকালো জন্তুটাকে। রাস্তায় মোড় নিতেই তাদের কানে এলো ডেটনের দিক থেকে আসা ডাকবাহকের ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। জিনের ওপর থেকে সামনের দিকে ঝুঁকে

www.pathagar.com

জোরকদমে গাড়ি হাঁকিয়ে ডাকবাহকের ঘোড়াটাকে পেছনে রেখে এগিয়ে গেলো গিল। ডাকবাহকের পানে তাকিয়েও দেখলো না সে।

এন্ডরিজ ব্লকহাউসের হুঁশিয়ারি কামানটা থেকে ধ্বনিত হলো গুরুগুরু শব্দের গম্ভীর নিনাদ।

'হানাদাররা এখনো উপত্যকায় এসে পৌছেনি,' মনে মনে জপলো গিল। সড়কের ওপাশের মোড় ঘুরে গমক্ষেতের ভেতর দিয়ে ঘোড়াটাকে হাঁকলো সে। গমের খড় মাড়িয়ে নদীর কিনারে গিয়ে উঠলো তারা।

এর মধ্যেই পুবদিগন্তে গাঢ় ছায়া বিস্তার করছিলো সন্ধ্যার অন্ধকার। কুয়াশার আচ্ছন্নতা জাগতে শুরু করছিলো পানির বুকে যেখানে স্রোতস্বিনীগুলি এসে পড়েছে নদীতে। পশ্চিম আকাশে পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠা মেঘের প্রান্ত ছুঁয়ে ঝুলছিলো অস্তযাওয়া সূর্যের শেষ বিলীয়মান আলোর ক্ষীণ একটি রেখা। এই আবছা আলোয় নদীর ওপারের লোকজনকে দলে দলে সমতল ভূমিটার দিকে আসতে দেখলো গাড়ির চার বয়স্কআরোহী। তারা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলো ওপারের রাস্তা থেকে বাতাসে ভেসে আসা গাড়ির চাকার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ এবং ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। কিন্তু কারো কথাবার্তার কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছিলো না। এই নির্বাক স্তব্ধতা কেমন যেনো একটা অখন্ড রহস্যে ছেঁকে ধরেছিলো ঘনায়মান রাতটাকে।

নদীর কিনারে এসে গিল যখন ঘোড়াটাকে থামালো তারা নিজেরাও নিঃশব্দে একে একে বেরিয়ে এলো গাড়ির ভেতর থেকে। একটা কথাও বললো না কেউ। নৌকার গলুইটা তীরের কাছে টেনে এনে বিধবা মিসেস ম্যাকলেনারকে বৈঠার কাছের পাটাতনের ওপর উঠে বসতে সাহায্য করলো গিল। এরপর পানিতে দাঁড়িয়ে লানার বুক থেকে বাচ্চাটাকে টেনে নিয়ে মিসেস ম্যাকলেনারের কোলের ওপর তুলে দিলো। একটা ইঁদুরের মতন চুপচাপ ছিলো বাচ্চাটা। তাকে বিধবার কোলে এমন নিঃসাড়ে পড়ে থাকতে দেখে সবার মনে হলো চারপাশে যাকিছু ঘটছে সে ব্যাপারে বোধকরি শিশুটি সচেতন। দুই ডাগর চোখের দৃষ্টি সোজাসুজি অনভ্যস্ত আকাশটার পানে তুলে ধরে রেখেছিলো সে। একটু পরেই নৌকায় উঠলো লানা এবং ঝুড়ি আর পোটলাগুলি গুছিয়ে রাখলো। ভড়কে গিয়ে নৌকাটাকে প্রায় ওল্টাতে বসেছিলো ডেইজি। ওর ডোরাকাটা পেটিকোটের আঁচলগুলি ঝুলে পড়েছিলো রাইফেলের কুঁদার ওপর। বুকের কাছে যীশুর

www.pathagar.com

একটা ফ্রেমেআঁটা ছবি ধরে রেখে চুপচাপ বসেছিলো ও। মাথার রঙিন ক্যালিকো রুমালের তলায় আশ্চর্য রকমের ধূসর দেখাচ্ছিলো ওর মুখখানিকে।

আবার তীরে লাফ দিয়ে নামলো গিল এবং ঘোড়াটাকে বাঁধনমুক্ত করলো। একমুহূর্ত ইতস্তত করে গাড়িখানাকে কিনারে টেনে এনে পানিতে ডুবিয়ে রাখলো এবং জিন আর দড়াদড়িগুলি ছুঁড়ে ফেললো নদীতে। সম্ভব হলে গাড়িটাকে সে পুড়িয়ে ফেলতো। কিন্তু নদীতে তো আর কোনোকিছু পোড়ানো যায় না। এরপর ঘোড়াটার পাছায় চাপড় মেরে ওটাকে সে চলে যেতে দিলো। পরমুহূর্তেই পানিতে নেমে নৌকাটাকে ধাক্কা দিয়ে হালের গোড়ায় গিয়ে বসলো।

অনেক বোঝাই হয়ে গিয়েছিলো নৌকাটা। আস্তে আস্তে বৈঠা ঠেলতে হচ্ছিলো তাকে। শান্ত নদীটার মাঝামাঝি গিয়ে ঘোড়াটাকে শেষবারের মতো দেখবার জন্যে থামলো সে। নদীর তীর থেকে খানিকটা দূরে গিয়ে ঘোড়াটাও থামলো তাদের দিকে দৃষ্টি তুলে ধরে রেখে। ঘাবড়ে গিয়ে ঘনঘন কান নাড়ছিলো জন্তুটা।

'আমাদের এখন যাত্রা করা উচিত, কী বলো?' শান্তকণ্ঠে বললেন মিসেস ম্যাকলেনার।

উজান বেয়ে বৈঠা ঠেলছিলো গিল। পানির কালো বুকের ওপর ফিকে দেখা যাচ্ছিলো উইলো গাছগুলির ছায়ার প্রতিবিম্ব। তখনো স্তব্ধ ছিলো উপত্যকাটা। রাস্তায় চলা গাড়ি-ঘোড়ার আওয়াজ ছাড়া কোথায় কোনো শব্দের অস্তিত্ব ছিলো না। হঠাৎ নৌকা বেয়ে তাদের মতনই উজানের দিকে যেতে দেখা গেলো ক্যাসলার পরিবারকে।

গিলের নৌকার পাশ দিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সময় জ্যাকব ক্যাসলার অনুচ্চ কণ্ঠে বললোঃ 'তোমরা সবাই ঠিকঠাক আছো তো? হে'

'হ্যাঁ। তোমরা?'

'সাধ্যমতন সবকিছুই আমরা সংগে এনেছি। তবে বারুদ আনতে পারিনি।'

'দুর্গে হয়তো কিছু পেতে পারো।'

মিসেস ক্যাসলার খানিকটা কাঁপাগলায় বললোঃ 'প্রচুর বুলেট আছে আমাদের কাছে। এই বসন্তে অনেক বুলেট বানিয়ে রেখেছিলো জ্যাক।'

এরপর নিঃশব্দে দুটি নৌকাই ধীরেসুস্থে এগিয়ে যেতে লাগলো উজান পানে।

www.pathagar.com

বৃষ্টিশূন্য মেঘ ধীরে ধীরে ঢেকে ফেললো আকাশটাকে। নৌকাদুটি যখন হারকিমার দুর্গের ঘাটে গিয়ে ভিড়লো পিচকালো হয়ে তখন নেমেছে রাত। দুর্গের ফটকগুলি খোলা থাকলেও ভেতর থেকে তেমন কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছিলো না। নৌকাটাকে নদীর কিনারে ভিড়িয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে তীরে উঠলো গিল। বাচ্চাকে কোলে তুলে নিয়েছিলো লানা। মিসেস ম্যাকলেনার, ডেইজি এবং গিল নিজে বইছিলো সাথে আনা সব লটবহর। দুর্গফটক গলিয়ে তারা জনাকীর্ণ আঙিনায় গিয়ে হাজির হলো। দুর্গের প্রায় প্রতিইঞ্চি জমি দখল করে নিয়েছিলো শরণার্থীরা। ভাগ ভাগ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো তারা এখানে ওখানে। তখনো বোঝা নামানো হয়নি অনেক শকটের। কেমন ভীতসন্ত্রস্ত দেখাচ্ছিলো নিশ্চল দাঁড়িয়েথাকা ঘোড়াগুলিকে। খবর নিতে গিয়ে হেলমারের দৌড়ের কথা লোকজনের কাছ থেকে প্রথম জানতে পারলো গিল। এবং আরো জানতে পারলো ব্রান্ট তার দলবল নিয়ে পথে রয়েছে।

দুর্গের উত্তর দেয়ালের কোনার দিকের একখানা চালাঘর বেছে নিলো গিল তার পরিবারের জন্যে। মিসেস উইভার এবং কোবাসের সংগে ভাগাভাগি করে ঘরটায় থাকবে তারা। আঙিনাটার সোজাসুজি দক্ষিণ মাথায় দেখা গেলো ক্যাপ্টেন ডেমুথকে। স্ত্রীর শোবার জায়গাটা গোছগাছ করার কাজে ব্যস্ত ছিলো ক্যাপ্টেন। তাকে সাহায্য করছিলো ম্যারি রিঅল।

গিলদের দেখে মিসেস উইভার শুকনোগলায় শুধু 'হ্যালো' কথাটি উচ্চারণ করেছিলো। ক্যাপ্টেনের স্ত্রীর ফাইফরমাশ খাটায় ব্যস্ত ম্যারি রিঅলের দিকে ছিলো মহিলার চোখ। একটা বিতৃষ্ণা লেপ্টেছিলো তার সারামুখে। ম্যারির সাথে কথাবার্তা বলবার পর মায়ের খোঁজখবর নেয়ার জন্যে জন যখন আঙিনার এদিকে এলো, মহিলা তখন একদম চুপচাপ ছিলো। যুবক কোবাসকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিসানো গলায় জর্জ উইভারের খবর জানতে চাইলো গিল। কোবাস মাথা নাড়লো।

'আমাদের মনে হয় না জর্জ নিহত হয়েছে।'

এমা উইভার গলা বাড়ালো।

'আমরা কিছুই জানি না। মাথার খুলির চামড়ার জন্যে যে-দাম দেয় টোরিরা বন্দীদের জন্যে তার বেশি খরচ করে না তারা।' জনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললোঃ 'আমরা ভালোই আছি। কোবাস আমার খোঁজ করছে। একটু ওদিকে যাচ্ছি আমি।'

www.pathagar.com

গিল দেখলো মিসেস ম্যাকলেনারের পাশে কোনার জায়গাটায় সুস্থির হয়ে বসেছে লানা। নিচু হয়ে ওর গালে চুমু খেলো সে। বললোঃ 'বেলিঙ্গার এবং ডেমুথের সাথে কথা বলতে যাচ্ছিআমি।'

দুর্গ প্রাঙ্গণটা এখন মুখর হয়ে উঠলো লোকজনের চাপাকণ্ঠের কলগুঞ্জনে। হঠাৎ কর্নেল বেলিঙ্গারকে দেখা গেলো স্বর চড়াতে।

'এখান থেকে সবকটি ঘোড়া বের করে দিতে হবে।' গিলকে দেখে বললোঃ 'এই যে, মার্টিন। জন্তুগুলিকে বের করে দাও তুমি। সবকটিকেই। গাড়িগুলিও সরিয়ে ফ্যালো এখুনি।'

'আমার ঘোড়াটা সাথে রাখতে চাই,' প্রতিবাদ জানিয়ে বললো একটা লোক। 'রেডইণ্ডিয়ানরা আমার গাইগোরুটাকে চুরি করে নিয়ে গেছে।'

'বললামই তো, সবঘোড়াই সরাতে হবে। জায়গাটাকে আমরা ভিড়ের হাট করে রাখতে চাই না। এখানে ঘোড়ার জন্যে বাড়তি কোনো ঠাঁই নেই আমাদের। আতংকিত হয়ে জন্তুগুলি দাপাদাপি শুরু করলে কেউ–না–কেউ জখম হবে। সুতরাং ওদের তাড়াতাড়ি বের করে নাও। স্ত্রী লোকদেরও সরাও।'—বেলিঙ্গার তার স্বরটা এমনভাবে চড়ালো যাতে দুর্গের সবখান থেকে তা শোনা যায়। 'আমি চাই আঙিনাটা ভিড়মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীলোকেরা চালাঘরগুলিতে কিংবা গির্জার ভেতর থাকুক। গোলাগুলি শুরু হলে মেয়েমানুষ এবং শিশুদের অবশ্যই গির্জায় সরিয়ে নিতে হবে। গির্জার উত্তর দিকের সংরক্ষিত আসনগুলি আলাদা করে রাখতে হবে হাসপাতালের কাজে ব্যবহারের জন্যে। যাদের বন্দুক আছে তাদের সবাইকে পুবের ব্লকহাউসে হাজিরা দিতে হবে ক্যাপ্টেন ডেমুথেরকাছে।'

ভিড় কমানোর কাজটা শুরু হলে পর দুর্গের মাঝখানের বড়ো চুল্লিটার দিকে পা বাড়ালো বেলিঙ্গার। অন্ধকারঘরে লোকজন যেরকম এলোমেলোভাবে হাতড়ে বেড়ায় অনেকটা সেধরনের একটা নীরব বিশৃংখলা দেখা দিয়েছিলো ভিড় ভাংবার সময়। কিন্তু বেলিঙ্গারকে কিছুমাত্র বিরক্ত হতে দেখা গেলো না। অন্ধকারের মধ্যেই ঘোড়া এবং গাড়িগুলিকে দড়াদড়ি ছাড়িয়ে দ্রুত ফটকের বাইরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। গদি খুলে নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো সবকটি ঘোড়াকেই। পনেরো মিনিটের মধ্যেই কাজটা সেরে বেলিঙ্গারকে সংবাদ দিতে গেলো গিল।

www.pathagar.com

আবার গলা চড়ালো বেলিঞ্জার ঃ 'আরেকটা কথা।' প্রতিটি লোকের দৃষ্টি তার মুখের ওপর নিবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত আগুনের শিখার আলোর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলো তাকে। 'রেডইণ্ডিয়ানরা এখন কোথায় আছে আমরা জানি না। এটা একটা গাঢ় কালো রাত এবং নদীর বুকটাও ঢাকতে শুরু করেছে কুয়াশায়। এ অবস্থায় রেডইন্ডিয়ানদের নড়াচড়ার শব্দই কেবল আমরা শুনতে পাবো। সুতরাং, নিজেদের গুছিয়ে নেয়ার সংগেসংগেই তোমরা একেবারে চুপচাপ হয়ে থাকবে। কোনো শিশু কান্না জুড়লে এবং তার কান্না থামাতে পারা না গেলে গির্জায় নিয়ে গিয়ে তাকে কাপড় চাপা দিয়ে রাখবে।'

ডেমুথের সাথে দেখা করবার জন্যে বেরিয়ে পড়লো বেলিঞ্জার। এইমুহূর্তে খুব ধীরস্থির এবং শান্ত মনে হচ্ছিলো তাকে। আগুনের আলোয় তার তামাটে মুখ এবং দুই প্রকাণ্ড কাঁধে বিচ্ছুরিত হতে দেখা যাচ্ছিলো এক উদ্দীপ্ত ব্যক্তিত্বের প্রভা। গিলের স্মৃতিতে হঠাৎ ভাসলো ওরিস্কানির দৃশ্যটি। কেমন স্বচ্ছন্দে সেদিন যুদ্ধাহত হারকিমারকে কোলের ওপর তুলে পাহাড়ের ঢালু জায়গাটায় বয়ে নিয়ে গিয়েছিলো এই অদম্য মনোবলের লোকটি।

ডেমুথের কাছে গিয়ে বেলিঞ্জার বললোঃ 'এখান থেকে সবকটি ঘোড়া সরিয়ে নিয়ে জায়গাটাকে জঞ্জালমুক্ত করেছে মার্টিন। তোমার লোকজনের অবস্থা কী, মার্ক? তাদের সবাইকে জড়ো করতে পেরেছো তো?'

'হ্যাঁ,' ক্লান্তকণ্ঠে বললো ডেমুথ। ক্যাপ্টেনের মুখে কিন্তু ক্লান্তির কোনো ছাপ দেখা যাচ্ছিলো না।

'আর কতোক্ষণ আগুন জ্বালিয়ে রাখা উচিত বলে মনে করছো তুমি?'

'আমার তো মনে হয় এখন আগুন নেভানো যায়। গত দশমিনিটে আর কোনো শরণার্থীকে দুর্গে ঢুকতে দেখা যায়নি। প্রতিটি লোকের ওপর নজর রাখা সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে। তবে কিছু লোক বোধকরি ডেটন দুর্গে আশ্রয় নিয়েছে। আর এন্ডরিজ থেকে কোনো শরণার্থী আসবে মনে হয় না।'

বেলিঞ্জার বললোঃ 'আর দশমিনিটের মধ্যে দুর্গের সব আলো নিভিয়ে ফেলবো আমি। এ-ব্যাপারে লোকজনকে হুঁশিয়ার করে দিতে হবে আমায়।'

www.pathagar.com

সংগেসংগেই চিৎকার দিয়ে সবাইকে সতর্ক করে দিতে শুরু করলো বেলিঙ্গার। গিল মই বেয়ে উঠলো দুর্গের পশ্চিমদিকের ছাদের পাহারাকুঠরিতে। সেখানে পাহারায় ছিলো জন উইভার। ফ্যাকাশে দেখা যাচ্ছিলো জনের মুখ। তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গিল বললোঃ 'হ্যালো, জন।' উত্তরে জন বললোঃ 'হ্যালো, মিঃ মার্টিন।'

নিচের আঙিনায় বেলিঙ্গার এবং ডেমুথকে দেখা গেলো লম্বাপা ফেলে দুর্গের ফটকের দিকে যেতে। ফটকগুলি তারা এখন বন্ধ করতে শুরু করলো। দুজন লোক সাহায্য করছিলো এ-কাজে। লোহার তিনটি মোটাপাত ভারি শব্দ তুলে পড়লো মাটিতে। দুর্গপাঁচিলের ভেতরকার সবআলো নিভে যাওয়ায় ফটকের বাইরে দাঁড়ানো ঘোড়াগুলির চোখেও হঠাৎ অন্ধকার নামলো। সবকটি জন্তুই মৃদুহ্রেষাধ্বনি করে উঠলো রাতের নিকষকালো অন্ধকারে। কেমন যেনো একটা আতংক ছড়ানো ছিলো ঘোড়ার এই পরিচিত নেকোধ্বনিতে।

অ্যাডাম হেলমারের সাথে দেখা হলো গিলের। হেলমারের পাশেই হলো গিলের স্থান। পরস্পর করমর্দন করলো তারা। স্মিত হাসলো হেলমার। 'ওই মোহক রেডইন্ডিয়ানদের দৌড়ে পিছহটিয়ে দিয়ে এসেছি আমি, এ-খবরটা নিশ্চয় পেয়েছো তুমি?' জানতে চাইছিলো হেলমার। গর্বে যেনো ফেটে পড়ছিলো হেলমার। তার গায়ে ছিলো বেমানান ধরনের একটা ক্ষুদে শার্ট। আসলে গোটা জার্মান তল্লাটে এমন কোনো শার্ট ছিলো না যা তার বিশাল শরীরটার সাথে ঠিকমতন খাপ খেতো। একটা ধারকরা রাইফেল হাতে নিয়ে পাহারাখুঁটিতে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছিলো সে। কেমন করে সবকটি দৌড়বাজ রেডইন্ডিয়ানকে একের পর এক পিছুহটিয়ে এগিয়ে এসেছিলো সে, তার বর্ণনা দেয়ার সময় একটা নাটুকেপনা ফুটে উঠলো তার গলার নরোম স্বরে এবং অঙ্গভংগিতে। রীতিমতন একটা গল্প ফাঁদলো হেলমার সেই বেঁটেখাটো তাগড়া রেডইণ্ডিয়ানটি সম্পর্কে যাকে নিজের ব্যর্থতার আক্রোশে যুদ্ধকুড়াল দিয়ে মাটিতে কোপ বসাতে দেখা গিয়েছিলো। 'মনে হলো লোকটা যেনো কাঁদছিলো,' বললো হেলমার। 'আমি তার দোষ দিচ্ছি না। প্রভুর দোহাই! প্রাণপণে দৌড়ে শেষপর্যন্ত তার মাথা হেঁট করতে পেরেছি আমি।' হলুদ চুলের রাশি নেড়ে মাথা ঝাঁকালো সে এবং হাসলো।

'আগুন নেভানো হলে সবাইকে মুখ বন্ধ করতে হবে,' হাঁক ছাড়লো বেলিঙ্গার। 'আমি চাই প্রত্যেকে তামিল করবে হুকুমটা। যারা মুখ বন্ধ করতে পারবে না দুর্গের বাইরে গিয়ে থাকাই তাদের জন্যে ভালো।'

www.pathagar.com

দুজন লোক প্রকাণ্ড একটা কড়াই টেনে নিয়ে এলো অগ্নিকুন্ডটার কাছে। কড়াইয়ের সমস্ত পানি তারা ঢাললো জ্বলন্ত কুণ্ডটায়। ধোঁয়ার গন্ধের সাথে হিসহিসানো শব্দ তুলে নিভে গেলো আগুনের সমস্ত শিখা। ঘন হয়ে ওঠা অন্ধকারে আরেকবার অনুচ্চ হ্রেষাধ্বনি তুললো ঘোড়ার পাল। পরমুহূর্তেই মাটিতে পা আছড়ালো জন্তুগুলি। দুর্গের ভেতর অন্ধকারটা ছিলো অমাবশ্যার মতন ঘোরকালো এবং নৈঃশব্দে ঢাকা। কিছুক্ষণ আগেও যাদের নড়াচড়া করতে এবং কথাবার্তা বলতে দেখেছিলো লানা তাদের সবাইকে এখন মৃত বলে মনে হলো ওর কাছে। গিলি ছাড়া এই মুহূর্তে যেনো আর কেউ ছিলো না ওর নিঃসঙ্গ জগতে। একাকিত্বের অনুভূতিটা ওকে যখন গ্রাস করছিলো ঠিক তক্ষুণি হাত বাড়ালেন মিসেস ম্যাকলেনার। পরস্পরের হাত আঁকড়ে ধরে থাকলো দুই নারী।

কোবাস ফিসফিসিয়ে তার মাকে বললোঃ 'আমি বুঝতে পারছি না কেন ওখানটায় পাহারা দেয়ার জন্যে তারা আমায় একটি মাস্কেট বন্দুক দিলো না।'

'চুপ করো! মুখ বন্ধ রাখো তোমার।' রূঢ় শোনালো ওর মায়ের গলার স্বর। পরমুহূর্তেই শোনা না যায় এমন বিড়বিড়কণ্ঠে জর্জের জন্যে প্রার্থনা করতে শুরু করলো মহিলাটি। ওই দুর্ভাগ্যের দিনটিতে লোকের মুখে খবর পেয়ে একটা কাজের খোঁজে স্কুইলার গিয়েছিলো জর্জ। ছেলে জনকে তাক লাগিয়ে দেয়ার জন্যে কাজটা পেতে চেয়েছিলো সে।

একদম চুপসে গিয়েছিলো মিসেস ডেমুথ। বুকের ওপর হাতদুটি ভাঁজ করে রেখে কম্বলে পিঠ দিয়ে শুয়েছিলো মহিলা। ন্যান্সিকে তাড়িয়ে দেয়ার পর থেকে কেমন উদ্ভট একটা বাতিকে পেয়ে বসলো স্ত্রীলোকটিকে। স্বামী তার দুইহাত বেঁধে রেখেছে বলে সবসময় মনে হতো তার। এই মুহূর্তেও যেনো একইভাবে বাঁধা সেগুলি। সাজগোঁজ এমনকি নাওয়াখাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে সে। তার দেখাশোনার পুরো ভার ছিলো ম্যারির ওপর। কিন্তু ভদ্রমহিলা ম্যারির সাথে কখনো দুর্ব্যবহার করতো না। বরং ওর প্রতি বেশ সদয়ই ছিলো সে বলতে গেলে। ভয়টা আস্তে আস্তে উবে গিয়েছিলো তার ভেতর থেকে। কম্বলের বিছানায় শুয়ে থেকে আপন মনে গুনগুন করে সে গাইতে থাকতো পুরনো ধর্মীয় সংগীতের দুচারটি স্তবক। কখনো কখনো কাছে ঘনিয়ে এসে ম্যারি শুনতো তার গলায় ধ্বনিত হচ্ছে 'প্রভু আমাদের দুর্ভেদ্য দুর্গ' রূপক গানটির সুর। ম্যারির মনে পড়তো গলায় কেমন গভীর একটা আবেগ ছড়িয়ে তার বাবা সবসময় জার্মান ভাষায় এটি গাইতো। তার যাদুময় সুরেলাকণ্ঠে অপূর্ব শোনাতো গানের

www.pathagar.com

কলিগুলি। ম্যারির দুচোখে অশ্রু টলমল করতো যখন মহিলা বেসুরো গলায় ভাঁজতে থাকতো এর কথা এবং সুর। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর গলাটাকে সামান্য চড়াতো সে। পোকার ভন্‌ভন্ শব্দের মতো শোনাতো তার হাল্কা বিষাদমাখা ক্ষীণ কন্ঠধ্বনি। গুনগুনিয়ে সে গাইতোঃ

'আমি দাঁড়ালাম যেখানে হ্রদের জলে
ছায়া ফেলে উইলো বৃক্ষটি,
দেখলাম পাশ দিয়ে চলে গেলো
অশ্বারূঢ় সাহসী পুরুষটি।'—

গানের করুণ সুরটি আবেগআপ্লুত করে তুললো ম্যারিকে। হাঁটু গেড়ে বসে ছাদের পাহারা কুঠরিটার দিকে দৃষ্টি মেলে ধরলো ও জনকে দেখবার জন্যে। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই ওর চোখে পড়লো না। জন এবং নিজের কথা ভাবতে গিয়ে বুকটা ওর ভারাক্রান্ত হলো দুঃখে। মজুরি মিলবে এমন কাজ পাওয়া অসম্ভব জনের পক্ষে। শুধুমাত্র থাকা খাওয়ার বিনিময়ে ফসল কাটার প্রায় গোটা মওসুমটায় হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে হয়েছে জনকে। এরপর যখন ম্যারির সাথে দেখা করতে আসতো সে বেশ হাসিখুশি মনে হতো তাকে। ম্যারি ভালোভাবে কাজ করছে জেনে আনন্দবোধ করছিলো জন। কিন্তু ও রোজগার করছে আর জন কিছুই করতে পারছে না কথাটা ভাবলে নিজেকে কেমন যেনো ছোটো মনে হতো ম্যারির। ওর এই ভাবনার মধ্যেই বিষণ্নকন্ঠে সুরের রেশ টেনে চললো মিসেস ডেমুথ ঃ

'প্রভু, কেনো চাইলে না ফিরে
যখন সময় ছিলো আমার,
এখন কন্ঠে তোমার প্রেম
যখন ঘন্টা পড়লো যাবার?
ভালোবাসবো না কাউকেই আর
আহা, শুকিয়ে গেলেও নদী,
বিবর্ণ হলেও উইলো পাতা
এবং প্রাণটা আমার চূর্ণ হয়ও যদি।'

www.pathagar.com

ফিসফিসানো গলার গানটা শুনতে শুনতে ম্যারির হৃদয়টা উদ্বেল হয়ে উঠলো জনের প্রতি ভালোবাসায়। বিধাতাকে ডেকে মনে মনে প্রার্থনা করলো ও জনের মঙ্গলের জন্যে। এমনভাবে ডাকলো যেনো বিধাতা ওর সামনে উপস্থিত ছিলেন ব্যক্তিসত্তার রূপ নিয়ে। এবং ইচ্ছা করলেই যেনো তিনি জনের দিকে বাড়াতে পারতেন সাহায্যের হাত।

অন্ধকারে মহিলাটির কপালে হাত রাখলো ম্যারি এবং আলতোভাবে তার মুখে ঠোনা মারতে লাগলো। একটু পরেই বন্ধ হলো গান। এবং আরো একটু পরে মহিলার চোখের পানিতে হাতটা ভিজে উঠছে অনুভব করলো ম্যারি।

পুবদিকের ব্লকহাউসটায় চাপা স্বরে কথা বলছিলো ডেমুথ এবং বেলিঞ্জার। দুর্গটি ব্রান্ট আর রেডইন্ডিয়ানদের হামলা রুখতে পারবে কিনা সে ব্যাপারে আশ্বস্ত হতে চাইছিলো তারা। সাতাশিজন সশস্ত্র লোক ছিলো তাদের কাছে। ডেটন দুর্গে ছিলো ষাটজনের মতো। সবচেয়ে বিপন্ন অবস্থায় ছিলো লিটল স্টোন অ্যারাবিয়া দুর্গ। মাত্র কুড়ি জন অস্ত্রধারী লোক অবস্থান নিয়েছিলো সেখানে। তবে তাদের বিশ্বাস, হামলাটা সীমাবদ্ধ থাকবে সমতলের বসত এলাকায়। সবসুদ্ধ এক শ চল্লিশটি পরিবার ছিলো সমতলে। এন্ডরিজ বসতটিকেও এর ভেতর ধরা হলো। সেখানে ছিলো আটটি পরিবার এবং তাদের চৌদ্দজন বয়স্কপুরুষ। পনেরো বছর ওপরের যে-কোনো ছেলেকে পূর্ণবয়স্ক ধরে মেলানো হয়েছে এই খতিয়ান। ব্রান্টের বাহিনীর লোকসংখ্যা কতো তার কোনো খবর ছিলো না বেলিঞ্জার এবং ডেমুথের কাছে। এটা জানবার উপায়ও ছিলো না এই দুই অধিনায়কের। তার কারণ জো-বোলিও ছাড়া তাদের গুপ্তচরদের সবাই ছিলো দুর্গের ভেতরে। আর গুপ্তচররাই হলো যে-কোনো ঘাঁটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। এদের একজনকেও সংবাদ সংগ্রহের জন্যে বাইরে পাঠানোর ঝুঁকি নিতে সাহস করছিলো না তারা। তাদের ধারণা, পথে যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন হয়ে নিশ্চয় ডেটনের দিকে গিয়েছে বোলিও। সপ্তাহখানেক চলবার মতন বারুদের পর্যাপ্ত সরবরাহ ছিলো তাদের কাছে। অবশ্য মাঝেমধ্যে তারা বাড়তি সরবরাহের দাবি জানিয়ে এসেছে ওপরওয়ালাদের কাছে। কিন্তু আলবানি থেকে আজো তা পাঠানো হয়নি। তবে দুর্গে বুলেটের মওজুদ ছিলো প্রচুর। কর্নেল এন্ডেনের ম্যাসাচুসেটস রেজিমেন্টকে মোতায়েন করা হয়েছিলো চেরিভ্যালিতে। সাহায্যের জন্যে একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহী বার্তাবাহক পাঠানো হয়েছিলো সেখানে। কিন্তু এন্ডেনের কাছ থেকে দুদিনের ভেতর কোনো সাহায্য পাওয়া গেলেও পৌঁছবার কোনো সম্ভাবনা তারা দেখছিলো না। সুতরাং নিজেদের ওপরই তাদের নির্ভর করতে

www.pathagar.com

হলো পুরোপুরি। তারা অবশ্য জানতো রেডইন্ডিয়ানরা কখনো সাহস পাবে না সীমান্তের পেছন দিকের কোনো দুর্গের গোলাগুলির মুখোমুখি হতে। এটাই ছিলো তাদের সব থেকে বড়ো ভরসা।

তারা যখন কথা বন্ধ করলো দুর্গটা তখন নিস্তব্ধ এবং তাদের চারপাশে অন্ধকারের কালো ভৌতিক ছায়া। একফোঁটা আলো উঁকি মারছিলো না কোথাও থেকে। এমনকি আকাশেও একটা তারা ছিলো না। যদি থাকতো তাহলে অন্তত আঁচ করতে পারা যেতো দুর্গটার চারদিকের আদলটা। কুয়াশার ভাসমান কণার ঠান্ডাঝাপটা এসে লাগছিলো দুজনের মুখে। এ–ছাড়া আর কোনো কিছুকেই নড়তে কিংবা সঞ্চারণশীল হতে দেখা যাচ্ছিলো না। ছাদে প্রহরীদের টহলের জায়গাটা একবার ঘুরে দেখতে কাঠের মই বেয়ে ওপরে উঠলো ডেমুথ। সবকটি লোকই চারদিকে সতর্ক চোখ রেখে টহল দিচ্ছিলো নিজেদের নির্দিষ্ট স্থানটিতে ঘুরেফিরে। ডেমুথকে পাশ দিয়ে যেতে দেখে প্রতিটি প্রহরী ফিসফিসিয়ে বললো একইকথা। বললোঃ না, তারা কেউ শুনতে পায়নি সন্ত্রাসীদের নড়াচড়ার কোনোরকম শব্দ। ডেমুথ নিজেও মাঝেমধ্যে থেমে কান মেলে ধরে শুনবার চেষ্টা করছিলো বাইরে কোথাও কোনোকিছুর আভাস পাওয়া যায় কিনা।

শুধু একটি ঘোড়ার পায়ের শব্দই শুনতে পেলো ডেমুথ। ঘোড়াটা আস্তে আস্তে চরে বেড়াচ্ছিলো ফটকের বাইরে। খুব কাছে মনে হলেও সম্পূর্ণ অদৃশ্য ছিলো জন্তুটা। যেনো অনন্তের যাত্রার দিকে হামাগুঁড়ি দিয়ে চলছিলো বিবর্ণ রাতটা। কিন্তু গিল যতোটা ঠাওর করতে পারলো তাতে মনে হলো ভোর হতে খুব একটা দেরি নেই আর। এই প্রথম তার কানে ভেসে এলো একটা ঘোড়ার নাকঝাড়বার নরোম শব্দ। কনুই দিয়ে হেলমারকে খোঁচা দিলো সে। কিন্তু হেলমার শব্দটা আগেই শুনতে পেয়েছিলো। চাপাগলায় সে বললোঃ 'কোনো রেডইন্ডিয়ানের আভাস যদি ওটা হয় ঘোড়াটা নিশ্চয়ই এতোক্ষণে ছুটেপালাতো।'

মিনিট কয়েক রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে থাকলো তারা। এর পরেই দুজনের কানে এলো একটা লোকের হুইসেলের আওয়াজ। কঠিন হয়ে উঠলো হেলমারের শরীরের পেশীগুলি। একইরকম ধ্বনি তুলে পাল্টা হুইসেল বাজালো সে। পরমুহূর্তেই এলো জবাব। 'লোকটা জো,' বিড়বিড় করে বললো হেলমার। 'দুর্গের খিড়কি দরোজাটার দিকে এগিয়ে আসছে সে।' বেড়ালের মতন লঘুপায়ে পাহারাখুপরির মই বেয়ে নিচে নামলো হেলমার। দ্রুতপায়ে ফটকের দিকে যেতেই সেখানে দেখতে পেলো

www.pathagar.com

বেলিঙ্গারকে। জো বোলিওর ফিরে আসবার কথা বললো সে তাকে। দুজনে মিলে তারা খুলে দিলো খিড়কিটা। ছায়ামূর্তির মতন ভেতরে পা বাড়ালো জো।

'এতোদিন কোথায় ছিলে তুমি?' জানতে চাইলো অ্যাডাম হেলমার।

'কে, অ্যাডাম নাকি? তোমার দাদীর খালার বিছানায় শুয়ে থেকে সময় কাটিয়েছিলাম। আচ্ছা, বেলিঙ্গার কোথায়?'

'আমার ঠিক পাশেই।' অন্ধকারে দাঁত বের করে হাসলো অ্যাডাম। 'তুমি কি শুনেছো আমি মোহকের দৌড়ের পাল্লায় ওদের হারিয়ে দিয়ে ছুটে এসেছি?'

'না,' বললো জো। বেলিঙ্গারের পানে চাইলো সে। কারণ, তার কাছ থেকে খবর শুনতে চেয়েছিলো বেলিঙ্গার। 'শুমেকারের ওখানে আস্তানা গেড়েছিলো ব্রান্ট। তার সাথে আছে বিরাট একটা বাহিনী। মজার ব্যাপার হলো, এদের বেশিরভাগই শ্বেতাংগ। পুরাপুরি আঁচ করতে না পারলেও সবমিলিয়ে বোধকরি পাঁচশ লোকের মতন হবে দলটায়। রাতের প্রথমদিকে ওখানে শিবির পাতে তারা। এখন থেকে ঘন্টাদুয়েক আগে তারা উপত্যকার পথে রওয়ানা দিয়েছে। ফিরে এসে একটু ঘুমিয়ে নেবার কথা ভাবলাম আমি।'

বেলিঙ্গার জিজ্ঞেস করলোঃ 'তারা কি সবাই একদলে একত্র হয়ে যাত্রা করেছে?'

'না। কয়েকটি দলে ভাগ হয়েছে তারা।'

'আমার মনে হয় তাহলে দুর্গ আক্রমণ করবে না সন্ত্রাসীরা।'

'আমি কিছু অনুমান করতে পারছি না', বললো জো।

'শোনো হেলমার, পাহারার কাজে ফিরে যাও তুমি।'

'আমার সঙ্গে চলো, জো,' হেলমার বললো। আমি তোমায় বলতে চাই ---'

'জাহান্নামে যাও তুমি,' বললো জো। 'কোথায় আমি এইমুহূর্তে পাবো একপেয়ালা খাবার পানি?'

একজনের মুখ থেকে আরেকজনের মুখে চালান হলো জো'র দেয়া খবরটা। অন্ধকারে পেঁচার ডানাঝাপটানোর মতো গোটা দুর্গের চার দেওয়ালের ভেতর ছড়িয়ে পড়লো চাপাগুঞ্জনটা। স্ত্রীলোক এবং শিশুরা শুনতে পেলো তাদের মাথার ওপরকার ছাদ থেকে আসা পদচারণার শব্দ। কারণ, পাহারারত প্রতিটি লোক পা চালিয়ে গেলো তার পাশের লোকটির কাছে। ফিসফাস করলো এবং একটু পরেই ফিরে এলো। কিন্তু কেউই

www.pathagar.com

মুখফুটে কিছু বললো না মেয়েমানুষদের। অন্ধকারে নির্বাতাস শেডগুলিতে তারা পড়ে থাকলো রুদ্ধশ্বাস হয়ে। কোথায় কী ঘটছে কিছুই তারা জানতে পারলো না।

লানার কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিলো গিলি। হঠাৎ ছোটো পিঠটা একটু বাঁকিয়ে এবং লানার উরুতে মাথার গুঁতো দিয়ে সে জানান দিলো ঘুম ভেঙেছে তার। লানা জানতো, ঘুম ভাংলেই দুধের জন্যে কাঁদে বাচ্চাটা এতোটুকু হলে কী হবে সে ছিলো আদতেই একটা পেটুক। আগেভাগে দুধ খেয়ে মায়ের কোলে ঘুমানো ছিলো তার নিয়মিত অভ্যাস। পিঠচাপড়ে ওকে আদর করতে করতে মিসেস ম্যাকলেনারের দিকে ঝুঁকে ফিসফিসালো লানা। সংগেসংগেই নিঃশব্দে একটু সরে বসলেন মহিলা। প্রথম চিৎকারটার জন্যে গিল ঠোঁট ফাঁক করতেই মুখে ওর স্তনের বোঁটা গুঁজে দিলো লানা। পর মুহূর্তে এক আশ্চর্য অবলীলায় বন্ধ হলো শিশুর ফাঁককরা ঠোঁটদুটি। একটু ঘোঁতঘোঁত করে গোগ্রাসে সে গিলতে শুরু করলো মায়ের স্তনের দুধ। মিসেস ম্যাকলেনার খুশিতে নেকো শব্দ করে উঠলেন।

'ক্ষুদে সৈনিক!' অনুচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন বিধবা।

পিঠটাকে সোজা করে একটু নড়েচড়ে বসলো লানা। অন্ধকারে ঘন্টার পর ঘন্টা একনাগাড়ে বসে থাকায় পিঠে খিল ধরে গিয়েছিলো ওর। স্বচ্ছন্দ হয়ে বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে লাগলো ও। প্রাণটা জুড়ালো বাচ্চা মাই চুষতে শুরু করায়। একবুক উদ্বেগ নিয়ে সারারাত খবর শোনার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে মাথাটা কেমন ফাঁকা হয়ে গিয়েছিলো ওর। হঠাৎ ডেকে উঠলো একটা মোরগ।

পরিচিত ডাকটা কানে আসতেই কারো কারো মনে হলো বুঝি তার নিজের খামারের মোরগ ওটা। কিন্তু দ্বিতীয় ডাকটা কুয়াশায় খন্ডিত হয়ে দূরাগত ধ্বনির মতো শোনালো। প্রথমটির ডাকে সাড়া দিলো আরেকটা মোরগ। এরপর হাঁক ছাড়লো তৃতীয়টি। সারা উপত্যকা জুড়ে সরবে চিৎকার জুড়লো মোরগের দল। তাদের এই হাঁকডাকটাকে কেমন যেনো বেমানান বলে মনে হলো ডেমুথের কাছে। গির্জার তোপখানায় জ্বালিয়ে রাখা হয়েছিলো একটা মশাল। তার ক্ষীণ আলোয় পকেট–ঘড়িটা বের করে ডেমুথ দেখলো চারটা বেজে পঁচিশ মিনিট। অর্থাৎ ভোর হতে আরো প্রায় ঘন্টাদেড়েক বাকি।

উঁচু থেকে চারপাশের অবস্থাটা একনজর দেখবার জন্যে গির্জার ঘন্টাঘরে উঠলো ডেমুথ। মই বেয়ে ওপরে ওঠার সময় তার কানে এলো উপত্যকার দূরপ্রান্ত থেকে আসা

www.pathagar.com

একটা কুকুরের চিৎকার। সুইভেল–কামানটার পাশে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি মেলে ধরলো ক্যাপ্টেন। কুকুরটার একটানা গর্জন ছাড়া মানুষের নড়াচড়ার কোনোরকম আভাস কিংবা শব্দ শুনলো না সে। হঠাৎ কুকুরটা কুয়াশার মধ্যদিয়ে কেঁউ কেঁউ করতে করতে চলে গেলো।

ঠিক ওই সময় পশ্চিমে আলোর লালচে আভা দেখে সচকিত হয়ে উঠলো ডেমুথ। মুহূর্তের মধ্যেই একটা গোলকের আকার নিয়ে ঝলকে উঠলো ফুলকিটা। দেখতে দেখতে দুর্গের ডানে–বাঁয়ে, উত্তরে এবং দক্ষিণে লাফাতে শুরু করলো অসংখ্য আলোর গোলক। শেষে পুবদিকেও ওটা ছড়িয়ে পড়লো। কিছুক্ষণের মধ্যেই মনে হলো যেনো চারদিক থেকে দুর্গটাকে ছেঁকে ধরেছে সংখ্যাহীন আলোর ফুলকির একটা ভৌতিক অপচ্ছায়া।

দৃশ্যটা দেখে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলো ডেমুথ। নিচের ছাদে রক্ষীদের মধ্যে আগেই শুরু হয়েছিলো চাঞ্চল্য। হতচকিত হয়ে পড়ায় তা টের পায়নি ক্যাপ্টেন। কিন্তু গুঞ্জনটা উঁচুগ্রামে উঠলে পর দ্রুত সজাগ হয়ে উঠতে দেখা গেলো তাকে।

'ওটা রিটারের গোলাঘর, দেখতে পাচ্ছো?' কে একজন বললো।

'কোন্‌টা?' আরেকজনের গলা।

'ওই যে, ওই ছোটোটা। পাশের ঘরটার ঠিক ডানদিকে একটু পেছন–মোড়ে যেটা দেখা যাচ্ছে।'

আলোর ফুলকিগুলি অগুনতি দাউদাউ শিখা হয়ে পরিণত হলো একটা প্রকান্ড দাবানলে। বাতাসের একটা প্রবাহ সঞ্চারিত হলো এর ভেতর থেকে। ধীরে–ধীরে কুয়াশাটাকে তাড়িয়ে নিয়ে পশ্চিমের এই বাতাসটা অতিক্রম করলো দুর্গ। এবং ক্ষুদে প্রপাতপুঞ্জের ওপরকার আকাশে গড়ে তুললো এই বিতাড়িত কুয়াশার একটা প্রাচীর। আগুনের আলোয় গির্জার নিচের ছাদ, রক্ষীদের টহলপথ, এমনকি আঙিনার অন্ধকারাচ্ছন্ন কুয়াটাও পরিষ্কার দেখতে পেলো ডেমুথ। নিঝুম দুর্গটা হঠাৎ যেনো স্পন্দিত হয়ে উঠলো জীবনের গতিময়তায়। পুরুষদের গলার আওয়াজ শুনে চুপিসারে স্ত্রীলোকেরা বেরিয়ে এলো চালাঘরগুলি থেকে। আকাশের পানে মুখ তুলে দাঁড়ালো তারা। ঝড়ের কাকের মতন আতংকতাড়িত এবং বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিলো তাদের সবাইকে।

www.pathagar.com

কিছুক্ষণ থমকে থাকবার পর হঠাৎ তারা একযোগে মই বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলো। সবাই তারা এসে দাঁড়ালো নিজেদের স্বামী, পুত্র এবং আত্মজনদের পাশে। আর নারী–পুরুষ একজায়গায় জড়ো হয়ে দেখতে লাগলো জ্বলন্ত উপত্যকাটাকে।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা গাছপালা, বাড়ি এবং গোলাঘরগুলি চেনা অবয়ব নিয়ে হঠাৎ ঝলকে উঠলো আগুনের লেলিহান শিখার আলোয়। আগুন কিছুটা নিস্তেজ হতেই আবার সেগুলি অদৃশ্য হলো অন্ধকারে। দুর্গের ভেতর থেকে দৃশ্যটা যারা দেখছিলো তাদের মুখে আর কথাবার্তা ছিলো না। তবে ফিসফিসানো গুঞ্জনটা তখনো বন্ধ হয়নি। কিন্তু একটু পরেই সন্ত্রাসীদের নড়াচড়ার আভাসটা প্রথম স্পষ্ট হয়ে উঠলে মুহূর্তে তাদের পেশীগুলি হিমশীতল হয়ে পড়লো এক নিদারুণ অসহায়ত্ববোধে।

ছায়ামূর্তির মতন কালো–কালো দেখা যাচ্ছিলো রেডইন্ডিয়ানদের। আগুনের কুন্ডগুলির পাশে ঘোরাফেরা করছিলো তারা। আলো ঠিকরে পড়ছিলো তাদের বেনীবাঁধা মাথায় এবং অনাবৃত কাঁধে। বেশি তৎপর মনে হচ্ছিলো ছায়ার মতন দেখতে শ্বেতাংগ হানাদারগুলিকে।

আগুনের সামনে ছোটোছুটি করছিলো তারা। দৌড়ে যাওয়ার আগে হঠাৎ ধাঁ করে থমকে দাঁড়াচ্ছিলো চারপাশটায় একবার নজর বুলিয়ে নেয়ার জন্যে। গুলির কোনো শব্দ তখনো শোনা যায়নি।

মাঝেমধ্যে একেকটা সন্ত্রাসী দলকে বেরিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছিলো অন্ধকারের ভেতর থেকে। হাতের কাঠির আলোয় জ্বলজ্বল করছিলো তাদের মুখ। আলো দিয়ে আঁকা মানচিত্রের মতন পথ দেখে দেখে রাস্তা ধরে অগ্রসর হচ্ছিলো তারা।

ছাদের টহলপথ থেকে একজন রক্ষী চেঁচিয়ে উঠলো ঃ 'প্রভু! তারা আমার গমের গাদায় আগুন ধরিয়েছে।' পাহারা পাঁচিলটা টপকে ছুটে এলো লোকটা। তার দুই চোখে ফুটে উঠেছিলো এক অপার বিস্ময়। বর্শার ফলার মতন শরীরটাকে খাড়া করে তার পাশে দাঁড়িয়েছিলো একটি স্ত্রীলোক। বাইরের দিকে মুখ থাকলেও চোখদুটি বোঁজা ছিলো মহিলার। যেনো সশব্দে জ্বলে ওঠা আগুনের লকলকে শিখার আঁচ এসে লাগছিলো তার চোখের পাতায়। আপনমনে এতোক্ষণ বিড়বিড় করছিলো লোকটা। হঠাৎ সে চুপ হয়ে গেলো। ধীরে ধীরে নিস্তব্ধ হয়ে পড়লো গোটা দুর্গটাই। আগুন লাগানো এবং লুটপাটে ব্যস্ত থাকায় দুর্গের দিকে মনোযোগ দেওয়ার অবকাশ পেলো না রেডইন্ডিয়ানরা। তাছাড়া দুর্গের যেকোনো একটি ফটকের ওপর আঘাত হানতে হলে

www.pathagar.com

তাদের প্রয়োজন ছিলো সন্ত্রাসবাহিনীর সবাইকে একত্র জড়ো করার। এদিকে নিজেদের ঘরবাড়ির ধ্বংসকান্ডটা নীরব–দর্শক হয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করবার ছিলো না দুর্গে আশ্রয় নেয়া লোকগুলির।

গিলের চোখ ছিলো নদীর ওপারের দিকে। এন্ডরিজ বসত পর্যন্ত পুবের গোটা তল্লাটটাতেই এর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিলো আগুন। সেনাছাউনির ব্লকহাউজের অনুচ্চ ছোটো চূড়াটা স্পষ্ট আঁচ করতে পারা যাচ্ছিলো আগুনের লকলকিয়ে ওঠা শিখাগুলির আলোয়। কিন্তু মিসেস ম্যাকলেনারের খামারে আগুনের ফুলকিটা জ্বলে উঠতে দেখলো সে এরও একঘন্টা বাদে।

একনজর দেখেই গিল প্রথমে গোলাঘরটা, তারপর কাঠের বাড়িটা এবং শেষে গমের দুটি গাদা স্পষ্ট ঠাওর করতে পারলো। যেনো চোখের পলকে সবকটিতেই আগুন ধরে গিয়েছিলো। এক থেকে দুমিনিট পরে দেখে মনে হলো গোটা খামারটাই বুঝি একটা দাবাগ্নি হয়ে জ্বলতে শুরু করেছে। মিনিট দশেকের মধ্যে মাত্র আধাডজন হানাদার বিনাশ করলো তার একবছরের শ্রমের সমস্ত ফসল। অমন ভালো ফসলের মুখ যা আগে কখনো দ্যাখেনি খামারটা। আরো কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকলে বোধ করি শিশুর মতন কান্নায় ভেঙ্গে পড়তো গিল। মাস্কেট বন্দুকের একঝাঁক গুলির শব্দ শুনে ঘাড় ফেরালো সে। শব্দটা আসছিলো ফোর্ট ডেটনের দিক থেকে। এর মধ্যেই পুড়িয়ে ছারখার করা হয়েছিলো সেখানকার গুচ্ছ গ্রামটার বেশিরভাগ ঘরবাড়ি। রেডইন্ডিয়ানরা ডেটন দুর্গ আক্রমণ করেছে, না দুর্গের অবরুদ্ধ সৈন্যরা বেরিয়ে এসে শত্রুর ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়েছে কিছুই ঠিক অনুমান করতে পারছিলো না গিল। শেয়ালের মতন লম্বা মুখটা বাতাসের দিকে তুলে, কান বাড়িয়ে ধরে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করলো জো বোলিও। মিনিট তিন–চারেক পরে সে বললো ঃ 'শোনো। একজন রানার দৌড়ে আসছে। তার পেছন পেছন আসছে আরো জনকয়েক। আমার মনে হয় ডেটন থেকে যারা বেরিয়ে এসেছিলো তাদের তাড়া করছে রেডইন্ডিয়ানরা।'

ছাদের টহলদার রক্ষীরা নদীর চড়া পার হয়ে আসতে দেখলো দলটাকে। তাদের কালো ছায়া পড়ছিলো মুক্তার মতন ঝকঝক করা নদীর স্বচ্ছ পানিতে। 'যীশুর দোহাই, এ–যে ভোরের আলো!' সবিস্ময়ে বলে উঠলো হেলমার।

পুবের আকাশে তখন জাগতে শুরু করেছিলো প্রভাতসূর্য। রক্ষীদের কেউ কেউ এতোক্ষণ সেদিকে নজর দেয়নি। পাহাড়ের স্রোতস্বিনী এবং নদীর কিনারঘেঁষে ঝুলে

www.pathagar.com

থাকা কুয়াশার শেষ ছিটেফোঁটা আস্তরের ওপর বর্ণধনু রংয়ের ছোপ বুলিয়ে গোটা উপত্যকার বুকে গোলাপি আলো ঢেলে দিচ্ছিলো সূর্যটা। সারারাত পশ্চিম থেকে পুবে আনাগোনা করছিলো যে বৃষ্টিহীন মেঘপুঞ্জ তার শেষ সারির নিচের প্রান্ত জুড়ে ছড়ালো সূর্যের আগুন। কিছুক্ষণ গাঢ় লাল হয়ে জ্বলে আস্তে আস্তে অদৃশ্য হলো রশ্মিটা। এক ঝাঁক টিটিভ পাখি সূর্যজ্বলা দিগন্তরেখাটার অনেক উঁচুতে উঠে সামনে-পেছনে ঘুরেফিরে নরোমগলায় ডাক ছেড়ে নেমে পড়লো পশ্চিম কানাডা ক্রিকে।

দক্ষিণে মোড় নিয়ে হার্টার হাউসের দিকে ছুটলো রানার। দুর্গের ছাদ থেকে তার গতিবিধি লক্ষ্য করছিলো রক্ষীরা। তারা দেখলো হার্টার হাউসের আঙিনায় দাঁড়িয়ে আছে হানাদারদের বিরাট একটা দল। একটু দূরে আলাদা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো একজন লোক। গায়ে জড়ানো ছিলো তার রেডইন্ডিয়ান কম্বল। লোকটার মাথার ঝুটিওয়ালা টুপির সোনালি ফিতাটা ম্লান আভা ছড়িয়ে চমকাচ্ছিলো সূর্যের আলোতে। রক্ষীদের মধ্যে ফের একটা গুঞ্জন উঠলো। 'লোকটা ব্রান্ট,' ফিসফিসিয়ে বললো তারা।

রানার কথা বললো ব্রান্টের সাথে। তার পেছনে আসা লোকগুলি মিশে গেলো আঙিনায় দাঁড়ানো হানাদার দলটার ভিড়ে। ব্রান্ট হাঁক ছেড়ে ডাকলো দলের কয়েকজনকে। তারা নিজেদের রাইফেল বের করে এক ঝাঁক গুলি ছুঁড়লো আকাশের দিকে। ঝট্‌পট আবার তারা রাইফেলগুলি ভরে নিলো এবং গুলি ছুঁড়লো। একইভাবে তৃতীয়বারও ছোঁড়া হলো গুলি। এরপর সবাই পুড়ে ছাইহওয়া বাড়ির গোলাঘরটার চারপাশে বসে রান্নাবান্না করলো। এবং একত্র হয়ে খেলো প্রাতঃরাশ।

হারকিমার দুর্গের লোকজন সামান্য নড়াচড়াও করলো না। তারা এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে নীরবচোখ তুলে দেখছিলো হানাদারদের খাওয়া। তারা কেউই নিজেদের প্রাতঃরাশের কথা ভাবতে পারলো না। এমনকি একমিনিটের জন্যেও চোখ অন্যদিকে সরানোর মতো মনের অবস্থা ছিলো না তাদের।

জংগল থেকে গোরুগুলিকে তাড়িয়ে এনে জড়ো করছিলো রেডইন্ডিয়ানরা। কুকুরের মতন কর্কশগলায় হাঁক ছাড়তে ছাড়তে ঝোপঝাড় উথালপাথাল করছিলো তারা। ধোঁয়া এবং আগুন দেখে ভয়চকিত গোরুর পাল অন্ধের মতন দৌড়াচ্ছিলো রেডইন্ডিয়ানদের সামনে দিয়ে। এই রেডইন্ডিয়ানরা ছিলো যাযাবর লুটেরা দল। সীমান্তের চারদিক থেকে এসে এরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো উপত্যকায়। লোকজনকে কোথাও খাওয়া-দাওয়া করতে দেখলে এই ক্ষুধার্ত জীবগুলি সবসময় সেদিকে ছুটে আসতো দলবেঁধে। দলটাকে

www.pathagar.com

কাছাকাছি আসতে দেখে ব্রান্টের লোকজন উঠে দাঁড়ালো তাদের লাঠিপেটা করবার জন্যে।

এদিকে হানাদার বাহিনীর শ্বেতাংগ দলটা ব্যস্ত ছিলো বসতের ঘোড়াগুলিকে বাগে আনবার তালে। তাদের কেউ কেউ একপাল ঘোড়াকে তাড়িয়ে এনে বল্গা পরাচ্ছিলো। কেউ তাদের গাড়ির মাথায় বেঁধে নিচ্ছিলো জুড়ি-ঘোড়া। আবার কেউ একটার পিঠে উঠে দাবড়াচ্ছিলো অন্যগুলিকে। ব্যাপারটার যেনো কোনো শেষ ছিলো না।

সমস্ত কান্ডটার ছেদ পড়তে লাগলো মাত্র তিনঘন্টা। আগাগোড়া একটা নিপুণ শৃংখলা বজায় রেখে একজায়গায় জড়ো করা হলো গোরু এবং ঘোড়াগুলিকে। বেলা দশটার মধ্যে গোটা পশুপালটা সমতলভূমি জুড়ে আস্তে আস্তে চলতে লাগলো তাদের অবধারিত গন্তব্যের পানে। এণ্ড্রুজটাউন মুখো রাস্তা ধরে সোজা দক্ষিণ দিকে চলছিলো বন্দী জানোয়ারের দল। তাদের অন্তর্ধানের অনেক পরে হারকিমার দুর্গে ভেসে এলো পাহাড়ের দিক থেকে আসা গোরুগুলির হাম্বাধ্বনি।

দুর্গের ভেতরকার লোকজন খুঁটির পাঁচিলের গায়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে। জবা ফুলের মতন লাল বিনিদ্রচোখ তুলে ধরে তারা তাকালো নিজেদের ঘরবাড়ির ধ্বংস স্তূপগুলির দিকে। বাতাস আগেই থিতিয়ে এসেছিলো এবং আগুনের তেজও এখন অনেক কমে এলো। তবে যতো দূর চোখ যায় দেখা যাচ্ছিলো আকাশের অন্তহীন দিগন্ত জুড়ে দলা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে ধোঁয়ার কুন্ডলি।

ধীরে ধীরে অসাড়তা কাটিয়ে উঠলো শরণার্থী মানুষগুলি। থেমে থেমে অস্পষ্টভাবে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করলো তারা। শুরুতে শব্দ খুঁজে পেতে বেশ কষ্ট হচ্ছিলো সবারই। পরস্পরের শূন্যমুখের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিতে লাগলো তারা। আঙিনায় কে একজন আগুন ধরালো। আর প্রায় সংগেসংগেই মহিলারা আগুনটার পাশে জড়ো হয়ে রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। যেনো জীবন রক্ষার দায়ে পড়ে যন্ত্রচালিতের মতন নীরবে কাজটা করে যাচ্ছিলো তারা। হয়তো এর মধ্যে খুঁজে পেতে চাইছিলো তারা দৈনন্দিন ছকবাঁধা কাজের স্বস্তিটুকু।

দুর্গের ছাদ থেকে নেমে এসে স্ত্রীলোকদের ভিড়ের মধ্যে লানাকে দেখতে পেলো গিল। অন্যদের মতন লানাও আগুনের সামনে বিষণ্নমুখটা নুইয়ে রেখে ব্যস্ত ছিলো রান্নার আয়োজনে। গিল গায়ে হাত দিতেই মুখ তুলে চাইলো ও। দুজনের কেউই কথা

www.pathagar.com

বলতে পারলো না কয়েক মুহূর্ত। শেষে গিল বললোঃ 'পাথরের বাড়িটা আগুন থেকে বেঁচে গেছে।'

মাথা নাড়লো ও।

'আমরা ভাগ্যবান,' বললো গিল।

তার দিকে চোখ তুলে ধরলো লানা।

'মাঠে অক্ষত আছে আমাদের ভুট্টার ফসল,' গিলের কণ্ঠে আশ্বাস।'

'আর গোলআলুর চারাও আছে ক্ষেতে,' গম্ভীরগলা লানার।

১৩
সেনাবাহিনীর তৎপরতা

চেরিভ্যালিতে কর্নেল এল্ডেনের কাছে জরুরিবার্তা নিয়ে গিয়েছিলো যে অশ্বারোহী ডাকবাহকটি ওই দিন পড়ন্তবেলায় ফিরে এলো সে। তার কাছ থেকে জানা গেলো একশ আশিজন লোক দিয়ে উপত্যকার মিলিশিয়াদের সাহায্য করতে রাজি হয়েছে এল্ডেন। এবং মেজর হুটিংয়ের নেতৃত্বে এদের পাঠাচ্ছে সে লিটল লেক অঞ্চলের উত্তরে। তার বিশ্বাস, এই বাহিনী শত্রুদের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারবে। এর ঘন্টাদুয়েক পরে দুশ লোকের একটি বাহিনী নিয়ে ব্রান্টের পিছুধাওয়া করলো বেলিঞ্জার। সারাদিন ধরে দুই দুর্গ থেকে এদের সংগ্রহ করেছিলো সে। এন্ডরিজ এবং প্যালাটাইন এই দুই কোম্পানিতে ভাগ করে এদের নিয়ে শত্রুর অনুসরণে ছুটে গিয়েছিলো কর্নেল।

ব্রান্টের বাহিনীর সাথে যুদ্ধ-করা সম্ভব হবে না জেনেও এরা গিয়েছিলো এই অভিযানে। এদের মধ্যে ছিলো ব্যর্থতার তীব্র একটা জ্বালা। আসলে উপত্যকার বিধ্বস্ত দৃশ্যপট থেকে দৃষ্টিটাকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যেই বেলিঞ্জারের এই অভিযান। এল্ডেনের বাহিনীর সাথেও এদের যোগাযোগের কোনো আশা ছিলো না যদি সত্যি সত্যি এরকম কোনো বাহিনী এল্ডেন পাঠায়ও। এমনকি, স্ট্যানউইক্স দুর্গ থেকেও কোনো সাহায্য চাইলো না এরা। মেজর কোকরানের অধীনে আড়াইশ সৈন্যের একটি গ্যারিসন্ মোতায়েন ছিলো তখন স্ট্যানউইক্সে। তারা জানতো, সামরিক সদর দফতর

www.pathagar.com

থেকে মেজরের ওপর স্পষ্ট নির্দেশ ছিলো এই সেনাদল দিয়ে যেনো দুর্গটিকে টিকিয়ে রাখা হয়। উপত্যকার নিরাপত্তার ব্যাপারে কোনো মাথাব্যথা ছিলো না সদর দফতরের কর্তাব্যক্তিদের।

ব্রান্টকে অনুসরণ করতে গিয়ে মিলিশিয়া বাহিনীটি দুদিন কাটালো পথে। কিন্তু কোথাও তার নাগালের মধ্যে এলো না তারা। ব্রান্টের বাহিনীর পিছিয়ে পড়া দুচারজন সৈন্যকে পথে খুঁজে পাবে বলে আশা করছিলো লোকগুলি। এদের হত্যা করে মনের ঝাল মেটানোরও ইচ্ছা ছিলো তাদের। কিন্তু পথে তারা কেবল খুঁজে পেলো নিজেদের তিনজন গুপ্তচরের মৃতদেহ। লাশগুলি পড়েছিলো এডমেস্টনের লাগোয়া পাহাড়টায়। সেগুলিকে তারা কবরস্থ করলো। এডমেস্টনের রাজানুগত লোকজন তাদের গোরুভেড়ার পাল সাথে নিয়ে আগেই পালিয়ে গিয়েছিলো ব্রান্টের বাহিনীর পেছন পেছন।

হতাশাগ্রস্ত মিলিশিয়ারা এদের পরিত্যক্ত ঘরবাড়িতে আগুন দিলো এবং রেডইন্ডিয়ান গোচারকদের পালছুট বিশ–তিরিশটি গোরুঘোড়া সাথে নিয়ে ঘরে ফিরলো। জানোয়ারগুলিকে দুর্গে ঢুকিয়ে বেঁধে রাখা হলো।

বসতের ক্ষয়ক্ষতির পাকাপাকি হিসেব নিতে একসপ্তাহের বেশি সময় লাগলো। কেউ কেউ তাদের বাড়ি এবং গোলাঘরের ধ্বংসস্তূপে ফিরে এসে কাছেই অনিশ্চিত অপেক্ষায় থাকতে দেখলো দু–একটা গোরু কিংবা ঘোড়াকে। তখনো অবশিষ্ট ছিলো ভেড়ার কয়েকটা পাল। কিন্তু এগুলি অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলো কুকুরের জ্বালাতনে। ঘড়বাড়ি না থাকায় কুকুরগুলি নেকড়ের মতন জংগলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। রাতের বেলা পাহাড়ের ওদিক থেকে শোনা যেতো তাদের গর্জন।

কর্নেল বেলিঞ্জার ক্ষয়ক্ষতির একটা বিবরণ তৈরি করে আলবানিতে পাঠিয়েছিলো জেনারেল স্টার্কের কাছে। খতিয়ানটা হলো এ রকম ঃ

ভস্মীভূত ঘরবাড়ি		লুটে নিয়ে যাওয়া গবাদিপশু	
বাসগৃহ	৬৩	ঘোড়া............	২৩৫
গোলাঘর............	৫৭	গোরু	২২৯
শস্যমাড়াই কল.......	৩	ভেড়া	২৬৯
গমের গুদাম..........	৬২	বলদ	৯৩
খড়ের পাঁজা...........	৮৭		

www.pathagar.com

এই হিসেবটা বেনিংটন যুদ্ধের নায়ক জেনারেল স্টার্কের কঠিন মনকেও নাড়া না দিয়ে পারলো না। সামরিক সদর দফতরে রিপোর্ট পাঠানোর সময় তিনি তাঁর সাধ্যমতো কিছু একটা করার কথা ভাবছিলেন যাতে জার্মান সমতলের ক্ষতিটা পুষিয়ে নেয়া যায়। কিন্তু কী করা যাবে তা তিনি তখনো স্থির করতে পারছিলেন না। ভাবনার এই আচ্ছন্নতার মধ্যে তাঁর মনে পড়লো, গত আগস্ট মাসে গবর্নর ক্লিনটনের অনুরোধে স্কোহারি উপত্যকায় তিনি পাঠিয়েছিলেন পেনসিলভানিয়া রাইফেল্‌স–এর একটি রেজিমেন্ট। ক্ষুব্ধমনে এই বাহিনী পাঠানোর সময় কমাণ্ডিং অফিসার কর্নেল উইলিয়াম বাটলারকে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন আত্মরক্ষার প্রয়োজন ছাড়া যেনো সৈন্যদের ব্যবহার করা না হয়। তার কারণ স্কোহারি উপত্যকাটি ছিলো ট্রাইয়ন কাউন্টির একমাত্র অঞ্চল যেখানে শত্রুর উপদ্রবের আশংকা ছিলো তুলনামূলকভাবে অনেক কম। সেনাদলটির অবস্থানের কথা এখন স্মরণ হওয়ায় জেনারেল স্টার্ক এক জরুরি বার্তা পাঠিয়ে উনাডিলার টোরি ঘাঁটিটি উৎখাত করার হুকুম দিলেন কর্নেল বাটলারকে।

রেজিমেন্টের লোকজন জুতার চালানের আশায় বসে থাকলো তিন সপ্তাহ। আরো সপ্তাহ তিনেকও অপেক্ষা করলো তারা। শেষে জুতা ছাড়াই উনাডিলা অভিযানে বেরিয়ে পড়লো সেনাদলটি। কিন্তু এই ফাঁকে ওখানকার শত্রুভাবাপন্ন রেডইণ্ডিয়ান এবং টোরিরা সদলে পালিয়ে গেলো দক্ষিণে ডেলাওয়ার নদী তীরের কুকোজ অঞ্চলে। সেখানে কিছু লুটপাট করেছিলো পলাতকরা। রাইফেলম্যানদের প্রায় অর্ধেক খালিপায়ে গেলো এই দুঃসাহসিক অভিযানে। অতিকষ্টে দুর্গমপথ পাড়ি দিয়ে উনাডিলার বসতভূমিতে পৌছবার পর তারা সেখানে চারপাঁচটি ওনিডা এবং টুসকারারা রেডইণ্ডিয়ান পরিবারকে দেখতে পেলো। এরা ছিলো আমেরিকানদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল। তার জন্যেই এরা থেকে গেলো নিজেদের বসতে।

কিন্তু কর্নেল উইলিয়াম বাটলার এসেছিলো যুদ্ধ করতে। সুতরাং সবক'টি রেডইন্ডিয়ান জনপদ ধূলার সাথে মিশিয়ে দেয়া হলো তার নির্দেশে। নারী–পুরুষ সমেত প্রতিটি বন্ধুভাবাপন্ন রেডইন্ডিয়ানও নিশ্চিহ্ন হলো এই উৎখাত অভিযানে। উইলিয়াম বাটলারের রাইফেলম্যানরা ছিলো কুইবেক অভিযানকারী ড্যানিয়েল মরগানের সেনাবাহিনীর লোক। কুইবেক যুদ্ধে এরা নাজেহাল হয়েছিলো বৃটিশদের হাতে। তাছাড়া, স্কোহারি উপত্যকায় একটানা অনেকদিন বসে থাকতে থাকতে ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে পড়েছিলো গোটা রেজিমেন্টটাই। এ অবস্থায় বল্গাহীন হয়ে উনাডিলার ওপর

www.pathagar.com

ঝাঁপিয়ে পড়লো এরা এবং সবকিছু তছনছ করে দিয়ে নিজেদের মনের খেদ মেটালো। কিন্তু জেনারেল স্টার্কের কাছে পাঠানো রিপোর্টে কর্নেল বাটলার চেপে গেলো এই অভিযানে নিহত উনাডিলার রেডইণ্ডিয়ানদের কথা।

রিপোর্টে শুধু বলা হলো ঃ 'এই অভিযানের ফলে বর্বর জাতিসমূহের হামলা থেকে আমাদের আঞ্চলিক সীমান্তগুলি সুরক্ষিত হয়েছে এবং এ বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চিত অন্তত এই শীতঋতুতে নতুন কোনো হামলা চালানোর সাহস পাবে না সন্ত্রাসীরা।'

রিপোর্টটি পাওয়ার পর আশ্বস্ত হলেন জেনারেল স্টার্ক। সরল বিশ্বাস নিয়ে ভাবলেন, জার্মান সমতলের লোকজনের নিরাপত্তার ব্যাপারে শেষপর্যন্ত কিছু একটা করতে পারলেন তিনি। এই সময় তার হাতে এসেছিলো জেমস ডীনের রিপোর্ট। এতে বলা হলোঃ দেড়শ রেঞ্জার এবং পঞ্চাশজন নিয়মিত সৈন্য নিয়ে নায়াগ্রা ত্যাগ করেছে বৃটিশ সেনানায়ক ওয়াল্টার বাটলার। বোধকরি টিওগার নিরাপত্তা বিধান এবং সুযোগ বুঝে মোহক উপত্যকা আক্রমণ করাই তার অভিসন্ধি। ডীনের এ ধারণাকে একটা ভ্রান্তি বিলাস বলে গণ্য করলেন জেনারেল। যাহোক শেষপর্যন্ত ওয়াল্টারের বাহিনী হ্যামসপিয়ার গ্রান্টস–এর দিকে অগ্রসর হয়নি। এই ঘটনার কিছুদিন বাদেই ইস্তফা দিয়ে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হ্যান্ডের কাছে দায়িত্বভার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন জেনারেল স্টার্ক।

এডওয়ার্ড হ্যান্ড পশ্চিম সীমান্তের টহলদার রক্ষীদের কাছ থেকে পেলেন বেশ কয়েকটি রিপোর্ট। সবক'টি রিপোর্টেই হানাদারদের আসন্ন হামলা সম্পর্কে আশংকা ব্যক্ত হয়েছে। চেরিভ্যালির ওপর হামলার ব্যাপারে প্রতিটি রিপোর্টেই প্রকাশ করা হয়েছে সাধারণ উদ্বেগ। এসব সংবাদ পাওয়ার পর একজন নিষ্ঠাবান সেনানায়ক হিসেবে নিজের কর্তব্য স্থির করলেন জেনারেল হ্যান্ড। এবং নবেম্বরে সরেজমিনে চেরিভ্যালির অবস্থা দেখতে যাবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন দুর্গে রসদ এবং বারুদের ঘাটতি। প্রতিকারের ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে সদর দফ্‌তরে ফিরে এসে কর্নেল ক্লকের কাছে পাঠালেন তাঁর দফতরে আসা বিভিন্ন গোয়েন্দা রিপোর্টের কপি। মিলিশিয়া সংগ্রহের জন্যে ক্লককে নির্দেশ দিলেন তিনি এবং তাদের এমনভাবে প্রস্তুত রাখতে বললেন যাতে প্রয়োজনের মুহূর্তে তারা চেরিভ্যালির দিকে অগ্রসর হতে পারে। স্কোহারির দায়িত্বে নিয়োজিত কর্নেল বাটলারকে নির্দেশ দিলেন চেরিভ্যালির ওপর নজর রাখতে। কর্নেল ভ্যান শায়িককেও একই হুকুম পাঠালেন। জন্সটাউনে মোতায়েন

www.pathagar.com

শায়িকের অধীনস্থ সেনাবাহিনী পরিদর্শনের কথা ছিলো তাঁর। কিন্তু তিনি সেখানে যাওয়া মুলতবি রাখলেন। এসব ব্যবস্থা নেয়ার পর শীতঋতুর জন্যে ভাবনামুক্ত হয়ে আলবানিতে সুস্থির হয়ে বসলেন জেনারেল হ্যান্ড।

১৪

সম্ভাবনা

অক্টোবরের শেষদিকে কাঠের দুইসার কুঁড়েঘর তোলা হলো জার্মান তল্লাটের দুই দুর্গের আশপাশে। কেমন করুণ এবং হতশ্রী মনে হচ্ছিলো কর্মরত লোকগুলিকে। কাঠের সাথে কাঠ গেঁথে দ্রুতহাতে ঘরের পাঁচিল খাড়া করছিলো তারা। সময় কম ছিলো বলে দম ফেলবার উপায় ছিলো না কারোরই। জংগলের দেশে প্রথম গেলে লোকে যেমন কোনোরকমে নিজের থাকবার জায়গাটা বানিয়ে নেয় এই কেঠো কুঁড়েগুলির চেহারা হয়েছে অনেকটা সেরকমই। সতেরোশ সাতান্ন সালের ফরাসি হামলার ঠিক পরে পরে জার্মান ফ্লাট্‌স-এর অবস্থাটা যা হয়েছিলো এখানকার হাল দেখে সেই স্মৃতিটা চাঙ্গা হয়ে উঠলো তল্লাটের দুচারজন জীবিত বৃদ্ধের মনে। তখন এলাকাটার নাম ছিলো বার্নেটস ফিল্ড। সেসময় জংগল কেটে যে পরিমাণ জমি পরিষ্কার করা হয়েছিলো তার তুলনায় এখন দশগুণ বেড়েছে আবাদকরা জমি আর ফসলের মাঠের আয়তন। তুষারের হাল্কা চাদরের তলায় খাঁ-খাঁ করছিলো জনশূন্য মাঠগুলি। সেসময় বুড়োদের কাছে ঠিক এরকমই মনে হচ্ছিলো পোড়া কয়লার সব কালো কালো স্তূপ যা ছিলো একসময় লোকের বাড়ি এবং গোলাঘর। তবে ফরাসি হামলার সময়কার তুলনায় ধ্বংসস্তূপের সংখ্যাটা এখন অনেক বেশি।

নদীর দুইতীর ছিলো তুষারশুভ্র। মাঝখানে খরবেগে প্রবাহিত হয়ে চলছিলো কালো শীতল পানির স্রোত। রাতে উত্তর-পশ্চিমী বাতাসের গর্জন শোনা যাচ্ছিলো পশ্চিম কানাডা ক্রিকের দিক থেকে। প্রতিটি লোকই দিন গুণছিলো শীত ফসলের সম্ভাবনার আশায়।

দুপুরের রোদে তুষারভেজা কাদাটে পথভেঙ্গে অতিকষ্টে হাঁটাচোরা করছিলো ছেলেমেয়েরা। আর স্ত্রীলোকেরা ব্যস্ত ছিলো কাঠের বেড়ার মাঝখানের ফাঁক

ফোকরগুলি বন্ধ করবার কাজে। পুরুষরা দরোজার তক্তা চাঁচাছোলা করছিলো বাটালি দিয়ে। হানাদারদের আগ্রাসন থেকে রক্ষা পেয়েছিলো বসতের যেকটি ঘোড়া এবং বলদ সেগুলিকে ব্যস্ত রাখা হলো জ্বালানিকাঠ আর ভুট্টার বিচালি টানার কাজে। বসতের উপকণ্ঠের বিভিন্ন খামার থেকে বয়ে আনা হচ্ছিলো খড়ের বিচালি। কুঁড়ে ঘরগুলির মাঝখানের উঁচু পর্যবেক্ষণমঞ্চে দাঁড়িয়ে শত্রুর গতিবিধির ওপর নজর রাখছিলো বসতের ছেলেরা। জংগলে এর মধ্যেই দেখা দিলো ঘাসের অভাব। ফলে মাঠ থেকে সদ্যআনা বিচালিতে মুখ বসানোর জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছিলো সব গোরু।

দুর্গের নাগালের বাইরে নতুন করে বাড়িঘর তুলতে সাহস পেলো না লোকেরা। এর মানে হলো, সামনের বসন্তে কাজের খোঁজে তাদের ঘুরে বেড়াতে হবে এখানে ওখানে। সেপ্টেম্বরের হামলার পর যেসব পরিবার জার্মান তল্লাট ছেড়ে চলে যায় তাদের মধ্যে কেউ কেউ লুটেরা দলের হাতে পড়ে। শরতের শেষদিকে লোকজনকে বন্দী করার চাইতে তাদের মাথার চামড়া কেটে নেয়াটাই বেশি নিরাপদ মনে করলো রেড-ইণ্ডিয়ানরা। কারণ, দুশ মাইল দীর্ঘ বরফঢাকা দুর্গমপথ পাড়ি দেয়ার সময় বন্দীদের জন্যে খাদ্যের যোগান দেয়া ছিলো তাদের পক্ষে কষ্টকর।

বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, শেষপর্যন্ত বেশিরভাগ লোকই মাটি কামড়ে থেকে যায় বিরান বসতটায়। পুবের দেশে যাদের আত্মীয়কুটুম ছিলো এরকম ডজনখানেক লোকই শুধু তাদের বউ, ছেলেমেয়ে এবং তল্পিতল্পা সাথে নিয়ে চলে যায়। কিছু সংখ্যক কৃষক পিছুটান রেখে ভিনদেশে যায় কাজের তালাশে। কিন্তু অধিকাংশেরই অন্যকোথাও যাওয়ার উপায় ছিলো না। তাদের আয়ের একমাত্র উৎস ছিলো গম। ওটা বরবাদ হয়ে যাওয়ায় নিঃসম্বল হয়ে পড়লো সবাই। তাছাড়া অনেকেরই মন সায় দিচ্ছিলো না বসত ছেড়ে যেতে। কারণ, বনজংগল কেটে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জমি আবাদ করতে হয়েছে তাদের। আর এ শ্রমের ফল তারা কেবল পেতে শুরু করেছে বছর দুই ধরে। এর মধ্যে ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার অর্থ সবআশার মুখে ছাই দেয়া। কারণ, আশা নিয়েই তো মানুষ বাঁচে। এবং এটা তার একটা অধিকারও। ঠিক এই চোখ দিয়েই ব্যাপারটাকে দেখছিলো তারা।

নবেম্বরের পয়লা তারিখে কিংসরোড ধরে মন্থরগতিতে যাচ্ছিলো ঘোড়ায়টানা সাতটি ওয়াগনের একটি বহর। ম্যাকলেনারদের খামারের মোড় যখন পার হচ্ছিলো

www.pathagar.com

বহরটি পাথরের বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এলো গিল এবং স্বাগত জানালো সামনের ওয়াগনটার চালককে। লোকটা তার ঘর্মাক্ত দুই জুড়িঘোড়ার রাশ টেনে ধরলো এবং হাঁক ছেড়ে পেছনের ওয়াগনগুলিকে থামতে বললো।

গিলের প্রশ্নের জবাবে লোকটা বললোঃ

'আমরা ফোর্ট স্ট্যানউইক্সের দিকে যাচ্ছি।'

'কী আছে তোমাদের সাথে?'

'বেশিরভাগই ময়দা আর লবণমাখা গোরুর মাংস।'

'তোমার সংগে দেখছি অনেকগুলি ওয়াগন।'

'হ্যাঁ,' চালকটি বললো। 'আমাদের বহরটাই হলো এবছরের শেষ মালগাড়ির বহর। এর জন্যে অবশ্য আমার কোনো দুঃখ নেই।'

'তোমার সাথে রক্ষী নেই কেন?'

'দুর্গ থেকে এক কোম্পানি পাহারাদার পাঠানো হচ্ছে আমাদের জন্যে। তাদের সাথে দেখা না–হওয়া পর্যন্ত ডেটনের এদিকে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

'এদিকে কেন?' জানতে চাইলো গিল। 'রেডইণ্ডিয়ানদের গতিবিধির কোনো খবর তো আমাদের কানে আসেনি।'

হাসলো লালচেমুখ চালকটি। সে একজন কন্টিনেন্টাল ওয়াগনচালক। ময়লা দুমড়ানো একটা ভ্রমণকোট ছিলো তার গায়ে।

'ওয়াগনচালকরা রেডইণ্ডিয়ানদের তেমন একটা ভয় পায় না,' বললো সে। 'তারা ভয় পায় তোমাদের কিছুকিছু লোককে যারা একত্র হয়ে লুটে নিতে পারে আমাদের ওয়াগনের মাল।'

লোকটা তার দুই জুড়িঘোড়ার পিঠের মাঝখানে চাপড় মারলো এবং গলা টেনে টেনে বললোঃ 'আমার মনে হয় রাস্তার ওদিকের লোকদেরও গমের প্রয়োজন আছে।'

'আমারও তাই মনে হয়,' গম্ভীরকন্ঠে বললো গিল।

'তোমরা একটা বিচ্ছিন্ন বেমওকা জায়গায় বাস করছো বলে মনে হয় আমার। কী বলো?'

www.pathagar.com

'সবসময় এখানে দুজন লোক চরাফেরা করে একসাথে,' বললো গিল। 'নিচের তল্লাটে বরফের জন্যে বড়ো কোনো সন্ত্রাসীদলের আনাগোনা চোখে পড়বে বলে মনে হয় না আমার।'

'আমি কিছু অনুমান করছি না,' সকৌতুকে বললো চালক। 'তোমাদের জায়গাটা বেশ আরামদায়ক ছিলো বলে আমার ধারণা। হানাদাররা কি ওটা পুড়িয়ে দ্যায়নি?'

'চেষ্টা করছিলো। খামারের গোলাঘর আর কাঠের বাড়ি তারা পুড়িয়েছে।'

'আমি ভেবেছিলাম জায়গাটা দেখতে ভিন্নরকম হবে।' লোকটার চোখে ফুটে উঠেছিলো মুগ্ধতার ছাপ। তার পেছনে দাঁড়ানো ওয়াগনগুলির চালকরা হাঁকডাক শুরু করে দিয়েছিলো। হাত তুলে সে তাদের ইশারা করলো পাশকেটে এগিয়ে যেতে।

'আমি কথাবার্তা বলছি আমার বন্ধুর সাথে,' চেঁচিয়ে বললো সে। 'তোমরা আগ বাড়াও।'

লানা এসে দাঁড়ালো গিলের পাশে। শীতে লালচে দেখাচ্ছিলো ওর গাল দুটি। গমের ওয়াগনটা দেখে অদ্ভুত একটা কৌতূহল ছায়া ফেললো ওর চোখে। চালকের দিকে দৃষ্টি তুলে ধরে হাসলো ও।

'সুপ্রভাত,' লোকটাকে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালো লানা। 'অন্য কোথাও থেকে নিশ্চয়ই তোমরা উপত্যকায় এসেছো?'

বীরত্ব দেখানোর ঢংয়ে লোকটা বললোঃ 'এলিসের মিল থেকে, ম্যাডাম।'

'ও। আমি ভেবেছিলোম স্কিনেকটাডি থেকে এসে থাকবে তোমরা,' বললো লানা।

'না। কেন বলো তো?'

'ফক্সেস মিলের কথা মনে পড়ছিলো আমার।'

'গতমাসে ওদিক হয়ে আসছিলাম আমি। ভ্যানশায়িকের রেজিমেন্টের জন্যে গম নিয়ে গিয়েছিলাম জন্সটাউনে।'

'ফক্সেস মিল এলাকাটা দেখতে কেমন হয়েছে?'

'আগের মতোই আছে জায়গাটা। কেন? ওখানকার কাউকে চেনো নাকি?'

'আমার বাপের বাড়ির লোকজন থাকে ওখানে। বছরদুই হলো তাদের কোনো খবর পাচ্ছি না।'

www.pathagar.com

'হ্যা, আমি যতোদূর জানি ওখানে হানাদারদের তেমন কোনো উৎপাত হয়নি। কেবল দূরের খামারগুলিতে সামান্য গোলমাল করেছে তারা।'

স্বস্তির শ্বাস ফেললো লানা।

'আমার এখন রওয়ানা দেওয়া উচিত,' বললো ওয়াগনচালক। কিছু একটা যেনো বলতে চাইছিলো সে।

'তুমি বোধকরি কিছু জানতে চাও, মিষ্টার,' বললো চালকটি।

'হ্যাঁ।'

'শোনো, এলিস তোমাদের কাছে গম কিংবা ময়দা ঠিকই বেচতে চাইছে। তবে বিলাতি মুদ্রায় ন'শিলিং দাম নেবে। আর রূপার হলে পুরনো ইয়র্ক মুদ্রাও চলবে।'

'নয় শিলিং?' গিলের কাছে দামটা অবিশ্বাস্য মনে হলো।

'বাজার হিসেবে দামটা বেশ কমই বলতে হবে।'

'এলিস জানে ময়দা জোগাড় করবার উপায় নেই আমাদের। কারণ, আমাদের মিলগুলি হানাদাররা পুড়িয়ে দিয়েছে।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

গিল ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললো : 'হাড়বজ্জাত স্কচম্যান ওটা।'

'আমি নিজেও স্কচদের তেমন ভালো চোখে দেখি না,' বললো ওয়াগন ড্রাইভার। 'আমার দিকে তাকাও। আমি তোমাদের একজন কাছের লোক। এই ওয়াগন থেকে একবস্তা গম নিতে চাও তুমি? নগদ পাঁচশিলিং পেলে একটা বস্তা বেচে দেবো আমি।'

'না!' সংগেসংগেই বলে উঠলো গিল।

'এই শীতে এরকম ভালোদাম কোথাও পাবে না তুমি। তবে নগদ মুদ্রায় দামটা শুধতে হবে। আমি সাধারণত আমেরিকান মুদ্রায় লেনদেন করি না।' গিল অন্যদিকে মুখ ফেরালে সে তড়িঘড়ি করে বললোঃ 'তুমি চাইলে ছয়ডলার পঁচিশ সেন্টের কাগুজে মুদ্রায়ও আমি বস্তাটা তোমায় দিতে পারি। তোমার জন্যেই শুধু দামটা এতোখানি কমালাম, বুঝলে মিস্টার?'

লোকটার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো গিল।

www.pathagar.com

'এর মানে পাঁচ ডলারে একপাউন্ড!' গিলের স্বরে বিস্ময়। 'সর্বশেষ মুদ্রামান চার ডলারে একপাউন্ড পর্যন্ত নেমেছে বলে শুনেছি আমি।'

'আরে, তা নয়,' বললো ওয়াগনচালক। 'গতমাসে আমি স্কিনেকটাডিতে ছিলাম। ওখানে এখন মুদ্রামান নেমে আট ডলারে একপাউন্ড হয়েছে। 'আমার কাছ থেকে অনেক কমদামে গম পাচ্ছো, দেখলে তো।'

'চুলায় যাও তুমি!' রবিরক্ত হয়ে বললো গিল।

'আমি তোমায় দয়া দেখালাম। আর তুমি কিনা এরকম গালমন্দ করলে!'

'এখান থেকে বেরিয়ে যাও।'

'এটা একটা সরকারি রাস্তা।'

'প্রভুর দোহাই দিয়ে বলছি! ওয়াগান থেকে ঘাড়-ধরে বের করবার আগে এখান থেকে তুমি সট্‌কে পড়ো।'

চালকটি একমুহূর্ত গিলের দিকে তাকিয়ে শেষে তার ঘোড়াচারটিকে লক্ষ্য করে বললো ঃ 'যীশুর দোহাই! এরকম একটা পাগলাটে নির্বোধ জীবনে আর কখনো দেখিনি আমি।'

রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো অ্যাডাম হেলমার। দুজনের কথাবার্তা শুনছিলে সে। গিলের দিকে চোখ তুলে সে বললোঃ 'ছারপোকাটাকে কী গুলি করবো আমি? রাস্তা থেকে তার ওয়াগনটাকে নামিয়ে সন্ত্রাসীদের মতন লুটে নিতে পারি আমরা। আগুন ধরিয়ে দিতে পারি ওয়াগনে।' রাইফেলটা উঁচিয়ে ধরলো অ্যাডাম। 'আমি লোকটার মাথার চামড়া খুলে নিতে পারি। এ ব্যাপারে দক্ষ না-হলেও ঠিকই ওর মাথার চামড়া ছাড়িয়ে নিতে পারবো আমি। এরপর হাঁকছেড়ে সবাইকে হুঁশিয়ার করে দিলেই হলো।'

অ্যাডামের প্রকান্ড শরীরটার পানে একনজর তাকিয়েই ঘোড়াগুলিকে চাব্‌কে খেদিয়ে নিতে শুরু করলো চালকটি।

বাড়িতে ফেরার সময় অ্যাডামকে লক্ষ্য করে রুক্ষকণ্ঠে বললো গিলঃ 'আমরা যাতে দুমুঠো খেতে পারি তার জন্যে বারুদ বাঁচানো উচিত তোমার।'

কিন্তু অ্যাডাম নিজেকে দমিয়ে রাখতে পারলো না। রাইফেলের নলের ভেতরে একটা বুলেট গলিয়ে দিলো সে। মুহূর্তের মধ্যে গর্জে উঠলো রাইফেল এবং বারুদের ধোঁয়ায়

www.pathagar.com

আচ্ছন্ন হলো তুষারধোয়া রোদ। একটা প্রাণখোলা হাসি ছড়ালো অ্যাডামের প্রকান্ড লালচে মুখে। কাত হয়ে রাস্তার বাঁক পার হচ্ছিলো তখন ওয়াগনটা। চালকের হাঁকাহাঁকি এবং প্রচন্ড চাবকানি খেয়ে খরগোশের মতন পিঠ বাঁকিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলছিলো দুই জুড়িঘোড়া।

গুলির আওয়াজ শুনে ঘাড় তুলে তাকালো গিল।

'একটা আস্ত আহম্মক তুমি। ফিরে গিয়ে তোমার নামে হয়তো অভিযোগ করবে লোকটা এবং একদল রক্ষী নিয়ে আসবে এখানে।'

'না!' বললো অ্যাডাম। 'আমি তা মনে করি না।' বলেই একগাল হাসলো সে।

কঠোর পরিশ্রম করছিলো গিল। ঘোড়া এবং সবেধন নীলমণি গাইটার জন্যে কাঠের ছোটো একটা চালাঘর খাড়া করলো সে আর অ্যাডাম মিলে। বরাতের জোরই বলতে হবে, এই দুধাল গাইটাকে ছেড়ে দিয়ে পালের অন্যতিনটি গোরু নিয়ে গিয়েছিলো রেডইন্ডিয়ান হানাদাররা। কিন্তু ঘাস এবং বিচালির দুর্ঘট দেখা দেয়ায় এর মধ্যে বাঁটের দুধ কমতে শুরু করছিলো গাইটার। প্রতি দোয়ানিতে এক কোয়ার্টের মতন দুধ পাওয়া যেতো বাঁট থেকে। বিষণ্ন মুখে গিল হিসেব করে দেখলো জানুয়ারি নাগাদ দিনে এক কোয়ার্টেরও কম দুধ দিতে শুরু করবে গোরুটা। তাছাড়া, দুধের মানও বদলে গেছে অনেকখানি। আগের চেয়ে সাদা এবং পাতলা দেখতে হয়েছে রং। এই পানসে স্বাদের দুধই এখনো কোনোমতে গেলাতে হচ্ছে কোলের শিশুটাকে।

কিন্তু লানা এতে কিছুমাত্র ঘাবড়ালো না। ওর কথা হলো যাই ঘটুক বাচ্চার ঠিকই যত্ন নিতে পারবে ও। এব্যাপারে মনের জোরটাও ছিলো ওর সাংঘাতিক। বসতে ফিরে আসবার পর গোলাঘর, কাঠের বাড়ি, এমনকি খামারের বেড়ার ভস্মস্তূপটা দেখেও বোধকরি এই আত্মবিশ্বাসের কারণেই অমন স্থির এবং অবিচলিত ছিলো লানা। কিন্তু বাচ্চাটাকে ও ঠিকমতন লালনপালন করতে পারবে কিনা সেবিষয়ে ঘোর সন্দেহ ছিলো গিলের। অ্যাডাম কাছে থাকায় মাংসের অভাব ওদের হবে না এটা জানতো সে। কারণ, অ্যাডাম রোজই জংগল থেকে একটা না একটা কিছু শিকার করে আনবেই। জো বোলিও'রও ফিরে আসবার কথা শিগ্গিরই। কিন্তু শুধুমাত্র মাংস খেয়ে স্তনে কতোটা দুধ ধরে রাখতে পারবে লানা, বুঝে উঠতে পারছিলো না গিল।

www.pathagar.com

সমস্তটা চাষের জমিতে গম ফলাতে মিসেস ম্যাকলেনারকে সে-ই রাজি করিয়েছিলো। এর জন্যে মনে মনে নিজেকে অভিসম্পাত দিলো গিল। কারণ, হানাদাররা গমের সবক'টা গাদাই ছারখার করেছে পুড়িয়ে। এখন গমের চড়া বাজারের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে তাদের। মনে মনে সে বিধাতাকে বললো, 'কেন বেশি জমিতে ভুট্টা ফলানোর হুঁশ হলো না আমার।'

অল্পকিছু জমিতেই শুধু লাগানো হয়েছিলো ভুট্টা। যে পরিমাণ ফসল পাওয়া গেলো তার সবটুকুই ক্ষেত থেকে কেটে এনে এবং শিষগুলি আঁটি বেঁধে থাকে-থাকে ঝুলিয়ে রাখা হলো রান্নাঘরের আড়ার সাথে। ছয়জন বয়স্ক লোকের চাহিদার তুলনায় সামান্যই মনে হচ্ছিলো শস্যের এ মওজুদটাকে।

মিসেস ম্যাকলেনারকে মাঝেমধ্যে দেখা যেতো তার দিকে তাকিয়ে থাকতে। গিলের নজর এড়িয়েই অমন করে তাকাতেন মহিলা। নিজের বাড়িতে ফিরে আসতে পারায় আজকাল বেশ আত্মতৃপ্ত মনে হচ্ছিলো বিধবাকে। বাড়িটা ফের ছেড়ে যাবার কথা মনে হলে ক্ষোভে ফুঁসতেন তিনি এবং নিজের সাথে লড়াই করতেন একান্তে। মনে মনে শপথ করতেন একডজন মাথার খুলির চামড়া কাটা গেলেও বাড়ি থেকে কেউ সরাতে পারবে না তাঁকে। কিন্তু তাঁর বেশি ভয় ছিলো গিলের ব্যাপারে। এনিয়ে লানার সাথে কথাও বললেন তিনি।

'বেশিরভাগ সময় মার্টিনকে দেখছি শুয়েবসে থাকতে। তোমার উচিত তাকে বাইরে পাঠানো। কিছু একটা করতে পারে সে।'

কালো চোখদুটি তুলে ধরে তাকালো লানা।

'তাকে দিয়ে কি কাজ করাবো আমি বলুন?'

'এতে কিছু যায়আসে না,' বললেন মিসেস ম্যাকলেনার। 'যাখুশি সে করতে পারে।'

'কিন্তু সাধ্যমতো সবকিছুই তো সে করেছে। এখন ছোটো আস্তাবলটার কাজ শেষ করে কাঠ কাটায় হাত দিয়েছে গিল। অ্যাডাম কিছু না করেও দিব্যি আছে। আমার ধারণা, গিল বসে নেই।'

নাক দিয়ে শব্দ করলো বিধবা।

www.pathagar.com

'অ্যাডাম আর মার্টিন এক নয়। অ্যাডাম হলুদচুলের একটা মাথামোটা প্রকাণ্ড ভালুক বিশেষ। শীতের সময় সাধারণত শুয়ে কাটায় ভালুকরা। শুয়ে শুয়ে পেট চুলকায়।' নিজের মনে হাসলেন তিনি। 'অ্যাডামকে আমার ভালো লাগে।'

'গিল ঠিকই মনোযোগ দেবে কাজেকর্মে,' আস্থার সুরে বললো লানা।

'জানি তুমি তার স্ত্রী। তুমি ভাবছো আমি একটা খুঁতখুঁতে হিসেবি মেয়েমানুষ। অল্পবয়েসীরা বুড়োদের সম্পর্কে এরকমই চিন্তা করে। যেমন অনেকে মনে করে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা খারাপ। আমার মতন কোনো বুড়ির দিকে খেয়াল রাখবার প্রয়োজন বোধ করে না কেউ-ই।'

লানা হেসে বাচ্চাটাকে এগিয়ে দিলো মিসেস ম্যাকলেনারের দিকে।

'যাহোক, তোমাদের দুজনের কথা আলাদা। আমাদের জন্যে অনেক কিছু করেছো তোমরা।'

'বলতে থাকুন!' বললো লানা।

মিসেস ম্যাকলেনার হেসে কোলে তুলে নিলেন বাচ্চাটাকে। আর এদিকে বাচ্চাটা তার কোলে উঠে দিব্যি হেলতে দুলতে শুরু করলো। 'ক্ষুদে যোদ্ধা।' বিড়বিড় করে বললেন তিনি। 'প্রভু!' শিশুর বুকের ওপর দিয়ে চোখ মেলে ধরে লানাকে দেখলেন তিনি। 'তুমি সত্যি অপূর্ব! তোমার সন্তান আছে এবং গিল ভালোবাসে তোমাকে। কোনো দুশ্চিন্তা নেই তোমার। আমি বিশ্বাস করি, জীবনে কখনো নিরাপত্তার অভাববোধ করবে না তুমি।'

পরে তিনি গিলকে বললেনঃ 'নতুন গোলাঘরের কাজটা শুরু করতে অসুবিধা কোথায়? সামনের বছরই তো ওটার প্রয়োজন হবে আমাদের।'

'মাটি থেকে বরফ সরে না গেলে গোলাঘর বানানো সম্ভব নয় আমার পক্ষে।'

মিসেস ম্যাকলেনার তার রাগ চেপে রাখলেন। 'খুঁটিগুলো তুমি কেটে রাখলেই তো পারতে?'

'হ্যাঁ, তা পারা যেতো,' সংশয়ের সুরে বললো গিল। 'কিন্তু তাতে কী লাভ হতো? শিগ্‌গিরই বরফের তলায় সবখুঁটি তলিয়ে যেতো এবং পরে টেনে বের করা সম্ভব হতো না।' মহিলার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে শেষে সে বললোঃ 'আর সামনের বছর হয়তো এটিও পোড়ানো হবে।'

www.pathagar.com

মিসেস ম্যাকলেনার তার কথার পিঠে রুক্ষস্বরে বললেনঃ 'তুমি যদি ওভাবে চিন্তা করো তা হলে কোনোকালেই নতুন করে কোনোকিছু নির্মাণ করা যাবে না।'

আগুনের সামনে শুয়ে থেকে ডেইজির নড়াচড়া দেখছিলো আর অ্যাডামের কথা ভাবছিলো গিল। প্রকান্ড শরীরটাকে বাঁকা করে উনুনের জ্বলন্ত কয়লার ওপর একটা কড়াই বসাচ্ছিলো ডেইজি। একটা উদ্দেশ্য নিয়ে ম্যাকলেনারদের বাড়িতে ফিরে এসেছিলো অ্যাডাম। ফোর্ট ডেটনে বাওয়ার্স পরিবারের মেয়েদের সান্নিধ্যে থেকে ব্যবসায়িক কাজকর্ম করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। সে বুঝলো, পলির সব আব্দার রক্ষা করতে গেলে শিগ্‌গিরই পথে বসতে হবে তাকে। তাছাড়া কিছুদিন হলো এন্ডরিজে জেক স্মলের স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে সে। গিলের কাছে অবশ্য অ্যাডাম স্বীকার করলো এই নতুন প্রেমের ব্যাপারে এখনো সে তেমন একটা অগ্রসর হতে পারেনি। তবে অল্পদিনের মধ্যেই স্ত্রীলোকটিকে বশে আনা যাবে বলে তার দৃঢ়বিশ্বাস। এর মধ্যেই অ্যাডাম জেনেছে আরেকটি সন্তানের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে মিসেস স্মল। এবং এ–ব্যাপারে বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি আস্থা হারাতে শুরু করেছে যুবতীটি।

'পুরুষ হিসেবে জেকের যোগ্যতার প্রশ্নে আমার কিছু বলবার নেই,' আত্মমর্যাদাবোধ নিয়ে কথাটা বললো অ্যাডাম। 'আমি চাই আমাদের দুজনকেই পাশাপাশি রেখে একনজর দেখুক মেয়েমানুষটি। সত্যিই সে একটি প্রাচুর্যময়ী যুবতী।' মাথার চুল আঁচড়ালো অ্যাডাম। 'দুজনকে দেখলে নিঃসন্দেহে তার ধারণাটা পরিষ্কার হয়ে উঠবে।'

ব্যাপারটা নিয়ে কিছুক্ষণ মাথা ঘামালো গিল। বেটসি স্মলের চেহারাটা ভাসলো তার চোখের সামনে। মাথা ভরতি লাল চুল মেয়েটির। বাকপটু হলেও আঁটসাট ওর হাল্কা–পাতলা শরীরটির গড়ন। এবং দেখতেও বেশ সুশ্রী। গিলের তন্ময়তার মধ্যে মিসেস ম্যাকলেনার সম্পর্কে কী যেনো বলছিলো ডেইজি। কথাটা পুরোপুরি আঁচ করতে পারলো না গিল। ওকে গালমন্দ করে উঠলো সে এবং জিভটাকে ভদ্রস্থ রাখতে বললো। সংগে সংগে মেঝে থেকে একঝটকায় উঠে পড়লো সে এবং কুড়ালটা হাতে নিয়ে পা বাড়ালো। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা স্প্রুস গাছে তার কুড়ালের ভারি কোপ পড়ার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেলো বাড়ির সবাই।

রাতের খাবার খেতে বসে বেশ ভালো লাগলো তার। গত কয়েক সপ্তাহে এরকম স্বস্তি সে বোধ করেনি আর কোনোসময়। ক্লান্ত দেখাচ্ছিলো গিলকে। কুড়িটা গাছ কেটে

www.pathagar.com

এর মধ্যেই সবক'টিকে ছুলেচেঁচে ফালি করেছে সে। মিসেস ম্যাকলেনারের সাথে দেখা হলে বললোঃ 'নতুন গোলাঘরটাকে ষোলোফুট চওড়া করার কথা ভাবছি আমি।'

গিলের মুখ থেকে কথাটা পড়তে না পড়তেই তর্ক জুড়ে দিলেন বিধবা। ঘরটা ছোটো হবে বলে আপত্তি তুললেন। কিন্তু খুশি হলেন গিলকে আলোচনায় দাঁত বসাতে দেখে। শেষে হার মেনে বললেনঃ 'তুমি বোধকরি এবিষয়ে আমার চেয়ে ভালো জ্ঞান রাখো, গিল।'

জবাব দিতে গিয়ে শান্তকণ্ঠে গিল বললোঃ 'দেখুন, সারাটা জীবনই তো আমি চাষাবাদের কাজ করে এলাম।'

রান্নাঘরে মিসেস ম্যাকলেনারকে রেখে লানাকে দেখতে এলো সে। ঠান্ডায় প্রায় বরফ জমার মতো হয়ে পড়েছিলো শোবার ঘরটা। এর ভেতর কুঁকড়ে ছিলো লানা। কাপড়চোপড় ছাড়বার পর একটা মোটা কম্বল দিয়ে বাচ্চার দোলনাকে আগাগোড়া ঢেকে দিলো গিল। একটা ঘেরদেয়া তাঁবুর মতন দেখাচ্ছিলো দোলনটাকে।

বিছানায় শুয়ে পড়ে অপাংগে লানাকে দেখছিলো সে। আড়চোখে দোলনাটার দিকে তাকিয়ে চোখের পাতার ভেতর থেকে লানাও দেখছিলো তাকে। মুচকে হেসে আলমারির মাথা থেকে চিরুনিটা তুলে নিলো ও।

পালকের নরোম শয্যার গভীর খাদে আরামে গা এলিয়ে দিয়ে পলকহীন চোখে লানাকে দেখছিলো গিল। এরকম শান্ত মেজাজে ওর চুল আঁচড়ানো দেখতে ভালো লাগতো গিলের। আস্তে আস্তে বেনী খুলে কাঁধের সামনের দিকে কালো চুলগুলি ছড়িয়ে দিয়ে, মাথা নুইয়ে চিরুনি চালাতে থাকতো ও। ছড়ানো চুলের ওপর দিয়ে দেখতো গিলকে। মনের প্রফুল্লতার আনন্দ সারামুখে ওর ঝুলে থাকতো তাজা গোলাপের হাসির মতন। চিরুনির একটিমাত্র আঁচড়ই যেনো যথেষ্ট ছিলো ওই মুহূর্তে ওদের দুজনার প্রাণকে একসংগে স্বস্তিতে ভরিয়ে তুলবার জন্যে। আবার চুলগুলি মাথার পেছনে নিয়ে নিচে থেকে লম্বাহাতে যখন ও থেমে থেমে চিরুনির আঁচড় কাটতো দেখে মনে হতো একটা আবেগের শিহরণ যেনো খেলা করছে ওর হাতের পাঁচআঙুলে।

গিল দেখলো কোমরপর্যন্ত লোটানো চুলে একটা সুখকর অনুভূতি নিয়ে চিরুনি চালাচ্ছে লানা। যেনো সারাশরীরে ওর উষ্ণতা সঞ্চারিত করছে ঘন কালো চুলের আচ্ছাদনটা। চুল আঁচড়ানোর সময় মৃদুধ্বনি উঠছিলো চিরুনি থেকে। কম্বলের তলায় গিলের ক্লান্ত শরীরটাকে বেশ উষ্ণ এবং চাঙ্গা করে তুললো ধ্বনিটা।

www.pathagar.com

'জলদি করো, লানা,' বললো সে।

গিলের দিকে তাকিয়ে হাসলো লানা। ইচ্ছাকৃতভাবেই চুলে চিরুনি চালিয়ে যাচ্ছিলো ও। ঘুমজড়ানো দুই কৌতুকভরা চোখ তুলে ধরে গতিময় হাতদুটির মাঝখান দিয়ে আরেকবার দেখলো ও গিলকে। কোমলতা জড়ানো ছিলো ওর কণ্ঠস্বরে।

'তোমার ব্যাপারে খুব উদ্বিগ্ন মিসেস ম্যাকলেনার,' বললো ও। 'কিন্তু আমার কোনো উদ্বেগ নেই তোমাকে নিয়ে।'

'কিসের জন্যে তাঁর এই উৎকণ্ঠা?' লানার এই অপ্রাসংগিক কথায় একটু রুক্ষ শোনালো গিলের স্বর।

'তুমি শুয়েবসে থাকছো এবং কিছু করছো না, তাই।'

'নতুন গোলাঘরটার জন্যে আমি কাঠের কাজে হাত দিয়েছি।' একটু থেমে ফের চড়া গলায় বললোঃ 'কিছু না করার কথাটা উঠলো কেমন করে?'

'উঠলো কোথায়? আমি তো বললামই কোনো উদ্বেগ নেই আমার।'

দাঁত বের করে হাসলো গিল। 'সত্যি তুমি একটুও উদ্বেগবোধ করছো না?'

'একটুও না,' বললো লানা।...

ক্যাপ্টেন ডেমুথ হাঁটতে হাঁটতে ডাঃ পেট্রির স্টোরে এলো ডাক্তারকে সাথে নিয়ে। মিসেস ডেমুথকে দেখতে ডাক্তার গিয়েছিলো তাদের ওখানে। কিন্তু কাঠের ছোটো ঘরটায় জায়গার অভাবে একান্তে কথা বলার সুযোগ পেলো না ডেমুথ এবং পেট্রি সে জন্যেই দুজনের একসাথে স্টোরে আসা।

'ভেতরে এসো, মার্ক,' বললো ডাক্তার। 'তোমার জন্যে কিছু পানীয়ের বন্দোবস্ত করছি আমি।'

'এখন মদ ছুঁতে ইচ্ছা করছে না আমার।'

'আমার ইচ্ছা করছে। এবং তুমি শুধু আমার সাথে যোগ দেবে।'

স্টোর অফিসের ভেতরে ঢুকে শেল্‌ফের ওপর সার দিয়ে সাজিয়ে রাখা বোতলগুলির সামনে মিনিটখানেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো ডাক্তার। তারপর গলা–বাড়িয়ে বললো 'নিয়তির ইচ্ছার কারণেই এই অফিসটাকে পোড়ায়নি হানাদাররা।' একটা বোতলের

www.pathagar.com

গায়ের মার্কায় 'টাটা এমেটিক' কথাটা লেখা ছিলো। বোতলটার সাথে দুটি গ্লাস বের করে এনে সযত্নে হলদে রংয়ের সুরা ঢাললো ডাক্তার। 'স্নায়ু শক্ত রেখো তোমার, মার্ক। ভালো জাতের কিংসটন মদ এটা। আমার ভাঁড়ারের শেষ বোতল। ভুল ব্যবহার যাতে না হয় তার জন্যে সাবধানে বোতলটা আমি ওখানে রেখে দিয়েছিলাম। তবে রাম–মদের বোতলে কেউ যদি 'টাটার এমেটিক' ঢুকিয়ে থাকে তাহলে অবশ্য সেটা ভিন্ন কথা।'

গ্লাসে চুমুক দিলো ডাক্তার। এবং দেখলো ডেমুথও ঠোঁট ভেজাচ্ছে।

'ক'বছর হলো বিয়ে করেছো তুমি?'

ডেমুথ গ্লাসে চুমুক দিতে শুরু করেছিলো। ডাক্তারের চোখাচোখি হলো সে।

'কেন, বলতো?' গলা জড়িয়ে আসছিলো তার। ঢোক গিলে একইনিঃশ্বাসে বললো ঃ 'বারো বছর, ডাক্তার।'

নাক দিয়ে শব্দ করে আরো দুই গ্লাস মদ ঢাললো পেট্রি। চোখ বুঁজে গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বললো ঃ 'কারো কারো কাছে বারো বছর একটা দীর্ঘসময়। আবার অন্যদের কাছে যেনো মাত্র সেদিনকার ব্যাপার। আমার নিজের বিয়ের বয়েস মাত্র দশবছর। হ্যাঁ মার্ক, ব্যাপারটা আমি তোমায় খুলে বলতে চেয়েছিলাম–।' একটা লম্বা শ্বাস টানলো ডাক্তার।

'তোমার বলবার দরকার নেই, ডক্। আমি নিজেই এটা আঁচ করেছি।'

'ঠিকই তুমি বুঝতে পেরেছো। আসল গোলমালটা হলো তোমার স্ত্রীর মাথায়।'

'রেডইন্ডিয়ান হামলার জন্যে কিন্তু ভয়টা ঢোকেনি ওর মাথায়,' বললো ডেমুথ। 'অনেকদিন ধরে আস্তে আস্তে ওর মনের মধ্যে এটা জট পাকিয়েছে। এবং শেষে ভয়টা ওকে অমন অবস্থায় নিয়ে এসেছে।'

'একটা দুর্বল মাথা। আস্ত দুর্বল মাথা একটা। অথচ যখন আমি তাকে প্রথম দেখি কী চমৎকার স্বাস্থ্য এবং শ্রী ছিলো তার। অমন রূপসী মেয়েমানুষ জীবনে আমি দ্বিতীয়টি দেখিনি।' ডাক্তারের স্বরে গভীর সহানুভূতি।

'কতোদিন ও বাঁচবে বলে মনে হয় তোমার?'

'একসপ্তাহ, একমাস কিংবা হয়তো আগামী বসন্ত পর্যন্ত। এক–হিসেবে বলতে গেলে বেশ শক্ত তোমার স্ত্রী। কিন্তু অস্বস্তি নিয়ে অমন করে ঝুলে থাকতে চায় না সে।'

জানালার দিকে তাকালো ডেমুথ।

www.pathagar.com

'মনে হয় ওকে স্কিনেকটাডিতে নিয়ে যাওয়াই এখন আমার উচিত। এ-জায়গায় শুরু থেকেই মন বসাতে পারেনি ও। ডিয়ারফিল্ডের অসমাপ্ত বাড়িটায় প্রথম বসবাস শুরু করবার সময় যেভাবে আমার দিকে তাকাতো ও, ঠিক সেরকমই ওকে তাকিয়ে থাকতে দেখি যখনই আমি ওর মুখোমুখি হই নতুন-তোলা এই কাঠের কুঁড়েটায়। ডিয়ারফিল্ডের বাড়িতে তখন ওকে অমন ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে তাকাতে দেখলে হাসতাম আমি।'

'আতংকের রোগ থেকে একেবারেই মুক্তি পায় না এমন কিছুলোক দেখতে পাওয়া যায়, মার্ক। এ-ব্যাপারে তোমার কিছু করবার নেই। হ্যাঁ, আমি বেচারি মহিলাকে এখানে নিয়ে আসতে পারি। এই স্থানান্তরে হয়তো সে স্বস্তিবোধ করবে। এবং হয়তো এতে নতুন জীবনও সে ফিরে পেতে পারে। কিন্তু তাকে বাঁচানো না-গেলে তুমি যেনো ভেঙ্গে পড়ো না, মার্ক। ভেঙ্গে পড়ে কোনো লাভ নেই। অন্তত এখন, আমাদের এই দুঃসময়ে।' প্রায় একনিঃশ্বাসে কথাগুলি বললো ডাঃ পেট্রি।

ডেমুথ কিন্তু শুনেও শুনলো না তার কথা।

'গতকাল ফোর্ট স্ট্যানউইক্সের দিকে যে-ওয়াগনগুলি গেলো তার যেকোনো একটায় আমি ওকে লিটল ফলস-এ নিয়ে যেতে পারি। সপ্তাহের শেষদিকে ফিরবে ওয়াগনের বহরটা। এলিস তার বরফেচলা স্লেজগাড়িটা ধার দেবে আমায়।'

'যতো তাড়াতাড়ি পারো ভালো,' মাথা নেড়ে বললো ডাক্তার। 'শীতটা জেঁকে বসবার আগেই রওয়ানা দিতে হবে ওদিকে। বেশি শীত সইতে পারবে না তোমার রোগী। তুমি কি তার সাথে থাকবে ওখানে?'

ইতস্তত করলো ডেমুথ।

'হ্যাঁ।'

'সামনের বসন্তে ফিরবে তো?'

ফের ইতস্তত করলো সে।

শেষে বললো 'হ্যাঁ।'

'ভালো কথা,' বললো ডাক্তার। 'তোমার বোধকরি তখন প্রয়োজন পড়বে এখানে। আচ্ছা, ওদিকে যখন যাচ্ছোই আমার জন্যে কিছু ওষুধ যোগাড় করে পাঠাবে। আমার

www.pathagar.com

কাছে দরকারি ওষুধের একটা তালিকা আছে। অনেকদিন হলো সামরিক হাসপাতাল থেকে কোনোকিছুই আমি পাচ্ছি না। তোমার মংগল হোক, মার্ক।'

করমর্দন করলো তারা দুজন।

পাশাপাশি হাঁটছিলো জন এবং ম্যারি।

হঠাৎ করেই প্রসংগটা তুললো ম্যারি।

'আমরা এখন কী করবো, জন?'

না–কাঁদলেও চোখ দুটি ওর করুণ হয়ে উঠেছিলো হতাশায় এবং অসহায়ত্ববোধে।

'তোমাকে সাথে নিতে চাইছেন না তিনি?'

'তিনি পারবেন না বলছেন। এলিসের স্লেজগাড়িটা নিচ্ছেন তিনি এবং আমাকে বললেন ওখানে বসবার মতো জায়গা হবে না আমার। মিসেস ডেমুথের সেবাযত্ন করায় আমার খুব তারিফও করলেন। বললেন, আমি নাকি সাধ্যমতো মহিলার দিকে দেখেছি। আমার প্রতি খুব সদয় তিনি। একমাসের পুরো বেতন দিয়ে দিলেন। আমি নিতে চাইনি। কিন্তু তিনি জোর করে গছিয়ে দিলেন। তোমার কি মনে হয় এটা নেয়া ঠিক হয়েছে আমার?'

'আমার তো মনে হয় ঠিক হয়েছে,' বললো জন। 'কারণ, তিনি নিজেই তো সেধে টাকাটা দিলেন।'

একান্তে কথা বলবার জায়গা না থাকায় কিংসরোড ধরে হাঁটছিলো ওরা দুজন। অল্প অল্প বরফ পড়ছিলো। রোদ ছিলো না মোটেও। আকাশটা ছিলো ধূসর। এমনকি, বরফ–বৃষ্টিটাকেও মনে হচ্ছিলো প্রাণহীন। যেনো পড়তে পড়তে নিষ্প্রাণ হয়ে যাচ্ছিলো বরফকণাগুলি।

বরফ–বৃষ্টির মধ্যদিয়ে হাঁটবার সময় ম্যারি এবং জন দুজনকেই কেমন কৃশ আর শীতার্ত মনে হচ্ছিলো। ঠান্ডায় কুঁকড়ে গিয়েছিলো ম্যারি। মোটাসুতায় বোনা মোজার ওপর ম্যারি পরেছিলো ওর নিজের হাতের তৈরি মোকাসিনের জুতা। দাঁতের সাথে দাঁত লেগে যাতে ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ না হয় তার জন্যে প্রতিবারই জনের কথার জবাব দেয়ার সময় গভীর শ্বাস ফেলছিলো ও। জনকে ঠান্ডায় কুঁকড়ে যাওয়া চেহারাটা দেখাতে ভয়

www.pathagar.com

হচ্ছিলো ওর। তার জন্যে সামনে এগিয়ে গিয়ে হাঁটতে হচ্ছিলো ওকে। কিন্তু জনও শীতে কাবু হয়ে পড়ে হাঁটছিলো মাথা নুইয়ে নুইয়ে, পায়ের দিকে চোখ রেখে। সুতরাং ম্যারির দিকে তাকানোর অবসর ছিলো না তার। মাথা–নুইয়ে হাঁটবার সময় চোখের ভুরু কুঁচকে যাওয়ায় কেমন যেনো বয়স্ক মনে হচ্ছিলো জনকে। ওর দিকে তাকে এভাবে ভুরু কুঁচকে তাকাতে দেখলে ভালো লাগতো ম্যারির। সাধারণত জনের প্রতি ওর আস্থা প্রগাঢ় হতো এতে। কিন্তু এরকম একটা পরিস্থিতিতে জনের মতো একটা ছেলের কী উপায় ছিলো অমন করে চোখ কোঁচকানো ছাড়া? মনে মনে কথাটা নিয়ে জাবর কাটলো ম্যারি।

'কোথাও যদি একটা কাজ পেতাম আমি—।' হঠাৎ বোকার মতন কথাটা বলে বসলো জন।

ম্যারির মনে হলো এটা ওর কাছে জনের হতাশাবোধের একটা স্পষ্ট স্বীকারোক্তি। অবশ্য ম্যারি এবং জন দুজনই জানতো কোথাও কাজ পাওয়ার সুযোগ নেই এখন। তাছাড়া ম্যারি আরো জানতো মাকে নিয়েও আজকাল দুশ্চিন্তায় আছে ছেলেটা। বাবাকে শত্রুরা ধরে নিয়ে যাওয়ার পর স্বাভাবিক কারণেই মা মিসেস উইভার এবং ছোটো ভাই কোবাসের ব্যাপারে জনের ওপর বর্তেছে একটা গুরুদায়িত্ব। একা পরিবারের ভার নেয়ার মতো বয়েস এখনো হয়নি কোবাসের। এটা ঠিক বেশ স্বাস্থ্যবান ছেলে কোবাস। কিন্তু তাহলেও শিকারের কাজে নামবার পক্ষে খুব অল্পই তার বয়েস। এদিকে বসতের অধিকাংশ পরিবারের মতোই জমি থেকে সামান্য ভুট্টা পেয়েছে উইভাররা।

'জন,' বললো ম্যারি, 'কী পরিমাণ টাকা আছে তোমার হাতে?'

উত্তরে জন জানালো তার জমানো সবটাকাই মায়ের হাতে তুলে দিয়েছে সে। কথাটা বলবার সময় প্রফুল্ল দেখাচ্ছিলো তাকে। ব্যাপারটা ম্যারি আগে থেকেই জানতো। তাহলেও ম্যারি নতুন করে প্রশ্ন করলো এবং জনও দ্বিতীয়বার ওকে জবাব দিলো।

ম্যারি বললো, 'মিঃ ডেমুথের দেয়া বেতনের টাকা নিয়ে আমার হাতে এখন মোট দশ ডলার জমেছে।'

এর আগে ম্যারি তাকে ওর জমানো টাকার অংকের কথা বলেনি কখনো। এখন কথাটা শুনবার পর সে মনে মনে জপতে লাগলো : 'দশ ডলার! দশ ডলার!' অবাক চোখ তুলে ম্যারির পানে তাকালো জন। মাস ছয়েক আগের কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে

গেলো তার। ওই সময় সে এবং ম্যারি চিন্তা করছিলো দশটি ডলার জমাতে পারলেই বিয়ে করতে পারে তারা দুজন।

'কী ধরনের টাকা তোমার ওগুলি?' জিজ্ঞেস করলো জন।

'ধাতুর মুদ্রা,' জবাবে বললো ম্যারি। 'মিঃ ডেমুথ সবসময় আমার বেতন শুধেছেন নগদ মুদ্রায়। তিনি বলেন, যে-কথা তিনি দিয়ে থাকেন কষ্ট হলেও তা রক্ষা করেন।'

জন বললো, 'তাহলে দেখছি আমেরিকান মুদ্রার চলতি মানে তুমি আশি ডলারের মালিক হয়েছো।' মনে মনে গুণে হিসাবটা বের করলো জন।

হঠাৎ তারা দুজনই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লো কংগ্রেসের মুদ্রানীতির ভোজবাজির খেল্‌টার কথা চিন্তা করে। দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র একটা ঘোষণা দিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে তাদের ধনী বানিয়ে দিয়েছে কংগ্রেস। আশি ডলার। এ-যে বিরাট অংকের টাকা। এর চেয়েও কম টাকায় অনেকে ভদ্রজীবন যাপন করে বিদায় নিয়েছে পৃথিবী থেকে। কথাটা ভেবে হাসতে লাগলো দুজন একে অপরের চোখে চোখ রেখে।

জনকে এতোখানি খুশি হতে দেখে আশ্বস্তবোধ করলো ম্যারি। কিন্তু পরক্ষণেই ওর ঠান্ডায় কোঁকড়ানো শরীরটা ঠিরঠির করে কাঁপতে শুরু করলো শীতের তীব্রতায়। শেষ পর্যন্ত ওর সামনাসামনি হওয়ার ব্যাপারটা লক্ষ্য করলো জন।

'তোমার খুব ঠান্ডা লেগেছে দেখতে পাচ্ছি।'

শুধু মাথা নাড়লো ম্যারি।

'ব্যাপারটা আমায় বলা উচিত ছিলো তোমার।'

দাঁতের পাটি চেপে ধরে কেবল চোখদুটি দিয়ে অনুনয় প্রকাশ করলো ম্যারি। ফলে ওকে বকতে পারলো না জন। সে এখন বুঝলো কেন তাকে পেছনে রেখে সামনে আগ বাড়িয়ে এতোক্ষণ একা হাঁটছিলো ম্যারি। এরমধ্যে বাতাসও ঝাপ্টা মারতে শুরু করলো। জনের মনে হলো যেনো ঠান্ডা বাতাসটা ম্যারির সুতার জ্যাকেট এবং শাল ফুঁড়ে বেরুচ্ছে। ওর মুখটায় এখন কাঁটা ফোটাতে লাগলো শীত। এবং ওর চোখদুটিও বড়ো হয়ে উঠলো। কেমন আশ্চর্যরকমের মোটা ভাঁজ পড়লো ম্যারির দুই গালে।

ভয় পেলো জন। পাগলের মতন চারদিকে দৃষ্টি ফেরাতে গিয়ে মিসেস ম্যাকলেনারের পাথরের বাড়িটা চোখে পড়লো তার।

www.pathagar.com

'ওখানে গেলে শরীরটাকে আমরা একটু গরম করে নিতে পারবো,' বললো সে। 'চলো, ম্যারি।'

একটা বাহু আঁকড়ে ধরে ওকে বাড়িটার দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগলো জন।

বেলা তখন মাঝ-বিকেল। বাড়িতে ছিলো শুধু মহিলারাই। ওদের দুজনকে দেখে অবাক হলেন মিসেস ম্যাকলেনার।

'প্রভুর দোহাই।' বললেন বিধবা। 'এতোক্ষণ কোথায় ছিলে তোমরা দুই ছেলেমেয়ে?'

'দোষটা আমারই!' সংকুচিত হয়ে বললো জন। 'আমি ওকে নিয়ে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। ঠাণ্ডা লেগেছে ওর। আমি খেয়াল করিনি ঠাণ্ডাটা কতোটা তীব্র। আপনার কী মনে হয়, রোগে পড়বে ও?'

ম্যারির হাল দেখে মুখটা রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছিলো জনের। দমপর্যন্ত ফেলতে পারছিলো না সে। তার চোখদুটি আটকে ছিলো ম্যারির ওপর। ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছিলো এখন ম্যারি। ঠাণ্ডাটা ছেঁকে ধরায় কাঁপুনি বন্ধ করার উপায় ছিলো না ওর যদিও সবার চোখের সামনে অমন করে কাঁপতে লজ্জা হচ্ছিলো খুব। হঠাৎ মিসেস ম্যাকলেনারকে চেঁচিয়ে উঠতে দেখে দুজনই ওরা তাকালো তাঁর দিকে।

'রোগ!' চিৎকার দিলেন মহিলা। 'যতোসব বাজে চিন্তা। আমি এখুনি কিছু কাপড় দিচ্ছি ওকে। ডেইজি! কাপড়ের বাণ্ডিলটা নিয়ে এসো জলদি। এখন আগুনের পাশে গিয়ে বসো তুমি, বাছা। হ্যাঁ, জন পরিচয় করিয়ে না-দিলেও তোমার সবকথা জানি আমি ম্যারি রিঅল। জন একটি ভালো ছেলে এবং ওর মাও তোমাকে একটি ভাগ্যবতী মেয়ে বলে মনে করছে। কিন্তু আমি দেখে বুঝতে পারছি ওর আধাআধি ভাগ্যও নেই তোমার।'

এর মধ্যেই চিবুক দোলাতে শুরু করছিলো ম্যারি। আর চিবুক নাচাতে পারে এমন যে-কোনো মেয়েকেই পসন্দ করতেন মিসেস ম্যাকলেনার। তিনি ওকে কিছু শেরি পান করতে দিলেন এবং নিজেও চুমুক দিয়ে কিছু খেলেন। একটি লম্বা উঁচু আসনের দিকে ইশারা করে বসতে বললেন দুই কিশোর-কিশোরীকে।

তিনি নিজে মুখোমুখি হয়ে বসলেন ওদের দুজনের।

'আশ্চর্য! কেমন করে এতোখানি পথ হেঁটে এলে তোমরা? শুধু কথা বলবার জন্যে?'

www.pathagar.com

মিসেস ম্যাকলেনারের লম্বাটে ঘোড়ামুখটাকে গম্ভীর হয়ে উঠতে দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলো জন। তাছাড়া তাঁর আরামদায়ক প্রকান্ড রান্নাঘরটার চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিজের মধ্যে কেমন যেনো সংকুচিত হয়ে পড়েছিলো সে। ঘরটার আড়ার ওপর ভুট্টার শিষগুলির পাশে সাজানো ছিলো শুকনা আঙুরের অনেক থোকা এবং লাউয়ের ফালি। সুখ আর প্রাচুর্যের একটা ছাপ ঘরের সবক'টি জিনিসে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ছিলো জনের চোখে। এদিকে নিজের এবং ম্যারির ভাবনাও অস্বস্তিতে ভরে তুলছিলো তার মনটাকে। কামরাটায় মিসেস মার্টিন এবং নিগ্রো মেয়েটি এখনো আছে কথাটা ভেবে দেখবার আগেই মিসেস ম্যাকলেনারকে সবকিছু খুলে বলতে শুরু করলো সে।

'দেখুন,' বৃদ্ধা মহিলাটির দিকে সংকুচিত চোখদুটি তুলে ধরলো জন। 'বাবা চলে যাওয়ায় এখন মাকে দেখতে হচ্ছে আমার। এদিকে মা কিছুতেই রাজি হচ্ছে না ম্যারিকে ঘরে তুলতে। তার ভাবখানা হলো আমাদের বয়েস এখনো আহা-মরি কিছু একটা হয়নি। এবং ইচ্ছা করলে আরো দীর্ঘসময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি আমরা। আমি বুঝতে পারছি না এ-অবস্থায় কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ম্যারি। ও তো আর একা থাকতে পারবে না।'

'কেন, ডেমুথের বাড়িতে থাকতে পারবে না ম্যারি?'

হঠাৎ মুখটা লাল হয়ে উঠলো জনের।

'ক্লেম কপারনল নাকি থাকতে যাচ্ছে ওখানে।'

'তাহলে তো অবশ্য ওখানে থাকতে পারে না ও,' বললেন মিসেস ম্যাকলেনার। 'এ-রকম অবস্থায় আমি হলে কী করতাম বলতে পারো, জন?'

ওদের দুজনের দিকে নাকটা তুলে ধরে সোজা হয়ে বসেছিলেন তিনি আসনটায়। জন যখন জবাব দিলো-'না, মাম,' নাকের ডগাটা তখন তাঁর কাঁপছিলো দৃশ্যমানভাবে।

'তোমার চেয়ে কোনো বুদ্ধিমান লোক তোমার নাকের তলা থেকে মেয়েটাকে ছিনিয়ে নেবার আগে আমি অবশ্যই বিয়ে করতাম ওকে।' ঘুমের ভেতর নাক-ডাকার মতন প্রচন্ড শব্দে থেমে থেমে নেকোধ্বনি করতে লাগলেন মহিলা।

জনের চোখদুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। পরক্ষণে আবার গম্ভীর হয়ে উঠলো সে। বহুবার তার মনে তোলপাড় জাগিয়েছে বিয়ের ভাবনাটা।

www.pathagar.com

'এটা সম্ভব নয়, মিসেস ম্যাকলেনার,' বললো জন। 'মার প্রতি সুবিচার করা হবে না যদি ম্যারিকে নিয়ে তার বাড়িতে উঠি। আর নিজেদের জন্যে নতুন একটা বাড়ি করাও এখন সম্ভব নয় আমার পক্ষে। এক জংগলে তো আর দুজনকে রাখতে পারি না আমি। তাছাড়া কোবাস তেমন কাজের উপযোগী হয়নি এখনো। সুতরাং মার দায়িত্ব তো একজনকে নিতেই হবে।'

মিসেস ম্যাকলেনার বললেনঃ 'না, তোমার মাকে ত্যাগকরা মোটেও উচিত নয় তোমার। আর তা করতে বলছিও না আমি তোমায়। এখন শোনো, জন উইভার। আচ্ছা, কেমন বাড়িতে বাস করছো তোমরা?'

'দুর্গের কাছাকাছি যে–বস্তিটা তার শেষমাথার কাঠের কুঁড়েটায়,' চোখে বিস্ময় নিয়ে জবাব দিলো জন।

আরেকবার নেকোশব্দ করলেন মিসেস ম্যাকলেনার। 'তুমি আসলে একটা বোকা ছেলে, জন। হয়তো তোমার বিয়েই করা উচিত নয়। শোনো, ম্যারি যা–যা তোমায় বলতে পারতো এখন তার সবকিছুই ভেঙ্গে বলছি আমি তোমায়। শুরুতেই আসা যাক্। আচ্ছা, ওই ঘরটা করেছে কে?'

'আমি করেছি,' জন বললো।

'একনম্বর বিষয়। ঘরটা তোমার নিজের হাতে করা। আচ্ছা এবার বলো, তোমার বাবার রোজগারের কতো টাকা তোমার মার কাছে আছে? আর তোমার আয়ের কী পরিমাণ টাকা দিয়েছো তুমি তাকে?'

'বাবার পাঁচ ডলার আর আমার রোজগারের সাত ডলার আছে তার কাছে।'

'বিষয় নম্বর দুই। হ্যাঁ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, মা এবং ভাই দুজনেরই বেশিরভাগ ভরণপোষণ হচ্ছে তোমার রোজগারের টাকায়। এবার বিষয় নম্বর তিন। আচ্ছা বলো তো, কতো টাকা এপর্যন্ত জমিয়েছে ম্যারি?'

'দশ ডলার,' নিজেই জবাব দিলো ম্যারি। স্বরটা ওর নরোম শোনালেও একটা গর্বের রেশ মেশানো ছিলো ওতে। মিসেস ম্যাকলেনার তাঁর চোখ গোল করে তাকালেন। এবং তাঁর ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠলো একটুকরো স্মিতহাসি।

একমুহূর্ত চুপ করে থেকে শেষে তিনি বললেন, 'তাহলে তুমি বিয়ে করো মেয়েটিকে। ওকে তোমার ঘরে নিয়ে যাও। এবং তোমার মাকে বলো, নিজের ঘরে

www.pathagar.com

উঠেছো তুমি বউ নিয়ে। আর ম্যারি তো বলেছেই ও ভারি খুশি হবে এবং গর্ববোধ করবে যদি তোমার মা ওর সাথে থাকে।' সারামুখে হাসি উপচে পড়ছিলো মিসেস ম্যাকলেনারের। 'ওর যখন কোথাও থাকবার জায়গা নেই, একটা ঠাঁই অবশ্যই ওকে করে দিতে হবে। বুঝলে তো ছেলে।'

'জমিতে এবার মাত্র সামান্য ভুট্টা ফলিয়েছি আমরা। পুঁজি ফেরত পাবার আশায় বেশিজমিতে গমের চাষ দিয়েছিলো বাবা। দুবেলা পেটপুরে খাবার মতন সংস্থান নেই আমাদের।' হতাশা ফুটে উঠলো জনের স্বরে।

মাথা ঝাঁকালেন মিসেস ম্যাকলেনার।

'চাই বিয়ে করুক কিংবা একা থাকুক নিজের রোজগারের টাকাতেই চলতে পারবে ম্যারি। তাছাড়া, বেশি খাবেও না ও। ওকে দেখে আমি আঁচ করতে পারছি তোমার সাথে বিয়ে হলে পর একদিন অন্তর একদিন বেশ খুশিমনেই ও উপোস দিয়ে কাটাতে পারবে। তোমার লজ্জা থাকা উচিত, জন উইভার। অতিভদ্র সাজার চেষ্টা করছো তুমি। ভদ্রতা দিয়ে কখনো কেউ সাধুসন্ন্যাসী হতে পারেনি। সরল-মনে ছোটোখাটো কিছু পাপের কাজ করেই বেশিরভাগ সাধুকে দেখা যায় তাদের নবজীবনের পাঠ নিতে। অভুক্ত থাকবার মতন অবস্থা তোমার হলে সবাই তোমরা একসাথে অভুক্ত থাকবে, বুঝলে? আরেকটা কথা। ম্যারিকে বিয়ের উপহার কিনে দিতে পারি এমন কোনো স্টোর এখানে নেই। সুতরাং বুদ্ধি খাটিয়ে এর একটা হিল্লা তোমাদের নিজেদেরই করতে হবে। আমি তোমায় একটা পাউন্ড দেবো, ম্যারি।'

জন এবং ম্যারি দুজনই তাকালো তাঁর দিকে। একটু পরে ম্যারির দিকে তাকিয়ে করুণভাবে হাসলো জন। কিন্তু ম্যারি হাসলো না মোটেও। শুধু জনের দিকে চোখ তুলে তাকালো ও। এক অলৌকিক স্বরের মতন তখনো সারাঘরে সঞ্চারিত হয়ে চলছিলো মিসেস ম্যাকলেনারের কণ্ঠের ধ্বনি এবং প্রতিধ্বনি। লানা অনেক আগেই তাঁকে বলেছিলো ওদের দুজনের গোটা উপাখ্যানটা। আর তখন থেকেই এ-ব্যাপারে একটা কিছু করবার কথা ভেবে রেখেছিলেন বিধবা।

'জন,' বললেন মিসেস ম্যাকলেনার, 'তুমি বোধকরি জানো না এমন একটা কথা বলবো আমি তোমায়। রেভারেন্ড স্যাম কার্কল্যান্ড এখন আছেন ফোর্ট হারকিমারে। একজন রেডইন্ডিয়ানকে দিয়ে তিনি খবর পাঠিয়েছেন আজ সন্ধ্যায় তিনি এদিকে আসবেন এখানে রাত কাটাতে। প্রতি শরতে ওনিডা রেডইন্ডিয়ান বসত থেকে ফেরার

www.pathagar.com

পথে এখানে যাত্রাবিরতি করেন যাজক কার্কল্যান্ড। আমি তোমাদের কথা তাঁকে খুলে বললে গির্জার আগাম বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই তিনি রাজি হবেন তোমাদের দুজনার বিয়েটা সম্পন্ন করতে। এখন তোমার মতামত শুনতে চাই আমি। তুমি কী রাজি আছো এখানে এবং এই মুহূর্তে বিয়ের কাজটা সেরে ফেলতে? বলো জন উইভার, কী তোমার ইচ্ছা?'

ম্যারির দিকে একপলক তাকালো জন। লজ্জায় আরক্তিম দেখাচ্ছিলো তার মুখ। পরমুহূর্তে মিসেস ম্যাকলেনারের দিকে তাকিয়ে ঢোক গিললো সে।

'হ্যাঁ, মাম।' সলজ্জ তার কণ্ঠস্বর।

'আর তুমি, ম্যারি? কী, রাজি তুমি এতে?'

'হ্যাঁ,' বললো ম্যারি। অনুচ্চ হলেও বেশ স্পষ্ট ছিলো ওর স্বর।

'প্রভু,' মনে মনে জপলেন মিসেস ম্যাকলেনার। 'দেখলে তো, এইমাত্র কী করলাম আমি। একদম কাঁচা ছেলেমেয়ে এরা দুজন। মেয়েটা তো স্রেফ একটা শিশু।' কিন্তু তাঁর দিকে তাকিয়ে, সারামুখে স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে হাসছিলো লানা।

আর বিড়বিড় করছিলো কৃষ্ণাঙ্গিনী ডেইজি ঃ

'প্রভুকে ধন্যবাদ! কেমন সুন্দর এবং মিষ্টি এরা দেখতে, না?'

নিজের সাথে একান্তে কথা বলতে লাগলেন বিধবা। ' কী আবেগপ্রবণ নারী জাতি! বিধাতাই জানেন এর হেতু। এমন হতে পারে একদিন ছেলেটা মারধর করবে মেয়েটাকে। কিংবা নাও করতে পারে। আর মেয়েটার জীবন হয়তো দুর্বিষহ হয়ে উঠবে শাশুড়ির অনাচারে। এবং দুজনই ওরা জীবনভর অভিশাপ দেবে আমায়।'

কিন্তু হঠাৎ তিনি নড়েচড়ে উঠলেন। এবং সবাই যখন তাঁর দিকে তাকলো তিনি বলে উঠলেন, 'দেখলে তো তোমরা? ম্যারির গায়ের কাঁপুনিটা আর নেই।'

বিশ্বাসই করতে পারা যাচ্ছিলো না অমন একটা কঠিন কাজ শেষ হবে এতো অল্প সময়ের মধ্যে। প্রথমেই এসে হাজির হলেন মাননীয় যাজক মিঃ কার্কল্যান্ড। জন এবং ম্যারি দুজনই মুগ্ধ হলো তাঁর সদয় ব্যবহারে। আবার তাঁকে দেখে ওরা কিছু বিস্ময়ও বোধ করলো। কারণ, ওরা জানতো কার্কল্যান্ডই স্বাধীনতাযুদ্ধে ওনিডা রেডইন্ডিয়ানদের রাখেন আমেরিকানদের পক্ষে। এবং তাঁর এই অসামান্য কৃতিত্বের জন্যে সবাই তাঁকে

www.pathagar.com

দেখতো সম্ভ্রমের চোখে। ছিপছিপে লম্বা মানুষটার দেহের গড়ন। মাথার কালো হ্যাটটা ছাড়া যে-কোনো সাধারণ লোকের মতোই দেখতে ছিলো তাঁর পোশাক। একটা মার্জিত এবং বিনয়নম্রভাব জড়ানো ছিলো তাঁর সমস্ত মুখমন্ডলে। কিন্তু চোখের দৃষ্টি ছিলো উদাস। যেনো এই জাগতিক দুনিয়ার কোনো কিছুই তাঁকে স্পর্শ করতে পারছিলো না। কিন্তু ম্যারির কানে এই মুহূর্তেও যেনো বেজে চলেছে বিয়ের অনুষ্ঠানের সময় উচ্চারিত তাঁর গম্ভীরকণ্ঠের অনুনাসিক স্বর। স্বামী এবং স্ত্রী হিসাবে ওদের বন্ধনের কথাটা গাম্ভীর্যের অপার এক মহিমা নিয়ে বার-বার তিনি আবৃত্তি করেছিলেন।

বাড়ি ফেরার সময় একইসংগে নিজেকে তুচ্ছ এবং গর্বিত মনে করছিলো ম্যারি। বেলা ডুবে গেলেও জনের সাথে পাশাপাশি হাঁটতে কেমন যেনো লজ্জাবোধ করছিলো ও। কিন্তু এখন আর মোটেও ঠান্ডার ছোঁয়াচ ছিলো না ওর শরীরে। বস্তিটার উপকণ্ঠে এসে পৌঁছুবার পর জনের হাতটা তুলে নিলো ও নিজের হাতে। পিঙ্গল চোখের হাল্কা দৃষ্টির মতন কুঁড়েঘরগুলির কাগজে মোড়া জানালার শার্সি গলিয়ে আসছিলো চর্বির চেরাগবাতির ক্ষীণআলো। ম্যারির কৃশ হাতদুটি জনের বাহুটাকে আঁকড়ে ধরে তাকে সাহায্য করলো স্বচ্ছন্দে ঘরমুখো পা বাড়াতে। এই ঘরটাতেই এখন জনের মার সাথে বাস করবে ওরা দুজন।

'জন,' ফিসফিসিয়ে বললো ম্যারি, 'তুমি কি অসুখী?'

'না,' বললো জন। কিন্তু ম্যারি জানতো বিচলিত হয়ে পড়েছে সে।

'তুমি আমার কাছ থেকে সবসময় সবকিছুই পাবে যা তুমি চাও, জন। জীবনে যে-কোনো দুর্যোগই আসুক আমি থাকবো তোমার পাশে। এবং চিরকাল ভালোবাসবো তোমায়।'

কোনো কথা না-বলে ম্যারির হাতে চাপ দিয়ে ওকে নিজের কাছে আরো ঘনিয়ে নিয়ে এলো সে। ঘরের প্রথম জানালার তলা দিয়ে যাওয়ার সময় গভীর দৃষ্টিতে ম্যারির মুখের পানে তাকোলো জন। দেখলো সেই মুখে আছে সাহস, ধৈর্য এবং মমতা। এই ছোট্ট মেয়েটি এখন পুরোপুরি তার, কথাটা ভাবতে গিয়ে বিচলিত হয়ে পড়লো সে।

ভয়ে, উত্তেজনায় এবং আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ায় রাতের খাবারের সময় পর্যন্ত মিসেস ম্যাকলেনারের ওখানে অপেক্ষা করতে রাজি হয়নি দুজনের কেউই। সুতরাং, ঘরমুখো যাত্রার আগে নৈশভোজে ওদের আপ্যায়িত করলেন মিসেস ম্যাকলেনার। খাবারটা ছিলো খুবই উপাদেয়। শুয়োরের পাঁজরের মাংসের সাথে ছিলো কিছু গরম

www.pathagar.com

চকোলেট, জেলি–লাগানো সেঁকা রুটি এবং আপেলের সস্। এতোকিছু খাওয়ার পর ক্ষুধাটা চাঙ্গা হওয়ার আর কোনো অবকাশ ছিলো না। জনের এখন কেবল দরকার ছিলো ম্যারি এবং তার একত্রে শোবার জন্যে একটা জায়গা খুঁজে–পেতে নেয়া। কোবাসের বিছানাটা দখল করবে বলে ভাবলো সে। চুল্লির কাছ থেকে দূরে হলেও জায়গা ছিলো ঘরের কোণের দিকে এবং অনেকটা নিরিবিলি। দুটি হরিণচামড়া ছাড়া সম্বল বলতে ওদের আর কিছুই ছিলো না। বিছানার সামনে পর্দা হিসেবে এবং দরকার হলে বেড–কভার হিসেবেও ব্যবহার করা যাবে চামড়া দুটি। এতোক্ষণ একটানা মনের ভেতরে ভয়ের কাঁটার খোঁচা খাচ্ছিলো জন। হঠাৎ একঝটকায় তার মনোবলটা বাড়লো এবং সে বুঝলো ম্যারি এটা আঁচ করতে পেরেছে। এদিকে ঘরের সিঁড়ির কাছে আসতেই ম্যারি খুইয়ে বসলো মনের সমস্ত সাহস এবং একইসংগে জনকেও ভয় করতে শুরু করলো। জন যখন ঘরের দরোজা খুললো প্রদীপের নরোম আলোটা এসে পড়লো ম্যারির মুখে। ও তাকালো জনের দিকে। মুহূর্তে রক্তের দাপাদাপিতে লাল হয়ে উঠলো ওর দুই গাল।

ঘরের ভেতরে ঢুকলো জন ঃ 'হ্যালো, মা।'

এমা উইভার বললো ঃ 'রাতের খাবারের কিছু বাঁচিয়ে তোমার জন্যে রেখে দিয়েছি।'

'আমি খেয়ে এসেছি,' বললো জন। দরোজাটা বন্ধ করেই জোরে একটা ঢোক গিললো সে।

'মা, ম্যারিকে আমি বাড়ি নিয়ে এসেছি।'

মাথা তুলে তাকালো এমা। তার স্নেহসিক্ত মুখটিতে হঠাৎ একসংগে ফুটে উঠলো ক্রোধ, সংশয়, সংস্কার এবং শংকা।

'জন,' নরোম এমার স্বর। 'কী বলতে চাইছো তুমি?'

ঘাবড়ে গিয়ে মাথা নাড়লো জন।

'ম্যারি এখানে থাকবে, মা। আজ সন্ধ্যায় বিয়ে করেছি আমরা। মিসেস ম্যাকলেনারের বাড়িতে রেভারেন্ড কার্কল্যান্ড আমাদের বিয়ের অনুষ্ঠানটা পরিচালনা করেছেন।'

বরফ–জুতার জন্যে অ্যাশ গাছের একটা ডাল ছুরি দিয়ে চাঁচছিলো কোবাস্। কথাটা শুনে হঠাৎ চোখকান খাড়া করলো ছেলেটা এবং ম্যারির মুখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে শংকিত চোখে তাকালো মায়ের দিকে।

www.pathagar.com

এমা বললো : 'তোমরা চাও তোমার ভাই এবং আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাই?'

'না, মা। তুমি জানো, আমরা কখনো তা চাইতে পারি না।'

এমা বললো : 'শুনেছি, ম্যারিকে স্কিনেক্টাডিতে নিতে রাজি হননি ক্যাপ্টেন ডেমুথ। আমি জানতাম না তুমি এরকম একটা কিছু করবে।' হঠাৎ এমার দুই চোখের উদ্‌গত অশ্রু বড়ো বড়ো ফোঁটায় নিচে গড়িয়ে পড়তে শুরু করলো তার ভাঁজপড়া মুখ বেয়ে।

হতচকিত হয়ে পড়লো ম্যারি।

'এরকম করবেন না, মিসেস উইভার। কাঁদবেন না, দয়া করে। আমি এবং জন দুজনেই আপনাকে সাহায্য করতে চাই। আপনি সুযোগ দিলে আমরা তা করতে পারি।'

সামনের দিকে এগিয়ে গেলো মেয়েটা এবং এমার কাছে গিয়ে মাথা নুইয়ে দাঁড়ালো। হঠাৎ ওকে এবং দুই ছেলেকে একসংগে অবাক করে দিয়ে ভেজামুখটা ওপরে তুললো মহিলা।

'আমি খুব ক্লান্ত,' বললো এমা। 'তোমরা জানো না জর্জকে ওরা ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে কেমন ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি।' সশব্দ কান্না প্রচণ্ডবেগে ঠেলে উঠছিলো তার বুকের ভেতর থেকে। মুখ লুকালো এমা এবং ম্যারির হাঁটুতে পিঠ ঠেকিয়ে বসলো যখন তাকে স্পর্শ করলো ও। দৃশ্যটা দেখে চিৎকার দিয়ে কাঁদতে ইচ্ছা করছিলো জনের। এর আগে কখনো সে তার মাকে এরকম ভেঙ্গে পড়তে দ্যাখেনি।

আগুনের সামনে মেঝের ওপর একটা বিছানা পেতে এমাকে শুইয়ে দিলো সবাই মিলে। সেখানে পড়ে থেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো সে। কোবাসকে ঘুমিয়ে পড়বার হুকুম দিয়ে জন আলমারিটা সরালো ম্যারিকে সাথে নিয়ে। দুজনের শোবার জায়গা করবার পর ঝুলিয়ে দিলো হরিণের চামড়া দুটি। ফুঁ দিয়ে বাতিটা নিভিয়ে সে এবং ম্যারি হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকলো কম্বলের তলায়। কাঠের বেড়ার পাঁচিলগলানো আগুনের শিখার ক্ষীণ আলোটা দেখতে পাচ্ছিলো দুজনই। নিঃশব্দে ঘরের কোনাটায় পুড়ে চলছিলো আগুন।

ঘরের আরেকপাশে জনের পুরনো বিছানায় একটা খরগোশের মতন নিস্পন্দ হয়ে দমবন্ধ করে রেখে পড়ে থাকলো কোবাস। কোনো শব্দ না-করলেও কান খাড়া করে রেখেছিলো সে। আস্তে আস্তে ফুঁপিয়ে চলছিলো এমা। আগুনটা কয়লার তলায় ডুবে গেলে

www.pathagar.com

আধাশুকনো হরিণচামড়া থেকে বাতাসে লতিয়ে উঠতে থাকলো আঁশটে গন্ধের একটা ঝাঁঝ।—

শ্যাবলি বসতের পুরনো দুর্গের ভূগর্ভস্থ কারাগারের একটা সেলে বসে এইসময় জর্জ উইভার ভাবছিলো জার্মান তল্লাটের কথা। রেডইন্ডিয়ানদের হাতে ধরা পড়বার আগে এলাকার লোকজনের মুখে একটা আতংকের ছাপ দেখে এসেছিলো জর্জ। যে-কোনো মুহূর্তে হামলা হতে পারে বলে আশংকা করছিলো প্রতিটি মানুষ। সেই আসন্ন দুর্যোগের কবল থেকে তারা আদৌ উদ্ধার পেয়েছে কিনা আর যদি পেয়েই থাকে তাহলে গ্রীষ্ম থেকে শরত পর্যন্ত দিনগুলি কেমন করে তাদের কাটলো-এই চিন্তাটা ঘুরপাক খাচ্ছিলো তার মনে। আসলে কিছুই সে বুঝতে পারছিলো না। কারণ, কোনো খবর জানবার উপায় ছিলো না তার।

ছোটো সেলটার চার দেয়ালের ভেতর চালান করা হয়েছিলো আরো ন'জন বন্দীকে। সেলে কোনো জানালা না-থাকায় বন্দীরা কেউ কারো মুখ দেখারও সুযোগ পাচ্ছিলো না। বন্দীদের খাবার দিতে যখন বাতি হাতে নিয়ে অন্ধকার দরোজার সামনে কিছুক্ষণের জন্যে এসে দাঁড়াতো কারাধ্যক্ষ, শুধু সেই ফাঁকে বাতির ক্ষীণ আলোতে তারা পরস্পরের আবছা চেহারাটা একটু আধটু আঁচ করে নিতে পারতো। সেলে ঢুকবার পর থেকে কাউকেই হাতপায়ের বেড়ি খুলবার অনুমতি দেয়া হয়নি। পাথরের দেয়ালে লাগানো মোটা কড়ার সাথে আবদ্ধ ছিলো বন্দীদের শরীরে বাঁধা লোহার শেকলগুলি।

রেডইন্ডিয়ানদের হাতে আটক হওয়ার মাস দুয়েক পর এই কারাগারে নিয়ে আসা হলো উইভারকে। এর আগে একটানা তিনসপ্তাহ ধরে দুর্গম পাহাড়জংগলের মধ্যদিয়ে টানাহেঁচড়া করে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো একটা সেনেকা পল্লীতে। সেখানে তাকে রেডইণ্ডিয়ান লাঠিয়ালদের দুই সারির মাঝখান দিয়ে দৌড়াতে বাধ্য করা হলো। এটা ছিলো একটা শাস্তিমূলক একক দৌড় প্রতিযোগিতা। সাধারণত অপরাধীদেরই এই প্রতিযোগিতায় নামাতো রেডইন্ডিয়ানরা। দৌড়াবার সময় প্রতিযোগীর পা এদিক-ওদিক হড়কে গেলে কিংবা প্রতিযোগী পায়ের টাল সামলাতে না-পারলে তাকে বেদম প্রহার করতে থাকতো দুইপাশে সার দিয়ে দাঁড়ানো লাঠিয়ালের দল। 'গন্টলেট' নামের এই শাস্তিটা রেডইন্ডিয়ানদের কাছে অগ্নিপরীক্ষা হিসেবে পরিচিত। অসাধারণ ধৈর্যের বলে এর থেকে শেষপর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার পেয়েছিলো জর্জ। কারণ, খুব সাবধানে পা

www.pathagar.com

গুটিয়ে রেখে দৌড়াতে থাকায় তার পায়ে আঘাত দেয়ার কোনো সুযোগই পায়নি লাঠিয়ালরা। জর্জের এ-কৃতিত্বে অভিভূত হয়ে পড়ে তার আটককারী রেডইন্ডিয়ান লোকটি। ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ইংরেজিতে লোকটা জর্জকে বলেছিলো জীবনে নাকি সে আর কাউকে এরকম গুটিগুটি পা ফেলে এই দৌড়ের প্রতিযোগিতায় টিকে থেকে বেঁচে যেতে দেখেনি।

রেডইন্ডিয়ান পল্লীতে দুইসপ্তাহ আটক থাকবার পর জর্জকে নিয়ে যাওয়া হলো নায়াগ্রাতে। সেখানে প্রচলিত আটডলার মূল্যে তাকে বেচে দেয়া হলো একজন ভূঁড়িওয়ালা বৃটিশ মেজরের কাছে। নায়াগ্রার দুর্গে আটদিন রাখবার পর আরো জন কয়েক বন্দীর সাথে একটা ছোটো নৌকায় করে তাকে পাঠানো হলো মন্ট্রিঅলে। বন্দীদের সবাই আশা করেছিলো তাদের মন্ট্রিঅলেই রাখা হবে। অবশ্য বেশিরভাগকেই সেখানে রাখা হলো। কিন্তু জর্জকে অন্য দুজনের সাথে চালান করে দেয়া হলো শ্যাবলিতে। এদের দুজনকে পাকড়াও করা হয়েছিলো আলবানির পশ্চিমে কোব-লিস্কিলের কাছ থেকে।

শ্যাবলির প্রাচীন দুর্গটার বিশাল চৌকোনা পাঁচিলগুলি দেখবার পর জর্জ ভাবলো জীবনেও বোধকরি এখান থেকে বেরুনো যাবে না। কিন্তু ভুক্তভোগী হওয়ার আগে পর্যন্ত তার কোনো ধারণাই ছিলো না বন্দীদের সাথে অমন জঘন্য আচরণ করতে পারে মানুষ। সেলটা ছিলো স্রেফ একটা অন্ধকূপ বিশেষ। বন্দীদের কেউ একজন দাঁড়ালেই কেবল বসতে পারতো জর্জ। পাঁচিলটার সমান্তরাল বরাবর কোনোরকমে চাপাচাপি করে একটু জায়গা করে নিতে পারলেই শোয়া যেতো শরীর গুটিয়ে। মোট দশজন বন্দী ছিলো এই ক্ষুদে সেলটায়। মলমূত্র ত্যাগ করবার জন্যেও এদের বেশিক্ষণ বাইরে থাকবার অনুমতি দেয়া হতো না। এই অবস্থাটা ছিলো সবথেকে করুণ এবং দুঃসহ। অবিশ্বাস্য রকমের দুর্গন্ধে ভরা ছিলো এই অন্ধকূপ। বন্দীদের দুএকজন মাঝেমধ্যে প্রলাপ বকতো। কিন্তু বাদবাকি সবাই সারাক্ষণই থাকতো চুপচাপ। সেলের দুর্গন্ধটাকে কোনোমতে গাসহা করে নিতে পেরেছিলো জর্জ। কারণ, এটা আস্তে আস্তে তার এই কারাজীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

কিন্তু এতো কিছুতে অভ্যস্ত হওয়ার পরও হঠাৎ একটা বিষয় পীড়িত করে তুললো জর্জকে। তার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মালো চারদিন ধরে মরে পড়ে আছে দরোজার পেছন দিকের কোনার জায়গার বন্দীটা। এই চারদিন খাবারে হাত ছোঁয়ায়নি লোকটা, কোনো কথা

www.pathagar.com

বলেনি, হাতপায়ের শেকল ধরেও নাড়াচাড়া করেনি। এই গুপচি জায়গায় কখনো পৌছেনি কারাধ্যক্ষের বাতির আলো। শুধু মাঝেমধ্যে লোকটার পড়েথাকা খাদ্য উঠিয়ে নিতে আসতে দেখা যেতো কারাধ্যক্ষকে। কাঠের যে তক্তাখানাকে থালা হিসেবে ব্যবহার করতো লোকটা তার ওপর এখন পড়ে থাকতে দেখা গেলো অব্যবহার্য খাদ্যের বেশ বড়োসড়ো একটা গাদা।

ব্যাপারটা নিয়ে মাথাঘামানো থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবার জন্যে জর্জ চেষ্টা করলো তার পরিবার পরিজনের কথা ভাবতে। আজকের রাতটা তার কাছে একটু স্বস্তিকর বলে মনে হলো। কারণ, বাইরে বরফ পড়বার কথা তাকে কিছুক্ষণ আগে জানিয়েছিলো কারাধ্যক্ষ। জর্জ ভাবলো, একখানা চিঠি লিখে যদি জানানো যেতো সে মরেনি তাহলে কী খুশিই না হতো তার স্ত্রী এবং ছেলেরা।

১৫
চেরিভ্যালির পাশে

জর্জ উইভারকে বরফ পড়বার কথা বলেছিলো শ্যাবলি কারাগারের অধ্যক্ষ। সেই বরফটাই শিলাবৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ছিলো রিশলু নদীর উপত্যকায়, চেরিভ্যালির দক্ষিণ এবং পশ্চিমের অরণ্যে। বীভার ড্যাম সড়ক ধরে দশমাইল এগিয়ে গিয়েছিলো বারোজন টহলদার রেঞ্জারের একটি দল এবং তাদের একজন সার্জেন্ট। এরকম একটা দুর্যোগের রাতে শত্রুর গতিবিধির ওপর নজর রাখার জন্যে ঢুঁড়ে ফেরার কোনো মানে নেই বলে তারা ভাবলো। ঠান্ডায় এরমধ্যেই কাহিল হয়ে পড়তে শুরু করেছিলো সার্জেন্ট। এমনিতেই জংগলে চলাফেরা করাটা ছিলো তার ধাতের বাইরে। শিলাবৃষ্টি শুরু হওয়ার পর অন্ধকারটা গাঢ় হয়ে উঠতেই সামনের কোনো শুকনা জায়গায় কিংবা কম স্যাঁতস্যাঁতে একটা জায়গা বেছে নিয়ে দলটাকে সেখানে থামবার হুকুম দিলো সে। একইসংগে বললো, তারা যেনো কাঠের গাদা বানিয়ে বড়োরকমের একটা আগুনের আয়োজন করে।

সড়কের পাশে এভাবে আগুন জ্বালানো উচিত হবে না বলে আপত্তি তুলেছিলো একজনমাত্র লোক। তার কথা শুনে হাসাহাসি করলো দলের অন্যসবাই। কেউ কেউ

www.pathagar.com

বকাবকি করলো। ঠান্ডায় যারা কুঁকড়ে উঠতে শুরু করেছিলো তারাই বেশি চটে গেলো। এরমধ্যেই স্প্রুস গাছের শুকনো ডালাপালা ভাংতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো তারা। যে লোকটা আগুন জ্বালানোর বিপক্ষে ছিলো সার্জেন্ট তার কাছে এসে দাঁড়ালো এবং তার ধারণা যে অমূলক তা যুক্তি দিয়ে খন্ডনের লোভ সংবরণ করতে পারলো না। শুরুতেই চেরিভ্যালি আক্রমণের গুজবটার কথা তুললো সার্জেন্ট। সারাশরত ধরেই হাওয়া পেলো গুজবটা। কিন্তু কই আক্রমণ তো হলো না?

এরপর কর্নেল ইকাবড এন্ডেনের প্রসংগ তুললো সার্জেন্ট। এন্ডেন এই দুর্গম জংগলের দেশে তাদের পাঠালেন সন্ত্রাসীদের গতিবিধির ওপর নজর রাখবার জন্যে। কিন্তু তাঁরও তো একটা কিছু করা উচিত ছিলো। নাকি ছিলো না? দেখা যাচ্ছে লোকটার কোনো মাথাব্যথাই নেই এ-ব্যাপারে। দুর্গ থেকে চারশ গজ দূরে ওয়েলস হাউসে এখন আরামে ঘুমাচ্ছেন তিনি। কথাটা কী মিথ্যা? এন্ডেনের মতন একইহাল কর্নেল স্ট্যাসিয়া এবং মেজর হুইটিংয়ের। শুয়ে শুয়ে এই অফিসাররা ভাবছেন শত্রুর হামলার কথা।

লোকটার কাছে সার্জেন্ট জানতে চাইলো তার দৃষ্টিতে এটা কোন্ ধরনের ভাবনা? কিংবা দায়িত্ববোধ? জবাবে লোকটা বললো, মিঃ ওয়েলস আপত্তি না করলে যতোদিন খুশি কন্টিনেন্টাল সেনাবাহিনীর গোটা জেনারেল অফিসার স্টাফ ঘুমিয়ে কাটাতে পারে বাড়িটায়। এতে কারো মনে করবার কিছু নেই। তাছাড়া ফৌজি অফিসাররা এমনসব বাড়িতে ঘুমায় যেখানে থাকে সুন্দরী মেয়েরা। এটাই তো সবসময় আমরা দেখে আসছি নাকি? সার্জেন্ট বললো, বেশ তো কর্নেল আইক যদি পালকের বিছানায় ঘুমাতে পারে তাহলে কেন এই লোকগুলি এমন একটা দুর্যোগের রাতে শীতে কষ্ট পাবে? কেন তারা আগুন জ্বালাবে না? সারা জীবনভর বনেবাঁদাড়ে আমরা হামাগুড়ি দিয়ে চলবো এটা মেনে নিতে পারি না আমি। আগুনের আঁচে শীতের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে যদি নরকে যেতে হয় তাও ভালো। কথাগুলি বলবার পরই জোরে একটা হাঁচি দিলো সে।

মিনিট দশেকের মধ্যেই শুকনো ডালপালার গাদায় দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো প্রকান্ড আগুন। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিতে ভেজা গাছগাছালির ভেতর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে থাকলো জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ। চারপাশে জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আগুন পোহাতে লাগলো শীতার্ত লোকগুলি। শিখার লালচে আভার ঝলক তাদের সবার মুখে। কাছেই একটা

www.pathagar.com

হেমলক গাছের তলায় রাইফেল স্তূপাকার করে রাখা হয়েছিলো। নিজেদের করুণ অবস্থার জন্যে দুঃখবোধ হচ্ছিলো সবারই।

শত্রুপক্ষের অগ্রবর্তী টহলদার দলের নায়ক ক্যাপ্টেন অ্যাডাম ক্রাইসলারের রেডইন্ডিয়ান বাহিনীটা প্রায় চোখের পলকে এসে ঘিরে ফেললো লোকগুলিকে। মাত্র দুইবার হাঁক ছেড়ে সামনে পা বাড়ালো রেডইন্ডিয়ানরা এবং প্রথমেই রাইফেলগুলি কব্জা করে নিলো। কন্টিনেন্টাল সেনাবাহিনীর ঘেরাওহওয়া ম্যাসাচুসেট্স রেঞ্জার দলটা আগুনের পাশ থেকে সরে যাওয়ার অবকাশ পেলো না। তারা হানাদারদের দেখে বিস্ময়ে হাঁ-হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। তাদের অনেকে প্রথমবারের মতো দেখলো সেনেকা জাতের এই রেডইন্ডিয়ানদের। মুখে রংমাখা ছিলো এদের সবারই এবং সবক'টি লোকের খালি মাথা থেকে ঝরে পড়ছিলো বরফগলা পানি এবং কাঁধের পাশে জ্বলছিলো ভেজা কম্বল। মোটা আর গাট্টাগোট্টা দেখতে এই কদাকার লোকগুলির গায়ে ছিলো হরিণচামড়ার শার্ট। সবচেয়ে বিশ্রী ব্যাপার হলো, এরা ম্যাসাচুসেটস টহলরক্ষী দলটাকে পাকড়াও করে খেদিয়ে নিয়ে গিয়ে তাদের জ্বালানো আগুনের জায়গাটায় এসে দাঁড়ালো এবং গরম করতে লাগলো নিজেদের শরীর।

বৃটিশ সেনাবাহিনীর একটা দলও যে এদের পেছনে ছিলো এটা জানতো না বন্দী আমেরিকানরা। রেডইন্ডিয়ান হানাদার দলটার হুংকারের জবাবে অনেক দূর থেকে আরেকটা হাঁক আসবার পরই আঁচ করতে পারলো তারা ব্যাপারটা। এরপর অনেকক্ষণ আগুনের শুকনো ডালের পটপট শব্দ, রেডইন্ডিয়ানদের গুঞ্জন এবং গাছের ডালপাতা থেকে ফোঁটাফোঁটা পানির ঝরঝর শব্দ ছাড়া আর কোনো হাঁকডাক শোনা গেলো না। এই নিস্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ দেখতে পেলো তারা অনেক রেডইন্ডিয়ানকে জংগলের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে। ম্যাসাচুসেটস রক্ষীরা কল্পনাও করতে পারেনি এতো রেডইন্ডিয়ান ছিলো জংগলটায়। শ-পাঁচেক হবে তারা সংখ্যায়। চারপাশে জড়ো হওয়ার পর কাঠের নতুন নতুন গাদা বানিয়ে আগুন ধরাতে শুরু করলো তারা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দাবানলের মতন জ্বলে উঠতে দেখা গেলো এই ক্ষুধে পার্বত্য উপত্যকাটাকে। একদল সৈন্য বুটজুতায় মচমচ ধ্বনি তুলে মার্চ করতে করতে এসে ঢুকলো আগুনের জায়গাটায়।

সৈন্যদের সামনে ছিলো রেডন্ডিয়ানদের মতো তামাটে রংয়ের একটা ছিপছিপে লম্বাকৃতির লোক। তার মাথার সরুচুলের গোছাগুলি খড়ের আঁটির মতন দুলছিলো

ঘাড়ের পেছনে। লোকটাকে ক্লান্ত এবং শীতে জড়োসড়ো দেখাচ্ছিলো। তাকে অনুসরণ করে এসে পৌঁছলো সবুজকোট এবং কালো চামড়ার টুপিওয়ালা দেড়শ লোকের একটি বাহিনী। এদের পেছনে মার্চ করে আসছিলো নিয়মিত বৃটিশ সেনাদলের লাল ইউনিফরমের পঞ্চাশজন সৈন্য। এই নিয়মিত সৈন্যদের কেউ কেউ মার্চ করবার সময় পায়ের তাল ঠুকছিলো। নিস্তব্ধ বনভূমিটা যেনো হঠাৎ ভোজবাজির মতন মুখর হয়ে উঠলো অসংখ্য মানুষের পদচারণায়।

ব্যাপারটাকে প্রায় একটা বিস্ময়ের মতনই মনে হলো। শিমাং নদীর তীরে দাঁড়িয়ে একাদশ পেনসিলভানিয়া রেজিমেন্টের গতিবিধির ওপর নজর রাখছিলো বৃটিশ সীমান্ত রক্ষী রেঞ্জাররা। ওয়াইওমিং গ্যারিসন ঘাঁটির দিকে ফিরবার আগে আমেরিকান কন্টিনেন্টাল সৈন্যরা প্রায় টিওগার ভেতরে ঢুকে পড়লো। এই সময় হঠাৎ চেরিভ্যালি অভিযানের খেয়াল চাপলো স্থূলবুদ্ধি উচ্চাকাংক্ষী তরুণ ওয়াল্টার বাটলারের মাথায়।

চেরিভ্যালি ছিলো আমেরিকান কন্টিনেন্টাল সেনাবাহিনীর একটা বড়ো ঘাঁটি এবং সীমান্তবর্তী দুর্গ। বৃটিশ ঘাঁটি উনাডিলার জন্যে এটি ছিলো একটা বড়োরকমের হুমকি। কানাডীয় সামরিক কমান্ড চেরিভ্যালি দখলে আনবার জন্যে অনেক ক'টি ব্যর্থ পরিকল্পনায় তা দিয়েছিলো সারাবছর ধরে। শেষে বছরের মাথায় এসে অভিযানের জন্যে পা বাড়ালো ওয়াল্টার বাটলার। তার বাহিনীতে ছিলো মাত্র দুশ লোক। আবার এদের রসদও ছিলো কম। অভিযানের ব্যাপারটা ওয়াল্টার ছেড়ে দিলো সৈন্যদের হাতে। তারা এতে সায় দিয়ে পরের দিনই রওয়ানা হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলো।

অক্টোবরের শেষদিকে শুরু হলো তাদের অভিযান। দিনগুলি ছিলো ঠান্ডা এবং বর্ষণসিক্ত। শিমাং নদীর তীর ধরে এগিয়ে চললো তারা। এরপর সাসকুহানার দিকে মোড় নিতেই ব্রান্টের সাথে দেখা হলো তাদের। ব্রান্ট তার দলবল নিয়ে ফিরছিলো কানাডায়।

জন উল্‌ফ ছিলো বাটলারের সেনাদলে। সাসকুহানার তীরে বাটলার এবং ব্রান্টের সাক্ষাতের দৃশ্যটা কখনো ভুলতে পারবে না সে। ভাসমান পচা লতাপাতায় এবং গড়ানো কাঠে ভরা ছিলো নদী। ব্রান্টের সাথে ছিলো তার পাঁচশ রেডইন্ডিয়ান অনুচর। আর বাটলারের সাথে দুশ সৈন্য। বৃটিশ সেনাপতি হ্যাল্ডিমান্ডের একটি হুকুমনামা বাটলারকে দেখালো ব্রান্ট। চেরিভ্যালির বিরুদ্ধে যে কোনো অভিযানের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব

www.pathagar.com

এতে দেয়া হয়েছিলো ব্রান্টকে। এছাড়া অভিযানকালে তাকে সবরকম সাহায্য দিতে বলা হলো সব বৃটিশ ফৌজি অফিসারকে। সিনিয়র ক্যাপ্টেন হিসেবে অভিযানের নেতৃত্ব দাবি করলো ব্রান্ট। রুক্ষকণ্ঠে বাটলার প্রত্যাখ্যান করলো ব্রান্টের দাবি। দীর্ঘ তর্কবিতর্কের পর বিক্ষুব্ধ ব্রান্ট তার রেডইন্ডিয়ান বাহিনী নিয়ে নিঃশব্দে উত্তর-পুবদিকে রওয়ানা হয়ে গেলো শ্বেতাংগ সেনাদলের আগে। গোটা বাহিনীটা এগিয়ে চললো তাদের দীর্ঘ অভিযানে।

দেড়শ মাইলের এই অভিযানে তাদের পথে পড়লো সাসকুহানা থেকে ওসিগো পর্যন্ত অনেক জলাভূমি, পাহাড় এবং নদী। এরপর সমতলের মধ্যদিয়ে উঠলো তারা সড়কে। পথে খুব কম কথাবার্তাই বললো রেঞ্জাররা। পানি এবং ধুলায়কাদায় একাকার হলেও কোথাও থামলো না সেনাদলটি। কারণ, তারা সবসময় তাদের সামনে বাটলারকে দেখছিলো অদম্য মনোবল নিয়ে এগিয়ে যেতে।

রেডইন্ডিয়ানরা ছিলো ব্রান্টের মতোই রুক্ষ এবং আন্তরিকতাশূন্য। তারা জানতো না কেন অভিযানে এসেছে তারা। তাছাড়া, বৃষ্টিতে চলতেও তারা অভ্যস্ত ছিলো না। সেনেকাদের অনেকেই গোটা গ্রীষ্মকালটাই কাটিয়েছে বাইরে। সুতরাং তারা বাড়ি ফিরতে চাইছিলো। এদিকে রেডইন্ডিয়ান গুপ্তচরদের সবাই একবাক্যে বলেছে চেরিভ্যালি দখল করা একটা অসম্ভব ব্যাপার। কেননা, সেখানকার গ্যারিসনেই শুধু মোতায়েন রয়েছে আড়াইশ সৈন্য। তাছাড়া, স্কোহারিতে আছে তিনশ এবং জন্সটাউনে আছে আরো প্রায় পাঁচশ। এ-অবস্থায় নদীর উজানের দিকের অরক্ষিত উপত্যকাটায় হামলা এবং লুটপাট চালানোই সুবিধাজনক হবে বলে মনে করলো তারা।

কিন্তু বাটলারের মন পড়েছিলো চেরিভ্যালির দিকে। গোটা শীতকালটা কারাগারে কাটিয়ে অভিযানের জন্যে সে প্রায়পাগল হয়ে উঠেছিলো। রেডইন্ডিয়ানদের সে অনেকটা মেষপালের মতোই সামনের দিকে খেদিয়ে নিয়ে চললো। এমনকি, ব্রান্টের মতন দুর্দমনীয় লোকও এব্যাপারে সাহস পেলো না কোনো তর্ক তুলতে।

বৃটিশ রেঞ্জার কোম্পানির শেষদলটির সাথে মার্চ করে চলছিলো জন উল্‌ফ। আশে-পাশে এতো রেডইণ্ডিয়ান দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলো সে। উল্‌ফ এবং তার কোম্পানির আরো কয়েকজন মনে করলো রেডইন্ডিয়ানরা হয়তো তেড়ে আসতে পারে তাদের দিকে। মাথার খুলির চামড়ার ব্যাপারটা বেশি ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলো তাদের মনে। যেকোনো মাথার খুলির চামড়া পেলেই শ্বেতাংগরা খুশি হয়ে তক্ষুণি দাম তুলে দিতো

www.pathagar.com

রেডইন্ডিয়ানদের হাতে। এর জন্যে ডলার সামনে নিয়ে বসে থাকতে দেখা যেতো শ্বেতাংগ ব্যবসাদারদের। সুতরাং, ডলারের লোভে জংলিরা সবসময় তাকে তাকে থাকতো কখন কেমন করে বাগানো যায় খুলির চামড়া। একবার চামড়াটা কেটে নিতে পারলে বোঝার উপায় থাকতো না কার মাথা থেকে ওটা তুলে আনা হয়েছে। এ নিয়ে অনেক গুজবও ছিলো। লোকে বলাবলি করতো সেন্ট লেগারের পর্যুদস্ত সেনাদলের কয়েকজনকে পথে বাগে পেয়ে তাদের সবার মাথার চামড়া কেটে নিয়ে গিয়েছিলো রেডইন্ডিয়ান জংলিরা। অষ্টম কিংস রেজিমেন্টের বেলায়ও নাকি এরকম ঘটেছে। রেজিমেন্টের একাধিক সদস্যের কেটে–নেয়া মাথার খুলির চাম কিনে নিয়েছিলো নায়াগ্রার চামড়া ব্যবসায়ী বোল্টন। আর প্রতিটি খুলির চামড়ার জন্যে নগদ আটডলার করে দেয় সে রেডইন্ডিয়ানদের। এসব কথা চিন্তা করে ভয়ে চুপসে যায় জন উল্ফ।

খাদ্যের দুর্ঘট থাকায় গোটা অভিযানটাকে মনে হচ্ছিলো একটা দুঃস্বপ্নের মতো। যুদ্ধের ডামাডোলে হরিণের পাল তাদের আস্তানা ছেড়ে চলে গিয়েছিলো দূরের জংগলে। নেকড়েরাও শুরু করলো পালাতে। রাতে উনাডিলার ওপরকার পাহাড়ে শোনা যেতো নেকড়ের ডাক।

নবেম্বরের আট, নয় এবং দশতারিখ পর্যন্ত অভিযানকারী বৃটিশ বাহিনীটা এগিয়ে চললো ট্রাইয়নভূমির অরণ্যের মধ্য দিয়ে। দশতারিখ রাতে তারা ঘেরাও করলো সার্জেন্টসহ কন্টিনেন্টাল সেনাবাহিনীর বারোজন টহলদার সীমান্তরক্ষীকে। এদের কাছ থেকে তারা জানতে পারলো আমেরিকান সেনাঅফিসাররা আছে ওয়েলস হাউসে। ভয়ংকর চেহারার এতোগুলি সেনেকাকে বৃষ্টির মধ্যে চারপাশে ভিড় করতে দেখে মুখ না–খুলে পারছিলো না টহলরক্ষীরা। ভয়ে বাটলারের কাছঘেঁষে দাঁড়িয়ে তারা উত্তর দিচ্ছিলো হানাদার দলের প্রশ্নের।

সামনে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ শুনতে পেলো জন উল্ফ। এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে একটা স্বপ্নের মতন মনে হচ্ছিলো তার ব্যাপারটাকে। দুশ্চিন্তার বোঝাটাকে দূরে সরিয়ে রেখে সে কাঁধে তুলে নিলো বন্দুক এবং বৃষ্টির মধ্যদিয়ে চলতে শুরু করলো কোনোমতে পা টেনে নিয়ে। একমাইল যাওয়ার পর কিছুক্ষণের জন্যে বৃষ্টি থামতে দেখলো সে। অন্ধকারটা হঠাৎ হাল্কা হয়ে উঠলে তারা নতুন একটা পথে পা বাড়ালো। এ পথটা ছিলো বেশি ঠান্ডা এবং কাদাটে। 'বরফের মতন জমে যাচ্ছি' বলে উঠলো উল্ফের পাশের লোকটা। 'প্রার্থনা করছি প্রভু যেনো জুতাজোড়াকে ধরে রাখেন আমার

পায়ের সাথে।' একটু পরেই তুষারের একটা ঝাপ্টা এলো উত্তর থেকে এবং সংগে সংগে আরো একটা। গাছপালার নিচর মাটি সাদা ধবধবে হয়ে উঠলো দেখতে দেখতে।

রাত বারোটার দিকে রাস্তা থেকে নেমে একটা জলাভূমিতে প্রবেশ করলো সেনা–দলটা। জলার ধারের গাছপালার ফাঁক দিয়ে তারা দেখলো তুষারশুভ্র একসার পাহাড় উঠে গেছে আকাশের দিকে। 'আজ রাতে কেউ আগুন জ্বালাতে পারবে না, নির্দেশটা শুনিয়ে দেয়া হলো লাইনের সবাইকে। পরস্পরের শরীরের জামাকাপড় থেকে উষ্ণতা নেয়ার জন্যে লাগালাগি হয়ে চলতে লাগলো সৈন্যরা। উল্‌ফের কোটের আস্তিনটা কুঁকড়ে গিয়েছিলো বরফের হিমে।

'এই সেনাদলের অর্ধেকও নায়াগ্রায় ফিরে যেতে পারলে নিজেদের ভাগ্যবান মনে করবো আমরা।'

উল্‌ফের পাশের লোকটা কথা বলছিলো। কিন্তু মোটেও সাড়া দিচ্ছিলো না উল্‌ফ। ঠান্ডায় জমে যাওয়ায় তার মাথাটা পর্যন্ত অসাড় হয়ে পড়েছিলো। কিছুই চিন্তা করতে পারছিলোনা সে।

ভোরবেলা হঠাৎ শীতটা দমলো এবং দক্ষিণদিক থেকে শুরু হলো উষ্ণ বৃষ্টি। বাষ্পের মতন একটা কুয়াশা উঠে ঢেকে ফেললো উপত্যকাটাকে। অনুচ্চস্বরে নির্দেশ দেয়া হলো ঃ 'ক্যাপ্টেন ক্রাইসলারের নেতৃত্বে আশিজন লোক গিয়ে ঘিরে ফেলবে ওয়েলস হাউস এবং পাকড়াও করে নিয়ে আসবে অফিসারদের। বাদবাকিরা হামলা চালাবে দুর্গে। মূলসেনাদলের নেতৃত্বে থাকবেন বাটলার স্বয়ং। রেডইন্ডিয়ানরা দুর্গের চারপাশটা ঘেরাও করে রাখবে এবং খুঁটির দূরবর্তী পাঁচিলগুলি উপড়ে ফেলবে।'

ব্রান্টকে একবার সামনে আসতে এবং পরক্ষণেই আবার অদৃশ্য হতে দেখা গেলো। একটা হুইসেল বেজে উঠলে সেনাবাহিনী ফের চলতে শুরু করলো।

ভোর সাতটায় রাস্তার দিক থেকে একটা চ্যালেঞ্জের শব্দ শুনতে পেলো তারা। এবং সংগে সংগে একটা ঘোড়াকেও উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যেতে দেখতে পেলো। সেনাদলটা দ্বিগুণ তেজে পাচালিয়ে ছুটলো জন্তুটার পেছন পেছন। দুর্গের ফটকের দিকে ধাবমান মূল বাহিনীটাকে অনুসরণ করে অগ্রসর হচ্ছিলো উল্‌ফের স্কোয়াড। বাড়িঘরগুলির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তারা দেখলো লোকজন দরোজার বাইরে দাঁড়িয়ে নির্বোধের মতন তাকিয়ে আছে। আশিজনের দলটা দ্রুতপায়ে অগ্রসর হলো ওয়েলস হাউসের দিকে। সামনে ঝুলেথাকা কুয়াশায় দুর্গের চারপাশের খুঁটির পাঁচিলগুলিকে কালোকালো

www.pathagar.com

ছায়ার মতন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো উল্‌ফ। বন্ধফটকটাও নজরে পড়লো তার। মাস্কেট বন্দুকের নলের ধোঁয়া থেকে কমলা রংয়ের হাল্কা কুন্ডলি উঠতে দেখা গেলো। একজন লেফটেন্যান্ট চেঁচিয়ে বললো ঃ 'শুয়ে পড়ো!' চোখের পলকে শুয়ে পড়লো উল্‌ফ। কোটের ভেতর দিয়ে মাটির বরফ–গলা ঠান্ডাটা হুল ফোটাতে লাগলো তার শরীরে। গুলি ছুঁড়তে শুরু করলো সে। ঠিক সেইমুহূর্তেই গর্জে উঠলো দুর্গের কামান এবং তাদের মাথার ওপর দিয়ে ছিটকে পড়তে লাগলো একটার পর একটা গোলা। পেছনে যেখানে শহরটা দাঁড়িয়েছিলো সেদিক থেকে উল্‌ফের কানে এলো সেনেকাদের তীক্ষ্ণ গলার চিৎকার এবং যুদ্ধহুংকার।

উল্‌ফের ঠিক সামনেই একটা হাত উঁচুতে তুলে ক্যাপ্টেন বাটলারকে দেখা গেলো পেছন ফিরে তাকাতে। বাটলারের মুখে ছিলো ক্ষোভ এবং হতাশার ছাপ। স্পষ্ট স্বরেই তাকে বলতে শোনা গেলোঃ 'মাই গড! সমস্ত রেডইন্ডিয়ানকেই শহরে নিয়ে জড়ো করেছে ব্রান্ট।'

দুর্গের ওপাশ থেকে গুলিগোলা হচ্ছিলো না। দুর্গের ভেতরে এবং বাইরে পাঁচিলের মাঝখানে যারা ছিলো তারা সবাই জানতো নিরাপদ রয়েছে দুর্গ। তবে বাটলারের বাহিনীর অবস্থানটা কুয়াশার জন্যে ঠাওর করতে না পারায় তারা একটানা তিনঘন্টা ধরে অন্ধের মতন গুলি ছুঁড়ছিলো পরস্পরের দিকে বন্দুক তাক করে। এর আগেই শহরের বাড়িঘরগুলিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলো রেডইন্ডিয়ানরা। আগুনের শিখাগুলি দাউদাউ করে ওপরে উঠবার পরই অবরোধকারী সেনাদলের অবস্থান আঁচ করতে পারলো দুর্গরক্ষীরা।

মাটিতে শুয়েথাকা সেনাদলটার লাইন বরাবর হুইসেল বেজে উঠলে তারা আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দিয়ে পিছুহটতে শুরু করলো। প্রথম যে–বাড়িগুলির পাশ দিয়ে এসেছিলো সেগুলির আড়ালে গিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ালো তারা। বাড়িগুলি তখন পুড়ছিলো। তীব্র ঠান্ডায় আটচল্লিশ ঘন্টা ধরে কুঁকড়ে থাকা শরীরে এই প্রথম আগুনের আঁচে উষ্ণতার স্বাদ পেলো তারা। সবাই ছিলো ক্ষুধায় কাতর। বাড়িগুলির ভেতরে ঢুকে পোড়া মাংসের ছিটেফোঁটা যেটুকু যে হাতড়ে নিতে পারলো সংগে সংগেই মুখের ভেতর ঢোকালো এবং দাঁতে চিবিয়ে গোগ্রাসে গিলতে লাগলো। কয়েক মিনিট ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে থাকবার পরই তারা বুঝলো, জ্বলন্ত বাড়িগুলির ভেতরে নিশ্চয়ই ভালো খাদ্য আছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই রেডইন্ডিয়ানদের হন্যে হয়ে ছুটে আসবার কথা

www.pathagar.com

ভেবে সতর্ক হলো। বাটলার তার ক্লান্ত রেঞ্জারবাহিনীটাকে একজায়গায় জড়ো করে পাঠালো জ্বলন্ত ঘরবাড়িগুলি রক্ষার জন্যে। কিন্তু তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। রেডইন্ডিয়ানরা আগেই সবকিছু ছারখার করে দিয়ে পা বাড়িয়েছিলো জংগলের দিকে।

মাত্র গুটিকয়েক লোককে অক্ষত অবস্থায় ধ্বংসস্তূপগুলির মাঝখান থেকে খুঁজে বের করে আনা হলো। গোটা বসত জুড়েই ছিলো রেডইন্ডিয়ানদের নৃশংসতার চিহ্ন। এখানে–ওখানে মুখথুবড়ে পড়ে থাকতে দেখা গেলো নারী, শিশু এবং বৃদ্ধদের। ঘরের ভেতর থেকে বাইরে টেনে এনে হত্যা করা হয়েছিলো স্ত্রীলোকদের। মৃত অবস্থায়ও তাদের মুখে লেপ্টেছিলো আতংকের ছায়া।

উন্মাদের মতন রাস্তায় ছোটাছুটি করছিলো বাটলার। একজন বুড়ো এবং তার মেয়েকে উদ্ধার করে এনে দুর্গের ভেতর পাঠিয়ে দিলো সে একটি বৃটিশ পতাকা সাথে দিয়ে। পতাকাটা ছিলো তাদের নিরাপত্তার ছাড়পত্র। ব্রান্ট তাদের দুর্গের ফটক গলিয়ে প্রবেশ করতে দেখলো। বাধা দেয়ার সময় তখন উতরে গেছে। বাটলারের মুখোমুখি হয়ে সে তাকে সতর্ক করে দিয়ে জানালো বাদবাকি বন্দীদের আলাদা করে রাখবার দাবি জানিয়েছে সেনেকারা। এবং নিজের পক্ষ থেকে কৈফিয়ত দিয়ে বললো, এ–ব্যাপারে কিছুই করবার উপায় ছিলো না তার। সে আরো জানালো সেনেকারা একবার ক্ষেপে উঠলে ক্ষুদে শ্বেতাংগ সেনাদলটাকে হয়তো একদম নির্মূল করে ফেলবে। তার মুখটা পাথরের মতন কঠিন দেখাচ্ছিলো। ভাবাবেগের লেশমাত্র ছিলো না সেই মুখের রেখায়। খরগোশ তাড়াতে গিয়ে লোক যেভাবে কথা বলে সেরকম থেমে থেমে কথা বলছিলো ব্রান্ট।

ওয়েলস হাউসের পেছনের জংগলে বাটলার তার রেঞ্জার বাহিনীর সৈন্যদের পিছু হটিয়ে এনে জড়ো করলো। এখানে ক্যাপ্টেন ক্রাইসলার আর তার সেনাদলকে দেখা গেলো আতংকগ্রস্ত চল্লিশটি নারীপুরুষ এবং শিশুকে ঘেরাও করে রাখতে। ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে কাঁপছিলো বন্দীদের সবাই। এদের মধ্যে নাইটশার্ট পরা লোকটি কর্নেল স্ট্যাসিয়া বলে নিজের পরিচয় দিয়েছিলো। দুর্গের দ্বিতীয় সেনাধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলো লোকটা। কর্নেল এল্ডেন নিহত হয়েছে বলে সে জানালো এবং বাটলারের কাছে তার নিজের আত্মসমর্পণের কথা ঘোষণা করলো।

স্ত্রীলোকেরা মেষপালের মতন গাদাগাদি হয়ে দাঁড়িয়েছিলো একপাশে। তাদের একটুও নড়াচড়া করতে দেখা গেলো না। জংগল থেকে রেডইন্ডিয়ানদের হাঁকের

www.pathagar.com

আওয়াজ কানে আসবার পরই শুধু ঘাড় তুলে ধরছিলো তারা। কুয়াশা যখন উবে যেতে শুরু করলো এবং নবেম্বরের বিবর্ণ সূর্যরশ্মি তাদের গায়ে এসে পড়লো তখনো তাদের শীতে সংকুচিত হয়ে থাকতে দেখা গেলো। তাদের ব্যাপারে কোনোরকম আগ্রহই দেখালো না বাটলারের শ্রান্ত-ক্লান্ত, দুর্যোগক্লিষ্ট রেঞ্জারেরা।

কিছুক্ষণ পর একটা পাহাড়ের পাশে এসে আস্তানা পাতলো সেনাদলটি এবং আগুন ধরালো। কিছু গোরুবাছুর পাকড়াও করে এনে তার মধ্য থেকে বারোটা গাইগোরু জবাই করলো তারা। এবং ঝটপট চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে, মাংস কেটে চাপিয়ে দিলো কড়াইতে।

রেডইন্ডিয়ানরা হঠাৎ ফিরে এসে বাকি গোরুবাছুরগুলি ধরে নিয়ে গেলো এবং সেগুলিকে জবাই করলো নিজেদের ক্ষুধা নিবারণের জন্যে। অগ্নিদগ্ধ বসত এবং দুর্গের চারপাশের খুঁটির ঘেরাটের দিকে চোখ রেখে সারাদিন তারা ওঁত পেতে থাকলো কাছের জংগলে। দুর্গ এবং ঘেরাটের গোলাগুলি ছোঁড়ার প্রতিটি উঁচুমঞ্চে তখন মোতায়েন ছিলো গোলন্দাজ আর বন্দুকধারীরা। সতর্ক অবস্থায় থাকতে দেখা যাচ্ছিলো এদের সবাইকে। বাটলার একান্তে চুপচাপ বসেছিলো। কিছুদূরে কয়েকজন মোহককে সাথে নিয়ে আস্তানা পেতেছিলো ব্রান্ট এবং নজর রাখছিলো বাটলারের ওপর। জন উল্‌ফ তার সঙ্গীদের সাথে মাটিতে গা এলিয়ে দিয়ে হজম করছিলো খাদ্য। ক্লান্তিতে একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছিলো সে।

সারাদিন তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলো পাশাপাশি। রাতে গাছের বাকল এবং ডালপাতা কেটে এনে চালাঘর তুললো সবাই। বন্দীদের রাখলো শ্বেতাংগ সেনাদলের আস্তানার মাঝখানে। আবার জমাট বাঁধতে লাগলো বরফের কুয়াশা। বাতাসে ছড়ালো ভেজামাটি, পোড়াকাঠ আর পচা লতাপাতার গন্ধ।

খুব ভোরবেলা দুর্গের দিকে রোখ করে এক থেকে দুই ঘন্টা বিক্ষিপ্তভাবে গুলি বর্ষণ করলো তারা। দুর্গের দিক থেকেও পাল্টা গুলিগোলা হলো। সুবিধা করতে না পেরে পিছু হটে আস্তানায় গেলো সবাই। এরপরেই দীর্ঘপথ ধরে বাহিনীটাকে কানাডায় ফেরার নির্দেশ দেয়া হলো। তাদের গোটা অভিযানটাই মাঠে মারা গেলো। বসতের ঘরবাড়িগুলির বিনাশ এবং জনাপঁচিশেক বেসামরিক লোকের প্রাণহানি ছাড়া আর কিছুই করতে পারলো না হানাদার দলটা।

www.pathagar.com

ক্রমেই বাতাস হিমাক্ত হয়ে উঠতে লাগলো এবং সন্ধ্যার একটু পরে শুরু হলো বরফপড়া। বাটলার হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে রক্ষীদের পাহারায় ফেরত পাঠালো আটত্রিশজন বন্দীকে। রক্ষীদলটার প্রত্যাবর্তনের জন্যে সে অপেক্ষা করতে থাকলো তাঁবু গুটিয়ে। রেডইন্ডিয়ানদের বাধা দেয়ার আগেই কাজটা করে বসলো সে। রেডইন্ডিয়ান-রাও আর তেমন উচ্চবাচ্য করলো না ব্যাপারটা নিয়ে। কারণ, সামনের তিনশ মাইল দুর্গমপথ পাড়ি দেয়ার দুর্ভাবনা তখন ছেঁকে ধরেছিলো তাদের সবাইকে। রাতদিন একটানা এই বিপদসংকুল পথে চলতে হবে তাদের। দিনের চাইতে রাতের শীতটা হবে বেশি তীব্র, বরফের প্রচন্ডতাও বাড়তে থাকবে। এরপর আছে অরণ্যের নির্জনতা। এদিকে অভিযানের ব্যর্থতায়ও মনমরা হয়ে পড়েছিলো তারা। শুধু যে কজন রেডইন্ডিয়ানের কোমরের বেল্টে গোঁজা ছিলো খুলির চামড়া তারাই কিছু আরামবোধ করছিলো। বাদবাকি রেডইন্ডিয়ান এবং শ্বেতাংগ সৈন্যরা তুষার মাথায় নিয়ে নিঃশব্দে, প্রায় নিশ্চল পাথরের মতন হাঁটছিলো পথ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বসেছিলো সেখানকার সমস্ত লোকজনের মুখে। 'ম্যাকলেনারদের ওখানে গেলে এটা ভালোমতন আঁচ করতে পারা যাবে'–পেটের ধান্ধার প্রশ্ন উঠলে তারা একজন আরেকজনকে তক্ষুণি কথাটা বলে বসতো। কিন্তু এদের অনেকের দৃষ্টিতেই কেমন যেনো একটা শূন্যতা খাঁ–খাঁ করতো। আবার ভূতের চোখের মতন ঝুলঝুল করতো কারো কারো চোখ।

এমনকি, বেলিঞ্জারের চোখের দৃষ্টিটাকেও অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিলো গিলের কাছে। দরোজা খুলে গিলের মুখোমুখি হলো বেলিঞ্জার। খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিলো এই দীর্ঘকায়, শালপ্রাংশু গড়নের সামরিক অফিসারটিকে।

'ও, তুমি মার্টিন। ভেতরে এসো। একজনের সাথে কথা বলছি আমি।' তার কণ্ঠস্বর ছিলো শুকনো। 'লোকটা অনেকক্ষণ ধরেই আছে এখানে। তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এসো।'

ভেতরে ঢুকলো গিল।

বেলিঞ্জারের টেবিলের পাশে বসা ছিলো বাদামি কোটওয়ালা একটা লোক। কৃষক কিংবা সৈনিকের মতন দেখতে মনে হচ্ছিলো না তাকে। বরং চোখ এবং মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিলো অধ্যয়ন–অনুরাগী কেউ একজন হবে সে। বেশকিছু কাগজপত্র ছিলো তার সামনে। গিলকে ঢুকতে দেখে সেগুলিকে ভাঁজ করে রাখলো লোকটা। গিল বুঝলো লেখালেখির সাথেই কারবার মানুষটার।

বেলিঞ্জার ক্লান্তস্বরে বললোঃ 'মিঃ মার্টিন, তোমার সাথে মিঃ ফ্রান্সিস কোলিয়ারের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। জেনারেল ক্লিনটনের অনুরোধে মিঃ কোলিয়ারকে এখানে পাঠিয়েছেন গবর্নর সাহেব।'

সামান্য মাথা ঝোঁকালো কোলিয়ার। গিলের ব্যাপারে কোনোরকম ঔৎসুক্য না দেখিয়ে বেলিঞ্জারকে সংবোধন করেই কথা বলতে লাগলো সে।

'ধন্যবাদ, কর্নেল। আপনার কাছ থেকে সব দরকারি কাগজপত্রই পেয়েছি আমি। দুঃখিত, এব্যাপারে রিপোর্ট না করে আমার উপায় নেই। কথাটা আগেই বলেছি আপনাকে।'

'ঠিক আছে, স্যার। আপনি যা বোঝেন করবেন। এটা আপনার কাজ।'

www.pathagar.com

'একটা কথা, কর্নেল। আমি ঠিক জানি না এব্যাপারে কী ব্যবস্থা নেবে কংগ্রেস। আমি শুধু রিপোর্ট তৈরি করে পাঠাচ্ছি। আমার হিসাবপত্রের একটা কপি আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি। এর সবই আপনার জানা। আপনি এই তথ্যগুলি সরবরাহ করে নিঃসন্দেহে বাধিত করেছেন আমায়।'

'কংগ্রেস যাখুশি তাই করুক। তার ধার ধারি না আমি,' হঠাৎ বলে উঠলো বেলিঙ্গার। 'আপনি গবর্নরকে এটা জানাতে পারেন। ইচ্ছা করলে আপনার রিপোর্টেও জুড়ে দিতে পারেন আমার উক্তিটা।'

বুদ্ধিমানের মতন আর কোনো কথা বাড়ালো না কোলিয়ার। বিনয়ের সাথে বিদায় নিয়ে দুর্গের দিকে হেঁটে গেলো লোকটা। সেখানে অপেক্ষা করছিলো তার ঘোড়া। বেলিঙ্গার তার পিঠের ওপরই দরোজাটা বন্ধ করে, একমুহূর্ত দরোজার পাল্লায় হেলান দিয়ে গিলের দিকে চাইলো। পরক্ষণেই বিড়বিড় করে বকাবকি শুরু করলো।

'দিনদেড়েক ছিলো ভদ্রলোক আমার এখানে। কিন্তু এরমধ্যেই নাড়ীভূড়িগুলিকে একদম শুকিয়ে ফেলেছে। আধাভুখা থাকলে পেটের দশা কেমন হয় তা সহজেই তুমি বুঝতে পারবে।এরপরও লোকটা কেমন বিনয়ী, দেখলে তো। যেনো ভদ্রতার চূড়ামণি এই মিঃ কোলিয়ার।এর মতন লোককে পাঠিয়েছে কংগ্রেস! ভেবে দ্যাখো ব্যাপারখানা।'

ঠোঁট মুছে একখানা টুল টেনে বসলো বেলিঙ্গার। ' শোনো মার্টিন, তুমি তো জানো এখানকার সবকিছু আমি নিজের হাতে তুলে নেই জানুয়ারি মাসে। আর তখন থেকেই প্রপাত এলাকার সামরিক ডিপো থেকে খাদ্য সরবরাহের তলবপত্রে সই করতে শুরু করি। প্রভুর দোহাই! কাউকে–না–কাউকে তো কিছু করতেই হবে। কংগ্রেসের পক্ষে ওই রিকুইজিশনের কাগজগুলিতে সই করেছি আমি। লোকজনের ময়দার বিশেষ প্রয়োজন ছিলো। তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হয়েছে আমার। তা নাহলে বাধ্য হতো তারা এখান থেকে চলে যেতে। একমাত্র ওই ডিপোটাতেই আছে যাকিছু গম। তাছাড়া, এ অঞ্চলের আর কোথাও তুমি একদানা গম চোখে দেখবে না। প্রভুকে অশেষ ধন্যবাদ, গতকাল আমি ডবল রিকুইজিশন পেয়েছি। ঠিক সময়েই এটা পাওয়া গেলো।'

থামলো বেলিঙ্গার। গিল জিজ্ঞেস করলোঃ' কী করেন এই মিঃ কোলিয়ার?'

'সেটাই তো কথা। একটা ছ্যাঁচড়া হিসাবরক্ষক লোকটা। গম সরবরাহের জন্যে যেসব তলবপত্রে সই করেছি আমি সেগুলি পরখ করে দেখতে আলবানি থেকে পাঠানো হয়েছে তাকে। অবশ্য দুজনের কেউই আমরা ধৈর্যচ্যুত হয়নি। লোকজনের সাথে কথা

www.pathagar.com

বলেছি আমরা। কোলিয়ার তাদের বক্তব্য শুনেছে। এরপর তৈরি করেছে একটা রিপোর্ট। তার হিসাবকিতাবের একখানা কপি আছে এখানে। পড়ে দ্যাখো! বলছি পড়ে দ্যাখো!'

কাগজখানা তুলে নিয়ে গিল যা পড়লো তা হলো মোটামুটি এইঃ

'গবর্নর জর্জ ক্লিনটনের কাছে পাঠানো আমার রিপোর্টের সংক্ষেপ করা কপি।। মার্চ ১৫, জার্মান ফ্লাটস, ট্রাইয়ন কাউন্টি, নিউইয়র্ক স্টেট, যুক্তরাষ্ট্র। অধিবাসীদের জন্যে গম সরবরাহের উদ্দেশ্যে এলিসের মিলস্থ সেনাবাহিনীর ডিপোর ওপর চতুর্থ মিলিশিয়া কোম্পানির কর্নেল পিটার বেলিঞ্জারের রি-রিকুইজিশন প্রসংগ। বর্ণিত কর্নেল বেলিঞ্জারের সহায়তা নিয়ে সরেজমিনে ব্যক্তিগত তদন্তের মাধ্যমে বিষয়টি সম্পর্কে সবরকম তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করি। কর্নেল প্রতিটি ক্ষেত্রে আমার সাথে সহযোগিতা করেন এবং আমি যতোটা বুঝতে পেরেছি তাতে মনে হয় একান্ত সরল বিশ্বাসেই তিনি কাজটা করেছেন। তবে আমার তদন্ত থেকে প্রমাণিত হয়েছে, এক্ষেত্রে তিনি তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। তদন্ত থেকে আরো পরিষ্কার হয়ে উঠেছে, অধিবাসীদের অধিকাংশই যারা এই রেশন নিয়েছে তারা এমন পর্যায়ের কোনো দুর্গতির মধ্যে ছিলো না যাতে কন্টিনেন্টাল সেনাবাহিনীর খাদ্য ভান্ডার ব্যবহার করবার মতো জরুরি অবস্থার উদ্ভব ঘটতে পারে। শ্রদ্ধার সংগে এই রিপোর্ট উপস্থাপন করা হলো।'

-ফ্রান্সিস কোলিয়ার

ক্রুদ্ধচোখ তুলে গিলের দিকে তাকালো বেলিঞ্জার। 'আমার মনে হয় আমাদের সবারই মরে প্রমাণ করা উচিত ছিলো সেনাবাহিনীর খাদ্য ব্যবহারের উপযোগী একটা জরুরি অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। প্রভু! তারা কী বুঝতে পারছে না আমরা এখানে না থাকলে এই সীমান্তটি স্বাভাবিকভাবেই চলে যাবে শত্রুপক্ষের কানাওয়াগা ঘাঁটির দখলে? তারা কিছুই কী উপলব্ধি করতে পারছে না ?'

এ-ব্যাপারে কোনোকিছু বলার ছিলো না গিলের।

'তারা আমার বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেবে তার থোড়াই পরোয়া করি আমি। হ্যাঁ, কন্টিনেন্টাল সেনাবাহিনীর খাদ্য আমি লুটপাট করেছি, চুরি এবং ডাকাতি করে নিয়েছি। তারা যাই ভাবে, ভাবুক। কিন্তু কেন? এপ্রিল পর্যন্ত যাতে এখানকার মানুষগুলি বাঁচতে পারে তার জন্যেই তো কাজটা আমায় করতে হয়েছে? তারা আর আমায় ছুঁতে

www.pathagar.com

পারবে না। আমি ইস্তফা দেবো আমার এই দুর্ভাগ্যজনক কমিশনের পদটি থেকে। এতে আমার কিছু যায়আসবে না।'

কঠিনচোখে ফের গিলের পানে তাকালো কর্নেল।

'এবার বলো , কেন তুমি আমার সাথে দেখা করতে এসেছো ?' তার স্বরে উষ্মা। তোমার তো খাদ্যের অভাব পড়েনি, কী বলো? এখন পর্যন্ত রেশন নিতে হয়নি তোমাদের এটা আমি জানি।' হঠাৎ হাসলো বেলিঞ্জার। ' আচ্ছা, খুলে বলো ব্যাপারটা। অমন গম্ভীর হয়ে আছো কেন? আমি তোমায় খুন করতে যাচ্ছি না যদিও খুন চেপে রয়েছে আমার মাথায়।'

অনেকক্ষণ পরে স্বস্তিবোধ করলো গিল।

'আমার ব্যাপারটা হয়তো আপনাকে খুনই করে ফেলবে, স্যার,' হেসে বললো গিল। 'বীজের জন্যে কেমন করে কুড়ি বুশেল ওট কিংবা বার্লি যোগাড় করা যায় সেই ফিকিরে এতোখানি পথ হেঁটে আপনার কাছে ধরনা দিতে এসেছি আমি।'

'ও, মাই গড!' অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো বেলিঞ্জার। কাঠের ছোটো ঘরটা কেঁপে উঠলো তার হাসির চোটে। ' ভালো কথা নিয়েই এসেছো তুমি!' গিলের কাঁধে চাপড় মারলো কর্নেল। 'দ্যাখো, বীজের সমস্যার ব্যাপারটা বেমালুম ভুলেই বসেছিলাম। যীশু! কেমনধারা একটা মানুষ হে আমি!'

'এখন কী করতে পারি আমরা?' শুধালো গিল।

টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো বেলিঞ্জার। ' আমরা কয়েকটি ওয়াগন নিয়ে যাবো এলিসের মিলে। নীতিবাগিশ মিঃ কোলিয়ারকে আমরা চ্যালেঞ্জ করবো। ঘা দেবো তার বিবেকে। লোকটা এলিসকে নির্দেশ দিতে যাচ্ছে যাতে কন্টিনেন্টাল সেনাবাহিনীর ব্যবহারের বাইরে কোনো শস্যই অন্যকাউকে সরবরাহ করা না–হয় তার গুদাম থেকে। আমরা সাথে অনেক লোক নিয়ে যাবো যারা আত্মসমর্পণে বাধ্য করবে গুদাম পাহারায় নিয়োজিত কন্টিনেন্টাল বাহিনীর রক্ষীদের। প্রভুর দোহাই। এটা আমরা করবোই।'

লোকজন আর ওয়াগন জোগাড় করতে ঘন্টাদুয়েক সময় লাগলো তাদের। এদিকে আধাভুখা ঘোড়াগুলি বরফের ওপর দিয়ে খুঁড়িয়ে–খুঁড়িয়ে চলায় মিলে গিয়ে পৌছতে তাদের সন্ধ্যা হলো। মিঃ কোলিয়ার আগে থেকেই ছিলো সেখানে। মিলের ভারপ্রাপ্ত

www.pathagar.com

সার্জেন্ট ভেতরে ঢুকতে নিষেধ করলো জার্মান তল্লাটের লোকজনকে। কিন্তু সার্জেন্ট এবং পাহারাদার রক্ষীদের কারো কাছেই অস্ত্র ছিলো না। রক্ষীরা সবাই মিলওয়ালার চিলেকোঠায় গোল হয়ে বসে তাস খেলছিলো আর আরামে বিয়ার গিলছিলো। দরোজায় তালা লাগিয়ে সহজেই ঘরটার ভেতরে তাদের আটকে রাখতে পারলো বেলিঞ্জার।

গম্ভীরদৃষ্টিতে বেলিঞ্জারের সাথের লোকগুলিকে দেখছিলো সার্জেন্ট।

'তোমরা কী করছো বুঝতে পারছো মাথামোটারা?'

'আমরা কিছু ওট আর বার্লি নিয়ে গিয়ে আমাদের প্রয়োজন মেটাবো বলে ভাবছি,' চিলেকোঠা থেকে নামতে নামতে বললো বেলিঞ্জার। 'অবশ্য যদি তা পাওয়া যায় এখানে।'

'চেষ্টা করলে অনেক হ্যাতিয়ে নিতে পারো!' হুমকি দিয়ে বললো সার্জেন্ট। 'আমার রিপোর্টে তোমাদের সবার নাম উল্লেখ করে অভিযোগ দায়ের করবো আমি।'

'তোমাদের কী অবস্থায় পাকড়াও করা হলো সে বিষয়টির ব্যাখ্যা দিলেই ভালো করবে তুমি। এটার নাম বুঝি গ্যারিসন! সুপেরিয়র অফিসার হিসেবে তোমাদের সবাইকে আমার কোর্টমার্শাল করা উচিত। সামরিক আদালতে হাজির হলেই টের পাবে মজা।'

'সুপেরিয়র না ছারপোকার পাছা!' বিদ্রূপের স্বরে বললো সার্জেন্ট।

লোকটার দিকে হঠাৎ কাঁধ–দুটি বাঁকিয়ে ধরলো বেলিঞ্জার।

'কিসের পাছার কথা বললে হে তুমি?'

বিনা পাহারায় হঠাৎ অমন অতর্কিতে ধরা পড়ে যাওয়ায় নিজের প্রতি এবং সেইসঙ্গে সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলো সার্জেন্ট লোকটা।

'আমি কোনো ছারপোকার কথাই বলিনি।'

'বলোনি? কেন কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছো?'

'কারণ, আমি কোনো ছারপোকাকে অপমান করতে চাইনি,' বললো সার্জেন্ট।

চোখের পলকে হাতের মুঠি পাকিয়ে সার্জেন্টের মুখে জোরে ঘুসি মারলো বেলিঞ্জার। লোকটার চোয়ালটা সামনের দিকে ঝুলে পড়লো এবং চোখদুটি ঘুরপাক খেতে লাগলো। চোয়ালের ওপর আরেকটা ঘা পড়তেই ময়দার একটা বস্তাসমেত পেছনদিকে পিঠ চিতিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো সে। ময়দার সাদা গুঁড়ার মেঘে ঢাকা

পড়লো তার সমস্ত শরীর। জ্ঞানশূন্য হয়ে মড়ার মতন সেখানে পড়ে থাকলো সার্জেন্ট। ঘটনাটা দেখবার জন্যে শস্যের বস্তাগুলির মাঝখানের খালি জায়গাটায় এসে জড়ো হয়েছিলো বেলিঙ্গারের সাথের লোকজন। হতচকিত হয়ে পড়ায় শস্য নেয়ার কথা ভুলে গিয়েছিলো তারা। বেলিঙ্গারকে তার আঙুলের গাঁট সামনে সোজা করে তুলে ধরতে দেখে হঠাৎ আর্তচিৎকার দিয়ে উঠলো সবাই। তাদের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে গর্জে উঠলো বেলিঙ্গার ঃ 'কাজে লেগে যাও। একদানা শস্য যেনো নষ্ট না হয়।'

লোকগুলিকে কাজে লাগিয়ে দেবার পর মুখ থুবড়ে পড়েথাকা সার্জেন্টের পাশে এসে বসলো কর্নেল। এবং ওয়াগনগুলি বোঝাই না হওয়া পর্যন্ত লোকটার মুখে ক্রমান্বয়ে বিবর্ণ হতে থাকা রেখাগুলি পরখ করে দেখতে লাগলো।

গিল এসে দেখলো আগের মতন একই জায়গায় ঠাঁয় বসে আছে বেলিঙ্গার। সে জানালো ঃ প্রায় দেড়শ বুশেল ওট, তিরিশ বুশেল বার্লি এবং নব্বই বুশেলের মতন গম বস্তায় ভরে নিয়ে ওয়াগনগুলিতে চাপিয়েছে লোকজন। এবং তারা সামনের শরতে জমিতে লাগানোর জন্যে স্বচ্ছন্দে মওজুদ করে রাখতে পারবে এই শস্যবীজ।

'ভালো,' বললো বেলিঙ্গার। 'এখন তাহলে আমরা রওয়ানা দিতে পারি।' জার্মান তল্লাট থেকে বেরুবার আগে যে লিখিত রিকুইজিশনটা সে তৈরি করে রেখেছিলো সেটা পকেট থেকে বের করে লেখার মাঝখানের খালি জায়গায় একটা বুলেটের ছুঁচলো মাথা দিয়ে লিখলো ঃ '১৫০ এবং ৩০ বুশেল।' কাগজের নিচে লিখলো ঃ 'বিশেষ দ্রষ্টব্য– এছাড়া আরো ৯০ বুশেল গম। পিবি, কর্নেল।' সার্জেন্টের কোটের সামনের পকেটে কাগজের টুকরাটা গলিয়ে দিয়ে, হাত থেকে ময়দার গুঁড়া ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়ালো সে। 'জানো মার্টিন, এই লোকটাকে এখন আমার করুণা করতে ইচ্ছা করছে,' বললো বেলিঙ্গার। 'বেশ, এবার রওয়ানা দেয়া যাক্।'

দরোজার সিঁড়ির নিচে নামতেই মিল মালিক মিঃ এলিসকে তারা দেখলো উদ্বেগের চোখে ওয়াগন পাঁচটির দিকে তাকিয়ে থাকতে। তখন পড়ন্ত বেলা। গর্জন শোনা যাচ্ছিলো জলপ্রপাতের। আকাশের অনেক দূর পর্যন্ত উঠছিলো ছিটকেপড়া পানির বাষ্প।

'মিলের ছেলেরা আমায় বলেছে বীজের জন্যে তুমি নাকি ওট, বার্লি এবং কিছুগম নিয়েছো, পিটার।' প্রপাতের প্রচন্ড আওয়াজের মধ্যে গলা চড়িয়ে বললো এলিস।

'আমরা কেবল নব্বই বুশেল গম নিয়েছি,' চেঁচিয়ে জবাব দিলো বেলিঙ্গার।

'পাহারাদাররা কোথায়?'

www.pathagar.com

'চিলেকোঠায় তালা লাগিয়ে তাদের আটকে রাখা হয়েছে। জানি না তাস খেলাটা তারা শেষ করেছে কিনা। ময়দার একটা বস্তা ফেঁড়ে ফেলেছে সার্জেন্ট। অবশ্য এর জন্যে আমার কাছ থেকে কিছু উত্তমমধ্যম খেতে হয়েছে তাকে।'

'বস্তাটা কেমন করে ফাড়লো সে?'

'মাথার গুঁতো দিয়ে, আলেক।'

হাসিতে ফেটে পড়লো বেলিঙ্গারের সাথের লোকগুলি। কিন্তু প্রপাতের গর্জনের জন্যে বাতাসে উবে গেলো তাদের কণ্ঠস্বর। এলিসের চোয়ালটা নিচের দিকে ঝুললো।

'তোমরাই কাজটা করেছো, পিটার?'

'হ্যাঁ, আমরাই। আচ্ছা, একটা কথা। ওই সব ওট আসছে কোথা থেকে বলবে?'

'গতসপ্তাহে স্টোন অ্যারাবিয়া, ক্লক এবং ফক্সের মিল থেকে চালান এসেছে এগুলির,' বললো এলিস। 'আগামীকাল গম ভাঙ্গানোর কথা ছিলো আমার।' মাথা ঝাঁকালো সে। 'এগুলি ফিরিয়ে দিলেই ভালো করবে তুমি, পিটার। সত্যি বলছি ভালো করবে। সার্জেন্টকে আমি মানিয়ে নিতে পারবো যাতে সে কিছু না বলে।'

'ঘোড়ার ডিম ফিরিয়ে দেবো!'

'শোনো। বোকার মতন কাজ করো না, পিটার। তুমি কি জানো না, গোটা উপত্যকা চুঁড়ে তারা শস্য সংগ্রহ করছে? এই সীমান্ত বরাবর সবক'টি রেজিমেন্টের সমাবেশ ঘটাতে যাচ্ছে ক্লিনটন। ছয়সপ্তাহ ধরে চলবে সমাবেশ।'

বেলিঙ্গারকে লাফ দিয়ে তার রোগাটে ঘোড়াটার পিঠে উঠতে দেখলো এলিস। 'শোনো, পিটার। ওই শস্য সৈন্যদের জন্যে।'

ঘোড়ার গদির ওপর থেকে ঝুঁকে এলিসের দিকে তাকালো বেলিঙ্গার। তার চোখে এসে লাগছিলো প্রপাতের ছলকানো পানির ঝাপ্টা। চোখ মুছতে মুছতে সে গলাবাড়িয়ে বললো ঃ 'কোথায় অভিযানে যাচ্ছে সেনাবাহিনী?'

'আমি ঠিক বলতে পারবো না। তবে কেউ কেউ বলাবলি করছে রেডইণ্ডিয়ানদের উৎখাত করতে যাচ্ছে তারা।'

'কোন্ রেডইণ্ডিয়ানদের?' চেঁচালো বেলিঙ্গার। কথাটা শুনবার জন্যে তার চারপাশে ভিড় করলো লোকগুলি।

www.pathagar.com

'ইরোকুইদের।'

'দোহাই প্রভুর!' বললো বেলিঞ্জার। 'কেমন করে?'

'আমি জানি না। যাহোক, গমটা ফিরিয়ে দিয়ে যাও তুমি। মোট পাঁচটি রেজিমেন্ট যাচ্ছে অভিযানে। বোধকরি হাজার লোক হবে। তুমি খুব বিপাকে পড়ে যাবে, পিটার।'

বাতাসটা শান্ত হয়ে আসায় এলিসের কন্ঠস্বরটা বিস্ময়কর রকম চড়া শোনা যাচ্ছিলো। এদিকে জলপ্রপাতের গর্জনটাও উত্তরমুখো হলো। বেলিঞ্জার তার ঘোড়ার কাঁধের মাঝখানে হাত রেখে, লম্বা হয়ে নুইয়ে যেনো সারাশরীর দিয়ে চিন্তায় বিভোর হয়ে পড়েছিলো। তাকে কেমন ক্লান্ত দেখা যাচ্ছিলো। গিলসহ সাথের লোকেরা একসঙ্গে চোখ তুলে ধরলো যখন সে ঘোড়ার বল্গাটা শক্তহাতে উঠিয়ে নিয়েছিলো। ওরিস্কানির যুদ্ধের সময় কণ্ঠে অনুরণন তুলে যেমন কথা বলতো বেলিঞ্জার, ঠিক সেরকমই শোনা গেলো এখন তার আওয়াজ ঃ

'নরক গুলজার করার মতন আমি নিয়ে যাবো এসব। তাদের যাখুশি করুক, আলেক। মাটিতে বীজ লাগানোটাই এখন সবথেকে বেশি প্রয়োজন।' লোকজনের হর্ষধ্বনি এবং হল্লাচিৎকারের মধ্যদিয়ে ঘোড়াটাকে চাবকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেলো বেলিঞ্জার।

তাকে অনুসরণ করে ওয়াগন হাঁকালো দলের লোকেরা। পাহাড়টার নিচে আসবার পর সবক'টি ওয়াগনই চাকায় জোর পেয়ে ছুটতে থাকলো উদ্দামগতিতে। তাদের চলে যাওয়া লক্ষ্য করছিলো মিলমালিক এলিস। তার কাছে জীবন্ত কাকতাড়ুয়ার মতন দেখতে মনে হচ্ছিলো ওয়াগনচালক লোকগুলিকে। হাততুলে সে বিদায় জানালো তাদের।

২

ড্রাম

পরের দুই সপ্তাহে অনেক বিক্ষিপ্ত সংবাদ এলো জার্মান তল্লাটে। মিলমালিক এলিস যা–যা বলেছিলো তার সবই সঠিক প্রমাণিত হতে লাগলো। স্ট্যানউইক্স দুর্গে মোতায়েন করা হলো ফার্স্ট নিউইয়র্ক রেজিমেন্টটিকে। কর্নেল ভ্যান শায়িকের ওপর বর্তালো

www.pathagar.com

রেজিমেন্টের নেতৃত্ব। এপ্রিলের গোড়ার দিকে স্কিনেকটাডি থেকে ফিরে এলো ক্যাপ্টেন ডেমুথ। তার কাছ থেকে জানা গেলো সেনাবাহিনীর ব্যবহারের জন্যে ওই শহরে বানানো হচ্ছে রাশি রাশি নৌকা। ডেমুথ বললো, কংগ্রেস যে একটা বড়োধরনের অভিযানে নামতে যাচ্ছে তা আর গোপন নেই। তবে কোথা থেকে কখন এটা শুরু হবে কেউ জানে না।

লোকজন তেমন একটা গুরুত্ব দেয়নি গুজবটাকে। কারণ, খবরের সূত্র নির্ভরযোগ্য না হওয়ায় অতীতে এরকম অনেক গুজবই শেষঅব্দি উবে গেছে হাওয়ায়। তাছাড়া তারা সাংঘাতিক ব্যস্ত ছিলো বসন্ত মওসুমের চাষবাস আর চোরাই বীজ বপনের কাজে। বীজগুলি যাতে আগেভাগেই মাটিতে পুঁতে ফেলা যায় সে ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলো বেলিঙ্গার। কারণ, এগুলি ফেরত নেয়ার জন্যে সেনাবাহিনীর কর্তারা এককোম্পানি সৈন্য পাঠাতে পারে বলে আশংকা হচ্ছিলো তার। একইসংগে নিজেকে ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে সে অপেক্ষা করছিলো সামরিক আদালতের তলবপত্রের জন্যে। জোর করে সামরিক ডিপো থেকে শস্যবীজ ছিনিয়ে আনবার দায়ে তাকে কোর্টমার্শাল করা হতে পারে বলে গভীর একটা দুশ্চিন্তা প্রথম থেকেই ছায়া ফেলে আসছিলো তার মনে। এ অবস্থায় বীজ বপন করতে দেরি হলে কেমন করে এগুলি লুকিয়ে রাখা যাবে সেই উপায়ও চিন্তা করে রেখেছিলো সে। কিন্তু শেষপর্যন্ত কোর্টমার্শাল হলো না তার। বেলিঙ্গার নিজেও এর কারণটা খুঁজে বের করতে পারলো না। বোধকরি কেউই জানতো না রহস্যটা।

গাড়িতে ঘোড়াটা জুতে নিয়ে এপ্রিলের ছয় তারিখে গিল রওয়ানা হয়ে গেলো তার বরাদ্দের বীজ আনবার জন্যে। বেলিঙ্গার এবং ডেমুথের সাথে ব্যাপারটা নিয়ে আগেই কথা হয়েছিলো গিলের। দুজনই একমত হয়ে তাকে পরামর্শ দিয়েছিলো ম্যাকলেনারদের খামারে থাকতে। কারণ, পাথরের বাড়ির জন্যে একমাত্র এই খামারটিই ছিলো সুরক্ষিত। তাছাড়া এখানকার জমিও সবথেকে উর্বর। অন্য লোকেরা অবশ্য অস্থায়ীভাবে দুর্গের চারপাশে তাদের চাষের জমি চিহ্নিত করে রাখে। আগেই ঠিক করা হয়েছিলো প্রত্যেকে নিজের নির্ধারিত জমি চাষ করবে এবং জমিতে যে ফসল হবে তা সমাজের বাকি সবার সাথে হিস্যামাফিক ভাগ করে নেবে। গিলের সাথে দেখা হলে বেলিঙ্গার বললোঃ 'সামনের শীতে তোমাদের জমির ফসল উঠলে তুমি তা সাধারণ শস্যাগারে অর্থাৎ ধর্মগোলায় রাখবার জন্যে নিয়ে আসবে এটাই আমরা আশা করবো। অবশ্য যদি এর প্রয়োজন হয়।'

www.pathagar.com

এপ্রিলের সাত এবং আট তারিখে জমিতে ওটবীজ লাগালো গিল। জমি দ্রুত শুকিয়ে ওঠায় কাজ করতে সুবিধা হয়েছিলো তার। সারাদিন নরোম দোআঁশ মাটির ওপর দিয়ে সামনে–পেছনে ঘুরে ঘুরে বীজ ছড়াচ্ছিলো সে। জমির ওপাশের বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে ক্ষুধার্তচোখ তুলে তার দিকে তাকিয়েছিলো মাদীঘোড়াটা। ঘাসের অভাবে আধপেটা থেকেও বেচারি জন্তুটা সারাক্ষণ লাঙল কাঁধে নিয়ে জমি চষেছে। তারপর আবার একটানা মই দিয়েছে কোমর খাড়া রাখবার শক্তি থাকা পর্যন্ত। গিল চাষের কাজে সাহায্য করবার জন্যে ডেকে এনেছিলো অ্যাডামকে। একজন ক্লান্ত হয়ে পড়লে আরেকজন ঘোড়ার সাথে ঠেলেছে লাঙল। তাদের ভাগ্যবানই বলতে হবে। কারণ, এখানকার অনেক কৃষকের হালের কোনো জন্তুই ছিলো না। তাদের একা একাই লাঙল ঠেলে চষতে হয়েছে জমি।

কাজের ফাঁকে খামারের রোদেলা বারান্দায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলো অ্যাডাম হেলমার। এদিকে নদীর ধারে মওসুমের আগাম ফোটা গাঁদাফুল গাছের পাতা সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলো স্ত্রীলোকেরা। এ কয়মাসে এই প্রথমবারের মতন সব্জি রান্না করবার সুযোগ পাবে তারা। ক্ষেতের এককোণে ঘাসের ওপর শাল বিছিয়ে শুইয়ে রাখা হয়েছিলো বাচ্চাটাকে যাতে গিল নজর রাখতে পারে তারদিকে। লানার বুকের দুধ শুকিয়ে যাওয়ায় এবং একইসংগে গোরুটারও দুধ বন্ধ হওয়ায় কিছুদিন ধরে বাচ্চাকে খাওয়ানো হচ্ছিলো শুধুমাত্র মাংসের পাতলা ঝোল। এতে কেমন যেনো একটু রোগাটে হয়ে গিয়েছিলো বাচ্চা। অবশ্য মাঝেমধ্যে কিছুদুধ ধার করে এনে খেতে দেয়া হতো তাকে। গিল ভাবছিলো একেবারে কাহিল হয়ে পড়বার হাত থেকে বাচ্চাটাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে এইটুকু দুধই যথেষ্ট। কিন্তু মাঝেমধ্যেই তাকে কান্না জুড়তে দেখে বিচলিত না হয়ে পারলো না গিল। তবে আশার কথা সামনের জুনেই বিয়োবে গাইটা।

লানাকে কিন্তু মোটেও উদ্বিগ্ন দেখা গেলো না। আরেকটা সন্তান এসেছে ওর পেটে। সবাই মনে করছে আগস্টের দিকে ভূমিষ্ঠ হবে এই নতুন শিশু। কিন্তু নিতম্ব এবং উরু দুটি মোটা দেখালেও কোমরের ওপর থেকে গোটা শরীরটা শুকিয়ে যাওয়ায় কেমন যেনো বয়স্ক মনে হচ্ছিলো লানাকে। খাদ্যের ব্যাপারটা ছাড়া অন্য কোনো কিছুতেই আগ্রহ ছিলো না লানার। গিল আশা করছিলো আবার প্রচুর খাবার জুটলে লানার স্বাস্থ্যটা চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

www.pathagar.com

ডেমুথ ফিরে এসেছে দেখে খুশি হলো গিল। তার ওখানে এবার জন উইভারের একটা হিল্লা হবে বলে ভাবছিলো সে। স্ত্রী মারা গেলেও সন্ত্রাসীদের হামলায় বিধ্বস্ত বাড়িটাকে নতুন করে খাড়া করে তুলতে ব্যস্ত দেখা গেলো ডেমুথকে। বাড়ির পাথরের পাঁচিলগুলি তখনো দাঁড়িয়েছিলো কোনোমতে মাথা তুলে। বুড়ো ডাচম্যান ক্লেম কপারনলের চেয়ে বেশিকর্মঠ একটি জোয়ান ছেলে খুঁজছিলো ডেমুথ তার খামারের কাজের জন্যে। এবারকার অল্পশীতেও কাহিল হয়ে পড়েছিলো ক্লেম। বেশিদিন বুড়ো টিকে থাকবে বলে মনে হলো না। খামারের খুঁটির বেড়াটা তুলতে গিয়ে একটা রোগা-পটকা ঘোড়ার সাথে সেও মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিলো অবসাদে। লোকে বলাবলি করছিলো, তা নাহলে পিটিয়েই মেরে ফেলতো সে কংকালসার জানোয়ারটাকে।

গ্রীষ্মের পড়ন্ত বেলায় খামারবাড়ির একটা জানালার বাইরে বসে এসব কথা নিয়ে ভাবছিলো গিল। মৌমাছির গুঞ্জনের মতন ভনভন শব্দ হচ্ছিলো তার মাথার ভেতরটায়। অনেকেই তাদের মাথায়ও একইধরনের ভনভন শব্দ হওয়ার অভিযোগ করছিলো। শারীরিক দুর্বলতার দোষে কিংবা অসহ্য গরমের কারণে এটা হচ্ছে বলে তাদের কারো কারো ধারণা।

পশ্চিম সীমান্তের রেডইন্ডিয়ান এবং টোরিদের বিরুদ্ধে কন্টিনেন্টাল সেনাবাহিনীর অভিযানের গুজবটা এরমধ্যেই জোরদার হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু গিল তেমন গুরুত্ব দিলো না ব্যাপারটাকে। এপ্রিলের ছয় তারিখে অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ ভরতি ওয়াগনের বিরাট একটা বহরকে পশ্চিমের সড়ক ধরে ফোর্ট স্ট্যানউইক্সের দিকে যেতে দেখেছিলো সে। এরপরও বিষয়টি খুব একটা দাগ কাটলো না তার মনে।

সাত তারিখে ব্যাপারটা একদম ভুলেই গেলো গিল। খুব ভোরে ভোরে জমিতে বীজ লাগাতে শুরু করেছিলো সে। গোড়াতে কাজে তেমন হাত উঠলো না তার। এলোমেলোভাবে ছড়াতে থাকলো বীজ। শেষেরদিকে কাজের পুরনো অভ্যস্ত ছন্দটা ফিরে এলো তার ক্লান্ত বাহুতে। আজ সকালে বেশ স্বাভাবিক হয়ে উঠলো সে এবং বীজ ছড়ানোর গতিটাও এর ফলে দ্রুততর হলো। বেলা পড়বার আগেই কেবল চার বুশেল ছাড়া বাদবাকি সববার্লিই সে ছড়িয়েছিলো চষাজমিতে। এরমধ্যেই অনুভব করলো তার আত্মবিশ্বাসটা পুরাপুরি চাঙ্গা হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

সবুজপাতা ভরতি ঝুড়িহাতে পড়ন্ত বিকেলের বাতাস মাথায় নিয়ে ফিরে এলো স্ত্রীলোকেরা। এদের মধ্যে মিসেস ম্যাকলেনারের সাথে লানা এবং নিগ্রোমেয়ে ডেইজিকে

www.pathagar.com

হনহন করে হেঁটে আসতে দেখলো গিল। লানার মুখ একটু হাসিখুশি দেখাচ্ছিলো বলে মনে হলো তার। বাচ্চাটাকে শোয়া থেকে কাঁখে উঠিয়ে নিয়ে গিলের সামনে এসে দাঁড়ালোলানা।

'এবার বাড়ি ফিরে চলো,' বললো ও। 'ঢের হয়েছে। জমিতে আজ অনেক বীজ লাগিয়েছো তুমি।'

'বীজের ওপর দিয়ে হেঁটো না,' গিল সাবধান করে দিলো লানাকে। 'আর সামান্য কাজ বাকি রয়েছে আমার।'

জমির বীজ ছড়ানোর জায়গাটা থেকে সংগেসংগে পা বাইরে রাখলো লানা। এবং মুগ্ধচোখ তুলে দেখলো গিলের কর্মব্যস্ত হাতটির ছন্দময় ওঠানামা। থলে থেকে মুঠো ভরতি বীজ নিয়ে শূন্যের ওপর ছিটিয়ে মাটিতে ছড়িয়ে দিচ্ছিলো গিল। একটা হাল্কা চাদরের মতন মাটিতে বিছিয়ে থাকতে দেখা গেলো বার্লির দানাগুলিকে। দেখে চোখ জুড়ালো লানার। কৃষকজীবনের বুকভরা একটা বিশ্বাস এবং আশার আনন্দ ছিলো এই পরিচিত দৃশ্যটার মধ্যে।

লানা বললোঃ 'আমি ভাবছি ফক্সেস্ মিলের ওখানটায় জমিতে বোনার জন্যে কেমন করে বীজ যোগাড় করবে তারা?'

'ঠিকই একটা কিছু করবে তারা আমার মনে হয়,' বীজ ছড়াতে ছড়াতে লানার কাছে ফিরে এসে বললো গিল। 'কেমন আছে গিলি?'

'রোদটা ওর জন্যে ভালো বলে মনে হচ্ছে। পায়ের দিকে বাচ্চার আরেকটু মাংস লাগলে ঠিক হতো।'

'জো কোথায়?'

'বাড়ির বাগিচার দিকে তাকে যেতে দেখেছি। একটা কোদাল ছিলো তার হাতে। জানি না কী করছে সে?'

জো'র প্রসংগটা বাদ দিলো তারা। একটু পরেই লানা হাঁটা দিলো বাড়ির দিকে। যাওয়ার সময় বললো : 'সবুজ পাতার সাথে পুঁইডাঁটা বেটে পিঠা বানাতে যাচ্ছে ডেইজি।'

www.pathagar.com

নদীর ধারের বেড়াটার দিকে জমির শেষসারিটায় বীজ ছড়াচ্ছিলো গিল। ভন্‌ভন্ শব্দটা ফের মাথায় এসে লাগতেই ব্যাপারটা বুঝবার জন্যে কাজ থামিয়ে কান খাড়া করলো সে। একটু পরেই আবার মনোযোগ দিলো কাজে। থলেটাকে উপুড় করে ঝেড়ে নিয়ে বার্লির শেষদানাগুলি ছিটালো জমিতে। কারণ, একদানা বীজও নষ্ট করার উপায় ছিলো না তার। চৌকোণা মাঠটা গিলের চোখের সামনে পড়ে থাকলো তার পায়ের আড়াআড়ি সমান্তরাল দাগগুলি বুকে নিয়ে।

আকাশে তখনো ঝুলছিলো সূর্যের শেষরশ্মিটুকু। একঝাঁক কাক তাদের ডানায় এই নিষ্প্রভ আলোর ঝলক মেখে উড়ে যাচ্ছিলো উপত্যকার উত্তর থেকে দক্ষিণে। গিল লক্ষ্য করলো উড়ে যাওয়ার সময় কাকগুলি মাথানুইয়ে দেখছে তার বীজ-বোনা জমিটাকে। ওরা যদি তার এত কষ্টের ওট বীজগুলি ক্ষুধার জ্বালায় চুরি করে খায় তাহলে অবস্থা কী দাঁড়াবে? মনে মনে হঠাৎ প্রমাদ গুণতে শুরু করলো সে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজাসুজি মাঠে আসলো জো বোলিও। কোনোরকম ভণিতা না-করেই বললো ঃ 'শোনো, গিল। তোমার বউ বাড়ি ডেকে পাঠিয়েছে তোমায়। বলেছে বাড়ি গিয়ে যেনো বিশ্রাম নাও তুমি।'

'এখানেই দিব্যি বিশ্রাম নিচ্ছি আমি।'

'আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু কোনো মেয়েমানুষ ভাবতেই পারে না তার স্বামী বিশ্রাম নিতে পারে যদি-না সে তার কাছে থাকে এবং একান্তে দুজন কথা বলতে পারে।'

শীতে তেমন কাহিল হয়ে পড়েনি জো। আগের মতোই মাথা ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিলো সে। কপালের ভাঁজগুলিও তেমনি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো। ভাবপ্রবণতার ছাপটাও লেপ্টেছিলো মুখমন্ডলে। জিজ্ঞাসু চোখ তুলে তার দিকে তাকালো গিল।

'আমার মাথা থেকে কিছুতেই ভন্‌ভনানির শব্দটা দূর করতে পারছি না, জো।'

'কিসের ভনভনানি?' ব্যাপারটাকে মোটেও এপর্যন্ত আমল দ্যায়নি সে।

'শব্দটা তো খুবই স্পষ্ট। আমি ভেবেছি তুমি নিশ্চয় শুনে থাকবে।'

শোনার ভান করলো জো।

হঠাৎ মুখটা উঁচিয়ে ধরলো সে।

www.pathagar.com

'যীশুর দোহাই!' গম্ভীরকণ্ঠে বললো জো। 'সত্যি, শুনতে পাচ্ছি আমি।' কিছুক্ষণ কান খাড়া করে রেখে বেড়া বেয়ে ওপরে উঠলো সে। এবং মুখটা বাড়িয়ে ধরলো দক্ষিণপুবে নদীর ওদিকে। 'এটা কোনো ভন্‌ভন্‌ শব্দ নয়, গিল,' উত্তেজিতকণ্ঠে বললো জো। 'এটা ড্রামের অর্থাৎ ঢাকের শব্দ। জলপ্রপাতের ওদিক থেকে নদীর বুকছুঁয়ে আসছে এই ঢাক পেটানোর আওয়াজ। এখন আরো স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।'

গিলের মাথাটা পরিষ্কার হলো। এবার সেও স্পষ্ট শুনতে পেলো ড্রামে বাজনার ধ্বনি। খুঁটির বেড়ার মাথায় উঠে জো'র পাশে দাঁড়িয়ে চোখ মেলে ধরলো সে নদীর ওপারে।

'ওই যে আসছে তারা!' বললো জো। সড়ক ধরে তখন মার্চ করে আসছিলো নীল ইউনিফরমধারী একটি সেনাদল। চোখে দেখেও যেনো বিশ্বাস করতে পারছিলো না গিল এবং জো।

'তারা শিবির পাততে যাচ্ছে,' বললো জো। 'ফ্রেডি গেট্‌ম্যানের ভাগের পাঁচ একর জমিতে এসে ছত্রভঙ্গ হচ্ছে তারা, দ্যাখো!'

জার্মান তল্লাট আক্রমণের সময় গেটম্যানের বাড়ি এবং গোটা খামারটাই পুড়ে ছারখার করে দিয়ে গিয়েছিলো হানাদাররা। শুধু আস্তাবলের কয়েকটা পোড়া খুঁটি দাঁড়িয়েছিলো খোলা আকাশের নিচে। ওটার পাশে দাঁড়িয়ে ড্রামের বুকে অনর্গল চাটি মেরে বাজনার গম্ভীর আওয়াজ তুলছিলো বাদকের দলটা। তাদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো গিল। বাদকদের সারিটার পেছনেই বাড়ির খালি জায়গাটা। সেখানে গোল হয়ে দাঁড়ালো নীল কোটওয়ালা এককোম্পানি সৈন্য। তাদের সবার কাঁধে ছিলো মাস্কেট–বন্দুক। একজায়গায় অস্ত্র স্তূপাকার করে রাখতে শুরু করলো তারা।

'কী করতে যাচ্ছে এখন লোকগুলি?' জিজ্ঞেস করলো গিল।

'বোধকরি রান্নাবান্নার জন্যে বেড়ার সবখুঁটি খুলে আলগা করছে তারা,' জবাবে বললো জো।

প্রথম দলটাকে অনুসরণ করে এলো আরেক কোম্পানি সৈন্য। নীলকোটের তলায় সাদাফতুয়া পরা ছিলো এদের সবার গায়ে। পায়ে বাঁধা ছিলো সাদা কাপড়ের পট্টি। কিছুক্ষণ পরেই এসে পৌছলো তৃতীয় আরেকটা কোম্পানি। ধূসর রংয়ের শিকারের শার্ট ছিলো এদের গায়ে।

www.pathagar.com

সারা উপত্যকায় এখন সাড়া জাগাচ্ছিলো ড্রামের ঐকতান। এরমধ্যে লাফাতে-লাফাতে মাঠে এসে হাজির হলো অ্যাডাম। উত্তেজনায় অধীর হয়ে সে বললো : 'চলো, ওদিকে যাওয়া যাক।'

ব্যাপারটা দেখবার জন্যে জো'র মনটাও চঞ্চল হয়ে উঠেছিলো।

'চলো,' সংগেসংগেই সাড়া দিলো সে। 'তুমি যাবে না আমাদের সাথে, গিল?'

গিল জানালো বাড়ি যাওয়া দরকার তার। বাড়িটা খালি রাখা ঠিক হবে না বলে মনে করে সে। তাছাড়া শরীরটাও তার খুব ক্লান্ত।

দুই চঞ্চল বালকের মতন মনে হচ্ছিলো জংগুলে জো এবং অ্যাডামকে। 'কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে সবকিছু জানাবো আমরা তোমায়,' সামনের দিকে ছুটে যেতে যেতে একসংগে চেঁচিয়ে বললো দুজনই।

নদীর তীরে বাঁধা ছিলো একখানা নৌকা। তারা লাফিয়ে নৌকাটায় গিয়ে উঠলো। দাঁড়টানায় লেগে গেলো অ্যাডাম। জো বসলো হালের গোড়ায়। ফারের টুপিটা দোল খাচ্ছিলো তার মাথায়।

বেশ রাত করে বাড়ি ফিরলো দুজনই। খাবারের পাটটা তখন প্রায় চুকে গিয়েছিলো। কিন্তু ডেইজি দুজনার জন্যেই দুই প্লেট গরম খাবার আলাদা করে রেখে দিয়েছিলো। খেতে বসে তারা বাচ্চাছেলের মতন মেতে উঠলো তর্কে।

'সবমিলিয়ে দেড়শ সৈন্য হবে দুই কোম্পানিতে,' বললো অ্যাডাম। 'এরা চতুর্থ নিউইয়র্ক রেজিমেন্টের লোক।'

'না। এটা চতুর্থ পেনসিলভানিয়া রেজিমেন্ট। নিউইয়র্ক রেজিমেন্ট হলো পঞ্চম।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।'

'কে কাকে মাথাখারাপ বলে? তুমি ওখানে আমাদের সাথে গেলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারতে, গিল। ওয়াগনগুলি আসছিলো তাদের পেছন পেছন। তোমার মনে নেই ওরিস্কানি অভিযানের সময় ওয়াগনের জন্যে কেমন উদ্বেগ নিয়ে আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিলো? ওই লোকগুলিও ত্যক্তবিরক্ত হয়ে রাগে ফুঁসছিলো পনেরো মিনিট ধরে ওয়াগনের জন্যে অপেক্ষায় থেকে।'

'ও কিছু নয়। তোমরা জানো রাতে কী খেয়েছিলো তারা?' জো কুঁচকালো তার কুঁতকুঁতে চোখদুটি।

www.pathagar.com

'না,' বললেন মিসেস ম্যাকলেনার। 'কেমন করে জানবো হে, মাথাখারাপ নির্বোধ?'

'ঠিক ছারপোকার মতন স্বভাব তার,' বললো অ্যাডাম। 'রক্তের গন্ধ শুঁকে নড়াচড়া করে সে। তাদের কাছে ছিলো শুয়োরের টাটকা মাংস। হ্যাঁ, মিসেস ম্যাকলেনার। খাঁটি টাটকা মাংস। আমি কিছু খেয়ে দেখেছি। এবং আরো ছিলো নরোম তুলতুলে সাদারুটি। প্রভু! দেশটা দিন-দিন ভোজনবিলাসী হয়ে উঠতে শুরু করছে দেখছি। কারণ, সেনাবাহিনী আজকাল দিব্যি নরোম রুটি খাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।'

'তুমি একটা বিরাট লালচুলো ছারপোকা পক্ষি,' জবাবে বললো জো বোলিও। 'যে-কোনো লোকই তোমাকে একবার দেখলে এধারণাই করবে। জানেন মিসেস ম্যাকলেনার, মাম, কী ছিলো ওই সৈন্যদের কাছে? স্রেফ সাদা চিনি। তা-ও চায়ের জন্যে।' ঠোঁট চাটলো জো। 'তারা আমায় খাওয়ার জন্যে কিছু চা দিতে চাইলে সংগে সংগে রাজি হয়ে গেলাম আমি। তারা জানতে চাইলো, কতোটা চিনি লাগবে চায়ে? আমি বললাম, একচামচ চায়ে আড়াই ইঞ্চি পরিমাণ হলেই চলবে। এবং ব্যাটাচ্ছেলে তক্ষুণি তা দিয়ে দিলো আমায়। শার্টের পকেটে করে ওটা বাড়ি বয়ে এনেছি আমি।' একটা ঢোক গিলে পকেটের ভেতর থেকে কাপটা বের করে মিসেস ম্যাকলেনারের হাতে দিলো সে।

মিসেস ম্যাকলেনার সশব্দে শ্বাস টানতে শুরু করলেন। সাংঘাতিক হাঁচি পাচ্ছিলো তাঁর। বার-দুয়েক চেষ্টা করলেন কথা বলতে। শেষে কোনোরকমে নাক তুলে বললেন, 'ধন্যবাদ তোমায়, জো। এই চায়েই আমাদের চলবে। তবে এটা পানিতে ফুটিয়ে নেয়া দরকার। ডেইজি, কিছু পানি সেদ্ধ করে নাও।'

'হ্যাঁ মাম, এখনই করছি। পানি চুলায় চড়ানো আছে।'

টেবিলে কাপগুলি সাজিয়ে কেতলি থেকে পানি ঢাললো ডেইজি। মিসেস ম্যাকলেনার সযত্নে প্রতিকাপে দু-চামচ করে চিনি দিলেন। খুশির চোটে কেউ কথা বলতে পারছিলো না। মিসেস ম্যাকলেনার কখন চায়ে চুমুক দেবেন তার জন্যে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলো সবাই। তাঁকে কাপটা ঠোঁটে ছোঁয়াতে দেখবার সংগে সংগেই যার-যার কাপ তুলে চুমুক দিতে শুরু করলো তারা।

'সত্যি এটা চমৎকার সুস্বাদু,' বললেন মিসেস ম্যাকলেনার। 'এবং আমাদের জন্যে আনন্দের ব্যাপারও বটে।'

www.pathagar.com

হঠাৎ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো লানা।

'আমি দেখছি গিলি এটা পসন্দ করবে কিনা,' বলেই বাচ্চাকে পাশের ঘর থেকে নিয়ে এসে নিজের কোলের ওপর বসালো ও। বোকার মতন গিলি মাথা নাড়লো এবং ঘুমন্ত চোখদুটি রগড়াতে লাগলো হাতের চেটো দিয়ে। কাপ থেকে একচামচ চা তুলে নিয়ে, ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করবার পর লানা যখন চামচটা বাচ্চার ঠোঁটের ফাঁকে গলিয়ে দিলো সবাই তখন শ্বাস বন্ধ করে রাখছিলো। গিলি আস্তে মুখটা বাঁকিয়ে শরীরটাকে শক্ত করে একমুহূর্ত চুপ করে থেকে হঠাৎ কান্না জুড়লো। তাকে চা প্রত্যাখ্যান করতে দেখে হতাশ হলো তারা।

লানা কাঁচুমাচুমুখে বললো ঃ 'এর আগে কখনো চিনি চাখেনি বাচ্চা।'

'বাজে বকো না,' চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস ম্যাকলেনার। 'আরো খেতে চাইছে বাচ্চা।'

লানা ফের চামচভরতি চা নিয়ে উঁচু করে তুলে ধরতেই সংগেসংগে ঠোঁট ফাঁক করলো গিলি।

'দেখলে তো।' চেঁচালেন মিসেস ম্যাকলেনার। 'আমি বলিনি তোমায়?'

সবাই ডগমগ হলো খুশিতে।

কিছুক্ষণ পর প্রসংগ পাল্টালো তারা।

'তোমরা খবর নিয়েছো কোথায় যাচ্ছে সেনাবাহিনী?'

'স্ট্যানউইক্স,' একসাথে বললো জো এবং অ্যাডাম।

'শুধু সেখানে? দুশ সৈন্য তো আগে থেকেই মোতায়েন আছে ও–জায়গায়।'

'তাদের কাছ থেকে যা শুনেছি তাই বললাম।'

'আমার ধারণা ওস্‌উইগো দুর্গের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে তারা,' বললো জো।

'একটা দুর্গের বিরুদ্ধে সীমান্তরক্ষীদের কেনো তারা শুধু–শুধু পাঠাতে যাবে?' অ্যাডামের কণ্ঠে উষ্মা।

গিল বললো ঃ 'তোমরা কী মনে করো ওননডাগা রেডইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে অভিযানে যাচ্ছে তারা?'

'প্রভুর দোহাই! কী বলছো তুমি?' বললো জো।

www.pathagar.com

তাদের সবার মনে পড়লো মিলমালিক এলিসের কথা। ইরোকুই রেডইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর অভিযানে যাওয়ার ইংগিত দিয়েছিলো এলিস।

'আমি বাজি ধরে বলতে পারি তাদের পথপ্রদর্শনের দরকার হবে,' অ্যাডাম বললো। তার চোখাচোখি হলো জো।

'একটা সেনাবাহিনীর সাথে পথপ্রদর্শক হয়ে গিয়ে কিছু রেডইন্ডিয়ানকে খতম করার মধ্যে সত্যি রোমাঞ্চ আছে,' শান্তকণ্ঠে বললো জো। 'তাদের বিরুদ্ধে একটা ধ্বংসাত্মক ব্যবস্থা নেয়ার কথা সবসময় আমি চিন্তা করে এসেছি।'

গিলের পানে চাইলো জো। 'তারা ডাকলে তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে তো?'

মাথা নাড়লো গিল। অ্যাডাম বললো ঃ 'তুমি নিশ্চয় তোমার বীজ বোনার কাজ শেষ করেছো, কী বলো? এবার চলো আমাদের সাথে।'

'জংগলের আশেপাশে এরকম বিরাট একটা সেনাবাহিনী টহল দিয়ে বেড়ালে মেয়েদের নিরাপত্তার কোনো অভাব ঘটবার কথা নয়। তুমি এই সৈন্যদের একনজর দেখলেই এ–ব্যাপারে নিশ্চিত হবে। ম্যাসাচুসেটস ব্রিগেডের জোয়ানদের মতন মোটেও নয় এরা,' বললো জো।

'আমাদের তো তারা ডাকেনি,' গিল বললো।

'যতোসব ইয়ে,' বললো জো। তার মুখে সংকোচের ছাপ। সে অন্যকিছু একটা বলবার কথা ভাবছিলো।

'তুমি এসো আমার সাথে। মেয়েরা আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে কী করবে তারা সেরকম একটা ব্যবস্থা আমি ঠিক করে রেখেছি। এটা হলো লুকিয়ে থাকবার গর্ত। তিনদিন ধরে এর ওপর কাজ করছি আমি।'

'সত্যি?' মিসেস ম্যাকলেনারের কণ্ঠে কৌতূহল। 'জিনিসটা কী, বলো তো?'

'বাইরে আসুন,' জো বললো। 'না, এখন অন্ধকার ওখানে। আগামীকাল আমি দেখাবো আপনাকে।'

'ওটা আসলে কী, গিল?' আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো লানা।

অ্যাডাম মিষ্টিগলায় বললো ঃ 'ওটা বাজনার তাল, লানা।'

www.pathagar.com

সেনাবাহিনীর ড্রামগুলি মৃদুলয়ে বেজে উঠতেই তারা সবাই বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। উপত্যকার বুকছুঁয়ে শব্দটা ভেসে আসছিলো তাদের দিকে। বাইরে তখন পিচকালো অন্ধকার। কিন্তু শিবিরের অগ্নিকুণ্ডের আন্দোলিত শিখার আলোয় মনে হচ্ছিলো খুব কাছেই আছে ড্রামবাদকরা।

কুয়াশাসিক্ত রাতের ঠাণ্ডার মধ্যে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারা দৃষ্টি তুলে ধরে রাখলো সেনা শিবিরটার দিকে। ক্ষুদে ছায়ামূর্তির মতন তাদের চোখে ভাসছিলো রক্ষীদের চেহারা। এমনকি গাদা দিয়ে রাখা রাইফেলগুলিও দেখতে পাচ্ছিলো তারা।

'দীর্ঘক্ষণ ধরে ভেসে আসছে বাজনার শব্দটা,' বললো জো।

এদিকে বাড়ির ভেতর থেকে শোনা গেলো চিনেমাটির কাপের সাথে রূপার পেয়ালার ঘষা–লাগার ঝনঝন শব্দ। নিগ্রোমেয়ে ডেইজি কাপগুলি উপুড় করে চাখছিলো চিনির তলানির স্বাদ। মৌমাছির মতন নরোমকণ্ঠে গুনগুন করছিলো ও।

৩
স্ট্যানউইক্স দুর্গে

সূর্য ওঠার আধঘন্টা পরে দৌড়াতে দৌড়াতে ম্যাকলেনারদের বাড়ির আঙিনায় এসে ঢুকলো জন উইভার। কর্নেল বেলিঞ্জারের কাছ থেকে গিলের জন্যে একখানা চিঠি বয়ে এনেছিলো সে। চিঠিতে গিল, অ্যাডাম এবং জোকে অবিলম্বে ডেটন দুর্গে হাজির হবার জন্যে লিখেছে বেলিঞ্জার। গিল যখন চিঠিখানা পড়ছিলো নদীর ওপার থেকে ভেসে আসা ড্রামের একটানা বাজনার শব্দে তখন চাপা পড়লো রবিন পাখিদের কলকাকলি। বাড়ির বাইরে ছুটে গেলো গিল। অ্যাডাম এবং জোকে একজায়গায় পেলো সে। তারা দুজনই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সেনাছাউনির দিকে তাকিয়েছিলো। অগ্নিকুণ্ডের চারধার থেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে সৈন্যদের কম্বল ভাঁজ করতে দেখলো তারা।

'এটাই হলো জেনারেল,' বললো জো। 'আমি আগেই এর কথা শুনেছি।' বিরক্তির স্বরে অ্যাডামের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলো সে। 'তাই বলে জেনারেল ওয়াশিংটন নয় হে, আহম্মক। এর আসল মানেটা হলো সেনাবাহিনী অভিযানে বেরুচ্ছে।'

www.pathagar.com

গিল তাদের হাতে দিলো ডেমুথের নির্দেশপত্র। এবং তিনজনই তারা একসাথে বাড়ির ভেতর গেলো তাদের রাইফেল আনতে।

দোরগোড়ায় তিনজনের সাথেই দেখা হলো লানার।

'গিল।' একরাশ উদ্বেগ লানার স্বরে।

'শুধু শুধু কেন ঘাবড়াচ্ছো,' বললো গিল।

'কোথায় যাচ্ছো তুমি?'

'বেলিঙ্গার আমাদের দেখা করতে বলেছেন। ব্যাস, আর কিছু না।'

'আমি জানি তোমরা সেনাবাহিনীর সাথে যাচ্ছো,' লানার কণ্ঠে অনুযোগ।

অ্যাডাম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললো ঃ 'আচ্ছা, শোনো লানা। আমি আর জো সাথে থাকতে কোনো ক্ষতিই হবে না গিলের।'

লানার মুখখানা ছাইয়ের মতন সাদা এবং কঠিন দেখাচ্ছিলো। দুপাশে ঝুলে পড়ছিলো ওর হাতদুটি। মিসেস ম্যাকলেনারের দিকে তাকিয়ে গিল বললো ঃ 'আমাদের যদি অভিযানে যেতেই হয় আমি জন উইভারকে পাঠিয়ে দেবো এখানে। দুর্গে সরে যাওয়ার দরকার হবে কিনা আপনারা জনের কাছ থেকে তা জানতে পারবেন।'

মিসেস ম্যাকলেনার তাঁর সাদাচুল ভরতি মাথাটা নাড়লেন।

নিজের গালে চাটি মারলো জো। 'প্রভু, মাম। ব্যাপারটা আমি একদম ভুলেই গেছি।'

'কোন্ ব্যাপারটা, জো?'

'ওই যে লুকানোর গর্তটা যেটা আমি বানিয়ে রেখেছি। মাত্র একমিনিট লাগবে ওটা আপনাদের দেখাতে। আসুন আমার সাথে।'

ভোরবেলার রোদের মাঝখান দিয়ে সবাইকে সে দ্রুতপায়ে হাঁটিয়ে নিয়ে গেলো সুমাক লতার ঝোপটার কাছে। 'আপনারা এদিকে আসতে চাইলে পথের চিহ্নটার দিকে খেয়াল রাখবেন।'

পাহাড়ের ঢাল থেকে একশ গজ দূরে একটা জায়গায় গিয়ে থামলো সে।

'ওখানে গর্তটা,' বিগলিত হয়ে বললো জো।

একটা উপড়েপড়া গাছের দিকে ইংগিত করলো সে। গাছের শিকড়গুলি মাটির বিরাট একটা চাঙড় আলগা করে ফাঁক সৃষ্টি করেছিলো জায়গাটায়।

www.pathagar.com

'আমি তো কিছুই দেখছি না,' বললেন বিধবা।

মুচকে হাসলো জো। 'তাই বুঝি। আপনি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। ? আচ্ছা, এদিকে আসুন।'

দুই মহিলাকে সে গাছের গুঁড়ির চারপাশের শেকড়গুলির কাছে নিয়ে গিয়ে হাত তুলে একটা জায়গা দেখালো। ছোটো একটি গর্ত দেখা যাচ্ছিলো মাটিতে। 'ওখানটায় পা রাখবেন না যেনো,' দুজনকেই সাবধান করে দিলো সে। 'ময়লা আবর্জনা চাপা দিয়ে ওখানে খুঁটি পুঁতে রাখা হয়েছে শুধু। স্ত্রীলোকদের লুকিয়ে থাকবার জন্যে ভেতরে আছে একটি কামরা। আপনারা সোজা নিচে নেমে যেতে পারবেন। আমি জায়গাটা সমান করে রেখেছি।'

মিসেস ম্যাকলেনার বললেন ঃ 'অনেক ধন্যবাদ তোমায় ,জো।'

জো বললো ঃ 'এখানে আসবার পথটার কথা আপনাদের মনে রাখতে হবে। এটা মাথায় থাকলে রাতের বেলাতেও আপনারা এখানে এসে লুকাতে পারবেন। তবে আমার মনে হয় না গর্তটা মোটেও ব্যবহার করতে হবে আপনাদের।

'আমিও মনে করি না।'

'অবশ্য সবব্যাপারে আগে থেকেই প্রস্তুত থাকা ভালো।'

অ্যাডাম এবং গিলের খোঁজে পাহাড়ের নিচে গেলো জো। সেখানে সে তাদের যাত্রার জন্যে তৈরি হয়ে থাকতে দেখলো। ঘোড়ার পিঠে চেপে অপেক্ষা করছিলো জন উইভার। মিসেস ম্যাকলেনারের পিছু-পিছু এলো লানা। ওকে তখনো মড়ার মতন নিথর দেখাচ্ছিলো। রাস্তা ধরে এগিয়ে চললো পুরুষদের ক্ষুদেদলটা। তারা মহিলাদের দিকে ফিরে হাত নাড়লো। মিসেস ম্যাকলেনারও হাত নেড়ে বিদায় জানালো তাদের। এরপর হাত তুললো লানা। ভোরের ঝলমলে রোদে ওর হাত-দুখানিকে কেমন শীর্ণ এবং সাদাটে মনে হচ্ছিলো।

কাঁদতে শুরু করলো ও।

'বাচ্চাকেই হয়তো বিদায় জানিয়ে থাকবে গিল,' বলেই ডুকরে উঠলো লানা। ওর কাঁধে হাত রাখলেন মিসেস ম্যাকলেনার।

'তোমার ধারণা ঠিক নয়, লানা। তোমার অমতে যুদ্ধে যাওয়ার মোটেও আর ইচ্ছা ছিলো না গিলের। তার জন্যেই ওরকম করেছে সে।'

www.pathagar.com

সৈন্যদের জমায়েত হওয়ার সংকেত দেয়ার জন্যে নদীর ওপারে একটানা বেজে চলছিলো ড্রাম। পরমুহূর্তেই খুঁটির বেড়া বরাবর সেনাবাহিনীটাকে দেখা গেলো জড়ো হতে। আর একমুহূর্ত পরে ড্রামে বেজে উঠলো 'মার্চ'ধ্বনি। সংগে সংগে গোটা বাহিনীটাকে এক অখন্ডশরীরের মতন শ্রেণীবদ্ধ হয়ে সড়কে উঠে এগিয়ে চলতে দেখলো দুই মহিলা। লাইনটার মাঝখানে ছিলো একটি পতাকা। গত রাতে ওটা তাদের চোখে পড়েনি। ডোরাকাটা চিহ্নগুলির মাঝখানে বৃত্তাকার নক্ষত্রখচিত এই ঝকঝকে উজ্জ্বল পতাকা এর আগে কখনো দ্যাখেনি তারা। এটা দেখামাত্রই আবেগে কাঁদতে ইচ্ছা করছিলো দুজনেরই।

জানা গেলো কর্নেল ভ্যান শায়িক সেনাবাহিনীর জন্যে তিনজন পথপ্রদর্শক চেয়ে পাঠিয়েছে বেলিঙ্গারের কাছে।

'আমি জানি না কেনো সে তার সুপরিচিত ওনিডা রেডইন্ডিয়ানদের স্কাউট হিসাবে নিতে চাইলো না। ওদের কিন্তু স্কাউট হওয়ার আগ্রহ ছিলো খুব বেশি। এ ব্যাপারে সে তিনজন শ্বেতাংগ চেয়ে পাঠিয়েছে আমার কাছে। আমি তখন ভাবলাম তোমাদের কথা। তার কাছে শুনেছি এ উপলক্ষে বড়জোর মাত্র হপ্তা-তিনেক থাকতে হবে তোমাদের বাইরে।'

'কোথায় আমাদের যেতে হবে তাকে নিয়ে?' জানতে চাইলো জো।

'আমি তা জানি না,' বললো বেলিঙ্গার। 'তোমাদের কিন্তু এখুনি রওয়ানা হয়ে যাওয়া উচিত। মার্টিন, তোমাদের বাড়ির মহিলারা এখানে আসুক এরকম কোনো পরিকল্পনার কথা কি তুমি চিন্তা করে দেখেছো?'

'আমার তো মনে হয় ভালোই হতো তাহলে।'

'এর প্রয়োজন নাও হতে পারে। আমি জন ছেলেটাকে তোমাদের ওখানে থাকতে দিচ্ছি। তাছাড়া আমি নিজেও তাদের দিকে নজর রাখবো।' কথার মাঝখানে থামলো বেলিঙ্গার। 'শোনো, পশ্চিমের অরণ্যটা দেখবে ভ্যান শায়িক। আর দক্ষিণেরটা দেখার দায়িত্ব আমার। এদিকে ওনিডারা সব এখন বাইরে। যে-বড়ো ধরনের সেনাবাহিনী আসছে তাতে আমার মনে হয় না বিপদের কোনো আশংকা আছে।'

www.pathagar.com

একে একে তিনজনের সাথেই করমর্দন করলো বেলিঞ্জার। 'তোমরা এবার রওয়ানা দাও,' বললো কর্নেল।

সেদিনই সূর্যাস্তের ঠিক আগে নদীর বাঁক পেরিয়ে তারা তিনজন এসে পৌছলো ফোর্ট স্ট্যানউইক্সে। তারা দুর্গের কাছাকাছি আসতেই একটা ছোটো সুইভেল কামান গর্জে উঠলো। ফটকের ওপর খুঁটির মাথায় তখন পত্‌পত্‌ করে উড়ছিলো সিল্কের কাপড়ের একটি মনোরম আমেরিকান পতাকা। কিন্তু গিলের মনে এতে কোনোরকম আবেগ সৃষ্টি হলো না। তার স্মৃতিতে তখন ভাসছিলো বছর–দুই আগের দেখা সেই পতাকাটির ছবি যার ডোরাগুলি ছিলো এবড়োথেবড়ো এবং বৃত্তের মাঝখানের তারকাপুঞ্জের চেহারাটাও মসৃণ ছিলো না। কিন্তু তাসত্ত্বেও তার মধ্যে ছিলো এমন এক নাড়িছেঁড়া আবেগ অন্য কোনো কিছুর সাথে যার তুলনা চলে না।

দুর্গের ফটকের সামনে এসে প্রহরীর কাছে নিজেদের নাম ঘোষণা করলো গিল, জো এবং অ্যাডাম। বললো পথপ্রদর্শক স্কাউট হিসেবে কাজ করবার জন্যে কর্নেল বেলিঞ্জার তাদের পাঠিয়েছেন। সংগেসংগে ফটক খুলে সোজাসুজি তাদের নিয়ে যাওয়া হলো অফিসারদের মেসে। সেখানে কর্নেল গুজ ভ্যান শায়িক আর তার সহকারী কমান্ডিং অফিসার মেজর কোকরানের সাথে দেখা হলো তাদের। মেজরের গায়ে ছিলো ফিটফাট সামরিক পোশাক। কিন্তু কর্নেলকে কেমন অগোছালো দেখাচ্ছিলো। তার মাথার আধা–পাকা ধূসর চুলগুলি ছিলো উসকোখুসকো। শার্টের কলারটা ঝুলছিলো ঘাড়ের ওপর। কিন্তু ক্ষুদে চোখ দুটির চাহনি দেখে মনে হচ্ছিলো খুব হিসাবি লোক সে। বেলিঞ্জারের চিঠিখানা হাতে নিয়ে তিন ইডের ওপরই নজর বুলিয়ে নিলো কর্নেল।

'আমি কোনো প্রশ্ন শুনতে চাই না', রুক্ষকণ্ঠে বললো কর্নেল। 'তোমরা তিনজনই এখানে নন–কমিশন্ড অফিসারদের সাথে থাকবে। তাদের সাথে খাবে। এখন আসল কথায় আসা যাক। তোমাদের মধ্যে কার জানা আছে ওনিডা হ্রদের পশ্চিমের জংগলের ভেদবৃত্তান্ত?' নির্ভুলভাবেই তার তীক্ষ্ণচোখ খুঁজে বের করলো জোকে। মাথা নাড়লো জো।

'হ্যাঁ,' বললো সে। 'আমার চেনা আছে ওদিকের ঝোপজংগল।'

' আর তোমরা দুজন?'

www.pathagar.com

তাদের হয়ে জবাব দিলো জো। বললোঃ 'গিল বুনোজন্তু হতে পারেনি এখনো। তবে ওই যুবক ছোঁড়াটার কথা বলতে পারি। আমার কাছ থেকে পথঘাটের ঠিকানা জেনে নিলে হারিয়ে যাবে না সে অরণ্যে।'

অ্যাডাম মুখ খুলতে যাচ্ছিলো তর্জনগর্জন করবার জন্যে। কিন্তু সময়মতন কর্নেলের চোখাচোখি হলো সে। কর্নেলের দৃষ্টিতে এমন একটা কিছু ছিলো যার জন্যে শান্ত থাকতে হলো তাকে।

কর্নেল বললোঃ 'এই ধাড়ি ষাঁড়, এখানে যদি মারামারি শুরু করতে চাও তাহলে আমি বাধ্য হবো তোমাকে দুর্গের সামনে নিয়ে গিয়ে চাবকাতে। তোমার মতন একটা ক্ষ্যাপাটে গোঁয়ার চেঁচামেচি করে আমাকে বিরক্ত করবে তা কিছুতেই আমি বরদাস্ত করবো না। ব্যাপারটা কেমন জানতে চাইলে আগামীকাল সকালে প্যারেডে যেতে পারো। সেখানে গেলে দেখতে পাবে চাবুক খাওয়া লোকের হাল।'

জো'র দিকে ফিরে তাকালো কর্নেল। 'এই যে, শোনো। কী নাম তোমার? বোলিও। অভিযানে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে থাকতে হবে তোমার। প্রথম সেনাদলটার রওয়ানা দেয়ার একঘন্টা আগে আমার কাছে হাজির হবে তুমি। আমি তোমায় বলবো কোথায় আমাদের যেতে হবে। এরপর তোমার কাজ হবে পথ বেছে নেয়া। অবশ্য আমার ধারণা ওদিকে যাওয়ার একটাই মাত্র পথ আছে।'

'ঠিক বলছেন।' জো'র চোখ ছিলো জানালার বাইরে। 'উড্ ক্রিক হয়ে প্রথমে পার হতে হবে হ্রদ,' বললো সে। 'দক্ষিণপশ্চিম তীরে নেমে হ্রদের বাহুটা হেঁটে পার হয়ে ওননডাগা হ্রদের দিকে যাত্রা করতে হবে। হ্রদের বাহুর ওখানে চারফুটের বেশি হবে না পানি। সুতরাং, সহজেই ওটা হেঁটে পার হওয়া যাবে। এরপর ওননডাগা ক্রিক হয়ে সামনে এগিয়ে গেলেই যাওয়া যাবে ওদের প্রথম শহরটায়। যীশু, কী বলবো আপনাকে কর্নেল। একসময় জায়গাটার আশেপাশে কতো যে হেঁটেখেলে বেড়িয়েছি আমি। তখন ছিলো আমার কিশোর বয়েস। ওখানেই তো যেতে হচ্ছে আপনাদের।'

মেজরের আইরিশ মুখে ফুটে উঠছিলো গভীর এক কৌতূহল। কিন্তু কর্নেল অমন সহজভাবে নেয়নি জোকে। এবং তার কথায় তেমন আগ্রহবোধ করেনি।

'কেমন করে তুমি বুঝলে আমরা ওদিকেই যাচ্ছি?' রূঢ়কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো কর্নেল।

www.pathagar.com

'কেন ওকথা বলছেন?' নিরীহের মতো বললো জো। 'একেবারে মোটাবুদ্ধির লোক হলে নিশ্চয় আমাকে এখানে পাঠানো হতো না, সাহেব।'

'তুমি কি অন্য কারো কাছ থেকে খবরটা জেনেছো?'

'না। এদিকে আসবার সময় এটা অনুমান করেছি আমরা।'

নাক দিয়ে ঘোঁতঘোঁত শব্দ করলো কর্নেল। 'মুখ বন্ধ রাখবে তোমাদের, হ্যাঁ। আচ্ছা তুমি কি ঠিক জানো হ্রদের ওই বাহুটা হেঁটে পার হতে পারবো আমরা?'

'কাপড়চোপড় ভেজাতে কষ্টবোধ না করলে অবশ্যই পারবেন।'

চোখ পাকিয়ে জো'র দিকে তাকালো কর্নেল। শেষে স্বর নিচু করে ঠান্ডাগলায় বললোঃ 'ব্যস্, এ পর্যন্তই। যদি তোমরা কিছু খেতে চাও, জলদি করো।'

প্যারেড ময়দানে এসে তারা দেখলো গ্যারিসনের লোকজন সারবেঁধে ঢুকছে মেসে। তিনটি জোয়ান সন্দেহের দৃষ্টিতে অনুসরণ করছিলো তাদের। এরা পুরোপুরি প্রকৃতিস্থ ছিলো বলে মনে হলো না। অভ্যাসের জোরেই শুধু পায়ের তাল কোনোরকমে ঠিক রাখতে পারছিলো। অফিসার্স মেসের ছায়া ডিঙিয়ে একজন করপোরাল এগিয়ে এলো এবং গিলের বাহুতে হাত রেখে বললোঃ 'তোমরা তিনজন নিশ্চয়ই টহলদার পথ-প্রদর্শক?'

তিনজনই তারা হাঁসূচক জবাব দিলো।

'আমার নাম জ্যাক হ্যারিস,' বললো করপোরালটি। 'আমাদের সাথে খাবে তোমরা।' লোকটা তাদের নিয়ে গেলো মেসের একটি টেবিলের কাছে। সার্জেন্ট এবং করপোরালরা একসাথে বসে খানা খাচ্ছিলো ওই টেবিলটায়। কাঠের একগাদা বাটির সামনে বসলো তারা। বাটিগুলিতে ছিলো ওল কপি দিয়ে রান্না করা অল্পসেদ্ধ গোরুর গোশ্‌ত, চা এবং চিনি। এছাড়া ছিলো সাদারুটি এবং একখণ্ড পনির। তিনজনই খাচ্ছিলো গোগ্রাসে। তাদের হাল দেখে কৌতূহল বোধ করলো সৈন্যরা।

'কী ব্যাপার, সারাদিন বুঝি কিছু খাওনি তোমরা?'

অ্যাডাম উত্তরে বললোঃ 'গত সেপ্টেম্বর থেকেই এরকম সুখাদ্য আমাদের পেটে পড়েনি, বাপু। বুড়ো কি সবসময় তোমাদের এরকম খেতে দ্যায়?'

'রসদের ব্যাপারে তার নজর বড়ো এটা স্বীকার করতেই হবে। তবে নিয়ম শৃংখলার ব্যাপারে বেশ কড়া লোকটা। গত বছরের শেষদিকে ওই ডাচম্যান স্টিওবেন আসবার

www.pathagar.com

পর থেকে বুড়ো গুজ্ সতর্ক দৃষ্টি রাখতে শুরু করেছে সৈন্যদের শৃংখলার দিকে। তবে কোনো কোনো সময় তাকে বেশ দিলদরাজ দেখা যায়। তখন তার আচরণটা ভারি চমৎকার বলে মনে হয়।'

'কিন্তু তাকে দেখে আমার মনে হয়েছে যেকোনো ছুতায় নেকড়ের মতোই চমৎকার আচরণের পরিচয় দিতে পারে সে।' মন্তব্য করলো অ্যাডাম।

সংগেসংগে টেবিলটা ফেটে পড়লো হাসির হররায়। কথাটা তড়িতগতিতে মেসের গোটা হলরুমটায় ছড়িয়ে পড়লো এবং সৈন্যদের সবাইকে কাতুকুতুর মতন যোগ দিতে দেখা গেলো হাসিতে। কিন্তু করপোরাল হ্যারিস ঠোঁটের কোণে শুকনো হাসি নিয়ে বললোঃ 'আমার মনে হয় আমাকে দেখতে হবে কেনো বুড়ো চাবুক মারার সাজার সময় তোমাকে উপস্থিত থাকতে বলেছে, মিস্টার।'

সূর্য ওঠার একঘন্টা পরে প্রাতঃরাশের ঠিক আগে আগে শুরু হলো চাবুক মারার সাজার ব্যাপারটা। কর্নেলের ধারণা খালি পেটে চাবুক খেলে মনের ওপর তার প্রভাবটা বেশি পড়ে। বেয়াড়া সৈন্যদের সাজা দেয়ার অনেক তত্ত্বের মধ্যে এটি হলো কর্নেলের আরেকটি তত্ত্ব।

ভোরবেলা ধাক্কাধাক্কি করে তিনজনকেই ঘুম থেকে ওঠালো করপোরাল হ্যারিস। এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তাদের হাজির হতে বললো প্যারেডে। কাপড়চোপড় গায়ে চড়াবার আগেই তাদের কানে এলো ড্রামের আওয়াজ। সমাবেশে যাওয়ার সংকেত বাজছিলো ড্রামগুলিতে। এপ্রিলের স্নিগ্ধ সোনালি রোদ মাথায় নিয়ে যখন তারা ময়দানের দিকে পা বাড়ালো, গার্ডহাউস থেকে শোনা গেলো একটা ড্রামের একক বাজনার ধ্বনি।

করপোরাল হ্যারিস তার নিজের কোম্পানির সারিটার সামনে একটা জায়গায় এনে দাঁড় করিয়ে দিলো তাদের। গোটা গ্যারিসনটাই সারবেঁধে দাঁড়িয়েছিলো চৌকোণো খোলা মাঠটায়। ফুটখানেক মোটা একটি খুঁটি পুঁতে রাখা হয়েছিলো মাঠের মাঝখানে। খুঁটির লম্বা ছায়াটা স্পর্শ করছিলো গার্ডহাউসের সীমানা। এই ছায়া বরাবর অপরাধী সৈন্যটির মাঠে প্রবেশের সংকেত ঘোষণা করলো ড্রামটির বাজনা। লোকটার দুপাশে ছিলো দুজন সার্জেন্ট। মাথা থেকে কোমরপর্যন্ত সারাশরীর খালি ছিলো তার। ডানে বাঁয়ে কোনোদিকেই তাকাচ্ছিলো না সে। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো শুধু খুঁটিটির পানে।

www.pathagar.com

আনমনা একটা ভাব নিয়ে ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিলো জো বোলিও। অ্যাডাম সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। দুইবাহু সাপ্টে ধরে অপরাধীকে খুঁটির কাছে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়ার সময় সৈন্যদের মুখ থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিলো সমস্ত ভাবাবেগ। একটি চিকন দড়ির দুটি ফাঁস দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হলো অপরাধীর হাতের দুইকব্জি। এরপর দড়িটাকে টেনে আটকে দেয়া হলো খুঁটির মাথার হুড়কার সাথে। দড়ির টানে লোকটার বাহুদুটি মাথার ওপর উঠলো, টানটান হলো তার কাঁধের হাড় এবং পায়ের আঙুলগুলি খাড়া হয়ে ঝুলে থাকলো মাটির সামান্য ওপরে।

একটু পরেই পেছনে সরে গেলো দুই সার্জেন্ট। সৈন্যদের সারির মাঝখান থেকে এগিয়ে এলো গ্যারিসনের সার্জেন্ট মেজর। এই সময় ড্রামগুলিতে বেজে উঠলো একটা সংক্ষিপ্ত বাজনার তাল। সংগে সংগে একখণ্ড কাগজ বের করে পড়ে শোনাতে লাগলো সার্জেন্ট জেনারেলঃ

'ক্যাপ্টেন ভ্যারিক্সের কোম্পানির সাধারণ সৈনিক হিউ ডিয়োকে হাজির করা হয়েছিলো সামরিক আদালতে। একটি শার্ট চুরির জন্যে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে সে। চামড়ার চাবুক দিয়ে তাকে পঞ্চাশ ঘা মারার দণ্ড ঘোষণা করেছেন আদালত। আজ ১৭৭৯ সালের ৯ই এপ্রিল। কর্নেল গুজ শায়িকের নির্দেশে প্যারেডে দাঁড়ানো গোটা গ্যারিসনের সামনে আজ এই দণ্ড কার্যকর করা হচ্ছে।'

এরপর পেছনের দিকটা পড়বার জন্যে কাগজখানা ওল্টালো সার্জেন্ট জেনারেল। এবং হাঁক ছেড়ে ডাকলোঃ 'ক্যাপ্টেন ওয়ানডেলের কোম্পানি।'

'সবাই হাজির,' সংগে সংগে জবাব এলো সারি থেকে।

'ক্যাপ্টেন গ্রেগের কোম্পানি।'

'হাজির।'

এভাবে পর পর কোম্পানিগুলির নাম ডাকা হলো এবং সংগে সংগেই পাওয়া গেলোউত্তর।

নাম ডাকা শেষ হলে খুঁটির বাঁদিকে এগিয়ে এলো ক্যাপ্টেন ভ্যারিক্সের কোম্পানির সার্জেন্ট মেজর। লোকটা তার বাহুতে ঝোলানো ছয়ফুট লম্বা একখানা চাবুকের বাঁধন খুলতে শুরু করলো। বাঁধনটার মধ্যে একটা নিঃসাড় সাপের মতন যেনো কুণ্ডলি

www.pathagar.com

পাকিয়েছিলো চাবুকটি। মাটিতে জোরে আছাড় দিয়ে ফেলতেই ওটা ভাঁজ খুলে লম্বা হয়ে পড়লো।

ড্রামগুলি আবার বেজে উঠলো।

'সার্জেন্ট, তোমার কর্তব্য পালন করো।'

অ্যাডাম তাকিয়ে দেখলো সেনাসারির মাথার দিকে খোলা জায়গাটায় অফিসারদের মাঝখানে গম্ভীরমুখে দাঁড়িয়ে আছে কর্নেল ভ্যান শায়িক। ওই পথ দিয়েই বন্দীকে আনা হয়েছিলো প্যারেড ময়দানে।

চাবুকটা সামনের দিকে লাফিয়ে সপাং করে পড়লো অপরাধী সৈনিকটির শরীরের একপাশে। দ্বিতীয়বার লতিয়ে উঠে সশব্দে ওটা ঘা বসালো তার পিঠের ঠিক মাঝখানটায়। লোকটার শরীর একটু কেঁপে উঠলো বলে মনে হলো। সেলাইয়ের দাগের মতন লম্বা একটা দাগ পড়লো পিঠের চামড়ায়। কিন্তু লোকটি কোনো শব্দ করলো না।

চাবুকটা ফের লাফিয়ে উঠলো। এবং সার্জেন্ট জোরে চেঁচিয়ে বললোঃ 'দুই।'

চমৎকার সাজুয্য রেখে পর পর ঘা বসাতে লাগলো চাবুক। প্রথম দাগটার আধা ইঞ্চি নিচে ফুটলো দ্বিতীয় দাগ। সবকটি ঘা-ই সমান্তরালভাবে পড়লো লোকটার পিঠে। কিন্তু এরপরও কোনো শব্দ করলো না অপরাধী। দশঘা পড়বার পর আগের দাগগুলির ওপর ফুটতে শুরু করলো নতুন দাগ। ঘাগুলিতে রক্তের ছোটো ছোটো বিন্দু জমা হয়ে লোকটার ক্ষতাক্ত পিঠ বেয়ে ক্ষীণধারায় গড়িয়ে পড়তে লাগলো তার পাতলুনের ভেতরের দিকে।

লোকটার পিঠ থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারছিলো না গিল। সে দেখলো লোকটার মাথা ঝুলে রয়েছে তার বাহুর ওপর। এবং ঠোঁটে কামড়ে ধরে রেখেছে সে বাহুটা। এরপরও তার মুখ থেকে বেরুলো না কোনো শব্দ। চাবুকের পনেরো ঘা পড়বার পর নেতিয়ে পড়লো লোকটা এবং প্রথম আর্তচিৎকার শোনা গেলো তার মুখ থেকে। এরপর অশেষ যন্ত্রণায় মুখ খিঁচে পিঠটাকে টানটান করে নিঃশব্দে আরো তিনঘা হজম করলো সে। পরেরবার একেবারে ভেঙ্গে পড়লো লোকটা। এবং অবশেষে চোখ মুছে দৃষ্টিটাকে কোনোমতে অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলো গিল।

চাবুকের সপাং সপাং শব্দ, লোকটার যন্ত্রণাকাতর ধ্বনি এবং সার্জেন্টের ঘা গণনার একঘেঁয়ে আওয়াজই কেবল এরপর কানে আসছিলো গিলের। চাবকানোর কাজটা শেষ

www.pathagar.com

হবার পর লোকটাকে মড়ার মতন নিশ্চল হয়ে ঝুলে থাকতে দেখা গেলো খুঁটির সাথে। সারাটা পিঠ তার ক্ষতবিক্ষত এবং রক্তাক্ত হয়ে পড়েছিলো চাবুকের আঘাতে। ফুলে ওঠা প্রতিটি ক্ষতস্থান থেকে রক্তেরধারা ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো তার কোমরেবাঁধা বেল্টের চারপাশের লাইন বরাবর।

শাস্তির সমস্তটা সময় ধরে একঝাঁক মাছি ভন্‌ভন্‌ করে ঘুরপাক খাচ্ছিলো খুঁটিটির চারদিকে। এবার তারা লোকটার পিঠের দগ্‌দগে ঘায়ের ওপর আরাম করে বসে মনের সুখে পান করতে লাগলো রক্ত। ড্রামে বেজে উঠলো দণ্ড সমাপ্তির সংকেত। প্রাতঃরাশের জন্যে লাইন বেঁধে মেসের দিকে পা বাড়ালো সৈন্যরা।

মাঠ থেকে যাওয়ার সময় ফটকের দিক থেকে রক্ষীর হাঁকের শব্দ কানে এলো গিলের। চারজন রেডইণ্ডিয়ানকে ভেতরে ঢুকতে দেয়ার জন্যে খোলা হলো ফটকটা। কিন্তু গিল তাদের দিকে তাকায়নি। যদি তাকাতো তাহলে তাদের দুজনকে চিনতে পারতো সে। এদের একজন বুড়ো রেডইণ্ডিয়ান সর্দার স্কিনানডোয়া। জেনারেল হারকিমারের বন্ধু ছিলো এই লোকটি এবং ওরিস্কানি যুদ্ধের আগেই সে যোগ দিয়েছিলো আমেরিকানদের পক্ষে। অন্যজন ছিলো নীলপিঠ।

'সাচেম'–এর পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে আজকাল নিজেকে বেশ কেউকেটা ভাবতে শুরু করছিলো নীলপিঠ। রেডইণ্ডিয়ান ভাষায় সাচেম কথাটার মানে হলো গোত্রপ্রধান বা সর্দার। 'কাহ্‌নিয়া ডাগশায়েন' উপাধিতে ভূষিত করে গোত্রের লোকেরা সর্দারের পদে অভিষিক্ত করেছিলো নীলপিঠকে। ইংরেজিতে এই রেডইণ্ডিয়ান উপাধিটির মানে হলো 'স্বচ্ছন্দ কন্ঠ'। কিন্তু উঁচু গোত্রীয় পদে আসীন হওয়ার পরও নীলপিঠ তার মার্জিত চিন্তাভাবনা, রুচি এবং অভ্যাস ত্যাগ করতে পারেনি। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, অন্য তিনজন রেডইণ্ডিয়ানের মতন কম্বল কাঁধে জড়িয়ে সে এখানে আসেনি। তার বদলে সে গায়ে চড়িয়েছিলো বৃটিশ অভিযান কোট। সোনালি ফিতার বেনীতে ময়লা ধরতে পারে বলে সে পিঠে ঝুলিয়ে এসেছিলো উজ্জ্বল লাল ফিতার বেনী। কিন্তু ওটা দুই বাহুর তলা দিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধা থাকায় স্বচ্ছন্দবোধ করতে পারছিলো না নীলপিঠ। তাছাড়া এর ভেতর দিয়ে তার পায়ের লেগিংয়ে সহজে যাতায়াত করার সুযোগ পাচ্ছিলো চুলের সব উকুন। কিন্তু ময়ূরের পালকটি তার ডান চোখের ওপরে হ্যাটের কিনারে খচিত থাকায় বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিলো বেনীটাকে। তার স্ত্রী তার রোনো হ্যাটটাকে ত্রিশৃংগ করে দেয়ার ওটার মধ্যে ফুটে উঠেছিলো একটা উচ্চাঙ্গের

www.pathagar.com

আভিজাত্য। সবকিছু মিলিয়ে একজন মেজর জেনারেলের মতন নিজেকে সুবেশ এবং সুদর্শন ভাবছিলো নীলপিঠ। দুর্গে ঢোকার সময় তার মনে গভীর আস্থা ছিলো রোজ চল্লিশ সেন্ট বেতনে তাকে অভিযানের পথপ্রদর্শক তথা গাইড হিসাবে নিয়োগ করবে কর্নেল ভ্যান শায়িক। অবশ্য রামমদের পুরো রেশন পেলে দিনে কুড়ি সেন্ট মজুরি নিতেও প্রস্তুত ছিলো সে।

গিল মার্টিনকে এখানে দেখতে পাবে এটা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি নীলপিঠ। স্বাভাবিক কারণেই সে বিচলিত হয়ে পড়েছিলো গিলকে দেখে। আতংক তাড়িত হওয়ার মুহূর্তটিতে ফটকের ভেতর দিয়ে পেছনদিকে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার কথা ভেবেছিলো সে। কিন্তু যখন বুঝলো গিল তাকে দেখেনি অমনি চোরের মতন চোখের পলকে মাথার হ্যাট থেকে পালকটা সরিয়ে নিয়ে চালান করে দিলো তার কোটের পকেটে। এবার নিজেকে অনেকখানি নিরাপদ মনে হলো তার। অন্য তিনজন রেডইণ্ডিয়ানের সাথে চাবুক খাওয়া সৈনিকটিকে দেখবার জন্যে একমুহূর্ত থামতে দেখা গেলো তাকে । মনে মনে সে ভাবছিলো চাবুক মারবার পর লোকটাকে পুড়িয়ে ফেললেই ভালো করতো তারা ।

একজন সার্জেন্ট এসে তাদের নিয়ে গেলো কর্নেলের অফিসে। স্কিনানডোয়া তাদের নাম বলবার পর সবাই একে একে বসলো অফিস কক্ষের বেঞ্চিতে। তাদের তামাক সেবন করতে দেয়া হলো। কিন্তু কেউই তারা কর্নেলের দিকে চোখ তুলে তাকালো না। কর্নেলের মেজাজ মর্জি কেমন তাদের কারোই তা জানা ছিলো না। জ্যানসভূর্ট এবং উইলেটের সাথে পরিচয় ছিলো তিনজনেরই। কিন্তু তাদের মতন মনে হচ্ছিলো না এই সামরিক অফিসারটিকে। লোকটাকে প্রথমবার দেখেই কেমন যেনো একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলো তারা। তাদের মতোই ধীরস্থির মনে হলো কর্নেলকে। কিন্তু এই শীতল স্থিরতার মধ্যে সৌজন্যের কোনো লক্ষণ দেখতে পেলো না তারা।

শেষে স্কিনানডোয়া যেচে আলাপ শুরু করলো। প্রসংগের সূত্রপাত ঘটিয়ে সে বললো, তার গোত্রের যুবকেরা একটা বিরাট সেনাবাহিনীকে ডেটন হয়ে পশ্চিম দিকে যাত্রা করতে দেখেছে। ঘটনাটি কি সত্য? নাকি ওটা যুবকদের চোখের ধাঁধা?

কর্নেল ভ্যান শায়িক জবাবে জানালোঃ 'হ্যাঁ, ব্যাপারটা ঠিকই।'

'এতো লোক যখন একত্রে রওয়ানা হয়েছে নিশ্চয় কোনো অভিযানে যাচ্ছে তারা?' ফের জানতে চাইলো স্কিনানডোয়া।

www.pathagar.com

কর্নেল জবাবে বললো ঃ অভিযানের বিষয়ে তার কোনো ধারণা নেই। এরকম কোনো নির্দেশ ওপরওয়ালাদের থেকে পাওয়া যায়নি। গ্যারিসনের স্থান পরিবর্তনই বোধকরি অনেক লোকের একসাথে রওয়ানা হওয়ার কারণ।

একটা সূক্ষ্ম চতুরতা ফুটে উঠলো স্কিনানডোয়ার চোখে। সে বললো ঃ এটা খুব খারাপ একটা কাজ হলো। কারণ, পথপ্রদর্শক এবং গুপ্তচর হিসেবে কাজ করার জন্যে তার গোত্রের যুবকদের সবারই দুর্গে আসবার কথা ছিলো। তাদের দলে আছে ষাটজন যুবক এবং তাদের মধ্যে শৃংখলা রাখবার জন্যে আছে তিনজন সর্দার।

কর্নেল স্বীকার করলো, ব্যাপারটা সত্যি খুব খারাপ হয়েছে। কিন্তু সংগে সংগে একথাও জানালো যুবকেরা নিজেরা একটা অভিযানে না গেলে তাদের করবার মতন কোনো কাজই খুঁজে পাওয়া যাবে না। আরো জানালো ওসউইগাট্‌চিতে একদল লোক পাঠানোর ইচ্ছা আছে তার। জায়গাটাকে ধ্বংস করে দিতে পারলে পাঁচ পিপা মদ দেয়া হবে তাদের পারিতোষিক হিসেবে। কিন্তু ওখানে পাঠানোর মতো নিজের কোনো লোকজন নেই কর্নেলের হাতে। স্কিনানডোয়ার চোখ থেকে তখনো মুছে যায়নি ধূর্ততার ছাপটা। সে জানালো তার দলের যুবকদের বয়স খুব কম। তাদের পরিচালনার জন্যে কর্নেল যদি দুজন অফিসার পাঠাতে পারতেন, ভালো হতো।

বিষয়টা নিয়ে একমুহূর্ত চিন্তা করলো কর্নেল ভ্যান শায়িক। শেষে বললো খুব ভালো কথা। দুজন অফিসার দেয়া সম্ভব হবে তার পক্ষে। কিন্তু কখন ওনিডারা রওয়ানা দিতে চায়?

'এক সপ্তাহের মধ্যে।' ইশারায় জানালো ওনিডা সর্দার।

'খুব ভালো কথা।' কর্নেল জবাবে বললো। 'তাদের দিকে খেয়াল রাখা হবে। আর তাদের সাথে যাবে নামজাদা লেফ্‌টেন্যান্ট ম্যাকলিলান আর এনসাইন হারডেনবার্গ।

এই দুই তরুণ অফিসারকে ডেকে পাঠালো কর্নেল। রেডইণ্ডিয়ানদের সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দিলো এবং নির্দেশ দিলো তিন সপ্তাহের অভিযানের জন্যে প্রস্তুতি নিয়ে তারা যেনো সতেরো তারিখে ওনিডা শিবিরে স্কিনানডোয়ার কাছে হাজিরা দেয়। রেডইণ্ডিয়ান সর্দাররা ঘোঁতঘোঁত করে শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নিয়ে চলে গেলো।

'দুঃখিত,' দুই তরুণ অফিসারের দিকে তাকিয়ে বললো কর্নেল। 'অভিযানের ব্যাপারে কোনো কিছু আঁচ করবার আগেই তাদের এখান থেকে সরানোর একটা উপায়

www.pathagar.com

খুঁজতে হচ্ছিলো আমায়। তোমাদের ওপর আস্থা রেখে বলছি, ওননডাগা রেডইণ্ডিয়ানদের নির্মূল করতে যাচ্ছি আমরা। এর কোনোরকম বাতাস পেলে ওনিডা সর্দাররা হয়তো তা ওদের কাছে ফাঁস করে দিতো।'

সৈন্যদের সারির মাঝখান দিয়ে যাওয়ার সময় নীলপিঠ তার পরিচিত তিন শ্বেতাংগকে বেরুতে দেখলো মেস থেকে। 'ভালো?' গিল মার্টিনের দিকে তাকিয়ে বললো সে। একই সম্ভাষণ জানালো সে বাকি দুজনকেও।

জো বললোঃ 'তোমাকে বেশ ফাইন দেখাচ্ছে, নীলপিঠ।'

'আমি ফাইন,' দেঁতো হাসি দিয়ে বললো সে। 'ভালো তো?' তার মুখে একগাল হাসি।'

'আমরা ফাইন।'

'আমরাও ফাইন,' বললো নীলপিঠ।

'চলো, গলা ভেজানো যাক্।'

ইতস্তত করলো নীলপিঠ। তার প্রকাণ্ড মুখটা ছিলো দুঃখভারাক্রান্ত।

'নিয়া,' বললো সে। 'না, কোনো ড্রিংক নয়। বাড়ি যাচ্ছি। মদ ছোঁবো না এখন। অভিযানের জন্য তৈরি হতে হবে।'

'অভিযান,' শব্দটা নতুন রপ্ত করেছিলো নীলপিঠ। বিষণ্নমুখে সঙ্গীদের পেছন পেছন দুর্গের ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেলো সে।

৪

নীলপিঠের উৎকণ্ঠা

ওনিডা দুর্গের নতুন বাড়িতে ফিরে গিয়ে মেঝের ওপর চামড়া পেতে শুয়ে পড়লো নীলপিঠ। জংগল থেকে জ্বালানি কাঠের বড়ো একটা আঁটি মাথায় বয়ে এনে ঘরে ঢুকতেই তার স্ত্রী দেখলো জায়গাটায় চুপচাপ পড়ে আছে সে। পেটে আরেকটি বাচ্চা এলেও এখনো বেশ সুন্দরী এবং দেখতে অল্পবয়স্কা মনে হচ্ছিলো নীলপিঠের বউকে।

www.pathagar.com

বুড়ো নীলপিঠের চোখে ক্রমাগত বিস্ময় ঝিকিয়ে তুলে পর পর বাচ্চা দিয়ে যাচ্ছিলো বউটা। এরমধ্যেই দুটি সন্তান এসেছে পরিবারে। বড়োটিকে সে প্রতিবেশী ছেলেমেয়েদের সাথে খেলাধুলা করতে বাইরে পাঠিয়েছিলো। ছোটোটি ছিলো এখনো কোলের বাচ্চা। ওটাকে দরোজার পাশের আংটার সাথে লাগানো দোলনায় শুইয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছিলো সে। বাড়ি ফিরে আসবার পর তার স্ত্রী সংগে সংগেই বুঝতে পারলো হয় নীলপিঠ দুঃখে মুষড়ে পড়েছে, নয়তো সে কোনো গভীর চিন্তায় নিমগ্ন।

আগুন ধরিয়ে তড়িঘড়ি করে বউটা চুলায় চড়ালো আধাসেদ্ধ মাংসের একটা বাটি। এরপর সে নীলপিঠকে বিবস্ত্র করে তার শরীরটাকে উল্টেপাল্টে খুঁজে খুঁজে উকুন বাছতে শুরু করলো। বউয়ের একাজটার প্রশংসায় সবসময় পঞ্চমুখ নীলপিঠ।

নিজের প্রকান্ড শরীরে বউয়ের কঠিন শীতল আঙুলগুলির স্পর্শসুখ গভীরভাবে অনুভব করতে লাগলো সে। বউয়ের কাঁধের ওপর থেকে ঝুলেপড়া বেনীদুটি লোটাচ্ছিলো নীলপিঠের উঁচু পেটটার দুইদিকে। নারী-কেশের এই কোমল স্পর্শটাও আনন্দ দিচ্ছিলো তাকে। স্বামীর জন্যে সাংঘাতিক গর্ববোধ করতো বউটা। নীলপিঠের সন্তান উৎপাদন ক্ষমতাটাই ছিলো আসলে তার এই গর্বের প্রধান হেতু। কথাটা সে অন্য মেয়েদের কাছে বলতো বড়ো গলায়। বলতো, তার স্বামীর বয়েসী দ্বিতীয় একটা লোক আছে কিনা যে-তার মতন দুটি সন্তানের বাবা হতে পারে? আর দ্যাখো, এখন দ্বিতীয়টির জন্মের দশমাস পর আসছে নতুন আরেকটি সন্তান। বউটা জানতো, তরুণ যোদ্ধারা প্রথম লড়াইতে কৃতিত্ব দেখালেও নীলপিঠের মতন প্রতিটি যুদ্ধে অমন অসাধারণ সাফল্য অর্জন সম্ভব নয় তাদের পক্ষে। লোকে বলে পুরুষ্ট পেটটাই হলো নীলপিঠের সমস্ত জৈবিক শক্তির উৎস। অন্য বুড়োদের হয় পেট বসে যায় নয়তো ওটা গোল এবং আখরোট ফলের কঠিন খোসার আকার নিয়ে থাকে। কিন্তু নীলপিঠের উদর হলো, ঠিক 'গানাডাডেইয়ের' মতন অর্থাৎ খাড়া পাহাড়ের মতন। তার বউয়ের চোখে এটি এক বিস্ময়কর বস্তু। এবং একটা অহংকারবোধ নিয়ে সে মনে করে, স্বামীর এ নিখাদ পেটটাকে সযত্নলালনে রাখা তার একটি পবিত্র কর্তব্য। চুলা থেকে মাংসের বাটিটা নামিয়ে আনতে সে কিছুক্ষণের জন্যে স্বামীকে একা রেখে গেলো। এবং উঠে যাওয়ার সময় মনে মনে ভাবলো, এটা শরতকাল হলে নতুন সব্জি রান্না করে স্বামীর পেটটিকে ভরিয়ে তুলতে পারতো সে।

সময়মতনই রেডইন্ডিয়ান বসতিতে হাজির হলো সেনাবাহিনীর দুই অফিসার। যাওয়ার সময় তারা সাথে নিয়ে গেলো একপিপা রামমদ। এতে নীলপিঠের মনে ফিরে এলো কিছু আস্থা। অন্য রেডইন্ডিয়ান সর্দাররা ভাবলো, অফিসাররা যা বলেছে তা অসত্য নয়। কথা ছিলো কর্নেল উইলেটের অধীন নতুন সেনাদলটি দুর্গের দায়িত্বে থাকবে। কিন্তু আপাতত দুই সেনাদলকেই কিছুকালের জন্যে মোতায়েন রাখা হলো দুর্গের সেনানিবাসে। অফিসাররা ঠান্ডা আবহাওয়ার ওজর তুললো। এরকম শীতের আবহাওয়ায় উপত্যকার বাইরে সেনাবাহিনীকে মার্চ করিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনো যুক্তি থাকতে পারে না বলে তারা জানালো। বাড়ির দরোজার ওপাশে ঝরতে দেখা যাচ্ছিলো সাদা সাদা তুষারকণা। সুতরাং, তাদের আপত্তিটা উড়িয়ে দেয়ার মতো ছিলো না।

তবে তৎপর লোক হিসেবে রেডইন্ডিয়ান সর্দাররাই নিজেদের থেকে আগ্রহ প্রকাশ করলো তাদের ওনিডা ভাইদের সাথে অভিযানে যোগ দিতে। রেডইন্ডিয়ান বসতিতে অফিসারদের উপস্থিতির পরদিন সকালেই সর্দাররা ডাকলো গোত্রের যুবকদের। তারা ষাটজনই এসে হাজির হলো। সবার মুখেই আঁকা ছিলো যুদ্ধের চিহ্ন এবং গায়ে চড়ানো ছিলো তাদের সবথেকে সুন্দর পোশাক আর পুঁতির মালা। বসতির ছোটো-ছোটো ঘরবাড়ির মাঝখান দিয়ে সারিবদ্ধ হয়ে চলবার সময় দৃষ্টি কেড়ে নেয়ার মতন আকর্ষণীয় মনে হচ্ছিলো রেডইন্ডিয়ান জোয়ানদের এই বাহিনীটাকে। জংগলের ভেতরে ঢুকতেই প্রচন্ড চিৎকারে চারদিক তোলপাড় করে তুললো তারা। সঠিক দূরত্ব বজায় রেখে তাদের পেছন পেছন যাচ্ছিলো তাদের স্ত্রীরা।

প্রথম জংগলটায় প্রবেশের পর শরীর থেকে জমকালো পোশাকগুলি খুলে পোটলা বেঁধে সেগুলি স্ত্রীলোকদের হাত তুলে দিলো জোয়ানেরা। দুটি গাছে রং দিয়ে শুভকর টিপ আঁকলো তারা এবং পরমুহূর্তেই শুরু করলো যাত্রা। নীলপিঠ তার লাল কোটটা স্ত্রীর হাতে ফেরত দিয়ে শিকারের পুরনো তেলচিটে কোটটা পরে নিলো। তুষারঝরা এপ্রিলের এই হিমেল দিনটিতে পল্লীর ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে মার্চ করে যেতে তেমন উৎসাহবোধ করছিলো না সে। কেমন একটা অস্বস্তি খোঁচা দিচ্ছিলো তার মনটাকে। একটু স্থির হওয়ার পর কর্নেল ভ্যান শায়িকের কথা ভাবলো সে। লোকটাকে চতুর বলে মনে হলো তার। ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামানোর একপর্যায়ে কর্নেলের কথাগুলির সত্যতা সম্পর্কে ঘোর সন্দেহ জাগলো তার মনে। সেনাবাহিনী সত্যি সত্যি দুর্গে

www.pathagar.com

মোতায়েন আছে কিনা তা জানবার জন্যে রেডইন্ডিয়ান বাহিনীটার সাথে না গিয়ে সে পিছু সরে থাকবে বলে ঠিক করলো।

আঠারো তারিখ সন্ধ্যায় নীলপিঠ এসে পৌছলো স্ট্যানউইক্স দুর্গসংলগ্ন উপত্যকায়। এখানে যে–দৃশ্য সে দেখলো তাতে আরো গভীর হলো তার সন্দেহ।

দুর্গ থেকে বেরিয়ে সৈন্যরা কেন জংগলের ভেতর দিয়ে পশ্চিমে যাচ্ছে, তুষার পাতের ধোঁয়াটে আচ্ছন্নতার জন্যে তা পরিষ্কারভাবে আঁচ করতে কষ্ট হচ্ছিলো না তার। ঝাউগাছের ঝোপটার ভেতর দিয়ে সন্তর্পণে এগুতে থাকলো সে। কিছুক্ষণ পর গাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিতেই তার চোখে পড়লো বছর–দুই আগে সেন্ট লেগারের বানানো সড়কটার বাঁক। সড়কের পাশের একটা ঝোপে ওঁত পেতে থাকলো নীলপিঠ। একটা ওয়াগনকে দেখা গেলো চাকায় ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুলে কাছাকাছি ঘনিয়ে আসতে। দুটি ছোটো নৌকা ছিলো ওটায়। ওয়াগনটা রাস্তার বাঁক অতিক্রম করবার পর সারাপথ চাকার দাগ অনুসরণ করে সে এসে পৌছলো উড্‌ক্রিকের তীরে।

সেখানে সে তিরিশজন সৈন্যকে পাহারা দিতে দেখলো নৌকার একটা বিশাল বহর। সবক'টি নৌকাই ছিলো নদীর দুই তীরের গাছের সাথে বাঁধা। লোকজনের কথাবার্তার শব্দ তার কানে এলো। কিন্তু তারা এমন অনুচ্চ স্বরে কথা বলছিলো যার মাথামুন্ড কিছুই সে বুঝতে পারছিলো না। লোকে নতুন রামমদের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে মেয়েমানুষদের সাথে যেভাবে ফিসফিসিয়ে কথা বলে অনেকটা সেরকম মনে হচ্ছিলো তাদের গলার আওয়াজ।

কিছুক্ষণ এদিক ওদিক টহল দেবার পর জংগলের ভেতরে গেলো নীলপিঠ। গাছের ডালপাতা দিয়ে বানিয়ে নিলো একটা কুঁড়ে এবং কিছু শুকনো কাঠ কুড়িয়ে এনে অল্প করে জ্বাললো আগুন। সারারাত ওখানে থাকলো সে। ভোরবেলা দুর্গে ফিরে গিয়ে সে দেখতে পেলো তুষারস্তূপের বাইরে শ্রেণীবদ্ধ হচ্ছে সেনাবাহিনী। এবং একজোড়া ওয়াগন রসদের বোঝাই নিয়ে যাচ্ছে উডক্রিকের দিকে।

নীলপিঠের গোলমুখটি আরো গোল হয়ে উঠলো সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে মাথার কসরত করতে গিয়ে। সেনাবাহিনী যদি সত্যি বাইরে টহলে যেতো তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তারা খুশি হয়ে সাথে নিতে চাইতো রেডইন্ডিয়ান গাইডদের। আর যদি তারা বুঝেশুনেই ওস্‌উইগাটচির দিকে রেডইন্ডিয়ান বাহিনীটাকে আগাম মদ দিয়ে

পাঠিয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে রেডইন্ডিয়ান গাইড সাথে নেয়ার ইচ্ছা তাদের ছিলো না। তার ধারণা, রেডইন্ডিয়ান গাইড সাথে না নেয়ার মানে হলো তারা কী করতে যাচ্ছে তা রেডইন্ডিয়ানদের বুঝতে না দেয়া। নীলপিঠ ভালোভাবেই আঁচ করতে পারলো সেনাবাহিনীর এধরনের গোপন তৎপরতার কেবল একটিমাত্রই উদ্দেশ্য থাকতে পারে। আর তাহলো ঃ ওননডাগা রেডইন্ডিয়ান শহরগুলির বিরুদ্ধে অভিযান।

নীলপিঠ এটাও জানতো, ওননডাগারা নিজেদের নিরপেক্ষ বলে দাবি করলেও চোরাগোপ্তাভাবে তারা বেশকিছু আমেরিকান বসতে লুটতরাজ এবং হামলাবাজি করেছে। লিটন স্টোন অ্যারাবিয়া বসতের ওপর তাদের হামলার ব্যাপারটা জানা আছে নীলপিঠের। ক্যান্ডওয়েলের নেতৃত্বে এই দুষ্কর্মটা করে ওননডাগারা। সর্দার স্কিনানডোয়া বাধা দিয়েছিলো তাদের। কিন্তু বজ্জাতরা কান দ্যায়নি তার সাবধানবাণীতে। পাল্টা প্রতিশোধের ঝুঁকি নিয়েও তারা পুরাদমে চালিয়েছিলো সন্ত্রাসী তৎপরতা। এখন তারা নিজেরাই কন্টিনেন্টালদের হামলার শিকার হতে যাচ্ছে।

এতে কিছু যায় আসছিলো না নীলপিঠের। কিন্তু তার উৎকণ্ঠাটা ছিলো অন্যজায়গায়। সে নিশ্চিত জানতো, আমেরিকান বসতে সন্ত্রাসী হামলার দায়টা ওননডাগারা পুরোপুরি চাপিয়ে দেবে ওনিডাদের ঘাড়ে। এতে নির্ঘাত পশ্চিমা জাতির লোকেরা চড়াও হবে ওনিডাদের ওপর। ঘটনাটা সত্যি কোন্‌দিকে গড়ায় তা দেখবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলো সে। এবং আর একমুহূর্তও নষ্ট না–করে সে হাঁটা দিলো পশ্চিমে উড্‌ক্রিকের দিকে।

খালের তীরে এসে পৌঁছবার পর সে দেখলো সামরিক বোটগুলি সারিবদ্ধ হয়ে আছে কূলঘেঁষে। স্রোতের প্রচন্ড তোড় দেখে স্বস্তিবোধ করলো নীলপিঠ। নৌকার বহরটাকে এই তীব্র স্রোত ভেঙ্গে হ্রদের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে গোটা একটা দিন লাগবে সৈন্যদের। এই অবসরে একটি ছোটো শালতি নৌকা খুঁজে পেতে হবে তাকে যাতে সে পাড়ি দিতে পারে হ্রদ।

তার সন্ধানী চোখ নতুন গজানো জলজ ঘাস আর নলখাগড়ার ঘন ঝোপের আড়ালে রাখা একটা শালতি আবিষ্কার করলো অল্পক্ষণের মধ্যেই। নৌকাটাকে উল্টালে পর ভেতরে দুটি দাঁড় চোখে পড়লো। দুই হাতে শালতিটাকে টেনে পানিতে নামিয়ে হালের গোড়ায় চেপে বসলো সে। এরপর একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলে দাঁড় ধরলো এবং স্রোতের তোড়ের ধাক্কা সামলে নিয়ে এগিয়ে চলতে লাগলো। মে মাসের মাছির তুলনায় বাদামি

www.pathagar.com

রংয়ের ব্যাঙকে যেরকম স্থূলকায় দেখা যায় অনেকটা প্রায় সেরকমই দেখতে লাগছিলো তাকে ছোটো নৌকাটার ভেতর। কিন্তু পেটমোটা লোক হলেও তার বাহু দুটি ছিলো বেশশক্ত। আর এই বাহুর কঠিন চাপে দাঁড়দুটি ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ তুলে নৌকাটাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলছিলো একটা হাল্কা পাতার মতন। ঘামে নেয়ে উঠলো সে এবং মাথা থেকে হ্যাটটা খুলে নিচে নামিয়ে রাখলো। মহিলাদের জুতার ফিতার মতন দেখাচ্ছিলো তার মাথার চুলের বেনীতে বাঁধা লাল সুতাটাকে। মাঝসন্ধ্যার আগে শালতি বেয়ে ওনিডা হ্রদে এসে পড়লো সে। পশ্চিমদিক থেকে তখন বাতাস ওঠায় হ্রদের কিনারঘেঁষে এগুতে হচ্ছিলো তাকে। সারাটা বিকেল প্রবল বাতাসের মুখে একটানা দাঁড় ঠেললো সে। এবং প্রায় প্রতিঘন্টায় শালতির তলা গলিয়ে ওঠা পানি সেচবার জন্যে থামতে হচ্ছিলো তাকে কিনারে গিয়ে।

মাঝরাতের দিকে একঘন্টায় দ্বিতীয়বারের মতন পানি সেচার প্রয়োজনে হ্রদের তীরে যাওয়ার পর তার মনে হলো, সেনাবাহিনীকে ছাড়িয়ে সামনে অনেকখানি এগিয়ে রয়েছে সে। আশ্বস্ত হয়ে শালতির গলুইয়ের ভেতর শুয়ে পড়লো সে এবং বিভোর হলো ঘুমে। বরফ জমাট হয়ে শালতির দুইপাশ দিয়ে তার শরীরে ফোঁটায় ফোঁটায় চুইয়ে পড়তে থাকলেও ঠান্ডা কিংবা আর্দ্রতা ভাঙ্গাতে পারলো না তার ঘুম।

ভোরবেলা গাংচিলের চেঁচামেচিতে ঘুম থেকে জাগলো নীলপিঠ। বাতাস তখনো বইছিলো পশ্চিমদিক থেকে। অবশ্য কিছুটা থিতিয়ে এসেছিলো। মুখে ফেনা তুলে কূলের ওপর আছড়ে পড়ছিলো ঢেউ। দিনটা ছিলো বেশ ঝকঝকে। ঠান্ডা গাঢ় নীলে ঢাকা ছিলো হ্রদের বুক। পশ্চিমে মেঘের কিছু ছায়া ঝুলে থাকলেও দিগন্ত জুড়ে বৃত্তাকারে ঔজ্জ্বল্য ছড়াচ্ছিলো আকাশ। নীলপিঠের কাছে দিনটাকে নিত্যকার বৃষ্টি-ডাকা একটা দিনের মতোই মনে হচ্ছিলো। গাংচিলগুলির দিকে চোখ ফেরালো সে। এই প্রকান্ড সাদা ডানার পাখির ঝাঁকটা সার বেঁধে চক্রাকারে উড়ছিলো তার মাথার ওপর দিয়ে। তাদের ডানার তলায় ঝলমল করছিলো সূর্যের সোনালি রশ্মি। পুবদিকে তাদের আরেকটা বিরাট ঝাঁক প্রকান্ড তুষারফলকের মতোই যেনো ভেসে বেড়াচ্ছিলো, ডানা মেলে ওপরে উঠে যাচ্ছিলো এবং আবার শাঁ করে নিচে নেমে আসছিলো।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে পাখির ঝাঁকটাকে পর্যবেক্ষণ করলো নীলপিঠ। হ্রদের সৈকতে বালুর ওপর পা রেখে দাঁড়িয়েছিলো সে। তার গায়ে চাপানো শিকারের শার্টটা অল্প-অল্প দুলছিলো বাতাসে। হাওয়া খেলানো আকাশের মতোই ফাঁকা লাগছিলো তার

www.pathagar.com

পেটটা। আরেকবার পুবদিকে চোখ পড়তেই অতর্কিত একটা বিস্ময় হঠাৎ ছেঁকে ধরলো তাকে। তার তামাটে মুখে ছায়া ফেললো বিস্ময়টা। মুখে হাত রাখলো সে। পরক্ষণেই হাতটা নামিয়ে সে ছুটলো তার শালতি নৌকাটার দিকে। ওটাকে ঠেলে পানিতে নামিয়ে ফের দৃষ্টি মেলে ধরলো পুবের পানে। পরের মুহূর্তে তড়িঘড়ি করে উঠে পড়লো হালের গোড়ায় এবং ক্ষিপ্রহাতে দাঁড় বেয়ে হ্রদের সামনের খাড়িটা পার হয়ে সোজা চললো ওননডাগা সৈকতের দিকে। লোকে হ্রদের এ খাড়িটাকে বলে 'প্রোসার বে' তথা প্রোসার সাহেবের উপসাগর।

নীলপিঠ বিশ্বাসই করতে পারছিলো না এত দ্রুত সেনাবাহিনীর নৌকার বহরটা তার দৃষ্টি সীমার মধ্যে চলে আসবে। এবং এগুলি যে আদতেই নৌকা ভালো করে পরখ করবার পরই মনের ভ্রান্তিটা দূর হলো তার। বহরটায় প্রায় তিরিশটা বোট হবে বলে আন্দাজ করলো সে। শ-পাঁচেক সৈন্য নিশ্চয় বয়ে আনতে পারে বোটের এই বিশাল বহরটা। এতো দূর থেকেও কয়েকটা বোটে নীলকোটপরা সৈন্যদের চিহ্নিত করতে তেমন একটা বেগ পেতে হয়নি তাকে। সবগুলি বোটই সারবেঁধে আসছিলো। এবং সে জানতো হ্রদের এতোখানি পথ পাড়ি দিয়ে আসতে সারারাত দাঁড় ঠেলতে হয়েছে বোটের মাঝিমাল্লাদের। নীলপিঠের বুকের ভেতরটা কেমন যেনো একটু কেঁপে উঠলো। ওনিডাদের বিরুদ্ধে কিছু করবার জন্যে যে সেনাবাহিনীটা যাচ্ছে না এটা সে জানতো। কিন্তু তাদের গতির দ্রুততা দেখে উদ্বেগবোধ না-করে পারলো না সে। কারণ, এভাবে অগ্রসর হলে দেশের যে-কোনো দূরতম জায়গায় গিয়ে হানা দিতে পারবে তারা। শালতি নৌকার বৈঠাটা বাতাসের অনুকূলে রেখে দ্রুতহাতে দাঁড় ঠেলে এগিয়ে যেতে থাকলো বুড়ো রেডইন্ডিয়ান। বাইরের লোকজনের চোখে যাতে না-পড়ে সেজন্যেই তার এই ব্যস্ততা। অবশ্য তার বিশ্বাস ছিলো, বোটের বহরটাকে অনেক পেছনে ফেলে সময় হাতে থাকতেই গন্তব্যে পৌঁছুতে পারবে সে। কিন্তু মনে-মনে হিসেব করে দেখলো এক থেকে দুইদিন সময় লাগবে তার ওননডাগাদের শহরে গিয়ে খবরটা ফাঁস করতে।

একজোড়া গাংচিল কাঁ-কাঁ শব্দ তুলে অনুসরণ করতে শুরু করলো তাকে। কিন্তু নীলপিঠের সৌভাগ্য বলতে হবে, গাংচিলদের মূল ঝাঁকটা অনেক বেশি আকর্ষণ বোধ করছিলো বোটের বহরটাকে ঘিরে চক্কর দিয়ে বেড়াতে। আস্তে আস্তে সামনে এগিয়ে গিয়ে একসময় দৃষ্টির নিরাপদ অন্তরালে চলে গেলো শালতিটা।

www.pathagar.com

ঘাটে না গিয়ে আধামাইল পুবে একজায়গায় থেমে তীরে উঠলো নীলপিঠ। ওননডাগা দুর্গের দিকে যাত্রা করার আগে তীর থেকে একশ গজ ভেতরে নিয়ে গিয়ে ভালোমতন লুকিয়ে রাখলো সে শালতিটাকে।। অন্ধকার নামবার আগেই দুর্গে গিয়ে পৌছলো নীলপিঠ। সাংঘাতিক ক্লান্ত দেখাচ্ছিলো তাকে। খবরটা বলবার আগেই পেটপুরে তাকে খাওয়ানো হলো। ওননডাগা যোদ্ধাদের সবচেয়ে বড়ো অংশটাই ছিলো তখন পশ্চিমে। বোধকরি বৃটিশ সেনাদলের নায়ক কর্নেল জন বাটলারের সাথে দেখা করবার জন্যে তারা গিয়েছিলো জেনেসি'র ওদিকে কোথাও। নীলপিঠকে বলা হলো, অল্পকিছু লোক আছে সবক'টি পল্লীতেই। এদের বেশিরভাগই আবার বুড়ো এবং শিশু। নীলপিঠ যখন বললো পাঁচশ সৈন্য আসছে তাদের বিরুদ্ধে অভিযানে সংগে সংগে তারা শহর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। আশপাশের গ্রামগুলিতে পাঠানো হলো দ্রুতগামী সংবাদবাহকদের। ভোরবেলা ঘরবাড়ি থেকে সরে যাবার কথা ভাবলো তারা। নীলপিঠের সাথে খাঁটি বন্ধুসুলভ আচরণ করলো সবাই। তাকে রাতের বেলা থাকতে দেয়া হলো শহরের সবচেয়ে ভালো একটা বাড়িতে।

তাদের অভ্যর্থনায় খুশি হলো নীলপিঠ। রাতে বেশ আরামে ঘুমালো সে। কিন্তু পরদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠার পরই আবার বাড়তে শুরু করলো তার অস্বস্তি। আসন্ন অভিযানটার সাথে সরাসরি কোনো সম্পর্ক ছিলো না তার। লোকগুলি দলে-দলে ঘরবাড়ি ছেড়ে পশ্চিমে চলে যাচ্ছে এই দৃশ্যটাই তাকে বেশি উৎকণ্ঠিত করে তুললো। কারো মুখে কোনো কথা ছিলো না। এমনকি, শহরের অসংখ্য কুকুরের মধ্যে কোনো একটাকেও ঘেউঘেউ করতে দেখা গেলো না। মূল শহরে ছিলো চৌদ্দটি ঘোড়া। বোঝার ভারে এদের সবক'টিই [illegible]পৃষ্ঠ হয়ে পড়েছিলো। স্ত্রীলোকেরা একসাথে তাদের বাচ্চাকাচ্চা, শস্যবীজ, শৌখিন জিনিসপত্র এবং গৃহসামগ্রীর পোটলাপুটলি নিয়ে রাস্তায় নামলো। এমনকি ছোটো-ছোটো মেয়েদের হাতেও তুলে দেয়া হলো একটা বোচকা কিংবা ঝুড়ি। কেউই বিদায় অভিবাদন জানালো না নীলপিঠকে। সবাই একটা মিছিলের মতন দলবদ্ধ হয়ে চললো দক্ষিণ-পশ্চিমে ইরোকুই রেডইন্ডিয়ানদের পার্বত্যসড়ক অভিমুখে। নরনারী এবং শিশু মিলিয়ে একশ মানব সন্তান ছিলো দলটিতে। কোথাও আশ্রয় নেবার মতন জায়গা ছিলো না এদের কারোই।

শহরের জনশূন্য ঘরবাড়িগুলি দেখে দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লো নীলপিঠ। তাড়াহুড়া করে যাওয়ার সময় সব জিনিসপত্র সাথে নেয়া সম্ভব হয়নি অনেকের

www.pathagar.com

পক্ষেই। একটা বাড়িতে বেশ কিছু আধাপাকা চামড়া এবং বড়ো আকারের অনেকক'টি ব্যবহার্য থালাবাসন অগোছালো পড়ে থাকতে দেখতে পেলো সে। পরিত্যক্ত জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করতে গিয়ে হঠাৎ তার হাতের সামনে পড়লো সামুদ্রিক শংখের গুটি দিয়ে তৈরি দুর্লভ মালার একটি থলে। ওটা রাখা ছিলো একটা গোপন জায়গায়। ওখান থেকে আলগোছে থলেটা তুলে নিয়ে নিজের বেল্টের ভেতর রেখে দিলো সে। তার মুখে চিন্তার কেমন একটা ছায়া পড়েছিলো জিনিসটা হাত-সাফাই করবার সময়। অবশ্য এমন অনেক জিনিসই ফেলে গিয়েছিলো ওননডাগা পরিবারগুলি। প্রচুর পুরনো মাস্কেট বন্দুক অযত্নে পড়েছিলো তাদের পরামর্শ-সভার বাড়িটায়। নিজের বন্দুকটার চাইতে ভালো কোনো বন্দুক সেখানে পাওয়া যায় কিনা খুঁজে দেখবার জন্যে খুব আগ্রহ নিয়ে বাড়িটায় ঢুকেছিলো সে।

পরিত্যক্ত শহরটার তদন্তকাজ যখন শেষ করলো নীলপিঠ ভোরের সূর্য তখন গড়িয়েছে অনেক দূর। ঘুরতে ঘুরতে সে একটা জংগলে এসে ঢুকলো। তার আগে কিছুক্ষণের জন্যে থামলো ফাঁকা নির্জন বাড়িগুলির দিকে শেষবারের মতন চোখ বুলিয়ে নিতে। বেশিরভাগ বাড়িরই ছাদ ছিলো গাছের বাকলের। কোনো-কোনোটি ছিলো পুরনো ইরোকুই রীতিতে কাঠের মনোরম কারুকাজে মোড়া। গৃহনির্মাণের এই শৈল্পিক কাজটায় দক্ষ ছিলো তাদের পূর্বপুরুষরা। পরামর্শ-সভার লম্বাটে বাড়িটাকে রোখ করে নির্মিত হয়েছিলো শহরের সমস্ত বাড়িঘর। আরসব বাড়ির পাশেই ছিলো জংগল। অর্থাৎ অরণ্যের মাঝখানে গড়ে উঠেছিলো শহর। এরমধ্যে একক বৈশিষ্ট্য নিয়ে দাঁড়িয়েছিলো পরামর্শসভার লম্বা বাড়িটা।

এই বাড়িতেই একসময় ছয় রেডইন্ডিয়ান জাতির মহান ঐক্যের মূর্ত প্রতীক হিসেবে জ্বলতো পরামর্শসভার অনির্বাণ অগ্নি। এই প্রজ্বলন্ত শিখা ছয়টি রেডইন্ডিয়ান জাতিকে পরিণত করেছিলো এক অখন্ড ঐক্যবদ্ধ জাতিতে। নীলপিঠের মনে পড়লো প্রাচীন রেডইন্ডিয়ান লোকসংগীতটির কথা। এর শুরুটা ছিলোঃ 'ওনেন ওয়াকানিগ্-ওয়াকাইয়োন' বাক্যটা দিয়ে। এর পরেই লেখাঃ এখন এর সবই হয়ে গেছে পুরনো। খাঁ-খাঁ শূন্যতা ছাড়া এখন আর কিছুই নেই। তোমরা সবাই এখন কবরে। তোমরা যারা প্রতিষ্ঠা করেছিলে এই মহান জাতীয় ঐক্য।'

কথাগুলি নিয়ে বেশিক্ষণ মাথাঘামালো না নীলপিঠ। পথহারা পাখি যেমন করে আকাশ অতিক্রম করে ঠিক সেরকম তার মাথার একপাশ দিয়ে ঢুকে আরেকপাশ দিয়ে

www.pathagar.com

বেরিয়ে চলে গেলো এর অনুরণন। চোখ তুলে তাকালো সে। দেখলো, উত্তর-পশ্চিম আকাশ থেকে দ্রুত নিচের দিকে নামছে বৃষ্টিগর্ভা মেঘ।

বুড়ো রেডইন্ডিয়ানটি অলসভংগিতে জংগলটার ভেতরে ঢুকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পা বাড়ালো সামনের দিকে। গায়ের ময়লা শার্ট, নোংরা হরিণ চামড়ার জুতো এবং পাতার দাগে-ভরা হ্যাট মাথায় কেমন জবুথবু মনে হচ্ছিলো তাকে। বুনো পথটার দুপাশে শুভ্রতম তুষারের মতন সাদা ফুলের চাদর বিছিয়ে রেখেছিলো এক জাতের লালচে-ঘাস। তার মাঝখান দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে যাচ্ছিলো সে।

হঠাৎ দক্ষিণ-পুবদিক থেকে তার কানে ভেসে এলো রাইফেলের একরাশ আওয়াজ। থেমে থেমে ধ্বনিত হলেও বেশ স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ ছিলো গুলির ঝাঁকের শব্দটা।

৫
অভিযান

ওননডাগা শহরে সেনাবাহিনীর উপস্থিতির আগেই বাড়ি ফিরতে চেয়েছিলো নীলপিঠ। কিন্তু এখন বোঝা গেলো তা আর সম্ভব হবে না। কারণ, সে যা ভেবেছিলো তারচেয়ে অনেক দ্রুতগতিতে ওনিডা হ্রদ থেকে নেমে স্থলপথ ধরে ধেয়ে আসছে তারা। এর মধ্যেই শহরের বাইরের গ্রামগুলির ভেতর দিয়ে অভিযান শুরু হয়ে যাওয়ায় তার বেরুবার পথটা অবরুদ্ধ হয়ে পড়লো। এ অবস্থায় কোথাও লুকিয়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তর ছিলো না তার।

একবুক অস্বস্তি নিয়ে পাহাড়ের একটা নিচু টিলার ওপর উঠে ওঁত পেতে থাকলো নীলপিঠ। ওখান থেকে অরণ্যের গাছাপালার মাথার ওপর দিয়ে দূরের সবকিছুই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছিলো। আগেই শুরু হয়েছিলো গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি। তার শরীরটা হিমসিক্ত হয়ে উঠলো বৃষ্টির ঝাপ্টায়। চারমাইল দূরে দক্ষিণ এবং পুবদিক থেকে কালো ধোঁয়ার একটা প্রকান্ড মেঘ উঠছিলো কুন্ডলি পাকিয়ে। লোকজন সময়মতন গ্রাম থেকে সরে যেতে পেরেছে কিনা ভাবলো সে। সেনাবাহিনীর ক্রিয়াকলাপ

www.pathagar.com

ভালোভাবে খতিয়ে দেখবার জন্যে হঠাৎ গভীর একটা কৌতূহল ছেঁকে ধরলো তাকে। একটু পরেই গোলাগুলির আওয়াজ কানে এলো তার।

কয়েক মিনিট ইতস্তত করবার পর বসন্তের ধূসর অরণ্যটার ভেতর দিয়ে ছায়ার মতন চুপিসারে হাঁটতে শুরু করলো সে ধোঁয়ার জায়গাটার দিকে। আধঘন্টা পর সে এগিয়ে আসতে দেখতে পেলো নীলকোটধারী একটা সেনাদলকে। এদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছিলো একদল রেঞ্জার। গাছপালার ভেতর দিয়ে দ্রুতপায়ে তার দিকেই আসছিলো তারা।

এই প্রথম মরগান রেঞ্জারদের দেখতে পেলো নীলপিঠ। তাদের চোখের দৃষ্টি আতংক তাড়িত করে তুললো তাকে। লোকগুলির মুখ দেখেই সে বুঝলো খরগোশের মতনই চোখের নিমিষে যে–কোনো রেডইন্ডিয়ানকে খুঁজে বের করতে পারবে তারা। এবং রেডইন্ডিয়ানটা কোন্ জাতের সেটা আঁচ করে নিতেও বিন্দুমাত্র বেগ হবে না লোকগুলির। একটা ঘনঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে থেকে গোল গোল চোখের রেঞ্জার দলটাকে তার পাশ দিয়ে চলে যেতে দেখলো সে।—

একটানা দুই দিন ধরে বৃষ্টির মধ্যে সেনাবাহিনীর পেছনে আড়ি পেতে থেকে তাদের প্রতিটি ক্রিয়াকলাপ খুঁটেখুঁটে পর্যবেক্ষণ করলো নীলপিঠ। ওননডাগাদের পুরনো শহরগুলিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করতে দেখলো সে তাদের। বাড়িঘর তছনছ করলেও খুবকম জিনিসই তারা হাতিয়ে নিয়েছে। রেডইন্ডিয়ানদের মাস্কেট–বন্দুকগুলিকে তারা নিক্ষেপ করে অগ্নিকুন্ডে। আগুনের তাপে সেগুলি গলেপুড়ে ধাতবপিন্ড হয়েছে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মূল শহরের রেডইন্ডিয়ান বারুদের গুদামটাকেও তারা উড়িয়ে দেয় নীলপিঠের চোখের সামনেই। আগুনের লেলিহান শিখার খোরাক হয়েছে রেডইন্ডিয়ানদের ঐতিহ্যবাহী সভাগৃহটা। বৃষ্টির মধ্যে হিসহিস শব্দ তুলে ভবনটির ছাদ এবং পাঁচিলগুলিকে স্ফুলিঙ্গের প্রকান্ড একটা পুঞ্জ হয়ে ভূমিসাৎ হতে দেখলো সে। একটা নিঃসঙ্গ সাদা কুকুর এদিকওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিলো খাদ্যের সন্ধানে। গুলি করা হলো ঘরমুখো ক্ষুধার্ত কুকুরটির মাথায় এবং লেজ ধরে টেনে ছুঁড়ে দেয়া হলো ওটাকে গন্‌গনে আগুনের মধ্যে বেয়নেটে গেঁথে। অনেকক'টি শুয়োর ছানাকে পোড়াবাড়ির জ্বলন্ত কাঠের ওপর রেখে ঝলসাতে দেখা গেলো একদল জোয়ানকে

নিঃশব্দে এবং সুবিন্যস্তভাবে সবকিছু করলো সেনাবাহিনী। কোনো রেডইন্ডিয়ান হামলার মতো ছিলো না তাদের এই নির্মূল অভিযান। একদম ঠান্ডামাথায়, হিসাব কষে কার্যকর করলো তারা অভিযান পরিকল্পনাটা। ভুট্টার একটা শিষও বাদ পড়লো না তাদের ধ্বংসযজ্ঞের নীলনকশা থেকে।

দ্বিতীয় দিন ভোরবেলা ছোটো একটি সেনাদলকে অনুসরণ করলো নীলপিঠ। একটা রেডইন্ডিয়ান গ্রামে অতর্কিতে হানা দিয়েছিলো এই সেনাদলটি। তখনো লোকজন ছিলো গ্রামটিতে। পনেরোজন স্ত্রীলোককে ঘেরাও করে বন্দী করলো সৈন্যরা। এদের টানা–হ্যাঁচড়া করা হয়েছিলো। বেতস লতার মতন ভয়ে কাঁপছিলো বৃষ্টিতে ভিজে একাকার–হওয়া মেয়েমানুষগুলি। একটা শব্দও করছিলো না তাদের কেউ। হতাশা, বিষণ্নতা এবং আতংক একাকার হয়ে লেপ্টেছিলো সবার মুখে।

কিছুক্ষণ পরে গ্রামটির ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়লো নীলপিঠের। এখানে সবক'টি নিদর্শনের মধ্যেই ছিলো সৈন্যদের বল্গাহীন অনাচারের স্বাক্ষর। এক জায়গায় মুখ–থুবড়ে পড়েছিলো পুরুষদের ক্ষতবিক্ষত অনেকগুলি মৃতদেহ। কিছু দূরেই ছিলো কয়েকজন স্ত্রীলোকের অর্ধনগ্ন লাশ। সামনে অনেকখানি পথ হেঁটে যাওয়ার পর ছোটো–ছোটো হেমলক গাছের একটা ঘন ঝোপের তলায় একটি যুবতী মেয়েকে পড়ে থাকতে দেখলো সে। মাথায় গুলি লেগেছিলো মেয়েটার। মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করলেও কোনোরকম শব্দ করছিলো না ও। যন্ত্রণায় ওর বুকটাকে শুধু সামান্য ওঠানামা করতে দেখলো নীলপিঠ। এই মুমূর্ষু অবস্থায়ও কিন্তু মেয়েটার কালো কোঁকড়ানো চুলের রাশি বুড়ো রেডইন্ডিয়ানের দৃষ্টি এড়াতে পারলো না।

মেয়েটা যাতে তাকে দেখতে না পায় তার জন্যে নিজেকে আড়াল করে রেখেছিলো সে। কিন্তু ওর অন্তিম মুহূর্তটি পর্যন্ত তাকে দেখা গেলো পাশে দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে। এরপর সে হাঁটা দিলো শহরের দিকে। ঘুরে ঘুরে দেখলো আরো অনেক মেয়েমানুষের লাশ। এদের প্রায় সবাই ছিল যুবতী।

ওই রাতে পুরনো শহরের একজায়গায় বিশাল অগ্নিকুন্ড জ্বালিয়ে তার চারপাশে আস্তানা গাড়লো সেনাবাহিনী। উঁচু একটা ঢিবিতে তাঁবু পাতা হলো অফিসারদের জন্যে। তাঁবুর খুঁটিগুলির বাইরে ওঁৎ পেতে থেকে তারা যা–যা করছিলো তার সবই দেখতে পেলো নীলপিঠ। কর্নেল ভ্যান শায়িককে চিনতে পারলো সে। পাখির পালকের কলম

www.pathagar.com

দিয়ে একটা ছোটো বইতে নোট টুকছিলো কর্নেল এবং একইসাথে অন্য অফিসারদের বিবরণ উৎকর্ণ হয়ে শুনছিলো। মোটা থ্যাবড়া নাক দেখে কর্নেল ম্যারিনাস উইলেটকে চিনতে কষ্ট হলো না তার। জো বোলিও এবং অ্যাডাম হেলমারকেও দেখতে পেলো সে। প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্যে তারা দুজনই একসাথে এসে দাঁড়ালো অফিসারদের অগ্নিকুন্ডের আলোর সামনে। তাদের সবার কথার ধরন থেকে সে বুঝলো, সবক'টি শহরই পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এবং পরদিন ভোরবেলা ফিরতি যাত্রা করবে সেনাবাহিনী।

ক্যাপ্টেন এবং লেফটেন্যান্টরা একে একে তাদের কাজের ফিরিস্তি দিলো। সর্বশেষ অফিসারটির বিবরণ শোনার পর কর্নেল উইলেটের পানে চাইলো কর্নেল ভ্যান শায়িক।

'একটি লোকও আমরা হারাইনি,' আত্মতুষ্টি নিয়ে বললো ভ্যান শায়িক। 'এরকম রেকর্ড আর কোন্ অভিযানে কে দেখাতে পেরেছে? নব্বই মাইল পথ পাড়ি দিয়ে রেডইন্ডিয়ানদের দেশটাকে আমরা ছারখার করে দিয়েছি। একটা গোটা জাতিকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এর জন্যে আমাদের একটি লোককেও হারাতে হয়নি। প্রভুর নামে বলছি, তোমাদের সবার জন্যে গর্বিত আমি।'

প্রত্যেকটি লোককেই বেশ খুশি মনে হলো। শুধু উইলেট তার প্রকান্ড নাকটা তুলে ধরে বললোঃ

'আমি জানতে চাই এখানকার সব রেডইন্ডিয়ান কোথায় গেছে, গুজ? আমি আরো জানতে চাই, কে তাদের সাবধান করে দিয়েছিলো? তুমি বুঝতেই পারছো, কেউ একজন কাজটা করেছে।'

'তাহলেও আমি খুশি,' বললো ভ্যান শায়িক। 'আমরা কোনোরকম উৎপীড়ন অনাচার না করেও একটা উচিত শিক্ষা তাদের দিয়েছি। আমি সত্যি তোমাদের সবার জন্যে গর্বিত। নিশ্চয়ই এর সুফল আমরা আশা করতে পারি।'

'কী সুফল, গুজ?'

'কেনো, এই অভিযান পশ্চিমের সবক'টি বসতকে দেবে নিরাপত্তার একটা বাস্তব নিশ্চয়তা।'

পরদিন ভোরবেলা ওনিডা হ্রদে সামরিক বোটের বহরটার দিকে সেনাবাহিনী কখন যাত্রা করছে তা আঁচ করে নিয়েই নীলপিঠ রওয়ানা হয়ে গেলো তার শালতি–

www.pathagar.com

নৌকাটার খোঁজে। সেনাবাহিনীর উপস্থিতির ঢের আগেই সে হ্রদের তীরে এসে পৌছলো। এবং বোট প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে স্বচ্ছন্দে শালতিটা পানিতে নামিয়ে দাঁড় ঠেলে এগিয়ে যেতে লাগলো।

দুদিন পর বাড়ি ফিরলো নীলপিঠ। স্কিনানডোয়া দেখা করতে এসেছিলো তার সাথে। গরম খাবার খেতে–খেতে বুড়ো সর্দারের সাথে কথা বলছিলো সে। নীলপিঠের মতনই বিচলিত দেখা যাচ্ছিলো সর্দারকে। সে বললো অভিযানের ব্যাপারটা নিয়ে এই মুহূর্তেই ড্যান শায়িকের কাছে প্রতিবাদ করবার ইচ্ছা ছিলো তার। কিন্তু ওটা করতে গেলে বোঝা যাবে ওনিডাদেরই কেউ অভিযান সম্পর্কে আগেভাগে সতর্ক করে দিয়েছিলো ওননডাগাদের। নীলপিঠ যা–যা দেখেছিলো সেনিয়ে অনেক কথাবার্তা হলো দুজনের মধ্যে। শেষে ঠিক হলো কর্নেলকে কিছুই বলা হবে না। কারণ, এর পরিণামটা হবে ভয়াবহ। সাংঘাতিক অসহায়বোধ করলো দুই বুড়ো রেডইন্ডিয়ান। তারা সাব্যস্ত করলো, খবরটা জানাজানি হয়ে যাওয়ার পরই সেনাবাহিনীর কাছ থেকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দাবি করা হবে পশ্চিমাঞ্চলের বসতগুলির বিভিন্ন জাতির লোকজন এবং বৃটিশের সম্ভাব্য হামলার বিরুদ্ধে।

স্কিনানডোয়া চলে গেলে পর নীলপিঠের বউ ব্যস্ত হয়ে পড়লো স্বামীর পরিচর্যায়। নীলপিঠের মাথার অবিন্যস্ত চুল পরিপাটি করে আঁচড়ে দিলো সে সযত্নে। টিপলো তার হাতপা। স্বামীর জন্যে গর্বে বুকটা ফুলে উঠেছিলো বউয়ের। কিন্তু নীলপীঠকে হঠাৎ তার দিকে চোখ পিট্ পিট্ করে তাকাতে দেখে কেমন অস্বস্তিবোধ করতে লাগলো সে। নীলপীঠ আসলে তখন ভাবছিলো, তার বউটাকে একজন শ্বেতাংগের চোখে যুবতি এবং সুন্দরী বলে মনে হবে কিনা। কারণ এরমধ্যেই শ্বেতাংগদের প্রতি তার ভালো ধারণাটা একেবারে পাল্টে গেছে। কিন্তু তার মনের এই ভাবনার কিছুই আঁচ করতে পারলো না তারবউ।

৬

বিধ্বস্ত লংহাউস

কথাবার্তায় ব্যস্ত ছিলো কর্নেল ভ্যান শায়িক। বিখ্যাত ত্রয়ীর সাথে দাঁড়িয়ে করমর্দন করছিলো কর্নেল। এরা হলো জো বোলিও, অ্যাডাম হেলমার এবং গিল। একপাশে

www.pathagar.com

বসে মুগ্ধচোখ তুলে তাদের দেখছিলো মেজর কোকরান। কিন্তু আরেকপাশে বসা কর্নেল উইলেটের মুখটা ছিলো খুবগম্ভীর। অ্যাডামের দৃষ্টিটা ঘুরতে–ঘুরতে উইলেটের চোখের ওপর গিয়ে পড়লো। অ্যাডামের মনে হলো লোকটার চোখদুটি রেগে এক তীব্র বিদ্রূপে বিদ্ধ করতে চাইছিলো তাকে। পরমূহূর্তেই মনে হলো লোকটা যেনো হোহো করে হেসে উঠবে। ঘনঘন নড়ছিলো উইলেটের ডান চোখের পাতা।

'সত্যি আমি কৃতজ্ঞ তোমাদের তিনজনের কাছে,' বললো কর্নেল ভ্যান শায়িক। 'আমার জন্যে তথা সেনাবাহিনীর জন্যে যেকাজ তোমরা করেছো নিঃসন্দেহে তা বিরাট কৃতিত্বের দাবি রাখে। গোটা সেনাবাহিনী যে–অপূর্ব কর্তব্য নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে তার জন্যে নিজেকে ধন্য মনে করছি আমি। কিন্তু আমি জানি তোমাদের মতন নির্ভরযোগ্য গাইড সাথে না থাকলে এটা সম্ভব হতো না তাদের পক্ষে। এখন তোমরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছো। তোমাদের মতন চমৎকার লোককে আমার কাছে পাঠানোর জন্যে দয়া করে কর্নেল বেলিঞ্জারকে জানাবে আমার কৃতজ্ঞতা। তাকে আরো বলবে কাজের চাপ কমলেই ব্যক্তিগতভাবে আমি চিঠি লিখে তাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবো। এখানে তোমাদের বেতন রয়েছে। আমার ধন্যবাদ নাও সবাই।'

তিনজনের হাতেই একটি করে সাদা কাগজের চিরকুট তুলে দিলো কর্নেল। চিরকুটের ভেতরের লেখাগুলি বেশ গোটা–গোটা। কিন্তু নিচের দিকে কর্নেলের স্বাক্ষরের হরফগুলি ছিলো পায়রার ঠ্যাংয়ের মতন দেখতে। চিরকুট হাতে নিয়ে বোবার মতন দাঁড়িয়ে থেকে শুধু চোখ তুলে ধরে রেখেছিলো জো এবং অ্যাডাম। এই দুই জংলির একজনও পড়তে জানতো না। গিল দুজনেরই আস্তিন ধরে টানলো। তাকে অনুসরণ করে ঘরের বাইরে পা বাড়ালো তারা।

জো বিড়বিড় করে বললোঃ 'আমার কাছে এটা গির্জার মতন লাগছে।'

'চুপ করো!' শাসালো গিল। হো–হো করে হেসে উঠলো অ্যাডাম। পেছনে চাপা–হাসির শব্দ শুনে তিনজনই ফিরে তাকালো। দেখলো ম্যারিনাস উইলেট আসছে তাদের পেছন পেছন। 'তোমরা বেশ ভালো কাজ করেছো, জোয়ানরা,' বললো উইলেট। 'আমি তোমাদের কথা স্মরণে রাখতে চাই।' অবিকল ভ্যান শায়িকের মতোই তাদের সাথে করমর্দন করলো উইলেট। কিন্তু তাসত্ত্বেও লোকটাকে বেশ আলাদা মনে হলো। 'এই অভিযান কী কল্যাণ বয়ে আনবে, আমি জানি না। কিন্তু ওখানে যা করার ছিলো তার সবই আমরা করেছি।'

www.pathagar.com

গম্ভীরমুখে জো বললোঃ 'ফাঁদে পড়লে বেড়াল যেমন লেজ গুটিয়ে নেয় ঠিক সেরকমই করবে ওই ওননডাগার গোষ্ঠী।'

মাথা নাড়লো উইলেট।

'আমি আশা করবো তারা কেবল তর্জনগর্জনই করবে।'

তাদের পানে অভিবাদনের রীতিকে মাথা-নুইয়ে নিজের বাসস্থানের দিকে চলে গেলো উইলেট। তারা তিনজন ফটক গলিয়ে বাইরে এলো। তাদের কথা এখান থেকে আর কেউ শুনতে পাবে না বুঝতে পেরে অ্যাডাম গলা বাড়িয়ে জানতে চাইলোঃ 'এই কাগজ দিয়ে কী হবে হে? এ-নিশ্চয় টাকা নয়।'

'আমি আমার কাগজটা তোমাদের পড়ে শোনাচ্ছি,' বললো গিল। 'এর সবক'টাই একরকম।'

গিল পড়তে লাগলো ঃ

'গুজ্ ভ্যান শায়িক, এস্কোয়ার, কর্নেল, ফার্স্ট রেজিমেন্ট, দি নিউইয়র্ক লাইন-এর পক্ষ থেকে গিল মার্টিনকে এবং তার প্রতি অভিনন্দনসহ-

যুক্তরাষ্ট্রের সেবায় নিয়োজিত এই রেজিমেন্টে আপনার অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এতদ্বারা আপনাকে আপনার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে তিন বুশেল গম গ্রহণের অধিকার দেয়া হলো। যার পক্ষে এই পরিমাণ গম নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হিসেবে স্বচ্ছন্দে দেয়া সম্ভব বলে কর্নেল পিটার বেলিঙ্গার, এস্কোয়ার মনে করবেন এমন যেকোনো লোকের কাছ থেকেই তিনি তা সংগ্রহ করে আপনাকে দিতে পারবেন। এবং উক্ত ব্যক্তির নাম তিনি এই পরোয়ানায় অনুমোদন করে দেবেন।

'আজ ১৭৭৯ সালের এপ্রিল মাসের পঁচিশ তারিখে ফোর্ট স্ট্যানউইক্সে এতে আমার নাম স্বাক্ষর করা হলো।'

গুজভ্যান শায়িক, কর্নেল।।

'প্রভুর দোহাই!' বললো অ্যাডাম। 'আচ্ছা একটা কথা বলো। জার্মান তল্লাটে কার কাছে আছে তিনবুশেল গম?'

'তুমি কী মুখ বন্ধ করবে? সবসময় তোমার কেবল গলাবাজি। দ্যাখো তো গিল, আমার কাগজটায় 'জো বোলিও এবং অভিনন্দন' কথাটা লেখা আছে কিনা?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'দেখাও তো, কোথায়?'

www.pathagar.com

গিল লেখার জায়গাটা তাকে দেখিয়ে দিলো।

'বেশ, এটাই আমার জন্যে যথেষ্ট। বোলিও এবং অভিনন্দন।'

'বুঝলাম। কিন্তু আমার কাছে এর কী মূল্য?' প্রশ্ন করলো অ্যাডাম। 'এটা কোনো মুদ্রা নয়, মদও না। তাছাড়া কোথাও গমও পাওয়া যাবে না।'

'তাহলে তোমার ভালোবাসার মেয়েটিকে এটা দিয়ে দিয়ো তার নৈশভোজের জন্যে,' গোঁ-গোঁ করে বললো জো। পা ফেলে তাদের আগে আগে হাঁটা দিলো সে।

'শোন গিল। আমার কাগজটা বোধকরি কিনতে চাইবে তুমি, কী বলো?'

'আমার কাছে কোনো টাকা নেই,' একগাল হেসে বললো গিল।

'বেশ, তাহলে কেমন করে বেতন আদায় হবে আমার?'

'জানি না। বেলিঞ্জারকে তুমি জিজ্ঞেস করতে পারো।'

ঘেসো পথটা জংগলে গিয়ে শেষ হয়েছিলো। এলোমেলো পা ফেলে দ্রুততালে এগিয়ে যেতে থাকলো জো বোলিও। সঙ্গী দুজনের দিকে ফিরেও চাইছিলো না সে। লম্বা কাঁধ ঝুলিয়ে, মাথা নিচু করে আপন মনে হাঁটতে দেখা যাচ্ছিলো তাকে। ভাঁজ পড়া মুখে তার ফুটে উঠেছিলো কেমন আত্মগত একটা ভাবনার ছাপ। কাছাকাছি যাওয়ার পর গিল এবং অ্যাডাম শুনতে পেলো বিড়বিড় করে সে বলছেঃ 'জো বোলিও এবং অভিনন্দন। বাই গড্! জো বোলিও এবং অভিনন্দন'—

ফোর্ট ডেটনে পৌঁছে তারা তিনজনই গিয়ে হাজির হলো বেলিঞ্জারের সামনে। নৈশভোজে আপ্যায়িত করা হলো তাদের। অভিযানের খবর শোনার জন্যে লোকজন ভিড় জমালো বেলিঞ্জারের কেঠোঘরটার চারপাশে। কংগ্রেসের সামরিক তৎপরতা দেখে এদের অনেকেই ভাবলো যুদ্ধ শেষ হতে বুঝি আর তেমন দেরি নেই। নিজেদের পুরোনো খামারে নতুন করে ঘরবাড়ি তোলার ব্যাপারটা নিয়েও আলোচনা শুরু করলো তারা। কেউ কেউ দুঃখ করলো খামাখা কেন তারা ধারকরা জমিতে বসন্ত ঋতুর বীজ লাগাতে গেলো।

বেলিঞ্জার গিলকে জানালো গোটা উপত্যকার কোথাও থেকে বিপদের সামান্য কোনো আলামতও পাওয়া যায়নি। আর তার জন্যেই মহিলাদের সরাতে হলো না ম্যাকলেনার হাউস থেকে। এরমধ্যে সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো, ওই গ্রীষ্মেই একটা শক্তিশালী

www.pathagar.com

অভিযান পরিচালিত হতে যাচ্ছে ইরোকুই রেডইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে। সেনাবাহিনীর কোয়ার্টার মাস্টাররা উপত্যকায় পঁই পঁই করে ঘুরছে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করবার জন্যে। স্কিনেকটাডিতে তারা তৈরি করছে বেশুমার নৌকা। সবার ধারণা, ছয় সপ্তাহের মধ্যে কানাজোহারিতে সমাবেশে মিলিত হতে যাচ্ছে সেনাবাহিনীর একটি অংশ। দেড়হাজার লোক থাকবে এতে এবং বাহিনী পরিচালনার জন্যে ব্রিগেডিয়ার নিযুক্ত হয়েছেন জেমস ক্লিটন। কিন্তু এটা ছিলো সৈনাবাহিনীর কেবল একটা ব্যূহ।। মূলবাহিনীর সমাবেশ হবে পেনসিলভানিয়ায় এবং সেখান থেকে তারা যাবে সাসকুহানায়। গিল এইমাত্র যে অভিযান থেকে ফিরে এলো সেটা শক্তির প্রাথমিক একটা প্রদর্শনী ছাড়া আর কিছুই ছিলোনা।

দুর্গ থেকে সড়ক ধরে অন্ধকারে আসবার সময় গভীর একটা প্রশান্তি বোধ করছিলো গিল। কিন্তু হঠাৎ দক্ষিণের বাতাসটা কেমন যেন ভ্যাপসা গরম ছড়ালো। আরো বৃষ্টি হবে বলে মনে হলো গিলের। কিন্তু দক্ষিণের বৃষ্টির মানে হলো প্রবল এবং ক্ষান্তিহীন বৃষ্টি। একা একা ফিরতে হচ্ছিলো গিলকে। কারণ, মদের একটা আমন্ত্রণ পেয়ে আটকা পড়ে গেলো জো। আর এদিকে দুর্গের এককোণে পলি বাওয়ার্সকে দেখতে পেয়ে তার সংগে গল্প করবার জন্যে থেকে গেলো অ্যাডাম। মেয়েটার কাছে রেডইণ্ডিয়ানদের দেশটার একটা জুতসই বর্ণনা দেয়ার লোভ কিছুতেই সংবরণ করতে পারছিলো না সে। বাধ্য হয়ে গিলকে একাই বেরুতে হলো দুর্গ থেকে। বেশ ভালো লাগছিলো তার নিঃসঙ্গ হাঁটতে।

অন্ধকারে ডুবেছিলো বাড়িটা। হয়তো সবাই এরমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে কিংবা বাড়ির দরোজা জানালাগুলি বন্ধ করে রেখেছে। মাস কয়েকের মধ্যে বাড়ির ফাঁকফোকর বন্ধ না করেও লোকজন নিরাপদে মোমবাতি জ্বালাতে পারবে বলে ভাবলো সে।

একটা কুকুরকে বাড়ির ঢালু পথটা বেয়ে ঘেউঘেউ চিৎকারে তেড়ে আসতে দেখে হতচকিত হয়ে পড়লো গিল। এবং সংগেসংগেই বুঝলো জন উইভার নিশ্চয়ই বাড়িতে আছে। কুকুরটাকে লক্ষ্য করে শিস দিলো সে। জন্তুটা তাকে চিনতে পেরে এগিয়ে এলো সামনে। ঠিক ওই মুহূর্তেই দরোজা খুলে মুখ বাড়ালো লানা। 'এ নিশ্চয়ই গিল। আমি জানি গিল ছাড়া আর কেউ হবে না। নিচে নেমে দেখি কোথায় সে।' বিড়বিড় করে বললোও।

www.pathagar.com

ছুটে গিয়ে বারান্দার সিঁড়ির ওপর লাফ দিয়ে উঠলো গিল এবং দুহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলো লানাকে। ফিসফিসিয়ে লানা বললোঃ 'আমি ঠিক জানতাম আজ রাতেই বাড়ি ফিরবে তুমি। আমার মন বলছিলো, গিল। কিন্তু ওরা বিশ্বাস করতে চাইলো না।'

দরোজা গলিয়ে একসাথেই দুজন গেলো রান্নাঘরে। একটি জ্বলন্ত চেলাকাঠে ফুঁ দিয়ে চুলায় আগুন ধরালো ডেইজি। মুহূর্তের মধ্যেই জ্বলে উঠলো আগুন। শিখার আলোয় গিল দেখতে পেলো তার প্রিয় রমণীদের মুখগুলি। জনের সাথে করমর্দন করলো সে। জন বললোঃ 'আমরা শুনেছি রেডইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে অভিযানে গিয়েছেন আপনি।'

'হ্যাঁ। ঠিকই শুনেছো,' বললো গিল। 'ওদের শহরগুলি জ্বালিয়ে দিয়েছি আমরা। কিছু লোককে বন্দী করে আনা হয়েছে। তবে রেডইণ্ডিয়ান যুবকদের বেশিরভাগই ছিলো তখন বাইরে। অভিযানটা ছিলো অনেকটা মহড়ার মতন।'

জনের মুখের রেখা বিবর্ণ হলো।

'আপনি এখন ফিরে এসেছেন।' বললো সে। 'বোধকরি এবার বাড়ি যেতে পারবো আমি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুমিতো যাবেই জন। অনেক কিছুই তো করলে তুমি আমাদের দিকে চেয়ে। এরজন্যে ধন্যবাদ তোমায়।'

গিল ফিরে আসায় হাসি উপচে পড়ছিলো মিসেস ম্যাকলেনারের মুখে। দাঁত বের করে তিনি বললেনঃ 'আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, জন এখন একটি বিবাহিত পুরুষ।

সবাই তখন গল্প করার জন্যে একসাথে গোল হয়ে বসলো। জনকে দেখা গেলো কুকুরটাকে সংগে নিয়ে ফোর্ট ডেটনের দিকে রওয়ানা হয়ে যেতে।

'তোমার স্বাস্থ্যটা ভালোই মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করলেন মিসেস ম্যাকলেনার।

'হ্যাঁ, বেশ ভালো আছি আমি,' বললো গিল। লানা তখন ওর পেটিকোটের আড়ালের ভেতর থেকে হাত দিয়ে চাপ দিচ্ছিলো গিলের হাতে। ওর দিকে তাকিয়ে গিল বললোঃ 'তোমরা সব কেমন ছিলে? কেমন আছে গিলি?'

'সবাই আমরা ভালো ছিলাম।'

'গাভীটার খবর কি?'

'গতপরশু বাচ্চা দিয়েছে ওটা। ভালোই আছে গাইটার শরীর,' বললেন মিসেস ম্যাকলেনার।

www.pathagar.com

'কী বাচ্চা দিয়েছে?'

হাসলো লানা।

'একটা বকনা বাছুর। খুব সুন্দর দেখতে। সাদায় পিঙ্গলে মেশানো গায়ের রং।'

'খুবই ভালো হলো।'

ভালো বলতে ভালো। গাইটা এঁড়েবাছুর বিয়োলে ওটা হতো তাদের জন্যে দুঃখজনক। কারণ, রেডইণ্ডিয়ান হামলার পর জার্মান তল্লাটে অবশিষ্ট ছিলো মাত্র গুটিকয়েক গাভী। সুতরাং একটা ষাঁড়ই ছিলো গোটা অঞ্চলে গো–বৎস প্রজননের জন্যে যথেষ্ট।

পরদিন সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের সময় পশ্চিম থেকে ফিরে এলো সেনাবাহিনী। আস্তে আস্তে নদীর কিনারে দীর্ঘসার দিয়ে এসে ভিড়লো নৌকার বহরটা। সৈন্যরা রাত কাটালো গেটম্যানের খামারে। ভোরবেলা আবার তারা যাত্রা শুরু করলো পুবমুখো। দিনদুয়েক পর এককোম্পানি রক্ষীর পাহারায় অস্ত্র এবং গোলাবারুদ বোঝাই ওয়াগনগুলি রওয়ানা হয়ে গেলো। একস্কোয়াড সৈন্যসংগ্রহ এবং সেইসঙ্গে মিলিশিয়াদের সমাবেশের বন্দোবস্ত করবার জন্যে কর্নেল বেলিঞ্জারের হাতে সামরিক সদর দফতরের একটি নির্দেশ পৌছে দিলো সেনাবাহিনীর কমাণ্ডিং অফিসার।

আবার খামার ছেড়ে যেতে হবে এই ভাবনাটা আতংকিত করে তুললো গিলকে। পর মুহূর্তেই মনে পড়লো তার জনের কথা। কাজ না থাকায় হতাশায় ভুগছে ছেলেটা। জনের জন্যে দুঃখবোধ করলো গিল। ম্যারির করুণ মুখটাও ভাসলো চোখের সামনে। জনের মতন অমন দুর্ভাগ্য যদি গিলের হতো তাহলে লানার মুখখানা কেমন দেখাতো, মনে মনে খতিয়ে দেখলো গিল। নিজের বদলে জনকে সে পাঠাতে চাইলো মিলিশিয়া বাহিনীতে। প্রস্তাবটা দিয়ে বললো, তিনমাসের বেতন পাবে জন এবং তার সঙ্গে পাবে একটি অভিযানকোট। জনকে খুশি করবার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু কোনো কথা না বলে শুধু মাথা নাড়লো ছেলেটা।

ব্যাপারটা নিয়ে ডেমুথের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলো গিল। ক্যাপ্টেন জানালো ম্যারিকে সে তার ঘরসংসারের কাজে লাগাতে পারে। এতে অন্তত মেয়েটার একা থাকবার ভাবনাটা দূর হবে। ভোরবেলা মিলিশিয়াদের সাথে রওয়ানা হয়ে গেলো জন।

www.pathagar.com

মে মাসে জমিতে ভুট্টা, লাউ এবং কুমড়া লাগালো গিল। এরপর গোলাঘরের ছাদের কাজটা শেষ করলো। খামারের এই দিনটি ছিলো একটা উৎসবের দিনের মতন। মিসেস ম্যাকলেনার একবোতল ম্যাডিরা বের করলেন তার ভাঁড়ার থেকে এবং দুজনে মিলে পান করলেন। ওটা ছিলো তার ভাঁড়ারের শেষ ম্যাডিরার বোতল।

জুনে খবর এলো কানাজোহারিতে সমাবেশ হচ্ছে সেনাবাহিনীর। ম্যারি উইভারের হাতে জনের চিঠিটা এসে না পৌছলে ব্যাপারটা তারা সহজে বিশ্বাস করতে পারতো না। চিঠিখানা ম্যাকলেনারদের বাড়ি বয়ে নিয়ে এসেছিলো ম্যারি যাতে কাউকে দিয়ে পড়িয়ে নিতে পারে। মিসেস ম্যাকলেনার কাগজটা হাতে নিয়ে জোরে জোরে সবাইকে পড়ে শোনাতে লাগলেন। জনের লেখাটায় অনেক শব্দ এবং বানানের ভুল থাকলেও খবরটার সমর্থন মিললো এর থেকে।

জনের চিঠিটা ছিলো এরকম ঃ

প্রিয় স্ত্রী ম্যারি, আমি এখন কনজহারিতে আছি কর্নেল উইলেটের রেজিমেন্টে। ক্যাপ্টেন ব্লিকারের কোম্পানির অধীনে কাজ করছি। একটা নতুন ব্লিউ কোট পেয়েছি। আমি ভালো আছি। এপর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি। আমাদের বাহিনীতে ১৫০০ লোক আছে। আর পারস রাইফেল কোম্পানিটা আছে এই বাহিনীতে। ১৯ তারিখে পরের স্যাটডেতে আমরা স্প্রিংফেল্ডের দিকে যাত্রা করবো– আমি তোমার কথা ভাবছি এবং ভাবছি ম্যারি। আমি আরো চিন্তা করছি তোমার পেটে কোনো বাচ্চা এলো কিনা এবং তা তুমি আঁচ করতে পারলে কিনা। এইসঙ্গে আমার ভালোবাসা নিও এবং তোমার কাছে নিবেদন করছি তুমি যেনো মা আর কোবাসকে আমার ভালোবাসা জানাও।

তোমার স্বামী,

শ্রদ্ধাসহ

জন উইভার

একটাও বিরতিচিহ্ন ছিলো না চিঠিখানায়। কানাজোহারি কথাটাকে জন লিখেছে 'কনজহারি।' শনিবার অর্থাৎ স্ট্যাটারডে কথাটা তার লেখার কল্যাণে হয়েছে 'স্যাট্ডে। 'নীলকোট অর্থাৎ ব্লুকোট হয়েছে 'ব্লিউকোট।'

মিসেস ম্যাকলেনার চিঠিখানা পড়ে শেষ করলে একটা নীরবতা নেমে এলো রান্না ঘরে। দূরে কে একজন তার কাঁচির পোঁচ বসাচ্ছিলো ঘাসের চাপড়ায়। সেই শব্দ শুনতে পাচ্ছিলো তারা। নদীর ওপার থেকে শোনা যাচ্ছিলো ক্যাসলারের ঘোড়া খেদানোর

www.pathagar.com

হাঁকডাক। জুড়ি ঘোড়ায় টানা ওয়াগনে করে তার ঘরের সাজসরঞ্জামের কাঠ আনছিলো ক্যাসলার। পুড়ে যাওয়া ঘরগুলির ভিটায় নতুন ঘর তুলছিলো লোকটা।

'এটা পুরুষালি ধরনের লেখা একটা ভালো চিঠি, ম্যারি,' কিছুক্ষণ পর বললেন মিসেস ম্যাকলেনার।

'হ্যাঁ,' ঢোকগিলে বললো ম্যারি। হাতবাড়িয়ে চিঠিখানা নিলো সে। এবং কয়েক ভাঁজ করে গুঁজলো তার জামার তলায়। মুখখানা তার কান্নার মতন হয়ে উঠেছিলো। যেনো এখুনি ডুকরে কাঁদতে শুরু করে দেবে মেয়েটা। দরোজার বাইরে গেলো গিল। মেয়েদের ব্যাপারে পুরুষদের থাকা উচিত নয় বলে মনে হলো তার। গাড়িতে ঘোড়াটাকে জুড়ে নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলো সে ঘেসো মাঠের দিকে।

গাড়ির চাকার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দটা বাতাসে মিলিয়ে যাওয়ার পর মিসেস ম্যাকলেনারের পানে চাইলো ম্যারি। লজ্জারুণ দেখাচ্ছিলো ওর করুণ মুখখানা।

'কর্নেল বেলিঞ্জার বলেছেন আগামীকাল ঘোড়ার একটা জরুরি ডাক পাঠাবেন তিনি ওদিকে। ওই ডাকে আমি একটি চিঠি ছাড়তে পারতাম। কিন্তু আমি তো লিখতে জানি না।'

'তুমি কি চাও তোমার হয়ে আমি ওটা লিখে দিই?'

'তাহলে তো ভালোই হয়। দিন না লিখে দয়া করে। জনের মাও কিন্তু আমার মতোই লিখতে জানেন না। তাছাড়া, আর কাউকে তো লেখার কথা বলতে পারবো না আমি।'

টেবিল গোছগাছ করে দোয়াতকলম নিয়ে বসবার সময় মৃদু নেকো শব্দ করছিলেন মহিলা। ম্যারি বসলো তাঁর বিপরীত দিকে। দোয়াতে পালকের কলম চুবিয়ে ওর দিকে তাকালেন তিনি।

'আচ্ছা এখন বলো, কী বলতে চাও তুমি জনকে? তুমি মুখে বলো, আমি লিখে নিচ্ছি।'

'প্রিয় স্বামী জন'–কথাগুলি উচ্চারণ করেই হঠাৎ কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো ম্যারি। গালের দুইপাশ বেয়ে গড়াতে শুরু করলো ওর অশ্রুর প্লাবন।

'আরে, আরে, কী শুরু করেছে দ্যাখো মেয়েটা!' কলম থামিয়ে বলে উঠলেন মিসেস ম্যাকলেনার। 'ওরকম ভেঙ্গে পড়া ঠিক নয় তোমার। জন হয়তো বাড়ি ফেরার জন্যে

www.pathagar.com

কাতর হয়ে উঠেছে। এই চিঠিটা হবে তার কাছে পৃথিবীর যেকোনো জিনিসের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান।'

'আমি কিছু বলতে পারবো না। না, কিছু বলার সাধ্য আমার নেই। আমি জানি না কেমন করে মনের কথা বলতে হয়।' ডুকরে উঠলো ম্যারি।

'আচ্ছা, কী তুমি বলতে চাও তাকে? তুমি জানো, তোমার খবর জানার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে ছেলেটা।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। আমার বাচ্চা হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন জন। বাচ্চার জন্যে কী দিয়ে আমরা একখণ্ড ফ্ল্যানেল কিনতে পারবো সেটা ওর জানা নেই। কারণ, আমাদের দুজনের হাতই খালি। কোনো টাকাকড়ি আমাদের নেই। তাছাড়া, আমার বুকের দুধে বাচ্চা বাঁচবে এটা বিশ্বাস করতে পারছেন না জনের মা। এদিকে আমাদের দুধের কোনো গোরুও নেই।'

'এবার সত্যি করে বলো তো লক্ষ্মী মেয়ে, তোমার পেটে বাচ্চা এসেছে কিনা?'

মাথা নাড়লো ম্যারি। সিঁদুরের মতন লাল হয়ে উঠলো ওর মুখখানা। এবং হঠাৎ লজ্জায় দুইহাত দিয়ে মুখ ঢাকলো ও।

সোজা হয়ে বসলেন মিসেস ম্যাকলেনার। এবং ম্যারির দিকে বড়ো বড়ো চোখে তাকালেন। 'তাহলে জনকে খুলে বলো ব্যাপারটা। ভাবো, আমিই জন এবং তুমি কথা বলছো জনের সাথে।'

অতিকষ্টে আবেগ সংবরণ করলো ম্যারি। 'আমি চেষ্টা করবো বলতে।'

এবং সংগে সংগে ম্যারির জবানিতে লিখলেন মিসেস ম্যাকলেনার ঃ

প্রিয় স্বামী জন,

আমি ভালো এবং আশাকরি তুমিও সত্যি ভালো আছো। ঠিক এক্ষুণি আমার বাচ্চা হতে যাচ্ছে না। তবে একদিন যে হবে সেবিষয়ে আমি নিশ্চিত। তোমার মা ভরসা রাখতে না পারলেও আমি জানি একটা শিশুকে বুকের দুধ খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখবার মতন ক্ষমতা আমার আছে। তিনি ভালো আছেন। এবং কোবাসও ভালো। ক্যাপ্টেন ডেমুথের ঘরকন্নার কাজ করছি আমি। আমার সাথে ভালো ব্যবহার করেন তিনি। তবে তোমার জন্যে রান্না করাটা যেমন সহজ মনে হতো সেরকম আরামে তাঁর রান্নার যোগান দিতে পারি না। আমি রোজ রাতে তোমার কথা ভাবি। তুমি কি সেরকম ভাবো আমার কথা? শিগগিরই নিরাপদে তুমি ফেরো, এ আমার একান্ত আশা। তোমার জন্যে আমি প্রার্থনা করছি। আর তোমার নিরাপদে ফেরাটাই হলো আমার প্রার্থনা।

www.pathagar.com

তোমার প্রিয়তমা স্ত্রী—

এপর্যন্ত লেখার পর মিসেস উইভার শুধালেনঃ 'চিঠির শেষে কী বসাতে চাও তুমি? 'ম্যারি উইভার,' নাকি শুধু 'ম্যারি' কথাটা?

ঘন ঘন ওঠানামা করছিলো ওর বুক।

'আমার মতে শুধু 'ম্যারি' কথাটা বসালেই ভালো হয়। যদিও ম্যারি উইভার কথাটার মধ্যে একটা সম্ভ্রমের ভাব আছে।'

'আমার বিশ্বাস, জন বেশি পসন্দ করবে 'ম্যারি উইভার' কথাটা।

মিসেস ম্যাকলেনার চিঠির শেষে 'ম্যারি উইভার' কথাটাই লিখে দিলেন।

সেনাবাহিনীর চলাচলের সাধারণ সংবাদের মধ্যদিয়ে জনের যেটুকু খোঁজ পাওয়া গেলো এর বাইরে আর কোনো কিছুই তার কাছ থেকে জানতে পারলো না তারা ওই চিঠিটা পাওয়ার পরে। সেনাবাহিনীর অভিযানের ব্যাপারে তেইশ তারিখে ফোর্ট স্ট্যান-উইক্সে জরুরি ঘোড়ার ডাকে খবর এলো কর্নেল ভ্যান শায়িকের কাছে। বার্তায় বলা হলো, সেনাবাহিনীকে টিওগায় মার্চ করে যেতে হবে মেজর জেনারেল সুলিভ্যানের বিশাল কোর-এর সাথে মিলিত হওয়ার জন্যে। অনেকেই কিন্তু ভেবেছিলো মোহক উপত্যকা হয়ে পশ্চিমে যাবে তারা। ক্লিনটন এর মধ্যেই কানাজোহারি থেকে দক্ষিণে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলো তার প্রথম সেনাদলটি নিয়ে। ওয়াগনে করে স্থলপথের ওপর দিয়ে ওসিগো হ্রদের উজানের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো সামরিক নৌকাগুলিকে।

পরদিন একই ডাকঘোড়া ফিরে আসছিলো পুবের তল্লাটে। বার্তাবাহকের কাছ থেকে কর্নেল বেলিঞ্জার জানতে পারলো, জন বাটলারের গতিবিধির খবর নিয়ে ফোর্ট স্ট্যানউইক্সে এসেছিলো কয়েকজন ওনিডা রেডইন্ডিয়ান। তারা বলেছে জেনেসির দিকে একটা বাহিনী নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বাটলার। রেডইন্ডিয়ান হ্রদের উজানের দিকটা পার হয়ে টিওগায় যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তার। সেখানে সে যুদ্ধের জন্যে সংগঠিত করবে স্থানীয় রেডইন্ডিয়ান গোষ্ঠীটাকে। তারা আরো বলেছে : বাটলার কেবল আমেরিকান সেনাবাহিনীর গতিবিধিরই খবর রাখে না—তাদের প্রতিটি রেজিমেন্টের নাম এবং কোন্ রেজিমেন্টে কতো সৈন্য আছে সেই খবরও তার নখদর্পণে। দৃষ্টান্ত হিসেবে ওনিডা রেডইন্ডিয়ানদের একজন বাটলারের বরাত দিয়ে আমেরিকান রেজিমেন্টগুলির নাম এবং সৈন্যসংখ্যার বিবরণ দিয়েছিলো। এভাবে ওনিডাদের মুখেই

www.pathagar.com

প্রথম দক্ষিণাঞ্চলীয় সেনাবাহিনীর বিভিন্ন রেজিমেন্টের নাম এবং তাদের লোকবলের হিসেব জানতে পারলো পিটার বেলিঙ্গার। জার্মান তল্লাটের লোকেরাও ঠিক এভাবেই প্রথম তাদের নিজেদের গুপ্তচরদের মুখ থেকে এই বিশদ তথ্যটা জানতে পেরেছিলো। বৃটিশদের রাখা খতিয়ানই ছিলো গোয়েন্দাদের পাওয়া খবরের সূত্র।

হাওয়ায় ঘুরে বেড়ানো এসব খবর থেকে বোঝা গেলো ইরোকুই রেডইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে অভিযানে যাচ্ছে পাঁচহাজার সৈন্যের একটি বাহিনী। তাদের সাথে থাকছে কামান আর মরগানের রাইফেল রেজিমেন্ট। এবং চারটি রাজ্য যোগান দিচ্ছে পদাতিক বাহিনীর লোকজন। খবরটা সবার কাছেই রোমাঞ্চকর মনে হলো। ডেমুথ, গিলমার্টিন এবং বেলিঙ্গারের মতন লোকেরা প্রথম উপলব্ধি করলো, একটা অসাধারণ শক্তি লুকিয়ে আছে তাদের দেশটার অভ্যন্তরে। যেদেশটার সৃষ্টি হয়েছে তাদের জন্যে এবং তাদের ভাগ্য বদলানোর জন্যে। স্থূলবুদ্ধি ইয়াংকি রাজনীতিকরা কল্পনাও করতে পারে না এশক্তি কতখানি প্রবল এবং অপ্রতিরোধ্য।

এই সেনাবাহিনী যতোদিন অরণ্যভূমিতে থাকবে অন্তত সেই সময়টায় রেডইন্ডিয়ানদের হামলার কোনো আশংকা থাকবে না। এটা স্পষ্ট অনুধাবন করতে পারলো তারা। স্বস্তির শ্বাস ফেললো বসতের লোকজন। ঘাস–কাটুয়া দলগুলির সাথে গেলো স্ত্রীলোকেরা। এবং ঘাসের শেষআঁটিগুলি বয়ে আনা হলো বেশ তাড়াহুড়া করে। পাশের জংগলে ছোটো ছোটো গাদায় ঘাস টাল দিয়ে রাখার কথা প্রথমে ভেবেছিলো গিল। কিন্তু এখন সাহস পেয়ে সব কাটাঘাসই সে গোলাঘরে এনে স্তূপাকার করে রাখলো। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তারা দুজন যেতো ঘাসের জমিতে। গিল ঘাস কেটে বিছিয়ে রাখতো আর লানা বাঁধতো আঁটি। নতুন–বানানো গোলাঘর এবং পাহাড়ের টিলার মতন দেখতে উঁচু ঘাসের গাদাটা ছিলো তাদের মনে জেগে– ওঠা নতুন নিরাপত্তাবোধের একটা মূর্ত প্রতীকের মতন।

দক্ষিণ–পুব অঞ্চলে টহল দেয়ার কাজ শেষ করে জো বোলিও এবং অ্যাডাম হেলমার ফিরে এলো মাঝ–জুলাইয়ের দিকে। ওসিগোহ্রদ পর্যন্ত সমস্ত পথে সেনাবাহিনীর চলাচল দেখে এসেছে বলে বসতে খবর দিলো দুজনই।

'বাটারনাটস ছাড়িয়ে আরো ওদিকে গিয়েছি আমরা। পুবে যাওয়ার সময় রেডইন্ডিয়ানদের অনেক পায়ের চিহ্ন নজরে পড়েছে আমাদের। বোধকরি তারা

www.pathagar.com

সেনাবাহিনীর গতিবিধি লক্ষ্য করছিলো। আমরা ভাবলাম দেখি সেনাবাহিনী কোন্‌দিকে যাত্রা করছে।'

সেনাবাহিনীর সাথের তাঁবু, নৌকা ইত্যাদির ফিরিস্তি দিতে গিয়ে আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছিলো অ্যাডাম।

'গোটা হ্রদটাকে ছেয়ে ফেলেছে সেনাবাহিনীর বোটের বিশাল বহরটা,' বললো সে। 'এবং রওয়ানা দেয়ার সময় বাঁধটা কাটবে তারা বোটগুলিকে নদীর ভাটিতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। বাঁধ কাটা হলে চারফুট গভীর হবে নদীর পানি এবং অনায়াসে তখন ভাসানো যাবে নৌকা।'

দুজন টোরি গুপ্তচরকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছিলো। সেই সাজার দৃশ্যটা চোখে দেখে এসেছে বলে বর্ণনা করলো তারা। মাননীয় যাজক মিঃ কার্কল্যান্ডের একটা ধর্মীয় সমাবেশে যোগ দেয়ারও সুযোগ হয়েছিলো তাদের। মনোযোগ সহকারে তাঁর ধর্মোপদেশ শুনেছিলোদুজনই। ম্যারিনাস উইলেট তাদের দুজনকেই আপ্যায়িত করেছিলো পানীয় দিয়ে। উইলেট তার রেজিমেন্টে পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করবার অনুরোধ জানায় তাদের। কেন তারা কাজটা নেয়নি তার ব্যাখ্যা দিয়ে অ্যাডাম বললো ঃ 'চিনিসি পর্যন্ত গোটাপথে কোথাও রামমদের টিকির সন্ধান পাওয়া যাবে না বলে জো'র ধারণা। তার জন্যেই আমরা গেলাম না উইলেটের সাথে।'

জো বললো ঃ 'পনেরো শ লোকের বাহিনীটাকে একসংগে কেমন দেখায় তা একনজর দেখে আঁচ করতে চেয়েছিলাম আমি। বাহিনীটা আসলে যা তার বেশি ওটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড়ো করবার ইচ্ছা আমার নেই। অনেককে হয়তো বিনারেশনেই যেতে হতো অভিযানটায়।'

বিনা রেশনে কাউকে শেষপর্যন্ত যেতে হয়নি বলে ধন্যবাদ দিলো সে বেলিঞ্জারকে। কারণ, সৈন্যদের প্রত্যেককে সে উপহার হিসেবে একবোতল মদ এবং অল্পকিছু নগদ টাকা দিয়েছিলো।

বেটসি স্মলের বাড়িতে অহেতুক গোটা একটাদিন নষ্ট করে দিয়ে এলো অ্যাডাম। বেটসি মোটেও পাত্তা দেয়নি তাকে। অ্যাডাম ফিরে আসবার পর তাকে সাথে নিয়ে আবার জংগলের পথে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলো জো।

দিনকয়েক পরেই লোকজন শুনলো সেনাবাহিনীর অভিযান শুরু হয়েছে। মাননীয় ধর্মযাজক রোজেনক্রানটিজের এক প্রার্থনাসভায় শোনে তার খবরটা। রিমার ভ্যান

www.pathagar.com

সিকলার নামক ওসিগো ফেরত একলোকের কাছ থেকে নাকি স্বয়ং যাজক প্রথম শোনেন অভিযানের বৃত্তান্ত। রেডইন্ডিয়ানরা যাদের বন্দী করেছিলো তাদেরই একজন এই সিকলার। জন উইভারকে যখন ধরে নিয়ে যাওয়া হয় ঠিক একইসময়ে এই লোকটাও ওদের হাতে আটকা পড়ে। সিকলার গির্জায় আসে ধর্মসভায় যোগ দিতে। সে তার বন্ধুদের জানায় গোলাঘরের কাজটা শেষ করবার জন্যে অভিযান থেকে ফিরে আসতে হলো তাকে। সিকলারের বরাত দিয়ে খবরটা অন্যদের কাছে ফাঁস করলেন যাজক।

সেনাবাহিনী থেকে কেন ফেরত এলো তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সিকলার বললোঃ একটা লোক কম হলে ক্লিনটনের অধীনস্থ বাহিনীর কিছু যায় আসবে না বলে সে ভেবেছে। কিন্তু একটা গোলাঘর না–হলে পরের শীত মওসুমটা পাড়ি দিতে অনেক কষ্ট হবে তার নিজের। গোলাঘরের একটা চালের ছাউনি দেয়ার কাজ বাকি ছিলো তার। এতে লাগতো মাত্র তিনদিন। সে জানালো তার বাঁ–পা খোঁড়া করে দিয়েছে সেনাবাহিনী। কিন্তু তাসত্ত্বেও সোমবার দিন মনের খুশি নিয়ে কাজে হাত দিলো সে। আর মঙ্গলবারের মধ্যেই ছাদের ছাউনির কাজ শেষ করতে কিছুমাত্র কষ্ট হলো না তার। বেলিঞ্জারকে সে জানালো, সেনাবাহিনী ছেড়ে আসবার জন্যে তাকে নিয়মমাফিক তিরিশ ডলার জরিমানা দিতে হলেও তার কোনো ভাবনা নেই। কারণ, এই ক্ষতির চেয়ে তার কাছে গোলাঘরের ছাদের কাজটার মূল্য অনেক বেশি।

চব্বিশ তারিখ রাতে সাংঘাতিক ছটফট করছিলো লানা। দুই পায়ের খিলধরা ব্যথার জন্যে ঘুম আসছিলো না ওর চোখে। হঠাৎ কানে এলো ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। শব্দটা আসছিলো রাস্তার দিক থেকে। সংগে সংগে লানা ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললো গিলকে। দুজনই তারা অন্ধকারে পাশাপাশি বসে কান পেতে রাখলো। রাতের নীরবতাকে খন্ডবিখন্ড করে ঘোড়ার খুরের তীক্ষ্ণধ্বনিটা বাতাসে ভেসে আসছিলো তাদের দিকে। আবার মিলিয়ে যাচ্ছিলো দ্রুত।

বিছানা থেকে উঠে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো দুজন। অন্ধকারে খুঁজলো আগুন। মিসেস ম্যাকলনারও ঘুম থেকে জাগলেন। নৈশপোশাকের ওপর একটা পুরনো লালকোট চড়িয়ে তিনি এসে একত্র হলেন ওদের দুজনের সাথে। আওয়াজটা ফের শুনবার জন্যে

www.pathagar.com

শ্বাস বন্ধ করে রাখলো তারা। কিন্তু গমের ক্ষেত থেকে ভেসে আসা হুইপ–পুর–উইল পাখির ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ এলো না তাদের কানে।

কিছুক্ষণের জন্যে তারা ভাবলো এটা হয়তো সাধারণ কোনো ডাকের ঘোড়ার খুরের আওয়াজ হবে। আবার ভাবলো রাতে তো খুবকমই চলাচল করে ডাকবাহী ঘোড়সওয়ার। কিন্তু বিছানায় ফিরে যাওয়ার কথা চিন্তা করবার ঠিক আগের মুহূর্তে ঘোড়ার খুরের খট্‌খট্‌ শব্দটা আবার শুনতে পেলো তিনজনই। পশ্চিমদিক থেকে ভেসে আসছিলো আওয়াজটা।

ঘোড়াটা সড়কের বাঁকে এসে পৌছতেই আরোহী লোকটা গলাচড়িয়ে চেঁচাতে শুরু করলো ঃ 'ম্যাকলেনারস্‌! ম্যাকলেনারস্‌!'

'হ্যালো!' চিৎকার দিয়ে সাড়া দিলো গিল।

'তুমি মিঃ মার্টিন, না?'

'হ্যাঁ। তুমি কে?'

একটা অস্পষ্ট ছায়ার মতন লোকটাকে এখন দেখতে পেলো তারা।

'ফ্রেড কাস্ট আমি। বেলিঞ্জার এখুনি দুর্গে যেতে বলেছে তোমায়। ওননডাগারা বেরিয়ে পড়েছে। আজ দুপুরের পরে স্ট্যানউইক্সের ওদিকে জনকয়েক সৈন্যকে হত্যা করেছে তারা।'

চাপাস্বরে কঁকিয়ে উঠলো লানা। মিসেস ম্যাকলেনার বললেন ঃ 'বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নাও। আমি জানলার খড়খড়িগুলি এঁটে দিচ্ছি।'

ঘোড়াটা খুরের শব্দ করতে শুরু করলো 'আমাকে এন্ডরিজ দুর্গে যেতে হবে,' চেঁচিয়ে বললো কাস্ট। সে আবার যাত্রা করলো।

ঘোড়াটাকে গাড়িতে জুড়বার সময় গিল মনে মনে ভাবলো, কোনোকিছুই আর কাজে আসবে না। সন্ত্রাসীরা বার বার চড়াও হতে থাকবে। তার নতুন গোলাঘরটাও তাদের আগুনের গ্রাস হবে। এঁড়েবাছুরটার জন্যে গাভীটাকে বের করতে পারলো না গোয়াল থেকে। দুটিকেই সে গোলাঘরে রেখে যাবে বলে ঠিক করলো। কারণ, পথে বাছুরটাকে থাবা দিয়ে নিয়ে যেতে পারে ভালুক। গিল একবালতি পানি এবং কিছু কাঁটাওয়ালা ঘাস রাখলো গোরুটার সামনে।

www.pathagar.com

প্রায় একবছর আগে অনেকটা এভাবেই বাড়ি ছেড়ে তাদের যেতে হয়েছিলো হারকিমার দুর্গে। সেবার সারাটা পথ তাদের পায়ে হেঁটে পাড়ি দিতে হয়েছিলো। এবার অবশ্য ঘোড়ার গাড়িটায় করে যাওয়া যাবে। গমের ব্যাপারেও খানিকটা ভরসা ছিলো সবার মনে। এখনো তেমন পাক ধরেনি ক্ষেতের গমে। আর হানাদাররা কাঁচাগম পোড়াতে যাবে না বলে ভাবলো তারা। গিল মনে মনে এর জন্যে ধন্যবাদ দিলো নিয়তিকে।

পথে আবার দেখা হলো কাস্টের সাথে। দুর্গে যাওয়ার তিনভাগের দুভাগ পথ তখনো সামনে ছিলো তাদের। এন্ডরিজ বসতের লোকজনকে সাবধান করে দিয়ে ফিরছিলো কাস্ট। 'মাত্র বারো রাউন্ড গুলি ছুঁড়বার মতন বারুদ আছে তাদের কাছে,' বললো সে। 'জেক স্মল কোথাও আশ্রয় নেবার জায়গা খুঁজে পায়নি।'

ডেটন দুর্গে ব্যারাকের পাঁচিলের দিকের একটা জায়গা ম্যাকলেনারদের জন্যে বরাদ্দ করলো কর্নেল ভ্যান শায়িক। এবং বলে দিলো তারা যেনো লোকজনের চলাচলের পথটা ঘিঞ্জি করে না-রাখে। দুর্গের নিয়মিত সৈন্যদের সাথে কর্নেল তার একটা বাহিনীও মোতায়েন করেছিলো সেনাছাউনিটায়। একটা ক্রুদ্ধ পেঁচার কর্কশ চিৎকার এবং ঝাঁক ঝাঁক মশার ভন্‌ভন্ শব্দ ছাড়া রাতের বেলা সবকিছুই ছিলো মোটামুটি শান্ত। এবং কোনো ঘটনার কোনো আলামত পাওয়া যায়নি কোথাও থেকে।

কিন্তু পরদিন সন্ধ্যার দিকে খবর পাওয়া গেলো চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আরো নতুন সৈন্য মোতায়েন করে শক্তি বৃদ্ধি করা হচ্ছে দুর্গের। তখনো ওসিগো ত্যাগ করেনি সেনাবাহিনী। জ্যান্সভুর্টের অধীনে প্রায় তিনশ সৈন্যের একটি দল এগিয়ে আসছিলো মার্চ করে।

খবরটা শুনে সবাই স্বস্তির শ্বাস ফেললো একমাত্র ভ্যান সিক্‌লার বাদে।

পরদিন সূর্যাস্তের দিকে শোনা গেলো ড্রামের দূরাগত বাজনার ধ্বনি। এবং এর একঘন্টার মধ্যেই দুর্গের বাইরে এসে শিবির পাতলো সেনাদলটা। ঘোড়ার পিঠে বসা জ্যান্সভুর্টের লালচে ওলন্দাজ মুখখানাকে দেখাচ্ছিলো বেশ হর্ষোৎফুল্ল। মাত্র দুদিনের ব্যবধানে ওসিগো হ্রদের তীর থেকে গোটা উপত্যকা পার হয়ে সে এসে পৌছে জার্মান তল্লাটে। এরকম দ্রুতগতিতে এর আগে কাউকে সৈন্য নিয়ে এতখানি পথ মার্চ করে আসতে দ্যাখেনি উপত্যকাবাসীরা। জ্যানসভুর্টের খুশি হওয়ার কারণটা ছিলো এখানেই।

www.pathagar.com

রেঞ্জারদের জন্যে অপেক্ষা করছিলো জ্যান্সভুর্ট। কিন্তু এই অবসরে সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে আসার অপরাধে ভ্যান সিকলারকে গ্রেফতার করে কোর্টমার্শাল করলো সে।

কিন্তু শুধু একত্রিশ ডলার জরিমানা করেই ভ্যান সিকলারকে ছেড়ে দিলো জ্যান্সভুর্ট। দন্ডাদেশ দেয়ার সময় আরো ঘোষণা করলো ঃ 'লোকটা জরিমানার টাকা শোধ করতে না পারলে তাকে অভিযানের বাদবাকি মেয়াদ পর্যন্ত কায়িক খাটুনি খাটতে হবে। আসলে মনটা উৎফুল্ল ছিলো বলে , সিকলারকে এরকম লঘুদন্ড দিলো জ্যান্স'ভুর্ট।

জরিমানার ব্যাপারে সিকলারের মনে একটা ঘোরতর সন্দেহ ছিলো। প্রথমে তার মনে হয়েছিলো একষট্টি ডলার ক্ষতি পোহাতে হয়েছে তাকে। পরে সে হিসাব করে দেখলো গোলাঘরের ছাদের কাজটা সারতে মাত্র একডলার খরচ হয়েছে তার। সুতরাং জরিমানাটা গা–সওয়া হবে বলে ভাবলো সে। ওননডাগারা স্প্রিংফিল্ডের দক্ষিণ অঞ্চলের দিকে গেছে এই খবরটা পাওয়ার সংগে সংগেই রওয়ানা হয়ে গেলো জ্যান্সভুর্ট। দ্রুতগতিতে এগিয়ে চললো সেনাদল। তিনটি হাল্কা ওয়াগন তাদের মার্চের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে লাগলো। ড্রামগুলিতে ফুটলো দ্রুততালের বাজনার বোল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের যাত্রার দৃশ্যটা দেখলো লোকজন। ড্রামগুলির আওয়াজ মিইয়ে না যাওয়া পর্যন্ত একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকলো তারা। সেপ্টেম্বরের আগে উপত্যকায় এরপর আর শোনা যায়নি যুদ্ধের কোনো ঢক্কা–নিনাদ। এই একই সেনাদল সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে আবার পশ্চিমে ফিরে এসেছিলো সেপ্টেম্বর মাসে।

মাঝখানের এই সময়টার মধ্যে সবার কাছে মনে হলো বিশাল সেনাবাহিনীটা যেনো অদৃশ্য হয়ে গেছে পৃথিবীর বুক থেকে। তারা কোথায় কী করছে তার কোনো হদিসই কেউ পেলো না। রেঞ্জার, সবুজকোট সৈন্য, বৃটিশ, টোরি, সেনেকা এবং মোহক রেডইন্ডিয়ানদের নিয়ে গঠিত জন বাটলারের বাহিনীটার সাথে এদের মোকাবিলা হয়েছে কিনা কিংবা এরা নায়াগ্রা অথবা সেনেকা শহরগুলিতে পৌছুতে পারলো কিনা–এ নিয়ে একটানা জল্পনা–কল্পনা চলতে লাগলো গোটা বসত জুড়ে। এই একটিমাত্র বিষয়ই ছিলো লোকজনের মুখ্য আলোচ্য।

গিল কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে তেমন মাথাঘামানোর সুযোগ পেলো না। আগস্টের শেষ সপ্তাহে লানার আবার প্রসব ব্যথা শুরু হওয়ায় ডাঃ পেট্রির বাড়িতে তাদের থাকতে

www.pathagar.com

হলো দিন তিনেক। মিসেস ম্যাকলেনার এবং ডেইজি বাদেও এন্ডরিজ থেকে বেটসি স্মল এসেছিলো লানাকে সাহায্য করবার জন্যে। সবাই তারা অবসাদে একদম কাহিল হয়ে পড়লো।

ব্যাপারটার যেনো শেষ হবে না এমন একটা অনুভূতিতে পেয়ে বসলো গিলকে। গমের ক্ষেতে কাজে ব্যস্ত থাকবার সময়ও তার মনে হচ্ছিলো যেনো বাতাসে ভেসে আসছে লানার আর্তনাদ। অসহায় মনে হচ্ছিলো ডাঃ পেট্রিকে। ডাক্তারের অভিযোগ লানার প্রথম বাচ্চার বিরুদ্ধে। ওই ছেলেটাই মায়ের শরীরের সমস্ত পুষ্টি চুষে খেয়ে এখন তার এই দশা করেছে। 'গত শীতে ওর শরীর থেকে সবকিছুই টেনে নিয়েছে পেটুক ছেলেটা। এখন পেটে এসেছে আরো বড়োসড়ো একটা বাচ্চা। আমি বুঝতে পারছি না কেমন করে এরকম বিরাট আকারের একটা বাচ্চা পেটে ধরতে পারলো ও।'

'তুমি কি কোনো উপায়েই এর একটা হিল্লা করতে পারো না?' ডাক্তারের কাছে জানতে চাইলেন মিসেস ম্যাকলেনার।

'কেমন করে করবো? এটা হলো আগাগোড়াই মেয়েমানুষের কাজ। ব্যাস, এপর্যন্ত। আমাদের এতে কোনো হাত নেই। আমরা স্রেফ অপেক্ষায় থাকতে পারি,' বললো ডাক্তার।

'কিন্তু এই গর্ভধারণটা তো অস্বাভাবিক।' কর্কশ শোনালো মিসেস ম্যাকলেনারের কণ্ঠস্বর। 'এটা একটা ভয়াবহ ব্যাপার।'

বেটসি স্মলের মনে পড়লো ওর সন্তানপ্রসবের যন্ত্রণাদায়ক ঘটনাটার কথা। প্রথম দিকে সাংঘাতিক কষ্ট হলেও খুবদ্রুত প্রসব কাজটা শেষ হয়েছিলো ওর। একবার বেটসিকে একা পেয়ে ডাক্তার জিজ্ঞেস করলো : 'তুমি কি এখনো আরেকটি সন্তান চাইছো?' লানা যে-কামরাটায় পড়েছিলো সেদিকে মাথা কাত করে কথাটা বললো পেট্রি।

বেটসির দুই চোখের কোটরে ছায়া পড়লেও ওর ঠোঁটে ফুটে উঠলো একটা বাচাল ভংগি : 'এটা হলো আগাগোড়াই মেয়েমানুষের কাজ ব্যাস এপর্যন্তই। আমি ভাবছি কথাটা প্রথম একজন পুরুষ, না একজন মেয়েমানুষ বলেছিলো।'

'আমার সাথে ওভাবে কথা বলো না,' গোঁগোঁ করলো ডাক্তার। 'তোমাকে এবং নির্বোধ অ্যাডাম হেলমারকে জড়িয়ে অনেক কথা এসেছে আমার কানে।'

www.pathagar.com

'ওসব কথা বিশ্বাস করবেন না আপনি। জ্যাকির প্রতি মোটেও কমেনি আমার অনুরাগ।' উজ্জ্বল হয়ে উঠলো বেটসির দুই চোখ। আর যদি আপনি সত্যি জানতে চান তাহলে বলবো, 'আমি আরো সন্তান চাই। অনেক সন্তান। বেচারা জ্যাক!' অন্যদিকে চোখ ফেরালো বেটসি।

নেকো শব্দ করলো ডাক্তার।

'মিসেস মার্টিন কি মরতে যাচ্ছে?' শুধালো বেটসি।

'আমার তো মনে হয় না। তবে তুমি হয়তো মারা পড়তে পারো।'

'আপনার মতন একজন দেখবার মানুষ থাকলে সেভয় আমার নেই, বিল।'

'চুলোয় যাও তুমি,' বললো ডাক্তার।

মিসেস ম্যাকলেনার হাতের ইশারায় দরোজার দিকে যেতে বললো পেট্রিকে।

চারদিনের মাথায় দুপুরবেলা ভূমিষ্ঠ হলো সন্তান। বিরাট আকারের দেখতে একটা ফুটফুটে সুন্দর ছেলে। একে জন্ম দিতে গিয়ে লানা একেবারে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো বলে মনে হলো গিলের। প্রসবের পর যখন ওকে দেখতে গেলো গিল, কোনো কথা বললো না ও। শুধু নিস্পন্দ হয়ে পড়ে থাকলো চোখবুঁজে।

'ভালোই আছে প্রসূতি,' বললো ডাঃ পেট্রি। 'তোমার ফিসফাস করবার কোনো মানে হয় না। এখন কিছুই কানে যাবে না ওর। তাছাড়া বেশ কিছুদিন শরীরটাও ভালো যাবে না। না, আমাকে ধন্যবাদ দিতে যেয়ো না। আমি আসলে কিছুই করিনি। আমি শুধু এখানে বসেছিলাম কিছু টাকা রোজগারের জন্যে।'

গোঁ গোঁ করতে করতে ক্লান্ত শরীরটা নিয়ে ঘোড়ায় চেপে চলে গেলো পেট্রি।

'বিল আজকাল কেমন যেনো বুড়িয়ে গেছে,' বললেন মিসেস ম্যাকলেনার।

বেটসি স্বল বাচ্চাটাকে হাঁটুতে তুলে নিয়ে নাচাতে লাগলো এবং ওকে তার 'প্রেমিক পুরুষ' বলে আখ্যায়িত করলো।

'ভাগ্যিস অ্যাডাম এখানে নেই!' বেটসির দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললেন মিসেস ম্যাকলেনার।

www.pathagar.com

৭

দুঃসহ শীত

গোটা গ্রীষ্ম এবং শরতকালটা স্বস্তিতে কাটালো বসতের লোকজন। এই সময় তাদের নিরাপত্তাবোধ বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছিলো। সীমান্তের ওদিক থেকে প্রতিবারই টহল দিয়ে এসে জো এবং অ্যাডাম খবর দিতো একদম ফাঁকা দেখে এসেছে তারা বনজংগল। শুধু কখনো কখনো তাদের চোখে পড়েছে স্রেফ একা একজন রেডইন্ডিয়ানকে। তার পায়ের চিহ্ন ধরে অনুসরণ করতে গিয়ে তারা দেখেছে মাছ ধরতে যাচ্ছিলো লোকটা। এবং সে হয় ওনিডা নয়তো কোনো টুসকারোরা রেডইন্ডিয়ান। মাঝেমধ্যে তাদের নজর পড়েছে অনেকক'টি রেডইন্ডিয়ানের পায়ের চিহ্ন। কিন্তু এসব দলে রেডইন্ডিয়ান স্ত্রীলোকেরাও ছিলো। বোঝা যাচ্ছিলো নীল বৈঁচিফল কুড়ানোর জন্যে জংগল চুঁড়ে ফিরছে এরা। 'শীতটা এবার খুব তীব্র হবে বলাবলি করছিলো এই রেডইন্ডিয়ানরা। দুঃসময়ে খাদ্যের আকাল দূর করবার জন্যে প্রচুর বৈঁচি কুড়িয়ে জমিয়ে রাখছিলো তারা।'

সুতরাং, নিরর্থক জংগল ভ্রমণে নিস্পৃহ হয়ে পড়েছিলো দুজনই। বিশেষ করে জো'র মন টানছিলো না সেদিকে। অ্যাডাম প্রায়ই টহলের কাজ শেষ করে এসে কিছুসময় কাটানোর জন্যে যেতো বেটসি স্মলের কাছে। কিন্তু আবার বেটসির কাছ থেকে হতাশ হয়ে সে যেতো পলি বাওয়ার্সের কাছে এবং ওকে নিয়ে কোথাও বেরিয়ে পড়তো নৈশবিহারে। তবে পলির প্রতি আজকাল আর তেমন একটা টান ছিলো না তার। শুধু আগের অভ্যাসবশতই যেতো ওর কাছে। আসলে বেটসি স্মলই প্রেমের ফাঁদে বন্দী করে রেখেছিলো অ্যাডামকে। জংগল থেকে নানান জিনিস যোগাড় করে এনে বেটসির মনোরঞ্জনের চেষ্টা করতো সে। কখনো ওর জন্যে আনতো ভালো জাতের একটি কি দুটি মাছ, কখনো হরিণের তাজা মাংস। আবার কখনো ওর হাতে এনে তুলে দিতো তিতির পাখির একজোড়া বাচ্চা। কিন্তু এসবের সাথে নিয়মিত একগুচ্ছ ফুল দিতেও ভুল হতো না তার। একবার বেটসিকে সে জিজ্ঞেস করেছিলো, ও যদি চায় মাথার খুলির [illegible] চামড়াও এনে দিতে পারে সে।

[illegible] জানতে চেয়েছিলো বেটসি।

www.pathagar.com

'হ্যাঁ,' জবাবে বলেছিলো অ্যাডাম। 'সেনেকাদেরও হতে পারে কিংবা চাইলে দুজন টোরির মাথার চামড়াও খুলে এনে উপহার দিতে পারি তোমায়। যে-কারো মাথার চামড়া নেবার যদি ইচ্ছা থাকে তোমার, আমাকে শুধু একটিবার জানাবে।'

অ্যাডামের পানে তাকিয়ে মিষ্টি হেসেছিলো বেটসি। একটা কটাক্ষ ফুটে উঠেছিলো ওর চোখে। অগ্নিকুন্ডের দিকে খোলা বুকটা মেলে ধরে একটা বেঞ্চিতে তখন হাত-পা ছড়িয়ে শুয়েছিলো অ্যাডাম। তার সুঠাম সুন্দর দেহটাকে অপলক জরিপ করে চলছিলো বেটসি।

'তুমি আমাকে পাগলের মতন ভালোবাসো তাইনা, অ্যাডাম?'

মাথার হলুদ চুলগুলি পেছনদিকে সরিয়ে নিতে নিতে একগাল হাসি হাসলো অ্যাডাম।

'এখানে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করে থাকতে তুমি কি মোটেও ক্লান্তিবোধ করো না?'

তখনো মুখে হাসিটা ঝুলছিলো অ্যাডামের।

'শোনো,' বললো বেটসি। 'জেক না-হলে অনেক আগেই তোমায় আমি বরণ করে নিতাম। কিন্তু জেককে আমি পসন্দ করি।'

একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো অ্যাডাম যখন বেটসি পুনরাবৃত্তি করে বললো ঃ

'হ্যাঁ, জেক যদি না থাকতো।'

খানিকক্ষণ পরেই ভেতরে এসে ঢুকলো জেক স্মল। তার মাথায় টাক গজাতে শুরু করেছিলো এবং আগের চেয়েও অনেক মোটা দেখাচ্ছিলো তাকে।

'কেমন আছো, অ্যাডাম,' বললো সে। ' বোধকরি কিছু সময়ের জন্যে ওদিক থেকে ফিরলে তুমি?'

'হ্যাঁ, কাজ সেরে ফিরছি আমি। বাড়ি যাওয়ার পথে এখানে থামলাম। আপনি কেমন আছেন?'

'ভালোই আছি, ছেলে। বেশ ভালো।'

শেল্‌ফ থেকে একটা আপেল নিয়ে অ্যাডামের দিকে বাড়িয়ে ধরলো জেক।

'এটা নাও, অ্যাডাম।'

www.pathagar.com

'থাক, ধন্যবাদ,' বললো অ্যাডাম।

'বেশ, তাহলে আমিই ওটা সাবাড় করি,' আপেলে কামড় দিতে দিতে বললো জেক। 'আপেলের প্রতি আমার লোভ সাংঘাতিক, অ্যাডাম।'

চুমু খাওয়ার জন্যে বেটসি সামনে এগিয়ে আসতেই বাহু বাড়িয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলো জেক। স্বামীর নিবিড় আলিংগনের মধ্যে থেকে একটি সুখী কপোতীর মতন যখন তাকে চুমু খেলো বেটসি, দেখে চোখ ফিরিয়ে নিলো অ্যাডাম। যেনো এরকম বিচ্ছিরি কান্ড জীবনে কখনো দেখতে হবে কল্পনায়ও ভাবতে পারেনি সে। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো সে এবং রাইফেলটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলো বাড়ির ভেতর থেকে।

স্বাস্থ্যটা ধীরে-ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করলেও গায়ে এখনো তেমন বল পাচ্ছিলো না লানা। হাতে অনেক কাজ পড়ে থাকায় বাধ্য হয়ে গতর খাটতে হচ্ছিলো ওকে। দু-একদিন পর পর ক্ষেত থেকে পাকা ভুট্টার ছড়াগুলি কেটে এনে খামারে গাদা দিয়ে রাখছিলো গিল এবং মাঝখানের অবসরে মাড়াইয়ের কাজটাও করে যাচ্ছিলো। তার বেশি চিন্তা ছিলো ওট ফসলটা নিয়ে। শরতকাল শেষ হওয়ার আগেই সে চাইছিলো সমস্ত ওট মাড়াই করে, ঝেড়েবেছে নিরাপদে গোলাজাত করে রাখতে। একাজে তাকে সাহায্য করছিলো লানা। খামারের তক্তার পাটাতনের ওপর একটানা ঘা মেরে চলছিলো লানার হাতের শস্য-ঝাড়ুনিটা। শুনে মনে হচ্ছিলো যেনো একটা তিতির পাখি চেঁচিয়ে চলছে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে।

বরফ পড়বার আভাস দিচ্ছিলো ঝরঝরে ঠান্ডা বাতাসটা। নাক দিয়ে বাতাসে শ্বাস টেনে নিয়ে উপত্যকার পানে চোখ মেলে ধরলো লানা। সবুজের হাল্কা একটা আভা ছড়ানো ছিলো কাচের পাতের মতন দেখতে পশ্চিমের আকাশটায়। যে-কেউ একবার দেখলে মনে করবে নদীর বুকের আলোটাই বিচ্ছুরিত হচ্ছে আকাশে। সুঁচের মতন তীক্ষ্ণ দেখাচ্ছিলো চারপাশের তৃণগুল্মের ডগাগুলিকে। অস্তগামী সূর্যটাকে মনে হচ্ছিলো যেনো ধাতুর একটি পাতলা মুদ্রা। লানার মুখে এসে লোটাচ্ছিলো সূর্যের এই ম্লান আলো। কোনো ঔজ্জ্বল্য ছিলো না ওর মাথার ঘনকালো চুলে। কেমন ফ্যাকাশে এবং নিভে যাওয়া প্রদীপের মতন প্রাণহীন মনে হচ্ছিলো ওকে। যেনো এই ঘনায়মান সন্ধ্যায় অন্ধকারে গাঢ় হয়ে উঠতে থাকা অদূরের অরণ্যটার মতোই ওকে ঘিরে রেখেছিলো এক

www.pathagar.com

গভীর নীরবতা। শুধু শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে নড়ছিলো ওর খাটো গাউনের সামনের দিকটা এবং সেইসংগে ওঠানামা করতে দেখা যাচ্ছিলো ওর ভরাট স্তনযুগলকে।

একখন্ড বাড়তি কাঠের জন্যে নিঃশব্দে এসে চালাঘরটায় ঢুকলো জো বোলিও এবং চোখের পলক তুলে দেখলো লানাকে। গিল তখন ব্যস্ত ছিলো শস্য মাড়াইয়ের কাজে। একঘেঁয়ে শব্দ উঠছিলো তার হাতের মাড়াইকাঠটা থেকে। জো ভাবলো ওই শব্দটাই শুধু শুনে থাকবে লানা।

কিন্তু হঠাৎ লানাকে বলতে শোনা গেলো ঃ 'জো, ওটা কী পাখি?'

'কোন্ পাখির কথা বলছো?'

'মেপল গাছটার নিচের ডালে বসে আছে দ্যাখো একটা পাখি। এরকম চেহারার পাখি আর কখনো চোখে পড়েনি আমার।'

মনে হলো যে-কোনো অদৃশ্য জীবন্ত বস্তু আবিষ্কার করবার মতন ষষ্ঠ একটি ইন্দ্রিয় আছে লানার। পাখিটা নড়াচড়া করছিলো না এবং কোনোরকম শব্দও করছিলো না।

জো বললো ঃ 'পাখিটার নাম কানাডা-জ্যাক। শীত শুরু হওয়ার এতোখানি আগে খুব কমই দেখা যায় এজাতের পাখি। তাছাড়া, এরা লোকের বাড়ির অ্যাতো কাছেও তেমন আসে না। একটা প্রচলিত ধারণা আছে, জ্যাক পাখি আগাম আসলে নাকি কড়া শীতপড়ে।'

দুজনই তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো। পাখিটাও নিঃশব্দে পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে চোখ পিটপিটিয়ে দেখছিলো তাদের। একটু পরেই গোলাঘরের কোনা থেকে হাম্বা-হাম্বা ডাক ছাড়লো বাছুরটা। জংগলের ভেতর থেকে তখুনি সাড়া দিতে দিতে ঘরমুখো ফিরতে দেখা গেলো গোরুটাকে।

রান্নাঘর থেকে শুনতে পাওয়া যাচ্ছিলো ডেইজির হাঁড়িপাতিল নাড়াচাড়ার শব্দ।

ঠিক সূর্যাস্তের সময় স্ট্যানউইক্স দুর্গ থেকে দুই কোম্পানি সৈন্যকে এগিয়ে আসতে দেখা গেলো সড়ক ধরে। ক্লান্তশ্রান্ত এবং ন্যুব্জপৃষ্ঠ দেখাচ্ছিলো তাদের সবাইকে। ছেঁড়াখোঁড়া ছিলো তাদের ইউনিফরম। এই কদাকার পোশাকে ভূতের মতন লাগছিলো লোকগুলিকে। নিঃশব্দে লম্বা-লম্বা পা ফেলে দ্রুততালে আসছিলো তারা। জুতার বদলে

www.pathagar.com

হরিণচামড়ার মোকাসিন পরা ছিলো তাদের অর্ধেকের পায়ে। দলে ছিলো জনদুই ড্রামবাদক। কিন্তু তাদের একটা ড্রামেরও মাথা ছিলো না।

জন উইভার ফিরছিলো এই সেনাদলটির সাথে। তাকে দেখতে মোটেও আগেকার সেই কিশোর বালকটির মতন মনে হচ্ছিলো না। ম্যারির কাছে কেমন অচেনা-অচেনা লাগছিলো ছেলেটাকে। বাসর রাতের চেয়েও ম্যারির নিজেকে একটা চটুল অল্পবয়স্কা মেয়ে বলে মনে হলো। ডেমুথের হার্টার হাউসের কামরাটায় যখন ওরা দুজন শুতে গেলো, লজ্জায় এবং আধো-আধো ভয়ে কেমন যেনো সংকুচিত হয়ে পড়ছিলো ম্যারি। জনকে একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের মতন শক্তিমান মনে হচ্ছিলো ওর কাছে। ওর সাথে কাটানো জনের উষ্ণ সুখানুভূতির এই মুহূর্তগুলিতে ম্যারি ভালোভাবে আঁচ করতে পারলো বয়স্ক লোকদের সাথে থেকে একজন পরিণত পুরুষ হয়ে উঠেছে জন। ম্যারি জানতো ওদের দুজনের বিয়ের সময় জন ছিলো একটি বালকমাত্র। এবং তার জন্যে গর্বিত ছিলো ও। কিন্তু এখন জনের স্পর্শ ওর কিশোরী প্রাণে একটা আশ্চর্য সতর্ক সংকেত হয়ে বেজে উঠলো। এবং অবচেতনে অনুভব করলো সারাজীবনে আর কখনো আগের মতন জনকে অমন নিবিড়ভাবে পাবে না ও।

সেনাবাহিনী থেকে ছাঁটাই করার সময় বেতনের বিনিময়ে জনের হাতে গমের একখানা তলবপত্র তুলে দিয়েছিলো জ্যান্সভুর্ট। এই গমে শীতঋতুটা অনায়াসে চালিয়ে নিতে পারবে তার মা এবং ভাই কোবাস। ব্যাপারটা চিন্তা করে বেশ স্বস্তিবোধ করছিলো সে। নিজেদের কথাও ভাবলো জন। সে এবং ম্যারি থাকবে ক্যাপ্টেন ডেমুথের বাড়ি। ক্যাপ্টেনের কাজকর্ম করে পেটের ধান্ধা মেটাতে পারবে দুজনই।

ঘরে ফিরে আসতে পারায় মনটা খুশিতে ভরে উঠলো জনের। পরদিন সকালে বিছানায় থাকতেই তাদের দুজনের কানে এলো শংখধ্বনি। সারা উপত্যকার বাতাসে কাঁপুনি জাগালো কান্নার রেশের মতন মৃদু তীক্ষ্ণধ্বনিটা। কম্বলের তলায় জড়াজড়ি হয়ে থেকে একটু পরেই তারা শুনলো দুর্গ থেকে আসা কামানের আওয়াজ। বিদায়ী সৈন্যদের অভিবাদন জানানো হচ্ছিলো তোপধ্বনি করে। জনের রংচটা ময়লা ছেঁড়া সামরিক কোটটার কাঁধে এসে ঠিকরে পড়ছিলো জানালা গলিয়ে আসা ভোরের নরোম সূর্যরশ্মি।

'জন, জায়গাটা কি খুব খারাপ লেগেছিলো তোমার কাছে?' জানতে চাইলো ম্যারি।

'এরচেয়ে সুন্দর কৃষিভূমি জীবনে আর কখনো দেখিনি আমি।' বললো জন। 'অবশ্য দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়তাম আমরা। যখনি একটা ভূট্টার মাঠ আমরা দেখতে

www.pathagar.com

পেতাম, ব্যথায় টনটনিয়ে উঠতো আমাদের চোখ। কারণ, অফিসাররা আমাদের বাধ্য করতো মাঠসুদ্ধ সমস্ত ফসল কেটে উজাড় করতে। আপেল এবং পীচ ফলের গাছগুলি পর্যন্ত কাটতে হয়েছে আমাদের। প্রথমদিকে আমরা বিছিয়ে রাখতাম গাছ। কিন্তু এদের সংখ্যার কোনো হিসাব ছিলো না। তাই শেষের দিকে বাগিচাগুলির চারপাশে কাটা-ডালপালার বেড়া তুলে স্রেফ সেগুলিকে ঘের দিয়ে রাখা হতো। সবক'টি বাড়ি আমরা পুড়িয়ে দিয়েছি। অনেক বাড়ি ছিলো কাঠের ফ্রেমের, জানালা ছিলো কাচের। এ বাড়িটা থেকেও সুন্দর দেখতে ছিলো বাড়িগুলি, ম্যারি।'

'নিশ্চয় কাজটা ছিলো তোমাদের জন্যে খুব কষ্টকর।'

'জানি না কী পরিমাণ জ্বালাও পোড়াও করেছি আমরা। তবে ক্যাপ্টেন বিলকার হিসাব কষে বলেছেন, একলাখ ষাটহাজার বুশেল ভুট্টা পুড়িয়ে সাফ করেছে সেনা-বাহিনী। এই ঘটনার পর রেডইন্ডিয়ানরা সবাই দলবেঁধে চলে গেছে পশ্চিমে নায়াগ্রার দিকে।'

'তাদের সাথে কোনো যুদ্ধ হয়নি তোমাদের?'

'মাত্র একটি যুদ্ধ হয়েছিলো। তাও বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। আমরা ছিলাম সংখ্যায় পাঁচহাজার। আর তারা দেড়হাজার। এর অর্ধেকেরও বেশি ছিলো রেডইন্ডিয়ান। শেষের দিকে আমাদের একটা অগ্রগামী টহলদার দলকে কোণঠাসা করে ফেললো তারা। কুড়িজন লোক ছিলো এই দলে। এদের দুজনকে পাকড়াও করে লিটল বিয়ার্ডের শহরে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে মারে তারা। চিনিসি দুর্গে ঘটানো হয় কান্ডটা।'

কথার মাঝখানে হঠাৎ থামলো সে।

'বেচারা জন!' ফিসফিসিয়ে বললো ম্যারি।

'বেশিরভাগই হাঁটতে হতো আমাদের,' আবার কথার রেশ ধরে বলতে শুরু করলো জন। 'প্রতিদিনই হাঁটতাম আমরা। মাঝেমধ্যেই আবার রাতেও হাঁটতে হতো। যাওয়ার সময় আগুন লাগানো হতো রেডইন্ডিয়ানদের বাড়িঘরে। ভুট্টার শিষ কাটা হতো বেয়োনেট দিয়ে। খাদ্যের ঘাটতি পড়েছিলো সৈন্যদের। তাছাড়া আমাদের ঘোড়াগুলি ছিলো অভুক্ত। এই ভুট্টা দিয়ে দূর করা হয়েছে খাদ্যের অভাব। আমার মনে হয়, বাড়ি ফেরার আগে সবকিছু আমরা একেবারে জ্বালিয়ে নিঃশেষ করে আসিনি।'

www.pathagar.com

'রেডইন্ডিয়ানরা বোধকরি আর কখনো ফিরে আসবে না তাদের বিরান বসতে,' বললো ম্যারি।

'না। নায়াগ্রায় চলে গেছে তারা। আমি ঠিক জানি না আর ফিরবে কিনা রেড-ইন্ডিয়ানরা।'

'যে-দুজন লোককে রেডইন্ডিয়ানরা পুড়িয়ে মেরেছে তাদের কেউ কি আমাদের চেনা?'

'না। তাদের একজন লেফটেন্যান্ট বয়েড। অন্য লোকটি একজন সার্জেন্ট। তার নাম পার্কার। দুজনের একজনকেও আমি চিনি না। তাদের নিয়ে কথা বলতেও চাই না আমি। পুড়ে মরবার সময় যে-চেহারা হয়েছিলো তাদের, মাঝেমধ্যে স্বপ্নে দেখি সেই বিকট দৃশ্য। ভয়ে তখন শিঁটিয়ে উঠি আমি। আর যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা নেই আমার, ম্যারি।'

জনকে থামানোর চেষ্টা করলো ও।

'তোমার যুদ্ধে যাওয়ার দরকারও নেই।'

'এর আগে রেডইন্ডিয়ানদের ব্যাপারে আমার মনে কোনো আতংক ছিলো না। কিন্তু ওই লোক দুটির কী দশাই না করলো তারা!'

'কথা বলো না।' ঠোঁট বাড়িয়ে ধরলো ম্যারি। কিন্তু ওকে চুমু খেলো না জন। শুধু ওর শরীরের সাথে নিবিড় হয়ে, ওর কাঁধের আড়ালে মুখ লুকিয়ে পড়ে থাকলো সে। এবং আর একটুও নড়াচড়া করলো না।

রিমার ভ্যান সিক্লারের সাথে কথা বলবার জন্যে দলবেঁধে ফোর্ট ডেটন গেলো গিল, জো বোলিও এবং অ্যাডাম। চৌদ্দটি ছেলেমেয়ের মাঝখানে কুঁড়েঘরটায় আসনপিঁড়ি হয়ে বসে থাকতে দেখলো তারা মেদবহুল ওলন্দাজটিকে। স্বামীর জন্যে আপেলের পিঠা তৈরি করছিলো তখন লোকটার দ্বিতীয় স্ত্রী। একপাল সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে এবং কাজের গুরুভারে অল্পবয়েসেই বুড়িয়ে গিয়েছিলো স্ত্রীলোকটি। তার চোয়াল বসেযাওয়া শীর্ণ মুখখানিতে খেলা করছিলো তার ঘরফেরা বীর স্বামীর জন্যে একটা গর্ববোধ। কারণ মানুষটা পরিবারের জন্যে বয়ে এনেছে সামাজিক খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠা। গত-কালের ব্যাপারটাই ধরা যাক। কর্নেল বেলিঙ্গার এবং ক্যাপ্টেন ডেমুথের মতন লোকও তাদের বাড়ি বয়ে এসে সারাটা সন্ধ্যা কাটিয়ে গেলেন রিমারের পশ্চিম অভিযানের গল্প

www.pathagar.com

শুনবার জন্যে। এখানে তার এই ছোটো কুঁড়েঘরটায় বসেছিলেন তাঁরা। ভদ্রলোকেরা যাতে বিব্রতবোধ না করে তার জন্যে ছেলেমেয়েদের দলটাকে সে পাঠিয়ে দিয়েছিলো মিসেস ওয়ার্মউডের বাড়ি। তবে সে নিজে ঘরে ছিলো তাঁদের কথাবার্তা শোনার লোভে। আজ আবার এসেছে মিঃ মার্টিন, জো বোলিও এবং অকর্মা হেলমার। এই বোকা হেলমারটা রেডইন্ডিয়ানদের দৌড়ে হারিয়ে দেবার পর থেকে নিজেকে একজন কেউকেটা ভাবছে।

গিলদের সাড়া পেয়ে রিমার হাঁক ছেড়ে বললো ঃ 'ভেতরে এসো তোমরা।' এই জাঁহাবাজ বুনো লোকেরা বাড়ি বয়ে তাকে দেখতে এসেছে ভেবে স্বাভাবিক কারণেই সুড়সুড়িবোধ করলো সে।

'আমার বন্ধুদের জন্যে কিছু রাম নিয়ে এসো,' চেঁচিয়ে বললো রিমার। ওলন্দাজ এবং ইংরেজি মিশিয়ে এক বিচিত্র ভংগিতে কথা বলছিলো সে। 'হেই মেয়েমানুষ, শুনতে পাচ্ছো তুমি? পাই গট্! অ্যাতো দেরি হচ্ছে কেনো তোমার? আমার ইচ্ছা করছে কোমরে বেল্টটা আবার তোমার পিঠের ওপর ভেঙ্গে বুঝিয়ে দিতে কর্তা কাকে বলে, হ্যাঁ।'

তিন বুনোর দিকে তাকালো সে। 'ওই চাবকানোর কাজটা আগেও আমি করেছি। এখনো করতে পারি, জা।'

রিমারের অহেতুক বকুনিতে স্ত্রীলোকটির চোখে প্রায় পানি এসে গিয়েছিলো। তার মুখের আলোটা উবে গেলো। অনুগত সেবাদাসীর মতন জগভরতি মদ এনে স্বামীর সামনে রাখলো সে।

অগ্নিকুন্ডের সামনে একখানা হরিণচামড়ার ওপর বসে ছুরি দিয়ে চেঁছে পায়ের ডিমের খোসা ছাড়িয়ে নিচ্ছিলো সে। 'প্রতিবারই একটুকরা খোসা কেটে ফেলবার সময় আমি মনে মনে বলি ঃ হে বুড়ো জংলি রিমার, ক্যানডিসাগো থেকে কানানডাগ পর্যন্ত তিনমাইল পথ ছোটাছুটির জন্যেই এদশা হয়েছে হে তোমার।'

জো রুক্ষকণ্ঠে বললো ঃ 'আমি নিজে হিসাব করে দেখেছি ওই পথটা পনেরো মাইল।'

'আক, জা। তুমি তো ওখানে ছিলে। আমার তা স্মরণ ছিলো না। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো তুমি, জো। কিন্তু পাই গট্, এই যে বড়ো খোসাটা দেখছো ওটা পড়েছে কানডাইয়া থেকে অ্যাপলটাউন পর্যন্ত সাড়েসাতাশ মাইল পথ আমাদের মার্চ করে যাওয়ার সময়।

www.pathagar.com

প্রভুর দোহাই। প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলবার সময় আমার মনে হতো পা ফুলে যেনো পেঁয়াজ গজাচ্ছে। আমার বুটজুতা জোড়া ছিঁড়ে যাবার দিনটিতেই ঘটেছিলো ব্যাপারটা।'

'তুমি বুঝি অনেক রেডইন্ডিয়ান কতল করেছো, বাপু?'

'ওকথা বলো না। প্রতিটি গাছের পেছনে, পাহাড়ের আড়ালে, জলার ধারে ওঁত পেতে থাকতো রেডইন্ডিয়ানরা। এঁটে ওঠা কঠিন ছিলো ওদের সাথে। একবারই কেবল কামানের ধোঁয়ার ছত্রছায়ায় যুদ্ধ করেছি আমরা। আর রেডইন্ডিয়ানরা সোজা দে-ছুট। ওদের মতন অমন দ্রুত দৌড়ানো সম্ভব ছিলো না তোমাদের এই বুড়ো বাপ রিমারের পক্ষে। বুঝলে হে, জা।'

তিনজনই তারা অবাক হয়ে শুনলো ভ্যান সিকলারের রসিয়ে রসিয়ে বলা গালগল্প। প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে অভিযানের একটা গোটাচিত্র তুলে ধরলো সে। খুঁটিনাটি কোনো ঘটনাও বাদ যায়নি তার বর্ণনা থেকে। আসলে এর বেশিরভাগই ছিলো অতিরঞ্জিত আর মনগড়া। কল্পনার চোখ দিয়ে দেখবার মতন মুখস্থ বলে যাচ্ছিলো সে কাহিনীটা। কিন্তু তার ভাবখানা ছিলো যেনো সে নিজের চোখে দেখেছে সবকিছু। শেষে রেডইন্ডিয়ানদের হাতে বয়েডের ধরা পড়বার ঘটনায় এসে পৌঁছলো। সেনাবাহিনী কেমন করে জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে পরদিন জেনেসির দিকে মার্চ করলো, হেঁটে নদী পার হয়ে কীভাবে এসে ঢুকলো রেডইন্ডিয়ানদের প্রাচীন শহরে তার একটা সবিস্তার বর্ণনা দিলো সিকলার।

রেডইন্ডিয়ানদের পরামর্শসভার বাড়িটার সামনে খোলাজায়গায় পুঁতেথাকা অব-স্থাতেই দুটি খুঁটি দেখতে পেয়েছিলো সেনাবাহিনী। ওই দুই খুঁটিতেই বয়েড এবং পার্কারকে বেঁধে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিলো। ঘটনাটার বর্ণনা দেয়ার সময় নিজের কথাপর্যন্ত বেমালুম ভুলে গিয়েছিলো ভ্যান সিকলার। ওই সেনেকাদের নিষ্ঠুরতার দৃশ্য দেখে নাকি স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলো সেনাবাহিনী। তারা কল্পনাও করতে পারেনি অমন নারকীয় ঘটনা ঘটাতে পারে কোনো মানুষ। আগুনে পোড়ানোর আগেই কোমর থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত মাংস খুলে নেয়া হয়েছিলো দুই বন্দীর শরীর থেকে। তাদের হাত এবং পায়ের আঙুলের একটা নখও অবশিষ্ট ছিলো না। আঙুলগুলি কেটে খন্ডখন্ড করা হয়েছিলো। 'একজায়গায় দুটি বুড়া আঙুল পড়ে থাকতে দেখে আমরা বুঝলাম তাদের আঙুলের সমস্ত নখ ছাড়িয়ে নেয়া হয়। শংখের কয়েকটি ধারালো খোল দিয়ে আঙুল থেকে তুলে নেয়া হয়েছিলো নখ। এরকম কিছু শংখখোল ওখানে পড়ে থাকতে দেখি আমরা।' লোমহর্ষক ঘটনাটার বর্ণনা দিতে গিয়ে কথাগুলি বললো সিকলার।

www.pathagar.com

সে আরোও বললো ঃ কোটর থেকে বের করে নেয়া হয়েছিলো অগ্নিদগ্ধ দুই বন্দীর চোখ। তাদের নাক, গাল এবং ঠোঁটের মাংস উপড়ে ফেলা হয়েছিলো। জিভগুলিও টেনে বের করে নেয়া হয়। সমস্ত মাংস তুলে নেয়ায় হাড় ছাড়া তাদের বুকে নাকি আর কিছুই ছিলো না।

ছেলেমেয়েরা বিস্ময়ে চোখ গোল গোল করে শুনছিলো বাপের গল্প। স্ত্রীলোকটির দৃষ্টি ঝুলছিলো স্বামীর মুখের ওপর। উদাসীনতার মধ্যেও কেমন যেনো একটা আতংক ছায়া ফেলছিলো তার মুখে। ভয়টা তার উৎপীড়নের ব্যাপারটাকে নিয়ে, না স্বামীকে নিয়ে বোঝা যাচ্ছিলো না। বর্বরতার এমন নিখুঁত বিবরণ দিচ্ছিলো সিকলার যেনো এর প্রতিটি বর্ণ সত্য এবং সঠিক। অথচ স্ত্রীলোকটি এর কিছুই স্বামীর কাছ থেকে আগে শুনতে পায়নি। 'বন্দীদের মাথা ঘাড় থেকে কেটে আলগা করে ফেললো তারা। বাকি ছিলো শুধু হৃৎপিন্ড।' বর্ণনা দেয়ার সময় সিকলারের কুঁতকুঁতে চোখদুটি ঝলসে উঠেছিলো। 'দুই পাঁজরের মাঝখান দিয়ে ফেড়ে কলজে আলগা করলো তারা এবং এর ভেতর ঝুলিয়ে রাখলো মুখ। ঠোঁট ছিলো না মুখে। শুধু হাঁ-করে ছিলো দাঁতের পাটি। বুঝলে হে তোমরা, জা। দিনটা ছিলো রোদ ঝলমল।'

শীতটা আগাম এলো। দেখতে দেখতেই হুল ফোটাতে শুরু করলো তীব্র ঠান্ডা। পয়লা অক্টোবরের মধ্যেই উত্তরের পাহাড়গুলি সাদা হলো এবং গাছের পাতা ঝরে পড়তে লাগলো তুষারপাতের সাথে সাথে। বরফ গলবার লক্ষণ দেখা গেলো না। নবেম্বরের মধ্যে একফুটের বেশি গভীর হয়ে মাটিতে জমলো বরফ। তখনো কিন্তু শুরু হয়নি তুষার ঝড়। যখন ঝড় শুরু হলো তার ছয়দিন পরে চারফুট উঁচু হয়ে উঠলো বরফের বুক। বাড়ি, কুঁড়ে এবং গোলাঘরগুলির চারপাশটাকে ঘিরে গড়ে উঠতে দেখা গেলো বরফের একটা রাজ্য। খাড়া প্রণালীর মতন দেখতে মনে হচ্ছিলো ঘরবাড়ির দরোজার সামনের যাতায়াতের পথগুলিকে। আগে কখনো এরকম তীব্র শীত কেউ অনুভব করেনি। এবং এরকম বরফও কেউ দ্যাখেনি।

খুব কমলোকই বাইরে বেড়াতে যেতো। ডিসেম্বরের অবসরে বাবা-মাকে দেখতে যাবে বলে ভেবে রেখেছিলো লানা। কিন্তু দুর্যোগ দেখে পরিকল্পনাটা বাতিল করতে হলো ওকে। স্ট্যানউইক্স পর্যন্ত আসতে পারতো রসদবোঝাই ওয়াগনগুলি। নদীর জমাট বরফের ওপর দিয়ে চলাচল করলেও দুদিন লাগতো গাড়িগুলির দুর্গে আসতে।

www.pathagar.com

ওয়াগনটানা কয়েকটি ঘোড়াকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়ে বরফের মধ্যে জমে মরে থাকতে দেখা গেলো।

ম্যাকলেনারদের বাড়িতে আগেই গোলাঘরের পেছনে ঘাস গাদা করে রেখেছিলো গিল। এরজন্যে মনে মনে বিধাতার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছিলো সে। কারণ, বড়ো আকারে তুষারপাত শুরু হওয়ার পর থেকে ঘাসের চিহ্নমাত্রও তার নজরে পড়েনি অরণ্যের কোথাও।

সারাদিন অগ্নিকুন্ডের পাশে পড়ে থাকতো গিল, লানা, মিসেস ম্যাকলেনার এবং বাচ্চাদুটি। নিগ্রো পরিচারিকা ডেইজির গায়ের চামড়া ভরে গিয়েছিলো সাদা–সাদা ফোসকায়। শীতের এই গুটি রোগের জন্যে হাঁটতে পারছিলো না মেয়েটা। জো–বোলিও বাড়ি থেকে বেরুবার নামপর্যন্ত করছিলো না। এই হাড়কাঁপানো শীতের মধ্যে সন্ত্রাসী দলগুলির চড়াও হওয়ার কথা চিন্তা করা এককথায় অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয় বলে তার ধারণা। অলসতায় দিনগুলি কাটিয়ে দিতে ভালো লাগছিলো জো'র। আড়মোড়া ভাংতে ভাংতে একসময় সে বললো ঃ 'সেনেকাদের কথা আমি মন থেকে ঝেটিয়ে দূর করতে পারছি না। এই বরফে কোথাও থেকে খাদ্য যোগাড় করবার উপায় নেই তাদের। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, না খেতে পেয়ে নির্ঘাত মারা পড়তে যাচ্ছে ব্যাটারা।' কথাটা ভেবে তৃপ্তিবোধ করছিলো তাদের সবাই।

চুল্লির জন্যে কাঠের যোগাড়যন্ত্র করার কাজে গিলকে সাহায্য করার ঝক্কিটাই কেবল পীড়া দিতো জোকে। বড়ো বড়ো কাঠের খন্ড ফেড়ে সামনের দরোজা দিয়ে হেঁচড়ে নিয়ে গিয়ে টুকরার মাথাগুলি আগুনের মুখে ঠেলে দিতো তারা। প্রায় প্রতিঘন্টায় সামনে উজিয়ে দিতে হতো কাঠ। সারারাত জ্বালিয়ে রাখতো তারা আগুন। আর পালাক্রমে দুজনকেই চুল্লির দিকে নজর রাখতে হতো।

এতোসব ক্রিয়াকসরতের পরও রান্নাঘরটা ঠান্ডায় হিমাক্ত হয়ে থাকতো। যার ফলে হাতের আঙুলের বোধশক্তি হারিয়ে ফেলতো লানা। মাঝেমধ্যে দুপুরবেলা রোদ বাড়লেই কেবল হাতের আড়ষ্টতা কাটতো ওর। এমনিতেই শীতের সময় মিসেস ম্যাকলেনারকে পেয়ে বসতো বার্ধক্যে। আগুনের পাশে ক্রমেই নিবিড় হয়ে বসতে শুরু করলেন তিনি। শেষে লানার পরামর্শ মতন বিছানাটা রান্নাঘরে সরিয়ে আনলেন।

একমাত্র অ্যাডাম হেলমারই বেরুতো বাইরে। কখনো কখনো সে যেতো এন্ডরিজে, কখনো ডেটনে। অন্যদের মতন তাকে কাবু করতে পারলো না শীত। একাই সে যেতো

শিকারে। কিন্তু জংগলে দুর্লভ হয়ে উঠেছিলো শিকারের প্রাণী। মাঝেমধ্যে যদিও–বা একটা হরিণ পাওয়া যেতো কিন্তু মাংসের নমুনা জন্তুটার শরীরে তেমন দেখা যেতো না। কারণ, অরণ্যে ঘাস পাতা উজাড় হয়ে যাওয়ায় এই তৃণভোজীরা একদম কংকালসার হয়ে পড়েছিলো। শুকনো চামড়ার মতন বিস্বাদ লাগতো এদের মাংস।

রাতদিন একটানা প্রবলবেগে বয়ে চলছিলো বাতাস। রাতে যখন উত্তরের ঝড় বইতো আধামাইল দূর থেকেও তাদের কানে ভেসে আসতো পাহাড়ের উঁচুচূড়ার পাইন গাছগুলির গোঙানোর শব্দ। হঠাৎ দু–একটা রাতে বাতাস থিতিয়ে আসতো। তখন বরফে জমাট হয়ে থাকা গাছপালার চিড়ধরার মটমটানো শব্দ তুষারাচ্ছন্ন অন্ধকারে বেশি বাজতো কানে।

গোরু, বাছুর এবং ঘোড়াটাকে শীতের তীব্রতা থেকে বাঁচানোর জন্যে প্রতিদিনকার গোবর জমিয়ে তাদের চারপাশে একটা পাঁচিল খাড়া করেছিলো গিল। বর্জনের সংগে সংগেই ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে যেতো জন্তুগুলির পেটের এসব নির্গত পদার্থ। তিনটি জানোয়ারকেই ঘেঁষাঘেঁষি করে রাখা হয়েছিলো। ভেড়ার পশমের মতন খসখসে হয়ে উঠেছিলো এদের গায়ের লোম। সবচেয়ে দুর্ভোগ পোহাতে হতো গোরুর দুধ দোয়ানোর সময়। বাঁট থেকে কোনোরকম উত্তাপই পেতো না গিলের খালি হাতদুটি। আর বাড়ি নিয়ে যাওয়ার আগেই জমে যেতো বালতির দুধ।

শীতটা তীব্র হলেও তারা নিশ্চিন্ত ছিলো নিজেদের নিরাপত্তার ব্যাপারে। ফেব্রুয়ারির শেষদিকে আবহাওয়ার গুমোট ভাংলে আরো বরফ পড়বার ভাবনা নিয়ে সপ্তাহখানেক অস্বস্তিতে কাটালো সবাই। অবশেষে বাতাস ছাড়াই গভীর হয়ে পড়লো প্রবল বরফ। তাদের এবং নায়াগ্রার মাঝখানে গড়ে উঠলো তুষারের এক উঁচু নিরাপত্তা প্রাচীর।

জার্মান তল্লাটবাসীদের রক্ষা করবার জন্যে এই তুষারপাতটা সময়মতন এলেও ওনিডা রেডইণ্ডিয়ানদের বাঁচানোর জন্যে সময়মতন ঘটলো না এর উপস্থিতি। ফেব্রু–য়ারির শেষদিন কিছু শ্বেতাংগ এবং কেউগা আর সেনেকাদের একটা দল নিয়ে ওননডাগা জাতির গোটা জংগিশক্তি ঝাঁপিয়ে পড়লো ওনিডা দুর্গের ওপর। কেন তারা এ কাজটা করলো এবং কখন করলো জার্মান তল্লাটের কেউ তা আঁচ করতে পারলো না। নারীপুরুষ এবং শিশুসমেত বরফে আধাআধি জমে যাওয়া ওনিডা রেইণ্ডিয়ানদের বিরাট একটি দল যখন খাদ্য এবং আশ্রয়ের জন্যে ডেটন দুর্গে এসে হাজির হলো তক্ষুণি

www.pathagar.com

ব্যাপারটা তারা টের পেলো। এই ছিন্নমূলদের সাথে কয়েকটি ক্ষুধার্ত কুকুরও ছিলো। দুদিন ছিলো তারা দুর্গে। তাদের খাওয়াতে গিয়ে দুর্গের রসদভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষ হয়ে যেতে বসেছিলো। এরমধ্যে তাদের বুঝিয়েসুঝিয়ে স্কিনেকটাডির দিকে রওয়ানা করিয়ে দিতে সক্ষম হলো বেলিঞ্জার। ওনিডাদের শহরটা একেবারে ছারখার করে দিয়েছিলো ওননডাগারা। শরণার্থীদের কাছ থেকে জানা গেলো হানাদাররা সবাই ফিরে গিয়েছে কানাডা।

এই দুর্গত লোকগুলির খোঁজখবর নিতে এসে দুর্গের এককোণে নীলপিঠের দেখা পেলো অ্যাডাম। বুড়োর দুই গালে শীতের ফুটিফুটি দাগ পড়েছিলো। কম্বল মুড়ি দিয়ে, উঁচু হয়ে বসে স্ত্রীর রান্না দেখছিলো সে। শুধু ওট দিয়ে একরকম জাউ পাকাচ্ছিলো বউটা। তার বড়ো দুইছেলে ঠাসাঠাসি হয়ে বসেছিলো বাপের পাশে। কোলের বাচ্চাটা ঝুলছিলো মায়ের পিঠে। নিঃশব্দে অ্যাডামের দেয়া চুরুটটা নিয়ে টানতে লাগলো নীলপিঠ।

'স্কিনেকটাডিতে তোমাদের সবার যত্ন নেবে তারা,' তাকে চাঙ্গা করবার জন্যে বললো অ্যাডাম।

'ঠিক, ফাইন।' কিন্তু বোঝা গেলো কথাটায় ভরসা পাচ্ছিলো না বুড়ো ওনিডা। চুরুটে টান দিতে দিতে সে তাকাচ্ছিলো প্যারেড ময়দানে স্তূপাকার হয়ে জমেথাকা বরফের দিকে।

'জংগলের ওপর ভালোমতন নজর রাখবে তোমরা,' বললো সে। 'ওরা আবার হামলা করতে আসতে পারে। ওই মাতালের দলটা।'

'আমি আশা করি তুমি ওদের গতিবিধির ওপর নজর রাখতে যাচ্ছো, নীলপিঠ,' অ্যাডাম বললো। 'তোমাকে আমাদের সাথে পেলে খুশি হবো আমরা।'

'যাবো হয়তো।' চুরুটটা টেনে চলছিলো বুড়ো। কিছুক্ষণ পরে বললোঃ 'মার্টিনের কাছে ফিরে যাচ্ছো তুমি?'

'হ্যাঁ।'

শার্টের ভেতর হাত গলিয়ে দিয়ে কিসের যেনো একটা স্পর্শ অনুভব করলো নীলপিঠ।

www.pathagar.com

'তুমি তাকে এ জিনিসটা দিয়ো। এরমধ্যে শুভ কিছু নেই,' বলতে যাচ্ছিলো সে। কিন্তু ময়ূর পালকটার স্পর্শ অনুভব করার পর তার মনে হলো শ্বেতাংগদের শহরে হয়তো জিনিসটা শেষপর্যন্ত কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে।

একটা শূন্যতার ছাপ পড়লো তার চোখে। মাথা নাড়লো সে।

'জংগলের দিকে নেজর রাখবে তোমরা,' বিড়বিড় করে বললো বুড়ো।

নীলপিঠের কথাটা বেলিঙ্গারকে বললো অ্যাডাম। বেলিঙ্গার চিঠি লিখে ব্যাপারটা জানালো গবর্নরকে। জেনারেল ক্লিনটন এবং স্কুইলারের কাছেও পাঠানো হলো আলাদা আলাদা চিঠি। তিন সপ্তাহ লাগলো জবাব পেতে। তিনজনই তাঁরা ক্ষোভ এবং উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। রেডইণ্ডিয়ান শহরগুলিকে নির্মূল করবার জন্যে মাত্র গত শরতে সেনাবাহিনীকে সংগঠিত করে পাঠানো হয়ে ছলো। তারা তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনও করেছে। আগামী বছর কয়েক পর্যন্ত রেডইণ্ডিয়ানদের একেবারে কাবু হয়ে থাকবার কথা। তাদের উৎপাত বন্ধ করতে ব্যয় হয়েছে বিপুল অর্থ। ব্যয়ের দিক থেকে যুদ্ধের অন্যকোনো একক অভিযানের সাথেই তুলনা চলে না এই অভিযানটির। সীমান্তের জনসাধারণের কল্যাণের দিকে চেয়েই কেবল দশলাখ ডলারের বেশি খরচ করা হয়েছে এ অভিযানে। এর জন্যে এলাকার সবারই কৃতজ্ঞতাবোধ করা উচিত। চিঠির জবাবে বেলিঙ্গারকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে এধরনের একটানা ভীতি, আশংকা এবং ভিত্তিহীন হুঁশিয়ারি অধিবাসীদের মনোবলের ওপর মারাত্মক রকমের বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। আলবানিতে সবাই মনে করছে, সীমান্তের বসতগুলির জনগণকে এখন থেকে তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব তাদের নিজেদেরই নিতে হবে।

জার্মান তল্লাটে বসন্তের অপেক্ষায় দিন গুণতে শুরু করলো খামারের লোকজন।

www.pathagar.com

আট

ম্যাকলেনার খামার

১৭৮০

১

জ্যাকব ক্যাসলারের ট্যাক্স

গাদা থেকে কিছু শুকনো ঘাস এনে গোলাঘরে রাখলো গিল। প্রায় ফুরিয়ে এসেছিলো তার জমানো ঘাস এবং বিচালি। তিনটি জানোয়ারের মুখের সামনে ছোটো একগামলা ঘাস রেখে তাদের খাওয়াচ্ছিলো সে। একেবারে লিকলিকে হয়ে পড়েছিলো মাদী ঘোড়াটা। পাঁজরের চামড়ার ওপর কেবল কখানা হাঁড়ই খাড়া হয়েছিলো গাইগোরু আর বকনা বাছুরটার। জো বলছিলো, তাদের ওই খাড়া হাড়ের সাথে নাকি অনায়াসে ঝুলিয়ে রাখা যাবে দুধের বালতিগুলি।

বুট জুতায় প্যাচ্ প্যাচ্ শব্দ তুলে আঙিনার বরফ ভেঙে আসছিলো একটা লোক। দরোজাটা খুলে দিতেই ঘরে ঢুকলো ক্যাসলার।

'তুমি ভেতরে আছো, মার্টিন?'

'হ্যাঁ, জানোয়ারগুলিকে এইমাত্র খাওয়াতে শুরু করেছি। এদিকে এসো।'

দরোজাটা বন্ধ করে দিয়ে গিলের কাছে এসে দাঁড়ালো ক্যাসলার।

'তোমরা কেমন আছো সবাই?' শুধালো গিল।

'বেশ ভালোই আছি আমরা। তোমরা কেমন, মার্টিন?'

'মোটামুটি ভালোই যাচ্ছে আমাদের।'

গিলদের একজন সৎ প্রতিবেশী ক্যাসলার। একহারা ছিপছিপে গড়ন তার শরীরের। নিতান্ত সহজ সরল মানুষ। আস্তে আস্তে কথা বলাটা ছিলো তার স্বভাববৈশিষ্ট্য। পরিশ্রমী

www.pathagar.com

কৃষক হিসেবে সুনাম ছিলো লোকটার। নদীর ওপারে পুরনো ভিটায় নতুন ঘর তুলছে সে। ছোটো এই কুঁড়েটায় স্ত্রী, দুই কিশোরী মেয়ে এবং তিন বছরের একটা ছেলে নিয়ে তার সংসার।

'বোধকরি সামনে খারাপ সময় আসছে', একটা খড় তুলে নিয়ে দাঁতে কাটতে কাটতে বললো ক্যাসলার। 'বরফ দ্রুত গলছে বলে মনে হচ্ছে আমার।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

মিনিট কয়েক চুপচাপ থেকে দুজন মাথা ঘামালো ব্যাপারটা নিয়ে। শেষে ক্যাসলার জিজ্ঞেস করলো ঃ 'তোমরা কি শিগ্‌গিরই দুর্গে ফিরে যাচ্ছো?'

'আমি এখনো চিন্তা করিনি এনিয়ে। মিসেস ম্যাকলেনার কিন্তু বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার বিপক্ষে।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো ক্যাসলার।

'তিনি একজন সাহসী মহিলা, কী বলো?'

'হ্যাঁ। তাঁকে বাড়ির বাইরে যেতে দেয়ার ইচ্ছা আমারও নেই। আজকাল তাঁর শরীরটা প্রায়ই খারাপ যাচ্ছে।'

'তোমার সাথে একমত আমি। আমারও ইচ্ছা নেই বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার। এই ঋতুতে ফের সমস্ত জমি চষে আবাদের কাজটা শেষ করে আনতে চেয়েছিলাম আমি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি না কী করবো।'

ক্যাসলারের মনের ভাবটা আভাসেই আঁচ করে নিতে পারলো গিল।

'শোনো,' বললো সে। 'কোনোকিছু ঘটবার আশংকা যদি তুমি করে থাকো তাহলে কেন তোমরা সবাই আমাদের এখানে উঠে আসছো না? এই পাকাপোক্ত বাড়িটা হানাদারদের অনেক ক'টা দলকেই ঠেকাতে পারবে। ক্লকের দুর্গের চেয়ে কম মজবুত নয় এবাড়ি।'

'কথাটা ঠিকই বলেছো তুমি,' বললো ক্যাসলার। 'কিন্তু তাঁর মনোভাবটা কেমন? তিনি তো আবার কিছু মনে করবেন না?'

'মিসেস ম্যাকলেনারের কথা বলছো তুমি? না, তিনি অমত করবেন না।'

www.pathagar.com

'কোনো অঘটন ঘটুক তা কিছুতেই হতে দেবো না আমি। সত্যি ওসব নিয়ে আমি ভাবছি না, মার্টিন। তাঁর মনের অবস্থাটা কেমন? ট্যাক্সের কোনো কাগজ কি তাঁর হাতে এসেছে?'

'ট্যাক্সের কাগজ?' সপ্রশ্ন দৃষ্টি গিলের। 'এরকম কোনো কাগজের কথা তো আমি শুনিনি।'

তাহলে তারা নদীর এপারে এখনো আসেনি। হারকিমার দুর্গের ওদিকে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে ট্যাক্সের লোকজন। আজ দুপুরে আমার বাড়ি এসে আমার ওপর ট্যাক্স জারি করে যায় তারা। আলবানিতে যে ট্যাক্স আইন পাস করেছিলো কংগ্রেস এটা হলো সেই আইন। আর এ আইনের বলে ট্রাইয়ন কাউন্টি থেকে আশি হাজার ডলার ট্যাক্স আদায় করবে তারা। জার্মান তল্লাট থেকে কত আদায় করা হবে তার একটা হিসাব দিয়েছিলো আমায় ট্যাক্সের লোক। কিন্তু হিসাবটা আমার মনে নেই। আমাকে যা দিতে হবে বলতে পারবো, গম্ভীর মুখে কথাগুলি শেষ করলো সে।

'কতো ট্যাক্স ধরা হয়েছে তোমার ওপর?'

'একশ সাতাত্তর ডলার আটচল্লিশ সেন্ট।' ক্যাসলারের ঠোঁট দুটির ফাঁক হঠাৎ বন্ধ হলো এবং বোবার মতন তাকালো সে গিলের মুখের পানে।

'তুমি বলছো তোমার ট্যাক্স একশ সাতাত্তর ডলার তাই না, ক্যাসলার?'

'এবং তার সাথে আরো আটচল্লিশ সেন্ট। প্রভুর নামে বলছি, ওই আটচল্লিশ সেন্ট কিসের জন্যে বলতে পারো?'

'কিন্তু তুমি তো আর ট্যাক্সটা শোধ করতে পারছো না।'

'এটা তোমার বলার অপেক্ষা রাখে না, মার্টিন। আমার হাতে আটচল্লিশ সেন্টও নেই।'

'তারা তোমায় ট্যাক্স শুধতে বাধ্য করতে পারে না।'

'কাগজটিতে বলা হয়েছে আগামী মাসের মধ্যে ট্যাক্সের অর্ধেক নগদ জমা না দিলে তারা আমার কাছ থেকে ওটা আদায় করে নেবে। তারা ট্যাক্স বাবদ আমার হালের বলদ নিয়ে যাবে। এবং জমি বাজেয়াপ্ত করবে আমার। দ্যাখো, আমার একটাই কেবল গাইগোরু আছে। এবং ওটার বাঁটেও এখন দুধ নেই।'

গিল ফের বললো : 'তারা অমন জোরজবরদস্তি তোমার ওপর করতে পারে না, ক্যাসলার।'

www.pathagar.com

আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো সে।

'লোকটা আমায় বলেছে গত বছর সেনাবাহিনীর অভিযান বাবদ যে খরচ হয়েছে সেটা পোষণের জন্যেই নাকি এই ট্যাক্স। অভিযান থেকে আমরা লাভবান হয়েছি। সুতরাং এর ব্যয়ের একটা অংশ আমাদের মেটাতেই হবে। লোকটা আরো বলেছে, দেশের অন্যসব অঞ্চলের তুলনায় আমাদের ট্যাক্সের হারটা নাকি কম। কিন্তু আমি তো এটা শোধ করতে পারবো না। যা ন্যায়সংগত আমি তা করতে চাই। কিন্তু আমি এ অন্যায় ট্যাক্স দিতে নারাজ।'

চড়তে লাগলো ক্যাসলারের গলার আওয়াজ। 'আমার যা করবার তা অবশ্যই আমি করবো এবং করছি। মিলিশিয়াদের একটা সমাবেশও আমি বাদ দেইনি। কিন্তু তারা জমি নিয়ে গেলে আমার পরিবার পরিজন না খেয়ে থাকবে। এর যুক্তির দিকটাও আমি ভেবে দেখেছি। আমরা সবাই জানি বস্টনবাসীরাই এই যুদ্ধটা শুরু করেছে। সুতরাং, আমরা কেন যাবো ট্যাক্স শুধতে? এটা স্রেফ একটা জবরদস্তি।'

তাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলো গিল। সে বোঝাতে চাইলো জার্মান তল্লাটের কেউ-ই এই ট্যাক্সের সামান্য একটা অংশের বেশি পরিশোধ করতে পারবে না। ক্যাসলারের মতন তাদের বেশির ভাগেরই একটা সেন্ট দেয়ারও ক্ষমতা নেই। একটা গোটা জনগোষ্ঠীকে তো আর মুছে ফেলতে পারে না কংগ্রেস। নিশ্চয়ই ব্যাপারটার কোথাও একটা গোলমাল আছে।

'আমি তোমায় যা বলেছি তাতে কোনো ভুল নেই, মার্টিন। ট্যাক্সের কাগজে এর সবই লেখা ছিলো। আমি বাজি ধরে বলতে পারি ডিয়ারফিল্ডের জমির জন্যে ওরকম একখানা কাগজ তুমিও পাবে। দু-চারদিন অপেক্ষা করেই দ্যাখো। আমার বাড়িতে মোটেও কোনো পয়সাকড়ি নেই। আমার কাছে যে পঁচিশ সেন্ট ছিলো গোলআলুর বীজ কেনার জন্যে সেটা আমি পকেটে নিয়ে এসেছি। এই বসন্তে বীজ লাগাতে চাই আমি জমিতে।'

'আমি তোমায় গোলআলুর কিছু বীজ দেবো। এবং সেই সংগে তোমায় অভিনন্দনও জানাবো চাষের কাজে হাত দেয়ার জন্যে। আমার কাছে প্রচুর আলুবীজ আছে, ক্যাসলার তোমার বীজগুলি কি বরফে জমে নষ্ট হয়েছে?'

ক্যাসলার বললো, আলুবীজগুলি বস্তাভরতি করে চুল্লির চিমনির পাশে রেখে দিয়েছিলো তারা। কিন্তু এরপরও ঠান্ডায় জমে যায় সব বীজ।

www.pathagar.com

বাড়ি ফেরার জন্যে ক্যাসলার গোলাঘরটার দরোজার দিকে পা বাড়াতে গেলে গিল বললোঃ 'আমাদের এখানে আসবার কথাটা মনে থাকে যেনো তোমার।'

'ধন্যবাদ,' বললো ক্যাসলার। 'এটা তোমাদের দয়া। কিন্তু আমার মনে হয় না এই বসন্তে সত্যি সত্যি রেডইন্ডিয়ানরা আসবে।'

দরোজার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে নদীর দিকে যেতে দেখলো গিল। আসবার সময় নদীর বুকের জমাট বরফের ওপর দিয়ে বুটজুতা পায়ে হেঁটে এসেছিলো ক্যাসলার। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো তার পায়ের সেসব দাগ। ভেজা বাতাসের বেগুনি ছায়ার মতন দেখা যাচ্ছিলো দাগগুলিকে। ধোঁয়া উঠছিলো ক্যাসলারের কুঁড়ে ঘরটার চিমনি থেকে। সুতার মতন চিকন দেখাচ্ছিলো ধোঁয়ার ক্ষীণ রেখাটাকে।

দিনের বাদবাকি সময়টায় গিলের মাথায় ঘুরঘুর করছিলো ক্যাসলার আর তার ট্যাক্সের ব্যাপারটা। রাতে খেতে বসবার আগে কথাটা জানালো সে মিসেস ম্যাকলেনারকে। অ্যাডাম ছিলো বাইরে। বোধ করি জানাশোনা কোনো মেয়ের পেছনে ঘুরছিলো সে। জো-বোলিও ঘরের এককোণে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে দেখছিলো বাচ্চাকে লানার দুধ-দেয়া। ঠান্ডার জন্যে লানা বাধ্য হয়ে রান্নাঘরে এসেছিলো বাচ্চাকে স্তনের দুধ দিতে। ব্যাপারটায় প্রথমে বেশ বিব্রতবোধ করছিলো জো এবং সে বেরিয়ে যেতেও চেয়েছিলো। কিন্তু মিসেস ম্যাকলেনার এ অবস্থায় তার বেরিয়ে যাওয়াটাকে একটা পরিহাসতুল্য ব্যাপার বলে উড়িয়ে দিলেন। কারণ, শিশু থাকতে জো নিশ্চয় ঠিক অমনধারায় চুষেছিলো মায়ের স্তনের দুধ।

লানা এবং শিশুর কান্ডটা দেখে কল্পনায় নিজের শৈশবটাকে দেখছিলো জো। এবং সবরকম যুক্তি দাঁড় করিয়ে সে বুঝতে চাইছিলো বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর সময় আদৌ তার বাড়ি ফেরা উচিত হলো কিনা। স্তনের ভরাট সাদা বোঁটার স্প্রিংয়ের মতন লাফানো এবং বাচ্চার তা ঠিকমতন মুখে নিতে না পারার দৃশ্যটা মনটাকে তার মুহূর্তেই বিগলিত করে তুললো। এবং বাচ্চার মতনই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে বলে মনে হলো তার। রান্নাঘরের মেঝের কোনাটায় বসে ঢুলতে ঢুলতে সে ভাবতে লাগলো, হয়তো এভাবেই শিশু থাকতে মায়ের স্তন চুষেছিলো সে এবং অমনধারায় খেলা করেছিলো স্তনের বোঁটা নিয়ে।

www.pathagar.com

পায়ের ওপর একখানা পুরনো কম্বল জড়িয়ে গিলকে কোলে নিয়ে হাতলওয়ালা চেয়ারটায় জুত হয়ে বসেছিলেন মিসেস ম্যাকলেনার। ছোটো বাচ্চাটাকে যখন স্তন খাওয়াতে বসতো লানা, গিলিকে তখন ধরে রাখাই মুশকিল হতো। ছোটোটাকে হিংসা করতো সে এবং ওর সাথে লানার স্তনের ভাগ নেয়ার জন্যে চেঁচিয়ে কাঁদতে থাকতো। সুতরাং কাউকে না কাউকে বাগ মানিয়ে রাখতে হতো ওকে। গোরুর দুধ কিছুতেই খেতে চাইতো না গিলি। মাত্র বছর দুয়েক বয়েস হলেও মিসেস ম্যাকলেনারের ধারণা, প্রাপ্তবয়স্ক একজন পুরুষের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই আছে ছেলেটার মধ্যে।

নিগ্রো পরিচারিকা ডেইজি টেবিলে এনে রাখলো কালো পাউরুটির একটি অবশিষ্ট খন্ড এবং লবণমাখা কিছু শুয়োরের মাংস। চুলা এবং টেবিলের মাঝখানের পথটায় হাঁটাহাঁটি করবার সময় অনুচ্চস্বরে তাকে কাতরাতে দেখা গেলো শীতের ফুসকির ব্যথায়।

গোলাঘর থেকে গিলের পায়ের আওয়াজ শুনেই সবাই বুঝলো জলদি এখন টেবিলে যেতে হবে। লানা তাকিয়ে দেখলো বাচ্চাটা অলসভঙ্গিতে ঠোঁটে আঁকড়ে ধরে রেখেছে স্তনের বোঁটা। শিশুর ঠোঁট থেকে বোঁটাটা ছাড়িয়ে নিলো ও।

'পেটভরে খেয়েছে সে,' বললেন মিসেস ম্যাকলেনার। 'সাংঘাতিক পেটুক এই ছেলেটা। এভাবে মাই খেতে দিলে তোমার শরীরটাকে হাড্ডিসার করে ছাড়বে সে, দেখো।'

গিল দোরগোড়া থেকে দেখলো লানা বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে দোলনায় রাখতে যাচ্ছে। গিলি বিধবার কোল থেকে নেমে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে শুরু করেছে মায়ের পেছন পেছন। ওকে ফের কোলে উঠিয়ে নিলো ডেইজি এবং আদর করতে করতে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললো, 'মিষ্টি ছেলে।' জো গোবেচারার মতন তাকালো এবং বললোঃ 'শুভ সন্ধ্যা, গিল। খবর কী তোমার?'

'এতোক্ষণ ক্যাসলারের সাথে কথা বলছিলাম আমি।'

ক্যাসলারের ট্যাক্সের কাগজের ব্যাপারটা সংক্ষেপে তাদের জানালো গিল। মিসেস ম্যাকলেনারের দিকে তাকিয়ে সে বললোঃ 'ক্যাসলারের ওপর অ্যাতোটা ট্যাক্স যদি তারা ধরতে পারে তাহলে নিশ্চয় আমাদের এখান থেকে তিনশ ডলার ছেঁকে নেয়ার চেষ্টা না করে ছাড়বেনা।'

www.pathagar.com

আগেকার দিনগুলির মতোই হঠাৎ নাক দিয়ে জোরে শব্দ করলেন মিসেস ম্যাকলেনার।

'আমি এই ট্যাক্স দেবো না, গিল। প্রথম কথা হলো, এটা দেয়ার ক্ষমতা আমার নেই। দ্বিতীয়ত, এটা দিলে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবো আমি।'

জো চেঁচিয়ে বলে উঠলো ঃ 'হুররা।' তার এই আনন্দ ধ্বনি শুনে মিসেস ম্যাকলেনার নাকের নিচ দিয়ে তাকালেন তার দিকে।

'তোমার এই উচ্ছ্বাসের মানেটা কী?'

একটা আধাক্ষ্যাপা বুড়ো নেকড়ের মতন দাঁত বের করে হাসলো জো। 'আমি ভাবছিলাম, এই ভিটামাটি থেকে তারা যদি আপনাকে উচ্ছেদের চেষ্টা করে তাহলে চারপাশে একটা হৈচৈ পড়ে যাবে।'

আবার নাক দিয়ে শব্দ করলেন মিসেস ম্যাকলেনার।

'ওরকম কিছু তারা করলে আমি কী করবো তা এখনো ভেবে দেখিনি। বার্নি আমার জন্যে যে টাকাপয়সা রেখে গিয়েছিলো তার সবই এখন প্রায়শেষ। আমি মনে করেছিলাম কবরে যাওয়ার আগপর্যন্ত এ-টাকায় আমায় বেশ চলে যাবে। কিন্তু কংগ্রেস ওই নোটের মুদ্রা ছাপানো শুরু করার পর থেকে ভেস্তে গেলো সবকিছু।'

জো বলে উঠলোঃ 'আমার ধারণা আপনাকে এখান থেকে উঠে যেতে হবে না।'

'তারা হয়তো আমাকে উচ্ছেদ করবার জন্যে সৈন্য পাঠাতে পারে। আমার তখন কিছু করবার উপায় থাকবে না।'

'এ-কারণেই তো আমি বললাম ওরকম কিছু ঘটলে চারপাশে হৈচৈ পড়বে। আমার নিজের এবং অ্যাডামের কথা ভাবছি আমি। আমরা ওদের এমনিতেই ছেড়ে দেবো না। খেলাটা জমবে ভালো।'

'তুমি একটা নির্বোধের হদ্দ, জো বোলিও,' জোকে আড়মোড়া ভাংতে দেখে বললেন মিসেস ম্যাকলেনার। তাঁর কঠিন মুখটা নরোম হয়ে উঠলো, 'একটা অকর্মা আহাম্মক তুমি।'

'হ্যাঁ, মাম।' দাঁত বের করে হাসলো জো।

শালখানা কাঁধে জড়িয়ে নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে টেবিলের দিকে গেলেন তিনি। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিলো তাঁর। যারা তাঁর দেহ ও মনে আগের উদ্দামতা দেখেছে তাদের

www.pathagar.com

কাছে খুব করুণ মনে হবে ব্যাপারটা। তবে তাঁর চোখের দৃষ্টিটায় এখনো অবশিষ্ট ছিলো সেই প্রাখর্যের অনেকখানি।

টেবিলে খাবার সামনে নিয়ে মাথা নুইয়ে বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন তিনিঃ 'আমরা যা কিছু এখন খেতে যাচ্ছি, হে প্রভু, তার জন্যে খ্রীষ্টের নামে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে দাও।' ঢোক গিললেন বিধবা। 'জানো জো, আমি কী ভাবছি? ভাবছি, তুমি আর অ্যাডাম এবং কন্টিনেন্টাল বাহিনীর একটা স্কোয়াড মিলে বেশ বড়ো দলই হবে একটা।'

'আমেন।' বললো জো। খাওয়া শুরু করবার আগের আনুষ্ঠানিকতাটা উপভোগ করছিলো সে। 'নিশ্চয় তা হবে।'

'ওই গরীব লোকটার জন্যে দুঃখ হচ্ছে আমার। বোধকরি খুবই খারাপ অবস্থা তার, বললেন মিসেস ম্যাকলেনার।

ঠোঁট থেকে চামচটা নামালো জো।

'ক্যাসলার আগাগোড়াই একটা সৎ, সরল এবং নির্বোধ ধরনের লোক,' মন্তব্য করলো সে। বাটিতে চামচ ডুবিয়ে মাংসের ঝোল তুলে নিয়ে সশব্দে জিভ চাটছিলো জো। বিরক্তচোখে তার কান্ডটা দেখছিলো দুবছরের গিন্নি।

সপ্তাহের শেষদিকে একটা লোক ট্যাক্সের তলবপত্র নিয়ে হাজির হলো মিসেস ম্যাকলেনারের সামনে। বেশ আকর্ষণীয় ছিলো দলিলখানা। মিসেস ম্যাকলেনারের সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ দেয়া ছিলো তাতে। ট্যাক্সের তালিকাটি ছিলো এ রকম ঃ 'একটা পাথরের বাড়ি, একখানা কাঠের গোলাঘর চমৎকারভাবে মেরামত করা যার মেঝে, একটা ঝরনা-ঘর, তিনটা গোরু এবং দুটি ঘোড়া।' জমির ফর্দে ধরা হয়েছে ঃ 'চাষের উপযোগী অতি উর্বর চল্লিশ একর জমি, ষাট একর বনভূমি এবং রাজার আমলের পুরনো স্প্রুস গাছের কুড়ি একর পরিমিত জমির একটি বাগিচা।' লোকটাকে সামনে বিব্রতকর অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রেখে জোরে জোরে তালিকাটা পড়লেন মিসেস ম্যাকলেনার। এরপর তীক্ষ্ণচোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'মেলকিওর ফোলটেস, কেমন করে তোমার সাহস হলো আমার বাড়িতে গায়ে পড়ে এসে আমার ওপর এই কাগজের পরোয়ানা জারি করতে? এবং আমি জানতে চাইছি তুমি কি চারশ ডলার ট্যাক্স চাইছো আমার কাছ থেকে?'

www.pathagar.com

'হ্যাঁ, মাম,' বললো ফোলটেস। তার স্বরে ছিলো কেমন একটা সংশয়।

'তাহলে শোনো।' বললেন মিসেস ম্যাকলেনার। 'আমি মনে করি, অ্যাবসালমের গর্দভের চেয়েও একটা বড়ো নির্বোধ তুমি। আচ্ছা বলো তো, কোথায় দেখলে আমার গোলাঘর? ভালোভাবে মেরামত করা কাঠের বাড়িটা কোথায়, অ্যাঁ?'

'এসব আমার দেখবার বিষয় নয়,' বিড়বিড়িয়ে বললো ফোলটেস। 'আমাকে শুধু মজুরি দিয়ে রাখা হয়েছে ট্যাক্সের তলবপত্রগুলি বিলি করবার জন্যে। ট্যাক্সটা এখন আদায় করতে যাচ্ছি না আমি।'

'ওকাজে হাত না দেয়াই তোমার জন্যে মঙ্গল,' বললেন মিসেস ম্যাকলেনার। 'আর যদি তা করতে যাও তাহলে তোমাকে লাথ মেরে পাঠিয়ে দেয়া হবে যেখানে অ্যাবসালমের গাধার থাকবার কথা।' উত্তেজনার একটা ক্ষীণ লালচে আভা ফুটে উঠলো তাঁর মুখের জরাগ্রস্ত চামড়ার ভাঁজে। চুপ করে থেকে চোখ পাকিয়ে তাকালেন তিনি ফোলটেসের দিকে। এবং নাক দিয়ে ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করতে লাগলেন।

'হ্যাঁ, মাম। আমার এখন বেরুনো দরকার। এখান থেকে আবার যেতে হবে এন্ডরিজ।'

বেরিয়ে আসতে আসতে ঘর্মাক্ত কপালটা মুছছিলো সে।

'ওই মহিলা আমায় একদম ভয় খাইয়ে দিয়েছিলেন,' বাইরে এসে গিলের কাছে স্বীকার করলো ফোলটেস। সাধে আমি কাজটা নেইনি। আমার কিছু ট্যাক্স মাফ পাবো তার জন্যেই এটা করা।'

'তাই বুঝি?'

'আমাকে তো কিছু একটা করতে হবে, নাকি?'

'একটা কাজ কিন্তু তোমার না করাই ভালো। অর্থাৎ এখানে ফের পা মাড়াবে না তুমি। অ্যাডাম হেলমার এখানে যদি এখন থাকতো সে বোধকরি কাঁটাওয়ালা আপেল গাছের একটা ডাল নিয়ে পিঠে ভাংতো তোমার।'

'অ্যাডাম হেলমারের সাথে গোলমাল বাধানোর ইচ্ছা আমার নেই। কারণ, অবিবাহিত কারো কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করছি না আমি।'

'অনাথ কিংবা নিখোঁজ শুয়োর ছানার ওপর কি কোনো ট্যাক্স ধরেছো তোমরা?' জানতে চাইলে জো বোলিও।

www.pathagar.com

জো'র পানে একনজর তাকিয়ে আঙিনার ওপাশে দাঁড় করিয়ে রাখা ঘোড়াটার দিকে হাঁটা দিলো ফোলটেস। গিল এবং জো দেখলো ঘোড়ায় উঠে লোকটা আস্তে আস্তে চলছে কিংসরোড ধরে। বাড়ির ভেতরে ঢুকলো তারা।

'কী করছে তারা আমি জানি, দুজনের দিকে তাকিয়ে বললেন মিসেস ম্যাকলেনার। 'বাজি ধরে আমি বলতে পারি, রাজার আমলের পুরনো ট্যাক্সের খতিয়ান জোগাড় করে নিয়ে একাণ্ডটা করছে তারা।' কাগজখানা আগুনে ছুঁড়ে দিলেন তিনি।

'প্রভুর দোহাই!' বলে উঠলো জো। তার স্বরে ছিলো আন্তরিকতার উষ্ণতা।

একদিন ভোরবেলা নদীর ওপার থেকে এসে ক্যাসলার শুনলো মিসেস ম্যাকলেনার আগুনে ছুঁড়ে দিয়েছেন ট্যাক্সের কাগজটি। এতে মনে কিছু জোর পেলো সে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই মাথা নাড়তে নাড়তে বললোঃ 'তিনি অভিজাত সমাজের একজন এবং তিনি জানেন কেমন করে আইনকে নিজের পক্ষে টানতে হয়।' তাকে ভরসা দেয়ার কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে চিনির রস সংগ্রহের প্রসংগটা তুলে কথার মোড় পাল্টানোর চেষ্টা করলো গিল। কিন্তু ক্যাসলার এ ধরনের পানসে আলোচনায় তেমন উৎসাহ বোধ করলো না। শুধু বললো সামনের সপ্তাহে রসসংগ্রহে যাবে বলে ভাবছে সে।

'আমাদের ঝোপের গাছ থেকে রস সংগ্রহ করাই ভালো হবে তোমার জন্যে,' বললো গিল।

'ওটা তো অনেক দূরে,' ক্যাসলার বললো।

দুপুরের একটু আগে সে চলে গেলো। একজন পরাজিত এবং বিধ্বস্ত লোকের মতন হেঁটে যেতে দেখা গেলো তাকে।

ওই দিন দুপুরের পর আবহাওয়াটা বেশ স্নিগ্ধ এবং ঝকঝকে হয়ে উঠলো। বরফ যেনো নিজের থেকেই গলে নামতে শুরু করলো। নদী-তীরের উইলো গাছের গুঁড়িগুলিকে কেমন মোটা এবং কালো দেখাচ্ছিলো। সূর্যের আলোয় পেতলের বল্লমের মতন ঝকমক করছিলো গাছের উঁচু শাখাগুলি। বরফের গলে-যাওয়া পানিতে উজান বাইছিলো ট্রাউট মাছের ঝাঁক। কিন্তু আলসেমির জন্যে মাছ ধরতে গেলো না জো।

www.pathagar.com

বাতাস না থাকায় বেশি উষ্ণ মনে হচ্ছিলো রোদটাকে। এতে আরো কুঁড়েমিতে পেয়ে বসেছিলো জোকে।

কিন্তু মাছ শিকারে না গেলেও ঘরে বসে এলম গাছের বাকল থেকে আঁশ ছাড়িয়ে নিয়ে দড়ি পাকাচ্ছিলো সে গিলের ঘোড়ার গদির জন্যে। গিলও ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে দড়িতে চুনট করছিলো তার পাশে বসে থেকে। মনে হলো তাদের মতোই বাড়ির ভেতরে সবাই ঝিমোচ্ছে ফুরফুরে রোদেলা হাওয়ার আমেজে। ঘুম থেকে নেকো শব্দ করে উঠলো বাচ্চাদের একজন। রান্নাঘরে বাসনপাত্র ধোয়ামোছার কাজে ব্যস্ত ছিলো লানা এবং ডেইজি।

বাকলের একটি দড়ি পাকিয়ে নিয়ে গিলের হাতে দিতে দিতে জো বলে উঠলোঃ 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি ঠিক এই মুহূর্তে কোথায় আছে অ্যাডাম।' একটু দম নিয়ে শেষে আবার বললোঃ 'সে এখন দিব্যি বেটসি স্মলের রান্নাঘরে শুয়ে আরামে গড়াগড়ি খাচ্ছে।' কথার মাঝখানেই আঁতকে উঠলো সে। 'এ যে একটা গুলির আওয়াজ, গিল!'

গিল চোখ তুলে চাইলো।

'আওয়াজটা কোন্ দিক থেকে এলো মনে হচ্ছে তোমার?'

'আমি ঠিক খেয়াল করিনি।'

দুজনের কেউই নড়াচড়া করলো না। একটু পরে জো বললোঃ 'আমার মনে হয় নদীর ওপার থেকে এসেছে গুলির শব্দটা।' এলমের বাকলটা সাবধানে একপাশে রেখে দিলো সে। গিল তার হাঁটুর ওপর ধরে রাখলো গদির দড়াদড়ি। কেমন যেনো একটা নৈঃশব্দ ছেঁকে ধরলো উপত্যকাটাকে। নদীর ওপারে উইলো কুঞ্জের বরফ গলতে শুরু করবে বলে মনে হচ্ছিলো। ফোর্ট হারকিমারের ওপাশে পাহাড়ের দিক থেকে লতিয়ে–ওঠা ধোঁয়াটাই কেবল তাদের চোখে পড়ছিলো। ওখানে গ্যারিসনের সৈন্যদের পাহারায় ঝোপের গাছ থেকে চিনির রস সংগ্রহ করছিলো কিছু লোক।

উপত্যকার দিকে চোখ নামিয়ে পুবমুখো তাকালো তারা। ক্যাসলারের নতুন কুঁড়েটার ছাদ ছাড়া কিছুই নজরে পড়লো না তাদের। এক সার গাছ এবং আপনা থেকে গজিয়ে ওঠা বুনো ঝোপঝাড়ের জন্যে দেখা যাচ্ছিলো না বাড়ির পাঁচিলগুলি। বাড়ির একটা কোণে কেবল চোখে পড়ছিলো সূর্যের আলো। ওই কোণটা থেকে গড়িয়ে গোল হয়ে একটা পথ বরফের ভেতর দিয়ে চলে গেছে কুয়ার দিকে।

www.pathagar.com

হঠাৎ ওই পথ বরাবর একজনের নড়াচড়ার আভাস চোখে পড়লো তাদের। শনের রংয়ের মতন মাথার চুলের দুটি বেনী দেখেই তারা বুঝলো ক্যাসলারের বড়ো মেয়ে ওটি। পানিভরতি একটি বালতি হাতে নিয়ে দৌড়াচ্ছিলো মেয়েটা। তার পা হড়কে যাচ্ছিলো ভেজাবরফ ভেঙ্গে চলতে গিয়ে এবং যেনো পেছন দিকে তাকাতে ভয় পাচ্ছিলো সে। মেয়েটার ভাবসাব দেখে পায়ের ওপর উঠে দাঁড়ালো গিল এবং জো। ফিসফিসানো শব্দের মতন তাদের কানে ভেসে এলো কারো চিৎকারের ক্ষীণ আওয়াজ।

হঠাৎ বাচ্চা মেয়েটাকে ঘাড় ফেরাতে দেখা গেলো। তার হাত থেকে পড়ে গেলো বালতিটা। গুটিয়ে আসছিলো কনুই দুটি। ছোটো পেটিকোটটার ভেতর থেকে ছিপছিপে লম্বা দেখাচ্ছিলো তার পা দুটি উঁচু হয়ে উঠতে দেখা গেলো তার পিঠের পেছনের বেনী দুটিকে। মেয়েটার লাফিয়ে উঠবার মুহূর্তেই সশব্দে ভেংগে পড়লো আরেকটি গুলি।

হুমড়ি খেয়ে কাঠের বাড়ির পাঁচিলের কোনায় বরফের স্তূপে ছিটকে পড়লো গুলিবিদ্ধ দেহটা। একমুহূর্ত ওখানে নিথর হয়ে থেকে আস্তে আস্তে গড়িয়ে গড়িয়ে ওটা পথের ওপর গিয়ে পড়ে থাকলো।

বারুদের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হলো পাশের ঝোপঝাড়। একটু পরেই শোনা গেলো একঝাঁক গুলির আওয়াজ। পরমুহূর্তে বাতাসে ভেসে এলো অনেকগুলি গলার হাঁকাহাঁকির ক্ষীণ রেশ।

'রেডইন্ডিয়ানরা চড়াও হয়েছে,' বললো জো। 'ভেতরে চলো। দরোজা–জানালা বন্ধ করে দিয়ে বন্দুক তুলে নিয়ে এসো, গিল। আমি এখানে দাঁড়িয়ে থেকে দেখছি সংখ্যায় কতোজন হবে ওরা।'

রান্নাঘরে ধোঁয়ামোছার কাজ বন্ধ করে একসংগে মুখ ফেরালো লানা এবং ডেইজি। ঘেনঘেনানো থামিয়ে চুপ হয়ে গেলো শিশুটি। কুশন চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন মিসেস ম্যাকলেনার। ঘরের কোণের অন্ধকার জায়গাটা থেকে বন্দুকগুলি হাতড়ে বের করলো গিল।

'ওরা কোথায়, গিল?'

www.pathagar.com

'ক্যাসলারের ওখানে। বাচ্চা দুটিকে এখানে নিয়ে এসো, লানা। চুল্লির কাছে মেঝের ওপর রাখো দুজনকেই। ওরা এখনো আমাদের কাছাকাছি এসে পৌছেনি। জো বাইরে দাঁড়িয়ে নজরে রাখছে সেদিকে।'

বাতাসে চাটি-মারার মতন ক্ষীণ তোলপাড় তুলছিলো গোলাগুলির আওয়াজটা। একটা কাঠঠোকরাও এর চেয়ে বেশি শব্দ করতে পারতো।

বাইরে থেকে ছুটে এলো জো।

'পঁচিশ-ছাব্বিশ জনের মতন হবে ওরা। সবই প্রায় রেডইন্ডিয়ান। মাত্র তিনজন শ্বেতাংগ।'

'তুমি ক্যাসলারকে সাহায্য করতে যাচ্ছো না?'

'অনেক লোক ওরা। দুর্গে গিয়েও কোনো লাভ হবে না আমার। আগুন নিভিয়ে ফ্যালো। এখানকার ধোঁয়াটা হয়তো এখনো ওদের চোখে পড়েনি। হয়তো এ বাড়িটার কথা ওরা ভুলে গিয়ে থাকবে। না, পানি ব্যবহার করো না। গোলাঘর থেকে কিছু গোবর নিয়ে এসে চাপা দিয়ে রাখো আগুনটা। ওভাবে তাকাবে না, লানা। আমি নির্ঘাত জানি, ওদের একজনও এখানে আসেনি। সাহায্যের জন্যে আমার দুর্গে গিয়ে পৌছবার আগেই সন্ত্রাসীরা ওখানে তাদের সব খুনাখুনির কাজ শেষ করে ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে। 'ওরা যাতে আমাদের দেখতে না পায় সেদিকেই এখন সবার খেয়াল রাখা দরকার। আমার বিশ্বাস এন্ডরিজের কান্ডটা ওরা আগেই শুনে থাকবে, মিসেস ম্যাকলেনার।'

'হ্যাঁ, জো।'

'আপনি বন্দুক ভরতে পারেন?'

'হ্যাঁ,জো।'

'আমি জানি লানা কাজটা পারে। আপনাদের দুজনকেই বন্দুকে বারুদ ভরতে হবে। এখানে দুটি পিস্তল দেখেছিলাম আমি। সেগুলি গেলো কোথায়?'

'ওদুটি আমার স্বামীর। দরকার হলে পিস্তলগুলি আমি কাজে লাগাবো। হানাদাররা কাছাকাছি ঘনিয়ে এলে ওদের ওপর গুলি ছুঁড়তে পারবো আমি। তোমাদের দুজনের যে-কারো চেয়ে কাজটা আমি ভালো পারবো। একসময় গুলি ছোঁড়ার অভ্যাস ছিলো আমার।' তাঁর মুখখানা কঠিন হয়ে উঠলো। ঠোঁটদুটি কামড়ে ধরলেন তিনি।

www.pathagar.com

'আমি বাজি লাগাতে পারি,' বললো জো। 'গিল! তুমি গোবরচাপা দাও ওই আগুনটায় এবং তারপর ধারগুলি ঢেকে দাও ছাই দিয়ে। ওটা করলেই কেবল ধোঁয়া বন্ধ হবে। এখুনি হাত লাগাও কাজে। এখানে কতোটা পানি আছে আমাদের।'

'ধোঁয়ামোছার জন্যে ক'টা গামলা ভরে রাখা হয়েছে।'

'প্রভুর দোহাই, কী সৌভাগ্য! ধোয়ামোছার দিন ওরা হামলা করতে এলো।' ঢোক গিললো জো। 'আমি আরেকবার বাইরে গিয়ে দেখে আসছি আর কী কাজ বাকি রইলো। এরমধ্যে দুই বালতি খাবার পানিও ভরে আনা যাবে। আমি কিন্তু মনে করি না ওরা এদিকে আসবে। কিন্তু যদি আসেও তাহলে ভয় করবার কিছু নেই। আমরা সব ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে রেখেছি।'

সামনের দরোজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো সে। আগুন চাপা-দেয়ার কাজটা সেরে ফেললো গিল। রুমের সবাই নিশ্চুপ হয়ে থাকলো মিনিটখানেক। এই নীরবতার মাঝখানে দূরাগত ধ্বনি হয়ে ভেসে এলো গুলির আরেকটা আওয়াজ। এতোটুকু হয়ে পড়লো লানার মুখ এবং কালো ছায়া নামলো ওর দুই চোখে। হঠাৎ বসে পড়লো ও মেঝের ওপর এবং বাচ্চা দুটিকে কোলে আঁকড়ে ধরে তাকালো স্বামীর মুখের পানে। গিলের কাছে মনে হলো সবকিছু যেনো একটা স্বপ্ন। একটা দুঃস্বপ্ন। এবং শিগ্গিরই সে জেগে উঠে দেখবে তিন বছরের স্বপ্নটা মোরগডাকা আর গোরুর দুধ দোওয়ার মাঝখানের একটা তুচ্ছ ব্যবধান মাত্র। তড়িঘড়ি করে বারান্দা দিয়ে বেরিয়ে গেলো সে। কারণ, কুয়া থেকে জো'র ফিরে না আসা পর্যন্ত হানাদারদের গতিবিধির ওপর নজর রাখা দরকার।

দুই হাতে দুটি বালতি নিয়ে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়েছিলো জো। গিলের পায়ের শব্দ শুনতে পেলো সে। কিন্তু ঘাড় না-ফিরিয়েই বললোঃ 'এই বালতি দুটি নাও।' গিলের হাতে বালতি জোড়া দিয়েই রাইফেলটা তুলে নিলো সে এবং দুইচোখ খাড়া করে রাখলো নদীর ওপারের দিকে। গিল ফিরে এলে পর রাইফেলের একটা গর্জন শোনা গেলো। সেদিকে কান পেতে কী যেনো আঁচ করছিলো জো।

'ওই লোকটাকে আমি চিনি,' বললো সে। বাঁহাতে গুলি ছোঁড়ে লোকটা। লিকলিকে লোকটার কথা বলছি, চেয়ে দ্যাখো। গুলি ছুঁড়বার পর সে মাথা সোজা করে এবং বাঁ কাঁধটা নিচে নামায়।'

'কে লোকটা, জো?'

www.pathagar.com

'সাফরেনিস ক্যাসেলম্যান। ফেয়ারফিল্ড ছাড়বার আগে তার কথা আমি শুনেছি। শপথ নিয়ে লোকটা বলেছিলো, জার্মান তল্লাটের ওপর শোধ নিয়ে সে মেটাবে তার মনের ক্ষোভ।'

এটা কোনো অলীক কল্পনা ছিলো না।

ফেয়ারফিল্ডের স্কচরা বরাবরই ঈর্ষার চোখে দেখতো জার্মান তল্লাটের প্যালা–টাইনদের। তার কারণ নদীতীরের সব উর্বর সমতল ভূমিই ছিলো এই তল্লাটবাসীর দখলে।

নদীর ওপারে যা ঘটছিলো তার সবই ম্যাকলেনারদের এই খামার বাড়ি থেকে স্পষ্ট আঁচ করতে পারা যাচ্ছিলো। কম করে হলেও দুইডজন রেডইন্ডিয়ান ঘেরাও করে রাখলো ক্যাসলারের বাড়িটা। তাদের বেশিরভাগই ছিলো ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে। কিন্তু তাহলেও অন্তত কয়েকজনকে এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিলো। এরা ক্যাসলারের বাড়ির জানালা লক্ষ্য করে অনবরত গুলি ছুঁড়ছিলো। বুলেটের আঘাতে এর মধ্যেই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো কাগজের শার্সিগুলি। কিন্তু মাঝেমধ্যে অন্য বন্দুকের আওয়াজ ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছিলো ক্যাসলারের পুরনো মাস্কেট–বন্দুকটির গর্জন। কাঠের একটা গাদার আড়ালে দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়ছিলো ক্যাসলার। গুলির আওয়াজ লক্ষ্য করে বাড়িটার দিকে হামাগুড়ি দিয়ে ঘনিয়ে আসতে দেখা গেলো রেডইন্ডিয়ানদের। এর মধ্যেই বাড়ির একেবারে কাছে এসে গেছে তারা। ভেজাবরফের মধ্যে তাদের দেহের ভারে যেনো অনেকগুলি এলোমেলো পরিখা সৃষ্টি হয়েছিলো। গোলাগুলির মাঝখানে একইভাবে বরফের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে থাকলো ক্যাসলারের বাচ্চা মেয়েটা।

হঠাৎ দুই আঁটি শুকনো ডাল নিয়ে কুঁড়েঘরটার কোনায় লাফ দিয়ে উঠতে দেখা গেলো দুইজন রেডইন্ডিয়ানকে। কাঠের খুঁটির পাঁচিলের সাথে সেগুলিকে ঠেস দিয়ে রেখে আবার সংগে সংগেই লাফিয়ে নিচে নেমে পড়লো তারা। এই সময় ফের ক্যাসলারের পুরনো মাস্কেটটা গর্জে উঠলো। এবং চিৎপটাং হয়ে পড়তে দেখা গেলো ওই দুই রেডইন্ডিয়ানের একজনকে। বোঝা গেলো ক্যাসলার ঠিকই লোকটিকে নিশানা করতে পেরেছে। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা রেডইন্ডিয়ানদের দলটাকে দেখা গেলো তখুনি ছুটে আসতে। গুলি–খাওয়া লোকটার একটা বাহু আঁকড়ে ধরে তারা চারপাশে গোল হয়ে নর্তনকুর্দন শুরু করলো এবং একযোগে রণহুংকার দিতে লাগলো। জ্বলন্ত

www.pathagar.com

কাঠি নিয়ে তাদের তিনজন দৌড়ে গেলো শুকনো ডালের আঁটিগুলির দিকে। সংগে সংগেই নিচে নেমে ঝোপের আড়ালে চলে গেলো তিনজনই।

এন্ডরিজ ব্লক হাউসের দিকে তাকালো গিল। ওখানে কেউ এখন পর্যন্ত ক্যাসলারের বাড়ির গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পায়নি এটা কেমন যেনো অবিশ্বাস্য ঠেকলো তার কাছে। জো বললো, 'বাতাসটা সোজা দক্ষিণ দিক থেকে আসছে। তার জন্যেই হয়তো অমনটা হবে।' ক্যাসলারের বাড়ির পানে ফের দৃষ্টি তুলে ধরতেই ধোঁয়া চোখে পড়লো গিলের। একটি ছোটো শিখা এঁকেবেঁকে লাফিয়ে উঠছিলো আকাশের দিকে। এবং দেখতে দেখতে শুকনো ডালগুলির স্তূপটার ভেতর থেকে দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো আগুন। রেডইন্ডিয়ানরা আবার হুংকার ছাড়তে শুরু করলো। তাদের তীক্ষ্ণ স্বরগুলি পাখির চেঁচামেচির মতন কানে এসে লাগছিলো গিলের।

'ক্যাসলারের কাঠের ঘরটায় আগুন ধরলো। আমি চিন্তা করতে পারিনি অমন শুকিয়ে থাকবে বাড়িটা,' বললো জো। রাইফেলের ওপর ঝুঁকে, চিবুকে বাঁহাতটা রেখে বসেছিলো সে। 'আমি ভাবছি, ক্যাসলাররা বাড়ির ভেতরেই থাকবে। নাকি বেরিয়ে আসবে।'

ঘরের ছাঁইচ বেয়ে আগুনটা কাঠের ছাদে উঠলো। ভেতরের কড়ি বরগাগুলি বেরিয়ে পড়লো কাঠামোটা বেঁকে যাওয়ায়। এবার ছাদের চূড়ায় উঠে অসংখ্য শিখা হয়ে গোটা ঘরটায় ছড়িয়ে পড়লো আগুনের লকলকানো জিভটা। রেডইন্ডিয়ানরা এবার ঘনিয়ে এলো ঘরের দিকে।

ঠিক ওই মুহূর্তেই সারা উপত্যকা কাঁপিয়ে বুম্ বুম্ শব্দে গর্জে উঠলো এন্ডরিজ ব্লকহাউসের সুইভেল কামানটা। ভারি জমাট মেঘের মতন একরাশ গাঢ় কালো ধোঁয়া ঝুলে থাকতে দেখা গেলো দুর্গ চূড়ার পাহারা কুঠরিটার জানলার সাথে। একমুহূর্ত পরেই আরেকটা কামানের গর্জন শোনা গেলো হারকিমার দুর্গ থেকে। প্রায় একই সময়ে আরো প্রচণ্ড শব্দ তুলে ফেটে পড়লো ডেটন দুর্গের তিন পাউণ্ড গোলার বড়ো কামানটা।

ম্যাকলেনারদের বাড়ি থেকে জো এবং গিল দেখলো রেডইন্ডিয়ানরা পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে দুর্গগুলির দিকে চোখ তুলে ধরেছে। পরক্ষণেই তারা গাদা বন্দুকগুলি উঁচিয়ে হাঁক ছাড়লো একযোগে।

www.pathagar.com

'চিনির রস সংগ্রহকারী দলটা ফিরে না এলে হারকিমার দুর্গ কোনো লোক পাঠাতে পারবে না,' বললো জো। 'ডেটন থেকে কাউকে পাঠানো হলে তারা এদিক দিয়েই আসবে।'

হঠাৎ গিলের মনে হলো তার শরীরটা কাঁপছে। এন্ড্রুজটাউনে তিনটি স্ত্রীলোকের পেছনে রেডইণ্ডিয়ানদের ধাওয়া করার দৃশ্যটা ভেসে উঠলো তার চোখের সামনে। ব্যাপারটা দেখে তার শরীর তখন শিঁটিয়ে উঠেছিলো আতংকে। কিন্তু নদীর ওপারে এখন যা ঘটতে চলেছে তা হবে বোধকরি আরো লোমহর্ষক। কথাটা ভাবতেই একটা বিভীষিকা ছেঁকে ধরলো তাকে।

দ্রুত পরিসমাপ্তি ঘটালো কান্ডটার। কয়েক মুহূর্ত কোনো গোলাগুলির শব্দ শোনা গেলো না ক্যাসলারের বাড়ির ভেতর থেকে। এই নীরবতার মধ্যেই গিল এবং জো দুজনই হঠাৎ সবিস্ময়ে দেখলো বাড়ির কোনা থেকে লাফিয়ে বাইরে এসেছে ক্যাসলার। আঙ্গিনায় নেমেই সামনের দিকে তাক করে ধরে রাখা মাস্কেট থেকে ক্ষিপ্রহাতে গুলি ছুঁড়লো সে। গুলিটা কারো গায়ে লেগেছে কিনা তা আঁচ করা মোটেও সম্ভব ছিলো না। কারণ, অতিদ্রুত ঘটে যাচ্ছিলো সবকিছু। গুলি ছুঁড়েই সংগে সংগে ক্যাসলার সোজা দৌড়ে গেলো ঝোপে লুকিয়ে থাকা রেডইণ্ডিয়ানদের দিকে। তারা ওখানটায় হাঁটুগেড়ে বসেছিলো বন্দুক সামনে নিয়ে। গুলি করবার আগে তারা ক্যাসলারকে ঝোপের ভেতরে তাদের নাগালের মধ্যে আসবার সুযোগ দিলো। মুহূর্তের মধ্যে তাদের সবাই একযোগে ঘিরে ফেললো তাকে। রেডইণ্ডিয়ানদের ঘন সারিটার জন্যে ক্যাসলারকে দেখা যাচ্ছিলো না। একটু পরেই তারা ফাঁক হয়ে সরে দাঁড়ালো এবং তাদের একজন হাত তুলে চেঁচিয়েউঠলো।

একইসময়ে মিসেস ক্যাসলারকে দেখা গেলো দুধের বাচ্চাটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে গাছের পেছনকার বরফঢাকা মাঠটার দিকে ছুটে আসতে। তার পেছন পেছন দৌড়াচ্ছিলো ছোটো মেয়েটা। প্রায় একশ গজ দূর থেকে পাঁচ ছয় জন রেডইণ্ডিয়ান ধাওয়া করছিলো তাদের। অনায়াসে মা-মেয়ে দুজনকেই তারা অল্পক্ষণের মধ্যে কাব করে ফেললো। দলের প্রথম রেডইণ্ডিয়ানটি পেছন থেকে মেয়েটার ঘাড় চেপে ধরে তার হাত কুড়াল ওঠালো। স্ত্রীলোকটি তখনো দৌড়াচ্ছিলো উর্ধ্বশ্বাসে। তার পিছু ধাওয়া করে সামনে এগিয়ে এসেছিলো যে রেডইণ্ডিয়ান হানাদারটি সে পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লো মিসেস ক্যাসলারের পিঠের ওপর। দুজনই তারা একসংগে নিচে হুমরি খেয়ে পড়ে গিয়ে

www.pathagar.com

প্রায় ডুবে গেলো বরফের মধ্যে। কুকুর যেমন মেষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠিক সেরকম স্ত্রীলোকটিকে ছেঁকে ধরলো রেডইণ্ডিয়ান অসুরটি। নিচ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে দাঁড়ালো রেডইণ্ডিয়ান এবং একটা হাত তুলে ধরলো। সূর্যের আলোয় স্পষ্ট দেখা গেলো লোকটার হাতে মাথার খুলির একখণ্ড চামড়া। এবং তার বাহুটাকে ঢেকে রেখেছে স্ত্রীলোকটির লম্বা চুলের রাশি।

সূর্যাস্তের সময় নদীর দুইতীর ধরে এগিয়ে আসতে দেখা গেলো মিলিশিয়া বাহিনীকে। ম্যাকলেনার হাউসের সামনে এসে থামলো ডেটন দুর্গের মিলিশিয়ারা। কিন্তু তার আগেই হারকিমার দুর্গের বাহিনীটার সাথে যোগ দেয়ার জন্যে নদীর ওপারে গিয়ে পৌছলো জো এবংগিল।

ক্যাসলারের বাড়ির ওপাশের স্প্রিংফিল্ডমুখো পাহাড়ি পথ ধরে সন্ত্রাসীদলটাকে চলে যেতে দেখলো তারা দূর থেকে। জনা চল্লিশেক মিলিশিয়া নিয়ে তাদের অনুসরণ করলো জো। কিন্তু তারা আধঘন্টা পরে রওয়ানা দেয়ায় হানাদারদের নাগাল পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিলো না।

মৃতদেহগুলিকে একজায়গায় এনে জড়ো করতে অনেক সময় নিয়েছিলো গিল। বাড়িটার কাছেই একটা শুকনো জায়গায় সবক'টা লাশ কবর দিলো তারা। মিসেস ক্যাসলার, তাদের দুই ছোটো মেয়ে এবং ক্যাসলারের মাথা থেকে খুলে নেয়া হয়েছিলো চামড়া। এদের কারোই মুখের কোনো নমুনা ছিলো না। মাথার চামড়া খুলে নেয়া হয়নি কেবল কোলের শিশু ছেলেটির। কারণ, মাথার কোনো চুলই ছিলো না ওর।

২

ডিওডিসোটি

জেনেসি নদীর পুবদিকের সবক'টি সেনেকা শহরের মতোই ডিওডিসোটি শহরটাকেও আগের বছরের সেপ্টেম্বরে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিলো আমেরিকান সেনাবাহিনী। একটা বাড়িই শুধু অক্ষত ছিলো এই গোটা রেডইণ্ডিয়ান তল্লাটে। শহর

www.pathagar.com

থেকে দূরে ছিলো বলেই সেনাবাহিনীর আক্রোশ থেকে বেঁচে যায় বাড়িটা। হেমলক হ্রদের স্রোতস্বিনীটার নিচে জলাশয়ের বিশাল বিস্তারের ঠিক উত্তরপশ্চিম কোণে একটা অনুচ্চ টিলার ওপর গাছপালার আড়ালে ঢাকা ছিলো গাহোটার এই কাঠের কুঁড়ে। হ্রদের চারপাড়ে আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়েছিলো হেমলক তরুর সারি।

কুঁড়েটার পেছনে ঘনসবুজ লতাপাতার ঝোপ। তার মাঝখানে ছোটো একটি মাঠ। বাইরে থেকে সহজে কারো চোখে না পড়লেও এই ছোটো খোলা জায়গাটায় খেলা করতো সূর্যের আলো। জমি আবাদের জন্যে পানিরও ঘাটতি ছিলো না। গাহোটার স্ত্রী এখানে ফলাতো ফলমূল আর নানান ধরনের শস্য।

কিছুক্ষণ আগে ভুট্টার বীজ বোনার কাজটা শেষ করলো রেডইণ্ডিয়ানটির বউ। মাটি থেকে ঝুড়ি এবং কাঠের কোদালটা তুলে নিয়ে মুগ্ধচোখে সে একটা নজর বুলিয়ে নিচ্ছিলো তার বীজবোনা ক্ষেতটার ওপর। তার নিজের ক্ষেত এটা। এর মাটির প্রতি কেমন এক অগাধ মমতায় ভরে উঠলো তার প্রাণটি। শিগগিরই এই তামাটে মাটি ফুঁড়ে গজাবে তার ভুট্টার চারাগুলি। আর মাঝখানে লতিয়ে উঠতে থাকবে লাউ এবং কুমড়ার চারা। একসাথে তারা সুতার মতন জড়াজড়ি হয়ে থাকবে। লকলকিয়ে ওঠা ভুট্টা গাছগুলিতে বেয়ে উঠবে তার শিমের লতা। শিম, ভুট্টা এবং লাউ–গাহোটার চোখে এরা হলো তিন বোন।

বিভীষিকা এবং দুর্ভিক্ষের দিনগুলি বিদায় নিলেও অন্যকোন রেডইন্ডিয়ানই ফিরে এলো না ডিওডিসোটিতে। গাহোটা বললো তারা ফিরবে না। সেনাবাহিনীর চলাচলে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ঘরবাড়ি পেছনে ফেলে রেখে তারা চুপিসারে কেটে পড়েছে পশ্চিমে। কিন্তু গাহোটা এবং ন্যান্সি যায়নি তাদের সাথে। নিজেদের বাসস্থানেই তারা পড়ে থাকলো মাটি কামড়ে। তাদের ছোটো ছেলে এবং যে শিশুটি শিগ্‌গিরই ন্যান্সির কোলে আসবে সেও এখানে থাকতে পারবে। স্বামী–স্ত্রী দুজনের মনেই এই বিশ্বাসটা দানা বাঁধলো গাঢ় হয়ে।

ন্যান্সি গর্বিত হয়ে ভাবতো ঃ গাহোটা তাদের জন্যে শিকার করে আনবে বুনো জীবজন্তু। আর নদী থেকে ধরে আনবে মাছ। আর ও নিজে শস্য এবং ফলমূল ফলিয়ে জোটাবে পরিবারের সবার প্রধান আহার্য। মাঠের বেশ বড়ো একখণ্ড জমি কোদাল দিয়ে কেটে এবং মই লাগিয়ে সমান করে রেখেছিলো ন্যান্সি। গতকাল মাঠের পথ ধরে যাওয়ার সময় ন্যান্সির পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ওর কাজ দেখছিলো গাহোটা।

www.pathagar.com

আর তার তামাটে মুখের ভাঁজগুলির দিকে তাকিয়ে ন্যান্সি বুঝতে পারছিলো কতোখানি খুশি হয়েছে সে ওকে অমন কঠোর পরিশ্রম করতে দেখে।

কোমরটা কেমন একটু গোল হয়ে উঠেছিলো ন্যান্সির। আর মাংস জমাট বেঁধেছিলো ঘাড়ের দিকে। হরিণচামড়ার পোশাকে ওর দেহটাকে বেশ পুরুষ্ট এবং প্রকাণ্ড মনে হচ্ছিলো আগের তুলনায়। কিন্তু মুখের সাদা গোলাপি রংটা একটুখানিও মলিন হয়নি। আগের মতোই জ্বল জ্বল করছিলো চোখের নীল আভাটা। এবং উরুসন্ধি পর্যন্ত গড়াচ্ছিলো দুই মোটা বেনিতে বাঁধা ওর মাথার হলুদ চুলের রাশি। জমির ফসল এবং পেটে আসা সন্তানটির ব্যাপারে গভীর একটা বিশ্বাস নিয়ে উর্বরতার দেবীর মতন মাঠ থেকে উঠে এসেছিলো ন্যান্সি।

বাড়ি ফিরে দেখলো দরোজার পাশে বসে জাল গোটাচ্ছে গাহোটা। আর তার সামনে ফার্নের ছোটো একগাদা শুকনো পাতার ওপর পড়ে আছে তাজা চারটি ট্রাউট মাছ।

'বাহ্, কেমন ডাগর দেখতে সবক'টি!' বললো ন্যান্সি।

নাক দিয়ে ঘোঁতঘোঁত শব্দ করলো গাহোটা। ঘরের ভেতর গেলো ন্যান্সি। কোনো চিমনি ছিলো না ঘরে। শুধু চুল্লির ওপরকার ছাদে একটি ফোকর ছিলো ধোঁয়া গলিয়ে যাওয়ার জন্যে। মাটির মেঝের ওপর চারপাশে গোল করে পাথর বসিয়ে বানানো হয়েছিলো চুল্লিটি। ধোঁয়ায় কালো হয়েছিলো ভেতরের ছাদের কিনারগুলি এবং বাতাসে মেশানো ছিলো ঝুলের বিচ্ছিরি একটা গন্ধ। ঘরের কোণের দিকের জায়গাটায় ঘুমাতো ন্যান্সি এবং গাহোটা। সেখানে এখন ভালুকের চামড়াটার চোখের গর্তে আঙুল ঢুকিয়ে আপন মনে খেলা করছিলো বাচ্চা ছেলেটি। খিলখিল করে হাসছিলো সে। মাকে দেখতে পেয়ে নড়েচড়ে পা দুটির ওপর ভর দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো ছেলেটা। এবং পেট তুলে এগুতে থাকলো মায়ের দিকে।

হাত ধরে ছেলেকে বাইরে টেনে নিয়ে চললো ন্যান্সি। ট্রাউট মাছ চারটিও সাথে নিলো। মাছগুলিকে ধুয়ে পরিষ্কার করবার জন্যে আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করলো ও হ্রদের দিকে। মাছ রান্না করে রাতের খাবারটা সারবে ওরা। হ্রদের পাড়ে গাছের একটা গুঁড়ির পাশে রোদেলা জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে হাতপা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো গাহোটা।

পানির ধারে উবু হয়ে বসে ছুরি দিয়ে মাছ কাটতে লাগলো ন্যান্সি। এদিকে ওকে অনুকরণ করতে গিয়ে হঠাৎ অল্পপানিতে নেমে মায়ের মতন ছেলেটাও আসনপিঁড়ি হয়ে বসলো। কিন্তু পানি ছলকে ওঠায় এবং গায়ে ঠাণ্ডা লাগায় সে চেঁচিয়ে কান্না

www.pathagar.com

জুড়লো আকাশবাতাস মাথায় তুলে। ছেলের কান্ড দেখে হাসিতে ফেটে পড়লো ন্যান্সি। ছেলের কান্না থামানোর চেষ্টা করলো না ও।

হ্রদের ওপার থেকে একটা গলার স্বর শুনে চোখ তুলে তাকালো ন্যান্সি। চারপাশের হেমলক বীথি এবং দক্ষিণে যেখানে ওনেহ্ডা স্রোতস্বিনী এসে প্রবেশ করেছে হ্রদের স্বচ্ছ সলিলের বিশাল বিস্তারটায়, তার ধূসরতা ছাড়া প্রথমে অন্যকিছুই চোখে পড়লো না ন্যান্সির। স্রোতস্বিনীর পাশেই পাটলবর্ণের সমারোহে চোখ ধাঁধিয়ে তুলছিলো থরে-থরে ফুটেথাকা অ্যাজালিয়া ফুলের ঝাড়টা। আগাম ফুল এসেছিলো অ্যাজালিয়ার ফুলের ঝাড়ের মাঝখানে কোমর পর্যন্ত ডুবিয়ে রেখে দাঁড়িয়েছিলো জনকয়েক লোক।

'গাহোটা। এদিকে এসো।' শান্তকণ্ঠে ডাকলো ন্যান্সি। ওর স্বরে কোনো উদ্বেগ ছিলো না।

স্বামীর পায়ের শব্দ শুনতে পেলো ন্যান্সি। ওর পেছনে এসে দাঁড়ালো গাহোটা। কপালের ওপর হাত রাখলো সে।

'নানডাওয়ানো,' হাত তুলে হাঁক দিলো গাহোটা।

'কে তুমি?'

'গাহোটা।' সাড়া দিলো সে। 'তোমরা ফিরে এসেছো?'

লোকগুলি আবার অদৃশ্য হলো গাছের আড়ালে। ট্রাউট মাছ চারটি ধুয়ে পরিষ্কার করে স্বামীর পেছন পেছন ঘরে এলো ন্যান্সি। একটি ক্ষুধার্ত কুকুর ছানার মতন গড়িয়ে গড়িয়ে তাদের অনুসরণ করে আসছিলো বাচ্চাটা।

'নয়জন ফিরে এসেছে,' ন্যান্সিকে বললো গাহোটা। পাইপে তামাক ভরে নিয়ে ঘরের দোরগোড়ায় জুত হয়ে বসলো সে। কাঠ কুড়িয়ে এনে রান্নার আয়োজন করতে লাগলো ন্যান্সি। ভাগ্যক্রমে তিনটি খরগোশের মাংস এবং হরিণ শাবকের মাংসের অবশিষ্ট একটা খন্ড ছিলো ঘরে।

দরোজার বাইর থেকে লোকগুলির পায়ের শব্দ শুনতে পেলো ন্যান্সি। তারা বসলো এবং রেডইন্ডিয়ান ভাষায় কথাবার্তা বলতে লাগলো। কিছুক্ষণ তারা দুএকটা কথা ছাড়া তেমন কিছুই বললো না। তাদের কথা বুঝতে না-পারায় সেদিকে মনোযোগ দিলো না ও।

www.pathagar.com

রান্না শেষ হলে পর আধাসেদ্ধ মাংসের পাত্রটা বাইরে বয়ে নিয়ে গিয়ে লোকগুলির সামনে রাখলো ন্যান্সি। নয়জনই ছিলো তারা একসংগে। ছয়টি সেনেকা আর তিনটি শ্বেতাংগ। শ্বেতাংগদের একজনের পরনে ছিলো বাদামি রংয়ের কোট এবং পুরনো ছেঁড়াখোঁড়া পাতলুন। লম্বা গলার ওপর তার ছোটো মাথাটাকে তুর্কি মোরগের ঝুঁটির মতন দেখাচ্ছিলো। লোকটার দিকে তেমন তাকালো না ন্যান্সি। অন্যদুজনকে দেখলো ও।

তাদের একজনের পরনে রেডইন্ডিয়ান পোশাক। সিঁদুরে এবং কালো রংয়ের হাল্কা প্রলেপ ছিলো লোকটার মুখে। মাথার চুলগুলিতে আনাড়িহাতে বুলানো হয়েছিলো রংয়ের ছোপ। ন্যান্সি লোকটার পানে চাইতেই সে ধোঁয়া-ওঠা পাত্র থেকে চোখ তুলে তাকালো ওর দিকে।

'ন্যান্সি!'

লোকটা ওর ভাই হন।

কয়েক মুহূর্ত একটা কথাও যোগালো না ন্যান্সির মুখে। দুজনের কেউই শব্দ খুঁজে পেলো না কথা বলবার জন্যে। তাদের হতভম্ব হয়ে চুপ করে থাকতে দেখে অন্যরা চোখ তুলে ধরলো তাদের দিকে। গাহোটা অধৈর্য হয়ে নাক দিয়ে ঘোঁতঘোঁত শব্দ করতে শুরু করলো। সে রেগে গিয়ে বোঝাতে চাইছিলো একদল পুরুষের মাঝখানে একটি স্ত্রীলোকের নাকগলানোর কোনো প্রয়োজন নেই। এবং এটা বেমানানও। অনুগত স্ত্রীর মতন ঘরে ফিরে গেলো ন্যান্সি।

'ও আমার বোন ন্যান্সি,' হন বললো। 'ওর কথা তোমায় বলেছিলাম। মনে নেই তোমার?'

'ওর কথা বলেছিলে? কে ও?' তৃতীয় লোকটি তার আঙুল চুষলো।

'শুমেকারের ওখানে ওর সাথে তোমার দেখা হয়েছিলো। ওকে উপভোগ করেছিলে তুমি। ভুলে গেলে?'

'প্রভুর দোহাই!' জুরি ম্যাকলোনিস তার বিস্মিত চোখদুটি কপালে তুললো। 'আমি ওকে লক্ষ্যই করিনি।'

www.pathagar.com

গাহোটা তার ভাবলেশহীন চোখ তুলে দেখছিলো দুজনকে। ভেতরে যাওয়ার পর ঘরের আধো অন্ধকার থেকে পেছন ঘুরে একবার দাঁড়ালো ন্যান্সি। সাদা চামড়া এবং মাথার সোনালি বেণিতে ওই আবছা আলোছায়ায় ভূতের মতন দেখাচ্ছিলো ওকে।

উঠে দাঁড়ালো ম্যাকলোনিস।

'তুমি ঠিকই বলেছো,' বললো সে। 'কী করছে ও এখানে?'

'বসো, আহাম্মক! তৃতীয় শ্বেতাংগটি চেঁচিয়ে উঠলো। 'দেখছো না রেডইন্ডিয়ানটি ওকে তার স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছে?'

'এটা ভারি অন্যায়, ক্যাসেলম্যান,' ম্যাকলোনিসের স্বরে বিস্ময়। 'রেডইন্ডিয়ানরা শ্বেতাংগ মেয়েদের তাদের ঘরের বউ করবে এটা একটা খারাপ নিয়ম। নায়াগ্রায় এধরনের কান্ড দেখে রীতিমতো আতংকবোধ করছে বাটলার।'

'বাটলার!' ঘৃণা ফুটে উঠলো সাফরেনিস ক্যাসেলম্যনের মুখে। 'কে আজকাল মাথা ঘামাচ্ছে বাটলারকে নিয়ে? সুলিভ্যানের হাতে নাকাল হওয়ার পর কোনো রেড-ইন্ডিয়ানই আর বাটলারের দলে ভিড়তে চাইছে না। জনগণও আর গাঁটছড়া বাঁধবে না তার সাথে। রেডইন্ডিয়ানদের একা থাকতে দাও। আমাদের সাথে আর তাদের পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।'

'হয়তো তাই,' বললো ম্যাকলোনিস। 'কিন্তু এই মেয়েটা হনের বোন।'

'হ্যাঁ,' হন বললো। 'ও আমার বোন, ন্যান্সি।'

দুজনের দিকেই খেঁকিয়ে উঠলো ক্যাসেলম্যান ঃ 'বসে পড়ো বলছি!' সামনের দিকে ঝুঁকে ফিসফিসিয়ে সে বললোঃ 'শোনো, মাথামোটারা! এই বজ্জাতরা আমাদের দলে ভিড়লেও আমাদের কিন্তু মোটেই ভালো নজরে দেখছে না। ওই পোড়া বাড়িটা থেকে কিছুই লুট করতে পারেনি বলে আমাদের ওপর চটে আছে এরা। তাছাড়া চারটা খুলির চামড়ায় আর কদিন পার করতে পারবে লোকগুলি? তোমাদের এমন কিছু করা উচিত হবে না যাতে এরা আমাদের উপর মারমুখো হওয়ার সুযোগ পায়।'

রেডইন্ডিয়ানরা বরাবরই টোরিদের সন্দেহের চোখে দেখতো। এবং এটা টোরিরা নিজেরাও হাড়েহাড়ে অনুভব করছিলো। তাদের অনেকের মাথার খুলির চামড়া কেটে নায়াগ্রায় চালান দিয়েছে রেডইন্ডিয়ানরা। এ-সত্যটা অজানা ছিলো না টোরি গোষ্ঠীটার। ব্যাপারটা ছিলো বিদ্রোহের সমতুল্য। ম্যাকলোনিসের মতন লোককেও শিং নামাতে

www.pathagar.com

বাধ্য করছিলো রেডইন্ডিয়ানদের এ ধরনের দুষ্কর্ম। চুপচাপ বসে থেকে রেডইন্ডিয়ান লোকগুলিকে দেখছিলো সে। গাহোটার দৃষ্টি তখনো নিবদ্ধ ছিলো তার ওপর। একটু পরেই ঘাড় তুলে সেনেকা ভাষায় সে কীএকটা বলতেই ন্যান্সিকে দেখা গেলো ঘরের দরোজা বন্ধ করে দিতে। চোখ নিচে নামিয়ে খাওয়ার দিকে মনোযোগ দিলো ম্যাকলোনিস।

ন্যান্সি কোথায় আছে কিংবা কার স্ত্রী এসব নিয়ে ভাববার অবকাশ ছিলো না ম্যাকলোনিসের। ওর চেহারাটা একপলক দেখামাত্রই তার মনে পড়ে গেলো শুমে-কারের গোলাঘরের পেছনের সেই উষ্ণঘন সুখময় মুহূর্তগুলির কথা। ন্যান্সির লালচে গোলাপি গাল, হলুদাভ চুল এবং দুই নীল চোখের মদির চাহনি ইন্দ্রিয়তাড়নায় পাগল করে তুললো ম্যাকলোনিসকে। তাছাড়া গত সাতআট সপ্তাহ ধরে বনজংগলে থাকায় নারীসংস্পর্শের সুযোগ মেলেনি তার।

সাফরেনিস ক্যাসেলম্যান ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ইংরেজিতে গাহোটাকে বুঝিয়ে বললো, হন তার বউয়ের ভাই। দুই বছর যাবত বোনকে দেখেনি সে। বুঝদারের মতন মাথা নাড়লো রেডইন্ডিয়ানটি। এধরনের আকস্মিক একটা সাক্ষাৎকার যে-কোনো লোকের কাছেই বিস্ময়কর ঠেকবে। হনের দিকে আরো ঘনিষ্ঠচোখে তাকালো গাহোটা। ন্যান্সির চেহারার অনেকখানি সাদৃশ্য খুঁজে পেলো সে হনের মুখে।

'তোমার বোনের সাথে দেখা করতে চাও,' বললো গাহোটা। 'কী বলো?'

মাথা নাড়লো হন।

ম্যাকলোনিস হনকে ফিসফিসিয়ে বললোঃ 'ওকে বের করে নিয়ে এসো। আমি জংগলের দিকে যাচ্ছি। ক্যাসেলম্যান যাই মনে করুক আমরা ওকে আমাদের সাথে নিয়ে যেতে পারবো। সে এটা পসন্দ না করলে তাকে রেখেই আমরা চলে যাবো।'

হনের আগেই উঠে জংগলের দিকে গেলো ম্যাকলোনিস। যাওয়ার সময় এমন একটা উদাসীন ভাব দেখালো সে যেনো ঘুরে বেড়াতে যাচ্ছে ওদিকে। রেডইন্ডিয়ানরা কোনোরকম আমলেই আনলো না ব্যাপারটাকে। পেটপুরে খাওয়ার পর কারো কারো অভ্যাস আছে বনে যাওয়ার ভাবলো তারা।

একটা পড়োগাছ দেখে তার গোড়ার ওপর গিয়ে বসলো ম্যাকলোনিস। ন্যান্সিকে নায়াগ্রায় নিয়ে যাওয়ার ভাবনাটা তোলপাড় জাগালো তার মনে। ওকে নিয়ে গিয়ে কেমন করে ফুরতি করবে এবং কটাদিন সুখের উন্মাদনায় কীভাবে গা ভাসিয়ে দেবে

www.pathagar.com

কল্পনায় এসব ছবি বিভোর হয়ে আঁকতে লাগলো সে। সাধারণ একজন সৈনিক থেকে লেফটেন্যান্টের স্তরে উঠে এতোদিন তাকে তৃপ্ত থাকতে হয়েছে রেডইন্ডিয়ান মেয়েদের নিয়ে। তার জীবনে ন্যান্সির চেয়েও কোনো ভালোমেয়ে যদি আসে তাহলে অনায়াসে সে ওকে তুলে দিতে পারবে সাধারণ সৈনিকদের হাতে। হাবাবোকা হলেও ওর মতন একটা সুন্দরী মেয়েকে পাওয়ার জন্যে অনেক লোকই উদগ্রীব থাকবে।

নায়াগ্রায় ফিরে যাওয়ার সময় পথে কয়েকটা দিন নষ্ট হলেও তেমন কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না বলে ভাবলো সে। সুতরাং তাড়াহুড়া করবার কিছু নেই। গোলাবারুদ যোগাড় করা ছাড়াও আরেকদল রেডইন্ডিয়ানকে ধরে সাথে নিতে হবে তাদের। কারণ, পুবের তল্লাটে মার্চ মাসের অভিযানটার পর প্রায় সব রেডইন্ডিয়ানই চলে গেছে দল ছেড়ে। সাফরেনিসের দরকার পঞ্চাশ জন লোকের একটি মাঝারি–গোছের হানাদার বাহিনীর। সে চাইছে এন্ডরিজ দুর্গ এবং সীমান্তের কাছাকাছি বাদবাকি ছোটো দুর্গ–গুলিকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে। এরকম পরিকল্পিত অভিযানের কোনো একটির বাস্তবায়ন শুরু হলে ম্যাকলোনিস তাতে যোগ দেবে বলে মনে মনে স্থির করলো। আর এ–ধরনের একটা অভিযানের আগে মেয়েমানুষ নিয়ে কিছু ফুরতি করলে তাতে কারো বিরক্ত হওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

গাছের গোড়ায় বসে নখের ময়লা সাফ করতে করতে ন্যান্সিকে একডলার দামের কিছু প্রসাধন দ্রব্য কিনে দেবার কথা ভাবলো ম্যাকলোনিস। ওই নোংরা কুঁড়েঘরটায় একটা গোটাবছর কাটানোর পর এরকম দামি উপহার পেলে নিশ্চয় বর্তে যাবে মেয়েটা। রেডইন্ডিয়ান অপরিছন্নতার উৎকট গন্ধ তার নাকে এসেছিলো গাহোটার ঘরের দরো–জাটা খোলা থাকবার সময়। কিন্তু ন্যান্সিকে বেশ সুঠাম এবং ছিমছামই দেখাচ্ছিলো। একটা পাকা–আপেলের মতন পূর্ণতা ভরাট হয়েছিলো ওর সুডৌল শরীরটার চারপাশ ঘিরে। পুরনো স্মৃতিটা রোমন্থন করতে গিয়ে এই দেহটির আশ্লেষ কামনায় অধীর হয়ে উঠলো সে। তার কাছে মনে হলো যেনো অনন্তকাল ধরে ক্লান্তি এবং নিঃসঙ্গতা বিবশ করে রেখেছে তাকে। এবং মাসের পর মাস ধরে একা তাকে কাটাতে হয়েছে অরণ্যের একঘেঁয়ে জীবন। আবার অনিবার্য নিয়মে ফিরতে হয়েছে ব্যারাকে। পালাক্রমে ফের উপস্থিত হতে হয়েছে কোনো রেডইন্ডিয়ান শহরে এবং ঘুরে বেড়াতে হয়েছে হ্রদ কিংবা জলপ্রপাতের ধারে। এই নিয়মের যেনো ছেদ নেই। পায়ে তার ক্লান্তি, হৃদয় জুড়ে অবসাদ।

www.pathagar.com

হনের পায়ের শব্দে হকচকিয়ে উঠলো ম্যাকলোনিস।

'ন্যান্সি কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো সে।

হেমলক কাঁটার ওপর দিয়ে পা তুলে তুলে আসছিলো হন।

'গাহোটার সংগে কথা বলছে ও,' হনের মুখে সংকোচের ছাপ।

'তুমি কী বলেছো ওকে?'

'আমি বলেছি তুমি ওকে আমাদের সাথে আসতে বলেছো। আরো বলেছি তুমি নায়াগ্রায় নিয়ে যেতে চাও ওকে।'

মাথা নাড়লো ম্যাকলোনিস। 'হ্যাঁ। কোথায় এখন ও?'

'বললামই তো, গাহোটার সাথে কথা বলছে?'

'তুমি বলতে চাইছো গাহোটা ওকে আসতে দেবে না। তাই না?'

'আমি জানি না,' বিড়বিড় করলো হন।

উঠে দাঁড়ালো ম্যাকলোনিস।

'আমি নিজেই ওর সাথে কথা বলতে যাচ্ছি। তুমি ব্যাপারটাকে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছো।'

'কথাটা ঠিক নয়,' বললো হন। ম্যাকলোনিসের পিছু-পিছু চলতে শুরু করলো সে। একটু পরেই গভীরভাবে চিন্তা করে ক্যাসেলম্যানের সাথে দেখা করবার জন্যে অন্যপথ ধরে হাঁটা দিলো।

গাহোটার কুঁড়েটার দিকে সোজা হাঁটা দিলো ম্যাকলোনিস। ওখানে গিয়ে পৌছবার আগেই ন্যান্সিকে সে দেখলো গাহোটার পেছন পেছন ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে। ওরা ম্যাকলোনিসের দিকেই আসছিলো। ওদের দেখে থামলো সে।

ন্যান্সি সোজা হেঁটে এসে দাঁড়ালো ম্যাকলোনিসের সামনে। ওর হাতদুটি ছিলো বুকের ওপর রাখা। একটা তির্যক কৌতূহল নিয়ে ম্যাকলোনিসের মুখের পানে এখন তাকালো ও।

'গাহোটা বলছে তুমি নাকি আমার সাথে কথা বলতে চাও। সে আরো বলছে, তোমার সাথে কথা বলা আমার উচিত।'

www.pathagar.com

ন্যান্সির কাঁধের ওপর মাথা তুলে মুচকে হাসলো গাহোটা।

'হ্যাঁ, কথা বলো। কথা বলো।' অন্যদিকে মুখ ফেরালো গাহোটা এবং ওদের দুজনকে একা রেখে চলে গেলো।

ন্যান্সির দিকে তাকাবার সময় বারকয়েক ঢোক গিললো ম্যাকলোনিস। হরিণ চামড়ার পোশাকে ন্যান্সির অবয়বটাকে প্রকান্ড মনে হলেও অপূর্ব লাগছিলো ওকে। শীতের ধূসরতার কিছুটা ছাপ ওর শরীরের নরোম-পেলব ত্বকে লেগে থাকলেও একটা গভীর আশ্লেষময় আবেদন ছিলো ওর গোটা দেহপল্লবে আরওর স্ফটিকস্বচ্ছ চোখে। কিন্তু বরফের মতন আশ্চর্যরকম শীতল দেখাচ্ছিলো ওকে। ম্যাকলোনিসের কথা শোনবার জন্যে দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা করছিলো ও।

'শুমেকারের বাড়ির ওখানকার কথাটা কী মনে পড়ে না তোমার, ন্যান্সি?'

'হ্যাঁ।'

'আমার সাথে যেতে চাও না তুমি? আমি নায়াগ্রা নিয়ে যাবো তোমায়।'

'না, আমি যেতে চাই না।'

চোখ নামিয়ে সংকুচিত কণ্ঠে কথা বললো ও।

ম্যাকলোনিস বললোঃ 'কিন্তু এরকম একটা জায়গায়ও তো আসলে তুমি থাকতে চাও না। আর থাকা উচিতও নয়। এটা তোমার জন্যে শোভন নয়, ন্যান্সি।'

'আমি যেতে চাই না,' একমুহূর্ত চুপ করে থেকে ও বললো।

'গাহোটার ভয় করো না তুমি। আমি চুপিসারে নিয়ে যাবো তোমায়। হন সাথে থাকবে।'

ন্যান্সি কোনো জবাব দিলো না দেখে সে খুব দ্রুত এবং প্রায়-বেপরোয়া হয়ে কথা বলতে লাগলোঃ 'আমি তোমায় নায়াগ্রা নিয়ে যাবো। তোমার কী মনে পড়ে না কেমন সুখ পেয়েছিলাম সেদিন আমরা দুজন? তুমি তো বললে তোমার মনে আছে সেকথা। তুমি সেদিন বলেছিলে তুমি ভালোবেসেছো আমায়। আমিও তোমায় ভালোবেসেছি। কখনো আমি তোমাকে ভুলতে পারবো না, ন্যান্সি। সত্যি বলছি। আমি তখুনি তো বলেছিলাম, তোমায় বিয়ে করবো আমি। মনে নেই তোমার? তুমি এখানে থাকতে পারো না। নায়াগ্রা যাওয়ার পর আমি তোমায় বিয়ে করবো।'

ম্যাকলোনিসের কথা শেষ হওয়ার পর ন্যান্সি চোখ তুলে তার পানে চাইলো।

www.pathagar.com

'আমি বিবাহিতা,' বললো ও। আমি যেতে চাই না। ধন্যবাদ।' মৃদুকণ্ঠে শেষের কথাগুলি যোগ করেই ও ফিরে চললো কুঁড়েটার দিকে।

প্রায় একমিনিট নির্বাক হয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলো ম্যাকলোনিস। একবার ভাবলো ন্যান্সিকে জোর করে ধরে নিয়ে আসবে ছুটে গিয়ে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই গাহোটাকে দেখতে পেলো সে। একটু দূরে একটা গাছে হেলান দিয়ে অলসভংগিতে পিস্তলের চামড়ার খাপটা দোলাচ্ছিলো গাহোটা। তাড়াতাড়ি ফিরবার জন্যে হ্রদের পাড় থেকে চেঁচিয়ে ম্যাকলোনিসকে ডাকছিলো ক্যাসেলম্যান এবং হন।

৩
উপত্যকায়

আতংকের প্রেতচ্ছায়া বিস্তার করতে শুরু করলো আবার উপত্যকার দিনগুলি। লানার মনে হতে লাগলো একটা মূর্তিমান ভয় যেনো মানবিক আদল নিয়ে ওকে পিছুতাড়া করে চলেছে এবং শিঁটিয়ে তুলছে ওর অনুভূতিটাকে। পুবসীমান্ত থেকে জার্মান তল্লাট হয়ে আসা প্রতিটি ডাকবাহক তাদের ঘোড়ার পিঠে করে বয়ে আনতে লাগলো নতুন নতুন দুঃসংবাদ। ফলে দিন দিন আরো বেশি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়তে শুরু করলো জার্মান তল্লাটবাসীরা। এপ্রিল এবং মে মাসে ছোটো ছোটো বসতের ওপর সন্ত্রাসীদের একটানা হামলার খবর আসতে লাগলো তাদের কাছে। এসব বসতে বাস করতো অল্পকিছু লোক। এদের একজনকেও জীবিত রাখা হয়নি। এবং জানা গেছে রেডইণ্ডিয়ানরা সবারই মাথার খুলির চামড়া কেটে নিয়েছিলো। প্রথম হামলাটা হয় সাকানডাগা বুশ, হারপার ফিল্ড এবং ফক্সেস্ ক্রিকে। আর এবার নিয়ে দ্বিতীয় দফা হামলা হলো স্কোহারি, গেটম্যানের খামার, স্ট্যামফোর্ড এবং চেরিভ্যালিতে।

এছাড়া একের পর এক হামলা চালিয়ে বিক্ষিপ্ত ঘরবাড়িগুলিকেও ভস্মসাৎ করে দেয়া হলো। সন্ত্রাসীদের প্রথম অভিযানের পর এসব জায়গার শূন্যভিটায় ফিরে এসেছিলো ছিন্নমূল পরিবারগুলি। নতুন করে চাষবাস শুরু করার আশায় তারা এখানে আবার তুললো ঘরবাড়ি। কিন্তু এরপরও শেষ রক্ষা হলো না। কাছাকাছি দুর্গ থেকে

www.pathagar.com

উদ্ধারকারী দল এসে পৌঁছবার আগেই রেডইন্ডিয়ানরা তাদের কাজ সেরে উধাও হয়ে যেতো। মে'র আকাশে চোখে পড়তো ধোঁয়ার রেখা, দূর থেকে বাতাসে ভেসে আসতো গুলির মৃদুধ্বনি। আর মিলিশিয়াদের তালিকা থেকে কাটা পড়তো আরেকটা নাম। জায়গাটায় তার সাথে কে ছিলো কে জানতো? লোকটার স্ত্রী? তার ছেলেমেয়ে? কিছুকাল পর জানা যেতো একাই ছিলো লোকটা ওখানে।

রেডইণ্ডিয়ানরা তাদের সাথে বেশি লোককে বন্দী করে নিয়ে যেতো না। কারণ, প্রতিটি হামলার পর দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে নায়াগ্রা যাওয়া সম্ভব ছিলো না তাদের পক্ষে। কোনো বসতে হামলা চালাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই কুকুরের মতন লেজগুটিয়ে জংগলে চলে যেতো তারা। পিছুধাওয়া করবার ভয় থাকা পর্যন্ত জংগলেই তারা লুকিয়ে থাকতো এবং এরপর সুযোগ বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়তো আরেক তল্লাটে। ওই মে মাসে মিলিশিয়া ডিউটিতে পাঁচবার ডাকা হয়েছিলো ম্যাকলেনারদের বাড়ির পুরুষদের। পাঁচবারই তাদের জংগলের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে রেডইণ্ডিয়ানদের অনুসরণ করবার জন্যে। কিন্তু প্রতিবারই ঘরবাড়ির অগ্নিদগ্ধ ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়েনি তাদের। যেসব লাশ তারা খুঁজে পেতো সেগুলিকে কবরচাপা দেয়া পর্যন্তই শুধু অবস্থান করতো ঘটনাস্থলে।

মিলিশিয়ারা পরিষ্কার বুঝতে পারলো শ্বেতাংগদের নেতৃত্বেই এসব সন্ত্রাসী হামলা চালাচ্ছে রেডইণ্ডিয়ানরা। দুবার সন্ত্রাসীদের অনুসরণ করতে গিয়ে অ্যাডাম এবং জো তাদের প্রথম আস্তানাটার কাছেই পড়ে থাকতে দেখতে পেলো স্ত্রীলোকদের লাশ। খুলির চামড়া কেটে নেয়ার আগে এদের ওপর কীধরনের অত্যাচার করা হয়েছিলো প্রতিটি লাশের গায়ে তার স্পষ্ট ছাপ দেখতে পায় তারা।

মিলিশিয়া ডিউটিতে গিলের ডাক পড়লেই লানা এবং মিসেস ম্যাকলেনারকে বাড়ি ছেড়ে গিয়ে উঠতে হতো যে-কোনো একটি দুর্গে। একবার গিল এবং জো দুজনই একসঙ্গে ডিউটিতে থাকায় অ্যাডামকে পাঠানো হয়েছিলো তাদের সরানোর ব্যবস্থা করতে। অ্যাডাম তাদের নিয়ে গেলো এন্ডরিজ ব্লকহাউসে। পঞ্চাশ ফুট লম্বা এবং চল্লিশ ফুট চওড়া একটা ছাওনিতে আগে থেকেই এসে আশ্রয় নিয়েছিলো তিরিশজন লোক। সেখানে সাতদিন ছিলো তারা। এসময় বাইরের কোনো খবরই পৌঁছায়নি তাদের কাছে।

ছাদের পাহারাকুঠরি থেকে অষ্টপ্রহর চারপাশের ওপর নজর রাখতো কখনো জ্যাকব স্মল, কখনো ডিংম্যান কিংবা রবহোল্ড ওগ্। তাদের যে যখন পাহারায় থাকতো, সময়

www.pathagar.com

সময় সে নিচে নেমে জানিয়ে যেতো কী পড়েছে তার চোখে। একবার ঝড়ের গতিতে ঘোড়া হাঁকিয়ে কিংসরোড ধরে পশ্চিমে যেতে দেখা গেলো একজন ডাকবাহককে। আরেকবার ষাটজন সৈন্যের পাহারায় রাস্তা দিয়ে চলতে দেখা গেলো ওয়াগনের একটি বহর। সাথে সেনাদল থাকায় প্রহরীরা বুঝলো স্ট্যানউইক্স দুর্গের দিকে যাচ্ছে বহরটা। একদিন মাঝরাতে দক্ষিণে এবং পশ্চিমে আগুন জ্বলতে দেখলো দুর্গের নৈশপ্রহরী। জায়গাগুলি ছিলো উপত্যকার দূর প্রান্তের দিকে। শুমেকার পাহাড়ের ওপাশে।

গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা রাতগুলি নিঝুম হয়ে থাকতো বলে অতো দূর থেকেও শুনতে পাওয়া যেতো যে-কোনো ধরনের গুলির আওয়াজ। লানা এবং মিসেস ম্যাকলেনারকে জায়গা করে দেয়া হয়েছিলো দুর্গের একটা শেডে। বেটসি স্মল এবং তার চার বছরের ছেলের সাথে ভাগাভাগি করে নিলো তারা জায়গাটা। মিলিশিয়াদের কেন এতোদিন ধরে রাখা হয়েছে সে নিয়ে অনুচ্চস্বরে আলাপ চলছিলো তাদের মধ্যে। লানা এবং মিসেস ম্যাকলেনারকে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখেই অ্যাডাম হেলমার চলে গিয়েছিলো উত্তরে সন্ত্রাসীদের গতিবিধির ওপর নজর রাখবার জন্যে। যাওয়ার সময় সে বলে গিয়েছিলো একাই সে টহল দেবে ওদিকে। কিন্তু ছয়দিন হলো সে গেছে।

অ্যাডাম সম্পর্কে আন্তরিক উষ্ণতা নিয়ে কথা বলছিলো বেটসি। ব্লকহাউসটার ছাদের দিকে চোখ রেখে শুয়ে শুয়ে গল্প করছিলো ও। তারাজ্বলা আকাশটা ভাসছিলো ওর চোখের ওপাশে। ছাদের কুঠরিঘরে তখন পাহারায় ছিলো জ্যাকব। এটা তার দ্বিতীয় দফা পাহারা।

'অ্যাডামের অভাবটা আমি সাংঘাতিকভাবে অনুভব করছি,' বললো বেটসি। 'ওর বিপদে পড়বার কথা আমি চিন্তাও করতে পারি না। একটা আস্ত পাগল ও।'

'সে তো তোমার জন্যেই পাগল,' বললেন মিসেস ম্যাকলেনার।

'আমি জানি সেটা।' এক মিনিট চুপ করে থেকে বেটসি ফের বললো ঃ 'কিন্তু জেককে তো আমি পসন্দ করি।'

খড়ের বিছানায় পাশ ফিরতে গিয়ে গোলাঘরের ইঁদুরের মতন ক্ষীণকণ্ঠে শব্দ করে উঠলো লানার একটা ছেলে। ছাউনিটার ওপাশ থেকে শোনা গেলো আরেকটা শিশুর কান্নার আওয়াজ। সংগে সংগে ছাদের পাহারাকুঠরি থেকে ভেসে এলো জেকের গলাঃ 'কান্না থামাও!' পরমুহূর্তেই শোনা গেলো শিশুটির মায়ের তীক্ষ্ণকণ্ঠের ফিসফিসানো। এরপরেই আবার নীরবতা।

www.pathagar.com

আকাশের দিকে খোলা ছিলো দুর্গের একটা অংশ। তার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছিলো রাতের অভিযাত্রাকে পলে পলে অনুসরণ করে চলেছে নক্ষত্রপুঞ্জ।

'শেষ ডাকবাহক খবর নিয়ে এসেছে। স্যার জনসন তার সেনাদল নিয়ে এদিকে এসে হাজির হতে পারে বলে আশংকা করছে তারা। তোমার কী মনে হয়, সত্যি এরকম কিছু ঘটবে?

'ঘটতেও পারে।'

চারটি গোরু পোষা হতো দুর্গে। তার একটি হাম্বা-হাম্বা ডাক ছাড়তে শুরু করলো। ছাদের ওপর থেকে সংগে সংগে জেক ওটাকে চুপ রাখবার জন্যে বললো। তার কান্ড দেখে ঠোঁটচেপে হাসলো একটা ছেলে। আর যাইহোক একটা গোরুকে তো আর বলা যায় না মুখবন্ধ রাখতে। কিন্তু জন্তুটা ক্রমাগত ডাকতে থাকলে তামাসার ব্যাপারটা শেষে একটা আতংক হয়ে দাঁড়ালো। পাহারাকুঠরির জানালাটার গোবরাটের ওপর দিয়ে জেককে নিচের দিকে গলা বাড়াতে দেখলো তারা। রেগে যাওয়ায় ভার-ভার শোনাচ্ছিলো তার গলার স্বর।

'একটা লাঠি নিয়ে যাও গোরুটার কাছে। মাই গড ! নিচের সবাই কী তোমরা নির্বোধের হদ্দ?'

বেটসি ফিসফিসিয়ে বললোঃ 'জেক ক্ষেপে গিয়েছে। আমাদের কথাবার্তা বন্ধ রাখাই ভালো।'

জনকুড়ির মতন মহিলা এবং শিশু ছিলো দুর্গে। এদের নিরাপত্তার ভার ছিলো মাত্র পাঁচজন বয়স্ক লোকের ওপর। ফোর্ট ডেটনের পাহারার দায়িত্ব নিয়ে আগেই এখান থেকে চলে গেছে স্নেলদের বাপ-বেটা দুজন, ফরবুশ পরিবারের পুরুষ লোকেরা এবং বরৃষ্ট পরিবারের দুই জোয়ান ছেলে। ওরিস্কানির যুদ্ধের সময় স্নেল পরিবারের সাতজন নিহত হয়েছিলো। শুধু বেঁচে যায় এই দুই স্নেল। জ্যাকব স্মল ছাড়া অন্যকোনো সৈনিকের ওপর এরকম গুরুদায়িত্বের ভার চাপলে ভয়ে নির্ঘাত সে চুপসে যেতো। এখানে সন্ত্রাসীদের হামলা হলে অন্যকোনো দুর্গ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা ছিলো না। কারণ, এন্ডরিজ সীমান্তের সবক'টি দুর্গ থেকেই অনেক দূরে।

www.pathagar.com

এ অবস্থায় বিপদ থেকে বাঁচবার তাদের একমাত্র উপায় ছিলো রাতে একদম চুপচাপ হয়ে থাকা। এদিকে দিনের বেলা যদি কোনো হানাদার দল আসেও তাদের সংগে খুব বেশি লোকজন থাকবে না বলে তারা ধরে নিয়েছিলো। আর তারা পাঁচজনই পারবে এরকম যেকোনো ক্ষুদে সন্ত্রাসীদলকে সামলাতে। জ্যাকব স্বল ভাবলো দুর্গের সুইভেল কামানটা দাগিয়ে অনায়াসে সে ভীতসন্ত্রস্ত করে খেদিয়ে দিতে পারবে সন্ত্রাসীদের। কিন্তু ক্যাসেলম্যানের মতন কোনো শ্বেতাংগ দুষ্টগ্রহ যদি এদের দলে ভিড়িয়ে নিয়ে আসে, তাহলে? কারণ, সে–তো ভালো করেই জানবে অতো উঁচুতে বসানো একটা সুইভেল থেকে গোলা ছুঁড়ে তাদের চুলের টিকিটিও নড়ানো যাবে না।

হারকিমার এবং ডেটন দুর্গের কামানগুলি বুম্‌বুম্ শব্দে তিনবার ঘোষণা করলো সতর্ক সংকেত। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা গেলো রেডইন্ডিয়ান হানাদারদের বড়ো একটা দল এগিয়ে আসছে। জ্যাকব ভাবলো, সে যদি জানতো কতো লোক আছে দলটায়! নিশ্চয়ই রাতে বাড়িটা পুড়িয়েছে তারা। ওই আগুনটাই বোধকরি চোখে পড়েছিলো তার। বসন্তে নতুন করে ঘরবাড়ি তুলে চাষাবাদ করবার জন্যে ময়াররা তিন পরিবার সেদিকে গিয়েছিলো বলে শুনেছে সে।

পাহারা দেয়ার জন্যে সবচেয়ে খারাপ সময় হলো ভোরের ঠিক আগের মুহূর্তগুলি। এই সময় কেবল আলো ফুটতে শুরু করে এবং আকাশে কোনো তারা থাকে না। উপত্যকাটাকে তখন একটা ধূসর কম্বলের মতন দেখায়। দূরত্বের কোনো হদিস পাওয়া যায় না এই অখন্ড ধূসরতার মধ্যে। এবং কোনো শব্দকেও এ–সময়টায় নির্ভরযোগ্য বলে মনে করা যায় না।

ভোরের আগে আগে ঠিক এরকম সময়ে ফিরলো অ্যাডাম হেলমার। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে উঁচুভূমিটা পার হচ্ছিলো সে। পাহাড়ের ধারে এসে ঢালুতে নামবার সময় তার পায়ের শব্দ শুনতে পেলো জ্যাকব। এই ঢালু জায়গাটাতেই ছিলো দুর্গ।

'এন্ডরিজ!' চেঁচিয়ে বললো অ্যাডাম। 'আমি হেলমার।'

'ও, তুমি অ্যাডাম?'

'হ্যাঁ। ভেতরে ঢুকতে দাও আমায়, জেক।'

www.pathagar.com

দুর্গের ফটক খুলে দেবার জন্যে ছাদের ওপর থেকে হাঁক দিলো জ্যাকব স্মল। ভেতরে ঢুকে আঙিনায় এসে দাঁড়ালো অ্যাডাম এবং জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগলো। তার কাছ থেকে খবর জানবার জন্যে ছাদের পাহারাকুঠরির জানলা থেকে নিচের দিকে মাথা বাড়ালো জ্যাকব।

'রেডইন্ডিয়ানরা আবার চড়াও হয়েছে, জেক।'

'কোথায়?'

'আমি প্রায় তাদের মাঝখানে পড়ে গিয়েছিলাম। পশ্চিম কানাড়া ক্রিকের ওদিক থেকে আসছিলো তারা। শেলের খামারের নিচে একজায়গায় খালটা পার হয় তারা এবং এখন এদিকেই আসছে।'

'দলে কতো লোক হবে তাদের?

'জনাষাটেক হবে, আমার অনুমান। তাদের পাশ কেটে আমি ছুটে এসেছি। তাদের দেখে একটা গাছে উঠে লুকিয়ে ছিলাম আমি। আমার সোজা নিচে দিয়ে চলে গেলো তারা। দলটায় বেশিরভাগই হলো সেনেকা। দশজনের মতো হবে শ্বেতাংগ। ক্যাসেল-ম্যান, এম্পি, ম্যাকডোনাল্ড-এদের নাম আমি শুনেছি।'

'পেছনে কতো দূরে তুমি তাদের রেখে এসেছো?'

'ঘন্টা-দুয়েকের মধ্যেই তারা এখানে এসে পৌছবে।'

মুখখিস্তি করলো জ্যাকব স্মল।

'দেখা যাচ্ছে সূর্য ওঠার পরেই বজ্জাতরা এসে পৌছবে। দিনের আলোতে পরিষ্কার দেখতে পাবে তারা এখানকার সবকিছু।'

'তাদের অনুসরণ করে আসছে আমাদের মিলিশিয়ারা। কিন্তু তারা বোধকরি ধরে নিয়েছে ক্রিক পর্যন্ত মিলিশিয়ারা পিছুধাওয়া করবে তাদের। বজ্জাতের দলটা দ্রুত গিয়ে ওদের ওপর চড়াও হতে পারে। জো যদি মিলিশিয়াদের মধ্যে থাকে তাহলে কী ঘটবে কেজানে। সে-তো আর জোরে দৌড়াতে পারবে না।'

'আমরা এখানে মাত্র পাঁচজন পুরুষমানুষ আছি, অ্যাডাম। তোমাকে নিয়ে ছজন।'

একটা সুঁচপতন নীরবতা ছেঁকে ধরলো ছাউনিটাকে। সবক'টি শেড থেকে বেরিয়ে এলো মহিলারা এবং বয়স্ক ছেলেমেয়েরা। তাদের সবার চোখ এখন ছাদের পাহারা কুঠরিটার দিকে। সবার মুখেই ছিলো আতংকের ছাপ। তারা নির্ভর করছিলো জ্যাকবের

www.pathagar.com

ওপর। কিন্তু এরকম একটা পরিস্থিতিতে কী করা যাবে সেব্যাপারে তাদের চেয়ে তেমন বেশি কিছু ধারণা ছিলো না জ্যাকবের মাথায়।

এই স্তব্ধতার মাঝখানে হঠাৎ মিসেস ম্যাকলেনার নাক দিয়ে জোরে শব্দ করে যেনো একটা চ্যালেঞ্জের বোমা ফাটালেন।

'এখানে পনেরোজন বয়স্ক স্ত্রীলোক আছে,' বললেন তিনি। 'এমনভাবে আমরা সাজবো যাতে সবাইকে আমাদের পুরুষ বলে মনে হবে। রাইফেল ছুঁড়বার পাটাতনটার ওপর গিয়ে যদি পুরুষের পোশাকে কায়দা করে আমরা বসি তাহলে কিছুতেই স্ত্রীলোক বলে আমাদের ভাববে না সন্ত্রাসীরা। এবং এত রাইফেলধারী সৈন্যকে একসাথে দেখলে তারা সুড়সুড় করে হেঁটে যাবে রাস্তা দিয়ে। এবং কিছুতেই সাহস পাবে না দুর্গের দিকে এগুতে।'

কিছু বাড়তি হ্যাট এবং পুরনো শার্ট যোগাড় করে নিলো মহিলারা। পাঁচজন পুরুষই তাদের হ্যাট দিয়ে দিলো। বেটসি ওর স্বামীর হ্যাটটা মাথায় চাপালো। অ্যাডামেরটা ধার করলো লানা। হ্যাটের তলায় চুল লুকিয়ে রাখলো সবাই। মহিলাদের তিনজন মাথায় চাপাবার মতন কোনো কিছু নাপেয়ে রেজর দিয়ে ছেঁটে ফেললো তাদের মাথার সমস্ত চুল। সবাই তারা পুরুষদের শার্ট এবং কোট পরলো। ঝাড়ুর লাঠি এবং কুড়ালের হাতল নিয়ে একেএকে মই বেয়ে রাইফেল মঞ্চটার দিকে গেলো তারা।

'অমন সাদামাঠাভাবে লাঠি ধরলে চলবে না', পাহারাকুঠরি থেকে তাদের সতর্ক করে দিলো জ্যাকব স্মল। 'এমনভাবে ওগুলি ধরবে যাতে রাইফেল ধরবার মতন মনে হয়। কিন্তু লাঠির চেহারা দেখাবে না। কুয়াশা থাকা অবস্থায় আসলে তোমাদের ঠিকই তারা পুরুষমানুষ বলে মনে করবে। কিন্তু একটা কথা। গোলাগুলি শুরু হলে তোমরা গা ঢাকা দিয়ে থাকবে।'

মাথাটা একবার জানালার আড়ালে নিয়ে গিয়ে ফের সে সামনের দিকে ঝুঁকলো শেষক'টা কথা বলবার জন্যে।

'আর হ্যাঁ, কেউ কোনো কথা বলবে না। স্ত্রীলোকেরা আসলে ধারণাই করতে পারে না তাদের গলার স্বর বাতাসে কতোদূর পর্যন্ত চলে যায়।'

ভোর হওয়ার আগের কুয়াশাচ্ছন্ন হাল্কা অন্ধকারে চারপাশটা ছিলো তখনো একদম নিস্তব্ধ। একশ গজ দূর থেকে তাদের কানে এলো স্মলস্ ব্রুক নামে পরিচিত ছোটো পাহাড়ি নদীটায় পানি ছলকানোর শব্দ। নদীর তীরের এল্ডার গাছগুলির তলা থেকে

www.pathagar.com

যেনো আসছিলো শব্দটা। কিন্তু মহিলাদের মাথার ওপরে কুড়িফুট উঁচুতে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দৃষ্টি ফেরানোর পরও কোনোকিছু চোখে পড়লো না জ্যাকবের।

পাহাড়ের চূড়া থেকে ঢালুতে নামার যে পথটা ধরে অ্যাডাম দৌড়ে এসেছিলো ঠিক সেইদিক থেকেই শুনতে পাওয়া গেলো অনেক পায়ের শব্দ। কিন্তু গমের মাঠটায় নামবার আগে হাঁটার গতি কমিয়ে দিয়েছিলো লোকগুলি। ফলে অনেকক্ষণ ধরে কান পেতে রেখেও লানা আর শুনতে পেলো না কোনো পায়ের শব্দের আভাস। ওর বাঁদিকে বেশ কিছু দূর থেকে বাতাসে প্রথম ভেসে এসেছিলো পদধ্বনিগুলি। লানা এখন সেদিকেই তুলে ধরে রাখলো ওর চোখ।

কীএকটা শব্দ শুনে হঠাৎ সোজাসুজি তাকাতেই ভয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলো লানা। একটি রেডইন্ডিয়ান দাঁড়িয়েছিলো ওখানটায়। আবছা আলোতে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো লোকটার মুখের আদল। কিন্তু কানের ওপরকার পাখির পালক, মুখ আর বুকে মাখা সিঁদুরের রং এবং কাঁধে ঝোলানো কম্বল দেখেই ও বুঝতে পেরেছিলো লোকটা রেডইন্ডিয়ান না–হয়ে যাবে না। ওর মনের সমস্ত সাহস যেনো হিম হয়ে পা দিয়ে নেমে যাচ্ছিলো। পাখি যেমন সাপের দিকে চোখ মেলে ধরে রাখে, অবিকল সেরকম নিস্পন্দ চোখদুটি মেলে ধরে রাখলো ও লোকটার দিকে। বুকের দাপাদাপির জন্যে দম আটকে যাচ্ছিলো ওর। হঠাৎ রক্তের চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চোখের সামনে থেকে রেডইন্ডিয়ানটির ছায়া ছায়া মুখটি উবে যেতে শুরু করলো। মনে হলো এখুনি ও জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে।

লানার অবস্থা দেখে চুপিসারে ওর কাছে এলেন মিসেস ম্যাকলেনার এবং আস্তে খোঁচা মারলেন অ্যাডামের গায়ে। লানার দিকে তাকালো অ্যাডাম। নিঃশব্দে ওর কাছে সরে এসে ওর চোখ যেদিকে ছিলো সেদিকে চোখ রাখলো সে। মহিলাদের মাঝখান দিয়ে আস্তে রাইফেলটা গড়িয়ে এনে সংগে সংগেই ওটা তাক করে ধরতে দেখা গেলো তাকে।

অ্যাডামের ঘামের গন্ধ নাকে যেতেই লানা সচেতন হয়ে উঠলো। 'নড়াচড়া করবে না বলছি,' চাপাস্বরে বললো সে। নড়বার সাহস পেলো না লানা। চোখের এককোণ দিয়ে ও দেখলো অ্যাডামের মোটা আঙুলটা রাইফেলের ট্রিগারের ওপর বাঁক নিচ্ছে। রেডইন্ডিয়ানটির দিকে ফের না তাকিয়ে পারলো না লানা। হঠাৎ ওর কানের কাছে গর্জে উঠলো রাইফেল এবং ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠলো ওর মুখ। রেডইন্ডিয়ানটিকে

www.pathagar.com

চোখের সামনেই বলের মতন লাফিয়ে উঠে পিঠচিতিয়ে পড়ে যেতে দেখলো ও। লোকটার মাথা ছিলো ওর দিকে।

গুলিটা ছুঁড়বার পরই নিজের জায়গায় গিয়ে বসলো অ্যাডাম। তখনো হাঁপাচ্ছিলো লানা। ঘামে ভিজে উঠলো ওর সারা শরীর।

'কাবু করতে পেরছো তাকে?' নিচের দিকে ঘাড় বাড়িয়ে বললো জ্যাকব।

'হ্যাঁ, বাগ মতন পেয়েছি লোকটাকে,' সাড়া দিলো অ্যাডাম।

গুলির শব্দটা রেডইন্ডিয়ানদের মূল দলটাকে চঞ্চল করে তুললো। তারা এখন দ্রুত পায়ে পাহাড় বেয়ে নিচে নামতে শুরু করলো। কুয়াশাটা হাল্কা হয়ে ওঠায় তাদের চেহারাগুলি ঢালু জায়গাটার এখানে ওখানে অস্পষ্টভাবে ভাসতে দেখা যাচ্ছিলো

গুলিবিদ্ধ রেডইন্ডিয়ানটি যেখানে চিৎ হয়ে পড়েছিলো ঠিক সেখান থেকে একটা মাস্কেট ঝলকে উঠলো। বাতাস বিদীর্ণ করে মহিলাদের মাথার ওপর দিয়ে দূরে গিয়ে সশব্দে ছিটকে পড়লো বুলেটটা।

' মাথা নুইয়ে রাখো তোমরা', চেঁচিয়ে বললো জ্যাকব।

মিনিটখানেক আর কোনো গুলি হলো না। কিন্তু এরপরেই একসাথে চেঁচিয়ে উঠতে দেখা গেলো রেডইন্ডিয়ানদের। আর সংগেসংগে একঝাঁক গুলি ছিটকে পড়লো দুর্গপাঁচিলের দিকে। আর একইসাথে কুয়াশার ভেতর থেকে তীব্রধ্বনি তুলে বাজলো একটি হুইসেল। ছাদের ওপর থেকে নিচের দিকে মাথা নামিয়ে জ্যাকব বললোঃ 'তারা লেজ গুটিয়ে চলে যাচ্ছে। চালাকিটা বেশ কাজে লেগেছে। তারা তোমাদের দেখতে পাচ্ছিলো।' একমুহূর্ত চুপ করে থাকলো সে। 'বোধকরি মিলিশিয়ারা আসছে। শাঁখের খোলের শিংগার আওয়াজ শুনতে পেলাম আমি।'

পাঁচিলের দিকে পিঠ দিয়ে বসে পড়লো লানা। ওর কানেও এলো শিংগার দীর্ঘ গম্ভীর টানাটানা বিলাপধ্বনি। 'হেই।' ওপর থেকে হাঁক ছাড়লো জ্যাকব। 'তারা দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছে। নিচের রাস্তা ধরে সটকে পড়ছে তারা।'

অন্যদের সাথে সন্ত্রাসী দলটার চলে যাওয়া দেখবার জন্যে দ্রুত পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ালো লানা। অ্যাডাম গুণে দেখলো দলে ষাটজনের মতো হবে লোক। এদের মধ্যে সম্ভবত ডজনখানেক হবে শ্বেতাংগ। পায়ের তাল রেখে এগিয়ে যাচ্ছিলো সবাই। পেছনদিকে তাকাচ্ছিলো না কেউ। তাদের কাঁধে কম্বল আর হাতে ছিলো রাইফেল এবং

www.pathagar.com

গাদাবন্দুক। স্ত্রীলোকদের পুরুষ বলে ধরে নিয়েছিলো সন্ত্রাসীরা। এই ভুলটা না হলে সংগেসংগেই দুর্গের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সবকিছু তছনছ করে দিতে পারতো তারা।

একঘন্টা পরে দুর্গের পাশের পাহাড়টায় এসে পৌছলো মিলিশিয়া বাহিনী। তাদের সামনে ছিলো জো বোলিও। দ্রুতপায়ে আসলেও রেডইন্ডিয়ানদের মতন স্বচ্ছন্দ ছিলো না তাদের হাঁটার গতি। কৃষকদের মতন এলোমেলো পা ফেলে আসছিলো চল্লিশজন ক্লান্তশ্রান্ত লোক।

দলটা থেকে একটু এগিয়েছিলো জো বোলিও।

' তোমরা ঠিক ছিলে তো ?' দুর্গ ফটকের কাছাকাছি এসে হাঁক ছাড়লো সে।

'হ্যাঁ।'

' কতোক্ষণ হলো এপথ দিয়ে গেছে সন্ত্রাসী দলটা?'

' একঘন্টা হবে।'

প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো জো। 'জোরে হাঁটানোর জন্যে রাতভর এই গেঁয়ো জানোয়ারগুলির পায়ে লাথি মেরেছি আমি। কিন্তু ফল হলো শূন্য। সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে ক্রমাগত পেছনে পড়তে হয়েছে আমাদের।'

'পেছনে পড়াটা তোমাদের ভাগ্যই বলতে হবে। সন্ত্রাসীরা ছিলো ষাটজন। '

'ময়ারদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে শয়তানরা। ডলি ময়ারকে ওখানে দেখতে পাই আমরা। তাকে হত্যা করেনি তারা। কিন্তু খুলির চামড়া ছাড়িয়ে নিয়েছে। স্ত্রীলোকটিকে তুলে নিতে যাচ্ছিলো বর্বরের দলটা। কিন্তু আমরা খুব দ্রুত ওখানে গিয়ে হাজির হওয়ায় মতলবটা ভেস্তে যায় তাদের। ওখানে ঠিকই আমরা দৌড়ের পাল্লায় ওদের হটিয়ে দিতে পেরেছি।'

ছত্রভঙ্গ হয়ে দুর্গের সামনের ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লো মিলিশিয়ারা। তাদের দিকে বিতৃষ্ণচোখে একনজর তাকিয়ে জো জিজ্ঞেস করলোঃ 'অ্যাডাম ভেতরে আছে ?'

আগেই অ্যাডাম ফটকটা খুলতে শুরু করেছিলো।

' হ্যালো, ছারপোকার বাবা,' জো'র দিকে তাকিয়ে বললো অ্যাডাম। ' সন্ত্রাসীদের পিছুধাওয়া করতে চাইছো?'

www.pathagar.com

' ইয়া। আমি তাদের উপত্যকা ছেড়ে চলে যেতে দেখতে চাই। এখন চলো, ভেতরে যাওয়া যাক্।'

গিলের খোঁজ নিতে অন্য স্ত্রীলোকদের সাথে দুর্গ থেকে বেরিয়ে এলো লানা। এসে দেখলো দুর্গের দিকে পিঠ দিয়ে ঘাসের ওপর বসে আছে গিল। লানার পানে মুখ তুলে চাইলো সে। মুখে হাসি ছিলো না তার।

'কোনো খাবার আছে তোমার কাছে?' জিজ্ঞেস করলো সে। 'আমি খুব ক্ষুধার্ত।'

'এখুনি কিছুগম আমি রান্না করে দিচ্ছি। এখানে কোনো ময়দা নেই।'

দুর্গের এককোণে ছিলো পুরনো পোড়াকাঠের একটা ঢেঁকি। তারা একে বলতো 'রেডইন্ডিয়ান জাঁতাকল।' এর তলায় আধাখেঁচড়া করে কোনোমতে গমের দানা পিষে নিতো শরণার্থী স্ত্রীলোকেরা। এরকম পেষাইকরা কিছু গমের গুঁড়া পানিতে ছেড়ে দিলো লানা। একচিমটি লবণ ধার করে এনে ছিটালো গমগোলা পানিতে।

লানার এই ব্যস্ততার মধ্যে জন উইভারকে সাথে নিয়ে দুর্গের শেডটার ভেতরে ঢুকলো গিল। এবং বসলো দুজনই।

'আমরা কী তোমার সাথে বাড়ি ফিরে যাচ্ছি?' ছেলেদুটির দিকে ইশারা করে বললো লানা।

'হ্যাঁ। কান্ডটার বোধকরি ইতি হয়েছে। উত্তরে রওয়ানা হয়ে গেছে স্যার জন।'

' স্যার জন? উত্তর !'

'আমি ভুলে গেছি এসব জানতে না তুমি,' বিড়বিড় করে বললো গিল। 'সাকানডাগা নদী পার হয়ে পাঁচশ লোকের একটা বাহিনী নিয়ে ওই তল্লাটে হানা দিয়েছিলো স্যার জন। জন্সটাউনের পাশের উপত্যকায় ঝাঁপিয়ে পড়ে সে। কানাওয়াগার প্রতিটি বাড়িতে আগুন লাগায় তার বর্বর অনুচরেরা। পঞ্চাশ থেকে ষাটজন লোক নিহত হয় তাদের হাতে। বুড়ো ফন্ডা ছিলো একসময় স্যার জনের সমর্থক এবং ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী। আশি বছরের এই বুড়ো লোকটার মাথার চামড়া খুলে নেয়া হলো তার ঘরের সদর দরোজার সামনে। ট্রাইবস্ হিলে একটা লোককে নাকি শূলে চড়িয়েছিলো তারা। তিনশ রেডইন্ডিয়ান ছিলো হানাদার বাহিনীটায়। সামনে যাকিছু পেয়েছে পুড়িয়ে সাফ করেছে এই রেডইন্ডিয়ান লুটেরার দল। লোকজন বলাবলি করছে, একশ কি তার বেশি লোক

www.pathagar.com

গেছে স্যার জনের সাথে। স্ত্রী–ছেলেমেয়ে সাথে নিয়ে গেছে তারা। চার বছর আগে রেখে যাওয়া টোরি পরিবারগুলিও এবার পাড়ি জমালো দলটার সংগে।'

গিলের স্বরটা কেমন যেনো একটু হোঁচট খেলো। 'তারা যদি হঠাৎ এদিকে এসে পড়ে তার জন্যে আমাদের ফের তলব করবার হুকুম পেয়েছে বেলিঙ্গার। কিন্তু গতকাল দুপুরের পর খবর পাওয়া গেলো, উত্তরদিকে আগেই রওয়ানা হয়ে গেছে স্যার জনের অনুচরেরা। দ্রুতগামী ডাকের ঘোড়ায় খবরটা নিয়ে বার্তাবাহকের স্কিনেকটাডিতে পৌঁছবার অনেকক্ষণ পরেও সেনাবাহিনী তাদের পিছুধাওয়া শুরু করলো না। আবার কিছু দূর যাওয়ার পরই তাদের ফিরিয়ে আনা হলো যখন বোঝা গেলো ওই জন্সটাউন এবং আলবানি নিরাপদে আছে। আমরাও বাড়ি ফিরে আসছিলাম। ঠিক ওই সময় আমাদের কানে এলো ময়ারদের বসতটায় আগুন দিয়েছে বজ্জাতরা। তখুনি আমরা ছুটলাম তাদের পেছনে।'—

'কথা বলো না। চুপ করো,' বললো লানা। 'কিছু মুখে দাও। সব আমার তৈরি হয়ে আছে।'

তাদের পেছনকার খাড়া খুঁটিগুলির ওপাশ থেকে একজন মহিলাকে চেঁচিয়ে বলতে শোনা গেলো ঃ ' টম! টম! ফিরে আয় মানিক। মার কথা শোন্।'

'আমরা রেডইন্ডিয়ান খেলা খেলছি, মা,' জবাব এলো একটা বালককন্ঠ থেকে। 'আমরা চেষ্টা করছি তার মাথার চামড়া খুলে নিতে। '

রোদভরা মাঠে চিতিয়ে পড়েথাকা মৃত রেডইন্ডিয়ানটির পাশে কাঠের ছুরি হাতে বসে থাকতে দেখা গেলো দুটি ছোটো ছেলেকে।

৪
রাতের বিভীষিকা

গোটা গ্রীষ্ম ঋতুটায় কোনো লোকই একা যেতে সাহস পেলো না তার চাষের জমিতে। দুর্গগুলি থেকে পাঠানো বিভিন্ন সশস্ত্র দলের পাহারায় চলছিলো ঘাসকাটার কাজ। একেকটি দলে ছিলো তিরিশজন করে লোক। কোনো–কোনো দলে তারও

www.pathagar.com

বেশি। হারকিমার দুর্গের লোকেরা মোতায়েন ছিলো নদীর দক্ষিণের খামারগুলিতে। আর উত্তরদিকে পাহারায় ছিলো ডেটন দুর্গের লোকজন। এন্ডরিজ বসতের ঘাসকাটার কাজে সাহায্য করবার জন্যে জনবিশেক লোক পাঠানো হলো জুলাইয়ের শেষে। সমস্ত ঘাসই ছোটো–ছোটো গাদা দিয়ে রাখা হয়েছিলো দুর্গের কাছাকাছি জায়গায়। তবে সব কটিই ছিলো গুলির আওতার বাইরে। শত্রু যাতে কোনো ঘাসের গাদাকে ছত্রছায়া হিসাবে ব্যবহার করতে না পারে তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। আবার এগুলিকে যে–কোনো ছোটোখাটো হানাদার দলের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে পাঁচিলের পাশেই ছোটো পাহারাঘর বানিয়ে সেখানে বাড়তি রক্ষী মোতায়েন করা হলো।

জুন থেকে জুলাই পর্যন্ত জংগলে আস্তানা গেড়ে চোরাগোপ্তা হামলায় তৎপর ছিলো সন্ত্রাসীরা। তাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখবার জন্যে যেসব টহলরক্ষীকে পাঠানো হয়েছিলো, তারা জংগল ছেড়ে রাতের অন্ধকারে এসে আশ্রয় নিতো দুর্গে। জুলাইতে ষাট জনের একটি রেডইন্ডিয়ান হানাদার দল তিনটি ঘাসের ওয়াগনের পেছনে ধাওয়া করে ডেটন দুর্গের পাঁচিলের সীমানা পর্যন্ত এসেছিলো।

দুর্গের দক্ষিণ–পুব পাঁচিলের দিক থেকে কামানের হুঁশিয়ারি গর্জন শুনতে পেলো লানা। সংগে সংগে ছেলেদুটিকে নিয়ে দরোজা গলিয়ে বেরুলো ও। ওই ঘাসের ওয়াগনটায় গিল হয়তো থাকতে পারে এমন একটা আশংকায় দুলে উঠেছিলো ওর প্রাণ। কিন্তু ওকে রাইফেল মঞ্চে উঠতে দেয়া হলো না ওখান থেকে ব্যাপারটা দেখবার জন্যে। অন্য স্ত্রীলোকদের সাথে মঞ্চের নিচে দাঁড়িয়ে থেকে প্রথম ও শুনতে পেলো উপত্যকার ওপাশ থেকে আসা গুলির আওয়াজ। এরপরেই কানে এলো ওয়াগনের চাকার ক্যাঁচক্যাঁচ এবং উন্মাদগতিতে ছুটে আসা ঘোড়াগুলির খুরের প্রচন্ড খট্‌খট্ শব্দ। দুর্গ ফটকের প্রায় পেছনেই শোনা যাচ্ছিলো রেডইন্ডিয়ানদের চিৎকার। এরমধ্যে ফটক খুলে যেতেই ওয়াগনগুলি যেনো ঝাঁপিয়ে এসে পড়লো দুর্গের ভেতরের প্যারেড ময়দানে। পরমুহূর্তে ফটক বন্ধ হতে না হতেই বাতাস মথিত করে রাইফেল মঞ্চ থেকে ছিটকে পড়লো একঝাঁক গুলি। একইসংগে ঝুম্‌ঝুম্ গর্জনে ফেটে পড়লো চারটি সুইভেল কামান। বাইরে থেকে আর শোনা গেলো না রেডইন্ডিয়ানদের চেঁচামেচি।

বাচ্চাদু'টিকে বুকে আঁকড়ে ধরে রেখে স্ত্রীলোকদের দলটার সাথে লানা ছুটলো ওয়াগনগুলির কাছে। ঘাসের বোঝা নামিয়ে রেখেই লোকগুলি দৌড়াচ্ছিলো ফটকের সামনে সংঘবদ্ধ হওয়া ঝটিকা দলটার সাথে যোগ দেয়ার জন্যে। লানা দেখলো, গিল

www.pathagar.com

ঘাড় তুলে তাকিয়ে আছে স্ত্রীলোকদের সারিটার দিকে। লানার চোখাচোখি হলো সে। দুজনের কেউ তারা হাত তুলে পরস্পরকে সম্ভাষণ জানালো না এবং হাসলোও না। পরমুহূর্তেই গিল খোলাফটক দিয়ে অন্যদের সাথে বেরিয়ে গেলো দুর্গের বাইরের ঘরবাড়ি এবং ঘাসের গাদাগুলির আড়াল থেকে রেডইন্ডিয়ানদের তাড়িয়ে দিতে।

বর্বরদের ওই দলটাই কেবল দুর্গের এতোখানি কাছাকাছি এসেছিলো সেই গ্রীষ্মে। বেশিরভাগ সময়ই তারা জংগলে ওঁত পেতে থাকতো। ফলমূল কুড়োনো লোকজন দেখলেই তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো এবং বসতের বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নতুন ঘরবাড়ির ওপর হামলা চালাতো। দুর্গের কোনো নতুন তোলা ঘরই তাদের আগুনের লেলিহান গ্রাস থেকে রক্ষা পায়নি। ব্রান্টের হামলার পর যেমন হয়েছিলো ঠিক সেরকমই বিরান এবং জনশূন্য হয়ে পড়লো উপত্যকাটা। কোনো গোরুঘোড়াই আর অবশিষ্ট থাকলো না বসতে। সন্ত্রাসীরা সেগুলিকে হত্যা করে খেয়েছে।

স্ত্রীলোকেরা দিনের বেলা তাদের ঘরে রান্নাবান্না করলেও রাতে এসে ঘুমাতো দুর্গের ভেতরের শেডে। এরমধ্যে সবাই ব্রান্টের নতুন হামলার আশংকায় ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। জুলাইয়ের শেষদিকে আটশ রেডইন্ডিয়ানের একটা বাহিনী নিয়ে স্ট্যানউইক্সের নিচের তল্লাটে এসে হাজির হলো ব্রান্ট। হারকিমার দুর্গের লোকজন তাকে উপত্যকার মধ্যদিয়ে দক্ষিণে যেতে দেখলো। অবশ্য দুর্গগুলির ওপর হামলার কোনোরকম কসরত করলো না সে। দুই সপ্তাহ পরে তাকে কানাজোহারিতে তার সাবেক বাড়ির জায়গায় ফিরে এসে আস্তানা গাড়তে দেখা গেলো। এ যাত্রায় মোহক নদীর ছয় মাইলের মধ্যে যা কিছু ছিলো তার সবই সে ছারখার করলো। নারী–পুরুষ এবং শিশুদের ধরে ধরে হত্যা করা হলো। অনেককে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হলো। মিল এবং গির্জাসমেত একশরও বেশি বাড়ি পুড়িয়ে ছাই করা হলো। ওয়াগন, লাঙল, মই কিছুই অক্ষত রাখা হলো না। ফ্রের খামারের উল্টোদিকে নদীর পানিতে ভাসতে দেখা গেলো অনেক লাশ।

হার্টার হাউসটা দ্বিতীয়বার জ্বালিয়ে দেয়ার পর ক্যাপ্টেন ডেমুথ সরে গেলো ডেটন দুর্গে। জন উইভারকে পাঠানো হলো নদীর ওপারে ফোর্ট হারকিমারে। সুলিভ্যানের কন্টিনেন্টাল বাহিনীতে কাজের অভিজ্ঞতা থাকায় দক্ষ একজন সৈনিক হিসেবে তাকে গণ্য করলো বেলিঞ্জার এবং গ্যারিসনের সার্জেন্ট পদে নিয়োগ করলো।

জনের পদোন্নতিতে আত্মশ্লাঘাবোধ করলো ম্যারি এবং একইসংগে কৃতজ্ঞতাও বোধ করলো। দুর্গের উত্তর–পশ্চিম ব্লকহাউসের দোতলায় জায়গা ভাগাভাগি করে থাকতো

www.pathagar.com

তারা দুজন সার্জেন্ট স্টেল আর স্মিথের পরিবার–পরিজনের সাথে। স্ত্রী ছাড়াও স্টেলের ছিলো দুই সন্তান। পৃথক কোনো রুম না থাকলেও তারা সবাই খুশি ছিলো এই খোলামেলা নির্ঝঞ্ঝাট জায়গায় বসবাসের সুযোগ পেয়ে। কারণ, শেডের তুলনায় নিঃসন্দেহে এখানে থাকতে পারাটা ছিলো একটা ভাগ্যের ব্যাপার।

গরমটা ক্রমেই বাড়তে শুরু করলো। ন্যাড়া ঘেসো জমিতে আস্তে আস্তে পড়ছিলো সবুজের ছোপ। নদীর তলায় গিয়ে ঠেকেছিলো পানি। কিন্তু আগস্টের পর একবারই কেবল সন্ত্রাসীদের হামলার ব্যাপারে দুর্গ থেকে সতর্ক–সংকেত দেয়া হলো।

দেয়ালের লাগোয়া উঁচু পাটাতনটার ওপর বিছানা পেতে শুতো ম্যারি এবং জন। তাদের শয্যাটির পাশে দেয়ালের গায়ে ছিলো একটা ফোকর। ওটার ভেতর দিয়ে তাকালে নদীর উত্তর দিকে ম্যাকলেনারদের পাথরের বাড়িটা চোখে পড়তো দুজনেরই। সন্ত্রাসীদের হামলার আঘাত থেকে গোটা তল্লাটে এই একটিমাত্র বাড়িই কেবল অক্ষত দাঁড়িয়েছিলো। অবশ্য শুমেকারের বাড়ির কথা আলাদা। জন এবং ম্যারি দুজনকেই যাদুর মতন টানতো পাথরের বাড়িটা। যেসব আকর্ষণীয় বিষয় নিয়ে তারা গল্প করতো তার মধ্যে প্রায়ই থাকতো এ বাড়ির প্রসংগ। বাড়িটার দিকে তাকাতে ভালো লাগতো দুজনেরই। খড়খড়ির জানালাগুলির পানে দৃষ্টি মেলে ধরলে স্বপ্ন ঝুলতো দুজনের চোখে। ঠিক এরকম একটা বাড়ি একদিন তারা বানাবে এধরনের পরিকল্পনার নীল–নকশা নিয়েও কথা হতো তাদের মধ্যে।

জন আর ম্যারির কথা শুনে মুখটিপে হাসতো অন্য দুই স্ত্রীলোক। মিসেস স্মিথ আর মিসেস স্টেল। ওদের দুজনের মন এখনো এতোটা তাজা আছে দেখে হিংসা হতো তাদের। মিসেস স্মিথ বলতো, একটা সন্তান হলেই ম্যারি টের পাবে পৃথিবীটা কতোখানি কঠিন। না–খেতে পেয়ে কোলের শিশু যখন পটকা হবে এবং শীতে মারা যাবে তখন দেখা যাবে কোথায় থাকে তারুণ্যের অমন জৌলুস। আর কল্পনায় সুখের প্রাসাদ গড়ার অমন স্বপ্নবিলাস।

নিজের সন্তানের কথা একদিন তুললো স্ত্রীলোকটি। নিজের ঠান্ডা বিছানায় বাচ্চাটাকে শুতে দিয়েছিলো সে। গেলো শীতে ঠান্ডায় গলায় ঘা হয়ে যায় ওর। 'ডাঃ পেট্রি রোগটা সারাতে পারলেন না। বললেন, দুধের দরকার বাচ্চার।' মিসেস স্মিথের বেসুরো গলাটা খনখনিয়ে বাজতে লাগলো ঃ 'আমার বুকে আর দুধ নেই। বাচ্চাকে স্তনের দুধ দিতে

www.pathagar.com

আমার নিজের ভালোমতন খাওয়া দরকার। এদিকে আরেকটি বাচ্চা এসেছে পেটে। জানি না, এই নতুনটার কপালে কী আছে?'

ম্যারির শরীরের দিকে তাকালো স্ত্রীলোকটি। 'ভাগ্য ভালো, তোমার পেটে এখনো সন্তান আসেনি। তুমি পাথরের বাড়ির স্বপ্ন দেখছো, গল্প করছো শুনিয়ে। কিন্তু আমি ফের একটা কাঠের বাড়িতে বাস করতে পারলেই খুশি হবো। বাড়ির আড়ায় ঝোলানো থাকবে আমার ক্ষেত থেকে আনা কুমড়ার শুকনো ফালি, ভুট্টার শিষ আর শুয়োরের মাংসের শুঁটকি। এর বেশি কিছু আমার চাওয়ার নেই। ঘর এবং জিনিসগুলি আমার সবই নিজের এইটুকুই দেবে আমায় অগাধ তৃপ্তি।'

ম্যারি জানতো আসলেই ওর ভাগ্যটা ভালো। শরীরটা ওর দ্রুত পুষ্ট হচ্ছিলো। বয়েস আঠারো পেরিয়েছে বেশ আগেই। জন বলছিলো দিন দিন ওকে বেশি সুন্দর লাগছে। ক্রমেই ভরাট হচ্ছিলো ওর বুক, কাঁধে মাংস লাগছিলো এবং গোলাকার হয়ে উঠছিলো গালদুটি। কিন্তু পা-দুখানি আগের মতনই সরু ছিলো। মাঝেমধ্যে ঠাট্টা করলেও কিন্তু জনের পসন্দ ছিলো ওর লম্বাটে পা। একদিন জন বললোঃ 'যুদ্ধ শেষ হলে পরে ছাপা কাপড় কিনে তোমার জন্যে মনের মতন পোশাক বানিয়ে দেবো আমি। পায়ের আঙুল ছুঁতে পারে অমন লম্বা হবে স্কার্টটা। তখন তোমার পা আর কারো চোখে পড়বে না এবং খুব সুন্দরী দেখাবে তোমায়।'

'চুলে পাউডার মাখবো আমি,' বললো ম্যারি। 'ময়দার গুঁড়ার অভাব হবে না যুদ্ধ শেষ হলে পরে।'

চুলে মাখার জন্যে ময়দা! কল্পনাটা কতোখানি শিশুসুলভ বুঝতেই পারা যায়।

'ঘোড়ার পিঠে জিনের নরোম গদিতে বসিয়ে তোমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াবো আমি। একজন খাঁটি মহিলার মতন দেখতে মনে হবে তোমায়, ম্যারি। ফিতার ফুলের সাথে বাঁধা থাকবে তোমার চুলের ওপরকার বনেটটা।'

এই কল্পনাগুলিকে বাস্তব বলে মনে হয় যখন ওরা ম্যাকলেনার হাউসটার দিকে তাকায়। যেনো বাড়িটি ওদের নিজেদেরই। কেবল ঘোড়ার পিঠে চেপে নদীর ওপারে গিয়ে ভেতরে ঢুকলেই হলো।

নিশ্চয় সুদিন ওদের একদিন আসবেই। একটা নতুন নীলকোট, নস্যিরংয়ের পাতলুন, পালিশকরা চকচকে একজোড়া বুট এবং ফিতার ফুলওয়ালা একটি টুপিতে জনকে দেখতে কেমন লাগবে-এরকম একটা সাধ বরাবরই প্রাণের ভেতরে ধরে রেখেছিলো

www.pathagar.com

ম্যারি। কিন্তু কথাটা কখনো জনকে বলেনি ও। ভীষণ লজ্জা করে ওর এসব কথা বলতে। জন যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওর প্রশংসা করে কিংবা ওকে সুখী করবার স্বপ্ন দেখে, কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে পড়ে তখন ও। এবং এরকম প্রসংগ উঠলেই ম্যারির মনে পড়ে যায় কেমন করে এই দুর্গেই প্রথম জন ওকে দেখলো, ওর সাথে যেচে কথা বললো আর ওরা দুজন বিয়ে করবে বলে কখন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো। ও তখন ছিলো একটা লিকলিকে রোগা বালিকা মাত্র। পিঠে ওর ঝুলতো কেবল একটা বেণি। আর পোশাক বলতে মোটা সুতার জীর্ণ ময়লা একটা পেটিকোটই ছিলো একমাত্র সম্বল ওর। তখন থেকেই ওকে ভালোবাসতে শুরু করলো জন, ওর জন্যে তার মায়ের বাধা মানলো না এবং শেষে বিয়ে হলো দুজনের। এখন একজন বিখ্যাত লোক হতে যাচ্ছে জন। কর্তাব্যক্তিদের সুনজর পড়েছে তার ওপর। এবং ক্রমেই সিঁড়িভেঙ্গে ওপরে ওঠা শুরু হয়েছে জনের।

ম্যারির কোনো সন্দেহ নেই, জনের মতন সাহসী লোকেরাই একদিন যুদ্ধ জয় করবে এবং ক্ষমতায় যাবে। তারাই একসময় এই দেশটাকে একটি সুখী-সুন্দর, স্বাধীন দেশের রূপ দেবে। যদি সেসময় ম্যারি বাড়িতে একটি কৃষ্ণাঙ্গ ভৃত্য রাখার কথা ভাবে, নিশ্চয় তা খুব একটা বড়ো প্রত্যাশা হবে না।

পাহারা বদলের জন্যে কিছুক্ষণ পরেই নিচের আঙিনায় শোনা যাবে হাঁকডাক। এবং জনকে তড়িঘড়ি করে বিছানা ছেড়ে উঠে, বুট পায়ে দিয়ে নিচে নামতে হবে। আর গিয়ে দাঁড়াতে হবে পাহারা দেয়ার জায়গাটায়। জনের নিচের তলায় যাওয়ার পরই এই অন্ধকার কামরাটা আরো অন্ধকার হয়ে উঠবে। রোজই পাঁচিলের পাশে দাঁড়িয়ে পাহারা বদলের হাঁকাহাঁকি শোনে ম্যারি। রাইফেল মঞ্চের দিক থেকে আসে লোকজনের ব্যস্ততার শব্দ। ব্লকহাউসের মইয়ের ওপর শোনা যায় স্মিথ কিংবা স্টেলের পায়ের থপ্‌থপ্‌ আওয়াজ। খড়ের বিছানাপাতা ঘরটা পরিষ্কার করতে গিয়ে তাদের স্ত্রীদের যে-কোনো একজনকে ঝগড়ুটে মেয়েদের মতন এটাওটা নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করতে শোনা যাবে। রোজই এমনটা ঘটবে। শব্দগুলি যাতে কানে না যায় তার জন্যে বিছানায় গুটিসুটি মেরে পড়ে থাকবে ম্যারি। জনের সাথে এই মানুষগুলির স্বভাব এবং চালচিত্রের তুলনা করতে গেলে বিতৃষ্ণায় ভরে যায় ম্যারির মন। কী সংকীর্ণ এরা।

www.pathagar.com

মিলিশিয়াদের দিয়ে উপত্যকার পশ্চিম থেকে পুব বরাবর সমস্ত জমির গম কাটা হলো পর্যায়ক্রমে। ম্যাকলেনারদের খামারটা ডেটন দুর্গ থেকে অনেক দূরে থাকায় সবশেষে সেখানে গেলো মিলিশিয়ারা। গিলের সাথে একমত হয়ে বেলিঙ্গার এবং ডেমুথ ঠিক করলো গম কাটবার সময় ফসল তোলা আর খামার পাহারা দেয়ার জন্যে দশ থেকে পনেরোজন মিলিশিয়া পাঠালেই চলবে। এবং জমির সমস্ত ফসল না ওঠা পর্যন্ত ম্যাকলেনার হাউসেই তারা ক্যাম্প করে থাকবে। মিসেস ম্যাকলেনার বললেন, একপাল লোককে তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর বাড়িতে ছেড়ে দেয়া হবে এটা কিছুতেই তিনি মেনে নেবেন না। যদি তাদের পাঠাতেই হয় তাঁকেও তাহলে সাথে যেতে হবে।

'এটা আমার বাড়ি,' কর্নেল বেলিঙ্গারের দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে বললেন তিনি।

বেলিঙ্গার ঢোক গিললো।

'তাছাড়া, দুজন স্ত্রীলোকেরও দরকার হবে তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটার দিকে নজর রাখতে।' মহিলা তাঁর যুক্তিটাকে শানিয়ে তুলতে লাগলেন। 'ঠিকমতন খাবার পেলে খুব দ্রুত কাজটা শেষ করবে তারা।'

বাড়ি ফেরার অনুমতি পাওয়ায় খুশি হলো লানা। এতোগুলি লোক যখন কাছেই থাকছে সুতরাং নিরাপদ থাকবে ওরা সবাই। তাছাড়া রেডইন্ডিয়ানরাও এখন ধারে কাছে নেই। তারা পশ্চিমে টিওগার দিকে গেছে বলে সীমান্ত-ফেরত গুপ্তচররা জানিয়েছে। আগের বড়ো রকমের হামলাগুলির কথা চিন্তা করে লোকজনও বলাবলি করছে এই শরতে নাকি তেমন কিছু ঘটবার আশংকা নেই।

প্রথম ওয়াগনটা সড়ক থেকে মোড় নিয়ে প্রকান্ড দেউড়িটায় এসে ঢুকলে মিসেস ম্যাকলেনারের বাড়ির আলাদা বৈশিষ্ট্যের রহস্যটা সংগের লোকজনের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। সামনের সিঁড়ির ধাপগুলির পরেই দেউড়ির মেঝের ওপর পড়েছিলো ঘোড়ার একটা মাথার খুলি।

সংগে সংগেই লোকগুলির নজরে পড়লো ওটা। এবং তাদের একজন সংশয়ের সুরে বললোঃ 'কেমন করে খুলিটা ওখানে এলো?'

'আমি নিজেই ওটা রেখে দিয়েছি ওখানটায়', গর্বিতকণ্ঠে বললেন মিসেস ম্যাকলেনার।

www.pathagar.com

'এটা টোরিদের চিহ্ন,' লোকটা বললো।

'নিশ্চয়। তার জন্যেই তো ওজায়গায় আমি রেখেছি ওটা।'

'এটা টোরি-চিহ্ন,' তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে ফের বললো লোকটা।

'কোথা থেকে ওটা যোগাড় করলেন আপনি?' আরেকজন জিজ্ঞেস করলো।

জোরে নেকো শব্দ করলেন মিসেস ম্যাকলেনার।

'ওটা আমার মাদীঘোড়ার মাথার খুলি। এই বসন্তে জংগলে বৈঁইচি ফল কুড়ানোর সময় খুলিটা আমার চোখে পড়ে। দুই বছর আগে জন্তুটাকে হত্যা করেছিলো রেডইন্ডিয়ানরা।'

খুলিটার পরিচয় জানতে পারায় খুশি হলো লোকগুলি। একজন হো-হো করে হেসে উঠলো। সন্ত্রাসীদের প্রতি নিঃসন্দেহে বড়োধরনের একটা বিদ্রূপ এই খুলি। তারা নিজেদের বিছানাপত্রের বাঁধন খুলে বারান্দার ওপর ছাড়তে শুরু করলো।

কিন্তু মিসেস ম্যাকলেনার ভেতরে ঢুকেই বুঝতে পারলেন কারা যেনো বাড়িটাকে খুশিমাফিক ব্যবহার করে গেছে। চুলার পাথরে ছিলো তেলচিটে দাগ। কেউ নিশ্চয়ই রান্না করেছে চুলায়। মেঝের ওপর পড়েছিলো রক্তমাখা ব্যান্ডেজের একটা টুকরা। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো জনকয়েক সন্ত্রাসী এখানে বসবাস করেছে। বাইরে যাতে আগুনের আলো যেতে না পারে তার জন্যে জানালার খড়খড়ি ভালোমতন এঁটে রেখেছিলো তারা। মিসেস ম্যাকলেনার বিষণ্ণ হেসে বললেনঃ 'আমার জীবনের সবটুকু দুর্ভোগ বোধকরি এখনো শেষ হয়নি, লানা। গায়ের উকুন নিশ্চয় এখানে রেখে গেছে তারা।' সূর্যের আলো আসবার জন্যে সবক'টি জানালা খুলে দিলেন মহিলা। লানা যখন মেঝে পরিষ্কার করছিলো তিনি ব্যস্ত ছিলেন মাকড়সার ঝুল সাফ করতে।

সবাই মিলে রান্নাঘরটাকে ধুয়েমুছে ঝকঝকে করে তুললে পর স্বাভাবিক হয়ে উঠলো তাঁর মেজাজটা। 'বাড়িটাকে আর কখনো অমন নির্জন ফেলে রেখে যাবো না আমি,' বললেন তিনি। 'এরচেয়ে বরং মাথার খুলির চামড়া হারাতে রাজি আছি।'

গিল কাঠ যোগাড় করে আনলো। ডেইজি হাঁড়িপাতিল আর বাসনগুলি পরিষ্কার করে নিয়ে চুলাটায় ফের রান্না বসালো। একসাথে অনেক ঝামেলা পোহাতে হওয়ায় বিরক্তিতে মুরগির মতন কট্‌কট্ করছিলো ডেইজি। বিড়বিড় করে বার বার বলছিলোঃ 'মাগো, মাগো মা।' কিন্তু সূর্যাস্তের আগেই দুর্গ থেকে পাঠানো মিলিশিয়া লোকগুলির

www.pathagar.com

খাবারদাবারের যোগাড়যন্ত্র সেরে ফেললো ও। গমক্ষেত থেকে ফিরে এসেই লোকগুলি খেতে বসলো বারান্দায়। খেতে খেতে তারা উচ্ছ্বসিত হয়ে তারিফ করছিলো গমক্ষেতের ঘাসের। গম কাটবার সময় এই ঘাসও তারা কেটেছিলো। ক্ষুদে প্রপাতপুঞ্জের পাহাড়গুলির মাথায় কুয়াশার ভেতর থেকে ঝলমলিয়ে উঠতে দেখা গেলো পূর্ণিমার চাঁদটাকে। লোকগুলির চোখ ছিলো চাঁদের দিকে।

সপ্তাহখানেক লাগলো তাদের গম কেটে গোলাঘরে এনে গাদা দিয়ে রাখতে। দ্বিতীয় সপ্তাহে তারা শুরু করলো মাড়াইয়ের কাজ। কিছু লোক চলে গেলো তাদের ঘরবাড়িতে। নতুন একদল আসলো তাদের জায়গায়। মাড়াইয়ের কাজটা শেষ হওয়ার সংগে সংগেই সব শস্য পিপায় ভরে নিয়ে ওয়াগনযোগে পাঠানো হলো ডেটন দুর্গে।

গম মাড়াইয়ের সময়টায় পুরুষদের চেয়েও অনেক বেশি সময় ধরে কাজ করলো মেয়েমানুষরা। রান্নাবান্না এবং ধোয়ামোছার কাজটা বেড়ে যাওয়ায় ডেইজির পক্ষে একা সবকিছু সামাল দেয়া সম্ভব হচ্ছিলো না। ওকে সাহায্য করছিলো লানা।

এদিকে গম-মাড়াই শুরু হওয়ার আগেই ভুট্টা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো গিল। খোসা থেকে ভুট্টার শিষ ছাড়ানোর কাজে তাকে সাহায্য করতে হওয়ায় সংসারের অন্য কাজে আর হাত দিতে পারলো না লানা। এ অবস্থায় মিসেস ম্যাকলেনার নিজেই এটা ওটা করতে লাগলেন ডেইজির সাথে।

সবার মধ্যেই ছিলো কাজ নিয়ে মেতে থাকবার অপার একটা আনন্দ। খামারেই গম মাড়াই হবে এটা ঠিক হওয়ার পর গোরুটাকেও নিয়ে আসা হলো দুর্গ থেকে। একটা বাড়িতে তারা আছে, থাকবার মতন নিজস্ব একটা জায়গা তাদের আছে— প্রতিটি কাজে এই অনুভূতিটাই তাদের উদ্যমকে আরো বেশি চাঙ্গা করে তুলছিলো।

বাড়িতে থাকবার ব্যাপারে কর্নেল বেলিঙ্গারের সাথে কথা বললো গিল। তার প্রথম যুক্তি ছিলো সন্ত্রাসীরা যদি বাড়িটাকে তাদের গা-ঢাকা দেয়ার জায়গা হিসেবে সত্যি সত্যি ব্যবহার করে থাকে তাহলে হয় পুড়িয়ে এটাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। নয়তো এটাকে পাহারা দিয়ে রাখতে হবে। তার দ্বিতীয় যুক্তিটাকে বেশি বাস্তব বলে মনে হলো বেলিঙ্গারের কাছে। উপত্যকায় ম্যাকলেনারদের গমের জমিনগুলিই হলো সবথেকে সেরা। গিলকে যদি শরতে এ জমি চাষের অনুমতি দেয়া হয় তাতে উপকৃত হবে বসতের সবাই। সর্বক্ষণ পাহারায় থাকবার জন্যে তাকে লোক দেয়া হলে স্বচ্ছন্দে

www.pathagar.com

তাদের বাড়িতে রাখতে পারবে সে। আর যদি এরমধ্যে কোনো বড়ো ধরনের হামলার আশংকা দেখা দেয় তাহলে দুর্গগুলির যে–কোনো একটিতে ফের সরিয়ে নেয়া যাবে বাড়ির পরিজনদের। গিলের আসল উদ্দেশ্য হলো তার খামারের চাষবাসে ছেদ পরতে না দেয়া। বেলিঞ্জার নিজেই তো বলেছিলো বসতকারদের দিকে থাকতে হলে তাদের কোনো জমি অনাবাদি পেলে রাখা যাবে না। এবং তাদের পেটের খোরাক তাদের যোগাড় করতে হবে। গিল বোঝালো, কর্নেলের এই অনুভূতিটার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই কাজটায় হাত দিতে চাইছে সে। কর্নেল সায় দিলো তার কথায়।

দুর্গের ছোটো গ্যারিসনটায় প্রতিদিন লোক বদল হলেও গিলের খামারে সর্বক্ষণ অবস্থানের জন্যে দেয়া হলো ছয়জন লোক। এরা চাষের কাজে সাহায্য করতো গিলকে। আর কখনো লানাকে সাহায্য করতো আপেল কুড়ানোর কাজে। পেকে গাছ থেকে সবেমাত্র ঝরে পড়তে শুরু করেছিলো আপেল।

উপত্যকায় তুষার পড়তে হয়তো আরো কিছুদিন দেরি হবে। কিন্তু পাহাড়ে এর মধ্যেই গুঁড়িগুঁড়ি ঝরতে শুরু করেছিলো তুষাররেণু। মেপল গাছের পাতা কোথাও লাল, কোথাও পাটল এবং কোথাও হলুদ হয়ে উঠেছিলো। রাতে ক্রমেই ঠান্ডা বাড়তে লাগলো। দুপুরের পরেই গাঢ় হতে শুরু করলো কুয়াশা। এই সময় বাতাস বন্ধ হয়ে থাকতো এবং চারদিকটাকে কেমন নীরব শুমশাম মনে হতো।

লানার ছেলেদুটি পুষ্ট হচ্ছিলো নতুন গমের জাউ এবং খিচুড়ি খেয়ে। বাড়িতে কাজের তেমন ব্যস্ততা ছিলো না। কিন্তু তাহলেও অদ্ভুতধরনের একটা জ্বরে পড়লো ডেইজি। চিকিৎসার জন্যে ওকে পাঠানো হলো ডাঃ পেট্রির কাছে। দিনকয়েক ডেইজি ডাক্তারের ওখানে থাকায় সংসারের সবকাজই করতে হতো লানাকে। গভীর একটা প্রশান্তি ভরে রেখেছিলো লানার প্রাণটা। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ভবিষ্যৎ সুখের দিনগুলির স্বপ্ন এক আশ্চর্য মুগ্ধতা নামাতো ওর দুই চোখের পাতায়। গত কয়েক বছরের মধ্যে এ রকম স্বস্তি আর কখনো বোধ করেনি লানা।

লানার প্রাণের এই অনুভূতিটার কথাই একদিন ওকে বললেন মিসেস ম্যাকলেনার। 'তোমার চোখ দেখেই আমি বুঝতে পারছি তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনা নিয়ে ভাবছো তুমি। তোমার, গিলের এবং দুই ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে তোমার এই ভাবনা। তাই না, মেয়ে?'

মাথা নাড়লো লানা।

www.pathagar.com

'একটা কথা আমি বলতে চাই তোমাকে। গিলের কাছে এখন এটা বলবার দরকার নেই। কথাটা হলোঃ 'মরবার আগে এই বাড়ি এবং খামারটা তোমাদের দুজনকে দিয়ে যেতে চাই আমি।'

বিধবার মুখের পানে তাকাতে গিয়ে লানার মনে পড়লো সেই মার্চের সকাল বেলায় ওর আর গিলের তাঁর সাথে দেখা করতে আসবার কথাটা। সেদিন ঠিক এরকমই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন মিসেস ম্যাকলেনার। তাঁর চোখে ছিলো একটা তীক্ষ্ণ ব্যাগ্রাকুল দৃষ্টি। যেনো তিনি চাইছিলেন সংগেসংগেই কথাটার জবাব দিক্ লানা।

একনিঃশ্বাসে ফের তিনি বললেনঃ 'হ্যাঁ, তোমাকে বলতে আমার কোনো সংকোচ নেই। স্বামী মারা যাওয়ার পর আমি যেমন ছিলাম তারচেয়ে অনেক দিক থেকেই আমি এখন সুখী তোমাদের দুজনকে কাছে পেয়ে। আমার নিজের ছেলে এবং মেয়ের মতন তোমরা আমার দিকে দেখেছো। এটা আমাকে স্বীকার করতেই হবে।'

মৃদস্বরে লানা বললোঃ 'আপনি আমাদের যে স্নেহ দিয়েছেন এবং আমাদের জন্যে যা করেছেন তার তুলনায় এটা কিছুই না।'

'বোকা মেয়ে কোথাকার। এমনিতেই কথাটা বললাম আমি। এটা ভুলে যাওয়াই আমাদের ভালো।' একটু পরেই তিনি সোজাসুজি বলে বসলেনঃ 'এই হানাহানিটা শেষ হলে তোমরা বোধকরি ডিয়ারফিল্ডে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছো?'

মাথা দোলালো লানা। 'আমি বলতে পারছি না। গিল কী ভাবছে, সে-ই জানে। আমার কাছে কখনো এ নিয়ে কথা বলেনি গিল।'

'যাহোক,' বললেন মিসেস ম্যাকলেনার, 'তোমাদের ওপরই এটা ছেড়ে দিলাম আমি। জায়গাটা এখন তোমাদের। চাই তোমরা এখানে বাস করো অথবা ছেড়ে চলে যাও। সবই তোমাদের দুজনের খুশি।'

রান্নাঘর থেকে তিনি উঠে গেলে তাঁর শরীরটার কথা ভাবলো লানা। দিন দিন কেমন যেনো শুকিয়ে যাচ্ছেন তিনি। আজকাল প্রায়ই লানা তাঁর দিকে তাকিয়ে ভাবে কথাটা।

ম্যাকলেনারদের বাড়িতে যে-ছয়জন লোক মোতায়েন করা হলো তাদের পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিলো গাস্টিন শিমেলের ওপর। লোকটা ছিলো বেঁটে

www.pathagar.com

এবং হোঁতকা ধরনের। দুই কাঁধে তার থলথল করছিলো মাংস। হাঁটবার সময় মনে হতো যেনো দুশ পাউন্ডের বোঝা নিয়ে চলছে সে। দায়িত্বশীল লোকের ভাবভংগি ছিলো তার চেহারায়। এবং এরকম দৃঢ় মনোভাব নিয়েই সে কর্তব্য পালন করতে এসেছিলো ম্যাকলেনার খামারে।

দুদিন আগে বেলিঙ্গারের কাছে খবর নিয়ে আসে একজন টুসকারোরা রেডইন্ডিয়ান। লোকটার কাছ থেকে জানা যায়, সে নাকি উনাডিলার পুবে বিরাট একটি বাহিনীকে এগিয়ে আসতে দেখেছে। একইপথে আসতে হওয়ায় তাদের সংখ্যাটা সে আঁচ করতে পেরেছে। খবরটা শোনার পর ওদিকে একদল টহলদার স্কাউট পাঠাবে বলে ঠিক করলো বেলিঙ্গার। হেলমার এবং বোলিওর সাথে যোগ দেয়ার জন্যে গিলকে তলব করলো কর্নেল। একইসংগে সে বলে পাঠালো সুনির্দিষ্ট হুকুম না পাওয়া পর্যন্ত গাস্টিন শিমেল যেনো ম্যাকলেনার হাউস থেকে পাহারাদারদের কাউকে অন্য কোথাও যেতে না দেয়। কড়াকড়িভাবে একথাও বলে দেয়া হলো, এদের জায়গায় অন্যলোক না পাঠানো পর্যন্ত নির্দেশটা বহাল থাকবে। ব্যাপারটা গাস্টিনকে বিপাকে ফেললো। কারণ, এই প্রথম তাকে দেয়া হয়েছিলো একটি মিলিশিয়া দলের কমান্ডের দায়িত্ব।

সব জানলার খড়খড়ি এবং পেছনের দরোজাটা বন্ধ রাখা হয়েছে কিনা দেখবার জন্যে সেদিনই সন্ধ্যায় রান্নাঘরে এলো শিমেল। রাতে ঠান্ডা বেশি পড়তো বলে বাড়ির সামনের রুমগুলিতে শুতো পুরুষেরা। আর বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে স্ত্রীলোকেরা থাকতো রান্নাঘরে।

'আমি ওসব নিজেই তদারক করতে পারবো, গাস্টন,' বললেন মিসেস ম্যাকলেনার।

'হ্যাঁ, মাম। কিন্তু আমার নিজের চোখে একবার সবকিছু দেখা দরকার। কারণ, দায়িত্বটা আমার।'

তাকে দেখে লানা তাড়াতাড়ি কম্বলের ভেতর শরীরটা ঢেকে ফেললো। মিসেস ম্যাকলেনারও তাঁর পেশাবের পাত্রটা ক্ষিপ্রহাতে খাটের তলায় ঠেলে দিলেন। শিমেল লজ্জাবোধ করলো তাদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে। এ ধরনের বিব্রতকর অবস্থা কেমন করে এড়ানো যায় ভাবছিলো সে।

তদারকির কাজটা সারবার পর মেঝের দিকে চোখ রেখে কথা বলতে শুরু করলো শিমেল।

'আশা করি আপনার ভালো ঘুম হবে, মাম।'

www.pathagar.com

'শুভ রাত্রি,' বললেন মিসেস ম্যাকলেনার।

'শুভ রাত্রি, মাম।' বাইরে পা রেখে দরোজা বন্ধ করে দিলো সে। 'এই দরোজায় বুঝি তালা লাগান না আপনারা?' দরোজার ওদিক থেকে শোনা গেলো তার গলা।

'কোনো তালাই নেই ঘরে,' বললেন মিসেস ম্যাকলেনার।

'ধন্যবাদ, মাম।'

শিমেলের শুভকামনা অনুসারে সেরাতে মোটামুটি ভালো ঘুম হয়েছিলো সবার। শুধু প্রপাতপুঞ্জের দিক থেকে আসা একটা ঘোড়ার খুরের আওয়াজই যা একটু বিরক্তির কারণ ঘটালো। খামারের পাশের শক্ত ঠনঠনে সড়কটির ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় খুরের আওয়াজ মাঝেমাঝে উঁচু গ্রামে উঠলো। একটু পরে ক্ষীণ হতে লাগলো এবং শেষে আর শোনাই গেলো না। তাদের চোখে ঘুম আসবার আগে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি শুরু হলো। বৃষ্টিটা জোরে নামবার পর পুরুষদের শোবার ঘরটা থেকে নাক-ডাকার একটানা শব্দ শুনতে পাওয়া গেলো। একবার ঘুম ভাঙ্গায় তখনো দুই চোখে জোড়া লাগেনি স্ত্রীলোকদের। হলঘরটায় শীতে ঠিরঠির করে কাঁপছিলো একটা লোক। কিছুক্ষণ পরেই তাদের দরোজার ওপাশ থেকে ভেসে এলো গাস্টিন শিমেলের একটা গভীর চাপা নিঃশ্বাসের শব্দ। আরেকবার শুতে যাওয়ার আগে ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে শ্বাস ফেলছিলো সে। মনে হলো কেমন যেনো বিচলিত হয়ে পড়েছে শিমেল।

শেষবারের মতন বৃষ্টি হলো ভোরবেলা। বৃষ্টিটা থিতিয়ে আসতেই পশ্চিমদিক থেকে বইতে শুরু করলো বাতাস। মাঝে মাঝে আসছিলো দমকা হাওয়ার ঝাপ্টা। সারাদিনই বইলো বাতাস। এই ঝড়ো ঝাপ্টার মধ্যেই বার বার দেউড়িতে যাচ্ছিলো গাস্টিন শিমেল। গতরাতে ঘোড়ার ডাকটা কী খবর বয়ে এনেছে জানবার জন্যে উৎসুক ছিলো সে। এবং প্রতিমুহূর্তেই উদগ্রীব হয়ে থাকতো সে গিলবার্ট মার্টিনের ফেরার অপেক্ষায়। মার্টিন এলেই কেবল সে মুক্তি পেতে পারতো তার মাথায় চেপে বসা এই নতুন দুশ্চিন্তার গুরুভার থেকে। তার ক্ষুধাটাকে পর্যন্ত নষ্ট করে দিয়েছিলো এই অনভ্যস্ত মস্তিষ্ককুণ্ডয়ন। পাহারাদারদের অধিনায়ক হিসেবে ম্যাকলেনার হাউসে তার দায়িত্ব পালনকালে যাকিছু ঘটছে সেসবের একটা বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখবার কথাও হঠাৎ মাথায় এলো শিমেলের। সেদিন সন্ধ্যায় একটুকরা কাগজ নিয়ে অনেক গলদঘর্ম হয়ে সে লিখলোঃ

www.pathagar.com

'বৃহস্পতিবার, ১৯ অক্টোবর। অল্প বৃষ্টি হলো। এতে ভোরের কুয়াশাটা কাটলো। গত রাতে এপথ দিয়ে গেছে ডাকের ঘোড়া। আজ উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ঘটেনি।'

কাগজটার ওপর কিছুক্ষণ চোখ বুলিয়ে নিলো শিমেল। কারণ সতেরোবার কাটাকুটির পর ওই কথাকটি লিখতে পেরেছে সে । এরপরও প্রতি লাইনে ছিলো বানানের ভুল । এক জায়গায় যতিচিহ্ন ছিলো না । রাত অর্থাৎ ইংরেজি 'নাইট' শব্দটাকে সে লিখেছে ঃ 'নিট।'

লেখার শেষে আবার যোগ করলো ঃ 'আজ বেশ গরম। রাস্তায় কোনো লোক নেই। 'স্কভাশ পাই' অর্থাৎ লাউ ভাজা দেয়া হয়েছিলো রাতের খাবারে।' 'স্কোয়াশ' শব্দটার বানান লিখলো 'স্কভার্শ।' ডায়েরিতে স্কভাশ পাই কথাটা লিখতে খারাপ লাগছিলো তার। কারণ এতে মিলিটারিসুলভ গাম্ভীর্যের অভাব ছিলো। শুধু লাইনটা পূরণ করবার জন্যে বাধ্য হয়ে এটা লিখতে হলো তাকে। তাছাড়া অন্যকোনো শব্দও সে খুঁজে পাচ্ছিলো না। শেষে আর কাটাকুটি না করে শব্দটা রেখে দিয়ে কাগজের টুকরাটা ভাঁজ করলো। এবং একটা শ্বাস ফেলে তাকাতেই মিসেস ম্যাকলেনারের চোখাচোখি হলো।

'কিছু মনে করবেন না, মাম,' বিনীতকণ্ঠে বললো সে। 'আমি এখন একটু সড়কে গিয়ে দেখতে চাই কাউকে খুঁজে পাই কিনা।'

পাথরের মতন চোখ কঠিন করে তার দিকে চাইলেন মিসেস ম্যাকলেনার।

'আমি ভীষণভাবে তোমার অভাববোধ করবো, গাস্টিন শিমেল।'

'আপনাকে সঙ্গ দেয়ার জন্যে আমার সাথের পাহারাদার ছেলেদের যেকোনো একজনকে পাঠাতে পারবো আমি।'

'না, ধন্যবাদ। তুমি আমাদের সাথে থাকতে না পারলে আমরা একাই থাকতে পারবো।'

'আমিও তাই ভেবেছি, মাম। গত রাতের ডাক কী সংবাদ নিয়ে এলো সেসম্পর্কে একটু খোঁজখবর করতে যাচ্ছি আমি।'

লানার দিকে তাকালেন মিসেস ম্যাকলেনার।

'আমাকে বুঝি পাগলের মতন দেখাচ্ছে?'

'না,' হেসে বললো লানা।

www.pathagar.com

'আমি আসলে পাগলই হয়ে যাচ্ছি। ও আমার মাথাটা খারাপ করে দিচ্ছে।' এরপর হেসে বললেনঃ 'বাচ্চাদুটিকে নিয়ে তুমি ওই গোপন জায়গাটায় গেলেই তো পারো?' তোমাদের তিনজনেরই ভালো হবে এতে।'

'আপনি যাবেন না আমাদের সাথে?'

'না। আমি এখানে শুয়ে থেকে বিশ্রাম নেবো। দুধ দোয়ার জন্যে গোরুটা না আসা পর্যন্ত বাইরেই থাকো তোমরা। চার পাতিল তরকারি ভাজি করে রাখা আছে। সুতরাং কোনোকিছু রান্নার আর দরকার নেই।'

লানা বুঝলো তিনি একা থাকতে চাইছেন। তাঁকে কিছুতেই সাথে নেয়া যাবে না দেখে বাচ্চা দুটিকে কাপড়চোপড়ে ঢেকে নিতে লাগলো ও। হরিণচামড়ার জ্যাকেটটা চাপালো গিলির গায়ে। ওটা পরে নিজেকে বাপের মতন লাগছে বলে মনে করলো গিলি। এরপর ছোটো বাচ্চাটাকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে কোলে তুলে নিলো লানা। গ্রীষ্মে ভালো খাবার পেয়ে নাদুসনুদুস হয়ে উঠেছিলো বাচ্চাটা।

ওকে কোলে নিয়ে বইতে বেশ কষ্ট হচ্ছিলো লানার। অনেক দিন পর্যন্ত নাম রাখা হয়নি ওর। শেষে একদিন বসন্তে যাজক রোজেনক্রান্টজ ম্যাকলেনারদের এখানে এলে জো বোলিওর অভিভাবকত্বে বাচ্চার নামকরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। জো'র নামের সাথে মিলিয়ে নাম রাখা হলো ওর জোসেফ ফিলিপ। সংক্ষেপে লানা ডাকতো জোয়ি। এই ছোটোটার মতন কিন্তু স্বাস্থ্যবান হয়নি গিলি। সেই শীতে ব্রান্টের হামলার পর যে দুঃসময় গেছে তাতে ঠিকমতন খাওয়াতে পারেনি লানা এই বড়ো ছেলেটাকে। বাচ্চাটা কোলে থাকতেই খাদ্যের আকালে বুকের দুধ শুকিয়ে গিয়েছিলো লানার। এদিকে আবার অসময়ে পেটে আসে জোয়ি। এটাও ছিলো অবশ্য ওর স্তনের দুধ নিঃশেষ হওয়ার আরেকটা কারণ। তখন লানা মনে করেছিলো এসব বুঝি বিধাতার কোনো অন্যায় শাস্তি। কিন্তু এখন গিলি বেশ শক্ত সবল হয়ে ওঠায় বিধাতার নিয়মকে সহজভাবেই মেনে নিলো ও।

একটা বাচ্চা-কাঠবেড়ালের মতন চঞ্চল এবং চটপটে হয়ে উঠেছিলো গিলি। মাত্র আড়াই বছর বয়েস হলেও বেশ খানিকটা পথ হুট্‌মুট্‌ করে হেঁটে যেতে পারতো সে। গোলাঘরটার পেছনে ছিলো সুমাক লতার একটা ঝোপ। সেদিকে যেতেই বেশি পসন্দ করতো গিলি।

www.pathagar.com

ম্যাকলেনারদের বাড়ির একেবারে কাছঘেঁষেই ছিলো গাছপালা এবং লতাপাতায় ঘেরা পাহাড়ের ঢালটার একশ গজের মতন দূরে একচিলতে খোলা জায়গা। অনেকদিন আগে একবার জায়গাটা দেখেছিলো লানা। দুই বাচ্চাকে নিয়ে ঢালু বেয়ে সেখানে গিয়ে উঠলো ও। পাহাড়ের চড়াইয়ের সোপানের ওপর থাকায় সুমাক লতার ঘনঝোপ ছাড়া অন্যকোনো বড়ো গাছ ছিলো না সমতল ভূমিখণ্ডটার চারপাশে। এই সোনালি লতার পত্রগুচ্ছের মাথায় ছিলো টকটকে লালের ছোপ এবং গাঢ়লাল রেশমি থোপার মতন দেখতে ফুলের ঝাড়। মনে হচ্ছিলো যেনো মাথার ওপরকার নীল আকাশটাকে হাত বাড়িয়ে ছুঁতে চাইছে লতাগুলি।

রাতে বৃষ্টি হলেও মাটি ছিলো অনেকখানি শুকনো। বাতাসের ঝাপ্টার জন্যে কিছুই শোনা যাচ্ছিলো না। দুই পাশে দুই ছেলেকে নিয়ে বাতাসভরা খোলা জায়গাটায় চুপচাপ বসেছিলো লানা। একসময় ঘুমে ঢুলঢুল করতে শুরু করলো ওর চোখ। ঘুমের আচ্ছন্নতার মধ্যেই একবার চোখ মেলে বাচ্চারা কাছে আছে কিনা দেখে নিয়ে শুয়ে পড়লো ও পিঠ বিছিয়ে। বাড়িটা ছিলো কাছে, ঢালুটার নিচেই। ওখানে কোনো শব্দ হলে অনায়াসেই কানে আসবে ওর। কিন্তু ঝোপঝাড়ের জন্যে বাড়ির ভেতরের কিছুই দেখবার উপায় ছিলো না। তবু যতোটুকু দেখা যাচ্ছিলো তাতে মনে হচ্ছিলো বাড়িটা যেনো চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে।

একবার কয়েক মুহূর্তের জন্যে মিসেস ম্যাকলেনারের ভালো বিশ্রাম হচ্ছে কিনা ভাবলো ও। এরপরই আস্তে আস্তে বুঁজে এলো দুই চোখের পাতা। বাতাসের ঝাপ্টাটা ঘুমে বিভোর করে তুললো ওকে। একটি কিশোরীর মুখের মতন লাগছিলো ওর ঘুম কাতর মুখখানিকে। আন্দোলিত বাতাসে মাথার চুলগুলি এলোমেলো হয়ে গালের নিচে লুটিয়ে পড়ায় ওর দুই ঠোঁটের মাঝখানটাকে দেখতে পাখির নীড়ের মতন মনে হচ্ছিলো।

মিনিটকয়েক বাদেই উৎসুক ক্ষুদেমুখটা তুললো গিলি। তার হাবভাব দেখে মনে হলো কোনো শব্দ কানে এসেছে তার। বোধকরি কিংসরোডের ওদিক থেকে কারো গলার আওয়াজ শুনে থাকবে সে। ঘুমে বিভোর ছিলো তার মা। হেঁটে এলো সে মায়ের কাছে এবং গম্ভীরমুখে নিচের দিকে তাকালো। ছোটো ভাইটার দিকেও তাকালো সে। বুঝলো, অতোটা পথ হেঁটে নিচে যেতে পারবে না ও। একমুহূর্ত পরেই গিলি টলমল

www.pathagar.com

পায়ে আস্তে আস্তে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নামতে শুরু করলো এবং অদৃশ্য হলো সুমাক ঝোপের অরণ্যে।

ডেটন দুর্গ থেকে দিনের প্রথম ডাক নিয়ে এসেছিলো যুবক ফেসার কক্স। তার ঘোড়ার খুরের শব্দ এবং গলার আওয়াজই শুনতে পেয়েছিলো গিলি। স্যার জন জনসনের গতিবিধি সম্পর্কে জরুরি বার্তা পাঠিয়েছে কর্নেল ক্লক স্কিনেকটাডি থেকে। বার্তায় বলা হয়েছে ঃ পনেরোশ লোকের একটি বাহিনী নিয়ে স্কোহারি উপত্যকায় হামলা চালায় জনসন। সতেরো তারিখে স্কোহারির আট মাইল এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় তার সন্ত্রাসী দলের অনাচারে। আঠারো তারিখে মোহক উপত্যকায় প্রবেশ করে জনসন এবং নদীর দুই তীরের সবকিছু জ্বালিয়েপুড়িয়ে পশ্চিমে চলে যায়। দুর্গগুলিতে এসে আশ্রয় নিতে বলা হয়েছে সমস্ত লোকজনকে। হানাদারদের মোকাবিলা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে স্টোন অ্যারাবিয়ার মিলিশিয়াদের। আলবানির মিলিশিয়া বাহিনী নিয়ে উপত্যকায় আসছেন জেনারেল রবার্ট ভ্যান রেনসেলার। এই বাহিনী নিয়ে তিনি পিছুধাওয়া করবেন হানাদারদের।

ম্যাকলেনারদের বাড়িতে মোতায়েন ক্ষুদে মিলিশিয়া দলটার কাছে নির্দেশ পাঠালো বেলিঞ্জার। তাদের অবিলম্বে জলপ্রপাত সংলগ্ন এলিসের মিলের দিকে অগ্রসর হতে বলা হলো। সেখানে মোতায়েন গ্যারিসনের সংগে যোগ দেবে তারা। স্টোন অ্যারাবিয়া দুর্গে কর্নেল ব্রাউনের লোকজন অথবা কর্নেল ক্লকের বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির জন্যে ডেটন এবং হারকিমার দুর্গ থেকে রওয়ানা দিচ্ছে পঞ্চাশজন মিলিশিয়ার একটি দল। ম্যাকলেনার হাউসের স্ত্রীলোকদের এন্ডরিজ দুর্গে সরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নেয়া হবে তা জানানো হচ্ছে একঘন্টার মধ্যেই। এন্ডরিজের ব্লকহাউসটা সুরক্ষিত রাখার জন্যে আরো লোক মোতায়েন করা হবে।

স্থানান্তরের ব্যাপারটা পসন্দ হলো না গাস্টিন শিমেলের। কিন্তু একজন সৈনিক হিসেবে নির্দেশ পালন অবশ্যই তাকে করতে হবে। মিসেস ম্যাকলেনারকে ঘুম থেকে জাগিয়ে সে বললো, দ্বিতীয় নির্দেশ শিগ্‌গিরই আসছে এবং তাদের এন্ডরিজে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। সে আরো জানালো, মিসেস ম্যাকলেনারকে এভাবে একা রেখে যাওয়ার ইচ্ছা তার মোটেও ছিলো না। তবে বেশিসময় তাঁকে একা থাকতে হবে না। তাঁদের এন্ডরিজে নিয়ে যাওয়ার জন্যে লোকজন আসলেই সে এখান থেকে বেরুতে চেয়েছিলো। কিন্তু নির্দেশটায় তাকে অবিলম্বেই যাত্র করতো বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

'প্রভুর দোহাই!' চেঁচিয়ে উঠলেন মহিলা। 'এখনই রওয়ানা হয়ে যাও তুমি।' মনে মনে বললেন ঃ 'প্রভুকে ধন্যবাদ, তোমাদের মতন লোকের সাথে এটাই আমার শেষ সাক্ষাৎ।'

অনেকদিন বাদে আজই প্রথম ভালো ঘুম হয়েছিলো মিসেস ম্যাকলেনারের। ঘুম থেকে জাগবার পর হঠাৎ তিনি বুঝতে পারলেন অনেক বয়েস হয়েছে তাঁর। বিছানা থেকে উঠতে চাইছিলেন না তিনি। ভাবলেন, লানা ফিরে না আসা পর্যন্ত যেখানে আছেন সেখানেই পড়ে থাকবেন। লানা হয়তো এখুনি ফিরে আসবে এবং জিনিসপত্র গোছগাছ করতে সাহায্য করবে তাঁকে। কোনো স্ত্রীলোক বুড়ো এবং দুর্বল হয়ে উঠছে মনে করলে তার পক্ষে আবার বাইরে যাওয়া খুব কষ্টকর। যে বাড়িতে দীর্ঘকাল সুখে বাস করে এসেছে সেই বাড়ি ছেড়ে যাওয়া সত্যি আরো বেশি কঠিন তার পক্ষে।

স্বামী বার্নির কথা মনে পড়লো তাঁর। চোখের সামনে ভাসলো অশ্বারোহীর কোট পরিহিত বার্নির চেহারাটা। ম্যাসন সম্প্রদায়ের সভা থেকে বাড়ি ফিরছিলো সেদিন বার্নি। ওই সভায় সে এবং তার বন্ধুরা মদ নিয়ে যে কাণ্ড করেছিলো সেটা একটা মুখরোচক খবর ছিলো উপত্যকার জন্যে। একটু নেশাগ্রস্ত হয়ে ঘোড়ায় চেপে আসছিলো সে। বোধকরি পনেরো মাইলের বেশি হবে না পথটা। তার প্রিয় গানটার কলি ভাঁজতে ভাঁজতে ঘোড়া হাঁকাচ্ছিলো বার্নি। লোকজন বলতো একপিপা গলায় ঢালবার পর যখন রামমদটা পেটে আস্তে আস্তে নড়াচড়া করতে শুরু করতো তখুনি গান গুনগুনিয়ে উঠতো তার ঠোঁটে। বার্নির লালচে সুন্দর মুখখানা চোখে ভাসবার পর গানের সেই স্তবকগুলিও মনে পড়লো মিসেস ম্যাকলেনারের। গানটা ছিল এরকমঃ

'আহা, ভালোবাসি আমি দারুচিনি এবং লবংগ,
ভালোবাসি যাকিছু সুন্দর এবং অন্তরংগ।
ভালোবাসি আমি মিছরিদানা এবং প্রাণহরা
ভালোবাসি আমার জীবনটাকে
আর প্রিয়তমা স্ত্রীটাকে
আহা, যদি সুন্দরীরা না-দেয় ধরা।'

নচ্ছার একটা! মনে মনে বললেন তিনি। স্মৃতি তাঁকে পেছনে টানতে লাগলো। নেশায় চুর হয়ে এসে তাঁর মাথার পরিপাটি চুলগুলি সমস্ত এলোমেলো করে দিত বার্নি।

www.pathagar.com

তখন মিহি লাল চুল ছিলো তাঁর মাথায়। ওই মুহূর্তে পাপে ডুবে থাকা স্বয়ং শয়তানের মতন দেখাতো বার্নিকে। কিন্তু নেশা কেটে গেলে পাহাড়ি নদীর স্বচ্ছ সলিলের মতন নির্মল এবং সহজ সরল মনে হতো তাকে যে নদীতে ছিপ ফেলে মাছ ধরতো সে।

গ্রীষ্মের সন্ধ্যাগুলিতে তাঁদের নৈশভোজের ছবি ভাসলো তাঁর চোখে। একবার স্যার উইলিয়াম তাঁর ছেলেকে নিয়ে নৈশভোজে এসেছিলেন এ বাড়িতে। তখন তাঁর নামের সাথে কোনো পদবি ছিলো না। শুধু জন, জন বাটলার, ভ্যারিক কিংবা স্কুইলার বংশের কোনো পরিচিতি চিহ্ন ছিলো লোকটার নামের শুরু অথবা শেষে। বুট খুলে পাম্পস্ পায়ে গলিয়ে তাঁর বেডরুমে ঢোকেন ভদ্রলোকেরা। বাড়ির বারান্দায় খানাপিনা করেন তাঁরা। সাদা টেবিল ন্যাপকিন ছিলো সবার জন্যে। পতঙ্গগুলি টলমল করে পড়ছিলো প্রজ্বলিত মোমবাতিগুলির ওপর। পাহাড়, উপত্যকা, আকাশের তারা এবং নদী সবকিছুকেই লাগছিলো অপূর্ব মোহময়। নদীটা ছিলো পৃথিবীর সবথেকে স্বচ্ছ ফরাসি কাগজের মতন ঝকঝকে। ভদ্রলোকেরা নৈশভোজের আসরে খুব কমই সাথে নিয়ে আসতেন তাঁদের স্ত্রীদের। এতে খুশিই হতো স্যালি। পুরুষদের সাথে সমানে পাল্লা দিয়ে গল্প করবার, তাদের সাথে সমান তালে চলবার আশ্চর্য একটা ক্ষমতা ছিলো তাঁর। সময়মতো হাসিঠাট্টা এবং কৌতুকও জমিয়ে তুলতে পারতেন তিনি মজলিসে। সেই পুরনো দিনে নৈশ্যভোজের টেবিলে আধা বোতলটাক্ পোর্টমদ খেতে পসন্দ করতেন তিনি। আসরে ভদ্রলোকদের সাথে কোনো স্ত্রীলোক থাকলে নিশ্চয় সে আলবানিতে ফিরে গিয়ে রং চড়িয়ে গল্প করতো তাঁর মদ খাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে। ছি, ছি, ছি। কী কেলেংকারিই না হতো তাহলে?

তিনি এবং বার্নি দুজনে মিলেই গাছ লাগিয়েছিলেন ফলের বাগিচাটায়। ফুলের বাগানটাও দুজনেরই করা। অবশ্য তাদের দুজনের কারোরই বাগান করার তেমন একটা ধৈর্য ছিলো না। তাছাড়া শৌখিনতার প্রয়োজনও তেমন বোধ করতেন না তাঁরা। কিন্তু আশ্চর্য, তার অনেক আগেই মরলো বার্নি। ভাগ্যের ফেরই বলতে হবে এটাকে। তবু তাঁর মনে একটা সান্ত্বনা আছে। কারণ বেঁচে থাকলে আজকের এই দিনগুলিতে কী যে করে বসতো বার্নি, তিনি কল্পনাও করতে পারছেন না। চেহারাটা পৌরুষময় এবং দেখতে অপূর্বসুন্দর দেখালেও পুরুষসুলভ কোনো স্থিরবুদ্ধি ছিলো না তাঁর এই মোটা মাথার নির্বোধ স্বামীটির। বিধাতাই জানেন, কেমন করে সে সালিস–আদালতে বিচারকের কাজ করতো। আদালতটা পানশালা হলে না হয় চলতো। মামলার রায় দেয়া বুদ্ধিতে না কুলালে সবসময় দুই পক্ষকেই অবলীলাক্রমে সে মদ খাওয়াতো এবং তাদের সাথে

www.pathagar.com

কাছে তার জানা যেকোনো একটি গল্প ফেঁদে বসতো। আর সবশেষে তাদের কাছে বেচতো একটা মোরগ কিংবা অশ্বশাবক। রাতে বাড়ি ফিরে এসে ছাদফাটানো গলায় ঘটনাটার বর্ণনা দিতো সে। পাশে শুয়ে থেকে তার মনে হতো যেনো একটা উত্তাল সমুদ্রের মাঝখানে বিছানাটা পাতা আছে এবং তিনি ভেসে যাবেন তার তরংগাঘাতে। বার্নির অভ্যাস ছিলো, যা সে চাইবে মুহূর্তের মধ্যে সেটা তার জন্যে প্রস্তুত রাখতে হবে। ঝকঝকে পরিষ্কার পোশাক ছাড়া তার চলতো না। ফটিকের লবণমাখা পানি ব্যবহার করতো সে মুখ কামানোর সময় । ড্রয়ারে রাখবার আগে তার ভাল শার্টগুলির গলায় বাঁধার জন্যে রোজ একটি করে নতুন ছোটো ফিতা সেলাই করে রাখতে হতো। এর ব্যত্যয় ঘটলে আকাশ মাথায় করে তুলতো সে।

একবার কাজটা করতে মনে ছিলো না তাঁর। এদিকে একটা পকেট রুমালের জন্যে ভুল ড্রয়ার হাতড়াতে গিয়ে ব্যাপারটা টের পেলো বার্নি। ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে তিনি ভাবছিলেন হয়তো মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর পিঠের চামড়া তুলে নেবে সে। কিন্তু তার বদলে বার্নি বিছানায় বসে পড়লো এবং একজন দাদু যেমন করে তার সবচেয়ে ছোটো নাতীর ক্ষুদে মেয়েটির সংগে গল্প করে সেরকম আদুরের গলায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলো তাঁকে। আসলেই একটা আস্ত নির্বোধ ছিলো মানুষটা। বন্দুক হাতড়ানো আর গালিগালাজ করে লোকজনকে নাকাল করার কাজেই ছিলো সে একমাত্র পটু। আহা বার্নি! বার্নি! মনে মনে জপতে লাগলেন তিনি।

স্মৃতি রোমন্থনে ডুবে থাকায় অন্য কোনোকিছুর দিকেই খেয়াল ছিলো না তাঁর। সেকেন্ড, মিনিট এবং গোটা সময়টা কেমন করে পার হচ্ছিলো মোটেও আঁচ করতে পারছিলেন না। অতীতের সৌরভে যেনো আরেকবার সমস্ত বাড়িটা তাঁর ক্লান্ত চোখ দুটির সামনে পুষ্পিত বাগানের মতন সুন্দর এবং মধুময় হয়ে উঠেছিলো। মিলিশিয়ারা তখন মার্চ করে যাচ্ছিলো নিচের রাস্তা দিয়ে। তাদের পায়ের আওয়াজ কানে এলো না তাঁর। আধঘন্টা পরে দুর্গ থেকে পাঠানো রক্ষীদলটাও চলে গেলো বাড়ির পাশঘেঁষে। কথা ছিলো তারা এখানে থামবে এবং স্ত্রীলোকদের সরিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু তাদের নড়াচড়ার শব্দও শুনতে পেলেন না তিনি। মনে পড়লো না তাঁর লানার কথাও। ঘরের পুব দিকের জানালাটার বাইরে আকাশ তখন আচ্ছন্ন হয়ে উঠছিলো সন্ধ্যার সমাগমে। এর মধ্যেও কেন মেয়েটা ওর দুই বাচ্চা নিয়ে ফিরলো না সেই খেয়ালও একদম হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। বহু বছর যেসব কথা এবং ছবি তার স্মৃতি ধরে নাড়া দেয়নি তার ভেতরে নিমগ্ন থেকে তিনি সাঁতার কেটে চলছিলেন একান্তে। বর্তমানে পরিচিত

www.pathagar.com

জগতটা এবং তার বাস্তবতা মানুষকে কেমন করে তার মনের ভুবন থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, এর থেকে তা বোঝা যাচ্ছিলো।

যে–শয্যাটায় তিনি এখন আরামে শুয়ে আছেন এর স্মৃতিও তাঁকে নিয়ে গেলো অতীতের তীরে। নববধূ হয়ে এই খাটেই তিনি প্রথম কাটিয়েছিলেন বাসর রাত। আলবানির সরাইখানার স্মৃতিটা জ্বলজ্বল করে উঠলো তাঁর চোখের সামনে। বিয়ের পর ওই সরাইতে উঠেছিলেন তিনি আর বার্নি। গোটা সরাইতে যেক'টি খাট ছিলো তার মধ্যে এটি ছিলো সবথেকে ছিমছাম এবং সুন্দর। খাঁটি মেপল কাঠের তৈরি এটি। অবশ্য নিজেদের বাড়িতে এরচেয়েও ভালো খাট ব্যবহার করে লোকে। পরদিন তাদের সরাইখানাটা ছেড়ে যাবার কথা। কিন্তু ভোরবেলা তিনি দেখলেন ঘুম থেকে জেগে হাঁটুর ওপর বিছানার চাদর জড়িয়ে বসে আছে বার্নি। এবং তাঁর দিকে পিটপিট্ করে তাকাচ্ছে। ওই মুহূর্তেই সে প্রতিজ্ঞা করলো এই খাটটা কিনতে না পারলে অন্যকোনো খাটে জীবনেও শোবে না। সংগে সংগেই সরাই মালিককে ডেকে আনলো সে। লোকটা এসেই অভিবাদন জানিয়ে বললোঃ 'সুপ্রভাত! মহোদয়ের রাতে ভালো ঘুম হয়েছে তো?' কিন্তু প্রগলভ এবং ঠোঁটকাটা শয়তানটা অভিবাদনের জবাব না দিয়ে একইভাবে হাঁটুতে চাদর জড়িয়ে বসেছিলো। বার্নির পাশেই ছিলেন সারাহ্। এটা তাঁর পিতৃদত্তি নাম। কোনোরকমে শরীর ঢেকে বসেছিলেন তিনি। লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিলো তাঁর মুখ। স্ত্রীর অবস্থা দেখেও এতোটুকু সংকোচবোধ করলো না বাচাল বার্নি। হো–হো করে হাসলো সে এবং এরপর একটু কেশে বললোঃ 'আমি আপনার খাটটা কিনতে চাই, সরাই মালিক। কতো দাম নেবেন, বলুন?' লোকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মাত্র তিন পেনি দাম চাইলো। 'আমি চার পেনি দিচ্ছি। এর এক পেনিও কম দেবো না,' চেঁচিয়ে বললো বার্নি। একনিঃশ্বাসেই সরাইওয়ালাকে সে আদেশ করলোঃ 'আমার ব্রেকফাস্টের জন্যে ধূসর নেকড়ে মার্কা একবোতল মদ চাই। ও, ভুলে গেছি। তোমার জন্যে কী আনতে বলবো সারাহ্ লক্ষ্মীটি।' বার্নির বোতল থেকেই একগ্লাস পান করবেন বলে জানালেন তিনি। 'তা হবে না,' বললো সে। 'স্ত্রীরা স্বামীর মদে ভাগ বসিয়ে স্বামীটিকেই কোণঠাসা করবে এটা আমি মোটেও সহ্য করতে পারি না। দুই বোতল চাই, সরাই মালিক। কাঁটায় কাঁটায় তেইশ মিনিটে আনা চাই। এক সেকেন্ড দেরি হলেও চলবে না। এখন বেরিয়ে যান এবং গুড্ মর্নিং।'

বার্নির সেদিনকার সবক'টি কথাই কানের কাছে গুনগুন করছিলো মিসেস ম্যাকলেনারের। যেনো এইমাত্র কথাগুলি বলে দম নিলো বার্নি। জীবনের সেই প্রথম

www.pathagar.com

দিনগুলির আরো অনেক কথা, অনেক ছবি ভিড় করলো তাঁর স্মৃতিতে। মনে পড়লো স্লেজগাড়িতে করে বরফঢাকা নদীর বুক মাড়িয়ে হাডসন বসতসংলগ্ন সেনাছাউনিতে যাওয়ার দৃশ্যটি। একবার সূর্যাস্তের সময় ঘোড়ার পিঠে পাশাপাশি বসে তাঁরা দুজন এই জার্মান তল্লাটের দিকে রওয়ানা দিয়েছিলেন। যেনো মাত্র গত কালকের ঘটনা এটি।— না, না, এসবের চেয়ে বরং ভালো এই জায়গাটায় আসবার দিনটির কথা স্মরণ করা। তাঁরা একসংগে মিলে বানিয়েছিলেন এই বাড়িটা। এই পাথরের বাড়িটা। এবং বার্নি মোটাবুদ্ধির লোক ছিলো বলে রান্নাঘরের চিমনিটা বসাতে পারেনি একদিনে।—

স্মৃতির খাতা খুলে বসায় তিনি শুনতে পাননি কিংসরোড ধরে এগিয়ে যাওয়া জার্মান তল্লাটের মিলিশিয়া দলটির জড়ানো পায়ের আওয়াজ। মোট ষাটজন ভীতসন্ত্রস্ত লোক ছিলো এই মিলিশিয়া দলটিতে। রাতের মধ্যেই জলপ্রপাত এলাকায় পৌছবার নির্দেশ পেয়ে রওয়ানা দিয়েছিলো তারা। ওখানে অপেক্ষা করে উত্তর সীমান্তে স্যার জনের সেনাবাহিনীর গতিবিধির ওপর নজর রাখবার জন্যে অগ্রগামী স্কাউট পাঠাতে বলা হলো তাদের। স্যার জনের বাহিনী থেকে রেডইন্ডিয়ানরা বেরিয়ে এসে সন্ত্রাসী তৎপরতা শুরু করলে তারা এগিয়ে যাবে তাদের মোকাবিলা করবার জন্যে।

অবশ্য রেডইন্ডিয়ানদের কথাও পুরনো স্মৃতি চারণ করতে গিয়ে মনে উঁকি দিচ্ছিলো তাঁর। গা থেকে জন্তুর উৎকট গন্ধ বেরোয় বলে সহজে বার্নি এবাড়ির পাশঘেঁষতে দিতে চাইতো না রেডইন্ডিয়ানদের। তাদের গায়ের গন্ধ নাকে এলে দামি ফরাসি মদ 'ক্ল্যারেট' পর্যন্ত সে ছুঁতো না পরপর তিনদিন। তার কাছে ওই মদও তখন বিস্বাদ লাগতো। ওদের কেউ রান্নাঘরে আগুনের পাশে পড়ে থেকে ঘুমালে পরদিন ঘরে–বানানো পনিরের মধ্যেও নাকি সে বিশ্রী স্বাদ পেতো।

কথাটা ভাবতেই মিসেস ম্যাকলেনারের হঠাৎ মনে হলো হাজার ইচ্ছা থাকলেও অতীতকে ধরে রাখা তাঁর সাধ্যের বাইরে। আত্মনিমগ্নতা কেটে উঠতেই বুঝলেন এখন রান্না ঘরে শুয়ে আছেন তিনি এবং বাড়িতে কোনো লোকজন নেই। ফাঁকা বাড়িটায় তিনি একা এবং অন্ধকার নামছে চারপাশে।

কিন্তু না, একা নন তিনি। পাশের রুমেই যেনো কে একজন পায়চারি করছে। খুব সতর্ক মনে হচ্ছিলো তাকে। কে যেনো একখণ্ড জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে ঘোরাফেরা করছে। তিনি এখন স্পষ্ট আঁচ করতে পারলেন তারা দুজন। এবং দুজনের হাতেই মশাল। জ্বলন্ত পাইন কাঠের সুগন্ধি ছড়ানো ধোঁয়ার ঝাঁঝালো গন্ধে আচ্ছন্ন মাথাটা পরিষ্কার হলো

www.pathagar.com

তাঁর। আলো আসছিলো হলঘরটা থেকে। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হলো, রক্ষী অধিনায়ক গাস্টিন শিমেল তাঁর কাছে থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়ার পর আর ফিরে আসেনি এ-বাড়িতে। ভাবলেন, এরা কিছুতেই শিমেলের লোক হতে পারে না। এখানকার রক্ষীরা নিশ্চয় অনেক আগে এন্ডরিজ পৌঁছে গেছে। এবং স্যার জন বোধকরি হানা দিয়েছে উপত্যকায়।

আস্তে আস্তে দরোজাটা খুলে গেলো এবং ভেতরে টলতে টলতে এসে ঢুকলো একজন রেডইণ্ডিয়ান। সামান্য নেশাগ্রস্ত মনে হচ্ছিলো তাকে। ব্র্যাণ্ডির একটা ফ্লাস্ক দেখতে পেয়ে ওটা উজাড় করেছিলো সে। কিন্তু তার সংগেকার লোকটার মতন সে অতোখানি নেশাগ্রস্ত হয়নি। একহাতে তার মশাল এবং অন্যহাতে ধরা ছিলো বেশ কিছু কাপড়, কম্বল আর একটা সবুজ মদের বোতল। মশালের আলোয় তার কামানো মাথার চূড়ার টিকি থেকে ঝুলতে দেখা যাচ্ছিলো একটা দুমড়ানো পাখির পালক। তার কালো রংমাখা মুখের ফাঁকে ফাঁকে ছিলো হলুদের ফোঁটা। একটা সাদা ডোরাদাগ তার নাকের ওপর দিয়ে লম্বা হয়ে ঠোঁট এবং চিবুক স্পর্শ করেছিলো। সারাশরীরে ভালুকের চর্বির তেল মেখে এসেছিলো লোকটা। তার শরীরের আঁশটে গন্ধের সাথে মদ এবং ভালুক তেলের গন্ধ একাকার হয়ে বাতাসটাকে উৎকট করে তুললো। বৃদ্ধা মহিলাটির দিকে এমন ভয়ে ভয়ে সে তাকালো যেনো তার চোখের সামনে বিছানায় কুণ্ডলি পাকিয়ে পড়ে আছে নায়াগ্রা প্রপাতের সর্পদেবী।

'আমার বাড়িতে কী মতলবে ঢুকলে তুমি?' জানতে চাইলেন মিসেস ম্যাকলেনার।

বিছানায় সোজা হয়ে উঠে বসলেন তিনি। কাঁধের ওপর ঝুলছিলো তাঁর পশমি জ্যাকেট। এবং টুপিটা কোনাকুনি হয়ে চেপে বসেছিলো মাথায়। লম্বা নাকটা সামনে মেলে ধরে সশব্দে শ্বাস ফেলছিলেন তিনি। তখনো ঘরের তৈরি পনির আর বার্নির স্মৃতি ঘুরপাক খাচ্ছিলো তাঁর মগজের কোষে।

চোয়াল নামালো রেডইণ্ডিয়ানটি। এর আগে এরকম ভংগিতে কাউকে কথা বলতে দ্যাখেনি সে। তাছাড়া সে ইংরেজি না বুঝলেও তার সঙ্গীটি এ ভাষাটি জানতো।

'ওউইগো,' অনুচ্চস্বরে সঙ্গীকে ডাকলো সে, 'জলদি এসো এদিকে।'

বেঁটেখাটো দেখতে ছিলো ওউইগো নামের লোকটি। তার দুই চোখের চারধারে আঁকা সাদা বৃত্ত। দৌড়ে আসতে গিয়ে দরোজার বাজুতে কাঁধের ধাক্কা লাগায় তার হাত থেকে

থেকে দুটি মাস্কেট বন্দুকই ছিটকে পড়লো। এবং গোত্তা খেয়ে উঠতে উঠতে সে তাকালো বিছানাটার দিকে।

'ইংরেজিতে কথা বলো,' ঘোঁতঘোঁত করতে করতে বললো প্রথম রেডইন্ডিয়ানটি।

'বেলইয়াচি ব্যাড,' অর্থাৎ আঘাতটা খুব জোরে লেগেছে আমার। এই কথাগুলিই প্রথম মনে পড়লো তার এবং ঠোঁট ফাঁক করে বললো সে।

'এর থেকেও আরো খারাপ কিছু কপালে জুটবে তোমার, ব্যাটা,' গম্ভীরকণ্ঠে বললেন মিসেস ম্যাকলেনার। 'তুমি ইংরেজি বলতে পারো। বেশ এখন বলো দেখি, কী বলবার আছে তোমার? কেনো এভাবে ঢুকলে তোমরা আমার বাড়িতে।'

সম্ভ্রমসূচক মার্জিত শব্দে কেমন করে কথাটার উত্তর দেয়া যায় সেনিয়ে কিছুক্ষণ মাথা ঘামোলো সে।

'কীভাবে,' এটাই ভালো জবাব বলে শেষে মনে হলো তার।

'আমার বাড়িতে কী করছো তোমরা?' ফের বললেন মিসেস ম্যাকলেনার। মাথাটা আরো একটু সোজা করলেন তিনি।

ঘুলিয়ে যাওয়া মাথায় এবার বুদ্ধি যোগালো রেডইন্ডিয়ানটির।

' হো। বুঝেছি। বাড়িতে আগুন লাগিয়েছি আমরা। জোর আগুন ধরেছে। ওদিকে সবকিছু পুড়ছে।' হাত নাড়লো সে। এবং পৃথিবী আলো করে বিগলিত হাসলো।

দুই রেডইন্ডিয়ানের দিকেই চোখ তুলে চাইলেন মিসেস ম্যাকলেনার। কথাটা সত্যি। তিনি এখন আগুনের দাউ–দাউ শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। খোলা দরোজাটার ওদিকে আগুনের আবছা আলো চোখে পড়ছে তাঁর। এই মাতাল, জংগলি, অকর্মা, গন্ধমূষিক নির্বোধদুটি! কী কান্ড করে বসেছো দ্যাখো, নচ্ছারেরা! আইরিশ ভাষার সমস্ত গাল আগুন ধরালো তাঁর মাথায়।

তীব্র ভর্ৎসনার এই বিশেষণগুলি একনাগাড়ে প্রয়োগের জন্যে এমনভাবে ঠোঁটদুটি ফাঁক করলেন তিনি যা দেখে বোধকরি বার্নিও নিশ্চুপ হয়ে যেতো। দুই রেডইণ্ডিয়ান কিন্তু আগেই নিশ্চুপ হলো। গভীর একটা আতংক ছায়া ফেললো দুজনের মুখেই। তাঁকে অমনভাবে ক্রোধে ফেটে পড়তে দেখে তারা বুঝলো, কাজটা করা ঠিক হয়নি তাদের। আর এখন কী করবে বুঝে উঠতে পারছিলো না দুই নির্বোধই।

www.pathagar.com

'আমাকে ভেতরে রেখে আমার বাড়িতে তোমরা আগুন দিয়েছো?' চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস ম্যাকলেনার। 'তোমাদের চাবুক মারা দরকার। আমার স্বামী এখন এখানে থাকলে মাথা থেকে পা পর্যন্ত তোমাদের পিঠের চামড়া খুলে নিতো।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। মুখে একরাশ উদ্বেগ নিয়ে বিনীতকণ্ঠে বললো ওউইগো। 'আপনি জলদি বেরিয়ে পড়ুন। নইলে আগুন ধরে যাবে আপনার গায়ে।'

ব্যাপারটা সত্যি তাই। ঘরের দরোজা গরম হয়ে উঠলো আগুনের তাপে। দরোজার ফাঁকগুলির ভেতর দিয়ে ছোটো ছোটো শিখাকে লকলক করতে দেখা গেলো।

কিন্তু এরপরও মিসেস ম্যাকলেনার রাজি হলেন না ঘর থেকে বেরুতে।

'আমি কিছুতেই বেরুবো না,' বললেন তিনি। 'আমি কোনো পানিটানা মেয়েমানুষ নই। এরকম ঠাণ্ডা রাতে বাইরে শুতে পারবো না আমি।'

কথাগুলি আস্তে আস্তে মর্মে প্রবেশ করলো স্থূলবুদ্ধি ওউইগো'র। শ্বেতাংগ স্ত্রীলোকটি কী বলছেন সে তা বুঝিয়ে বললো তার বিচলিত সঙ্গীকে। সঙ্গীটি এবার আতংকিত হয়ে উঠলো। সেনেকা ভাষায় কথার জবাব দিলো সে।

'বন্ধু সনোজোওয়াউগা বলছে,' ব্যাখ্যা করে বললো ওউইগো, 'আপনি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ুন। দেরি হলে পুড়ে যাবেন। খুব খারাপভাবে পুড়ে যাবেন।'

মিসেস ম্যাকলেনার তখন বললেন ঃ 'আমাকে এ-বাড়ি থেকে বের করতে চাইলে তোমরা আগে আমার শোবার খাটটা বের করে নাও।' তিনি খাটে হাতের চাটি মারলেন এবং দরোজার দিকে ইশারা করলেন। সনোজোওয়াউগা তাঁর ইংগিতটা বুঝতে পারলো। কিন্তু ওউইগো তখনো মনে মনে তাঁর কথাগুলির তরজমা করছিলো।

সনোজোওয়াউগা নাক দিয়ে ঘোঁতঘোঁত শব্দ করলে ওউইগো তখন বললোঃ 'ঠিক আছে। আমরা ওটা বের করে নিচ্ছি। সিওর, ফাইন।'

'আমি যখন শোয়া থেকে উঠবো আমার দিকে তাকাবে না কিন্তু,' বললেন মিসেস ম্যাকলেনার। শীতে একটু কাঁপছিলেন তিনি। এরপরই উঠে বসলেন এবং গায়ে একটা কোট চড়ালেন।

'শোনো,' তীব্রকণ্ঠে বললেন তিনি, 'জলদি করো তোমরা।'

স্বেচ্ছায় খাটটা ধরলো তারা এবং *ঠেলে* দরোজার ভেতর দিয়ে গলিয়ে দিতে লাগলো।

www.pathagar.com

'খাটের পাশটা ধরো,' বললেন তিনি, 'ঠিক এভাবে। এবং এটায় দাগ ফেলো না, অসাবধান অলস জানোয়ারেরা।'

'ঝটপট করো,' ওউইগো হাঁপাতে হাঁপাতে বললো।

দরোজার ভেতর দিয়ে খাটটা তুলে ধরাধরি করে গোলাঘরের পাশের আঙিনায় নিয়ে রাখলো দুজন। পরমুহূর্তেই ছুটলো বিছানাটার জন্যে। এই ফাঁকে রান্নাঘরে আগুন ধরলো।

মিসেস ম্যাকলেনার তাদের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেনঃ 'তোমাদের নোংরা হাত দিয়ে ছোঁবে না আমার বিছানাপত্র। আমি নিজেই ওগুলি বয়ে নিয়ে যাবো।'

দুই রেডইণ্ডিয়ান তাঁকে পাহারা দিয়ে বাইরে নিয়ে এলো। তারা বিস্মিত চোখে দেখলো, খাটের ওপর বিছানা পাতছেন তিনি। এরপরেই শোবার জন্যে উঠে বসলেন খাটে।

'এখন তোমরা চলে যাও,' বললেন তিনি। 'এবং আর কখনো আমার কাছ ঘেঁষবে না।'

একগাল হেসে ওউইগো বললোঃ 'বেশ ভালোভাবে জ্বলছে আগুন।'

'তোমরা চলে যাও!' তাড়া দিলেন মিসেস ম্যাকলেনার। 'জলদি। তোমাদের দুজনকে পসন্দ করি না আমি। তোমরা খুব খারাপ।'

ওউইগোকে বিমর্ষ দেখালো। সবকিছু তো সেই করেছে। দুঃখিত মনে হলো তাকে। তার বন্ধু সনোজোওয়াউগার মুখেও বেদনার ছাপ ফুটে উঠতে দেখলো সে।

'চলো যাই,' বললো ওউইগো। মাস্কেট বন্দুক দুটি কুড়িয়ে নিয়ে একজনের পেছনে আরেকজন টলতে টলতে দুজনই তারা বিমর্ষমুখে জংগলের ভেতর অদৃশ্য হলো। তখনো কিছু নেশার ঘোর ছিলো দুজনেরই।

তাদের চলে যাওয়া দেখলেন মিসেস ম্যাকলেনার। এরপর দৃষ্টি ফেরালেন বাড়ির দিকে। দেখলেন জ্বলছে বাড়িটা। মেপল কাঠের পালংকটার ওপর দিয়ে আগুনের লাল শিখার আলো এসে পড়ছিলো তাঁর মুখে। কেমন নিস্তব্ধ থমথমে দেখাচ্ছিলো তাঁর লম্বাটে মুখখানা। আগুনের হল্কার আঁচের জন্যে চোখের পাতা মেলতে পারছিলেন না তিনি। বালিশের পিঠে ঠেস দিয়ে বসেছিলেন চুপচাপ। মিনিট কয়েক পরেই নীরবে তাঁর ভাঁজপড়া মুখের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে গড়াতে শুরু করলো অশ্রুর বড়ো বড়ো ফোঁটা।

www.pathagar.com

বাড়ির দিকে পিঠ দিয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি। কিন্তু আগুনের আলোটাকে আড়াল করতে পারলেন না। লানার কথা তখন তাঁর মনের মধ্যে ছিলো না। বাড়িটার ধ্বংসকাণ্ডে বুকটা ভেঙ্গে যাচ্ছিলো তাঁর। গত তিনবছর ওটা রক্ষা পেয়েছিলো সন্ত্রাসীদের হামলা থেকে। আর শেষে কিনা দুটি মাতাল রেডইণ্ডিয়ানের আগুনে নিঃশেষ হলো সবকিছু।

মিসেস ম্যাকলেনারের ঘুমিয়ে পড়বার একঘন্টা পরে জাগলো লানা। চারপাশে একপলক তাকাতেই আতংকে শিঁটিয়ে উঠলো ও। ছোটো ছেলেটা ঘুমিয়ে আছে বিভোরে। কিন্তু গিলি নেই। গিলির নাম ধরে ডাকতে যাওয়ার মুহূর্তেই সুমাক লতার ঝোপের ভেতর দিয়ে ওর চোখে পড়লো নিচে উপত্যকার ওদিকের দৃশ্যটা।

সন্ধ্যার ম্লান আলো তখন চারপাশে। দুইসার গাছের ফাঁক দিয়ে হঠাৎ লানা দেখলো একদল লোক দৌড়ে দৌড়ে আসছে। দেখতে ভুল হয়নি লানার। উপত্যকায় ঢুকে পড়েছে রেডইণ্ডিয়ান সন্ত্রাসীরা।

গিলির নামটা ওর ঠোঁটের আগায় এসেই আবার মিলিয়ে গেলো। নিজের নির্বুদ্ধিতায় তখন ও প্রায় দিশেহারা। ওর ঘুমিয়ে পড়বার জন্যেই তো ছেলেটা কোথায় চলে গেলো। মনের এই ছটফটানো অবস্থার মধ্যে গিলিকে খুঁজবার জন্যে চোখ এদিক-ওদিক ঘোরাতেই কিংসরোডের খুঁটির বেড়াটার কাছে দুটি রেডইণ্ডিয়ানের ওপর দৃষ্টি পড়লো। তাদের একজনের বুকে এবং মুখে ছিলো লাল রং। আরেকজনের কালো। লানা বুঝলো বাড়িটা তাদের নজর এড়াবে না। এবং কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখা গেলো রাস্তার মোড় ঘুরে বাড়িটার দিকেই যাচ্ছে তারা। চুপিসারে দুজনকে বারান্দায় উঠতে এবং কুকুরের মতন নাক গলিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেখলো ও। সাংঘাতিক অসহায় বোধ করছিলো লানা ব্যাপারটা দেখে। ওখানে এখন কী ঘটছে এতো দেরিতে তা আঁচ করার উপায় ছিলো না। বাড়ির ভেতর থেকে রেডইন্ডিয়ানদের ওপর গুলি ছুঁড়বারও কোনো আভাস পাওয়া গেলো না। ছয়জন প্রহরী নিশ্চয়ই এরমধ্যে বাইরে চলে গেছে।

লানার মনে হলো কোনো অনিবার্য কারণে বাড়ি ছেড়ে গেলেও মিসেস ম্যাকলে-নারকে নিশ্চয় সাথে নিয়ে গেছে তারা। এ অবস্থায় একটা কাজই শুধু করার কথা ভাবতে পারলো ও। ছোটো ছেলেটাকে জো বোলিও'র গোপন গর্তে লুকিয়ে রেখে পরে নিঃশব্দে গিলির খোঁজে বের হবে-এটাই মনে মনে ঠিক করে নিলো।

www.pathagar.com

পাহাড়ের এই চড়াই থেকে বেরিয়ে লুকানোর গর্তটা খুঁজে পেতে কিছুক্ষণ সময় লাগলো ওর। কিন্তু ওটা দেখতে পাওয়ার পরই নিজের গায়ের কোটটা দিয়ে ঢেকে বাচ্চাটাকে ভেতরে নামিয়ে শুইয়ে দিলো। স্বর্গীয় দূতের মতন শান্তিতে ঘুমাচ্ছিলো জোয়ি। ভেতর থেকে উঠে হেমলকের শুকনো ডালপালা দিয়ে গর্তের মুখটা বন্ধ করলো লানা এবং প্রার্থনা করলো যেনো বাচ্চাটা ঘুমিয়ে থাকে। বুকটা ধুকধুক করছিলো হাত এবং পায়ের ওপর ভর রেখে হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড়ের নিচে নামবার সময়। সুমাকের ঝোপটার ওপাশ থেকে কারো হাঁটাচলার শব্দ শোনা যায় কিনা তার জন্যে কান খাড়া করেই রাখা ছিলো। না, কোনো শব্দের অস্তিত্ব ছিলো না কোথাও। উপত্যকাটা ছিলো একেবারে নিস্তব্ধ। শুধু পশ্চিম থেকে মাঝে মাঝে দমকা ঝাপ্টা তুলে পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ছিলো বাতাস।

খুব সাবধানে হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে বেয়ে বাড়িটার দিকে নামতে থাকলো লানা। প্রায়মাটির সাথে নোয়ানো ছিলো মাথাটা। শুধু গিলিকে দেখবার জন্যে সুমাকের ডাঁটাগুলির ভেতর থেকে ঘাড়টা মাঝেমাঝে তুলছিলো একটু। ও এখন অনুমান করলো, এই লতাগুল্মের তুলনায় কত প্রকাণ্ড অরণ্যের গাছপালা। পাহাড়ের ঢালের নিচের ধারঘেঁষে ঘিরে থাকা সুমাক ঝাড়টার ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় আশা করলো সময় থাকলে হয়তো গিলিকে ধরা যাবে। সামান্য কিছুদূর যাওয়ার পর পরই থামছিলো ও এবং কান পেতে রেখে শুনবার চেষ্টা করছিলো রেডইণ্ডিয়ানদের কোনো আভাস পাওয়া যায় কিনা। আতংকটা বাধ্য করলো ওকে ধীরস্থির থাকতে। ঝোপের প্রতিটি ফাঁকা জায়গার ভেতর দিয়ে ওর চোখ খুঁজছিলো গিলিকে।

পাহাড়ের ঢালের নিচে সবটা জায়গা ঢুঁড়ে এসে এখন আরেকবার হামাগুড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলো ও। কিন্তু নিচে নামবার পরও বাড়ি থেকে কোনো শব্দ এলো না কানে। রেডইণ্ডিয়ানরা কী এখন আছে বাড়িটায়? যদি থাকেও তাহলে বোধকরি কোনো রহস্যজনক কারণে সাড়াশব্দ করছে না। একবার ভাবলো গিলিকে ডাকবার ঝুঁকিটা নেয়া যায় কিনা। উঠে দাঁড়িয়ে ছেলেটার নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকবার জন্যে মনটা আঁকুপাঁকু করছিলো। এদিকে লুকানোর গর্তটায় ছোটো ছেলেটার কী অবস্থা হয়েছে সে ভাবনাটাও ব্যাকুল করে তুললো ওকে। এরমধ্যে জেগে গেলে কান্না জুড়তে শুরু করবে বাচ্চা। আর এই বাতাসে ওর কান্নার আওয়াজ যাবে বাড়িটা ছাড়িয়ে আরো অনেক দূরে।

www.pathagar.com

সুমাকের লতানো ডালগুলি চুলে আঁকড়ে মাথার খোঁপার পিনগুলিকে আলগা করে ফেলায় মুখের সামনে ওর ছড়িয়ে পড়লো ঝাঁকড়া চুলের রাশি। এতে অসুবিধা হচ্ছিলো দেখতে। এদিকে সূর্যটা এখন নিচে নেমে যাওয়াতে সবকিছু ভালোমতন দেখতে পাওয়া যাচ্ছিলো না। আকাশের দিকে একবার তাকালো ও। মনে হচ্ছিলো শিগগিরই ঝাঁপিয়ে নামবে শীত। আসন্ন রাত এবং রেডইন্ডিয়ান পাশাপাশি এই দুই ভয় এখন ছেঁকে ধরলো ওকে। অন্ধকারের আগেই যদি গিলিকে খুঁজে না পায় ও, তাহলে হয়তো আর জীবনেও পাওয়া যাবে না ছেলেটাকে।

বুকের ভেতর থেকে ঠেলে ওঠা কান্নাটা অনেক কষ্টে আরেকবার সংবরণ করলো। ভাবলো, মাটিতে শুয়ে মুখ নিচু করে যদি ডুকরে কাঁদতে পারতো এবং বুকফাটা চিৎকার জুড়তে পারতো তাহলে হয়তো সাহায্য পাওয়া যেতো লোকের। কিন্তু সাহস পেলো না এরকম কিছু করতে। এমনকি, চোখ ফেটে নেমে আসা অশ্রুর স্রোত যখন অসহায়ভাবে ওর নাকমুখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিলো তখনো হামাগুড়ি দিয়ে চলবার সময় হাত আর হাঁটুতে লাগা শুকনো ডালপাতাগুলি সরাতে হচ্ছিলো ওকে। কারণ, একটা শুকনো পাতার শব্দও ওঁত পেতে থাকা শত্রুকে সজাগ করে দিয়ে ঘটাতে পারে বিপদ।

ওর প্রাণটা বিতৃষ্ণ এবং ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলো। ওকে এভাবে একা ফেলে রেখে যাওয়ায় ওর ক্ষোভটা বেশি তীব্র হলো গিলের বিরুদ্ধে। ওকে যদি সত্যি ভালোবাসতো গিল তাহলে নিশ্চয় ওর এই বিপদটা টের পেতো সে এবং দ্রুত ছুটে আসতো ওর খোঁজে। কিন্তু ও জানতো গিল আসবে না। এবং এও জানতো এই বিপদটা পুরোপুরি ওর নিজেরই সৃষ্টি। হামাগুড়ি দিতে দিতে প্রায়নিঃশেষিত ধৈর্য নিয়ে শুরু করলো ও প্রার্থনা। ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে অতিকষ্টে চোখদুটি ওপরের দিকে তুলে সন্ধান করলো যদি প্রভুর কোনো নিদর্শন দেখতে পায়। একটু পরেই একটি স্বর কানে ভেসে এলো। ক্ষীণ একটি স্বর। পরমুহূর্তেই ভয়ে এবং আতংকে চুপসে গিয়ে ও ভাবলো, হয়তো এটা জোয়ির গলার আওয়াজ হতে পারে।

কিন্তু শব্দটা এবার আরো স্পষ্ট শোনা গেলো। না, ওটা জোয়ির স্বর নয়।

'মা! মা!' ওই গ্রীষ্মেই 'মা' শব্দটা বলতে শিখেছিলো গিলি। বেশ স্পষ্টই সে উচ্চারণ করতে পারতো কথাটা।

ক্লান্ত অনুভূতিটাকে সংযত করে নিয়ে লানা ভালোমতন বুঝতে চেষ্টা করলো কোন্ দিক থেকে আসছে শব্দটা। পাহাড়ের ঢালু চড়াইটার ওপর থেকে আসছে শব্দটা এবার

www.pathagar.com

পরিষ্কার আঁচ করতে পারলো ও। ওখানে টিলতে ফাঁকা জায়গাটায় দুই বাচ্চাকে নিয়ে কিছুক্ষণ বসেছিলো লানা। বোঝা গেলো গিলি ঠিকমতনই ফিরে এসেছে জায়গাটায়।

লানা ঝুঁকি নিয়ে অনুচ্চ কিন্তু স্পষ্ট কণ্ঠে ডাক ছেড়ে বললোঃ 'মা আসছে, বাবা। চুপ্!' এখন অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠেছে। সুতরাং, ডাক পাড়লেও তেমন ভয় নেই। উঠে দাঁড়ালো লানা। এবং পাগলের মতন ছুটলো ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে হুমড়ি খেতে খেতে। ওপরে উঠেই দেখতে পেলো, ফাঁকা জায়গাটার ঠিক মাঝখানে একা দাঁড়িয়ে আছে গিলি। হাত বাড়িয়ে বুকের ওপর ও তুলে নিলো ছেলেটাকে।

'সোনামানিক আমার!' ফিসফিসিয়ে বললো লানা। 'চুপ, চুপ!'

নাকিসুরে একটু ঘ্যানঘ্যান করে মায়ের বুকের সাথে আঁটসাঁট হয়ে লেপ্টে থাকলো গিলি। একমুহূর্ত পরেই লানা আবার ছুটলো গর্তটার দিকে এবং সহজেই ওটা খুঁজে পাওয়ায় অবাক হলো। গিলিকে গর্তের ধারে বসিয়ে দিয়ে সাবধানে নিচে নামলো যাতে ওর নড়াচড়ায় ছোটো বাচ্চাটার ঘুম ভেঙ্গে না যায়। এরপর হাতবাড়িয়ে গিলিকে তুলে নিয়ে নামালো নিচে। দুই ছেলেকে দুই ডানায় তুলে রেখে এবার সুস্থির হয়ে বসলো ও। কাঁদলো না লানা। শুকনো চোখেই ছোটো অন্ধকার গর্তটায় বসে থাকলো চুপচাপ। কারণ, যেকোনো শব্দ অনুসরণ করেই নেকড়ে হয়ে হানা দিতে পারে বিপদ।

সুমাক ঝোপের ফাঁক দিয়ে গর্তের ভেতর গলিয়ে আসা আগুনের ঝলক দেখেই লানা প্রথম বুঝলো ম্যাকলেনার হাউসটা জ্বলছে। গর্তের তলা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে একটা গাছের গুঁড়ির ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করলো, কী ঘটেছে ওখানে। বাড়ির ছাদের দিক থেকে বাতাসের ঝাপ্টায় হল্কা উঠছিলো আগুনের। রেডইণ্ডিয়ান দুজনকে খাটটা বয়ে নিয়ে যেতে দেখলো একপলক। এর পরেই দেখলো বিছানাপত্র নিয়ে মিসেস ম্যাকলেনার যাচ্ছেন তাদের পেছন পেছন। ব্যাপারটা বুঝতে পারলো না লানা।

একটু পরে দেখলো খাটখানা ঠিকমতন বসানো হয়ে গেলে ওটার ওপর উঠে বসলেন বৃদ্ধা। দুই রেডইণ্ডিয়ানকেও দেখলো চলে যেতে। লানা ভাবলো ওখানে গিয়ে যদি ও মিসেস ম্যাকলেনারকে বলতে পারতো এই গর্তটায় এসে আশ্রয় নিতে। কিন্তু বাচ্চা দুটি ওকে আটকে রাখলো। জোরি ঘুমের মধ্যেই নেকোসুরে ঘ্যান ঘ্যান করতে শুরু করলো। এখুনি ছেলেটা জেগে যাবে এবং খেতে চাইবে। গিলিও ক্ষুধার্ত। ভন্‌ভন্ করে ঘুরছিলো লানার মাথাটা। কী যে হলো পৃথিবীটার।

www.pathagar.com

হঠাৎ একটা লোকের ছায়া ভাসলো চোখে। ডানদিকে বেশ দূরে সুমাক ঝাড়ের মাঝখান দিয়ে মাথা নুইয়ে নুইয়ে আসছিলো লোকটা। গর্তের ভেতর বসে পড়লো লানা। ঠিক ওই মুহূর্তেই প্রথম চিৎকার জুড়লো জোয়ি। ক্ষুধা পেলে এঁড়ে বাছুরের মতন চিৎকার দেয় ছেলেটা। অন্ধকারে পাগলের মতন হাতড়ে বাচ্চাটার ঠোঁট চেপে ধরলো লানা। আর সংগে সংগে জোয়ি শ্বাস ফেলবার জন্যে প্রচণ্ড শক্তিতে হাতপা ছুঁড়তে শুরু করলো। এদিকে গিলিও শুরু করলো প্যানপ্যান্। 'চুপ!' ফিসফিসিয়ে বললো লানা। একহাতে খাটো গাউনটা ছিঁড়ে দুই ফাঁক করে উদাম করলো স্তনজোড়া। 'হে প্রভু!' মনে মনে বললো ও, 'এখন যদি আমার বুক থেকে দুধ বের না হয়!' জোয়িকে বুকের কাছে টেনে এনে ওর মুখের ওপর থেকে হাতটা সরিয়ে নিলো লানা এবং স্তনের একটা বোঁটা গুঁজে দিলো ঠোঁটে। চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে থামলো বাচ্চাটা এবং পরমুহূর্তেই জোরে কামড় বসালো স্তনে। ব্যথায় প্রায় কঁকিয়ে উঠতে যাচ্ছিলো ও। একটু পরেই ঠোঁটে টেনে গোগ্রাসে দুধ গিলতে শুধু করলো জোয়ি। এদিকে গিলিও মৃদুস্বরে জুড়লো কান্না। শীতে এবং ক্ষুধায় কাতর হলেও দুধের গন্ধটাই এই মুহূর্তে ওকে বেশি উতলা করে তুললো। কিছুতেই চুপ করবে না ছেলেটা। কাছে টেনে নিয়ে ওর মুখখানাও বুকের ওপর রেখে বাকি মাইটা বাড়িয়ে দিলো লানা। গিলি মাইটা ধরবে কিনা এটা ওর ইচ্ছার ওপরই ছেড়ে দিলো ও। কারণ, অনেক দিন হলো গিলি আর মায়ের স্তন চুষছে না। জোয়ির জন্মের পর অনেক কষ্টে ওকে মাই ছাড়াতে হয়েছিলো। কিন্তু যখন একটু হাতড়াতে হাতড়াতে শেষে মাইটা মুখে তুলে নিলো গিলি—প্রাণটা তখন শান্ত হলো লানার।

সুমাক ঝাড়ের ভেতর গা ঢাকা দিয়ে আসা লোকটা ছিলো জো বোলিও। সীমান্তে টহলের দায়িত্বটা শেষ করে সে, অ্যাডাম এবং গিল ফিরে এসেছিলো। একজন ওনিডা রেডইণ্ডিয়ানের বরাত দিয়ে তারা জানালো স্কোহারির ওপর শত্রুবাহিনীকে আঘাত হানতে দেখেছে লোকটা। তারা তিনজন ফোর্ট ডেটনে পৌঁছলে পর মার্ক ডেমুথের সাথে একদল মিলিশিয়া নিয়ে তাদের দক্ষিণে যাওয়ার নির্দেশ দিলো বেলিঞ্জার। জরুরি ডাকবাহকের কাছ থেকে বেলিঞ্জার খবর পেয়েছিলো ক্লকের খামারের ওপাশে স্যার জনের হানাদার বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করছে ভ্যান রেনসেলারের সেনাবাহিনী। আর টোরিরা দ্রুত ধেয়ে আসছে নদী পেরিয়ে। বেলিঞ্জার নির্দেশ দিলো, সম্ভব হলে ক্যাপ্টেন ডেমুথ যেনো জনসন কিংবা জন বাটলার অথবা টোরিদের অন্য দুচারজন নেতাকে পাকড়াও করে নিয়ে আসে।

www.pathagar.com

গিল সংগে সংগে তার পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তার কথা তুললে পর বেলিঞ্জার তাদের ব্যাপারে নেয়া ব্যবস্থার কথা তাকে জানালো। 'তোমাদের দক্ষিণে যেতে হবে, তোমাদের তিনজনকেই। ওই পার্বত্য অঞ্চলে তোমরা ছাড়া আর কেউ রাতের অন্ধকারে তাদের অবস্থান খুঁজে বের করতে পারবে না। সুতরাং তোমাদের একজনকেও আমি ছাড়তে পারবো না।' বেলিঞ্জারকে কেমন ক্লান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনে হচ্ছিলো। 'তোমাদের মহিলারা বহাল তবিয়তেই আছেন,' বললো কর্নেল।

ডেমুথের কাছে হাজিরা দেয়ার জন্যে ছুটলো গিল। কিন্তু জো বোলিও কোনোকিছুর ধার ধারলো না। বেলিঞ্জার কেনো-এই সময় জেনারেল ওয়াশিংটনের নির্দেশ মানতেও রাজি ছিলো না সে। সামরিক শৃংখলা, ঘটনার গুরুত্ব, পরিস্থিতির বিচার বিশ্লেষণে কিংবা ন্যায়ের কঠোর অনুশাসন কোনো কিছুই পিছুটানতে পারলো না তাকে। ম্যাকলেনারদের বাড়িতে তার একটি ধর্মসন্তান আছে এবং ছেলেটাকে তার রক্ষা করতে হবে-এ ভাবনাটাই সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন করে তুললো জোকে। সে আগে যাবে ম্যাকলেনার হাউসে। সেখানে সবকিছু দেখেশুনে আড়াআড়ি পথে গিয়ে ধরা যাবে ডেমুথকে ভাবলো জো।

সময়মতনই সে পৌছলো ওখানটায়। বাড়ির ছাদটা তখন খসে পড়তে শুরু করছিলো। আঙিনায় গিয়ে দেখলো মিসেস ম্যাকেলেনার শুয়ে আছেন তাঁর খাটে। সংগে সংগে সে ছুটে এলো তাঁর কাছে। এন্ডরিজ দুর্গের দিক থেকে তখন শোনা যাচ্ছিলো গুলির শব্দ। তাড়াখাওয়া নেকড়ের মতন বনজংগলের ভেতর দিয়ে ধেয়ে আসছিলো অনেক সন্ত্রাসী। পথে যা চোখে পড়বে তার সবই ছারখার করবে তারা।

বিছানার চাদর উঠিয়ে নিয়ে মিসেস ম্যাকলেনারকে ধরে নিচে নামলো জো। তিনি কেন লুকানোর গর্তটায় আশ্রয় নিতে গেলেন না প্রশ্নটা মূলতবি রাখলো সে। তার বদলে বুড়ো মহিলাকে পাহাড়ের ঢালের ওপর তাড়াহুড়া করে নিয়ে গিয়ে তাঁকে ঢুকিয়ে দিলো গর্তে। সে যখন কাজটা করছিলো গহবরটার ভেতর আতংকে শিউরে উঠলো লানা। ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে সে বললোঃ 'লানা তুমি ভেতরে আছো?' পরমুহূর্তেই আবার বললোঃ 'আমি জো।'

'হ্যাঁ।' জোরে স্বস্তির একটা শ্বাস ফেললো লানা। ওর কথা ভালোমতন শুনতে পেলো না জো।

www.pathagar.com

'মিসেস ম্যাকলেনারকে নিয়ে এসেছি। তোমরা চুপচাপ থাকবে। কোনো ভয় নেই তোমাদের। আমি ভেতরে যেতে পারছি না। তবে খুব কাছেই থাকবো।'

তিনটি রেডইণ্ডিয়ানকে দেখা গেলো জ্বলন্ত বাড়িটার ভেতরে ঢুকে নাক বাড়িয়ে ঘুরঘুর করতে। সুমাক চারার ঝাড়টার ধারে পায়ের চিহ্ন দেখে প্রলুব্ধ হয়ে উঠলো তারা এবং সংগে সংগেই দাগগুলি অনুসরণ করে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলো। তারা আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছিলো গোপন গর্তটার দিকে। তাদের পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলো স্ত্রীলোকেরা। কাছাকাছি এসেই থামলো তারা। হঠাৎ কানফাটানো শব্দে চিৎকার দিয়ে উঠলো তাদের একজন। একটু পরেই সে চুপ হয়ে গিয়ে শোনবার চেষ্টা করলো ভয়ার্ত কোনো গুঞ্জন তার কানে আসে কিনা।

তারপর একটা গুলির প্রচন্ড বিস্ফোরণের শব্দ হলো। তক্ষুণি চেঁচিয়ে উঠলো বাকি দুজন রেডইণ্ডিয়ান। পরমুহূর্তেই স্ত্রীলোকদের কানে এলো জো বোলিও'র চিৎকার। গর্তের ওপরকার সুমাক ঝাড়ে ধাওয়া এবং ছোটাছুটির শব্দ শুনতে পেলো তারা।

একমিনিট পরে তারা বুঝলো বাতাসটা আগের মতো বয়ে চলছে।

মিসেস ম্যাকলেনার লানার গায়ে ঠেস দিয়ে কাঁদলেন হু–হু করে।

অক্টোবরের ঝকঝকে ভোরে ঘুম ভাংলো তাদের। জাগবার পর বিশ্বাসই করতে পারছিলো না আদৌ ঘুমিয়েছে কিনা তারা। বাচ্চা দুটি কান্না জুড়লো।

'কাঁদে না। কাঁদে না। সব এখন ঠিক হয়ে গেছে,' গর্তের ওপর থেকে শিশুদের সান্ত্বনা দিলো জো। লানা মাথা তুলে দেখলো একটা ওপড়ানো গাছের গুঁড়ির ওপর বসে রাইফেলের লম্বানলটা পরিষ্কার করছে সে। পাশেই ঝকঝক করছিলো তার হাত কুড়াল এবং ছুরিটা। ও দুটি আগেই সাফ করে রেখেছিলো জো। 'সন্ত্রাসীরা ছিলো মোট তিনজন,' লানার দিকে মাথা নেড়ে বললো সে। 'বাচ্চা দুটিকে গর্ত থেকে টেনে বের করতে লানাকে সে সাহায্য করলো। 'যে–লোকটা প্রথম চেঁচিয়েছিলো তার গলা বন্ধ করে দিয়েছি আমি। গুলিটা সোজা বেরিয়ে গেছে তার মগজ দিয়ে। ওটা ছুঁড়েছিলাম বিশ রড দূর থেকে। ওখানে চিতিয়ে পড়ে আছে লোকটা।'

www.pathagar.com

লানা তাকাতে সাহস পেলো না। কিন্তু মিসেস ম্যাকলেনার কৌতূহল নিয়ে দৃষ্টি মেলে ধরলেন মৃতদেহটার দিকে। 'জুরি হঠাৎ বলে উঠলো, তিনি, 'জুরি ম্যাকলোনিস!'

'বজ্জাতটার সব খলবলানো বন্ধ হয়েছে,' মাথা নাড়লো জো। 'আমার সাথে চলুন। আপনাদের দুর্গে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো আমি। ছোটো বাচ্চাটাকে কাছে টেনে নিলো সে। 'আমি জোয়িকে কোলে তুলে নিয়ে যাবো।'

নানান জায়গা থেকে খবর আসতে লাগলো সারাদিন ধরে। পশ্চিমে সরে পড়েছে টোরি সেনাবাহিনী। কিন্তু যাওয়ার পথে তারা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করেছে গোটা স্কোহারি এবং মোহক নদীর দুই তীরের সমস্ত জনবসত। কানাজোহারি আর কানাওয়াগা থেকে শুরু করে ক্লকের খামারের উজানে নদীর চড়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকার কিছুই রক্ষা পায়নি হানাদারদের ধ্বংসতাণ্ডব থেকে। তাদের পাকড়াও করবার কথা থাকলেও শেষপর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি। স্টোনঅ্যারাবিয়া দুর্গের চল্লিশ জনকে হত্যা করেছে তারা। এরা রুখবার চেষ্টা করেছিলো তাদের অগ্রগতি। রেডইণ্ডিয়ান এবং সন্ত্রাসীরা অন্যান্য বারের মতন এবারও মূল বৃটিশ বাহিনী থেকে সটকে পড়ে বিভীষিকা সৃষ্টি করে চারপাশে। লুটতরাজের প্রলোভনের জন্যে তাদের সংযত রাখা যায়নি।

যে মিলিশিয়া দলটিকে এন্ডরিজ রক্ষার জন্যে পাঠানো হয়েছিলো তারা ফিরে এলো সবশেষে। তাদের কাছ থেকে জানা যায় রেডইণ্ডিয়ানদের হামলার একেবারে প্রথম দিকেই জ্যাকব স্মল ধরা পড়ে। কামান দাগিয়ে ফ্রেসার কক্স যখন সতর্ক সংকেত দিলো তার আগেই ঘটে যায় ব্যাপারটা। আপেল কুড়ানোর জন্যে গিয়েছিলো জ্যাকব স্মল। ব্লকহাউস থেকে কয়েক রড্ দূরে একটা ঝোপের পেছনে ছিলো আপেল গাছটা। এমনিতেই আপেলের সাংঘাতিক লোভ ছিলো স্মলের। কিন্তু এ গাছের আপেল বেশি পসন্দ করতো সে। রেডইন্ডিয়ানরা গুলি করবার পর মাথার চামড়া খুলে নিয়েছিলো তার। আর গাছের নিচের ডালগুলির মাঝখানে তারা রেখে যায় তার মৃতদেহটা। মিলিশিয়ারা জ্যাকবের হাতে একটা আপেল দেখতে পায়। মাত্র একটা কামড় বসানো ছিলো আপেলটায়। বাহিনীর তিন ভাগের দুভাগ লোক নিয়ে রাতের দিকে ফিরে এলো অ্যাডাম এবং গিল। অতর্কিতে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো শত্রুরা। জনসনের সবুজ কোট সেনাদল আর বাটলারের রেঞ্জারদের হাতে বন্দী হয় ডেথুম এবং আরো আটজন।

ওই রাতে অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠবার সাথে সাথে আকাশে মেঘ বয়ে নিয়ে এলো পশ্চিমের বাতাস। এবং আগাম পড়তে শুরু করলো তুষার। এটা ছিলো মওসুমের প্রথম তুষারপাত।

www.pathagar.com

নয়

পশ্চিম কানাডা ক্রিক

১৭৮১

১

মে মাসের বন্যা

বৃষ্টিটা শুরু হয় মে'র পাঁচ তারিখে। দুপুরের পরে অল্প অল্প মেঘ করেছিলো আকাশে। উত্তর-পশ্চিম থেকে একটু তেরচা হয়ে ঝির ঝির করে নামলো প্রথম ঠান্ডা ফোঁটাগুলি। বসন্তের সাধারণ বর্ষণের মতোই দেখতে লাগছিলো বৃষ্টিটাকে। ডেটন থেকে হারকিমার পর্যন্ত নদীর গোটা বুকটা ফুলেফেঁপে উঠছিলো আগেই। বৃষ্টিতে দুইকূল ছাপানোর বাড়তি পানির জোয়ারে ঢাকলো নদীর চড়া জায়গাটা। কিন্তু ঢেউ ছিলো না পানিতে।

উনুনে জ্বালিয়ে রাখা আগুনের পাশে বসেছিলেন মিসেস ম্যাকলেনার এবং লানা। কুঁড়েঘরটার চালে বৃষ্টির একঘেঁয়ে খৈ ফোটানোর শব্দ কান পেতে শুনছিলেন বিধবা মহিলাটি। লানার কানেও বেসুরো হয়ে বাজছিলো ধ্বনিটা। ঘরের ভেতরে স্যাঁত স্যাঁতে ভেজা গন্ধ বৃষ্টির। ম্যাকলেনারদের বাড়িটা পুড়ে যাওয়ার পর জো এবং অ্যাডামের সাহায্য নিয়ে দুর্গের উত্তরদিকের জায়গায় কাঠের এই নতুন কুঁড়েটা তুলেছিলো গিল। ম্যারি উইভার এসেছিলো তাদের খোঁজখবর নিতে। ওদের ঘরটা ছিলো ডাঃ পেট্রির স্টোরের পাশঘেঁষে পাহাড়ের ঢালুতে। ম্যারি জানালো ওর ঘরের এককোণ দিয়ে স্রোতের মতন বয়ে যাচ্ছে বৃষ্টির পানি। সারা বিকাল মাটির বাঁধ তুলে একটানা চেষ্টা করবার পরও স্রোতটা বন্ধ করতে পারেনি কোবাস।

আগের অভ্যাসমতন মেঝের ওপর শুয়ে থেকে আপন মনে উহ্-আহ্ করছিলো ডেইজি। ম্যারি চলে যাওয়ার পর ওর দিকে তাকালেন মিসেস ম্যাকলেনার।

www.pathagar.com

'তোমার ঘ্যান-ঘ্যানানোটা থামাবে?'

'প্রভুর দোহাই। কষ্টটা আর আমার সহ্য হচ্ছে না মিসি। ঠান্ডাটা একদম শেষ করে ফেললো আমায়।'

গত শরতে জ্বরে পড়বার পর থেকে ঠান্ডা লাগলেই কাহিল হয়ে পড়ে ডেইজি। ও বললো, বৃষ্টির এই ঠান্ডাটা নাকি ওর শরীরের কংকালের সবক'টি হাড়ের ভেতর ঢুকে আধমরা করে তুলেছে ওকে। শরীরের কংকাল অর্থাৎ স্কেলিটন শব্দটাকে ও উচ্চারণ করলো 'স্কেলিংটন।' বললোঃ 'আমাকে যদি একচুমুক রাম খাওয়াতে পারতেন মিসি, ঠান্ডাটা তাহলে একটু কমতো।'

'রাম!' জোরে নেকোশব্দ করলেন বিধবা। 'জিনিসটা পেলে আমি নিজেই গলায় ঢালতাম। এমনকি ডাঃ পেট্রির ওখানেও মিলবে না একটা চুমুক।'

নৈশখাবারের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়লো লানা। হরিণমাংসের ছোটো একটা খন্ড ছিলো ঘরে। আর সামান্য দুধ তুলে রাখা ছিলো দুই বাচ্চার জন্যে। ময়দার কোনো নামগন্ধও ছিলো না।

কেমন নতুন ধরনের একটা স্বচ্ছতা ছাপ ফেলেছিলো লানার মুখে। শরীরটা একেবারে শীর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। একবছর আগে মাংস লেগে থলথলে হয়ে উঠছিলো নিতম্ব দুটি। কিন্তু এখন তা শুকিয়ে যাওয়ায় ড্যাংড্যাংয়ে কিশোরী মেয়ের মতন দেখাচ্ছিলো ওকে। জোড়াতালি দেয়া কাপড়ে কোনোমতে ঢেকে রেখেছিলো ও শরীরটা। মিসেস ম্যাকলেনার এবং নিগ্রো পরিচারিকা ডেইজির গায়েও ছিলো একইরকমের পুরনো জীর্ণ পোশাক। বুনন খুলে গিয়ে হাঁটুর ওপর গড়াচ্ছিলো লানার পেটিকোটটা। যেকোনো সময় আঁশ আঁশ হয়ে গিয়ে ওটা ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার হয়ে যাবে। বাড়িতে তৈরি মোকাসিনের একজোড়া জুতা বেঢপভাবে পায়ে পরেছিলো ও। আর গায়ে চড়িয়েছিলো গিলের একটা ছেঁড়া শার্টের ওপর সেলাই করে লাগানো হরিণচামড়ার একটি জ্যাকেট। চামড়াটা শুকোনো হয়েছিলো কোনোরকমে। বাড়ির সবার চেহারা এবং পোশাকআশাকে স্পষ্ট ছাপ ছিলো দারিদ্র্যের।

উনুনের জ্বলন্ত কাঠের ওপর পানি সেদ্ধ করবার জন্যে লোহার কেতলিটা বসাতে গিয়ে লানা বার বার চেষ্টা করছিলো বাপের বাড়ির ভাবনাটা মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে। গত কয়েক মাস ধরে বাবা-মা এবং বোনদের চিন্তা কিলবিল করছিলো মাথায়। নবেম্বরে ঘোড়ার কয়েকটি ডাক এসেছিলো উপত্যকায়। ডাকবাহকরা বলেছে,

www.pathagar.com

স্যার জনের টোরি সেনাবাহিনী যেকয়টি বসত ছারখার করেছে তার একটি হলো ফক্সেস্ মিল তল্লাট। সন্ত্রাসীদের হাতে ওখানকার বেশিরভাগ লোকই প্রাণ হারিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু জার্মান তল্লাট থেকে সঠিক খবর জানবার কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছিলো না লানা। ওর পিঠাপিঠি বোনটার খবরই শুধু কিছুদিন আগে অনেক কষ্টে জানতে পেরেছে। জন্সটাউনের একটা লোকের সাথে নাকি আগের বছর বিয়ে হয়েছিলো ওর দ্বিতীয় এই বোনটির। লোকটা কী করে তা বলতে পারেনি লানার সংবাদদাতা। ক্লকের খামারে নাকি সে শুনেছিলো লানার বোনের বিয়ের ব্যাপারটা। লানা ভাবলো, তার বোনের বয়েস এখন কুড়ি হবে। লানা পা দিয়েছে তেইশে। কিন্তু ওর মনে হলো ওকে দেখতে নিশ্চয় আরো বেশি বয়েসী দেখাবে।

খেইহারা হয়ে কোথা থেকে কোথায় উড়ে বেড়াচ্ছিলো লানার ভাবনাটা। হঠাৎ বাইরে গিলের পায়ের শব্দ শুনে ভাবনাটায় ছেদ পড়লো ওর এবং জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে তাকালো। পানিকাদা ভেঙ্গে দ্রুতপায়ে বাড়ির দিকে আসছিলো গিল। সারাদিনের এলোমেলো চিন্তার পর স্বামীর পায়ের শব্দ অভ্যাসমাফিক আপনা থেকেই উঠে দাঁড়াতে বাধ্য করলো ওকে। কিন্তু হাসতে চাইলেও মুখে সহজে কথা যোগালো না ওর।

দরোজা খুললে পর ভেতরে ঢুকলো গিল। খোলা দরোজা দিয়ে লানা তাকিয়ে দেখলো, সন্ধ্যার অন্ধকারে অঝোরধারায় বৃষ্টি নামছে বাইরে। গিলের পাশে দাঁড়ানো ছিলো জো বোলিও। তার ভেজা হরিণচামড়ার জ্যাকেট থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়ছিলো পানি। 'জো তার ধর্মছেলেকে দেখতে চাইছিলো। আমি তাই ধরে নিয়ে এসেছি তাঁকে,' বৃষ্টির ঝমঝম শব্দের মধ্যে চেঁচিয়ে বললো গিল।

'খুব খুশি হয়েছি আমি,' বললো লানা। জো এবং অ্যাডামকে বাড়ি বয়ে আসতে দেখলে দুই বাচ্চাই উপচে পড়ে খুশিতে। মনে মনে লানা বললো, 'ঘরে যা আছে তাতে যথেষ্টই হবে। আমি তো আর তেমন ক্ষুধার্ত নই। সুতরাং আমার না খেলেও চলবে।'

মিসেস ম্যাকলেনার তাদের দেখে বললেনঃ 'কাছে ঘনিয়ে এসে বসো হে তোমরা। দুজনই দেখছি একশা হয়েছো ভিজে।'

'আবহাওয়াটা ভারি ছিঁচকাঁদুনে হয়ে উঠেছে,' সবার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হেসে বললো গিল। রাইফেলটা গোঁজের ওপর ঝুলিয়ে রাখছিলো সে। বাচ্চাদুটি ছুটে এলো তাদের দিকে।

www.pathagar.com

'আমাদের জন্যে কী এনেছো, জো চাচা,' দুজনই জিজ্ঞেস করলো একসংগে।

'নরোম একটুকরো পাইনকাঠ আছে আমার পকেটে,' বললো জো। 'বলো, ওটা দিয়ে কী বানিয়ে দেবো আমি তোমাদের?'

একটা মর্দাহরিণ না একটা রেডইন্ডিয়ান যুদ্ধকুড়াল বানাবে–সেনিয়ে তর্ক হলো দুজনের মধ্যে। শেষে মর্দাহরিণের পক্ষেই ভোট পড়লো। বারো শিংয়ের একটা হরিণ বানানোর কথা বললো গিলি। একটু যেনো বিপাকে পড়লো জো। কাঠ কুঁদাতে ভালোই পারে সে। কিন্তু শিকারের ছুরি দিয়ে অমন বড়ো আকারের একটা মর্দাহরিণ কাঠ–খোদাই করে বানানো একটু মুশকিলই হবে তার জন্যে। শেষে কীএকটা চিন্তা করে, আপন মনে হেসে হরিণের পেছনের দিকটা তৈরির কাজে মনোনিবেশ করলো সে।

'বেশ বৃষ্টি হচ্ছে,' বললেন মিসেস ম্যাকলেনার। 'তুমি কোথায় ছিলে, জো?'

'অ্যাডামকে দেখতে গিয়েছিলাম নদীর ওপারে হারকিমারের ওখানে।'

'কিছুদিন হলো অ্যাডামকে আর দেখাই যাচ্ছে না।'

'কেমন করে দেখবেন? আগের মতনই সে বেটসি স্মলের লেজ ধরে পড়ে আছে। বেটসির কিন্তু সেই একগোঁ। বিয়ে না–করলে কিছুতেই ধরা দেবে না অ্যাডামকে। বেটসি হলো অ্যাডামের জীবনে আসা একমাত্র মেয়ে যাকে বিনিসুতোয় মালা পরানো অসম্ভব। সুতরাং অ্যাডামও পিছুছাড়তে পারছে না ওর।'

'অ্যাডামের বোধকরি আরেকটি প্রেমিকা আছে,' বললো লানা।

'পলি বাওয়ার্সের কথা বলছো তো? হ্যাঁ, এখন মেয়েটির একটা বাচ্চা হওয়ায় ওর প্রতি আর তেমন আকর্ষণ নেই অ্যাডামের।'

'পাপী একটা!' কন্ঠে বিস্ময় নিয়ে বললেন মিসেস ম্যাকলেনার। তবে তাঁর কথায় নৈতিকতাবোধসঞ্জাত ঘৃণার তেমন কোনো ভাব প্রকাশ পেলো না। কারণ, ওই হলুদ চুলের সুদর্শন গন্ডমূর্খটাকে খুব স্নেহ করতেন তিনি।

'মেয়েটার সাথে কেউ কোনো কথা বলেনি?'

'হ্যাঁ। আমার কিছু কথা হয়েছে ওর সাথে। ওর ভাবসাব থেকে আমি আঁচ করতে পেরেছি ও ঠিক বলতে পারবে না কে ওর সন্তানের বাবা। তবে ওর বিশ্বাস, কন্টিনেন্টাল সৈন্যদের কেউ একজন হবে একাজের হোতা। গতবছর কন্টিনেন্টাল সেনাবাহিনীর একটি দল কিছুদিনের জন্যে ছাউনি পেতেছিলো এখানে। মনে নেই আপনাদের?'

www.pathagar.com

'বুঝলাম, বাবা,' চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস ম্যাকলেনার। 'পলি বুঝি জানে না কে লোকটা?'

'আমাকে পলি বলেছে ওর ধারণা লোকটা ছিলো সেনাদলটির একজন করপোরাল,' উত্তরে বললো জো। 'কিন্তু এখন ব্যাপারটা অ্যাডামের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করছে ও। আর এ জন্যেই বোধকরি স্মলের স্ত্রীর দিকে অমন করে ঝুঁকছে সে। আপনারা তো বুঝতেই পারছেন, একটা মেয়েমানুষ এভাবে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর মতন একটা বাজে খেলা খেললে অ্যাডামের মতন লোক কেমন করে তাকে সহ্য করবে?'

'জো চাচা,' গিলি চেঁচালো, 'হরিণের মাথাটা তো এখনো হয়নি।'

'আমি জানি। নিচের দিকে সেরেই তো এদিকে আসতে হবে আমায়,' বললো জো। 'এমনকি, বিধাতাকেও একটা মর্দাহরিণ বানাতে গিয়ে শুরু করতে হয়েছিলো কোনো একটা জায়গা থেকে। খুব তাড়াতাড়ি করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। এখানে এখন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। গত সপ্তাহে আমি গিয়েছিলাম স্ট্যানউইক্স। ওখানে নদীর পানি দুর্গের খিড়কি দরোজার ঘাট পর্যন্ত ঢুকে পড়েছে। হ্যাঁ মাম, আমার মনে হয় এবার বৃষ্টিটা সাংঘাতিক হবে। কদিন থাকবে ভাবছেন? তিনচার দিনের আগে ছাড়বে বলে তো মনে হয় না। এবার বন্যা হবে দেখবেন।'

'কেমন করে বুঝলে?'

'বাতাসটা উত্তর দিক থেকে গড়াচ্ছে। কান পেতে শুনুন, ছাদের উত্তর পাশে এখন গোঙাচ্ছে ওটা।'

মাথা খাড়া করবার সময় একটু দুললো তার কণ্ঠার মনিটা।

'উত্তর থেকে বাতাসটা দক্ষিণপুব দিকে গড়ালে বুঝবেন প্রচণ্ড ঝড় হবে।'

'ঘরের চালটা তো আবার উড়ে যাবে না?' বিষণ্ন মুখে বললো ডেইজি।

উনুনের ওপর থেকে ধোঁয়াটে কেতলিটা ওঠালো লানা। সুপের রসালো সুগন্ধে ভরে উঠলো সারাঘর। সবাই টেবিল হিসেবে ব্যবহার করা তক্তাটার দিকে সরে এলো। সবশেষে এলো জো।

'এই যে তোমার মর্দাহরিণ,' গিলিকে বললো সে।

'কিছুতেই এটা মর্দাহরিণ হতে পারে না,' চেঁচালো ছেলেটা।

'নিশ্চয় এটা মর্দাহরিণ। ঠিক বারো শিংওয়ালা।'

www.pathagar.com

'মোটেও না। কোনো শিংই তো এর দেখছি না, জো চাচা।'

গিলির নিচের ঠোঁটটি বেঁকে উঠলো।

'এরকমই হয় মর্দাহরিণ,' বললো জো। 'তোমার কী কোনো বুদ্ধি নেই, গিলি? বছরের এসময়টায় শিংওয়ালা মর্দাহরিণ কেউ কী একবারও দেখেছে?'

এবড়োখেবড়োভাবে খোদাই করা জন্তুটাকে প্লেটের সামনে নিয়ে বসলো গিলি। ওটা একটা ভেড়ার মতন দেখতে হয়েছে ভেবে মনে মনে গোঁ-গোঁ করলো সে। কিন্তু পাতের সবটুকু সুপই সে খেলো গোগ্রাসে। এবং কিছুক্ষণ পরেই চেঁচিয়ে বললোঃ 'এটা সত্যি একটা মর্দাহরিণ,' জো চাচা। আমি এখন দেখতে পাচ্ছি।'

কেমন যেনো একটু বিব্রত দেখাচ্ছিলো জোকে। কিন্তু লানা হাসলো এবং চোখাচোখি হলো মিসেস ম্যাকলেনারের। খাওয়ার সময় এটাওটা বাড়িয়ে দিয়ে দুজনই তারা সাহায্য করছিলো পরস্পরকে। এখন পুরুষদের খাওয়া দেখছিলো তারা। চারজন পুরুষমানুষ খাচ্ছে—আবেগপ্রবণ হয়ে ভাবলো লানা। মিসেস ম্যাকলেনারের চোখে তারা হলো চারটি ছেলে। গিল, জো এবং গিলি আর জোয়ি। সবাইতো বেটা ছেলে।

ঘরের উত্তরপাশে বাতাসের মৃদু ঝাপ্টাটা দেখতে দেখতে একটা দমকা ঝড়ে পরিণত হলো। আচমকা চুপ হয়ে গেলো সবাই। কারো কথাই কেউ শুনতে পাচ্ছিলো না। একটু পরেই আবার ঝাপ্টাটা বন্ধ হলো। ফের সবাই মুহূর্তের জন্যে শুনতে পেলো ঘরের চালের ছাঁইচ বেয়ে পড়া বৃষ্টির টুপটাপ শব্দ। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার প্রচণ্ড বেগে শুরু হলো ঝড়। মনে হলো ওটা বুঝি আর থামবে না। ঝড়ের গর্জনের সাথে সাথে প্রবল বর্ষণ শুরু হলো উপত্যকা জুড়ে। কুঁড়েঘরটাকে কাঁপিয়ে প্রকাণ্ড একটি বাহুর মতন দক্ষিণ আর পুবে বৃষ্টি মুখে নিয়ে থাবা বিস্তার করলো ঝড়ের ঝাপ্টাটা।

'এখুনি শুরু হয়ে গেলো তার আলামত,' বললো জো। আগামীকালই নদীটা বৃষ্টির পানিতে উপচে পড়বে এবং গোটা উপত্যকা ভাসবে বন্যায়।'

সারারাত তারা শুনলো বৃষ্টির একটানা ঝাঁঝাঁ ধ্বনি। অন্ধকারের ভেতর থেকে একটা গলার ক্লান্তিহীন স্বরের মতো আসছিলো ধ্বনিটা। মনে হলো এর বুঝি ছেদ পড়বে না কখনো। গিল ভাবলো জো'র কথা ঠিক হলে নদীর পাশের কোনো মাঠেই শস্যের একটা চারাও অক্ষত থাকবে না। নদী থেকে কোনো কল্‌কল্‌ শব্দ আসছে কিনা শোনার

www.pathagar.com

জন্যে কান পেতে রাখলো সে। কিন্তু বৃষ্টির একঘেঁয়ে ধ্বনির বাইরে আর কোনো কিছুই এলো না তার কানে।

মাঝে মাঝে যেসব স্মৃতি লানাকে অনেক দূরে সরিয়ে নিতো মনজুড়ে ওর শুরু হলো আবার তার আনাগোনা। প্লাবিত নদীর গৈরিক স্রোত যে–দিকে গড়িয়ে চলছে তার ওপর দিয়ে ডানা মেলে দিয়েছিলো ওর ভাবনা। উপত্যকা ছাড়িয়ে নদীর সেই ভাটির দেশের সবক'টি জায়গার ছবি ভাসলো লানার চোখে। সেখানেই তো ফক্সেস মিল বসতটা। কাছাকাছি সব বাড়িঘর পুড়ে যাওয়ার পর এখন না–জানি কেমন লাগছে জায়গাটাকে। অনেক বয়েস হয়েছে ওর বাবা–মা দুজনেরই। এই বয়েসে উপত্যকার দিকে সরে আসা কঠিন তাদের পক্ষে। যেমন কঠিন মিসেস ম্যাকলেনারের পক্ষেও।

সারাহ্ ম্যাকলেনার কোনোরকমে মনটাকে চাঙ্গা করে রাখলেন দিনের বেলা। কথা না বলে থাকতে পারেন না তিনি। এটা তাঁর চিরকালের অভ্যাস। যে–কেউ কোনো কথার সূত্রপাত করলে তিনি তাতে সাড়া দেবেন এবং সাধ্যমতো আলোচনায় তাঁর ভূমিকা পালন করবেন। কিন্তু রাতে যখন বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়ে এবং চুল্লির আগুন ফিকে হয়ে আসতে থাকে তখন তাঁকে পেয়ে বসে বাড়িটার ভাবনা। তিনি জানেন আর বেশিদিন বাঁচবেন না। সুতরাং এ–নিয়ে লানা এবং গিলের মতন অতোটা দুশ্চিন্তায় পড়বার কিছু নেই তাঁর। ওরাদুজন খামারের জায়গা জমিসমেত বাড়িটা উত্তরাধিকার হিসেবে পাবে তাঁর কাছ থেকে। কাজেই দুশ্চিন্তা কিছু হলে ওদেরই হতে পারে। কিন্তু বাড়ির যে হাল এখন হয়েছে তা বোধকরি এতোখানি রেখাপাত করবে না ওদের মনে। বৃষ্টিতে মুখ–হাঁ করে থাকা বাড়িটার ছবি ভাসলো তাঁর কল্পনায়। আগুনেপোড়া পাথরের দেয়ালগুলি দাঁড়িয়ে আছে কালিঝুলি মেখে। মাঝখানের সব ফাটলের ভেতর দিয়ে গড়াচ্ছে বৃষ্টির পানি। বাড়িটা ফের মেরামত করা হলেও আগুনের এই ক্ষত

জো বোলিও'র কোনো ভাবনাই ছিলো না। পেটে খাদ্য থাকলে এবং গরম বিছানায় শুতে পেলে কেমন করে বিভোরে ঘুমানো যায় তা তার ভালোমতনই জানা। ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতন সামনে পেছনে দোল খাচ্ছিলো তার নাকডাকার গড়গড় শব্দ।

গোটা উপত্যকার ওপর ধূসর চাদর বিছিয়ে একনাগাড়ে গড়িয়ে পড়ছিলো বৃষ্টি। কুঁড়েঘরটা থেকে মাত্র দুশ গজ দূরে ছিলো দুর্গের চারপাশের খুঁটির পাঁচিল। সকাল বেলা সেদিকে দৃষ্টি মেলে ধরলেও অস্পষ্ট একটা তামাটে ছায়া ছাড়া আর কিছুই চোখে

www.pathagar.com

পড়লো না কারো। মনে হচ্ছিলো জীবন যেনো একেবারে নিস্পন্দ হয়ে আছে দুর্গটায়। ঘোড়ার পশমের একখানা কম্বল মাথার ওপর চাপিয়ে উপত্যকার অবস্থা দেখবার জন্যে গিল এবং জো'র সাথে বেরুলো লানা। ঘরের দরোজার বাইরে নামতেই বাঁদিক থেকে তাদের কানে এলো পশ্চিম কানাডা ক্রিকের ঢেউয়ের গর্জন। পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলা স্রোতস্বিনীগুলি থেকে সচরাচর যে ধরনের গর্জন শোনা যায় এটা সেরকম ছিলো না। এক তীর থেকে আরেক তীরে আছড়ে পড়া বিশাল তরঙ্গের গম্ভীর শোঁ শোঁ শব্দের মতন বাঁশি বাজিয়ে চলছিলো ধ্বনিটা। জো বললোঃ 'পাহাড় প্লাবিত করে নামছে বন্যার ঢল।' রাতের খাবারের জন্যে দুজনকে ধন্যবাদ জানিয়ে সে পা বাড়ালো দুর্গের দিকে। নদীর তীরের সমতল ভূমির চৌহদ্দি পর্যন্ত এগিয়ে গেলো গিল এবং লানা।

কাচের পাতের মতন মসৃণ দেখাচ্ছিলো মোহক নদীর বুকটাকে। কিন্তু পানির রং বদলে ধূসর থেকে গৈরিক হয়ে উঠেছিলো। ফসলের মাঠগুলির ভেতর দিয়ে দক্ষিণে অনেক দূরপর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ায় নদীর সাবেক চেহারাটাও আর চেনা যাচ্ছিলো না।

জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ আর পানি কতোখানি উঠে এসেছে এনিয়ে মাথাঘামানো ছাড়া কোনো কাজই ছিলো না কারো হাতে।

এরকম বৃষ্টি আর কখনো দ্যাখেনি কেউ। তিনদিনের মাথায় দক্ষিণপশ্চিমে মোড় নিলো বাতাস। এবং দুপুরের দিকে পরিষ্কার হতে থাকলো আকাশটা। শুমেকারের পাহাড়ের চূড়ায় স্বপ্নের ছবির মতন প্রথম চোখে ভাসলো একচিলতে নীল। বৃষ্টিটা থামবার পর দেখা গেলো গোটা তল্লাটের অর্ধেকটাই ভাসছে নোংরা পানিতে। পাহাড়ের ঝরনা এবং স্রোতস্বিনীগুলি প্লাবিত হয়ে খিলানোর মতন উঁচু হয়ে উঠেছে। খোলা আকাশের নিচে খোদাই করা গাঢ় তামাটে স্তম্ভশ্রেণীর মতন দেখাচ্ছিলো সেগুলিকে। পশ্চিম কানাডা ক্রিকটি যেখানে মোহক নদীতে এসে নেমেছে সেখানে উচ্চনাদে গর্জন তুলছিলো ঢেউ। মাথার মগডাল থেকে গোড়া পর্যন্ত পানিতে ডুবে থেকে ঢেউয়ের সাথে যুদ্ধ করছিলো একটি স্প্রুস গাছ। গাছটির এই হাবুডুবু খাওয়ার মধ্যে সঞ্চারিত ছিলো প্রকান্ড এক হতাশা।

গম লাগানো জমিতে অস্তগামী সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়বার পর কৃষকরা দেখলো কী করুণ হাল হয়েছে তাদের ফসলের। মন দমে গেলো সবারই। দলে দলে লোক জড়ো হলো প্লাবিত এলাকার পাশঘেঁষে জেগে থাকা শুকনো মাটিতে। পানিতে কাঠি চুবিয়ে

www.pathagar.com

তারা পরখ করে দেখলো বন্যার স্রোতের তীব্রতা কতোখানি এবং এর প্রভাব কতোটা পড়েছে চাষের জমির ওপরকার মাটির ওপর। এদের সবার মুখেই ছিলো বিষণ্নতার ছায়া।

অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসবার আগে–আগে নদীর মূল স্রোত ঠেলে পাঁচজন সৈন্য নিয়ে পশ্চিমদিক থেকে এসে ভিড়লো একটি সামরিক বোট। দাঁড়ের গোড়ায় ছিলো চারজন লোক। মাঝনদী থেকে জোরে দাঁড় টেনে কিনারের শান্ত পানিতে এসে তারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলো ডেটন দুর্গের দিকে। স্ট্যানউইক্স দুর্গ থেকে চিঠি নিয়ে এসেছিলো লোকগুলি। তারা জানালো জংগলের ভেতরটা দুর্গম হয়ে পড়ায় দুপুরের পরে নদীপথে রওয়ানা দিয়ে গোটা পথ অতিক্রম করতে হয়েছে তাদের।

স্ট্যানউইক্স দুর্গের পুব, উত্তর এবং দক্ষিণের তিনটি পাঁচিলের মাথাই বন্যার পানিতে প্রায় ছুঁইছুঁই করছিলো। দুই ফুট পানির নিচে তলিয়ে গিয়েছিলো প্যারেড ময়দান। বাইরের চৌকিতে পাহারার ব্যবস্থা ছাড়া দুর্গের প্রতিরক্ষা বলতে আর কিছুই ছিলো না। এখন কোনো শত্রু সেনাদল বন্যাপ্লাবিত অরণ্য অতিক্রম করে আসতে পারলে গ্যারিসনটিকে খোলা আকাশের নিচেই তাদের মুখোমুখি হতে হবে। এদিকে এই বন্যার মধ্যে দুর্গ মেরামতেরও কোনো উপায় ছিলো না।

কর্নেল কোকরানের চিঠিখানা বেলিঞ্জারের হাতে তুলে দিলো স্ট্যানউইক্স সৈন্যরা। তারা যখন খাওয়ায় ব্যস্ত ছিলো বেলিঞ্জার মনোযোগ দিয়ে পড়লো সেটি। লোকগুলি মুখে যা বললো তার সমর্থন পাওয়া গেলো চিঠির ভাষ্যে। স্ট্যানউইক্সের বিপন্ন গ্যারিসনটিকে দুইভাগে হারকিমারে এবং ডেটন দুর্গে স্থানান্তরের সুপারিশের কথাও লেখা ছিলো ওতে। ওখানকার সব সামরিক অফিসার একমত হয়ে করেছে এই সুপারিশ। আলবানি কমান্ডের কর্তারা কতোখানি সহানুভূতির চোখে ব্যাপারটাকে দেখবেন সেবিষয়ে অবশ্য চিঠিতে ঘোর সন্দেহ প্রকাশ করেছে কোকরান। কেননা, অতীতেও তাঁরা এই সীমান্ত অঞ্চলের নিরাপত্তার প্রশ্নটাকে হেলাফেলা করেছেন। স্থানান্তরের সুপারিশটা যাতে অনুমোদন পায় তার জন্যে স্ট্যানউইক্স গ্যারিসনের অধ্যক্ষ বেলিঞ্জারকে অনুরোধ জানিয়েছে কোকরান গবর্নরের কাছে একটি চিঠি লিখতে।

জার্মান তল্লাটে নিয়মিত সেনাবাহিনীর একটি গ্যারিসন মোতায়েনের সম্ভাবনায় গভীর একটা আশা জাগলো বেলিঞ্জারের মনে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এরকম আশার সঞ্চার আর কখনো হয়নি তার মধ্যে। একটা দীর্ঘ চিঠি লিখলো সে গবর্নরের

www.pathagar.com

৫। ব্যারাক তৈরি এবং সামরিক অফিসারদের প্রয়োজন–মাফিক বিভিন্ন নির্মাণ কাজে স্থানীয় শ্রমিক সরবরাহের সুস্পষ্ট নিশ্চয়তারও উল্লেখ ছিলো তার চিঠিতে।

কিন্তু পরদিন সকালে নৌকাবোঝাই হয়ে সৈন্যরা ফেরত চলে গেলে বেলিঞ্জারের মনটা আবার দমে গেলো। আলবানির সামরিক সদর দফতরের ওপর আস্থা রাখতে পারলো না কর্নেল।

ওই দিন দুপুরের পরে এক আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণ ধ্বংস হলো স্ট্যানউইক্স দুর্গের বাদবাকি ছাউনি এবং ঘেরাটগুলি। ফলে সৈন্যদের সরানো ছাড়া আর কোনো উপায় থাকলো না। কিন্তু কেমন করে আগুনটা লাগলো এবং কেনো ওটা নেভানো যায়নি কারো কাছ থেকেই তার ব্যাখ্যা পাওয়া গেলো না।

২

উইলেটের প্রত্যাবর্তন

স্ট্যানউইক্স দুর্গের সেনাদলটির উপস্থিতির পর জার্মান তল্লাটে যে–আশা এবং আস্থার সঞ্চার হয়েছিলো তা কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হলো না। মে মাসে সেনাদলটিকে অন্যজায়গায় বদলি করার প্রয়োজনবোধ করলো আলবানি কমান্ড। জুনের প্রথম সপ্তাহের আগেই হাডসন উপত্যকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করবার জন্যে প্রত্যাহার করা হলো দুই কোম্পানি সৈন্য। ফোর্ট ডেটনে অবশিষ্ট থাকলো মাত্র কয়েকটি স্কোয়াড। আর ফোর্ট হারকিমারে থাকলো ক্যাপ্টেন মুডির নেতৃত্বে কুড়িজন সৈন্যের একটি ছোটো গোলন্দাজ কোম্পানি। এদের হাতে ছিলো কেবল দুটি হাল্কা কামান। এবং এ দুটি বসানো ছিলো দুর্গপ্রাচীরের ওপর।

সশস্ত্র মিলিশিয়াদের পাহারায় রেখে বসন্তের বীজ বোনার কাজটা গম্ভীরমুখে তদারক করলো বেলিঞ্জার। পাহাড়ের কাছাকাছি জায়গায় মোতায়েন রাখা হলো রেঞ্জারদের ছোটো দলটাকে। সন্ত্রাসীদের গতিবিধির ওপর নজর রাখবার জন্যে তাদের আর দূরপাল্লার কোথাও টহলে যেতে দেয়া হলো না। শত্রুর হামলার ব্যাপারে অনেক

www.pathagar.com

আগে থেকে লোকজনকে সতর্ক করে দেয়ারও আর তেমন প্রয়োজনবোধ করলো না কেউ। নারী এবং শিশুদের গাদাগাদি করে রাখা হলো দুর্গে। কৃষকদের এমনভাবে অস্ত্র সজ্জিত করা হলো যাতে বিপদের মুহূর্তে সংগে সংগে তারা প্রতিরোধ যোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। সন্ত্রাসীদের সংখ্যা কম হলে দুর্গের সাহায্য না নিয়ে পথে কিংবা ঘটনাস্থলেই তাদের ওপর পাল্টা আঘাত হানবার নির্দেশ দেয়া হলো প্রতিটি কৃষক দলকে।

পশ্চিমের এই বসতগুলিতে ধ্বংস করবার মতো আর কিছুই ছিলো না। জুনের প্রথম দিকে রেডইন্ডিয়ান হানাদারদের যে দলগুলি এসেছিলো তারা বেশিরভাগই জংগলে ওঁত পেতে থেকে কাউকে একা পেলে হামলা চালাতো এবং মওকা বুঝে কেটে নিতো তার খুলির চামড়া। এদিকে বসন্তের বন্যায় মাটির তলায় চাপা পড়েছে কিংবা ধুয়েমুছে গেছে অর্ধেকেরও বেশি গম ফসল। কৃষকেরা নতুন বীজ যোগাড় করে এনে মাঠের ভাসমান জায়গাগুলিতে লাগালো চিটা গম, বার্লি এবং ওট।

ম্যাকলেনার খামারে এই বসন্তে নতুন ফসল লাগানোর কোনোরকম উদ্যোগই নিলো না গিল মার্টিন। তার জমির বেশিরভাগ গমই নষ্ট হয়েছে বন্যায়। আগুনেপোড়া পাথরের বাড়িটাও বসবাসের উপযোগী ছিলো না। ওটা শজারু এবং নানান বুনো জীবজন্তুর আস্তানা হয়ে উঠেছিলো। শূন্য গোলাঘরটা রক্ষা পেয়েছিলো বাড়ির আগুন থেকে। কিন্তু ওটাও পুড়লো মাসের মাঝামাঝি সময়ে। ছোটো একটি রেডইন্ডিয়ান হানাদার দল আগুন লাগিয়ে ঘিরে রেখেছিলো গোলাঘরটার চারপাশ। রাতে জ্বলন্ত শিখার হল্কা দেখা গেলো দুই দুর্গ থেকেই। কিন্তু কেউই গেলো না তাদের বাধা দিতে।

জুনের শেষদিকে অ্যাডাম হেলমার এবং জন উইভারের সাথে সীমান্তে টহলডিউটি দিয়ে ফোর্ট ডেটনে ফেরার পর একদিন গিল দেখলো কন্টিনেন্টাল বাহিনীর দশজন অশ্বারোহী সৈন্য কিংসরোড ধরে আসছে পুবদিকে। তাদের দেখবার জন্যে দুর্গের বাইরে এসে দাঁড়ালো অ্যাডাম এবং জন। গিল গেলো কর্নেল বেলিঞ্জারকে খবরটা দিতে। সে যখন বেলিঞ্জারের সাথে কথা বলায় ব্যস্ত ছিলো ঠিক সেই মুহূর্তেই দুর্গ ফটকের বাইরে শোনা গেলো ঘোড়াগুলির খুরের আওয়াজ। একটু পরেই ঘরের দরোজায় মাথা গলিয়ে সেন্ট্রি ঘোষণা করলো লেঃ কর্নেল উইলেটের উপস্থিতি।

ছোটো ঘরটার জানলা দিয়ে আসছিলো রান্নার আগুনের ধোঁয়া। উইলেটকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে বেলিঞ্জার যখন টেবিল ছেড়ে উঠলো তার কালো চোখদুটিতে উজ্জ্বল

www.pathagar.com

একটি দীপ্তি ঝকমক করতে দেখলো গিল। নিজেও সে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। চারবছর আগে দুর্গে উইলেটের প্রথম উপস্থিতিটির কথা মনে পড়লো তাদের দুজনেরই। তখন স্ট্যানউইক্সে চড়াও হয়েছিলো সেন্ট লেগার। তার হামলা প্রতিহত করবার জন্যে রেডইন্ডিয়ান ব্যূহ ভেদ করে উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটে এসেছিলো উইলেট। বেনেডিক্ট আর্নল্ডকে সেনাবাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসতে তাগিদ দেয়ার জন্যে সোজা সে ওই ঘোড়ার পিঠে করেই গেলো আলবানি। জার্মান তল্লাটের লোকজন ভুলে গিয়েছিলো আর্নল্ডের কথা। শুধু গত শীতে ওয়েস্ট পয়েন্টে তার বিশ্বাসঘাতকতার খবর ছড়িয়ে পড়বার পরই নতুন করে কথাবার্তা হলো তাকে নিয়ে। কিন্তু ম্যারিনাস উইলেটকে ভুলতে পারলো না কেউ–ই।

টেবিল ছেড়ে উঠেই বেলিঞ্জার বললোঃ 'আজ এপর্যন্তই থাক্ মার্টিন। তুমি এখন যেতে পারো।'

'তার ঘর ছেড়ে যাবার কোনো দরকার আছে?' দোরগোড়া থেকে শোনা গেলো নেকো গলার স্বরটা। 'এ ব্যাপারে তোমার এবং আমার যতোটা দায়িত্ব আমি মনে করি তার দায়িত্বও এতে কম নয়, বেলিঞ্জার।'

ঠিক আগের মতনই দেখাচ্ছিলো ম্যারিনাস উইলেটকে। বিশাল বাঁকা নাক, লাল মুখ এবং দুই প্রকাণ্ড কাঁধের ওপর থেকে জ্বল জ্বল করছিলো তার ছোটো নীল চোখদুটির তীক্ষ্ণদৃষ্টি। দরোজাজোড়া ওই কাঁধ নিয়ে ভেতরে ঢুকলো উইলেট। বেলিঞ্জারের কাছে এসে দাঁড়ালে স্বাভাবিক আদলের চেয়ে বেশি দীর্ঘ মনে হচ্ছিলো তাকে। কারণ, একজন জাতকৃষকের মতন কাঁধদুটি নুইয়ে রেখেছিলো বেলিঞ্জার। করমর্দন করবার সময় বিশাল নাকের ভেতর থেকে শ্বাস টেনে উইলেট বললোঃ 'আমি আশা করি আমাদের খাওয়ানোর মতো পর্যাপ্ত বাড়তি খাদ্য তোমার কাছে মওজুদ আছে, বেলিঞ্জার।'

'আমার ধারণা অন্তত কিছু অতিরিক্ত খাদ্যের যোগান আমরা দিতে পারবো।'

'শুনে খুশি হলাম। উপত্যকার ওদিকে এমন অনেক এলাকা আছে যেখানে খাদ্যের বেশ আকাল। এমনকি আমার ফোর্ট প্লেইনের সদর দফতরে পর্যন্ত পান করবার মতন কোনো কিছু পাওয়া যাবে না।'

'গত অক্টোবর থেকে আমাদের এখানে মদের দুর্ভিক্ষ যাচ্ছে, কর্নেল।' একটু থামলো বেলিঞ্জার। শেষে জিজ্ঞেস করলোঃ 'তোমার সদর দফতরের কথা কী যেনো বললে? এর দ্বারা আসলে কী বোঝাতে চাইছো তুমি?'

নীল চোখ জোড়া জ্বল জ্বল করে উঠলো।

'তারা নিউইয়র্ক কন্টিনেন্টাল সেনাবাহিনীর পাঁচটি কোম্পানিকে একত্র করেছে দুই কোম্পানিতে। জর্জ ক্লিনটন ব্যাপারটা তদারক করবার পর আমাকে নির্দেশ দিলেন এখানে আসতে এবং মোহক কমাণ্ডের দায়িত্ব নিতে। তিনি বললেন, আমার সেনাদলের লোকজন পুরোপুরি নাকি আমাকেই সংগ্রহ করতে হবে। আর আমাকে সাহায্য করবে একটি রেজিমেন্ট এবং বর্তমানে এখানে মোতায়েন নিয়মিত সৈন্যদের দুটি কোম্পানি। এদের সাথে মিলিশিয়াদের শক্তি একত্র করে এই সীমান্তকে নিরাপদ রাখবার কথা আমাদের দুজনের। অর্থাৎ তোমার এবং আমার মিলিত উদ্যমকে লাগাতে হবে এ কাজে।'

উইলেট চেয়ারে বসলো এবং নাকের ওপর দিয়ে দুই কৌতুকভরা চোখ তুলে তাকালো। 'প্রভুর নামে বলছি, এদের দিয়ে অনেক কিছু করা সম্ভব হবে বলে মনে হলো আমার। অন্যরা এপর্যন্ত যা করতে পারেনি তারচেয়েও বেশি করা যাবে–এধারণাটা দৃঢ়মূল আমার মধ্যে। আর সেজন্যেই এখানে আসতে রাজি হলাম আমি। গত দুই সপ্তাহ ধরে উপত্যকার সমস্যা নিয়ে ছোটাছুটি করেছি আমি এবং লোকজনের কথাও ভেবেছি।' এসময় তার চোখে আর কৌতুক ছিলো না। তার মুখের চামড়া টান্‌টান্‌ হয়ে উঠলো। 'এসে দেখলাম নিয়মিত সৈন্যের দুই কোম্পানিকেও সরিয়ে নিয়েছে স্টার্ক। বৃটিশরা আর ভারমন্ট মদ কিনতে চাইছে না। স্টার্কের ভয়, তারা এখানে এসে শুধু শুধু সব ভারমন্ট হাতিয়ে নিয়ে যাবে। প্রভু মঙ্গল করুন লোকটার।'

'প্রভু মঙ্গল করুন সমস্ত ইয়াংকির,' বেলিঞ্জার সায় দিলো তার কথায়।

'গোটা জাতটারই মঙ্গল করুন প্রভু,' বললো উইলেট। 'আমার দুঃখজনক অভিজ্ঞতার কথাটা এবার বলছি শোনো। এই তল্লাট থেকে স্কিনেকটাডি পর্যন্ত মাঝখানে যে কয়টি ছাউনি এবং দুর্গ আছে তার প্রত্যেকটিতে আমি গেছি মিলিশিয়াদের তালিকা পরখ করে দেখবার জন্যে। এখানে রওয়ানা দেবার আগে তালিকাটা আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন ক্লিনটন। আদম শুমারির লোকের মতন ওটা খুঁটেখুঁটে দেখেছি আমি। কিন্তু তালিকাটা হলো সাতাত্তর সালের, বেলিঞ্জার। আড়াই হাজার লোকের নাম রেকর্ডভুক্ত করা ছিলো ওতে। এখন এদের ভেতর কতোজন বেঁচে আছে, বলতে পারবে তুমি?'

'আমি জানি এই এলাকার তালিকাভুক্ত মিলিশিয়াদের প্রায় অর্ধেককে হারিয়েছি আমরা,' বিষণ্নমুখে বললো বেলিঞ্জার।

www.pathagar.com

উইলেট তার বিশাল মাথাটা নাড়লো।

'উনিশশ সাতাত্তর সালে ছিলো পঁচিশশ লোক। এখন তোমাকেসুদ্ধ মোট সংখ্যাটা হবে আটশ'রও কম।' বেলিঞ্জার এবং গিলের দিকে চোখ তুলে ধরলো উইলেট। 'এ জন্যেই তো বললাম এটা যেমন এই বান্দার দায়িত্ব তেমনি তোমাদেরও। প্রভু, গোটা পরিস্থিতিটাই জগাখিচুড়ি হয়ে রয়েছে। মিলিশিয়া ছাড়াও আমার হাতে একশ তিরিশ জন নতুন সংগ্রহ করা সৈন্য রয়েছে। কিন্তু এই উপত্যকার পাশাপাশি ক্যাটস্কিল এবং বল্‌সটনের নিরাপত্তার দায়িত্বও দেয়া হয়েছে আমাকে। আমি এদের অধিকাংশকেই ওই দুই জায়গায় এবং স্কোহারির মধ্যবর্তী দুর্গে পাঠাচ্ছি। হারকিমার দুর্গে আমি মুডি এবং তার কুড়িজন সৈন্যকে মোতায়েন রাখছি। উপত্যকার বাদবাকি অংশের জন্যে আমি নির্ভর করবো মিলিশিয়াদের ওপর।' হঠাৎ বড়ো বড়ো হলুদ দাঁত বের করে একগাল হাসলো উইলেট। 'ক্লিনটন তোমাদের কাছে আমাকে ছেড়ে দিয়েছেন। এবং প্রভুর দোহাই। এখন আর আমার ছুটে পালিয়ে যাবার উপায় নাই। দুর্গগুলির বাইরে যখন কেউ বাস করছে না সুতরাং সবপুরুষ লোকের নাগাল এখানেই পাওয়া যাবে। কাজটা তাড়াতাড়ি করা দরকার। যেমন করেই হোক দায়িত্ব তো আমাদের পালন করতেই হবে। আচ্ছা, তোমার এখানে কী একটা পাইপ পাওয়া যাবে?'

বেলিঞ্জার মাটির একটা পাইপ যোগাড় করে আনলো। থলে থেকে তামাক বের করে ওটায় ঠাসলো উইলেট এবং জোরে জোরে টানতে শুরু করলো। 'তালিকায় নেই এমনকিছু দায়মুক্ত লোক এবং কিছু নতুন সৈন্য আমার কাছে আছে। আমি এদের প্লেইন দুর্গে আমার নিজের গ্যারিসনে মোতায়েন রাখছি। সবাইকে একত্র করবার পর যে মিলিত বাহিনী হবে এরা তার মধ্যব্যূহ হিসেবে কাজ করবে। এখানকার মিলিশিয়াদের ভার আমি তোমাদের ওপরই ছেড়ে দিচ্ছি। আমি তোমাদের কাউকে অন্য কোনো কাজে ডাকবো না কিংবা উপত্যকার বাইরে পাহারার ডিউটিতে যেতে বলবো না। কিন্তু যখন আমি এই পথ দিয়ে কোনো অভিযানে অগ্রসর হবো আমার সাথে যোগ দেয়ার জন্যে তখন যেনো তোমাদের লোকজনকে প্রস্তুত দেখতে পাই।'

বেলিঞ্জার তার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য নিয়ে মাথা নাড়লো। কিন্তু অনেকদিন পর এই প্রথম তার চোখে একটা ঔজ্জ্বল্য ঝিকিয়ে উঠতে দেখা গেলো। 'আমরা প্রস্তুত হয়েই থাকবো। তুমি কিছু বারুদ আমাদের জুটিয়ে দিতে পারবে?'

www.pathagar.com

'গবর্নরের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছি আমি। প্রভুর দোহাই, যখন দায়িত্বটা নিয়েছি তখন সবকিছুর বন্দোবস্ত তো আমাকে করতেই হবে। বারুদের নিশ্চয়তা আমি তোমাদের দিচ্ছি। কিন্তু খাদ্য পাওয়া কঠিন। আলবানিতে প্রচুর খাদ্য মওজুদ আছে। কংগ্রেস এর সবই কিন্তু নিয়মিত সেনাবাহিনীর জন্যে বরাদ্দ করে রেখেছে। এমনকি হিথ পর্যন্ত কোনো খাদ্য যোগাড় করতে পারছে না ওয়েস্ট পয়েন্টে মোতায়েন তার গ্যারিসনটির জন্যে। প্রভু জানেন, অবস্থা কোথায় গিয়ে ঠেকবে! তবে স্বস্তিবোধ করবার একটা কারণও আছে। সন্ত্রাসীরা এখন খাদ্যের আকালে আছে। তারা যখন এদিকে হামলা করতে আসবে তেমন কিছুই পাবে না পেটে দেবার মতন।'

৩
প্রথম গুজব

ডাক যোগাযোগ ব্যবস্থাটাকে চালু রাখবার দিকে প্রথমেই মনোযোগ দিলো উইলেট। উপত্যকার সবক'টি দুর্গ থেকে বাছাই করা ভালো ঘোড়াগুলি সে তলব করে আনলো তার জরুরি অশ্বারোহী ডাকবাহকদের জন্যে। ব্যাপারটা গোটা উপত্যকাবাসীর মনে গভীর একটা আস্থার সঞ্চার করলো। এই প্রথম তারা অনুভব করলো এমন একজন লোক তারা পেয়েছে, নিয়মিত খবরাখবর দিয়ে যে তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে চায়। কুরিটাউনে সন্ত্রাসীদের হামলা এবং মিলিশিয়া বাহিনী নিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে তাদের ওপর উইলেটের ঝাঁপিয়ে পড়বার খবরটি উপত্যকায় বয়ে আনলো প্রথম একজন অশ্বারোহী ডাকবাহক। তার কাছ থেকে আরো জানা গেলো উইলেটের বাহিনী ডোরলাকে সন্ত্রাসী দলটাকে একেবারে নির্মূল করে দিয়েছে। এই প্রথম সন্ত্রাসীদের একটা দল প্রতিরোধ সেনাদের হাতে ঘেরাও হলো এবং পুরোপুরি পর্যুদস্ত হলো।

ঘটনাটির পর অনেকটা বিনা উপদ্রবেই আগস্ট মাসে উপত্যকার কৃষকরা ঘরে তুলতে পারলো বন্যার সময়ে বোনা তাদের ক্ষেতের মিশ্র ফসল। বিক্ষিপ্ত দু'একটি ঘটনা ঘটলো শুধু অরণ্যে। ইতস্তত ঘুরে বেড়ানো কিছু রেডইণ্ডিয়ান এ সময় জংগলে বৈঁচি ফল কুড়াতে যাওয়া লোকজনের ওপরই কেবল হামলা চালায়।

www.pathagar.com

অশ্বারোহী ডাকবাহকরা দেশের অন্যসব জায়গা থেকেও সংবাদ বয়ে আনতো। উইলেট যাকিছু খবর পেতো তার সবই লিখে জানাতো বেলিঞ্জারকে। ফলে উপত্যকার লোকজন তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে উঠলো। দক্ষিণাঞ্চলের যুদ্ধের খবর পাওয়ার পর তারা এমনভাবে আলাপআলোচনা শুরু করলো যেনো এর সাথে তাদের নিজেদের দুঃখ দুর্গতির গভীর একটা যোগসূত্র রয়েছে।

অবিশ্বাস্যভাবে এই সাধারণ অনুভূতিটি প্রত্যয়ে এবং সাহসে উদ্দীপ্ত করে তুললো উপত্যকার গোটা কৃষক সমাজটিকে। তারা অবশ্য নিজেরা আঁচ করতে পারলো না এর গভীরতা । এক কোম্পানি সুসজ্জিত নিয়মিত সৈন্য যোগাড় করতে ওই শরতে উইলেটকে কতখানি আকাশপাতাল তোলপাড় করতে হয়েছে সেটাও ছিলো তাদের ধারণার বাইরে । গবর্নর ক্লিনটনের কাছে উইলেট লিখলোঃ 'এই উপদ্রুত দেশের সম্ভাবনার চিত্র আমার হৃদয়কে মথিত করেছে ।'

জেনারেল ক্লিনটনের কর্তা জেনারেল ওয়াশিংটনের কাছেও ধরনা দিলো উইলেট। তাঁর কাছে তুলে ধরলো উপত্যকার এখানকার দুঃসহ অবস্থার ছবি। বললো, প্রথম সে যখন জায়গাটা দেখে তখনকার সাথে এখন কোনো মিলই নেই এর। এখন পুরোপুরি একটি বিরান, বিধ্বস্ত জনপদ এটি। ওয়াশিংটনের কাছে নিয়মিত কিছু সৈন্য চাইলো উইলেট। কিন্তু ওজর দেখালেন জেনারেল। বললেন, বৃটিশ সেনাপতি কর্নওয়ালিসের বিরুদ্ধে দক্ষিণে অভিযানে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। গ্রীন এবং লাফায়েতের বাহিনীর সাথে যোগ দিতে যাচ্ছে তাঁর অধীনস্থ বাহিনী। এ অবস্থায় একটি লোকও দেয়া সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে।

শরত এবার আগাম এলো মোহক উপত্যকায়। সাথে নিয়ে এলো উত্তর-পশ্চিমের বাতাস এবং বিক্ষিপ্ত হিমেল বৃষ্টি। নদীর বুকে জমলো নতুন পানি। আকাশে দিনের পর দিন ভেসে বেড়াতে থাকলো উড়ন্ত মেঘ। সড়কগুলি কাদায় পানিতে একাকার হলো। ডাকবাহী ঘোড়াগুলিকে উরু পর্যন্ত কাদায় লেপ্টে থাকতে দেখা গেলো।

দুর্গের ঘেরাটের কাছাকাছি জায়গায় এনে গাদা দিয়ে রাখা হলো নতুন তোলা ভুট্টা। মাড়াইয়ের কাজ চললো সংলগ্ন গোলাঘরগুলিতে। খোসাছাড়ানো শস্য পিপাভরতি করে এনে গোলাজাত করে রাখা হলো দুর্গের ভেতরে। এবার আগাম তীব্র শীত পড়বে বলে ভবিষ্যৎবাণী করলো জো বোলিও। কেন শীতটা আগাম আসবে পাল্টা প্রশ্ন করে জানতে

www.pathagar.com

চেয়েছিলো জন উইভার। কিন্তু জো তার সঠিক ব্যাখ্যা দিতে না পারলেও স্পষ্ট ভাষায় বললো এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত।

শুমেকাড়ের পাহারের চূড়ায় খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে চৌকি দিচ্ছিলো তারা। তাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছিলো মেঘ। এবং মাঝেমধ্যে একআধ পশলা হাল্কা বৃষ্টি হচ্ছিলো। অনেক উঁচুতে থাকায় তাদের চোখে স্পষ্ট ভাসছিলো দূরদিগন্তে হারিয়ে যাওয়া বৃষ্টিভেজা পথঘাট। বেশিরভাগ গাছই ছিলো ন্যাড়া। অরণ্যের বাতাস থেকে আসছিলো শীর্ণ পত্রপল্লবের শীত ছোপানো গন্ধ। বৃষ্টির আগে আগে চক্রাকারে উড়ে সাঁতার কাটছিলো হাঁসের ছোটো ছোটো ঝাঁক।

'শীত আসছে,' বললো জো। 'খুব ঠাণ্ডা পড়বে। অক্টোবরের পর আমাদের কাউকে আর বিরক্ত করেনি সন্ত্রাসীরা। শুধু বাটলারই তখন চড়াও হয়েছিলো চেরিভ্যালিতে।'

জো'র কথা শুনে ভরসা পেলো জন এবং খুশি হলো। পাহারার কাজে তেমন মনোযোগ ছিলো না তার। সারাদিনের অর্ধেক বেলাও সে টহল দেয়নি পাহাড়ের খোলা চূড়ায় পায়চারি করে। বাতাস যাতে গায়ে না লাগে তার জন্যে চূড়া থেকে কিছুটা নিচে একটা ছোটো ছাউনি তুলেছিলো জো। বেশিরভাগ সময় ওটার তলায় গিয়ে গুটিসুটি মেরে থাকায় শীত তেমন গায়ে লাগেনি জনের। ওই দিন সকালে ম্যারির বলা কথাটা সারামন জুড়েছিলো তার। ম্যারি নিশ্চিত হয়ে বলছিলো পেটে বাচ্চা এসেছে ওর। ম্যারিকে কখনো ভুলতে পারবে না ভাবলো সে। আশ্চর্য জনের জন্যে কেমন গর্বিতবোধ করে মেয়েটা।

'তোমার মাকে কথাটা কি আমি বলবো, জন?' জিজ্ঞেস করেছিলো ম্যারি। জন বললোঃ ' আমি আগে বাড়ি যাই । তার পরে বলা যাবে ।'

ব্যাপারটা নিয়ে ভাববার সময় নিতে চাইলো সে । গত বছরদুয়েক ধরে কেমন যেন হয়ে গেছে তার মা। আজকাল একদম চুপচাপ থাকে মহিলা। জর্জ উইভারকে সন্ত্রাসীরা ধরে নিয়ে যাবার পর থেকেই আনমনা হয়ে পড়েছে সে। সংসারের ছোটোখাটো কাজে হাত লাগানোর সময় কথা বলে খাপছাড়াভাবে । প্রথম প্রথম তাকে কান্নাকাটি করতে দেখা যেতো । এখন আর সে অভ্যাসটা নেই । দুবছর যাবত একটা খবরও না পাওয়ায় তার বদ্ধমূল ধারণা, জর্জ মারা গেছে । ব্যাপারটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলো না মহিলা । জনের মাঝেমাঝে মনে হয় বাবার ভাগ্য সম্পর্কে সঠিক খবর না পাওয়া পর্যন্তই হয়তো কোনোরকমে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে মা। এ-অবস্থায় ম্যারির সন্তান

www.pathagar.com

হওয়ার খবরটা শুনলে কি প্রতিক্রিয়া হবে তার মনে স্বাভাবিকভাবেই এটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলছিলো তাকে। হঠাৎ-হঠাৎ সাংঘাতিক ক্ষেপে যেতে দেখতো সে মাকে। তখন ছড়ি নিয়ে কখনো তাকে এবং কখনো কোবাসকে তাড়া করতো মা। এমন একটা ভংগি করতো যেনো দুজনই এখনো ছোটো বাচ্চা।

কিন্তু পাহাড়ের চূড়ায় বাতাসের ঝাপ্টার মধ্যে যাওয়ার পর মায়ের কথা ভুলে গিয়ে বউয়ের ভাবনা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়লো সে। একমাস আগেই সে আঁচ করতে পেরেছিলো ম্যারির মনের খটকাটা। তখুনি বোধকরি ব্যাপারটা অনুমান করে ম্যারি। কিন্তু পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারেনি। এখন আর ওর মনে কোনো সন্দেহ নেই। ঘরের দরোজার বাইরে গিয়ে জনকে কথাটা বলবার সময় ম্যারির মুখখানা ঝলমল করছিলো অক্টোবরের হিমাক্ত রোদে। ওকে অভিভূত এবং গর্বিত দেখাচ্ছিলো। জনের দিকে তাকানোর সময় দীপ্তি ছড়াচ্ছিলো ওর দুই চোখ। তখনো জন জানতো না তার জন্যে এতো ভালোবাসা, গর্ব এবং কৃতজ্ঞতা মনের ভেতরে সঞ্চয় করে রেখেছে ম্যারি নামের এই মেয়েটি।

মিসেস মার্টিনের ছেলে হওয়ার রাতটির ছবি ভাসলো তার চোখের সামনে। সারাদিন মাথা ঘামালো সে ব্যাপারটা নিয়ে। ওই সময়টায় ভয়ে কেমন চুপসে উঠেছিলো সে, ঘন্টাগুলি কেমন খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে পার হচ্ছিলো এবং রাতের অন্ধকারটা কি রকম কালো ঘুটঘুটে ছিলো-সব কথাই মনে পড়লো তার। ম্যারি যদি জানতো সেরাতে ভয়ে অমন শিঁটিয়ে উঠেছিলো জন তাহলে নিশ্চয় হাসিতে ফেটে পড়তো ও। কিন্তু পেটে বাচ্চা আসবার কথাটা বলবার সময় বাতাসে পতাকা ওড়ার মতন একটা ঋজু এবং উদ্দীপ্ত সাহসী ভংগি ফুটে উঠেছিলো ম্যারির সমগ্র অবয়বে।

হারকিমার দুর্গে যেদিন ম্যারিকে দেখলো সেই স্মৃতিটাও এখন প্রথমবারের মতো নাড়া দিলো তাকে। ম্যারির চোখের সেই ব্যাগ্র কৌতূহল এবং ওকে নিয়ে জন কী ভাবছে তা জানবার জন্যে ওর উদ্বেগ- সবই এখন জীবন্ত ছবি হয়ে পায়চারি শুরু করলো তার সামনে। মনে পড়লো ডিয়ারফিল্ডের দিনগুলির কথা। দুজনই তখন তারা অবুঝ বালক-বালিকা। ম্যারির সাথে খেলা করতো সে এবং হৈহল্লা করে ছুটে বেড়াতো। দুজনের প্রতি বেশ টান ছিলো দুজনারই। কিন্তু ওটা যে ম্যারির মনে গভীর একটা ছাপ ফেলবে ওই দেখাটা না-হলে কখনো তা অমন সহজে আবিষ্কার করা সম্ভব হতো না তার পক্ষে।

www.pathagar.com

সারাক্ষণ মনের আয়নায় ম্যারির মুখখানাকে খুঁটেখুঁটে দেখলো সে। এখনো ওকে একটি বালিকা বলেই মনে হচ্ছে তার কাছে। আগাগোড়াই ওর মুখে সে দেখে এসেছে একইধরনের সরলতার প্রতিভাস এবং একইরকমের কৌতূহল। সবক'টি ঘটনাই রক্তমাংসের রূপ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো। দুর্গে প্রথম দেখা হওয়ার পরে ওর বাবার মৃত্যুর খবরটা দেয়ার জন্যে ওকে সে নিয়ে গিয়েছিলো রক্ষীদের পাহারা–কুঠরিটার পাশের নিরিবিলি একটা জায়গায়। সেই গভীর দুঃখের মুহূর্তটায় তার প্রতি কেমন অগাধ একটা আস্থার অনুভূতি ফুটে উঠেছিলো ওর মুখে। এরপর এক শীতের দিনে হাঁটতে হাঁটতে দুজন গেলো ম্যাকলেনারদের বাড়ি। ওদের বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে কথা বললেন মিসেস ম্যাকলেনার। সিদ্ধান্ত নেয়ার ভার ছেড়ে দিলেন দুজনের ওপর। এবং ওই সন্ধ্যার মধ্যেই বিয়ে হলো ওদের। এরপর সে গেলো ইরোকুই রেডইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে অভিযানে। বাড়ি ফিরে আসবার পর একদিন বেলিঙ্গার তাকে ডেকে নিয়ে নিযুক্ত করলেন হারকিমার গ্যারিসনের করপোরালের পদে। ব্লকহাউসের ঘরটায় পাশাপাশি শুয়ে থেকে একদিন নিজেদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে গল্প করছিলো দুজন। সেই স্মৃতিটাও মনে পড়লো তার। ম্যাকলেনার হাউসটার মতন পাথরের একটা বাড়ি বানানোর স্বপ্ন সেদিন দুজনের চোখেই রূপধরে উঠেছিলো একইসংগে।

কখনো সে ওকে উদ্বিগ্ন, কখনো বেদনায় ভারাক্রান্ত এবং কখনো আবার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে দেখেছে। কিন্তু সব সময় সবকিছুর মধ্যেই সে অনুভব করেছে ওর হৃদয়ের প্রতিবিন্দু থেকে উৎসারিত ভালোবাসার নিখাদ স্পর্শ। অনুভব করেছে একসংগে জীবন রচনার জন্যে ওর তীব্র ব্যাকুলতা এবং তার প্রতি অপার গর্ববোধ। উপমা খুঁজতে গিয়ে গিলবার্ট মার্টিন এবং মিসেস মার্টিনের কথা ভাবলো সে। ম্যারিকে সে যেমন বুঝতে পেরেছে সেরকম মিসেস মার্টিনকে কী বুঝতে পেরেছেন মিঃ মার্টিন? অথবা বেশিরভাগ পুরুষই কী তাদের স্ত্রীর ব্যাপারে এরকম নিশ্চিত ধারণা পোষণ করে?

কখনো কখনো আবার জনের মনে হয় ম্যারির প্রতি তার এই দুর্বলতাটা ঠিক পুরুষসুলভ নয়। সুতরাং ওর সাথে কথা কম বলার এবং ওর সব প্রশ্নের জবাব না দেয়ার প্রতিজ্ঞা করে সে। কিন্তু আশ্চর্য, ওইসব মুহূর্তে প্রায়ই ম্যারিকে দেখা যায় চুপচাপ থাকতে। আসলে স্বভাবগতভাবেই ও একটি শান্ত মেয়ে। অন্য পুরুষদের মতন ওর কাছে নিজেকে বড়ো করে দেখানোর কোনো সুযোগই তার নেই। সবসময় দেখে

www.pathagar.com

এসেছে ওর সাথে জীবন শুরু করার পর থেকে ওর ইচ্ছার ওপর নিজের কোনো ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে পারেনি সে।

জন বুঝতে পারলো সামনের শীত আরো মাস-কয়েক সবাইকে ভোগাবে খাদ্যের আকালে। আর সেই টানাটানির মধ্যে ম্যারি ঠিকমতন বাচ্চা পুষতে পারবে বলে মনে হলো না তার। শীতের সময় এমনিতেই বেশি খেতে চায় বাচ্চারা। তাছাড়া, ম্যারি নিজেই এখনো একটি বালিকা এবং শরীরটাও তেমন সবল নয় ওর। বাচ্চাটা যদি মার্চ মাসে হয় তাহলে অবস্থা কেমন দাঁড়াবে মনে-মনে ভেবে দেখলো সে। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে জো বোলিও'র মুখে শুনলো শীতটা তাড়াতাড়িই বিদায় নেবে। হঠাৎ জোর কথাটায় মনে বল পেলো সে। শীতটা নিশ্চয় স্বল্পস্থায়ী হবে।

জন অনুভব করলো তার জীবনটাকে আগাগোড়াই নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে দৈবশক্তির হাত। আত্মনিমগ্ন হয়ে কথাগুলি ভাবছিলো সে। কনুইয়েতে জো'র হাতের স্পর্শে হঠাৎ ধ্যানটা ভাংলো তার।

'প্রপাতের দিক থেকে ডাকঘোড়া আসছে,' বললো জো।

জন দেখলো দুর্গম কাদাটে সড়কের ওপর দিয়ে মন্থরগতিতে ঘোড়া চালিয়ে আসছে বার্তাবাহক সওয়ারটি। চারপাশে তখন ঘনিয়ে আসছিলো অন্ধকার।

'চলো,' বললো জো। 'এবার আমরা নিচে নামতে পারি।'

দরোজার মুখে ম্যারির সাথে দেখা হলো তার।

'ভেতরে এসো, জন,' বললো ম্যারি। 'রাতের খাবার তৈরি করে তোমার অপেক্ষায় আছি আমি।'

জনের কাঁধে দুই শীর্ণ হাত রেখে তাকে চুমু খেলো ও। চোখে ছিলো ওর মায়াভরা শান্ত দৃষ্টি। জন ভাবলো স্ত্রীলোকেরা বোধকরি এরকমই অভিনয় করে স্বামীদের সংগে।

'আমি কথাটা মাকে বলেছি,' অনুচ্চস্বরে বললো ম্যারি। 'বলাই উচিত ছিলো মনে হয়েছে আমার। তাছাড়া, সময়ও আর হাতে তেমন পাওয়া যেতো না।'

দরোজা বন্ধ করে পাল্লায় পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ালো ম্যারি। ওর দুই হাতে আঁকড়ে ধরে রাখা ছিলো দরোজার হুড়কাটা। ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিলো ওকে। এমনভাবে জনের দিকে

www.pathagar.com

দৃষ্টি তুলে ধরলো ও যেনো জনকে আগলে ধরে রাখতে চাইছে যক্ষের ধনের মতন। ওকে এরকম করতে দেখলে চটে যেতো সে।

'সময় পাওয়া যেতোনা, মানে?'

উনুনের পাশ থেকে উঠে এলো এমা। তার শুকনো মুখখানায় কান্নার ছাপ লক্ষ্য করলো জন।'ম্যারির পেটে সন্তান এসেছে জেনে খুশি হয়েছি আমি,' বললো এমা। 'এতে আমি সুখী, জন। ওই ঘটনাটার পর থেকে এরকম সুখ আর কোনো সময় পাইনি আমি। কোনো কিছু আমার মাথায় আসছে না। ভাবছি তোমার বাবা যদি এটা জানতে পারতো! হয়তো মনে মনে জেনেছে সে।'

দরোজাটা খুলে গেলে একপাশে সরতে হলো ম্যারিকে। কিছু কাঠ নিয়ে ভেতরে ঢুকলো কোবাস।

'তারা যদি আমাকেও সাথে নিতো,' বললো কোবাস। 'তুমি কি তাদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে পারো না, জন? তুমি তো একজন করপোরাল।'

'কিসের কথা বলছো তুমি?'

'গিল মার্টিন এখানে এসেছিলেন মাত্র কিছুক্ষণ আগে। তোমাকে দূর্গে যেতে বলে গেলেন। বাটলার নাকি জন্সটাউন থেকে এদিকে আসছে।'

কথাটা বিশ্বাস করা কঠিন ছিলো জনের পক্ষে। কারণ, জো বোলিওর মতো লোক বলেছে এ বছর আর হানাদাররা আসবে না। হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তিনজনের মুখের ওপর দৃষ্টি বুলাতে লাগলো জন।

'বোধকরি আমার ওদিকে যাওয়াই উচিত,' বললো সে।

'তোমার সাথে আমি যেতে পারি, জন?'

ভাইয়ের পানে চাইলো জন।

'তুমি বাড়িতেই থাকো, কোবাস। মা এবং ম্যারির দেখাশোনা তো কাউকে করতেই হবে।'

পায়ের দিকে চোখ নামালো কোবাস।

'ঠিক আছে, জন।'

www.pathagar.com

এমা এগিয়ে এসে হাত রাখলো জনের কাঁধে। 'তুমি যতোদিন বাইরে থাকবে আমরা ম্যারির দিকে লক্ষ্য রাখবো, জন। এ–নিয়ে চিন্তা করো না। দুর্গ থেকে যাত্রা করবার আগে তাদের অনুমতি নিয়ে পারলে একবার আমাদের দেখে যেয়ো।'

'আমি আসবো, মা,' প্রতিশ্রুতি দিলো জন।

মাস্কেট বন্দুকটা হাতে তুলে নিয়ে ম্যারির দিকে তাকালো সে। ম্যারি আগেই দরোজার বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। বাইরে তখন বরফ পড়ছে। ওর চুলে বরফের সাদা–সাদা গুঁড়ো দেখতে পেলো জন ঘরের জানলা গলিয়ে আসা আলোয়।

কিছুক্ষণ দুজনের কেউই কোনো কথা বলতে পারলো না।

শেষে হঠাৎ ম্যারি বললোঃ 'আমি তাঁকে বলেছি তোমার বাবার নামে বাচ্চার নাম রাখবো আমরা, জন। তোমার কি আপত্তি আছে? মা সুখী হবেন এতে।'

'আমার কোনো আপত্তি নেই,' কিছু না ভেবেই অনেকটা যন্ত্রচালিতের মতন কথাটা বললো সে। সুলিভ্যানের সেনাবাহিনীর সাথে লংমার্চের স্মৃতিটা মনের ভেতরে নড়াচড়া করছিলো তার। রেডইন্ডিয়ানদের দেশের ওপর দিয়ে বনজংগল মাড়িয়ে সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়েছিলো তাদের সেবার। দৃশ্যটাকে একপাশে সরিয়ে রেখে হঠাৎ মাথা ঝাঁকালো সে। ভাবলো এবার রেডইন্ডিয়ান দেশের ওপর দিয়ে যেতে হবে না তাদের। 'আমার মনে হয় এটা ভালোই হলো,' বললো সে। 'মা তোমায় বলেছিলো বাবার নামে বাচ্চার নাম রাখতে?'

'না, তা নয়। কথাটা বলবার সময় হঠাৎ ওটা আমার মনে আসে।'

ফের চুপ হয়ে গেলো ম্যারি।

মুখ তুলবার পর চোখ দুটি স্বচ্ছ দেখালো ওর।

'তোমার এখুনি রওয়ানা দেয়া ভালো, জন।'

তাকে যেতে দিতে মন চাইছিলো না ওর। কিন্তু লোকজন তাকে পিছিয়েপড়া বলে অপবাদ দিক এটা সহ্য করতে রাজি ছিলো না ও। বিশেষ করে জন এখন একজন করপোরাল।

'হ্যাঁ,' বললো জন। 'বিদায়, ম্যারি। অভিযানে যাত্রা করার আগে একবার চেষ্টা করবো আমি এখানে আসতে।'

www.pathagar.com

'আমার জন্যে ভেবো না।' জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুললো ও। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যেই মিলিয়ে গেলো হাসির ম্লান রেখাটা। 'দেখতে আমাকে যা মনে হয় তার চেয়েও কিন্তু শক্ত আমি। তুমি নিশ্চয় তা বুঝতে পারো, জন।'

দ্রুত ঝুঁকে পড়ে ওকে চুমু খেলো সে এবং দুর্গের কালো দেয়ালগুলির দিকে মুখ করে হাঁটতে শুরু করলো।

বাতাসের তোড় আর ছিলো না। তুষারপাতের মধ্যেও বিরাটাকারে একটা অগ্নিকুন্ড জ্বালিয়ে রাখা হয়েছিলো প্যারেড ময়দানের মাঝখানে। তার থেকে আলো ঠিকরে পড়ছিলো ব্লকহাউসগুলির ভেতরকার পাঁচিলের ওপর। সুঁচের ডগার মতন দেখাচ্ছিলো বাইরের ঘেরাটের খুঁটির মাথাগুলিকে। বন্দুক কাঁধে নিয়ে মিলিশিয়া জোয়ানদের বরফের মধ্যে চলাফেরা করতে দেখলো জন।

জ্বলন্ত কাঠের চিড়-খাওয়ার শব্দ আর লোকজনের গুঞ্জন ছাড়া আর কোনো কোলাহল ছিলো না দুর্গের ভেতরে। ফটক গলিয়ে ঢোকার পর জন দেখলো ময়দানের চারপাশ বরাবর বিভিন্ন কোম্পানিতে ভাগ হয়ে লাইন-বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে জোয়ানের দল। ডেমুথের কোম্পানির লাইনে গিয়ে দাঁড়ালো জন এবং তার সাথেকার সবাই। ডেমুথ বন্দী হওয়ার পর এই মিলিশিয়া কোম্পানির কমান্ডের ভার পড়লো তরুণ লেফটেন্যান্ট টাইগার্টের ওপর। কোম্পানিটিতে মাত্র বারোজন জীবিত লোক রেখে গিয়েছিলো ডেমুথ। এদের মধ্যে একজন হলো করপোরাল জন। আর রেঞ্জারদের মধ্যে ছিলো গিল মার্টিন, বোলিও এবং হেলমার। অভিযানে যাওয়ার মতন শরীরের অবস্থা ছিলো না বুড়ো ক্লেম কপারনলের। তাদের অন্য কয়েকজন থাকতো স্কুইলারে। এদের মধ্যে ছিলো স্পাংকর‍্যাবল আর কাস্টরা বাপ-বেটা দুজন। লাইনে দাঁড়াবার সময় জন অনুচ্চস্বরে গিলের কাছে জানতে চাইলো তার কাছে যুদ্ধের কোনো খবর আছে কিনা।

'তোমার এখানে ঢোকার মাত্র কিছুক্ষণ আগে জরুরি বার্তা নিয়ে আসে অশ্বারোহী ডাকবাহক,' বললো গিল। 'তার কাছ থেকে জানা গেছে বৃটিশ বাহিনী ওয়ারেনবুশ জ্বালিয়ে দিয়ে জন্সটাউনের দিকে অগ্রসর হয় নদী পেরিয়ে। ছয়শ লোক ছিলো তাদের সাথে। উইলেট পিছু-ধাওয়া করলেন তাদের। জন্সটাউনের উপকণ্ঠে শত্রুবাহিনীর সাথে সাক্ষাৎ হলো তাঁর। দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের পরাস্ত করলেন তিনি। কিন্তু তারা স্টোন অ্যারাবিয়ার উত্তরের অরণ্যপথে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়। পশ্চিমে যেতে দেখা

www.pathagar.com

গেছে তাদের। স্টোন অ্যারাবিয়া দুর্গে পৌঁছেই এই বার্তা পাঠিয়েছেন উইলেট। তারা ঠিক কোন্‌পথ ধরে অগ্রসর হয়েছে তা জানবার জন্যে এখন সেখানে অপেক্ষা করছেন তিনি। এবং চাইছেন আমরা যেনো তাদের অবরোধ করি।'

'উইলেট তাদের পরাজিত করেছেন?'

'হ্যাঁ, মাত্র চারশ লোক নিয়ে।'

আগুনের আলোতে লালচে দেখাচ্ছিলো গিলের কৃশ মুখমন্ডলটিকে।

দুর্গে প্রবেশ করবার পর তালিকা দেখে মিলিশিয়াদের নামধাম পরখ করছিলো বেলিঙ্গার। রাইফেল মঞ্চে দাঁড়িয়ে দুর্গরক্ষীরা দেখছিলো তাদের প্যারেড। মাঝেমধ্যেই একটি লোক সামনে এগিয়ে এসে অগ্নিকুন্ডে ছুঁড়ে দিচ্ছিলো মুঠোভরতি নতুন কাঠ। শেষমুঠোটি ছুঁড়বার দশ মিনিট পরে তালিকার খাতাটি বন্ধ করলো বেলিঙ্গার।

নিশ্চুপ হলো সবাই। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের মুখের দিকে তাকালো বেলিঙ্গার। খুব জোরে কথা না বললেও প্রতিটি লোক স্পষ্ট শুনতে পেলো তার কন্ঠস্বরঃ

'কী ঘটেছে বোধকরি তোমরা সবাই তা জানো। উপত্যকায় হানা দিয়েছিলো বাটলার। ছয়শ লোক তার এবং রস্‌-এর সাথে ছিলো। সাধারণ কোনো রেডইন্ডিয়ান ছিলো না দলটিতে। টোরি এবং সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্য ছিলো এদের সবই। কিন্তু কেবল চারশ মিলিশিয়া নিয়ে তাদের পর্যুদস্ত করেছে উইলেট।'

কেউ কোনো শব্দ করলো না। গম্ভীর দেখাচ্ছিলো বেলিঙ্গারকে। কী যেনো ভাবছিলো সে। অন্যরাও তার মতোই ডুবেছিলো ভাবনার মধ্যে। উল্লাসবোধ করবার কোনো আভাস দেখা গেলো না কারো মুখে।

'আমাদের সব ঘরবাড়ি এবং খামার নিশ্চিহ্ন হয়েছে,' ফের শোনা গেলো কর্নেলের কন্ঠস্বর। 'চার বছর ধরে চলছে এই ধ্বংসতান্ডব। এখানেই বার-বার হানা দিয়েছে বাটলার এবং তার সাঙ্গপাঙ্গ। গত বছর হামলা করেছিলো জন জনসন। ওরিস্কানির যুদ্ধের পর তাদের ওপর তেমন আঘাতই আমরা হানতে পারিনি। ওই সময় নিকোলাস হারকিমার ছিলেন আমাদের মধ্যে। এখন আমরা পেয়েছি উইলেটকে। আর এজন্যেই হানাদারদের আমরা পেরেছি ঘায়েল করতে।'

অগ্নিকুন্ডটার পেছনে গলছিলো বরফ। সেদিকে ছিলো বেলিঙ্গারের চোখ।

www.pathagar.com

'উইলেট চাইছে তার তলব পাওয়া মাত্রই তোমরা সবাই যেনো প্রস্তুত হয়ে যোগ দিতে পারো অভিযানে। আমি জানি না কখন তলব আসবে। তবে গত জুনে আমি কথা দিয়েছিলাম চাওয়ামাত্রই তাকে আমরা সাহায্য করবো নব্বইজন লোক দিয়ে। আমি চাই তোমরা সবাই বারুদ এবং বুলেট নিয়ে তৈরি হয়ে থাকবে। এখনো যদি কেউ রাইফেলের ম্যাগজিনে বুলেট ভরিয়ে না-থাকো এক্ষুণি ওটা সেরে ফেলো। আমার বিশ্বাস তোমাদের সবারই এই মুহূর্তে একই অনুভূতি। সবরকম প্রস্তুতি নেয়ার পরই বিছানায় যাবে তোমরা। আজ রাতে তোমাদের ডাকবার প্রয়োজন হলে কামান দাগিয়ে সংকেত দেবো আমি।' দুর্গের দক্ষিণপুব কোণে বসানো সুইভেল কামানটার দিকে দৃষ্টি ফেরালো বেলিঙ্গার। 'একখানা কম্বল এবং ভালো গরম শার্ট থাকলে সাথে নিয়ে আসবে সবাই। হারকিমারের ওখানকার যারা আছো দুর্গে থাকাটাই তোমাদের জন্যে ভালো হবে।'

কথা শেষ করে নিজের কামরায় ঢুকলো কর্নেল।

তারা তখনো দুর্গেই ছিলো। গভীর একটা শ্বাস ফেললো জন। তার কাছে ছিলো প্রচুর বারুদ এবং বুলেট। ওই সকালেই ফ্লাস্কটা ভরে রেখেছিলো সে। জো এবং অ্যাডামের সাথে কথা বলছিলো গিল। জোকে সে তার ওখানে এবং অ্যাডামকে উইভারদের বাড়িতে থাকতে বললো। কিন্তু অ্যাডাম রাজি হলো না। এই সময়ের মধ্যে অনায়াসে হারকিমার দুর্গে গিয়ে বেটসি স্মলকে খবরটা দিয়ে আবার ফিরে আসা যাবে বলে জানালো অ্যাডাম। এবং তার পথে থাকতেই যদি কামান দাগে তাহলেও দুর্গ থেকে লোকজন যাত্রা করবার অনেক আগে সে দৌড়ে ফিরে আসতে পারবে।

ফটক গলিয়ে বাইরে বেরুতেই অ্যাডাম দেখলো ডাঃ পেট্রি দ্রুতপায়ে ফিরে যাচ্ছে তার অফিসের দিকে। এই ঘরটাতেই আজকাল ডাক্তার খায়-দায়, ঘুমায় এবং রোগী দ্যাখে।

ঊর্ধ্বশ্বাসে নদীর ঘাটের দিকে ছুটলো অ্যাডাম। একটা নৌকায় গিয়ে উঠলো এবং নিজেই দাঁড় ঠেলতে শুরু করলো। আধঘন্টার মধ্যে সে হারকিমার দুর্গের ঘেরাটে ঢুকলো। পরের পাঁচ মিনিটে বেটসিকে কামরা থেকে বের করে এনে খবরটা দিলো।

গির্জার পাঁচিলের ধারে নিরিবিলি একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলো দুজন।

'শোনো, বেটসি,' বললো অ্যাডাম, 'বাটলার তার দলবল নিয়ে আসছে উপত্যকায়।'

www.pathagar.com

'হ্যাঁ, অ্যাডাম,' শান্তকণ্ঠে বললো বেটসি। 'কিন্তু তুমি কী করতে এখানে এসেছো?'

'যতোসব বাজে বকুনি,' বললো সে। 'তোমার মনের মতন কোনো কাজই বুঝি আমি করতে পারি না?'

বেশ শান্ত দেখাচ্ছিলো বেটসিকে। একটা কৌতুক খেলা করছিলো ওর মুখে। অ্যাডামের সাথে কথা বলবার সময় বরাবর এরকম কৌতুকই ফুটে উঠতো বেটসির চোখেমুখে।

'আমার ভালো লাগবে এমন অনেক কাজই করতে পারো তুমি। কিন্তু এখন তুমি কী আশা করছো আমার কাছ থেকে? কাঁদবো আমি? হাসবো? নাকি চুমু খাবো তোমায়?'

'চুমু খাওয়াটাই বোধকরি অন্য সবকিছুর চেয়ে ভালো।'

তাকে হতবাক করে দিয়ে অন্ধকারে হঠাৎ শান্তকণ্ঠে বলে উঠলো বেটসিঃ

'বেশ। তুমি কোথায়?'

অ্যাডামের মনে হলো একটা পালক দিয়ে বুঝি তার মাথাটা কাটতে চাইছে ও।

অ্যাডামের কাঁধের ওপর হাত রাখলো বেটসি। দুই বাহু দিয়ে ওকে আঁকড়ে ধরলো সে। তার কঠিন বাহুপাশের ভেতর থেকে শ্বাস ফেলতেও কষ্ট হচ্ছিলো ওর। একটানা দুই বছর সে অপেক্ষা করছিলো বেটসির কাছে ঠিক এভাবে নিজেকে সমর্পণ করবার জন্যে। বেটসির পাশে পলি বাওয়ার্স সামান্য একটুখানি আঠা ছাড়া আর কিছুই না। তাকে পাগল করে তুললো বেটসির দেহের উষ্ণ স্পর্শ, ওর শ্বাস এবং নিবিড় আলিংগন। চোখদুটি বাইরে বাড়িয়ে ধরে একটা নিভৃত জায়গা খুঁজছিলো সে। একটি মেয়েকে তো আর বরফের ভেতর নিয়ে যাওয়া যায় না। এই ভাবনার মধ্যেই হঠাৎ তার বাহুপাশ থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়লো বেটসি।

'ওখানে। ও-জায়গাটাই তোমাকে মানাবে ভালো।'

ওর এই আচরণে আহত হলো অ্যাডাম।

'বেটসি!'

'কী চাইছো তুমি?' ওর কণ্ঠে আশ্চর্য এক স্নিগ্ধতার রেশ। বোধকরি তার দিকে তাকিয়ে হাসছিলো বেটসি। অন্ধকারের জন্যে কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছিলো না।

www.pathagar.com

'আমি ভাবছিলাম এই বুঝি শুরু হলো আমাদের,' বিড়বিড়িয়ে বললো অ্যাডাম। 'কোথায় যাওয়া যায় চিন্তা করছিলাম আমি।'

'তোমার প্রেমিকাদের কারো মতনই নই আমি, অ্যাডাম।' চাপাকণ্ঠে হাসলো বেটসি। 'ব্যবধানটা বুঝতে পারছো না তুমি?'

'বুঝতে তো পারছি,' গম্ভীরস্বর অ্যাডামের। তুমি কী করতে বলছো আমায়? তোমায় বিয়ে করতে?'

'তুমি কখনো তো এটা জানতে চাওনি আমার কাছে?'

অ্যাডাম জানতো কথাটা আগে বললে বোকামি করতো সে। কিন্তু এখন আর ধৈর্য ছিলো না তার।

'বেশ। তুমি বিয়ে করতে রাজি আছো আমায়?' সরাসরি জানতে চাইলো অ্যাডাম।

'মনে হচ্ছে রেগে গিয়ে কথাটা বলছো তুমি, অ্যাডাম। কিন্তু আমি রাজি তোমায় বিয়ে করতে। তুমি যখন আমায় ছেড়ে এদিক–ওদিক চষে বেড়াবে আমার তখন আইনের আশ্রয় নেয়া দরকার।'

বেটসি আবার হাসতে শুরু করলে ওকে জড়িয়ে ধরলো সে।

'কোথায় যাওয়া যায়, বলো?'

'বিয়ের পর বলবো কোথায় আমরা যাবো।'

'কিন্তু এ–অবস্থায় তো আর আমরা বিয়ে করতে পারি না।'

'তাহলে কোথাও আমরা যেতে পারি না। আমি কিন্তু কোনো সুযোগ নিচ্ছি না, অ্যাডাম।'

সে ওকে বকাবকি করলো, তোষামোদ করলো এবং কাকুতিমিনতি করলো। কিন্তু কোনো কিছুই ওকে টলাতে পারলো না। সারামুখে কৌতুক নিয়ে অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো ও।

'প্রভুর নামে শপথ করছি! এখুনি যাজককে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলবো আমি।'

কথাটা নড়ালো ন্যান্সিকে। 'ওটা তুমি করতে যেয়ো না। একটা কেলেংকারি হবে।'

'প্রভুর দোহাই! তাহলে কী করতে বলছো তুমি আমায়?'

www.pathagar.com

বরফ এবং অন্ধকারের মাঝখানে একটা আধমাতাল ভালুকের মতন দেখাচ্ছিলো তাকে। বেটসি তার একটা হাত তুলে নিলো নিজের হাতে। 'বেচারা অ্যাডাম।,' বললো ও। গম্ভীর শোনাচ্ছিলো ওর কণ্ঠস্বর।

'বিয়ের প্রতিশ্রুতি তুমি আমায় দিয়েছো, না?'

'হ্যাঁ।'

'যুদ্ধ থেকে ফিরে আসবার পর আমায় বিয়ে করবে তো? শপথ করে বলছো কথাটা?'

'এই শপথ করছি। আমার বুকের ওপর ক্রুশচিহ্ন আঁকছি। প্রভুর নামে শপথ করে বলছি, বেটসি।'

'আমি চাই গির্জায় আমাদের বিয়ের বিজ্ঞপ্তি ঝুলিয়ে দেয়া হবে। নিয়মমাফিক বিয়ের অনুষ্ঠান হবে। এবং সবাই জানবে আমি তোমায় স্বামী হিসেবে পেয়েছি। উতরোলকণ্ঠে হাসলো বেটসি।

মুখে আর জবাব দিলো না সে। বেটসি এতোক্ষণ একটি ঘোটকীর মতন কেলি করছিলো তার সাথে। এটা সে এখন বেশ বুঝতে পারলো। তবে সংগে সংগে এটাও বুঝলো, প্রতিশ্রুতি রাখতে তাকে বাধ্য করবে মেয়েটা। এর জন্যে কোনো পরোয়া নেই তার। ওর দিকে ফের হাত বাড়ালে হাত সরিয়ে দিয়ে ও বললোঃ 'আমার সাথে এসো।'

দুর্গের উত্তর-পশ্চিম ব্লকহাউসের দরোজার দিকে অ্যাডামকে টেনে নিয়ে চললো ও। পাশের কামরাটাতেই থাকতো ক্যাপ্টেন মুডির লোকজন। মুডি ছাড়া কেউই ছিলো না আশপাশে কোথাও। নিচের তলার ঘরটায় ঘুমিয়েছিলো ক্যাপ্টেন।

অ্যাডামের ঠোঁটে একখানা হাত রাখলো বেটসি। রাইফেলের নলের লোহার মতন ঠান্ডা মনে হচ্ছিলো ওর আঙুলগুলিকে। তার শীতল চামড়ায় উষ্ণতার একটা শিহরণ আস্তে আস্তে জাগতে শুরু করলো।

'ক্যাপ্টেন ঘুমে বিভোর হয়ে আছে,' ফিসফিসিয়ে বললো বেটসি। 'কিছুই তার কানে যাবে না। কিন্তু তাহলেও চুপচাপ থাকবে তুমি।'

চুপিসারে ক্যাপ্টেনের বিছানাটার পাশ গলিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলার চিলেকোঠায় গিয়ে উঠলো দুজন। একটা শীতল নির্জনতা খাঁ-খাঁ করছিলো জায়গাটায়। অন্ধকারে

www.pathagar.com

তাকে নিজের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে অভ্যর্থনা জানালো বেটসি। যখন তারা দুজন নিবিড় হলো অ্যাডাম বুঝলো কী অপার একটি কমনীয় স্নিগ্ধতা স্পর্শ করছে তাকে। সারা দেহপল্লব বিকশিত এবং আন্দোলিত হচ্ছিলো ন্যান্সির এবং একসময় মনে হলো ওর প্রাণটা যেনো দেহ ছেড়ে উধাও হয়েছে কোথাও।

৪

শেষ সমাবেশ

আটাশে অক্টোবরের সকাল বেলাটা ছিলো নির্বাতাস এবং হিমশীতল। বিছানা থেকে উঠেই আগুন জ্বালালো গিল। বাইরে সারা উপত্যকা ধবধব করছিলো বরফে। তুষার ঢাকা কুয়াশার মাঝখানে লোহার খুঁটির মতন দেখাচ্ছিলো গাছগুলিকে। সূর্য–ওঠার ঠিক আগের মুহূর্তে আকাশটা ছিলো আশ্চর্য রকমের ঝকঝকে। দেখে মনে হচ্ছিলো বুঝি কোনো রং নেই ওটার।

দুর্গের দিক থেকে কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছিলো না। উনুনের প্রথম কাঠগুলি জ্বলে উঠলে পর কাপড়চোপড় ঠিকমতন গায়ে জড়িয়ে চুল আঁচড়ে ঘরের মেঝের ওপর পা রাখলো লানা।

' তোমাদের কী আজই রওয়ানা দিতে হবে, লক্ষ্মীটি?'

'বলতে পারবো না,' ফিসফিসিয়ে বললো গিল। 'উইলেটের কাছ থেকে খবর পাওয়ার অপেক্ষায় আছি আমরা।'

আর কোনো কথা বললো না তারা। কম্বলের তলায় কাঠের মতন লম্বা হয়ে শুয়েছিলো দুই বাচ্চা, জো বোলিও, মিসেস ম্যাকলেনার এবং ডেইজি। মাথা ঢাকা ছিলো সবারই। ছোটো উনুনটার সামনে পাশাপাশি বসেছিলো লানা এবং গিল। আগুনের নিষ্প্রভ আলোয় তন্দ্রাতুর দেখাচ্ছিলো দুজনের চোখ। সবাইকে ঘুমে আচ্ছন্ন দেখে মনে হলো তারাও বুঝি ঘুমিয়ে পড়বে চিরকালের মতো। জাগর এই মুহূর্তগুলিতে শরীরের অবসন্নতার জন্যে কথা বলতে না পারলেও তারা যে দুজন কাছাকাছি বসে আছে দুজনই তা অনুভব করছিলো। না–বলা ভাবনাগুলি সিক্ত হয়ে উঠলো মমতায়। আগুনের শিখা

www.pathagar.com

থেকে চোখ না তুলেই একটা হাত বাড়ালো গিল। লানা সংগে সংগে টেনে নিলো হাতটা। মিনিট কয়েক এভাবেই হাতে হাত জড়িয়ে রেখে উনুনের পাশে বসে থাকলো দুজন। দেখলো আগুনের শিখার উস্কে–ওঠা আলো। দেখলো নিজেদের নিঃশ্বাস থেকে লতিয়ে ওঠা বাষ্প। কিছুক্ষণ পরে অনুভব করলো বাইরে থেকে আসা রোদের মৃদু উষ্ণতা।

আরো কিছু কাঠের জন্যে বাইরে পা বাড়ালো গিল। ফিরে এসে বালতি এবং কুড়ালটা নিয়ে গেলো কাছের ঝরনাতলায়। সে চলে গেলে লানার দুই চোখ উপচে উঠলো অশ্রুতে। ভালোবাসায় আপ্লুত চোখের এই ফোঁটাগুলিকে কিছুক্ষণ গড়াতে দিলো ও। গিল আবার ফিরে এলে হাসবার আগে সেগুলিকে মুছে ফেললো এবং বরফের মতন ঠান্ডা বালতিটা তুলে নিলো তার হাত থেকে। জাউ রাঁধবার জন্যে কেতলিটা ভরলো বালতির পানিতে। ওই জাউ দিয়েই হবে তাদের সকাল বেলার নাস্তা। দুজন আবার বসলো পাশাপাশি। কেতলির পানি ফোটার শব্দ কানে যাওয়ার পর ঘুম থেকে আড়মোড়া ভেঙ্গে জাগলো ডেইজি। সান্নিধ্যের আনন্দটা গিল এবং লানা গোটা দিনটাই উপভোগ করেছিলো দুজনের একান্ত অনুভবে।

সকালের খাওয়াটা সারবার পরই ঘর থেকে বেরুলো মিলিশিয়ারা। দুর্গে এসে তারা দেখলো হারকিমারের লোকজন রান্নায় ব্যস্ত। আর বেলিঙ্গার বস্তায় রসদ ভরবার কাজ তদারক করছে। সারা সকাল পুবদিক থেকে কেউ আসেনি কোনো খবরবার্তা নিয়ে।

একজন লোককে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো কানাডা ক্রিকের চড়াটার দিকে নজর রাখবার জন্যে। দুপুরের পর সে তার মাস্কেট বন্দুকটা সরিয়ে রাখলো চারদিকের অবস্থা দেখবার জন্যে। দুর্গের ছাদের রাইফেল মঞ্চে গিয়ে উঠলো মিলিশিয়াদের অনেকে। সারাদিন গাছপালা থেকে গলে পড়লো তুষার। আবছা ধূসর দেখা যাচ্ছিলো পাহাড়গুলিকে। মৃদু বাতাসে ভাসমান একখন্ড মেঘ ছায়া ফেললো উপত্যকার ওপর। ঠান্ডার হাল দেখে মনে হলো আবার শুরু হবে তুষারপাত।

নিচে তাকিয়ে তারা দেখলো সড়ক বরাবর দুই সারিতে মার্চ করে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে একদল লোক। হাঁটার ভংগি দেখেই মনে হচ্ছিলো খুব শ্রান্ত তারা। বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছিলো তাদের গায়ের নোংরা কাপড়চোপড়। হাতের রাইফেলের নলগুলি ধরা ছিলো সামনের দিকে। আধাবরফ ঢাকা কাদাটে রাস্তার ওপর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিলো রসদের তিনটি ওয়াগন। সেগুলির সাথে তাল রেখে হাঁটছিলো তারা।

www.pathagar.com

সেনাদলটাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে কোনোরকম তোপধ্বনির আয়োজন করলো না বেলিঞ্জার। কারণ, অপচয় করবার মতো বাড়তি বারুদ ছিলো না দুর্গে। তাছাড়া বেলিঞ্জার জানতো অভ্যর্থনা নেয়ার বাতিক উইলেটের নেই। নিঃশব্দেই দুর্গের ফটক খুলে দেয়া হলো যুদ্ধজয়ী ক্লান্ত মিলিশিয়া বাহিনীটির সামনে।

উইলেট সোজাসুজি বেলিঞ্জারের কামরায় গিয়ে দেখা করলো তার সাথে। লম্বা অভিযান–কোটের বদলে একটা পশমি শিকারের শার্ট চড়ানো ছিলো উইলেটের গায়ে। মাথাজোড়া ছিলো ফারের উঁচুটুপি। একজন কৃষক–মিলিশিয়ার মতনই দেখাচ্ছিলো তাকে। শুধু তার খাড়া প্রকান্ড কাঁধ দুটিই ছিলো একটু ব্যতিক্রম। ক্লান্তির মধ্যেও ঝকঝক করছিলো তার দুই ছোটো নীল চোখের মণি। নাকের ঘাম মুছে নিয়ে বেলিঞ্জারের সাথে করমর্দনের জন্যে হাত বাড়ালো উইলেট।

'শুনেছি বৃটিশ বাহিনীটাকে তুমি পর্যুদস্ত করেছো,' বললো বেলিঞ্জার।

দাঁত বের করে হাসলো উইলেট।

'আমরা ঠিক তাদের ঘায়েল করতে পারিনি। তারা পিছু হটে পালিয়ে যায়। অন্ধকারটা গাঢ় ছিলো বলে তাদের অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে।' বেলিঞ্জারের কাছ থেকে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে বাইরের দিকে তাকালো সে। 'আমাদেরও একবার হটতে হয়েছিলো। কিন্তু রলি ঠিক সময়েই মিলিশিয়াদের সংঘবদ্ধ করে এগিয়ে নিয়ে যায়।'

চেয়ারে গা এলিয়ে দিলো উইলেট।

'স্টোন অ্যারাবিয়া পর্যন্ত আমি তাদের পিছুধাওয়া করি। কিন্তু ওখান থেকে তারা মোড় নিয়ে উত্তরে চলে যায়। তারা ওনিডা হ্রদের দিকে গেছে, নাকি জংগলের ভেতর দিয়ে সোজা বাক্ দ্বীপে গেছে জানবার জন্যে একজন টহলদার স্কাউট পাঠাই আমি তাদের পেছনে। কথা ছিলো তাদের অবস্থানের সন্ধান পাওয়া মাত্রই জরুরি বার্তা পাঠাবে সে। আমি মিলিশিয়াদের নিয়ে চলে আসি এখানে। পথটা সাংঘাতিক দুর্গম। নব্বইজন লোক যোগাড় করতে পেরেছো তো তুমি?'

'তারা তোমার অপেক্ষায় আছে।'

'চমৎকার। এখানকার উত্তরের বনজংগল ভালো চেনে এমন কোনো লোক আছে তোমার কাছে?'

'হ্যাঁ। বোলিও এবং হেলমার কাজটা করতে পারবে।'

www.pathagar.com

'ভালো। নীলপিঠ নামে পরিচিত এক বুড়ো নির্বোধের অধীনে পঞ্চাশজন ওনিডা রেডইন্ডিয়ান আছে আমার হেফাজতে। যুদ্ধের পর ফিরে এসেছে তারা। কিন্তু পথপ্রদর্শক হিসেবে তাদের ওপর নির্ভর করতে চাই না আমি।'

'নীলপিঠ কিন্তু পুরনো গাইড। গত চল্লিশ বছর ধরে পশ্চিম কানাডায় গাছের যতো পাতা ঝরেছে সবই নখদর্পণে তার। ওখানে ছোটোবেলা থেকেই শিকার করে বেড়িয়েছে সে।'

'শুনে খুশি হলাম। তোমার দুই লোকের সংগে তাকেও কাজে লাগাবো আমি।'

'এই দুর্গের মিলিশিয়াদের কী আমি ভেতরে রাখবো? হারকিমার দুর্গের সবাই কিন্তু এখানেই আছে।'

'তোমার লোকজনকে এখন বাড়ি যেতে বলো। আগামী কালকের আগে আমরা রওয়ানা দিতে পারছি না। চারশ লোকের জন্যে তুমি কি আমায় পাঁচদিনের রসদ দিয়ে সাহায্য করতে পারবে? রেডইন্ডিয়ানদের নিয়ে আমার সাথে এখন প্রায় তিনশ লোক আছে।'

'বোধকরি পারবো।'

'আরেকটা কথা। তুমি কিন্তু এখানেই থাকবে।'

'ওটা ভালো দেখাবে না,' বললো বেলিঞ্জার।

উইলেটের ক্লান্ত মুখে ফুটে উঠলো একটা ক্ষীণ হাসির রেখা।

'তোমার সাথে তর্ক করতে চাই না আমি। এরকমই নির্দেশ আছে ওপর থেকে। একটা কথা ভেবে দ্যাখো, বেলিঞ্জার। কোনো বিপদ ঘটলে এমন একজন লোক আমাদের এখানে রেখে যাওয়া দরকার যার বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে জায়গাটাকে ধরে রাখবার। এ–ব্যাপারে আমার চেয়ে অনেক অভিজ্ঞ তুমি।'

কটমট করে তাকালো বেলিঞ্জার। 'এটা একটা বাজে চালাকি, উইলেট!'

'তুমি যদি মনে করে থাকো এতে তোমার সুনাম ক্ষুণ্ন হবে তার জন্যে ভেবো না। আসলে আমার সাথে যারা যাচ্ছে তারা কেউই কৃতিত্বের দাবি তুলবে না। রস্ এবং বাটলারের হাত থেকে আলবানি রক্ষার জন্যে আমারবল্স্টনে ফিরে যাওয়ার কথা।'

www.pathagar.com

'কৃতিত্বের ব্যাপারে আমার এতটুকুও মাথাব্যথা নেই উইলেট। আমি শুধু একবার দেখতে চাই সন্ত্রাসীরা বুঝুক তারা আমাদের হাতে ঘায়েল হয়েছে।'

'আমি বুঝতে পারছি,' শান্তকণ্ঠে বললো উইলেট। 'খুব পিপাসা পেয়েছে আমার। পান করবার মতন কিছু পেলে ভালো হতো।'

'ঠিক আছে। আমার ওষুধের ভাঁড়ারে হাত না দেবার জন্যে তোমাকে কিছু ভারড্যাম দেয়া হবে।'

দুজনই তারা ডাঃ পেট্রির ওখানে গিয়ে হাজির হলো। দুই হাতে ছোটো একটা পিপা বুকের ওপর চেপে ধরে রাখলো ডাক্তার। উইলেটের সামনের টেবিলে ওটা এগিয়ে দেয়ার আগে দুজনের দিকেই তীক্ষ্ণ চোখে একবার তাকালো সে।

পিপার গায়ের লেখাটা পড়লো ডাক্তার ঃ 'কাটাছেঁড়া এবং ক্ষতস্থানে ব্যবহার করবার জন্যে। বেশ, আমি এখন ব্যবস্থাপত্র দিচ্ছি। ছোটো একগ্লাসে একচুমুক পরিমাণ খেতে হবে। আর একটুখানি ডাঃ পিটারের জন্যে। নইলে তোমাদের চুমুক দিতে দেখে মূর্ছা যাবে বান্দা।'

বিদায় নিয়ে আসবার পরে এ-নিয়ে দ্বিতীয়বার বাড়ি গেলো জন। তার কাছে ব্যাপারটা কেমন যেনো একটু বোকামোর মতন লাগলো। মিলিশিয়া ফৌজ হয়তো শেষ পর্যন্ত অভিযানে নাও যেতে পারে বলে ভাবতে শুরু করছিলো সে। কিন্তু ম্যারির হাসি-হাসি মুখখানা দেখে মনের সব অস্বস্তি উবে গেলো তার।

রাতে খেতে বসে সবাইকে সে শোনালো উইলেটের কাহিনী। জর্জ ওয়াশিংটনের দক্ষিণমুখো অভিযানের গল্পটাও করলো। কর্নওয়ালিসের মোকাবিলা করবার জন্যে সেনাবাহিনী নিয়ে ভার্জিনিয়া রওয়ানা হয়ে গেছেন জেনারেল ওয়াশিংটন। জন কিংবা তাদের সাথের অন্য কারোই এ-ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিলো না। গিল মার্টিনের কাছ থেকেই সব শুনেছে তারা। উইলেট এবং বেলিঞ্জারকে এনিয়ে আলোচনা করতে শুনেছে মার্টিন। উইলেট নাকি আবেগে অভিভূত হয়ে বলেছিলেন কর্নওয়ালিসকে হারাতে পারলে এক বিরাট কাজ করবেন ওয়াশিংটন।

কোবাসের চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে উঠলো।

'সামনের বছর সেনাবাহিনীতে নাম লেখাবো আমি,' বললো সে।

www.pathagar.com

হো–হো করে হাসলো জন।

'কিসের জন্যে নাম লেখাবে? ড্রামবাদক হবে?'

কোবাসের শিশুসুলভ গোলগাল মুখখানা হঠাৎ কালো হয়ে উঠলো। ওর কান্ড দেখে এমাও না হেসে পারলো না।

সে কোবাসকে বললো : 'তুমি কিছু মনে করো না, কোবাস। তুমি যদি চাও সামনের বছরই সেনাবাহিনীতে পাঠাবো আমি তোমায়। এখন আমার সাথে এসো।'

'কোথায়?'

'মিসেস ভলমারের সাথে দেখা করতে যাবো আমি।'

'আমার যেতে ইচ্ছা করছে না। কী হবে আমার ওখানে গিয়ে?'

এমা উইভার জোরে চেপে ধরলো কোবাসের একখানা হাত।

'আমার সাথে চলো তুমি।' দরোজার গোড়া থেকে গলা বাড়িয়ে ফের এমা বললোঃ 'ঘন্টা দুয়েক ওখানে থাকবো আমরা।'

দরোজা বন্ধ করে এমা বাইরে পা বাড়ালে ম্যারির দিকে তাকিয়ে হাসলো জন। তারা দুজনই জানতো বিধবা মিসেস ভলমারের সাথে বিশেষ কোনো সখ্যতা ছিলোনা এমার।

'মা সবকিছু সুন্দরভাবে মানিয়ে নিয়েছে,' বললো জন। 'এখন থেকে সারাজীবনই তোমার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবে সে। তুমি তা বুঝতে পারবে।'

ম্যারি নরোম গলায় বললো : 'বিয়ের পর থেকেই আমার সাথে তিনি ভালো ব্যবহার করছেন, জন।'

কথাটা শুনে ভারি খুশি হলো সে।

বাইরের বাতাস হাল্কা থাকায় তেমন ঠান্ডা লাগছিলো না ঘরের ভেতর। তাছাড়া, উনুনের আগুনটাও জ্বলছিলো ভালো। পুরনো দম্পতির মতন পাশাপাশি বসে আগুনের উষ্ণতার স্বাদ গায়ে মেখে নিচ্ছিলো দুজনই। জন কীএকটা ভেবে বললো : 'তোমাকে বোধকরি কিছু গরম পোশাক বুনে নিতে হবে।'

মিষ্টি হাসলো ম্যারি। ওর মাথায়ও খেলা করছিলো একই ভাবনা। বাচ্চার গরম পোশাক বানানোর জন্যে অবশ্য খুব বেশি উলের প্রয়োজন ছিলো না ওর।

'পাইপ মুখে ধরিয়ে আমাকে এখন একটা বই পড়ে শোনাও তো তুমি।'

www.pathagar.com

'আমি তেমন ভালো পড়তে পারি না,' বললো জন।

'চেষ্টা করলেই পারবে। আমার বাবা কিন্তু চমৎকার পড়তে পারতেন। আমার মনে হয় যাজক মিঃ রোজেনক্রান্‌টিজের চেয়ে তাঁর বাইবেল পড়াটা ছিলো ঢের ভালো।'—

কথাটা বলবার সময় থমথম করছিলো ম্যারির মুখ। কিন্তু ওরিস্কানির যুদ্ধে ক্রিশ্চিয়ান রিজল মারা গেলেও ম্যারির মা এবং পরিবারের অন্যরা বঞ্চিত হয়নি তাদের উত্তরাধিকার থেকে। কাঠের বাড়িটা ওদেরই থেকে গেলো। এসব অনেকদিন আগের কথা। কিন্তু অদ্ভুত একটি ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছিলো জনের মাথায়। তার মনে হলো তিনজন তারা বসে আছে উনুনের পাশে। সে, ম্যারি এবং ম্যারির পেটের বাচ্চাটা।

'ধরো বাচ্চাটা যদি মেয়ে হয় তাহলে কেমন করে বাবার নামে রাখা যাবে ওর নাম?' বললো জন।

ম্যারি বললো ঃ 'একসময় জর্জিনা নামের এক মহিলার সাথে পরিচয় ছিলো আমার।'

'তাই বুঝি,' বললো জন।

আগুনটা বেশ জোরে জ্বলতে শুরু করলো। পট্‌পট্‌ শব্দ হচ্ছিলো কাঠের। সেদিকে তাকিয়েছিলো তারা দুজন।

'তোমার কি মনে হয় জন্সটাউনের লড়াইয়ের পর এই গোটা যুদ্ধটাই শেষ হবে, জন?'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে তাদের ভাবসাব দেখে মনে হয় ওখানে একটা ছোটোখাটো যুদ্ধ হবে। বারগোইনের সেনাবাহিনীর মতন বড়ো কোনো বাহিনী যাচ্ছে না ওখানে। ভার্জিনিয়ায় জেনারেল ওয়াশিংটন যে বাহিনী নিয়ে গেছেন তার মতনও এটা নয়। ওখানে তারা বিরাট আকারে কিছু করবে বলে আমার মনে হয় না।'

'আমি বলতে চাইছি আমাদের এখানকার যুদ্ধ ওতে বন্ধ হবে কিনা, জন?'

'বলতে পারবো না আমি। আমার কোনো ধারণা নেই এ–ব্যাপারে।'

ম্যারি বললোঃ 'যুদ্ধটা বন্ধ হলে ভালোই হতো, কী বলো তুমি? আমরা আমাদের নিজের বাড়িতে থাকতে পারতাম। তুমি বলতে পারবে এখান থেকে কতো দূর হবে জায়গাটা?'

'কেন, যুদ্ধ শেষহলে আমরা তো ডিয়ারফিল্ডে ফিরে যাবো। বাবার বাড়িতে গিয়ে থাকবো।'

www.pathagar.com

'আমিও তাই চাই। ভারি চমৎকার ছিলো আমাদের ওখানকার জীবন।'

'হ্যাঁ,' বললো জন।

ম্যারি মুখ তুলে তাকালো তার পানে। চোখে হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠলো ওর। জনকে আগুনের দিকে নিবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে হঠাৎ কেমন যেনো দমে গেলো ও। আসলে পাশাপাশি বসে একান্তে কথা বলতে গেলে কোনো কোনো মুহূর্তে এমনটা হয়েই থাকে।

ভোর হওয়ার আগে অন্ধকার থাকতে ষ্টৌন অ্যারাবিয়া দুর্গ থেকে বার্তা নিয়ে এসে পৌছলো অশ্বারোহী ডাকবাহক। একদম ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো ঘোড়াটা। এদিকে ঠান্ডায় হাত জমে যাওয়ায় রাশ আলগা করতে কষ্ট হচ্ছিলো চালকের।

গুপ্তচর রক্ষীর লেখা বার্তা বয়ে এনেছিলো লোকটা। বার্তায় বলা হয়েছে বাটলার এবং রস্ পথে মোড় ঘুরে সোজা গিয়েছে উত্তরে। মাঝখানে মনে হয়েছিলো তারা বুঝি নিখোঁজ হয়েছে। এখন তারা আবার উপত্যকার সীমান্তঘেঁষে যাত্রা শুরু করেছে পশ্চিমে। তাদের গতিবিধি দেখে মনে হচ্ছে বাক্ দ্বীপের দিকে যাবে তারা।

অগ্নিকুন্ডের পাশে বসেও শীতে কাঁপছিলো উইলেট এবং বেলিঞ্জার । আগুনের আলোয় বার্তাটা পড়ে দেখলো তারা ।

'কোন্ জায়গা দিয়ে তারা ক্রিক পার হবে?' জানতে চাইলো উইলেট ।

'বোধকরি মাইল বিশেক উত্তর দিয়ে । নীলপিঠ কিংবা জো বোলিও সঠিক তথ্যটা দিতে পারবে। জো এখন ঘুমে বিভোর।'

'তাহলে নীলপিঠকে ডেকে আনা যাক্।'

একজন রক্ষী ঘুম ভাঙ্গিয়ে নিয়ে এলো বুড়ো রেডইন্ডিয়ানকে। তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখদুটি মুছতে মুছতে বেলিঞ্জারের দিকে তাকিয়ে নীলপিঠ বললোঃ 'ভালো।' উইলেটের দিকে তাকিয়ে বললোঃ 'ভালো তো? আমি ফাইন।' সংগেসংগে আগুনের সামনে বসে পড়লো সে। একটা বিচ্ছিরি গন্ধ বেরুচ্ছিলো তার শরীর থেকে। বেলিঞ্জার ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললো তাকে। চুপ করে থেকে শার্টের তলায় হাত ঢুকিয়ে আস্তে আস্তে পেট মালিশ করতে থাকলো সে। এবং একের পর এক ঢেকুর তুলতে লাগলো।

www.pathagar.com

'তারা কোন্ জায়গা দিয়ে নদী পার হবে বলে মনে হয় তোমার, নীলপিঠ?' জিজ্ঞেস করলো বেলিঙ্গার।

' রেডইন্ডিয়ানরা তাদের ছেড়ে চলে গেছে,' বললো নীলপিঠ। 'সেনেকা, মোহক– এরা ভালো নয়। চলে গেছে। শ্বেতাংগরা গেছে ফেয়ারফিল্ড। জার্সিফিল্ডের রাস্তা ধরে।'

'আমার মনে হয় তার কথা ঠিক,' বললো বেলিঙ্গার।

'নিশ্চয়,' নীলপিঠ বললো। 'জো বোলিওকে জিজ্ঞেস করুন।'

'ওই উত্তরের জায়গাটা কতো দূরে?' জানতে চাইলো উইলেট।

'একদিনের পথ।'

'কতো মাইল হবে?'

'একদিনের পথ,' বিনীতভাবে কিন্তু দৃঢ়কন্ঠে পুনরাবৃত্তি করলো নীলপিঠ।

প্রসংগটা ছাড়লো উইলেট।

'বলতে পারো ওখানে বৃটিশ সেনাবাহিনীর সাথে দেখা হবে আমাদের?'

'সিওর, ইয়েস।' বললো নীলপিঠ। 'একটু রাম পেলে ভালো হতো। মদ খেতে চাই।'

'আমার কাছে কোনো মদ নেই।'

'দুঃখিত', নীলপিঠ বললো। 'ওখানে হাঁটতে কষ্ট। খুব বরফ।'

'এখন সময় কতো?'

উত্তর দিলো বেলিঙ্গারঃ

'প্রায় পাঁচটা।'

'এক ঘন্টার মধ্যে দিনের আলো ফুটবে। তোমার লোকজনকে প্রস্তুত হতে বলো।'

বেলিঙ্গার দরোজার দিকে পা বাড়ালে নীলপিঠ উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলো ঃ 'কামান দাগাবেন?'

বেলিঙ্গার কষ্টে দাঁত বের করে হেসে মাথা নাড়লো এবং আড়ষ্ট হাতে দরোজা খুলে বাইরে পা রাখলো। খালি পেটে শীতটা তীব্রভাবে অনুভব করছিলো সে।

উইলেট বললোঃ 'তুমি তোমার মিলিশিয়াদের গিয়ে বলো ভোরবেলায় নাস্তার কাজটা দ্রুত সেরে ফেলতে।'

www.pathagar.com

'আমি এখানেই থাকি,' শান্তকণ্ঠে বললো নীলপিঠ। কম্বলটা মাথা এবং মাথার টুপির চারপাশে জড়িয়ে নিয়ে ব্যাঙের মতন চুপচাপ বসে থাকলো সে।

সুইভেল কামানটা গর্জে উঠতেই খিঁচুনি খেয়ে লাফিয়ে উঠলো নীলপিঠ। কিন্তু প্যারেড ময়দানে বেলিঞ্জারের গলার আওয়াজ শোনার আগে আর নড়াচড়া করলো না। হিমেল বাতাসে বেলিঞ্জারের শানানো গলার চিৎকার ভেসে আসলে পরে কম্বলের তলা থেকে মাথা বের করলো সে এবং উইলেটের দিকে তাকালো সন্দেহের চোখে।

'কামান সাথে নেবেন?'

বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়লো উইলেট।

'ফাইন!' কথাটা বলেই উঠে দাঁড়ালো নীলপিঠ। 'আমিও যাচ্ছি।'

প্রায় নিঃশব্দে শুরু হলো সমাবেশের কাজটা। ভোরবেলা চারপাশের ঘরগুলি থেকে মিলিশিয়ারা দুর্গে এসে জমায়েত হলে তাদের বলা হলো নাস্তা খেয়ে আধঘন্টার মধ্যে ফিরে আসতে। খোলা-ময়দানে যারা রান্না বসিয়েছিলো তাদের বলবার তেমন কিছুই ছিলো না। হুল ফোটাচ্ছিলো হিমেল বাতাস। আকাশটা ছিলো একেবারে বিবর্ণ। ডেটন দুর্গের ছাদের নিচে যারা ছিলো তাদের গায়ে উত্তুরে বাতাসটার ঝাপ্টা না লাগলেও অরণ্যের দিক থেকে তার গোঙানি শুনতে পাচ্ছিলো তারা।

একসাথে খেতে বসেছিলো গিল এবং জো বোলিও। লানা আর ডেইজি এটা-ওটা এগিয়ে দিচ্ছিলো দুজনকে। বাচ্চাদুটি গাদাগাদি হয়ে বসেছিলো মেঝের ওপাশে। ওখানটাতেই বসতে বলা হয়েছিলো তাদের। পেঁচার মতন চোখ পিটপিটিয়ে তাকাচ্ছিলো দুই বাচ্চাই। এর আগে দুই চোখে অপার কৌতূহল নিয়ে তারা দেখছিলো বাবা আর জো চাচাকে তেল দিয়ে রাইফেলগুলি চকচক করে তুলতে। জো যখন পাথরের শানে তার ছুরি এবং রেডইন্ডিয়ান যুদ্ধে কুড়ালটায় ধার দিচ্ছিলো তখন দুজনই আরো বেশি অবাক হয়ে লক্ষ্য করছিলো ব্যাপারটা। ছুরিখানা ডানে এবং যুদ্ধকুড়ালটা বাঁয়ে রেখে মাড়ির কোনা দিয়ে সশব্দে খাবার চিবুচ্ছিলো জো। শুধু মাঝেমধ্যে তার চোখ গিয়ে পড়ছিলো বাচ্চা দুটির গম্ভীর মুখের ওপর।

একদম নীরব ছিলো ঘরখানা। পেটের পিলে কাঁপানো শীত এবং ভোরবেলার আবছা আলোর জন্যেও এটা হতে পারে। কারণ, এই সময় ঘুম থেকে জেগে হাই তোলাটাই

www.pathagar.com

স্বাভাবিক অভ্যাস লোকের। আবার লানার উৎকণ্ঠার জন্যেও খানিকটা দায়ী হতে পারে ঘরের এই গুমোট ভাবটা। মিসেস ম্যাকলেনার এবং ডেইজি দুজনকেই গম্ভীর হয়ে পড়তে দেখা গেলো লানার ভার–ভার মুখখানা দেখে। সারা শরীরে কম্বল জড়িয়ে হেমলক কাঠের পালংকটায় লম্বা হয়ে পড়ে থাকলেন মিসেস ম্যাকলেনার। কম্বলের ওপর তখনো চাপানো ছিলো তাঁর কোট। মাথার পেছনে দুই হাত রেখে সামনের দিকে কাত হয়ে ফ্যাকাশে মুখখানা বাড়িয়ে রেখেছিলেন তিনি। আজ সকালে একবারও বিরক্ত হয়ে কোনোরকম নেকো শব্দ করেননি বিধবা। একটা তেতো কথাও বলেননি। গিল এবং জো উঠে দাঁড়ালে তিনি বললেনঃ 'এদিকে এসো, গিল। চুমু খাও আমায়।'

তাঁর পালংকের কাছে এসে তাঁকে চুমু খাওয়ার জন্যে হাঁটু গেড়ে বসলো গিল। তিনি মাথার তলা থেকে একটা হাত বের করে স্পর্শ করলেন গিলের মুখ। তাঁর হাতের আঙুলগুলিকে হাতির দাঁতের মতন নির্মাংস এবং শীতল মনে হচ্ছিলো।

'বিদায়, বাছা!' বললেন বিধবা। তারপর জো'র দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'বিদায়, জো।'

'মাথার টুপিটা নামিয়ে জো বললো : 'বিদায় মাম!' ডেইজির দিকে তাকালো সে। বললো : 'ফিরে এসে যেনো তোমার হাতের গরম পিঠা খেতে পাই।'

শেষে তারা দুজনই বাচ্চা দুটির কাছে এলো। ওদের মুখে চুমু খেলো গিল। জো দুজনকেই একবার করে ওপরে তুলে নাচালো।

দরোজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো তারা। গায়ের চারপাশে ভালোমতন কামড় জড়িয়ে নিতে নিতে দুজনের পিছু পিছু হাঁটা দিলো লানা। দরোজাটা বন্ধ হওয়ার মুখেই গিলি চেঁচিয়ে উঠলোঃ

'আংকল জো। জো চাচা!' ছুরি এবং যুদ্ধকুড়ালটার দিকে সারাক্ষণ নজর রাখছিলো সে। কিন্তু জো ওগুলি নিতে ভুলে গিয়েছিলো। গিলির চিৎকার শুনে ফিরে তাকিয়ে সে দেখলো হাতিয়ার দুটি মেঝের ওপর পড়ে রয়েছে। 'কেমন ভুলো মন আমার!' মাথায় টুপি চড়াতে চড়াতে বললো সে। খাপ এবং বেল্টের ভেতর ছুরি আর কুড়ালখানা সামলে নিয়ে দরোজা বন্ধ করার আগে গিলির পানে তাকিয়ে জো বললো : 'আমার দিকে খেয়াল রাখবার জন্যে তোমাকে সাথে নেয়া উচিত ছিলো আমার।' দরোজার হুড়কাটার ওপর হাত রেখে কেমন একটু ইতস্তত করে তাকালো সে মিসেস ম্যাকলেনারের পানে।

'তোমার মনটা খুব ভালো, জো,' স্নেহভরা চোখ তুলে বললেন তিনি।

www.pathagar.com

সংকোচে মুখখানা ইটের মতন লাল করে দরোজা বন্ধ করে দিয়ে বাইরে পা বাড়ালো জো। হাল্কা বরফের ওপর পাশাপাশি পা রেখে মার্চ করতে লাগলো মিলিশিয়ারা। গাছপালার ভেতর দিয়ে তাদের এগিয়ে যেতে দেখলো লানা এবং তারপর দুর্গের কোনাটা ঘুরে আসতে দেখলো। সূঁচের মতন শীত বিঁধছিলো ওর মুখে। ঠোঁটে হাত রাখলো ও। ঠোঁটের যে জায়গাটায় গিল চুমু খেয়েছিলো কেমন বরফ বরফ লাগছিলো সেখানটা। মার্চরত মিলিশিয়াদের মাথার ওপর তীরের ফলার মতন এসে পড়লো বরফের কয়েকটি দলা।

মিলিশিয়াদের কুচকাওয়াজের কাজটা নিঃশব্দে সম্পন্ন হলো প্যারেড ময়দানে। উইলেট এবং বেলিঞ্জার দাঁড়িয়েছিলো পাশাপাশি। একসময় উইলেট চেঁচিয়ে উঠলোঃ 'তোমাদের বারুদের থলেগুলি ভালোমতন ঢেকে রাখো।' রাইফেল বাহুতে নিয়ে সার বেঁধে কুচকাওয়াজ করছিলো মিলিশিয়া জোয়ানের দলটি। ঠান্ডায় অবশ হওয়া পা টেনে টেনে তাল মিলিয়ে চলবার চেষ্টা করছিলো সবাই। বরফের ধূসরতায় এবং ভোরের আবছা আলোয় তাদের গায়ের রংচটা কাপড়চোপড় কেমন ঝাপসা আর মেটে বাদামির মতন দেখাচ্ছিলো।

বেলিঞ্জার বললোঃ 'প্রতিটি লোকের সাথেই আছে তার প্রয়োজন–মাফিক রেশন।'

সবাইকে হিসেব করে রেশন দিয়েছিলো বেলিঞ্জার। মিলিশিয়ারা তাদের কম্বলের তলায় পোটলা বেঁধে নিয়েছিলো এই খাদ্যসামগ্রী। আর তাদের পিঠের পেছনে বাঁধা ছিল কম্বলের বোচকা।

'আমাদের মার্চ করে যেতে হবে ক্ষিপ্রগতিতে, শান্তকণ্ঠে বললো উইলেট। 'খুঁড়িয়ে–খুঁড়িয়ে, আস্তেধীরে চলার কোনো সুযোগ নেই। কেউ পেছনে পড়ে থাকলে তার দায়িত্ব তার নিজেকেই নিতে হবে।'

আরো দু–এক মুহূর্ত বেলিঞ্জারের সাথে কথা বললো উইলেট। এরপর সে ডাকলো ডেমুথের কোম্পানির লোকজনকে।

তরুণ লেফটেন্যান্ট টাইগার্ট এগিয়ে এলো সামনে। তার পেছনে ছিলো বারোজন জোয়ান। তাদের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলো উইলেট।

www.pathagar.com

'তোমরা আমাদের অগ্রবর্তী দল হিসেবে কাজ করবে, ছেলেরা। আমি চাই হেলমার, বোলিও এবং মার্টিন সামনে এগিয়ে আসবে'। তিনজনই তারা সামনে পা বাড়ালো। হেলমারের প্রকান্ড শরীরটার দিকে একপলক তাকিয়ে কী ভাবলো উইলেট বলা কঠিন।

'আরো একটি লোক দরকার। একজনের নাম বলো দেখি,' মার্টিনের দিকে তাকিয়ে বললো সে।

গিল ভাবতেও পারেনি কেন জনের নামটা ফস্ করে বেরিয়ে এলো তার মুখ দিয়ে। জনকে ভোর থেকে দ্যাখেনি সে। বোধকরি জন এবং ম্যারির চেহারাটা ভাসছিলো তার চোখে। জন সামনে পা বাড়িয়ে এগিয়ে এলে উইলেট বললো : 'তোমাকে দেখতে খুব অল্প বয়েসের মনে হচ্ছে।'

জন অভিবাদন জানালে বেলিঙ্গার বললোঃ 'জেনারেল সুলিভ্যানের কোম্পানিতে কাজ করেছে করপোরাল জন উইভার।'

'তোমাকে দিয়ে চলবে,' প্রায় একই নিঃশ্বাসে বললো উইলেট। 'আমি চাই তোমরা চারজন সামনে এগিয়ে গিয়ে শত্রুর গতিবিধির ওপর নজর রাখবে। খুঁজে বের করবে তাদের অবস্থান। ফৌজের সামনেই তোমাদের বলছি, রস্ এবং বাটলার পালিয়ে যাচ্ছে। আগবাড়িয়ে গিয়ে আমরা তাদের অবরোধ করবার চেষ্টা করবো। এখনো আমাদের চেয়ে তাদের বাহিনীর জনবল বেশি। কিন্তু তারা পালাচ্ছে। রেডইন্ডিয়ান নীলপিঠ বলছে তারা নাকি ফেয়ারফিল্ডের দিকে যাবে।'

জো তার স্বভাবসুলভ রীতিতে রাইফেলের নল ধরে দুই হাতের ওপর চিবুক রেখে মাথা নাড়লো। 'তারা জার্সিফিল্ড সড়ক ধরে মাউন্টের মিল পার হয়ে যাবে। ওখানে পৌঁছতে পারলে পশ্চিম কানাডা ক্রিক পেরিয়ে উজানের পথ ধরে তারা যেতে পারবে কৃষ্ণ নদীর তীরে। আপনি কোথায় গিয়ে তাদের ওপর আঘাত হানতে চান, জেনারেল?'

চোখের পাতা নাড়ালো না উইলেট।

'কোথায় তোমরা তাদের নাগাল পাবে সে ভার তোমাদের ওপরই ছেড়ে দিলাম। আমি চাই তাদের ওপর আঘাত হানতে, ব্যস।'

'শেলস বুশ–এর এপাশের অগভীর চড়া দিয়ে ক্রিক পার হলেই বোধকরি আমাদের জন্যে ভালো হবে। ওখান থেকে সহজেই যাওয়া যাবে জার্সিফিল্ড। অরণ্যে আবার অদৃশ্য

www.pathagar.com

হওয়ার সুযোগ না দিয়ে আমাদের উচিত হবে পালানোর পথ ধরে তাদের অনুসরণ করা।'

'এটা তোমাদের ওপরই নির্ভর করছে,' বললো উইলেট। 'তোমরা তোমাদের পথ ধরে এগিয়ে যাও। তবে খুব দ্রুত যাবে। আমরা তোমাদের সাথে তাল রেখে চলবার চেষ্টা করবো। বিদায়, বেলিঞ্জার।'

করমর্দন করলো সে বেলিঞ্জারের সাথে। এরপর রাইফেলটা তুলে নিয়ে ডেমুথের মিলিশিয়া কোম্পানির জোয়ানদের পেছন পেছন বেরিয়ে গেলো দুর্গ ফটকের দিকে। পঞ্চাশজন ওনিডা দুর্গের বাইরে একত্র হলো তাদের সাথে। বাহিনীটাকে বর্ণাঢ্য করে তুললো বিচিত্র বেশভূষার এই রেডইন্ডিয়ান লোকগুলি। সামনের চারজন অগ্রগামী রক্ষীর সাথে দেখা হতেই একগাল হেসে নীলপিঠ বললো ঃ 'ভালো তো।' পেট ভাসিয়ে তাদের সাথে যোগ দিলো বুড়ো। অ্যাডামের মতন দ্রুততালে আর জো'র মতন চুপচাপ হেঁটে চলছিলো সে।

গিল এবং জনের কষ্ট হচ্ছিলো তাদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে।

মূল বাহিনীটা থেকে সামনে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলো তারা। শেলস্ বুশের সড়ক ধরে একটানা পনেরো মিনিট দ্রুততালে চলবার পর হাত তুললো জো। এই সময় বরফটা হাল্কা হয়ে ওঠায় শরীর বেশ গরম হয়ে উঠলো সবার এবং আরামও বোধ করলো তারা পথ চলতে।

'খালের চড়াটা পার না হওয়া পর্যন্ত কাছাকাছি থাকতে হবে আমাদের,' বললো জো।

এক লাইন বরাবর হাঁটতে লাগলো তারা পাঁচজন। সামনে ছিলো জো। তার পায়ের সাথে তাল রেখে চলছিলো নীলপিঠ। তার পেছনে ছিলো গিল এবং গিলের পেছনে জন। অ্যাডাম ছিলো সবার পেছনে। কম্বলখানা দুই প্রকান্ড কাঁধের দুপাশে ঝুলিয়ে হনহন করে হাঁটছিলো সে।

www.pathagar.com

৫

জার্সিফিল্ডে দুই শিবির

পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিলো পশ্চিম কানাডা ক্রিকের খরস্রোত। পার্বত্য এই খালটির পানির রং ছিলো গাঢ় পীতাভ। অগভীর চড়াটায়ও কোমর সমান ছিলো ঢলের পানি। বাঁহাতে পরস্পরকে আঁকড়ে রেখে এবং ডান হাতে মাথার ওপর রাইফেল তুলে ধরে, স্রোত ভেঙ্গে ওপারে যাওয়ার চেষ্টা করছিলো তারা পাঁচজন। ঢলের তোড়ের জন্যে পা সামলাতেই কষ্ট হচ্ছিলো। অ্যাডাম ছিলো এখন সবার সামনে। পাহাড়ের মতন অটল পায়ে স্রোতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চড়া পার হতে সাহায্য করলো সে অন্যদের।

পাঁচজনই তারা জংগলের ভেতর দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে চারপাশটা একবার চক্কর দিয়ে দেখলো। কোথাও কিছু চোখে না পড়ায় সবাইকে নিয়ে আবার চড়ার ওখানটায় ফিরে এলো জো। কিছুক্ষণ বাদে তারা দেখলো মূল বাহিনীর সামনের অংশটা নিয়ে তীরের দিকে আসছে লেফটেন্যান্ট টাইগার্ট। 'তাকে বলো গাছ কেটে সাঁকো বানিয়ে তারা যেনো ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে পার হয় খালের চড়া', জো বললো অ্যাডামকে। গলা চড়িয়ে অ্যাডাম যখন কথাগুলির প্রতিধ্বনি করছিলো ঠিক সেই মুহূর্তেই দেখা গেলো উইলেটের লম্বাটে লালচে মুখখানা। স্রোতের তোড়ের প্রচন্ড শব্দের জন্যে ওপারের কথাবার্তা শোনা না গেলেও তারা দেখতে পেলো, ক্ষিপ্রহাতে কুড়াল বের করে পাশের বনে ঢুকে মেপল গাছ কাটতে শুরু করেছে মিলিশিয়ারা।

পার্বত্য স্রোতস্বিনীটার ওপর তেরচা হয়ে পড়ছিলো ঘন বরফ। পাহাড়ের খাড়া চূড়াগুলির ওপর ডালপালা মেলে যেনো আকাশ ছুঁতে চাইছিলো পাইন তরুর কুঞ্জগুলি।

বাতাস শুঁকে দেখলো জো।

'প্রচন্ড তুষারপাত হবে,' বললো সে। 'সামনে বেশি দূর না যাওয়াই আমাদের জন্যে ভালো।' বুড়ো রেডইন্ডিয়ানের পানে চাইলো জো।

'তোমার কী মত, নীলপিঠ?'

তাদের মধ্যে একমাত্র নীলপিঠই তখনো কাঁপছিলো না শীতে। নাক দিয়ে ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করলো বুড়ো। সে জানালো তার রেডইন্ডিয়ান অনুচরেরা পথ খুঁজে বের করবে তাদের জন্যে।

www.pathagar.com

দেখা গেলো এর মধ্যেই রেডইন্ডিয়ানদের দুটি দল মূল বাহিনী থেকে বেরিয়ে শুরু করেছে পানি ভাংতে।

'ঠিক আছে,' বললো জো।

ক্রিকের পুবতীর ধরে হাঁটা দিলো সে। এবং হরিণ–চলার পথ থেকে সামান্য চওড়া একটা অরণ্যপথ অনুসরণ করে এগিয়ে চললো। গিল আর জনকে রাখলো তার সাথে। অ্যাডাম এবং নীলপিঠকে পাঠালো ডানেবাঁয়ে নজর রাখবার জন্যে।

অপেক্ষাকৃত কম দুর্গম পথের সন্ধানে সারাটা সকাল উত্তরমুখো হয়ে হাঁটাহাঁটি করলো তারা প্রচন্ড তুষারপাতের মধ্যে। ঘন তুষারের জন্যে চারপাশের সবকিছুই ঝাপসা দেখা যাচ্ছিলো। পথের খোঁজে কখনো তাদের সামনে গিয়ে আবার পেছনে মোড় নিতে হয়েছে। তবে বরাবর উত্তর মুখেই ছিলো তাদের যাত্রা।

দুপুরের দিকে আগুন জ্বালানোর জন্যে পথে এক জায়গায় থামলো তারা। লবণমাখা গোরুর মাংস অল্পজ্বালে সেদ্ধ করা হলো জো'র ছোটো কেতলিটা আগুনে চড়িয়ে। কাঠি দিয়ে গেঁথে মাংসের গরম টুকরো মুখের সামনে ধরে প্রায় সংগেসংগেই চিবুতে শুরু করলো তারা। এরপর তিনজন মিলে একে একে খেলো কেতলির তলানির ঝোল। নীলপিঠ এবং অ্যাডাম বরফ ভেঙ্গে এসে হাজির হলো তাদের কাছে। অ্যাডাম নিজের হাতেই রান্না করলো তার খাবার। এদিকে নীলপিঠ কম্বলমুড়ি দিয়ে একপাশে জুত হয়ে বসে চিবুতে লাগলো সজির একটুকরো রুটি। মাংসের কিছু ঝোল তারা কেতলি থেকে ঢেলে খেতে দিলো তাকে। এই সময় জনকে একটা গাছে উঠে চারপাশে নজর বুলিয়ে জংগলের অবস্থা দেখতে বললো জো। গাছের মগডালে উঠে সে জানালো দক্ষিণ দিকে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে।

'উইলেটের কথা মতন আমাদের কাছাকাছি থেকেই এগুচ্ছে তারা। খাঁটি বুনোর মতনই দেখছি লোকটার জ্ঞান', বললো জো। ঘাড় তুলে সে চেঁচালো, 'উত্তরে দ্যাখো!'

জনকে গাছের আরেক ডালে যেতে দেখা গেলো। মিনিটখানেক বাদে নিচের দিকে তাকিয়ে সে চেঁচিয়ে বললো ঃ 'বরফের জন্যে কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'ক্রিকের এতোটা দক্ষিণে আসবে না বাটলারের বাহিনী.' বললো জো। 'নেমে পড়ো, জন।'

www.pathagar.com

তুষার বৃষ্টি শুরু হওয়ায় আপনা থেকেই নিভে গেলো তাদের জ্বালানো আগুন। পথ চলা কষ্টকর হয়ে ওঠায় আস্তে আস্তে এগুতে লাগলো তারা। বেলা চারটার দিকে এসে পৌঁছলো কৃষ্ণ শেওলা ভূমিতে। ফেয়ারফিল্ডের পার্বত্য সীমান্ত থেকে মাউন্টস ক্রিক উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত এই শেওলা ভূমি। বিক্ষিপ্ত কিছু পপলার বীথি ছাড়া একদম ফাঁকা ছিলো এই পার্বত্য অঞ্চলটা। তুষার ঝড় নির্ঝঞ্ঝাটে বয়ে চলছিলো অবারিত শূন্যতার মধ্যদিয়ে। লোকগুলির চোখে ঝাপ্টা মারছিলো তুষার। চিৎকার করে কথা বলতে হচ্ছিলো তাদের।

'আজ রাতে সন্ত্রাসীদের খুঁজে পাবো না আমরা,' ঝড়ের গোঙানির ভেতর থেকে চেঁচিয়ে বললো অ্যাডাম।

মাথা নাড়লো নীলপিঠ। আর জো বললোঃ 'যেভাবে তুষারপাত হচ্ছে তাতে মিনিট বিশেকের মধ্যেই বরফে ঢেকে যাবে তাদের পথ।'

ঝড়ের প্রচন্ড ঝাপ্টায় ধূলার মতন উড়ে মেঘপুঞ্জ হয়ে আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছিলো ঝরাবরফের দলাগুলি। তাদের সবার গায়ের শার্ট এরমধ্যেই সাদা ধবধবে হয়ে উঠেছিলো তুষারে।

অন্য তিনজনের চাইতে জোরে হাঁটছিলো গিল এবং জন। বনজংগলে চলার অভ্যাস কম থাকায় শ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছিলো দুজনেরই। এক জায়গায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দম নিচ্ছিলো তারা। ছেলেটা ঠান্ডায় কুঁকড়ে গেছে ভাবলো গিল। 'ঠিক আছো তুমি?' ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো সে।

ঘাড় ফেরালো জন। তার চোখের ভুরুজোড়া এবং পাতা ঢেকে গিয়েছিলো তুষারে। হঠাৎ রক্ত ছলকে উঠলো তার বিবর্ণ গালে।

'হ্যাঁ', ঝড়ের ঝাপ্টার মধ্যে আরেকবার মুখ তুলে চেঁচিয়ে বললো জন। উত্তর দিকে দৃষ্টি মেলে ধরলো গিল। অন্ধকার না-নামলেও চারপাশটা কেমন যেনো গাঢ় কালো হয়ে উঠছিলো। আলো নিস্তেজ হয়ে হয়ে আসছে এ বোধ তখন তার ছিলো না। তুষার ঝড় ক্রমেই শূন্যতার ঘন একটি চাদর ছড়িয়ে দিচ্ছিলো এই পার্বত্যভূমির ওদিকে। শূন্যতার বিভ্রমে আচ্ছন্ন হয়ে উঠলো গিলের দুই চোখ।

www.pathagar.com

কিন্তু একটু পরে জনের সাথে ওদিকে আবার তাকাতেই তুষার ঝড়ের ধূসরতা আর আকাশের মাঝখানে তার চোখে মুহূর্তের জন্যে ভাসলো পাহাড়ের খাড়া চূড়াগুলি। নীলপিঠও দেখলো একঝলক।

'ওদিকেই মাউন্টস ক্রিক,' বললো সে।

পরের মুহূর্তেই দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো পাহাড়। জো চেঁচিয়ে বললোঃ 'আমাদের ফিরে যাওয়াই বোধকরি ভালো। স্প্রুস গাছের ওই ঝোপটার কাছে আমরা নাগাল পাবো উইলেটের। এখানে একমাত্র ও জায়গাটাই হলো শিবির পাতবার উপযুক্ত স্থান।'

তারা ফিরতে শুরু করলে গিলের মনে হলো কিসের শব্দ যেনো শুনতে পেয়েছে সে। উত্তর–পশ্চিম থেকে অতি ক্ষীণ স্বরের মতন ভেসে আসছিলো শব্দটা। মুহূর্তের জন্যে তার মনে হলো জংগলে পথ হারানো একদল লোক যেনো সাহায্যের আশায় ডাকছে কাতর স্বরে। পরক্ষণেই ঝড়ের ঝাপ্টা আর তুষার ঝরার হিসহিসানো শব্দের জন্যে কিছুই আর শুনতে পেলো না সে। কিন্তু বুড়ো নীলপিঠ তার চেপ্টা নাক তুলে তখনো চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলো উত্তরমুখো হয়ে।

'ওদিকে কী আছে, বুড়ো হাবা?' শুধালো জো।

'নেকড়ের পাল।'

'নেকড়ের ডাক শুনেছো তুমি?'

'অনেকক'টি ডাক শুনলাম।'

জো বললোঃ 'আমার সাথে এসো সবাই। আমরা উইলেটকে এখন বলতে পারি বাটলারকে খুঁজে পাওয়া গেছে।'

ঝড়ের মধ্যে সমতলটার ধারঘেঁষে যেতে যেতে সে বললোঃ 'নেকড়ের পালটা নিশ্চয় পিছু নিয়েছে বাটলারের সেনাবাহিনীর।'

হাঁটুসমান গভীর বরফের ভেতর দিয়ে হাঁটা দিলো জো। তাকে অনুসরণ করলো জন। জায়গাটা ঢালু হলেও সোজা হয়ে হাঁটছিলো সে। তাদের পেছন পেছন যাচ্ছিলো গিল এবং নীলপিঠ।

বেশ কিছুদূর যেতেই মিলিশিয়াদের সাথে দেখা হলো তাদের। বরফ ভেঙ্গে, ঝড় মাথায় নিয়ে তাদের দিকেই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসছিলো তারা। সারিটার দুই পাশে ছিলো ওনিডা রেডইন্ডিয়ানের দলটা।

www.pathagar.com

পেছনের রক্ষীটির পাশঘেঁষে উইলেটকে মার্চ করে আসতে দেখলো জো।

'এখানেই আমাদের অবস্থান নেয়া উচিত জেনারেল,' বললো সে।

'কেন?'

'ফাঁকা সমতলে তো আর শিবির পাতা যাবে না। মাথার ওপর একটা কিছু আশ্রয় থাকা চাই। আপনার বাঁ-পাশে স্প্রুস গাছের ঘন একটা ঝোপ আছে। ওখানটায় বাতাসের ঝাপ্টা লাগবে না। পাহাড়ের উত্তরে বাটলারের অবস্থানের সন্ধান পেয়েছি আমরা।'

'তার সন্ধান পেয়েছো। কতোটা দূরে আছে তারা?'

'কোথায় তারা অবস্থান নিয়েছে আমরা ঠিক করে এখন বলতে পারবো না। তবে ভোর হওয়ার আগেই আপনাকে বলতে পারবো,' থামলো জো। 'এরকম ঝড়ের মধ্যে একটা সেনাবাহিনীকে ঘায়েল করা সম্ভব নয়, মিস্টার। এ অবস্থায় অর্ধেক সময় শুধু বেফায়দা নিজেদের দিকে তাক করেই গুলি ছুঁড়তে হবে। ঠিক-ঠিকানা পাওয়া যাবে না কোনো কিছুর।'

'ঠিক আছে,' বললো উইলেট। 'চলো, ওদিকে যাওয়া যাক্।'

স্প্রুস গাছের ঝোপটার দিকে তাদের নিয়ে গেলো জো। গাছের মরা-ডাল ভেঙ্গে আগুন জ্বালালো মিলিশিয়ারা। আগুনের শিখাগুলিকে প্রথমে কেমন যেনো ম্লান দেখালো গাছের কালো ছায়া আর বরফের ঝকঝকে শুভ্রতার পটভূমিতে। ক্রমে ওপরে উঠে নিজস্ব লালচে আভা ছড়িয়ে ঝড়টাকে কিছুটা পিছু হটিয়ে দিলো জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গের হল্কাগুলি। মিলিশিয়াদের একটা দল লেগে গেলো গাছ কাটায়। অন্যরা স্প্রুসের সেই কাটা ডালপালা দিয়ে খাড়া করতে লাগলো ছোটো-ছোটো ঝুপড়ি। পাশেই বয়ে চলছিলো একটা স্রোতস্বিনী। সেখান থেকে যোগাড় করা হলো খাবার পানি। কুঁড়েঘরের ছাউনির নিচে বরফের ওপর শুয়ে থেকে তারা দেখলো আগুনের চারপাশে আস্তে আস্তে গলছে জমাট তুষার। তাদের কানের কাছে বাজতে লাগলো জ্বলন্ত কাঠের চড়চড় শব্দ। অরণ্যের সীমানার বাইরে তখনো দেখা যাচ্ছিলো সূর্যরশ্মির শেষঝলক। তুষার পাতটা হাল্কা ছিলো সেখানে। কিন্তু জংগলে গাছপালার ওপর স্বচ্ছন্দে ঝরে পড়ছিলো পুঞ্জ-পুঞ্জ তুষার। মাঝেমাঝে ঝড়ের ঝাপ্টা এসে মোচড় দিয়ে তুলছিলো স্প্রুসের ঝাঁকড়া শাখাগুলিকে। গাছের ঘন পাতা থেকে চুইয়ে পড়ছিলো অন্ধকার।

www.pathagar.com

খাওয়ার পাট চুকিয়ে নীলপিঠ এবং দুজন ওনিডাকে নিয়ে উইলেটের আস্তানার দিকে গেলো জো। কম্বল মুড়ি দিয়ে চুপচাপ বসেছিলো উইলেট। তার মাথার ফারের টুপিটাই শুধু দেখা যাচ্ছিলো। ভেতরে ঢুকলো জো।

'জেনারেল,' ডাকলো সে।

কম্বলের তলা থেকে উইলেটের লালচে লম্বা মুখখানা বেরুতে দেখা গেলো।

'আমরা এখন রওয়ানা দিচ্ছি,' বললো জো। 'বাটলারের বাহিনীটা কোথায় এবং কী অবস্থায় আছে আমরা খুঁজে বের করবো। মাঝরাতের আগেই ফিরতে পারবো বলে আশা রাখি।'

'ভালোয় ভালোয় ফেরো। গুড লাক।'

দেখতে দেখতেই যেনো আগুনের আলোটার বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেলো চারটি ছায়ামূর্তি। আস্তানাগুলি ছাড়িয়ে যাওয়ার পর ক্ষুদে দলটার নেতৃত্ব নিলো নীলপিঠ। এ-পার্বত্য দেশটার সব অন্ধিসন্ধি বুড়ো রেডইন্ডিয়ানটির যে ভালো মতন জানা এটা স্বীকার করতে বাধ্য হলো জো'র মতন ডাকসাইটে অরণ্যচারীও। নীলপিঠের সমকক্ষ অভিজ্ঞ বুনো আর দ্বিতীয়টি ছিলো না সারা মুলুকে। নেকড়ের পালের ডাকটা শুনবার পর সে নির্ভুলভাবে আঁচ করে নিয়েছে বাটলারের অবস্থান কোথায় হতে পারে। সুতরাং, সরাসরি জায়গাটায় গিয়ে হাজির হতে পারবে সে।

স্প্রুসের জংগলটা থেকে বেরিয়ে তারা গিয়ে পড়লো ফাঁকা সমতলে। অন্ধকারের জন্যে বুঝবার উপায় ছিলো না ঝড়ের বেগ কমে আসছে কিনা। কিন্তু ঝড়তাড়িত তুষার কিছুক্ষণ পর-পরই ঝাপ্টা মারছিলো তাদের মুখে। ফলে মাথা নুইয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে হচ্ছিলো চারজনকেই।

অন্ধকারে সোজাসুজি হেঁটে দুই মাইলেরও বেশি সামনের দিকে এগিয়ে গেলো তারা। এই সময় চোখে কিছুই তারা দ্যাখেনি, কিছুই শুনতে পায়নি কানে। এমনকি নিজেদের চেহারা পর্যন্ত আঁচ করতে পারেনি। হুল-ফোটানো তীব্র ঠান্ডা ছিলো বাতাসে।

কোথায় তারা যাবে সেসম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা ছিলো জো'র। সামনের জংগলটায় ঢুকতেই সে বুঝলো ব্ল্যাক ক্রিক উপত্যকায় এসে পড়েছে নীলপিঠ। একটা দীর্ঘ ঢালু পথ ধরে নামতে শুরু করলো তারা। খুব দুর্গম জায়গাটা। স্থানে স্থানে হাঁটুর ওপরে ছিলো বরফ। লম্বা হয়ে উপড়ে পড়ে-থাকা একটা প্রকান্ড অ্যাশ্ গাছের ওপর

www.pathagar.com

দিয়ে তারা পার হলো পার্বত্য খালটা। অ্যাশ গাছের এই সাঁকোটার কাছে আসবার আগে একশ গজের মতন জায়গা ছিলো গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা। ভূতুড়ে জায়গার মতন লাগছিলো স্থানটাকে। ভয়ে ছমছম করছিলো গা। এই ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্য দিয়েই তাদের টেনে নিয়ে এলো নীলপিঠ।

সামনের দিকের বনটা ছিলো ঘননিবিড়। গাছপালার মাথার ওপরে শোনা যাচ্ছিলো বাতাসের গর্জন। এর ভেতর দিয়ে উত্তরের পাহাড় থেকে ভেসে আসছিলো নেকড়ের ডাক। ঠিক কোথা থেকে ডাকটা আসছে আঁচ করবার জন্যে বেশ কিছুক্ষণ কান পেতে রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো নীলপিঠ। এরপর একটু পশ্চিম দিকে মোড় নিয়ে হাঁটতে শুরু করলো সে।

পরের অগভীর উপত্যকাটায় এসে পা ফেলতেই জো ঠিক ধরতে পারলো কোথায় তারা এখন এসেছে। তার ডান পাশে জংগল থেকে বেরিয়ে গড়িয়ে পড়ছে পার্বত্য খালটা। কয়েকটি স্রোতস্বিনীর মধ্যদিয়ে প্রচন্ড বেগে বয়ে চলছে তরংগক্ষুব্ধ কালো পানির ঢল। একটা ভাঙ্গা বাঁধের ওপর দিয়ে খালটা পার হলো তারা। ওপারে যাওয়ার পর বরফের নিচে তাদের পায়ের তলায় পড়লো গোলাকার কিছু কাঠ।

'মাউন্টের মিল,' নেকো শব্দ করে বললো বুড়ো নীলপিঠ। একটু দূরেই ছিলো মাউন্টের গোলাঘরের খালি জায়গাটা। গোলাঘরটা এখন আর ওখানে দাঁড়িয়ে নেই। ওরিস্কানির যুদ্ধের ঠিক পরেপরেই ও জায়গায় মাউন্টের দুই ছেলের মাথার খুলির চামড়া কেটে নিয়েছিলো রেডইন্ডিয়ান হানাদাররা।

জায়গাটার ওপাশের জংগলে গিয়ে ঢুকলো নীলপীঠ। তারপর উপত্যকায় নেমে পশ্চিমমুখো হয়ে চলতে শুরু করলো। নেকড়ের পালের গর্জন এখন স্পষ্ট শোনা যেতে লাগলো। তাদের মাথার ওপরকার পাহাড় থেকে আসছিলো গর্জনটা।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো নীলপিঠ। একটা খুঁটির মতন সটান হয়ে থাকতে দেখা গেলো তাকে। তার পেছনে শ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়েছিলো বুনো জো এবং দুই রেডইন্ডিয়ান। চেহারা আঁচ করতে না পারলেও অন্ধকারে দুটি লোকের অবয়ব ছায়ামূর্তির মতন স্পষ্ট ভাসলো তাদের চোখের সামনে। পরক্ষণেই আবার অদৃশ্য হলো ছায়া।

'যীশু! এই তীব্র ঠান্ডার মধ্যেও বেশ শক্ত আছে দেখছি লোকগুলি,' মনে মনে বললো জো।

www.pathagar.com

অতি সাবধানে আরো মিনিট দশেক সামনে এগিয়ে যাওয়ার পর তাদের চোখে পড়লো বাটলারের শিবিরের প্রথম অগ্নিকুন্ডটির আলো।

ঝড়ের জন্যে শিবিরের চারপাশে পাহারায় ছিলো না কেউই। জংগলের ভেতরে সার বেঁধে জ্বালানো হয়েছিলো আগুনের অনেকগুলি কুন্ড। বাটলারের বাহিনীর লোকজন শরীর ছেড়ে দিয়ে শুয়েছিলো আগুনের পাশে। বরফে সাদা হয়ে গিয়েছিলো তাদের গায়ে চাপানো কম্বল। শিবিরের শেষমাথায় গাদাগাদি হয়ে দাঁড়ানো ছিলো তিনচারটি ঘোড়া। নেকড়ের গন্ধে মাঝেমধ্যে মাথা তুলে হ্রেষাধ্বনি করছিলো জন্তুগুলি। কিন্তু সেদিকে কান দিচ্ছিলো না লোকজন।

ঘোড়াগুলি ছাড়া গোটা শিবিরটাকে মনে হচ্ছিলো ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে থাকতে। যেনো মরণঘুমে পেয়েছিলো তাদের সবাইকে। গায়ের ওপর গড়িয়ে-পড়া বরফ যেনো ওষুধের মতন ক্রিয়া করে অসাড় করে ফেলেছিলো পথশ্রমে ক্লান্ত লোকগুলিকে।

কিন্তু একটি আস্তানায় একজন লোককে নড়াচড়া করতে দেখলো জো এবং তার সাথের তিন রেডইন্ডিয়ান। কম্বল থেকে তুষার ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়ালো লোকটা। কেমন উসকো-খুসকো দেখাচ্ছিলো তাকে। তার সবুজ কালো ময়লা ইউনিফরম, মাথার তালুতে চাপানো চামড়ার টুপি এবং ঘাড়ের চারদিকের অগোছালো কালো চুল দেখে লোকটাকে চিনতে পারলো জো। লোকটা বাটলার। অনায়াসে তাকে গুলিবিদ্ধ করে নিরাপদে সরে যেতে পারতো সে। কিন্তু উইলেট চায় বাটলারের বাহিনীকে আঘাত করতে। বাটলারকে নয়।

চারজন গুপ্তচর স্কাউট যেখানটায় দাঁড়িয়েছিলো সেদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে শিবিরটার আরেক প্রান্তের দিকে হাঁটা দিলো লোকটা। তার ঠোঁট নড়তে দেখলো তারা। আগুনের আলোটার ধারে গিয়ে মাথা নিচু করলো সে এবং তলোয়ারের বাট দিয়ে গুঁতোতে লাগলো বরফে কিম্ভূতকিমাকার চেহারা নিয়ে পড়ে থাকা একটা মূর্তিকে। লোকটা লাফিয়ে শোয়া থেকে উঠে দাঁড়ালো এবং হাত তুললো। বাটলার তলোয়ারের পিঠ দিয়ে আঘাত করলো লোকটাকে এবং তার পাহারা চৌকির দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেলো তাকে।

এই রক্ষীটি একজন স্কটিশ হাইল্যান্ডার। তাকে কেমন করুণ এবং বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিলো। ঠান্ডা মাস্কেট বন্দুকটা হাতে নিয়ে শীতে ঠকঠকিয়ে কাঁপছিলো সে। তার

www.pathagar.com

চোখের সামনে ছিলো অন্ধকারে ঢাকা একটা ভৌতিক অরণ্য। মুখে তার ঝাপ্টা মারছিলো কনকনে হিমেল বাতাস। এবং কানে এসে হানা দিচ্ছিলো নেকড়ের পালের হিংস্র ডাক।

লোকটার একশ গজের মধ্যে ছিলো জো এবং তিনজন রেডইন্ডিয়ান। কিন্তু তাদের কাউকেই দেখতে পেলো না সে। কী দেখছিলো সে কেউ বলতে পারবে না। আসলে তার চোখ ছিলো তার নিজের ভাবনার মধ্যে নিমগ্ন।

আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শিবিরের এমাথা থেকে ওমাথায় বাটলারকে ছোটাছুটি করতে দেখলো জো এবং তার তিন রেডইন্ডিয়ান সহচর। পিটিয়ে একের পর এক ঘুম থেকে জাগালো সে শিবির প্রহরীদের। এবং সবক'জনকেই বাধ্য করলো তাদের পাহারার জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে। ক্লান্ত দেখালেও তাকে বেশ সহিষ্ণু এবং অদম্য মনে হচ্ছিলো। পাহারাদারদের চৌকিতে পাঠানোর পর নিজের আস্তানায় গিয়ে ঢুকলো বাটলার।

এরপর আস্তে আস্তে নিজেদের শিবিরের দিকে হাঁটা দিলো জো এবং তার সঙ্গীরা। কিন্তু দুই যুবক রেডইন্ডিয়ান সঙ্গীকে বিষণ্ন দেখাচ্ছিলো। বাটলারের শিবিরটায় প্রচুর উপকরণ ছিলো মাথার খুলির চামড়ার। নেকড়েদের মতন এটা ভালো করেই জানতো তারা। বোধকরি এর জন্যেই জো'র সাথে ফিরে যেতে মন টানছিলো না তাদের।

সোজাসুজি সমতলের মাঝখানের পথ ধরে উইলেটের শিবিরে গিয়ে পৌছলো নীলপিঠ। ঘুম থেকে কর্নেলকে জাগিয়ে তুললো জো।

'ভেতরে এসো,' বললো উইলেট। 'বেশ গরম এখানটায়।'

কর্নেলের পাশে বসে ঘটনার বর্ণনা দিতে শুরু করলো জো। বললো ঃ 'এখান থেকে মাত্র তিন মাইল উত্তরে আছে তারা। সবাইকে তাদের একদম বিধ্বস্ত মনে হচ্ছিলো। তাদের কাছে যথেষ্ট খাদ্য আছে বলে মনে হলো না আমার, জেনারেল।'

'ঘোড়ার মাংস খেয়ে খেয়ে পথ চলতে হয়েছে তাদের,' মন্তব্য করলো উইলেট। 'আগামীকাল ভোর হওয়ার আগেই তাদের ওপর আঘাত হানবো আমরা। তুমি চমৎকার একটা কাজ করলে, মেজর।'

দাঁত বের করে হাসলো জো।

www.pathagar.com

'বাটলারকে আমি দেখলাম,' বললো সে। 'গোটা শিবিরে একমাত্র বাটলারই জেগেছিলো। ঘুমন্ত প্রহরীদের তুলে পাহারার জায়গায় পাঠাতে দেখলাম আমি তাকে।'

মাথা নাড়লো উইলেট।

'আমি তাকে একবার বলেছিলাম একদিন না একদিন তাকে ঝোলাবো আমরা,' বললো সে। 'ওরিস্কানির যুদ্ধের পর দীর্ঘকাল আর তার নাগাল পাইনি।'

'আমি খুব সহজেই হত্যা করতে পারতাম বাটলারকে।'

৬
জন উইভার

ভোর হওয়ার আগে অন্ধকার থাকতেই জীবন–চাঞ্চল্য শুরু হলো মিলিশিয়া শিবিরে। অগ্নিকুন্ডের ম্লান শিখাগুলিকে উস্কে দিয়ে আরো কিছু নতুন শুকনো কাঠ গুঁজে দেয়া হলো পোড়া কয়লার ওপর। হাড়ে ঠান্ডা লেগে থাকায় আস্তে আস্তে নড়াচড়া করতে লাগলো লোকজন। স্প্রুসের ঝাড়টায় তখনো লেপ্টেছিলো গাঢ় অন্ধকার। ভুট্টার ঝোলে পাকানো সেদ্ধ গোরুর মাংস কোনোমতে গিলে সকালের নাস্তার কাজটা সারলো তারা। এরপরেই উইলেট একজায়গায় জড়ো হতে ডাকলো তাদের।

'এখান থেকে তিনমাইল উত্তরপশ্চিমে আছে শত্রু সেনাদল। আমাদের বাহিনী যে ভাবে সাজানো ছিলো ঠিক সেভাবেই এগিয়ে গিয়ে শত্রুর ওপর আঘাত হানবে। নতুন সৈন্যরা মধ্যব্যূহে আমাকে অনুসরণ করে অগ্রসর হবে। পশ্চাৎভাগের রক্ষীরা তাদের দক্ষিণ বাহুর সংগে একত্র হবে। শত্রুবাহিনী বোধকরি পশ্চিম কানাডার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করবে। আমরা তাদের জংগলের দিকে টেনে এনে ঘিরে ফেলবো।'

এবারও অগ্রসেনা হিসেবে বাহিনীর সামনে এগিয়ে যেতে হলো হেলমার, জো, নীলপিঠ, গিল আর জন উইভারকে। স্প্রুসের জংগলটার বাইরে আকাশ জুড়ে চলছে মেঘের ঘনঘটা। হঠাৎ তুষারপাত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় একটা ভ্যাপসা গন্ধ নামছিলো বাতাস থেকে। বরফ–ঢাকা পার্বত্যভূমিটা পার হওয়ার সময় মিলিশিয়াদের মুখের ওপর ঝুলতে দেখা গেলো তাদের নিঃশ্বাসের ধোঁয়াটে বাষ্প। মনে হচ্ছিলো যেনো ধবধবে সাদা

www.pathagar.com

তুলা মুখে জড়িয়ে রেখেছে তারা। পেছনে উপত্যকার ধারঘেঁষে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো তাদের পায়ের দাগের লম্বা সারিটাকে। ওদিক থেকে এইমাত্র তারা উঠে এলো উচ্চভূমিতে।

শত্রুশিবিরের জায়গাটায় এসে পৌছতে একঘন্টা লাগলো মিলিশিয়াদের। কিন্তু তাদের মতোই খুব ভোরে উঠে সামনের দিকে রওয়ানা হয়ে গেছে ওয়াল্টারের ফৌজ। জংগলের ভেতর একটা চওড়া সড়কের মতন দেখা যাচ্ছিলো তাদের পায়ের ছাপ-ফেলা পথটাকে। সামনের পাহাড়ের দিক থেকে তখনো ভেসে আসছিলো নেকড়ের ডাক। শত্রুরা কোন্‌দিকে যাচ্ছে তার আভাস পাওয়া গেলো এই হিংস্র জন্তুর পালের চিৎকার থেকে।

দ্রুত সামনে এগিয়ে গেলো উইলেট।

বাহিনীটাকে ভাগ করা হলো কয়েকটা দলে। রেডইন্ডিয়ানরা ফের ভাগ হয়ে মূল বাহিনীর দুই বাহুর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। গোটা বাহিনীটার মাথার দুই শিংয়ের মতন দেখাচ্ছিলো তাদের। এদিকে মাথার চোখ হয়ে সামনের যোগাযোগ রাখতে এগিয়ে গেলো জো'র অগ্রচর স্কাউট দলটা।

'শত্রুর পায়ের চিহ্ন ধরে আমরা চলছি,' বললো উইলেট। 'আমি চাই যতো দ্রুত সম্ভব তাদের পশ্চাৎভাগের নাগাল ধরবে তোমরা। আমরা তোমাদের ঠিক পেছনেই থাকবো।'

বৃটিশ সেনাদলটির পায়ের ছাপ-আঁকা পথ ধরে বেশ দ্রুতগতিতেই মার্চ করে এখন এগিয়ে যেতে থাকলো অগ্রসেনারা। কিন্তু তা সত্ত্বেও আরো একঘন্টা লাগলো তাদের শত্রুবাহিনীর পশ্চাৎভাগের কাছে গিয়ে পৌছতে।

দলটার ডানদিকে ছিলো জন উইভার। তার থেকে কেবল ছগজ দূরে ছিলো বুড়ো নীলপিঠ। কিন্তু এই দুর্গম পথে জোরে পা চালাতে হলেও শীত ছাড়লো না জনের। কাজেও ঠিক মন বসাতে পারছিলো না সে। তার কাছে কালো-কালো লাগছিলো তুষারশুভ্র অরণ্যটাকে। গাছপালাগুলি যেনো তার চোখের সামনে দিয়ে সাঁতার কেটে চলছিলো। একান্ত মনে ভাবছিলো সে বাড়ির কথা।

www.pathagar.com

নীলপিঠের তীব্র চিৎকারটা কানে আসবার পরই শত্রুর ব্যাপারে প্রথম সজাগ হয়ে উঠলো জন। অন্যমনস্কভাবে চোখ তুলতেই দেখলো বরফের ওপর বসে পড়েছে নীলপিঠ। আর গাছের একটা ঝাড়ের ভেতর থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসছে লাল ঘাঘরা পরা আধাডজন লোক। এরা ছিলো বাটলারের ফৌজের পার্বত্য স্কটিশ। হঠাৎ ব্যাপারটার কিছুই আঁচ করতে পারলো না জন। তার মন তখনো আচ্ছন্ন ছিলো আত্মগত ভাবনায়। বাবা জর্জ উইভারের কথা এইমাত্র হাঁটাহাঁটি করছিলো তার মনে। জর্জ উইভার শেষ পর্যন্ত মারা না-গেলে নিশ্চয় বাড়ি ফিরে আসবে এবং দেখবে তার নামে রাখা হয়েছে তার এক নাতির নাম। এটাই ছিলো জনের জীবনের শেষ ভাবনা। বুড়ো নীলপিঠের হুঁশিয়ারি চিৎকারটা শুনতে পেয়েছিলো একজন পার্বত্য স্কটিশ। ঘাড় ফিরিয়ে সে দেখলো ছেলেটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে। অমনি ঝটপট সে রাইফেল উঁচিয়ে ধরলো এবং গুলি ছুঁড়লো। জনের বুকের ঠিক মাঝখানটায় গিয়ে বিঁধলো গুলিটা। বুলেট-খাওয়া হরিণের মতোই সোজা ওপর দিকে লাফিয়ে উঠলো সে।

রাইফেলের আওয়াজ শুনবার সংগে সংগেই ঝোপঝাড় ভেঙ্গে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এলো গিল। এসে দেখলো মুখ-থুবড়ে পড়ে আছে জন। ঠিক ওই মুহূর্তেই গুলি ছুঁড়লো নীলপিঠ। তার মাস্কেট বন্দুকটার পিলে চমকানো গর্জনে একরাশ বরফ ঝরে পড়লো পাশের গাছটা থেকে। সামান্য ব্যবধানের মধ্যে কালো ধোঁয়ার দুটি কুন্ডলি দলা পাকিয়ে উঠলো। কিন্তু গুলি খেলেও স্কটিশ সৈন্যটি তখনো মরেনি। দুই পা এক-করে চিতিয়েছিলো সে। তাড়াখাওয়া কুকুর পালের মতন লেজ গুটিয়ে জংগলের ভেতর অদৃশ্য হলো তার সঙ্গীরা।

জনের পাশে এসে গিল যখন থামলো নীলপিঠকে তখন দেখা গেলো মাথা নুইয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে। মাথার খুলি কাঁপানো কেমন বেসুরো একটা গর্জন ছিটকে বেরুলো তার বুড়ো গলা থেকে। গিল হাঁটু গেড়ে বসলো জনের পাশে। নিজের রক্তের মধ্যে ডুবে বরফের ওপর লম্বা হয়ে পড়েছিলো জনের নিস্পন্দ দেহটা। গুলিবিদ্ধ স্কটিশ হাইল্যান্ডারটি হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠলো। কিন্তু মুহূর্তেই তার চিৎকারটা তলিয়ে গেলো অজস্র কন্ঠের গভীর উচ্চনাদী গর্জনের মধ্যে। একটি পীতাভ সমুদ্র তরংগের মতন অরণ্যের ভেতর থেকে ধেয়ে আসছিলো মিলিশিয়া বাহিনী। পাগলের মতন ছুটছিলো তারা। খুব একটা শৃংখলা ছিলো না তখন তাদের মধ্যে। প্রথম হুংকারটা ছাড়বার পরই চুপ হয়ে গেলো তারা। শুরু হলো যুদ্ধ।

www.pathagar.com

লোকের স্রোতের টানে জনের লাশের পাশ থেকে সামনের দিকে ছিটকে চলে গেলো গিল। ভিড়ের মধ্যদিয়ে যাওয়ার সময় নীলপিঠের চেহারাটা একপলক ভাসলো তার চোখে। মৃত স্কটিশ সৈন্যটির মাথার খুলির ভেজা চামড়া কোমরের বেল্টে গুঁজে নিয়ে টলতে টলতে এগুচ্ছিলো সে। ভুঁড়িটা দুলছিলো তার। এরমধ্যেই সামনের জংগলে ঢুকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে যেতে থাকলো মিলিশিয়ারা।

শত্রু সেনাদলটি কিন্তু কোথাও থামলো না। তারা শুধু ভোঁ দৌড়ে সামনের দিকে ছুটে চললো একনাগাড়ে। দলের কেউ গুলি খেয়ে পড়ে গেলে তাকে পা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছিলো তারা একপাশে। আর পেছনের লোকেরা সেই লাশ মাড়িয়ে ছুটে যাচ্ছিলো। দেখতে দেখতে স্কটিশ হাইল্যান্ডারদের পশ্চাৎভাগটাকে ঘিরে ফেলে তাদের নিরস্ত্র করলো মিলিশিয়ারা। কিন্তু তাদের মূল বাহিনীটা পেছনের দিকে না তাকিয়ে তখনো ছুটে চলছিলো আগের মতোই।

দুই ভাগ হয়ে তারা অগ্রসর হচ্ছিলো ক্রিকের দিকে। সামনের উপত্যকায় পৌছবার একটু আগেই ফের শুরু হলো তুষারপাত। পশ্চিম কানাডা ক্রিকটার তীরের কাছাকাছি একটা জায়গায় এসে রেঞ্জার সেনাদলটাকে একত্র করলো ওয়াল্টার। তারা গড়ে তুললো শক্তিশালী একটা অবরোধ। সেনাবাহিনীকে খালের ওপারে পৌছে দেয়ার জন্যে অনেকক্ষণ জায়গাটা ঘিরে থাকলো তারা। পরে নিজেরাই তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো পানিতে। সাঁতার কাটতে লাগলো। স্রোতের প্রচন্ড তোড় তাদের ভাসিয়ে নিয়ে চললো ভাটির দিকে। সেখানে কুড়াল হাতে নিয়ে খালের দুই কূলঘেঁষেই দাঁড়িয়েছিলো ওনিডা রেডইন্ডিয়ানদের দুটি ইউনিট। মাথার খুলির চামড়া কেটে নেবার জন্যে তখন নিসপিস করছিলো তাদের সবার হাত।

কিন্তু মিলিশিয়ারা মুহূর্তের জন্যেও কোথাও থামলো না। তারা ক্রিকের তীরে এবং পানিতে প্রচন্ড বেগে আক্রমণ চালালো। বাটলার তখন তার ক্লান্ত ঘোড়াটাকে হাঁকিয়ে কেবল ক্রিকের ওপারে উঠতে যাচ্ছিলো। একঝাঁক গুলির মাঝখানে তাকে দেখা গেলো মুখ–থুবড়ে ঘোড়ার পিঠে লেপ্টে থাকতে। ঘোড়াটা তীরে লাফিয়ে উঠে পিঠ থেকে ফেলে দিলো তাকে এবং খুরের আঘাতে বরফের দলা উড়িয়ে ছুটলো পলায়নপর সেনাবাহিনীটার পিছু পিছু। খালের তীর ধরে যাচ্ছিলো দুজন রেডইন্ডিয়ান। তাদের সামনে পড়লো বাটলারের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহটা। তারা মাথা থেকে খুলির চামড়া কেটে নিলো তার। এবং পরক্ষণেই ছুটলো ঘোড়াটাকে অনুসরণ করে।

www.pathagar.com

ঘন হয়ে পড়তে শুরু করলো এখন তুষার। ক্রিক পার হয়ে মিলিশিয়া বাহিনীটা এবার দ্রুত বেগে অগ্রসর হলো অরণ্যের ভেতর দিয়ে। সারাটা সকাল তারা খরগোশের পালের মতন তাড়িয়ে নিয়ে চললো পলায়নপর সেনাদলটাকে। শেষে দেখা গেলো অর্ধেকের মতন বৃটিশ সৈন্য নিরস্ত্র অবস্থায় পশ্চিম এবং উত্তরে উন্মাদের মতন ছুটে যাচ্ছে বিপদসংকুল কৃষ্ণনদী উপত্যকার পথ ধরে।

দুপুরের একটু পরে মিলিশিয়া বাহিনীর সম্মুখ ভাগটাকে থামবার নির্দেশ দিলো উইলেট। তখন তারা ছিলো ক্রিক ছাড়িয়ে পনেরো মাইল উত্তরে। একদিকে ছিলো তাদের শরীরের ক্লান্তি আরেকদিকে সেনানায়কের নির্দেশ। দুই কারণেই শত্রুর অনুসরণ বন্ধ করলো তারা। তুষারপাতের মধ্যে বন্দুকের নলের ওপর ঝুঁকে কর্নেলের মুখ থেকে দৃষ্টি ফেরালো তারা পশ্চিমে। সেখানে এলোমেলো লম্বা লাইনে তখনো বরফের ওপর মুখব্যাদান করে রয়েছিলো আতংকগ্রস্ত হয়ে পালিয়ে যাওয়া সেনাদলটির পায়ের বড়ো বড়ো গভীর ছাপ।

দাঁত বের করে হাসলো উইলেট। প্রতিটি মিলিশিয়া জোয়ানের মুখে বিচ্ছুরণ ঘটলো সেই হাসির।

অবশেষে যবনিকা পড়লো অভিযানে। মিলিশিয়ারা পালন করলো তাদের শেষ কর্তব্য। বৃটিশ সেনাদলটাকে বন্দী করেনি তারা। কিন্তু সবাই জানলো নিহত হয়েছে বাটলার। আর একথাও সবাই স্পষ্ট অনুধাবন করলো আশি মাইল দীর্ঘ একটি বিজন দুর্গম পথে ধাবমান ছত্রভঙ্গ একটি নিরস্ত্র অভুক্ত সেনাদলের জন্যে অপেক্ষা করছে কী নিষ্ঠুর পরিণাম।

ধীরে ধীরে ঘরমুখো রওয়ানা হলো মিলিশিয়ারা। সবাই ছিলো তারা চুপচাপ। সারি বেঁধে হাঁটবার আর তেমন দরকার মনে করছিলো না কেউ। পথে ওনিডা রেডইন্ডিয়ান দলটার সাথে দেখা হলো তাদের। সুপ্রচুর মাথার খুলির চামড়া হাতিয়ে নিচ্ছিলো তারা। স্বপ্নেও তারা কখনো ভাবেনি চামড়ার এরকম অঢেল ফসল পড়ে থাকবে পথে। রেডইন্ডিয়ানদের গোটা ইতিহাসের কোনো কিংবদন্তিতেও খুঁজে পাওয়া যাবে না এর দ্বিতীয় কোনো দৃষ্টান্ত। লোকগুলিকে তাদের নৃশংস কান্ডে ব্যস্ত থাকতে দিয়ে এগিয়ে চলতে থাকলো মিলিশিয়ারা।

সন্ধ্যার কিছু আগে আবার পশ্চিম কানাডা ক্রিকের তীরে এসে পৌছলো মিলিশিয়া বাহিনী। পেছনদিকে একজায়গায় বাঁক ঘুরে আরো চারমাইল সামনে উজিয়ে গেলো

www.pathagar.com

তারা। সারা সন্ধ্যা জন উইভারের লাশ খুঁজলো গিল। কিন্তু নীলপিঠ তার সাথে যোগ না দেয়ার আগে পর্যন্ত ওটার কোনো হদিসই করতে পারছিলো না সে। অক্ষত ছিলো জনের মৃতদেহটা। কারণ মিলিশিয়াদের প্রথম গুলিবর্ষণের পরই নেকড়ের পালটা ছুটে গিয়েছিলো সামনের দিকে। এখন জন্তুগলি ওঁত পেতে আছে ক্রিকের ওদিককার জংগলে। ওনিডাদের খুলির চামড়ার ফসল তুলবার কাজটা শেষ হলে পরেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে বাটলারের সৈন্যদের ক্ষয়িত মৃতদেহগুলির ওপর।

অন্ধকার নামবার আগেই পাথর আর শুকনো লতাপাতা চাপা দিয়ে জনের লাশটাকে কবরস্থ করলো গিল।

বাড়ির পথে মিলিশিয়াদের যাত্রাটা এখন দ্রুততর হয়ে উঠলো। সূর্য ডোবার সামান্য আগে শেলের খামারটার কাছে নদীর চড়া পার হলো তারা। আর সাঁঝের মাথায় এসে পৌঁছলো ডেটন দুর্গে। সবাইকে একসংগে গুলি ছুঁড়বার সুযোগ দিলো উইলেট। এই প্রথম তারা উল্লাসধ্বনি করলো। স্ত্রীলোকদের দলে দলে দুর্গের শেড থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলো তারা। মশাল দুলিয়ে অভিবাদন জানানো হচ্ছিলো তাদের। এরপরই হঠাৎ একসাথে চারটি কামান দাগিয়ে তোপধ্বনি করলো বেলিঞ্জার। আগে কখনো বারুদের অমন অপচয়ের কথা ভাবতেও পারতো না সে। বুম্‌-বুম্‌ গর্জন তুলে বিজয়ী মিলিশিয়াদের অভিবাদন জানালো কামানগুলি। বুড়ো নীলপিঠ হুমড়ি খেয়ে পড়লো প্রচন্ড কামানগর্জনে। ভয়ে পাগলের মতন চেঁচিয়ে উঠলো সে। অন্য রেডইন্ডিয়ানরাও আতংকে চেঁচাতে শুরু করলো। কিন্তু তুমুল উল্লাসধ্বনির মধ্যে চাপা পড়লো তাদের কন্ঠস্বর।

দুর্গের ফটকের সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিলো স্ত্রীলোকের দল এবং ছেলেমেয়েরা। তারা সবাই কাঁদছিলো এবং চিৎকার করছিলো। তাদের মাঝখান দিয়ে একযোগে দুর্গের ভেতর ঢুকলো মিলিশিয়ারা। স্ত্রীলোকেরা মার্চরত বাহিনীর পিছু-পিছু ছুটলো তাদের স্বামীদের সাথে যোগ দেয়ার জন্যে।

দুর্গ ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে একটানা চিৎকার দিয়ে চলছিলো বেলিঞ্জার। কী যেনো বলছিলো সে। থামছিলো না তার চিৎকার। কিন্তু প্রথম দিকে কারোই কানে যায়নি তার গলার আওয়াজ। শেষে উইলেট ভেতরে ঢুকে একত্র হলো তার সাথে। দুজন কথা বললো একমুহূর্ত। উইলেটের মুখখানা হঠাৎ ঝলমলিয়ে উঠলো। সংগে সংগে সে সিঁড়ি

www.pathagar.com

ভেঙ্গে ছুটে গেলো ব্লকহাউসের ছাদের তোপখানার দিকে। সবার মাথার ওপর দিয়ে প্রচন্ড শব্দে আচমকা গর্জে উঠলো সুইভেল কামানটা। ধোঁয়ার কুন্ডলিটা দলা পাকিয়ে উঠতেই কিছুক্ষণের জন্যে সবাই চুপ হয়ে গেলো। পরের মুহূর্তেই কামানের গোড়া থেকে শোনা গেলো উইলেটের সুপরিচিত স্পষ্ট নেকো স্বর ঃ

'ভার্জিনিয়ায় কর্নওয়ালিসের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেছেন জেনারেল ওয়াশিংটন। এবং তাকে বন্দী করেছেন তিনি।'

কথাটা যেনো আস্তে-আস্তে তাদের কানের পাশে গুঞ্জন তুললো। লানার একটা হাত ধরে দাঁড়িয়েছিলো গিল। তার মনে হলো যেনো কিছুই তার কানে যায়নি। আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েছিলো সে। ঠিক তখুনি ম্যারি উইভারকে চোখে পড়লো তার। সারা চোখে মুখে আতংক নিয়ে ভিড়ের মধ্যে জনকে খুঁজছিলো ম্যারি। মিলিশিয়াদের একেকটা দলের কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছিলো মেয়েটা। দেখছিলো প্রতিটি মুখ। তারপর আবার যাচ্ছিলো অন্যদলের কাছে। লানাকে ফিসফিসিয়ে কী একটা কথা বললো গিল। এরপর দুজনই ছুটলো তারা ম্যারির পেছনে।

বিছানায় নিশ্চল হয়ে পড়েছিলো ম্যারি। একদম বোবা হয়ে গিয়েছিলো ও। ওকে কাঁদতে দ্যাখেনি কেউ। কাঁদছিলো কেবল এমা। বাতাস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রাতটা কেমন নিস্তব্ধ হয়ে পড়লো। মোহক উপত্যকায় বাতাস ছাড়াই ঝরতে লাগলো তুষার। গিল, লানা এবং জো রাতে থাকলো উইভারদের ঘরে। ম্যারি এবং এমাকে সান্ত্বনা দেয়ার কোনো ভাষাই খুঁজে পাচ্ছিলো না তারা। বোবার মতন তারাও ছিলো চুপচাপ।

সেই রাতে বেলিঞ্জারের কামরায় টেবিলের পাশে বসে অভিযানের বিবরণ লিখছিলো উইলেট। ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়েছিলো তার শরীর। কিন্তু এরমধ্যেও কাগজের পৃষ্ঠায় একের পর এক সব ঘটনার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে লাগলো সে। প্রথমে লিখলো ওয়ারেনবুশের হামলা আর জন্সটাউনের যুদ্ধের কথা। এরপর লিখলো জার্মান তল্লাটের উত্তরের পার্বত্যঅরণ্যে বৃটিশ বাহিনীর পথ-হারানো এবং দুর্গম ঝোপঝাড়ের মধ্যদিয়ে তাদের পেছনে মিলিশিয়াদের অনুসরণ করে যাওয়ার কাহিনী। রিপোর্টে লেখা হলো ঃ 'পশ্চিম কানাডা ক্রিক পার হওয়ার সময় মিলিশিয়াদের আক্রমণে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বৃটিশ সেনাদলের। এই আক্রমণে নিহত হয়েছে বাটলার। অভিযানে কেবল একজন আমেরিকানকেই হারাতে হয়েছে।'

www.pathagar.com

সেনাদলটাকে কেনো বন্দী করা হয়নি তার একটা যুক্তি দেয়ার জন্যে একমুহূর্ত থামলো উইলেট। বাঁ–হাতের ওপর মুখ রেখে শেষে লিখলোঃ

'বিধ্বস্ত এবং ক্ষুধার্ত অবস্থায় বিপদসংকুল দুর্গম তুষারাচ্ছন্ন পার্বত্যপথে নিয়তির ওপরই আমরা তাদের ছেড়ে দিয়ে এলাম।'

www.pathagar.com

দশ

লানা

১৭৮৪

মিনিট দশেক বিশ্রাম নেবার জন্যে টুলটা নিয়ে রান্নাঘরের দরোজার সামনে বসলো লানা। গিল বাড়ি না থাকায় খামারের সব কাজেরই তদারক করতে হচ্ছিলো ওকে। একটু পরেই দুধ দোয়ানোর জন্যে গোরুগুলি নিয়ে হাজির হবে ছেলেরা। মাঝখানে এই মুহূর্তগুলি তাই ওর কাছে বিধাতার দাক্ষিণ্য বলে মনে হচ্ছিলো। দোলনায় ঘুমাচ্ছিলো কোলের মেয়েটা। মাছি যাতে বিরক্ত না করে তার জন্যে ওকে ঢেকে রাখা হয়েছিলো এক খন্ড চাদর দিয়ে। গ্রীষ্মের এই মাঝামাঝি সময়টায় ভ্যাপসা গরম পড়ায় উপদ্রব বেড়েছে মাছির। এদিকে গরমের জন্যে তাড়াতাড়ি পাকছিলো ক্ষেতের গম। গিল ভয় পাচ্ছিলো অমন আগাম পাকতে থাকলে হয়তো চিটার পরিমাণই হবে বেশি। তবে ভুট্টার ফলনটা হয়েছিলো সবথেকে বেশি। এরকম ভালো ফলন জীবনেও আর দ্যাখেনি তারা।

একবছর আগে ডিয়ারফিল্ড বসতে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে ফিরে এসেছিলো গিল আর লানা। বাড়ি আর জমির হাল দেখবার পর বুক জ্বালা করে উঠেছিলো দুজনেরই। বুনো লতাপাতা, আগাছা এবং ঝোপঝাড়ে ভরে গিয়েছিলো ঘরের ভিটা আর সমস্ত আবাদের জমি। এরপরও উৎসাহ নিয়ে শুরু করলো তারা চাষের কাজ। এক মওসুমেই সাবেক খামারের সবজমি চষে ঠিকঠাক করলো গিল। এই গ্রীষ্মে ফসল এসেছে জমিতে। নতুন লাগানো হয়েছিলো ভুট্টা।

পুরনো ভিটাতেই তোলা হলো কাঠের নতুন ঘরটা। রাস্তা থেকে দেখলে মনে হবে যেনো অবিকল সাবেক বাড়িটাই দাঁড়িয়ে আছে ভিটায়। তবে ঝরনার দিকে মুখ করা কোনার অংশটা নতুন বানানো হয়েছিলো। ওখানে ঘুমাতো গিল, লানা এবং কোলের মেয়েটা। রান্নাঘরের ওপরকার চিলেকোঠাটায় থাকতো দুই ছেলে। গোলাঘরটা আগের চেয়ে বাড়ানো হয়েছিলো। এখন তাদের একজোড়া দুধের গোরু আর দুটি বাছুর। পুরনো মাদী ঘোড়াটার বদলে কেনা হয়েছে একজোড়া বলদ। পশ্চিম কানাডা ক্রিকের যুদ্ধের পরে অভাবে পড়ে ঘোড়াটাকে জবাই করে নিবারণ করতে হয়েছিলো পেটের ক্ষুধা।

www.pathagar.com

বলদ জোড়া ছিলো তাদের ভবিষ্যৎ সম্পন্নতার প্রথম বাস্তব প্রতিচ্ছবি। লানার মনেও ছাপ পড়েছিলো এই প্রাচুর্যের। আগের মতন শক্ত বিছানায় শুতে গেলে কেমন উস্‌খুস্‌ করতো ও। কর্ডের খাট আর পালকের তুলতুলে গদি কেনার ইচ্ছাটা অনেক দিন থেকেই উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিলো ওর মনে। ভোর চারটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত একটানা খাটুনিতে পিঠের শিরদাঁড়ায় ব্যথা ধরে গিয়েছিলো লানার। বৃষ্টির মওসুম শুরু হওয়ার আগে প্রতিদিনই ঘাসকাটা আর গাদা দেয়ার কাজে স্বামীকে সাহায্য করতে হতো ওকে। রাত পর্যন্ত চলতো কাজের এই ঘানিটানা। আজকাল কিছু কিছু সাহায্য করছে ছেলেরা। তারা ভালোই পারে ঘাসের আঁটি বাঁধতে। তাছাড়া, বুকের দুধ খাওয়ার সময় হলে বোনটাকে তারা মাঠে নিয়ে আসতো মায়ের কাছে। এতে ঘরে যাওয়ার কষ্টটা থেকে বাঁচতো লানা।

বলদ জোড়া কিনতে সত্তর ডলার খরচ পড়েছিলো গিলের। এবং আরো তিরিশ ডলার ব্যয় করতে হয়েছিলো শকটটার পেছনে। এই গোশকটটা ছিলো বেশ বড়োসড়ো। জমি বন্ধক রেখে মোট খরচের অর্ধেক ধার করে এনেছিলো সে মার্ক ডেমুথের কাছ থেকে। অবশ্য ধারটা শোধ করা যাবে মিলিশিয়া ডিউটি বাবদ তার বকেয়া বেতন আর খামারের ক্ষতিপূরণের টাকাগুলি হাতে এলে পর। সন্ত্রাসীরা প্রথমবার যাদের খামার জ্বালিয়ে দিয়েছিলো সেসব লোককে ক্ষতিপূরণ দেবে বলে ঘোষণা দিয়েছে কংগ্রেস। তবে কখন এই ক্ষতিপূরণের দাবি মেটানোর কাজ শুরু হবে তা এখনো অনিশ্চিত। অবশ্য এরমধ্যেই আলস্টার এবং নিউইয়র্কের লোকজনকে ক্ষতিপূরণের টাকা দেয়া শুরু হয়েছিলো। মিঃ ইয়েট্‌স ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলেন গিলের কাছে। তিনি জানালেন এটা ভোটের ওপর নির্ভর করছে। পশ্চিমের এই নতুন কাউন্টিটা রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলেই নাকি এখানকার লোকজনের ক্ষতিপূরণের দাবি মেটানো হবে। এ–বিষয়ে তিনি নিশ্চিয়তাও দিলেন। একইসংগে অবশ্য বললেন, এর জন্যে ধৈর্য ধরতে হবে।

কিন্তু দীর্ঘসময় পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকা কঠিন ছিলো গিলের পক্ষে। ক্ষতিপূরণের টাকা গুলি সময়মতন পেলে বাড়ির কাজের জন্যে ব্লুকের কৃষ্ণাংগ মেয়েটিকে অনায়াসে কিনে নিতে পারতো সে। বলদ কিনতে যাওয়ার সপ্তাহটায় মাত্র দেড়শ ডলার মূল্যে ব্লুক তার নিগ্রো ক্রীতদাসীটিকে গিলের কাছে বেচবার প্রস্তাব দিয়েছিলো। গিলের দুঃখটা আজ খুব পীড়া দিচ্ছিলো লানাকে। রান্নাবান্না এবং পনির বানানোর কাজের জন্যে ওরকম একটা মেয়ে থাকলে রাতে গোরুগুলির দুধ দুইতে মোটেও কষ্ট হতো না ওর।

www.pathagar.com

গিল বাড়ির বাইরে থাকায় মনে কোনো ক্ষোভ ছিলো না লানার। আসলে লানাই তাকে অনুরোধ করে পাঠিয়েছিলো বাইরে। ম্যারি উইভারকে ওর স্বামী জনের কবরটা দেখানোর জন্যে সেই দুর্গম অরণ্যের জায়গাটায় নিয়ে যাওয়ার কথা দিয়েছিলো গিল অনেক দিন আগে। কিন্তু কাজের চাপের জন্যে এ–যাবত আর রক্ষা করা সম্ভব হয়নি প্রতিশ্রুতিটা। আজ চারদিন হলো ম্যারিকে নিয়ে ওখানটায় গিয়েছে গিল। তাদের সাথে ছিলো নীলপীঠ। বুড়ো রেডইন্ডিয়ান শপথ করে বলেছে সোজা সে তাদের নিয়ে যেতে পারবে কবরের জায়গাটায়। এভাবে অবসর নিয়ে গিলের বাইরে যাওয়াটা বেশ পসন্দ করতো লানা।

ঠিক একইসময়ে মার্ক ডেমুথ আর উইভার পরিবার ফিরে এসেছিলো ডিয়ারফিল্ডে। বছরখানেক আগে কারাগার থেকে ছাড়া পায় জর্জ উইভার এবং ডেমুথ। পায়ের গোছাটার ব্যথার জন্যে মাঠের ভারি কাজ করতে পারতো না জর্জ। কারাগারে সবসময় শেকল বাঁধা থাকায় পায়ের গোছার জায়গায় পচা–ঘা হয়েছিলো তার। তবে বাপের অক্ষমতাকে পুষিয়ে দিয়েছিলো কোবাস। ছেলেটার কঠোর পরিশ্রমে মার্টিনদের মতোই সচ্ছলতার মুখ দেখলো উইভাররা। অবশ্য এই দুই পরিবারের কেউই এখনো ডেমুথের স্তরে উঠে বাড়িতে চাকরবাকর রাখবার মতন আর্থিক সংগতি অর্জন করতে পারেনি। ক্লেম কপারনলের জায়গায় বাড়িতে তিনজন কাজের লোক রেখেছিলো ডেমুথ। এদের মধ্যে দুজন ছিলো স্বামী–স্ত্রী আর একজন ছিলো স্ত্রীলোকটির বোন। পুরুষ এবং মেয়েমানুষ দুজনই যুবক–যুবতী। স্ত্রীলোকটির বোন ছিলো দেখতে বেশ সুন্দরী। এমা উইভারের ধারণা, একই সামাজিক স্তরের না হলেও মেয়েটিকে হয়তো বিয়ে করতে পারে ডেমুথ।

' ডেমুথের প্রথম স্ত্রীর চেয়ে দেখতে ঢের ভালো এই মেয়েটি,' মন্তব্য করেছিলো এমা। ' আর স্ত্রী হিসেবেও বেশ লক্ষ্মী হবে ও।'

একজন পুরুষের মতনই খাটতো এমা। জর্জ ফিরে আসবার পর তার মনের জোরই শুধু বাড়েনি, গায়ের বলও বেড়েছে। সাংঘাতিক ঝগড়ুটে হয়ে উঠছিলো এমা। এটাওটা নিয়ে প্রায় খিটমিট করতো জর্জের সাথে। ম্যারি এবং জনের মেয়ে জর্জিনার সাথে গোলমাল করতো আরো বেশি। বাচ্চা মেয়েটাকে নিয়ে এমনভাবে লাগতো এমা যা অনেক সময় সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যেতো ম্যারির। ও ভাবতো মেয়েটাকে রোখা আর বদমেজাজি বানিয়ে ছাড়বে বুড়ি। আবার মাঝেমাঝে মা–মেয়ে দুজনকে বেশ আদরও

www.pathagar.com

করতো এমা। এর জন্যে কৃতজ্ঞতা বোধ করতো ম্যারি। আজকাল স্বাস্থ্যে আর সৌন্দর্যে ভরাট হয়ে উঠছিলো ম্যারির শরীর। পুষ্পিত যৌবনবতী রমণী বলতে যা বোঝায় ঠিক সেরকমটি দেখতে হয়েছে ও। লানা ভাবতো এসময় যদি জন একবার এসে দেখতো ওর এই অভাবিত রূপ এবং যৌবন। কী ভালোই না বাসতো ওরা দুজন দুজনকে। কিন্তু ম্যারির বিলম্বিত যৌবন পূর্ণ হয়ে ওঠার আগেই হঠাৎ ঝরে পড়লো জন। ব্যাপারটা বড়ো করুণ এবং হৃদয়বিদারক মনে হতো লানার কাছে।

গিল এবং নীলপিঠের সাথে রওয়ানা দেওয়ার মাত্র কিছুক্ষণ আগে মা মিসেস রিঅলের কাছ থেকে একটা সংবাদ পেলো ম্যারি। মিসেস রিঅল ওকে জানিয়েছে তার নতুন স্বামী রিবাস হোয়াইটকে নিয়ে রিঅলদের পুরানো খামার বাড়িতে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে সে। আরো জানিয়েছে এখানে এসে সাবেক মিলটা তারা আবার চালু করবে। কংগ্রেসের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার পরপরই রিবাসকে বিয়ে করেছিলো বিধবা মিসেস রিঅল। ম্যারি ভাবলো বসতের বাড়িঘরে এভাবে লোকজন ফিরে আসতে থাকলে ডিয়ারফিল্ডের চেহারাটা পাল্টে যাবে। আর তখন বোঝাই যাবে না কখনো এটা ধ্বংস হয়ে বিরান পড়েছিলো দীর্ঘসময় ধরে। নীলপিঠও আজকাল সেই পুরনো দিনের মতোই যখন তখন এসে ঢুঁ মারতো তাদের খামারে। বুড়োর চার কালো চোখো ছেলে ঘুরঘুর করতো বাপের পেছনে। আর নানানরকম দুষ্টবুদ্ধি এঁটে জ্বালাতন করে মারতো তাকে।

ডিয়ারফিল্ডে ফিরে আসতে কোনোরকম দ্বিধা করেনি গিল এবং লানা। কারণ, এছাড়া তাদের যাওয়ার আর কোনো জায়গা কোথাও ছিলো না। ফক্সেস্ মিল বসতে সন্ত্রাসীদের নির্মূল অভিযানের সময় নিহত হয়েছিলো লানার বাবা–মা দুজনই। ওদের গোটা পরিবারের মধ্যে বেঁচে ছিলো শুধু লানার বিবাহিত বোনটাই।

মিসেস ম্যাকলেনার মারা গেলেন বিরাশি সালের বসন্তে। মৃত্যুর পর অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া যায়নি তাঁর লেখা উইলটি। ওই উইলে গিল এবং লানাকে উত্তরাধিকারী হিসেবে বাড়ি আর খামারসহ ম্যাকলেনার পরিবারের তাবৎ সম্পত্তি লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন বিধবা। বোঝা গেলো বাড়িটা আগুনে পুড়বার সময় নষ্ট হয়েছে দলিলটা। সুতরাং জায়গাটার ওপর তাদের বৈধ অধিকারের কোনো প্রমাণই আর থাকলো না। এ–ব্যাপারে দাবি তুলে আরজি পেশ করা হলে তাদের জানানো হলো বকেয়া ট্যাক্সের দায়ে খামারটা নিলাম হয়েছে। তবে অন্য সবার আরজির সাথে তাদের

www.pathagar.com

দাবিটাও বিবেচনা করে দেখা হবে। মিঃ জনাথন এলেন নামক একটি লোক নিলাম ধরে ভোগ করছে খামারটা। এলেনের বাড়ি ম্যাসাচুসেটসের স্প্রিংফিল্ডে। তাদের বলা হলো লোকটা নাকি খুবই ভালো। অবশ্য কখনো তারা দ্যাখেনি এলেনকে।

ডিয়ারফিল্ডে আসবার আগে গিলকে ফের জানানো হলো একজন প্রাক্তন সৈনিকের অপরিশোধিত বেতনের দাবির পক্ষে তার আরজি নাকচ করে খামারটির মালিকানা দেয়া হয়েছে ওই সৈনিককে। এরপর গিলের আর কোনো পিছুটান থাকলো না। সংগে সংগেই গোছগাছ সেরে পরিবার নিয়ে সে চলে এলো ডিয়ারফিল্ডে। এখানে আসবার পর ট্যাক্স শোধ করতে অনেক ধকল গেছে তার ওপর দিয়ে। লানা প্রচুর খাটুনি খেটে ভাগ নিয়েছে স্বামীর কষ্টে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই দুঃসময়টা পার হয়ে আসতে পেরেছে তারা।

সরকার চালাচ্ছে এখন সুসংগঠিত সেনাদলের কর্তারা আর নিউইংল্যান্ডের নেতৃত্বাধীন রাজ্যগুলি। কিন্তু এখানে এমন কোনো ইয়াংকি নেই যারা এ নিয়ে খোঁচাখুঁচি করবে আর মনের ভেতরে চাপাবে উদ্বেগের গুরুভার। মন এখন সব দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে বিচরণ করছে ওর পুরনো স্মৃতির সৈকতে। এই তল্লাটটা শূন্যতায় কেমন খাঁ–খাঁ করতো যখন নববধূ হয়ে প্রথম পা রেখেছিলো ও এজায়গায়। ভয়ে ছমছম করতো তখন ওর শরীর। অথচ এখন ভালো লাগে ডিয়ারফিল্ডের কথা ভাবতে। যখন কোনো দুর্লভ অবসরের মুহূর্তে একটু সুযোগ পায় বসতের চারপাশে দৃষ্টি মেলে ধরতে দুই চোখ তখন জুড়ায়। এবং প্রাণটা ভরে ওঠে অপার এক আনন্দে।

গোরু দুটির গলার ঘন্টাধ্বনি শোনা যায়নি অনেকক্ষণ হলো। ভাবনার মধ্যে হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় হ্যাজেনক্লেভার পাহাড়ের দিকে তাকালো লানা। না, ওদের নড়াচড়ার কোনো শব্দ এখনো কানে আসছে না। গরমের দিনে ওই জলা জায়গাটায় কেমন চুপচাপ লুকিয়ে থেকে বিশ্রাম নেয় গোরুগুলি। অবাক লাগে কথাটা ভাবতে।

দরোজার গোবরাটের ওপর মাথাটা রাখলো লানা। গিলি এবং জোয়ির কথা ভাবলো একবার। ওদের দুজনেরই এখানে হারিয়ে যাওয়ার ভয় নেই। জায়গাটার সবই তো নখদর্পনে গিলির। দুই ছেলের ব্যাপারেই নিশ্চিন্ত ছিলো ও।

গায়ের ওপর ঢলাঢলি করতে লাগলো পড়ন্ত বেলার রোদ। বিরক্তিবোধ করলো না লানা। বরং রোদের মধ্যে এ রকম চুপচাপ পড়ে থাকতে ভালো লাগতো ওর। শরীরের হাড়ের ভেতরে এখনো যেনো লেপ্টে আছে ওর দুর্গের শেডে কাটানো শেষশীতের

www.pathagar.com

দিনগুলির ঠান্ডা। ওই স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে কেমন করে বেঁচেছিলো বাচ্চাদুটি ভাবতে এখনো অবাক লাগে।

দরোজায় মাথা ন্যস্ত করায় কানের ওপর দিয়ে পেছনে ফিতার বড়ো বাঁধনটার গায়ে ঝুলে পড়লো ওর কালো ঝাঁকড়া চুলের রাশি। গালে রেখা পড়লেও তারুণ্যের জেল্লা ছিলো এখনো মুখে। ঠোঁট দুটিতে ছিলো আগের মতনই কমনীয় গোলাপি আভা। শুধু কেমন একটু হালকা দেখা যাচ্ছিলো বোঁজাচোখের পাতাগুলিকে। চোখের কোটরেও ছায়ার মতন সামান্য কালো দাগ পড়তে শুরু করেছিলে।-----

কাঠঠোকরা যেমন গাছে বসে একটানা ঠকঠক্ শব্দ করে ঠিক সেরকম হাতুড়ি পেটানো একটা আওয়াজ শেষবেলার এই অখন্ড স্তব্ধতার মধ্যে ভেসে আসছিলো দক্ষিণ থেকে। মাথা তুললো না লানা। ভালো লাগছিলো ধ্বনিটা শুনতে। ও জানতো কিসের শব্দ ওটা। ঘাট ছাড়িয়ে মোহক নদীর ঠিক ওপারে নতুন ঘরবাড়ি তোলা হচ্ছিলো। বেশ কয়েকটা পরিবার এসেছে ওখানটায়। এখনো তাদের সাথে দেখা হয়নি লানার। তবে এক রোববার ডেমুথের সাথে ওদিকে গিয়েছিলো গিল। এসে বলেছে কানেকটিকাটের লোক তারা। এদের একজনকে পসন্দ হয়েছিলো গিলের। লোকটার নাম হিউ হোয়াইট। আইনঅনুগত, বিবেকবান মানুষ সে। অচিরেই নদীর ওধারে একটা শহর গড়ে উঠবে বলে গিলের ধারণা। আর সেখানকার লোকজন হবে তাদের প্রতিবেশী।

লানার কানে এলো এখন গোরুর গলার ঘন্টাধ্বনি। জংগলের ভেতর থেকে আসছিলো শব্দটা। কিছুক্ষণ পর দেখা গেলো গোরুগুলিকে। একটার পেছনে আসছিলো আরেকটা রিঅলের খালের মধ্যদিয়ে নাক চুবিয়ে। ছেলেদুটির হাতে ছিলো মেপল কাঠের ছড়ি। পানিতে ছড়ির আঘাত হেনে, কোমর ভিজিয়ে তারা আসছিলো গোরুর পালটার পেছন পেছন। উঠে দাঁড়ালো লানা।

গোরুগুলিকে খুঁজতে আর জোয়িরি জন্যে অপেক্ষা করতেই এতটা দেরি হলো বলে অভিযোগ করলো গিলি। লানা তখন গোলাঘরে অন্ধকারের মধ্যে ব্যস্ত ছিলো দুধ দোয়ানোর কাজে।

'তোমার মতন তো আর বয়েস হয়নি জোয়িরি,' সস্নেহে বললো লানা। 'অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে ও।'

'মোটেও ক্লান্ত হই না আমি,' বিড়বিড় করে বললো জোয়ি।

'তাহলে ঝরনা থেকে বালতি ভরে পানি নিয়ে এসো দেখি,' গিলি বললো ওকে।

www.pathagar.com

'আমি পারবো না,' বললো জোয়ি। 'এখানে থাকবো আমি।'

'ক্লান্ত না হয়ে পড়লে মাকে তোমার সাহায্য করা উচিত,' বললো গিলি।

'তুমি নিজেই পানিটা ভরে নিয়ে এসো না, গিলি,' শান্তকণ্ঠে বললো লানা।

গোরুর বাঁটে ছিলো ওর হাত। গরমে কাহিল হয়ে পড়লেও নড়াচড়া করছিলো না জন্তুগুলি।

'আমাদের একটা ঘোড়া ছিলো না, মা?' ঝরনাতলা থেকে বালতি–ভরা পানি নিয়ে এসে শুধালো গিলি।

'হ্যাঁ,' বললো লানা।

'আমিও তাই বলেছিলাম। কিন্তু জোয়ি কিছুতেই বিশ্বাস করবে না কথাটা।'

'তুমি বলোনি তাতো আমি অস্বীকার করছি না।'

'ঘোড়াটার কী হলো, মা?, জানতে চাইলো গিলি।

'ওটা আমরা জবাই করে খেয়েছি,' বললো লানা।

'কেনো খেলে?'

'কারণ দুর্গে তখন খাদ্যের আকাল পড়েছিলো।'

'আমিও বুঝি খেয়েছি ওটার কিছু মাংস?'

'হ্যাঁ।'

'মনে নেই আমার কথাটা।'

পুরনো দুঃখের দিনগুলির কথা ভুলে থাকবার চেষ্টা করছিলো লানা। কিন্তু তবুও মাঝেমাঝে স্মৃতি হানা দিতো মনে। গিলির প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে গ্রীষ্মের সেই দিন ক'টির ছবি সামনে এসে দাঁড়ালো ভিড় করে। পশ্চিম কানাডা ক্রিক যুদ্ধের পরেকার ঘটনা এটা। সবাই বিশ্বাস করছিলো যুদ্ধ শেষ হয়েছে। আসলে দেশের কোথাও তখন আর যুদ্ধ ছিলো না। এরমধ্যে হঠাৎ পাঁচশ রেডইন্ডিয়ান এবং কিছু সংখ্যক টোরি সাথে নিয়ে জার্মান তল্লাটে এসে চড়াও হলো ব্রান্ট। বিধাতার দয়ার জন্যেই সে মহাবিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিলো লানারা। অ্যাডাম হেলমার আর গাস্টিন শিমেল আসছিলো তাদের সাথে দেখা করতে। সময় মতনই অ্যাডাম বয়ে এনেছিলো সন্ত্রাসীদের হামলার আগাম খবরটা। কিন্তু পথে রেডইন্ডিয়ানদের হাতে ধরা পড়লো গাস্টিন।

www.pathagar.com

একটানা চারদিন ডেটন দুর্গ অবরোধ করে রাখলো ব্রান্ট। খাদ্য ফুরিয়ে যাওয়ায় যতো জন্তুজানোয়ার ছিলো দুর্গের ভেতর তার সবই জবাই করে খেলো অভুক্ত দুর্গবাসীরা। অবরোধের শেষদিন লোকজনকে দুর্গ থেকে বের করে আনবার কৌশল হিসেবে নদীর পাড়ের খোলা মাঠটায় প্রকাশ্যে গাস্টিন শিমেলকে আগুনে পুড়িয়ে মারলো ব্রান্ট।

গাস্টিন যাতে অনেকক্ষণ বেঁচে থেকে তিলে–তিলে যন্ত্রণা ভোগ করে তার জন্যে অল্প আগুনে আস্তে আস্তে পোড়াচ্ছিলো তাকে রেডইন্ডিয়ানরা। এই ভয়াল, নৃশংস হত্যাকান্ডটার আয়োজন করা হয়েছিলো দুর্গের রাইফেল মঞ্চের গুলির পাল্লার বাইরে। জায়গাটা বেশি দূরে না হওয়ায় দুর্গের প্রতি প্রান্তে শোনা যাচ্ছিলো হতভাগ্য বুড়ো জার্মানটির যন্ত্রণাকাতর চিৎকার ধ্বনি। সূর্যাস্তের সময় একেবারে ক্ষীণ হয়ে এলো তার কণ্ঠস্বর। কিন্তু তখনো রাইফেল মঞ্চের গোড়ায় বসে ষাটজন দুর্গরক্ষী দেখলো মরণ কুন্ডটায় আগুন জ্বলছে। আস্তে আস্তে জ্বলে নিঃশেষ হচ্ছে পোড়াকাঠের মতন দেখতে একটি মানবদেহ। আর থেকে থেকে শোনা যাচ্ছে তার মৃদু কাতরধ্বনি।

রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হলো ব্রান্ট। পরদিন ফোর্ট প্লেইন থেকে সেনাদল সাথে নিয়ে হাজির হলো কর্নেল উইলেট। ওটাই ছিলো লানাদের ওপর সন্ত্রাসীদের শেষ হামলা।

'রাতের খাবার খেতে এসো, ছেলেরা' ডাকলো লানা। ওরা দুজনই লানার সামনে এসে দাঁড়ালো। পুরনো স্মৃতিটা আতংকে থরথরিয়ে কাঁপাচ্ছিলো ওর সমস্ত শরীরটাকে। ছেলেরা যাতে ভয় না পায় তার জন্যে একখানা কম্বল দুজনের মাথার ওপর চাপিয়ে নিজেও ওটার তলায় গিয়ে বসলো ও। আর ভান করে দেখালো তিনজনই তারা রেডইন্ডিয়ান।

রাতের খাওয়াটা শেষ হলে পর শুতে গেলো ছেলেরা। কোলের মেয়েটার নোংরা কাপড়চোপড় ধোয়ার জন্যে পানি গরম করতে বসলো লানা। প্রায় একঘন্টা ধরে ধোঁয়াটে রান্নাঘরটায় ও ব্যস্ত থাকলো কাজে। সন্ধ্যাবেলা দুধ খাওয়ার জন্যে দোলনাতে ঘ্যানঘ্যান শুরু করলো মেয়েটা। ওকে তুলে এনে চুষতে দিলো ও বুকের মাই।

রাত ঘন হয়ে উঠতে থাকলেও মোমবাতি নিভিয়ে অন্ধকারে বাচ্চাকে দুধ দিতে লাগলো লানা। প্রাণটা জুড়ালো এতে। বাচ্চার হাল্কা নরোম চুল দেখবার জন্যে দরকার

www.pathagar.com

ছিলো না মোমবাতির। মেয়েটা দেখতে সুন্দর হবে কথাটা ভেবে স্বস্তি পেলো ও। হঠাৎ মনে পড়লো ওর শৈশবের কথা। পিঠাপিঠি ছোটো বোনটির হলুদ চুল দেখে ভারি হিংসা হতো ওর। মায়ের মতন চুল ছিলো বোনের। পুরনো সংগীতে 'দীর্ঘ এবং সুন্দর' বলে যে কথাটি আছে ঠিক সেরকম রূপবতী যেনো হয় ওর মেয়েটি। এটা ওর মনের একান্ত কামনা।

ছেলে দুটির চেয়ে অনেক বেশি আদরে লালন করা হচ্ছিলো মেয়েটিকে। নিজের দূরদর্শিতার কথা ভেবে মনে মনে হাসলো লানা। মনে হচ্ছিলো যেনো বাড়িতে রীতিমত বাস করছেন একজন মহিলা। লানা নাম রাখলো ওর এলিজাবেথ বোরস্ট। গিলের সম্মতি ছিলো নামকরণে। সে বলেছিলো জন্মের সময় যেকোনো ক্ষুদে জার্মান মেয়ের মতন দেখাচ্ছিলো ওকে। বাইরে জাহির না করলেও মনে মনে গিল খুব পসন্দ করতো মেয়েকে।

লানা তখনো হাসছিলো। খাল পাড়ের দিক থেকে হঠাৎ ওর কানে এলো গোরুর গলার ঘন্টার টুংটাং শব্দ। ঘুমে কাতর হয়ে পড়ায় স্তনের বোঁটা থেকে ঠোঁট সরিয়ে নিয়ে লানার বুকের একপাশে ঢলে পড়লো মেয়েটা। ওকে শুইয়ে দেয়ার জন্যে উঠলো লানা। দোলনায় ওকে রেখে দাঁড়াতেই কানে এলো একটা লোকের গলার আওয়াজ। দরোজা নাড়ছিলো লোকটা। মুহূর্তে অতীতের সবক'টি বছরের আতংক একসাথে জড়ো হয়ে ছেঁকে ধরলো ওর প্রাণটাকে।

'হ্যালো,' নরোম গলায় ডাকছিলো লোকটি। 'হেই ! ঘরে কেউ আছে?'

দোরগোড়ার দিকে যেতে বাধ্য হলো লানা।

'কে?' গলা বাড়িয়ে বললো ও।

'জন উলফ আমি। মার্টিনরা কী এখানে থাকে?'

'আমি লানা মার্টিন। কী চান আপনি?'

'দয়া করে আমায় ভেতর যেতে দাও, মিসেস মার্টিন।'

লানা জানতো ইচ্ছা করলেই বাড়ির ভেতরে ঢুকতে পারতো জন উল্‌ফ। সুতরাং, নিজের নিরাপত্তার জন্যে উনুনের আগুনে মোমবাতিটা ধরিয়ে নিয়ে মাস্কেট বন্দুকটা হাতে তুলে নিলো ও। একা থাকবার সময় কোনো বিপদে পড়লে যাতে কাজে লাগাতে

www.pathagar.com

পারে তার জন্যে মাস্কেটটা লানাকে কিনে দিয়েছিলো গিল। দরোজার খিল খুলেই দ্রুত টেবিলের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো লানা।

কিন্তু খুব সংকুচিত হয়ে ভেতরে ঢুকলো উল্‌ফ। কোনো বন্দুক ছিলো না তার সাথে। লানাকে দেখবার পর সে বললো ঃ 'তোমার কোনো ক্ষতি করবো না আমি।'

এদিকে লোকটাকে দেখে মনের ভয় উবে গেলো লানার। একেবারেই বুড়ো মানুষটা। মাথার সব চুল তার ধবধবে সাদা। বিষণ্ন মুখে কেমন যেনো একটা হতাশার ছাপ।

'আমাকে তোমার মনে নেই,' বললো সে। 'কসবি তালুকের খামারে একটা দোকান ছিলো আমার।'

'ও হ্যাঁ,' বললো লানা। 'হ্যাঁ।'

'আমাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছিলো,' বলতে লাগলো উল্‌ফ। 'কিন্তু পালিয়ে আসি আমি । এখানে ফিরে আসবার জন্যে আগাগোড়াই চেষ্টা করেছিলাম। স্ত্রীকে এখানে রেখে গিয়েছি, বুঝলে তো? সারা কানাডা ঢুঁড়েও খুঁজে পাইনি ওকে। ওই ঘটনার পর ওকে দেখেছো তুমি?'

'না,' মাস্কেট বন্দুকটা নিঃশব্দে নামিয়ে রেখে বললো লানা।

'ওর নাম এলি,' বললো উল্‌ফ। 'ও কী-যে ভালো একটি মেয়েমানুষ ওকে ছেড়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত আমি তা বুঝতে পারিনি। এলি এখানে আছে কিনা দেখবার জন্যে আমি ফিরে আসছিলাম। কিন্তু পথে লোকজন আমায় তাড়া করে এবং আমার বন্দুকটা ছিনিয়ে নেয়। হেলমার নামের একটা লম্বা চওড়া লোক খুন করবে বলে হুমকি দেয় আমায়। তবে কয়েকটি লোক আমায় বাঁচায় তার হাত থেকে। এখানে ফিরে এসেছে এমন তিনজন রেডইন্ডিয়ানকে সে হত্যা করেছে বলে তাদের মুখে শুনেছি। আমি তো কারো ক্ষতি করতে চাইনি। শুধু এলিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি এখানে।'

'না, তার কোনো খবর পাইনি আমরা,' বললো লানা। 'লোকের ধারণা, এখান থেকে চলে গেছে সে।'

'নায়াগ্রার কাছে আমার একটি ছোটো জায়গা আছে। মিঃ বাটলারের ওখানে একটি দোকানও খুলেছি আমি। এলিকে নিয়ে যেতে চাই আমি ও জায়গায়।'

'দুঃখিত আমি।' ভয় কেটে গেছে বলে লোকটার প্রতি আর কোনো বিদ্বেষ ছিলো না লানার। 'আপনাকে কিছু খেতে দেবো?'

www.pathagar.com

'না, ধন্যবাদ। এখুনি ফিরে যাচ্ছি আমি।'

'ফিরে যাবেন? কোথায়?'

'দেশে। নায়াগ্রায়।' হাসবার চেষ্টা করলো উল্ফ। 'পথটা অবশ্য অনেক দূরের।'

'আপনার কাছে তো কোনো বন্দুক নেই।'

'সামান্য কিছু খাদ্য আছে আমার কাছে। তাছাড়া ফলমূল পাওয়া যাবে পথে।'

'আমার এই মাস্কেট বন্দুকটি নিন আপনি,' আবেগপ্রবণ হয়ে উঠলো লানা। 'এটার আমার দরকার নেই। অবশ্য এটায় ব্যবহারের মতন খুব বেশি বারুদ এবং গুলি নেই আমার কাছে।'

'আমি কিন্তু ওটা নিতে পারবো না।'

'আজ রাতেই আমার স্বামী বাড়ি ফিরবে বলে আশা করছি। সুতরাং, আমার কোনো অসুবিধা হবে না। দয়া করে আপনি বন্দুকটা নিন।'

দুর্বল চোখদুটি তুলে ধরে লানার দিকে তাকালো উল্ফ।

'তুমি একজন দয়ালু মহিলা,' বললো সে। 'জীবনে এই প্রথম তোমার মতন একজনকে দেখলাম আমি। আর তুমিও তো জানো আমার সম্পর্কে। জেলে যাওয়ার মতন কোনো অপরাধ আমি কখনো করিনি।'

'আমি জানি। আপনাকে বিশ্বাস করি আমি।'

'জেলে যাওয়ার পর এলির সাথে আর দেখা হয়নি আমার, জানো। আমাকে দুর্গে নিয়ে যাওয়ার পর শেষবারের মতন দেখলাম ওকে। খুব ভালো ব্যবহার করেছিলো এলি সেদিন আমার সাথে, মিসেস মার্টিন। পয়সা না দিলে জেলখানার লোকেরা ওর কাছে চিঠি লিখতে দিতো না আমায়। কিন্তু বেশি টাকাকড়ি তখন ছিলো না আমার সাথে।'

উল্ফ কাঁদবে বলে মনে হয়েছিলো লানার। কিন্তু কাঁদলো না সে। একটু পরে লোকটা চলে গেলে দরোজাটা আরেকবার বন্ধ করলো লানা। ছেলেদুটি এতোক্ষণ লুকিয়ে লানা এবং উল্ফের কথা শুনছিলো। ওদের বিছানায় ফিরে যাওয়ার শব্দ শুনলো লানা ওপরকার কামরাটা থেকে। কিন্তু কোনোরকম বকাবকি করলো না দুজনের কাউকে।

হেলমার আসবার আগেই উল্ফ চলে গেছে দেখে মনটা স্বস্তি পেলো লানার। কোনো টোরি কিংবা শত্রুপক্ষের কেনো লোককে উপত্যকায় দেখতে পেলে তাকে নাকি হত্যা

www.pathagar.com

করবার সুযোগ খুঁজতো হেলমার। লোকজন বলাবলি করতো সাফরেনিস ক্যাসেল-ম্যানকে হত্যা করেছে সে। কিন্তু হেলমারের স্ত্রী ছাড়া আসল ঘটনা জানা ছিলো না কারোরই। এক বিচিত্র মেয়েমানুষ বেটসি। একটা জনশ্রুতি ছিলো ওর ব্যাপারে। হেলমারকে নাকি একবার শপথ করিয়েছিলো বেটসি। বলেছিলো মাথার খুলির চামড়া যোগাড় করে আনতে না পারলে ওর সাথে এক বিছানায় যেতে পারবে না হেলমার। শোনা যায় অঙ্গীকার মাফিক সত্যি সত্যি ওকে খুলির চামড়া এনে দিয়েছিলো সে।

শুতে গেলো না লানা। বসে বসে ভাবছিলো গিলের কথা। মন বলছিলো আজ রাতেই গিল আসবে। উল্‌ফকে এই মনের কথাটাই বলেছিলো ও। গিল বাইরে কোথাও গেলে প্রাণের অর্ধেকটাই যেনো ছেড়ে চলে যেতো ওকে। যাকিছু ও ভাবতো , যা করতো কিংবা করতে চাইতো তার সবই যেনো ছিলো গিলেরই অংশ। ওর প্রতিটি ভাবনা, প্রতিটি আশা এবং কামনা আবর্তিত হতো গিলকে ঘিরে। কিন্তু এরপরও মাঝেমাঝে মনে হতো ওর প্রতি গিলের টান যেনো কম। এর কারণ বুঝতে পারতো না ও। গিল যদি তার সঙ্গে থাকে, তার কাছে ফিরে আসে সবসময়, সে যদি গিলকে দেখতে পায় তার সান্নিধ্য লাভ করে তার কথা শুনতে পায় তা হলে তার জীবনের যত কম সময়ই সে তাকে দিক না কেন তাতে কিছু এসে যায় না। ওই হতভাগ্য জন উল্‌ফ লোকটার কথা এতোক্ষণ আনাগোনা করছিলো ওর মনে। নতুন বসতে নিজের দোকানে ফিরে যাচ্ছে লোকটা। পশ্চিমে কোথাও বুঝি হবে ওই বসত।

ভাবনাটার মধ্যেই গিলের পায়ের শব্দ কানে এলো লানার। বুড়ো রেডইন্ডিয়ান নীলপিঠের সাথে হেঁটে আসছিলো সে। দরোজা খুলে দিয়ে দুজনকেই ঘরে ঢুকতে বললো ও। কিন্তু নীলপিঠ বললো ঃ 'না, ফাইন।' শেষে আরেকবার 'ফাইন' কথাটা বলেই অন্ধকারে মিশে যেতে লাগলো বুড়ো।

দরোজা বন্ধ করে দিয়ে মুখচেপে হাসলো গিল।

'নীলপিঠ ভেতরে আসবে না। সে আমাকে একটা জিনিস দিতে বলেছে তোমায়। এবং আরো বলেছে জিনিসটার ব্যাপারে তোমার পাগলামোর ঘোর কাটলে পরেই সে ফের কোনো একদিন আসবে এখানে।'

www.pathagar.com

'কী জিনিসটা?'

ময়ূরের একটি পালক ওর দিকে বাড়িয়ে ধরলো গিল। অর্ধেকটা ভেঙ্গে দুমড়ে গেলেও পালকটির সেই আগের ঔজ্জ্বল্য কিন্তু একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। একনজর দেখেই চিনতে পারলো লানা।

যে কোনো কারণেই হোক ওটা ছোঁয়ামাত্রই দুই পা অবশ হয়ে এলো লানার। টুলটায় সংগে সংগে বসে পড়লো ও এবং টেবিলে হেলান দিয়ে থাকলো। যে-হাতে পালকটা ধরা ছিলো ওটা কাঁপতে শুরু করলো। ব্যাপারটা স্রেফ একটা মূর্খতা ওর জন্যে। কিন্তু ও নিজে এর মানে বুঝতে পারতো না। গিল অবাক হয়ে দেখছিলো ওর কান্ড। তার দৃষ্টিটাকে অন্যদিকে সরিয়ে নেয়ার জন্যে হঠাৎ প্রসংগ পাল্টালো ও। জিজ্ঞেস করলো জংগলের সেই জায়গাটা ঠিকমতন খুঁজে পেয়েছে কিনা তারা।

'ও, হ্যাঁ। নীলপিঠ খুঁজে বের করেছিলো জায়গাটা,' বললো গিল। 'জনের কবরের পাথরগুলি আগের মতনই আছে। কেউ তার শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটায়নি।'

ভেজা কাপড়চোপড় এবং নোংরা জুতাজোড়া খুলে রাখছিলো সে।

'কেমন ছিলো ম্যারি?'

'প্রথম দিকে একটু কান্নাকাটি করেছিলো। কিছুক্ষণ পর আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠে বলে আমার মনে হয়েছে। নীলপিঠের কাছ থেকে ছুরি নিয়ে কিছু বুনোফুলের গাছ তুলে এনেছিলো ও। এবং সেগুলিকে মাটি খুঁড়ে লাগিয়ে দেয় জনের কবরের চারপাশে।'

'তুমি ওকে সাথে নিয়েছো দেখে ভারি খুশি হয়েছি আমি,' বললো লানা। 'কবরটা দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছিলো মেয়েটা।'

'হ্যাঁ, আমিও খুশি হয়েছি। ওখানে নেবো বলে অনেক আগেই কথা দিয়েছিলাম ওকে।'

কাঁধের ওপর দিয়ে এখন লানার দিকে তাকাচ্ছিলো গিল। 'কী হয়েছে তোমার, লানা? অমন করছো কেনো?'

'গিল, সেই জন উল্‌ফের কথা মনে আছে তোমার? সমাবেশ দিবসে গ্রেফতার হয়েছিলো যে লোকটা?'

'হ্যাঁ, জন উল্‌ফ। মনে পড়ছে আমার। একটা দোকান ছিলো লোকটার। তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিলাম আমি সামরিক আদালতে।'

www.pathagar.com

'তোমার আসবার আগে এখানে ছিলো সে। জার্মান তল্লাট থেকে লোকজন তাড়িয়ে দিয়েছে তাকে। তোমার সাথে দেখা করতে এসেছিলো।'

'কী মতলব তার?' গিলের মুখখানা কঠিন হয়ে উঠলো। এখানে ফের বসবাস করতে চাইলে সে চেষ্টা না করাই ভালো তার জন্যে।'

'না, তা না। লোকটা তার স্ত্রীর খবর জানতে এসেছিলো। কানাডায় যায়নি স্ত্রীলোকটি।'

'আমার মনে পড়ছে। উল্‌ফকে আলবানিতে নিয়ে যাওয়ার পর মহিলা ফিরে যায় তাদের স্টোরে। মিলিশিয়ারা ওদিকে গেলে সে চলে যায় তার দোকান ছেড়ে। আমরা যখন লিটল স্টোন অ্যারাবিয়া দুর্গে যাই তার পরের ঘটনা এটা। ভুলে গেলে তুমি?'

মনে হচ্ছিলো স্মৃতির এই ঘেরাটোপ থেকে কখনো বেরিয়ে আসতে পারবে না তারা। বারে বারে তারা ফিরে আসবে এখানে। দিনের পর দিন পার হবে। বছরের পর গড়িয়ে যাবে বছর। কিন্তু তারা কিছুতেই ভুলে থাকতে পারবে না অতীতকে। স্মৃতির কাছে ঘুরে–ফিরে তাদের আসতেই হবে। লানা এখন আর উল্‌ফের বউয়ের কথা ভাবছিলো না। ওর মন চলে গিয়েছিলো স্কুইলারের সেই কুঁড়েঘরটিতে। স্মৃতিতে ভাসলো শীতের রাতটির ছবি। একটা রোগা পটকা মাদীহরিণের অর্ধেকটা কেটে বাড়ি ফিরেছিলো গিল। হঠাৎ ওর মনে পড়লো ওদের দুজনের সেসময়কার তিক্ত সম্পর্কের কথা। কে যেনো ভয়ের একটা দেয়াল তুলে রেখেছিলো দুজনের মাঝখানে। লানা এখন উপলব্ধি করলো ব্যাপারটার জন্যে ও নিজে কিংবা গিল দুজনের কেউই দায়ী ছিলো না। ও তো কোনোকালেই ছিলো না অমনটি। সময় – সময়ের জন্যেই সবকিছু তখন রুক্ষ এবং বিবর্ণ হয়ে পড়েছিলো। শীতার্ত সেই রাতে ও চেয়েছিলো ভেতরে ঢুকবার পর ওকে চুমু খাবে গিল। মুখ তুলে গিলের পানে তাকিয়েছিলো ও। কিন্তু ওর পানে তাকালো না সে।

হঠাৎ দুই চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো লানার। ওই বছরগুলি শুধু ওর এবং গিলের জীবনের ওপর দিয়েই বয়ে যায়নি ঝড় হয়ে। তাদের মধ্যদিয়ে ছেলেমেয়েদের ওপরও ঝড়টা রেখে গেছে তার ছাপ। এটা এখন এদেশ, এমাটি এমনকি এই জায়গাটিরও ইতিহাসের অন্তর্গত। তার অচ্ছেদ্য অংশ। যুদ্ধের গোটা সময়টায় দূরবর্তী একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতন মনে হয়েছিলো এই বসতটাকে। কিন্তু কী দুর্যোগই না বয়ে গেছে এর

www.pathagar.com

ওপর দিয়ে। লানা ভাবলো, কেবল তারাই নয়—আকাশের পাখি এবং মাঠের জন্তুগুলিকেও সইতে হয়েছে তার ধকল।

'ঘাসের মতোই মানুষের দিনগুলি,' মনে মনে কথাটা আওড়ালো লানা। ওর এবং গিলের দুজনের জীবনই তো বাঁধা এই একই ছকে।

'বাবা ফিরে এসেছে, মা?'

ওপরের পাটাতনের দরোজা গলিয়ে ছোটো মুখখানা বের করলো গিলি। ক্ষুদে শজারুর মতন আস্তে আস্তে শ্বাস টেনে নাক ডাকছিলো জোয়ি।

'হ্যাঁ, সোনা। আমি ফিরে এসেছি। এখন শুয়ে পড়ো তুমি। তোমার মা এবং আমি শুতে যাচ্ছি।'

অন্ধকারে লানার কোমরে বাহু পেঁচিয়ে শোবার ঘরটায় ওকে টেনে নিয়ে গেলো গিল। দোলনায় ওঠানামা করছিলো কোলের মেয়েটার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। খাটো গাউনটা খুলতে গিয়ে লানা দেখলো ময়ূরের পালকটা তখনো ওর হাতে। অন্ধকারে জানলার পাশের শেলফটা খুঁজে নিয়ে ওটার ওপর রাখলো বাহারি রংয়ের পালকটা।

বিছানার ওপর গিলের ওঠার শব্দ কানে এলো লানার। কম্বলের তলার খড়ের ভেতর থেকে ঝরাপাতার মর্মরধ্বনির মতন কেমন একটা খসখসে আওয়াজ বেরুলো। খালপাড় থেকে শোনা গেলো গোরুর গলার ঘন্টার শব্দ। ওখানে ঘাসের মাঠে চরে বেড়াচ্ছিলো জন্তুগুলি।

'এই জায়গাটা ফিরে পেয়েছি আমরা,' ভাবলো লানা। 'সন্তান পেয়েছি। পেয়েছি দুজন দুজনকে। কেউ আর এসব কেড়ে নিতে পারবে না। কোনো দিন না। কখনো না।'

---

www.pathagar.com